সপ্তম খণ্ড।

—:•:—

ভারতবর্ষ।

(প্রাচীন ভারতবর্ষ)

—•:○:•—

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত।

—:•:—

প্রকাশক,—
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।
"পৃথিবীর ইতিহাস" কার্য্যালয়, হাওড়া।

পৃথিবীর ইতিহাস প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
২ নং, অন্নদাপ্রসাদ ব্যানার্জ্জীর লেন, হাওড়া হইতে
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী দ্বারা
মুদ্রিত :

অশোক।

সূচনা।

'পৃথিবীর ইতিহাস' সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডও প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই সাত খণ্ডেও যে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সম্যক্‌ভাবে আলোচিত হইল, তাহা মনে করিতে পারি না,—কথঞ্চিৎ হইয়াছে বলিয়াও স্পর্দ্ধা করা যায় না। অতীত ভারতের ইতিহাস অনন্ত-রত্নরাজিপরিপূর্ণ,—সীমাবদ্ধ গ্রন্থ-খণ্ডে সঙ্কোচ-সংক্ষুব্ধ লেখনী-মুখে তাহার সম্যক্ পরিচয় প্রদান তো সম্ভবপরই নহে; পরন্তু কথঞ্চিৎ আলোচনার চেষ্টাও অসাধ্য সাধন বলিয়া মনে হয়। এক এক যুগের ইতিহাস লিখিতে গেলেই এক এক জীবন কাটিয়া যায়। সুতরাং প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেক কাহিনী-কিংবদন্তী যে ইচ্ছা করিয়াই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

অনন্ত গৌরব।

* * *

সত্য চিরদিনই অবিচ্ছিন্ন আছে। ঘটনা যাহা সঙ্ঘটিত হয়, তাহা আর পরিবর্তিত হইবার নহে। কাহিনী পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; একই ঘটনা বিভিন্ন জনে বিভিন্ন-রূপে বর্ণনা করিতে পারে; মানুষের কল্পনা ভিন্নপথগামী হওয়াও অসম্ভব নহে; কিন্তু তাহাতে সঙ্ঘটিত ব্যাপারের পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে না। ঘটনা যাহা ঘটিয়াছিল, প্রকৃতির অঙ্কে তাহার যে অঙ্কপাত হইয়া আছে, অল্পদর্শী মানব আমরা না বুঝিতে পারিলেও, তাহা চির-অটুট রহিয়া যাইবে। ভারতের ইতিহাসের যে সকল কাহিনী বিভিন্ন মুখে বিভিন্নরূপে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, স্বরূপ-পক্ষে তাহা অপরিবর্ত্তিতই আছে;—আমরা কয়েক জন কেবল, গবেষণা প্রকাশ করিতে গিয়া, একের স্কন্ধে অপরের মুণ্ড স্থাপন করিতেছি মাত্র।

সত্য চির-অপরিবর্ত্তিত।

* * *

এই খণ্ড 'পৃথিবীর ইতিহাসে' রাজচক্রবর্ত্তী অশোক প্রভৃতির প্রসঙ্গে যে অতীত গৌরব-কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে, আধুনিক কোনও কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক তাহার সহিত বৈদেশিক সংশ্রবের কল্পনা করিয়া, ভারতের সে গৌরব খর্ব্ব করিতে চাহেন। তাঁহাদের মত এই যে, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি, ভারতীয় রাজন্য মধ্যে গণ্য হইলেও, বৈদেশিক ছিলেন; সে হিসাবে, তাঁহাদিগকে প্রাচীন পারসিক রাজবংশের অন্তর্ভুক্ত করিলেও করা যাইতে পারে। পাটনা-সহরের-সান্নিধ্যে মৃত্তিকা-স্তূপমধ্যে শতস্তম্ভবিশিষ্ট এক অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ উৎখাত হইয়াছে। প্রাচীন পারসিকগণের কেন্দ্রস্থান পার্শিপোলিস-সহরে ঐরূপ শতস্তম্ভবিশিষ্ট এক অট্টালিকার ভগ্নাংশ দৃষ্ট হয়। ঐ দুই অট্টালিকার সাদৃশ্য দেখিয়াই পূর্ব্বোক্ত-রূপ কল্পনা প্রত্নতাত্ত্বিক-গণের প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছে। আর তাই এখন ভারতীয় এক প্রাচীন রাজবংশের স্কন্ধের উপর আকামেনিস-বংশের মস্তক আসিয়া সংযুক্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে।

একের দেহে অপরের মুণ্ড।

কিন্তু, বলা বাহুল্য, এ সকল ইতিহাস পরিবর্তিত হইবার নহে। কেন-না, চন্দ্রগুপ্ত অশোক প্রভৃতি রাজন্যবর্গ ভারতের ইতিহাসের অস্থিমজ্জা-স্থানীয়।

* * *

গৌরব অপরিবর্তনীয়।

পরিবর্ত্তন অসম্ভব। প্রাচীন ভারতের কোনরূপ ঐশ্বর্য্য-গৌরবের অপলাপ করা এখন অসম্ভব। সে সকল ব্যাপার এমনই ভাবে প্রকৃতির পটে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া আছে যে, মুছিয়া ফেলিবার বা লোপ পাওয়াইবার উপায় আর নাই। সে চেষ্টার ক্রটি কখনও হয় নাই। বৈদেশিকগণের আক্রমণ-রূপ যে বিষম ঝঞ্ঝাবাত ভারতের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, আর তাহাতে ভারতের অঙ্গ যেরূপভাবে ক্ষতবিক্ষত করিয়া রাখিয়াছে; তাহার মধ্য হইতে সৌন্দর্য্যের সারভূত কো· · ·ঙ্গ যে কখনও লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে, সে আশা কেহই হয় তো পোষণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু সে ঝঞ্ঝাবাতের—সে বিপ্লবের—মধ্য হইতেও যখন রত্নখনির মণি-দ্যুতি প্রকাশ পাইয়াছে; তখন আর তাহাদের বিনাশ নাই। এখন চন্দ্রগুপ্ত-অশোক প্রভৃতিকে বৈদেশিক বলিয়া প্রমাণ করিতে যাওয়া বৃথা প্রয়াস মাত্র। তাহাতে পৃথিবীর পুরাবৃত্তকে নূতন করিয়া লিখিবার আবশ্যক হইবে। কিন্তু তাহা অসম্ভব। ঘটনা যাহা ঘটিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব।

* * *

উপসংহার।

রাজ-চক্রবর্ত্তী অশোকের জীবনবৃত্ত আলোচনা করিলে, মনে হয়, তিনি কেবল ভারতের গৌরব ছিলেন না—তিনি পৃথিবীর গৌরব-স্থানীয় ছিলেন। এই খণ্ডে তাঁহার সেই জগৎ-সম্মানিত জীবন-বৃত্ত স্থান পাইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ড "পৃথিবীর ইতিহাসের" ন্যায় এই খণ্ড 'পৃথিবীর ইতিহাস'ও যে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে, তাহার আশা করিতে পারি। এতৎপ্রসঙ্গে একটী বড় আনন্দের সমাচার পাঠকগণকে প্রদান করিতে অন্তর হর্ষোৎফুল্ল হইয়া আসিতেছে। আমার পরম স্নেহ-ভাজন 'সাহিত্য-সংবাদ'-সম্পাদক শ্রীমান্ প্রমথনাথ সান্যাল, 'পৃথিবীর ইতিহাস' রচনার প্রথম হইতে আমার সহকারিরূপে—দক্ষিণহস্তস্বরূপে—কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ষষ্ঠ খণ্ডের কয়েকটী পরিচ্ছেদ তিনিই যে লিখিয়াছিলেন, পাঠকগণকে যথা-স্থানে তাহা বিজ্ঞাপিত করিয়াছি। কিন্তু এবার—এ খণ্ড প্রকাশে তাঁহার কৃতিত্ব পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। এ খণ্ডের অধিকাংশই—প্রায় সম্পূর্ণাংশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—শ্রীমান্ প্রমথনাথের রচনা। তাঁহার রচনা অনেক সময় এমনই মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী হয় যে, আমি বিস্ময়ান্বিত হইয়া যাই। অনেক স্থলে, আমার রচনা—কি তাঁহার রচনা, তাহা আমি ঠিক করিতেই পারি না। শ্রীমান্ প্রমথনাথ দীর্ঘজীবী হউন। আমার আরব্ধ ব্রতে সহায়তা করিয়া যশঃকীর্ত্তি লাভ করুন। ইতি ১লা আশ্বিন, ১৩২৩ সাল।

"পৃথিবীর ইতিহাস" কার্য্যালয়,
হাওড়া।

নিবেদক
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

ভারতবর্ষ।

সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র।

—*—

ভারতবর্ষ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রতিষ্ঠার মূল।

[প্রতিষ্ঠার মূল ধর্ম্ম,—ইতিহাসে তাহার সাক্ষ্য ;—চন্দ্রগুপ্তে তাহার সার্থকতার পরিচয়,—ধর্ম্ম-সাধন চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠার মূলীভূত ;—ভারতে গ্রীক-দূত.—গ্রীক-আধিপত্যে ভারতের ভাগ্য-বিধান ;—সেলিউকাসের পরাজয়ে ভারতে গ্রীক-আধিপত্যের লোপ,—গ্রীকদূত মেগাস্থিনীসের ভারতে আগমন ও চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় অবস্থান ;—গ্রীক-প্রভাবে ভারতের নৈতিক অবস্থার বিষয় আলোচনা,—ভারতের নৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন-সাধনে গ্রীক আদর্শের অক্ষমতা ,—ভারতের সনাতন-ধর্ম্মের প্রাধান্য-খ্যাপন।]

প্রতিষ্ঠার মূল—ধর্ম্মসাধন। সংসারে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইতে হইলে, ধর্ম্মসাধন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। যে যুগের যে ইতিহাসই আলোচনা করি না কেন, সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের এক অভিনব ক্রিয়া-শক্তির প্রভাব দেদীপ্যমান্ দেখি। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই ভারতভূমে কত সম্রাটের উত্থান-পতন সংঘটিত হইল ; কালস্রোতে ভাসিয়া, কত রাজ্য, কত সাম্রাজ্য, অতীতের অন্ধতম গর্ত্তে বিলীন হইয়া গেল ; কত নূতন, কত পুরাতনের স্থান অধিকার করিল ; আবার কত নূতন ও কত পুরাতন, জলবুদ্‌বুদের ন্যায় অনন্ত কালসাগরে মিশিয়া গেল ! কাহারও প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রহিল ; কেহ বা বিস্মৃতির অতলতলে নিমজ্জিত হইল ! ইহার কারণ কি ? এই যে উত্থান-পতন, এই যে গৌরব-পদস্খলন, এই যে প্রতিষ্ঠা-অপ্রতিষ্ঠা—ইহার মূল অনুসন্ধান করিলে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হই ? দেখিতে পাই না কি,—সর্ব্বত্রই সেই এক ক্রিয়া-শক্তি ক্রিয়মাণা ! বুঝিতে পারি না কি—যেখানেই প্রতিষ্ঠা, সেখানেই ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান্ ! সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি চারি যুগের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানেই প্রতীত হয়, যখনই যিনি প্রতিষ্ঠার তুঙ্গ-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন, যে সাম্রাজ্য যখনই উন্নতির উচ্চ-চূড়ায়

প্রতিষ্ঠার মূল—ধর্ম্ম।

সমাসীন হইয়াছে, তখনই তাহার মূলে ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। যাঁহাতে ধর্ম্মের যাদৃশী উন্মাদনা, যিনি যাদৃশ ধর্ম্মভাবের অধিকারী, তিনি তদনুরূপ প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন। উত্থান-পতনের ও প্রতিষ্ঠা-অপ্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্তের যে অঙ্কেই দৃষ্টিপাত করি না কেন, সর্ব্বত্রই ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বন্দ্বে অধর্ম্মের অধঃপতনের এবং ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের এই অভিনব দৃশ্য প্রত্যক্ষীভূত হয়।

প্রাচীন ভারতের অতি প্রাচীনকালের ইতিবৃত্তে ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বন্দ্বে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় অতি উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—"পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" সকল যুগের সকল ইতিহাসেই এ উক্তির সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়।

চন্দ্রগুপ্তে সার্থকতা।

মগধের পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠার অবসানে, নন্দরাজগণের কু-শাসনে, অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে, যখন ধর্ম্মের গ্লানি সংঘটিত হইয়াছিল, পৈশাচিক তাণ্ডব-নর্ত্তনে মেদিনী যখন কম্পান্বিতা হইয়াছিলেন, অত্যাচার-প্রপীড়িত নরনারীর করুণ আর্ত্তনাদে গগন যখন বিদীর্ণ হইতেছিল; চন্দ্রগুপ্ত সে বিভীষিকা দূর করেন। তাঁহারই প্রভাবে, পূর্ব্বাশার ললাটে আবার উষার আলোক ফুটিয়া উঠে। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সে প্রতিষ্ঠার মূল কি? কোন্ শক্তি-প্রভাবে তিনি বিচ্ছিন্ন রাজশক্তি-সমূহকে একসূত্রে সংগ্রথিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? কি গুণে তৎপ্রবর্ত্তিত শাসন-শৃঙ্খলা জনসাধারণের প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল? চন্দ্রগুপ্তের ধর্ম্মপ্রাণতাই সে সকলের মূলীভূত নহে কি? ধর্ম্মনিষ্ঠার যে বীজ চন্দ্রগুপ্তের হৃদয়ে উপ্ত ছিল, অনুকূল অবস্থায় স্নিগ্ধ-বারিনিষেকে সে বীজ বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত বুঝিয়াছিলেন,—জনহিতসাধন ধর্ম্ম-সাধনের অন্যতম উপায়, জনানুরাগ-আকর্ষণ শাসন-নীতির প্রধানতম উদ্দেশ্য। জৈনধর্ম্মের সেই সুপ্রতিষ্ঠার দিনে, নিষ্কাম-কর্ম্মের সেই স্নিগ্ধতার ফলে, চন্দ্রগুপ্তের প্রতিভা-কুসুম অচিরে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত সংসারাশ্রমে থাকিয়াও তাৎকালিক জৈনযতিগণের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী হইলেন, ধর্ম্মসাধনে জীবন-মন উৎসর্গ করিয়া জনহিতব্রত গ্রহণ করিলেন, ধর্ম্মের উন্মাদনায় উন্মত্ত হইয়া তিনি ধর্ম্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাই ভারতের ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠা আজিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

চাণক্যের অর্থশাস্ত্র রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের স্মৃতি যেরূপ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, গ্রীকদূত মেগাস্থিনীসের ভ্রমণ-বৃত্তান্তেও তাঁহার স্মৃতি সেইরূপ চিরসমুজ্জ্বল রহিয়াছে। তাৎ-কালিক ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে মেগাস্থিনীস কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সে সময় চন্দ্রগুপ্তের সুশাসনে ভারত-সাম্রাজ্য উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় সমারূঢ় হইয়াছিল। প্রত্যক্ষদর্শী

ভারতে গ্রীকদূত।

মেগাস্থিনীসের ইতিবৃত্তে তাই চন্দ্রগুপ্তের শাসন-প্রণালী বিশেষভাবে পরিবর্ণিত হইয়াছে। কি কারণে কি সূত্রে সিরীয় রাজদূত মেগাস্থিনীস সুদূর পাটলিপুত্র নগরে আগমন করিয়াছিলেন, আর কি প্রয়োজনেই বা তিনি চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় অবস্থান করিতেছিলেন, তদ্বিষয় পূর্ব্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি। মহাবীর আলেকজাণ্ডার বিশ্ববিজয়ে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তিনি মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। ৩২৩

পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে বাবিলন নগরে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের কে উত্তরাধিকারী হইবে—এই লইয়া তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে বিষম বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। সেই সূত্রে বাবিলন-নগরে আলেকজাণ্ডারের সেনাপতিগণ এক পরামর্শ-সভা আহ্বান করেন। সভায় অনেক বাদ-বিতণ্ডার পর স্থির হয়, মহাবীর আলেকজাণ্ডারের বিধান-মতে সুদূর ভারতীয় প্রদেশ-সমূহের শাসনভার যাঁহার উপর ন্যস্ত আছে, সে সকল প্রদেশ তাঁহারই শাসনাধীন থাকা কর্ত্তব্য। তখন ফিলিপ্পস সেই সকল প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। যাহা হউক, সে ব্যবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। পঞ্চনদ প্রদেশ পরিত্যাগ কালে আলেকজাণ্ডারের সৈন্য-সংখ্যা বহু পরিমাণে হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাই তিনি তৎপ্রদেশে অধিক-সংখ্যক গ্রীস-দেশীয় সৈন্য রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহা হউক, পঞ্চনদ-প্রদেশে মাসিডোনীয় শাসনকর্ত্তা বিনিযুক্ত হইলেও, সাম্রাজ্য-তত্ত্বাবধানের ভার রাজা পোরাস ও তক্ষশিলার শাসনকর্ত্তা রাজা অম্ভীর উপর মহাবীর আলেকজাণ্ডার ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অতি অল্পদিন মধ্যেই পঞ্জাব-প্রদেশের তাৎকালিক গ্রীক-শাসনকর্ত্তা ফিলিপ্পস নিহত হন। আলেকজাণ্ডার সে সময় কারমেনিয়ায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। ফিলিপ্পসের হত্যাকাহিনী শ্রবণ করিয়া তিনি বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু সে সময় বার্দ্ধক্যের অবসাদে তিনি আর ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এই সময় ইউডেমাস নামক তাঁহার জনৈক সেনাপতি কতকগুলি থে্রস-দেশীয় সৈন্য সহ সিন্ধুনদের সন্নিকটে অবস্থিতি করিতেছিলেন। দ্বিতীয় শাসনকর্ত্তা বিনিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ইউডেমাস তৎপ্রদেশ-সমূহের তত্ত্বাবধান করিবেন,—আলেকজাণ্ডার সেই আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু প্রভুত্ব-খ্যাপনের উপযোগী সৈন্যবল ইউডেমাসের ছিল না। তথাপি তিনি কোনও প্রকারে নানা বিঘ্ন-বিপত্তি সহ্য করিয়াও ৩১৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিন্ধু-তীরে অবস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু সহসা তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ভারত-শাসনের এই বিশৃঙ্খলার দিনে মাসিডন-প্রদেশে ইউমেনিস ও এণ্টিগোনসের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। ইউমেনিসের সাহায্যার্থ ইউডেমাস ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন।* সিন্ধু-নদের তীরবর্ত্তী উত্তর-প্রদেশ-সমূহ এই সূত্রে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু দক্ষিণে সিন্ধুদেশ তখনও গ্রীক-প্রাধান্য মান্য করিতে বাধ্য হয়। সে সময়ে পাইথন তৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই সিন্ধু-প্রদেশও বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ৩২১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, ত্রিপারাডিসো নগরের

* কোনও কোনও ঐতিহাসিকের-মতে ইউডেমস বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ব্বক ভারতীয় কোনও নৃপতিকে নিহত করিয়া এক শত কুড়িটী হস্তী এবং কতকগুলি অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ অনুমান করেন, ভারতীয় সেই নৃপতির নাম—পোরাস বা পুরু রাজা। এতৎসম্বন্ধে তাঁহার উক্তি,—"He (Eudemos) obtained the elephants by treacherously slaying a native prince, perhaps Poros., with whom he had been associated as a colleague"—*Vide*, V. A. Smith, *The Early History of India*, p. 115. গ্রীক ঐতিহাসিক ডিওডোরাসও এই মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। Diodorus, XIX, 14.

সভায় ম্যাসিডন-সাম্রাজ্য দ্বিতীয় বার বিভক্ত হয়। সে সময়ে এণ্টিপেটার সিন্ধুদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু পাইথন বা এণ্টিপেটার কেহই ভারতীয় নৃপতিগণের উপর প্রাধান্য-স্থাপনে সমর্থ হন নাই। সুতরাং ক্রমান্বয়ে বাধ্য হইয়া তাঁহারা সিন্ধুদেশ পরিত্যাগ করিয়া যান। সিন্ধুনদের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী রাজ্য-সমূহ তখনও গ্রীক-প্রাধান্য মান্য করিত। ক্রমশঃ পাইথনও সেই সকল রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন সিন্ধু-নদের পশ্চিম তীরে গ্রীকগণ আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। সিন্ধুর পশ্চিম-তীরস্থিত সেই প্রদেশ—কাবুল-রাজ্য, পারোপানিসাদাই বা পেলোপোনেসাস প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ডিওডোরাসের বর্ণনায় প্রতিপন্ন হয়, এই সময়ে ভারতীয় গ্রীক-সাম্রাজ্য নিম্নরূপে বিভক্ত হইয়াছিল; যথা, আরোকোসিয়া ও জেড্রোসিয়ার শাসন-ভার সাইবারসিও প্রাপ্ত হন; এরিয়ানার এবং দ্রাঙ্গিয়ানার শাসনকর্তৃত্ব সাসান্দ্রোর উপর ন্যস্ত হয়; এবং সাসানো, বাক্ট্রিয়ায় ও সোগডিয়ানায় সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ডিওডোরাসের এতদ্বিবরণ হইতে প্রতিপন্ন হয়, আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর দুই বৎসরের মধ্যেই (৩২১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে) সিন্ধু-নদের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহে গ্রীকদিগের প্রাধান্য একেবারে লোপ-প্রাপ্ত হইয়াছিল। *

গ্রীকগণের উচ্ছেদ-সাধনে চন্দ্রগুপ্তের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হই। পঞ্চনদ-প্রদেশের পশ্চিম-সীমায় অবস্থিত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে, সে সময়ে কতকগুলি অসভ্য বর্ব্বর জাতির বসতি ছিল। লুণ্ঠন-ব্যবসায়ী যুদ্ধপ্রিয় সেই সকল জাতিকে লইয়া চন্দ্রগুপ্ত অতি অল্পকাল মধ্যে দুর্দ্দমনীয় এক বিপুল বাহিনী সংগঠন করেন এবং তাহার সহায়তায় তিনি ভারতবর্ষ হইতে গ্রীকগণকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হন। মগধ-রাজ্য অধিকার করিয়া চন্দ্রগুপ্ত যে সময়ে আপন সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা-সম্পাদনে মনোনিবেশ করিতেছিলেন, সেই সময়ে মধ্য-এসিয়ায় তাঁহার এক প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি-সঞ্চয়ে সমুদ্যত হইয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সেই প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য আর কেহই নহেন;—তিনি আলেকজাণ্ডারের অন্যতম সেনাপতি—সেলিউকাস নিকাটর। মধ্য-এসিয়ায় আপনার প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠা করিয়া সেলিউকাস ভারতের নষ্ট-রাজ্য উদ্ধারে

সেলিউকাসের পরাজয়।

* প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন—ইহার পর আরও প্রায় চারি বৎসর কাল ইউডেমাস কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আপনার অধীনে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফিলিপসের হত্যাকাণ্ডের পরই বুঝা গিয়াছিল, ভারতীয় প্রদেশ-সমূহে ম্যাসিডনের আধিপত্য অধিক দিন স্থায়ী হইবার নহে। গ্রীকগণের ধারণা ছিল, ফিলিপসের হত্যাকাহিনী শ্রবণ করিয়া মহাবীর আলেকজাণ্ডার একদিন-না-একদিন পুনরায় ভারতাভিমুখে অভিযান করিবেন। কিন্তু ৩২৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁহার লোকান্তরের পর গ্রীকগণ কর্তৃক ভারত আক্রমণের সে আশঙ্কা তিরোহিত হয় এবং ভারতীয় নৃপতিগণ আপন-আপন প্রভুত্ব সুদৃঢ় করিতে বদ্ধপরিকর হন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গ্রীক-অধিকৃত প্রদেশ-সমূহে ভীষণ বিদ্রোহ-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল; আর তাহার ফলে ভারতবর্ষ হইতে গ্রীক-প্রাধান্য চিরতরে বিলুপ্ত হয়। ঐতিহাসিকগণের মতে, রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত এই বিদ্রোহের নেতৃস্থানীয়। তাঁহারই অশ্রান্ত পরিশ্রমে এবং অদম্য উৎসাহে ভারতবর্ষ হইতে গ্রীকগণের উচ্ছেদ-সাধন সংঘটিত হইয়াছিল। সমগ্র পঞ্জাব-প্রদেশ তিনি অধিকার করিয়া বসেন এবং গ্রীকগণকে পুনঃপুনঃ বিধ্বস্ত করিয়া হীনবল করিয়া ফেলেন। অতঃপর নন্দবংশের উচ্ছেদ-সাধনে মগধ-রাজ্য অধিকার করিয়া তিনি আপনার বাহুবলে ক্রমশঃ ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট মধ্যে পরিগণিত হন।

প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহার এই উদ্দেশ্য-সাধনের অন্তরায় স্বরূপ সেলিউকাসেরও এক প্রতিদ্বন্দ্বী দণ্ডায়মান হয়। সেলিউকাসের ন্যায় তিনিও আলেকজাণ্ডারের একজন সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার নাম—এণ্টিগোনস। এসিয়ার অন্তর্গত বিজিত রাজ্য-সমূহের প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি লইয়া আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর, তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। সে দ্বন্দ্বে অপরাপর সকলেই পরাভূত হইয়াছিলেন। কেবল এণ্টিগোনাসের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল। প্রথম বার সাম্রাজ্য-বিভাগের সময়, সেলিউকাস বাবিলনের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রবল-পরাক্রান্ত এণ্টিগোনসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হইয়া তিনি প্রথমতঃ মিশরে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তিন বৎসর কাল বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ৩১২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে সেলিউকাস বাবিলনের হৃত-রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতঃপর আপনার বাহুবলে তিনি পশ্চিম ও মধ্য-এসিয়া করায়ত্ত করিয়া আপনাকে সম্রাট বলিয়া বিঘোষিত করেন। এই সময় তাঁহার রাজ্যের পূর্ব্ব-সীমানা ভারত-সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সুবিশাল সাম্রাজ্যের আধিপত্য লাভ করিয়া, বিশেষতঃ ভারতের পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য-সীমা বিস্তৃত হওয়ায়, ভারত-জয়ের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে স্বতঃই জাগরূক হইল। এতদুদ্দেশ্য সাধন-কল্পে, ৩০৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, সেলিউকাস সিন্ধুনদ অতিক্রম করিলেন এবং মহাবীর আলেকজাণ্ডারের পদাঙ্কানুসরণে, বিপুল বাহিনী সমভিব্যাহারে, মগধ-রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। * কিন্তু রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের বাহুবলের নিকট তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। এই পরাজয়ের ফলে, সেলিউকাস ভারত-বিজয়ের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন; অধিকন্তু সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী সমগ্র ভূভাগ রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তকে প্রদান করিতে হইল। এই সূত্রে চন্দ্রগুপ্ত পারোপানিসাদাই, আরিয়া এবং আরাকোসিয়া অধিকারে সমর্থ হইলেন। ফলে, কাবুল, হীরাট এবং কান্দাহার পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িল। কথিত হয়, সন্ধির সর্ত্তানুসারে সেলিউকাস পাঁচ শত হস্তী প্রাপ্ত হন *

---

* মিঃ এড্উইন রবার্ট বিভান এম-এ প্রণীত সেলিউকাসের বংশাবলি (The House of Seleucus) দ্রষ্টব্য। মিঃ বিভান লিখিয়াছেন,—"A marriage cemented the two houses, and Chandragupta, furnished Seleucus with 500 elephants to be used in Asia Minor. Those regions on the West of the Indus, which had been detached by Alexander from the Iranian province to which they had belonged, Seleucus now ceded to the Indian King."—*The House of Seleucus*, Vol. I, p. 296.

এই যুদ্ধের কোনও বিস্তৃত বিবরণ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। আক্রমণকারী সৈন্যগণ গাঙ্গা-উপত্যকায় প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল কি না, তাহারও কোনও নিদর্শন নাই। কিন্তু এই যুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তের বিজয়-লাভের বিষয়ে সন্দেহ দৃষ্ট হয় না।

কাহারও কাহারও মতে সমগ্র জেড্রোসিয়া, কাহারও মতে তাহার পূর্ব্বাংশ, এই সন্ধির ফলে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যান্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ ও ডুয়সেনের মতে জেড্রোসিয়া ব্যতীত আরও অন্যান্য দেশ চন্দ্রগুপ্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রাচীন জেড্রোসিয়া অধুনা মেক্রান নামে অভিহিত হয়। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য পারস্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহাতে তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারে।

এবং চন্দ্রগুপ্তকে আপনার কন্যা সম্প্রদান করেন। ৩০৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে এই সন্ধি সংস্থাপিত হয়। ইহার অব্যবহিত পরে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় সেলিউকাস আপনার দূতরূপে মেগাস্থিনীসকে প্রেরণ করেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় অবস্থান করিয়া মেগাস্থিনীস তাৎকালিক সাম্রাজ্য-সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান।

ভারতে গ্রীক-আধিপত্য-বিস্তারের বিষয় আলোচনা করিয়া, প্রাচীন ভারতের তৎ-সাময়িক নৈতিক উন্নতি বিষয়ে কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত এক অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। গ্রীসের সহিত সম্বন্ধ-সংশ্রবই যে ভারতের সভ্যতার আদিভূত, তাঁহারা কয়েক জন একবাক্যে সেই সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস,—ভারতের নিজস্ব কিছুই ছিল না; ভারতের যত কিছু প্রতিষ্ঠা-উন্নতি, সকলেরই মূলে গ্রীক-সংশ্রবের—গ্রীক-আদর্শের প্রভাব বিদ্যমান। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এ উক্তি যে ভিত্তিহীন ভ্রমসঙ্কুল, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। প্রাচীন গ্রন্থ-পত্রের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, গ্রীসের সহিত সম্বন্ধ-সংশ্রবের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষ সভ্য-সমুন্নত ছিল এবং পৃথিবীর অপরাপর দেশের সভ্যতার মূলে ভারতেরই প্রভাব বিদ্যমান। * নিরপেক্ষ-ভাবে ভারতের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে, পূর্ব্বোক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত-বিষয়ে মনে দুইটী প্রধান প্রশ্নের উদয় হয়। প্রশ্ন-দুইটী এই;—(১) ভারতবাসী, মহাবীর আলেকজাণ্ডারকে কেবল একজন লুণ্ঠন-ব্যবসায়ী সৈনিক পুরুষ বলিয়া মনে করিতেন; না—তাঁহাকে পাশ্চাত্য-সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা এবং আদর্শ বিধি-বিধানের জনয়িতা বলিয়া সমাদর করিয়াছিলেন? (২) গ্রীকদিগের বহুকালব্যাপী প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা ভারতবাসীর মনে কোনও অভিনব চিন্তার উন্মেষ করিয়া দিয়াছিল; না—পরবর্ত্তিকালে পুনঃপুনঃ অসভ্য শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া গ্রীক-শাসনের স্মৃতি বিস্মৃতির অতলতলে নিমজ্জিত হইয়াছিল? তাৎকালিক ইতিবৃত্ত তুলনায় সমালোচনা করিয়া এতৎসম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই দ্বিবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ ভারতের বিবিধ-বিষয়িনী উন্নতির মূলে হেলেনিক প্রভাবের বিষয় খ্যাপন করিয়াছেন; কেহ আবার ভারতের মৌলিকত্ব-খ্যাপনে গ্রীসের অপ্রাধান্যই সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্বিষয়ের আলোচনায়, প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ পণ্ডিত হার নিস প্রথমোক্ত মতের সমর্থন করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—'আলেকজাণ্ডারের প্রবর্ত্তিত নীতি-সমূহের অনুসরণে ভারতের শাস্ত্র-সমূহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং সেলিউকাস নিকাটরের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া রাজ-চক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।' একা নিস নহেন; তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণে প্রখ্যাতনামা অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত এই অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। † কিন্তু তাঁহাদের এই অভিমত যে আদৌ ভ্রমসঙ্কুল, তাহা নানা প্রকারে প্রতিপন্ন হইতে পারে। পৃথিবীর পুরাবৃত্ত অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হয়, যখনই যে দেশ বা যে জাতি

ভারতের নীতি-সমূহে গ্রীক আদর্শের প্রভাব।

* পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ড "পৃথিবীর ইতিহাস" গ্রন্থে এতদ্বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

† এতদ্বিষয়ে নিসের উক্তি,—"Man Kann daher mit Recht behaupten, dass von den Ein-

যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, স্বদেশীয় বা বিদেশীয় যে কোনও প্রভাবই মানুষের মন অধিকার করিয়াছে, দেশের ইতিহাসে, পুরাণে, সাহিত্যে, গাথায়, উপাখ্যানে, আচার-ব্যবহারে, কারুশিল্পে এবং প্রচলিত মুদ্রাদিতে, কোন-না-কোনও আকারে, সে প্রভাবের বিষয়—সে আদর্শের অনুসরণ, পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতে গ্রীক-আদর্শ অনুসরণের আলোচনায় স্থূলভাবে ঐ সকলের দৃষ্টান্ত প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। বৈদিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কি বৌদ্ধ, কি জৈন, কি হিন্দু, কি মুসলমান—যখনই যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়, ভারতের ধর্ম্মে, ইতিহাসে, সাহিত্যে, মুদ্রায়, আচার-ব্যবহারে, সেই আদর্শের প্রভাবের পরিচয় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আলেকজাণ্ডারের সময় হইতে পরবর্ত্তী প্রায় চারি শতাব্দী পর্য্যন্ত পশ্চিম ভারতে গ্রীসের প্রভাব বিদ্যমান রহিল; অথচ, কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি জৈন—কোনও গ্রন্থকারের গ্রন্থে, গাথায় বা উপাখ্যানে, সে প্রভাবের বিষয় পরিকীর্ত্তিত হইল না! এতদ্দ্বারা আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি? প্রতিপন্ন হয় না কি—গ্রীসের প্রভাব ভারতে বিস্তৃত হইলেও ভারতীয় সনাতন নীতি-সাহিত্যে হেলেনিক বা গ্রীসের আদর্শ কোনও আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই! * ইতিহাসও সে সাক্ষ্য প্রদান করে না। মহাবীর আলেকজাণ্ডার মাত্র উনিশ মাস কাল ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহে সে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। হিন্দুর আচার-

---

richtungen Alexanders die ganze weitere Entwickelung Indiens abhangig gewesen ist." নিসের এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া ম্যাথু আর্নল্ড (Mathew Arnold) লিখিয়াছেন,—

"The East bowed low before the blast
In patient, deep disdain ;
She let the legions thunder past,
And plunged in thought again."

* ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ ভারতীয় আদর্শে গ্রীসের প্রভাবের বিষয় অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—গ্রীসের প্রভাবে ভারতের রীতি-নীতি-আচার-ব্যবহারের কোনও পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয় নাই। গ্রীকগণের প্রত্যাবর্ত্তনের পরই ভারতবাসী তাঁহাদের প্রভুত্ব-প্রভাবের বিষয় বিস্মৃত হইয়াছিল। এতদ্বিষয়ে তাঁহার উক্তি,—"India remained unchanged. The wounds of battle were quickly healed ; the ravaged fields smiled again as the patient husbandmen resumed their interrupted labours ; and the places of the slain myriads were filled by the teeming swarms of population, which knows no limit save those imposed by the cruelty of man, or the still more pitiless operations of nature. India was not hellenized. She continued to live her life of splendid isolation, and soon forgot the passing of the Macedonian storm.....The paradox of Niese to the effect that the whole subsequent development of India was dependant upon Alexander's institution is not, I think, true in any sense or supported by a single fact."—Vincent A. Smith. *Early History of India*, p p. 112, 113.

ব্যবহার, রীতি-নীতির সুপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তিভূমি বিধ্বস্ত করিতে পারে, গ্রীসদেশীয় সেরূপ কোনও বিধি-বিধানের আদর্শ প্রবর্তনের অবসর আদৌ তাঁহার হয় নাই বলিয়াই সিদ্ধান্ত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর দুই বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষ হইতে মাসিডোনীয় আধিপত্য এক হিসাবে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্তনের পর, প্রায় নব্বই বৎসর কাল মৌর্য্য-বংশের একছত্র প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। সে সময়ে মৌর্য্য-নৃপতিগণ স্বদেশে ও বিদেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারেরই চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সূত্রে টলেমি ও এণ্টিওকাসকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার অশেষ আয়াসের পরিচয় পাই। * কিন্তু গ্রীকগণ যে ভারতে হেলেনিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাহার কোনও পরিচয়-চিহ্ন বিদ্যমান নাই। মুদ্রাদির বিষয় আলোচনায়ও তৎপক্ষে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। পশ্চিম-সিন্ধু-প্রদেশে, সৌভূতি নামক এক রাজা রাজত্ব করিতেন। প্রথম জলযাত্রার সময় আলেকজাণ্ডার তাঁহাকে বশীভূত করেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, তিনি গ্রীকমুদ্রার অনুকরণে তদ্দেশ-প্রচলিত মুদ্রাসমূহ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্তনের পর সে মুদ্রা অধিক দিন তৎপ্রদেশ প্রচলিত ছিল না। ১৯০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ২০ পর-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় দ্বি-শতাব্দী কাল পঞ্জাব-প্রদেশের পশ্চিম-সীমান্তে গ্রীক-আধিপত্য বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই দীর্ঘ সময়ের শাসনেও গ্রীকগণ তৎপ্রদেশে আপনাদের কোনও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। তৎকাল-প্রচলিত যে সকল মুদ্রার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেও গ্রীক আদর্শের স্থায়ী কোনও নিদর্শন বিদ্যমান দেখি না। সেই সকল মুদ্রার এক দিকে গ্রীসদেশীয় এবং অপর দিকে দেশীয় গাথাসমূহের অংশ-বিশেষ দৃষ্ট হয়। † প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ তদ্দৃষ্টে সিদ্ধান্ত করেন, গ্রীক-গাথা-সমূহ সাধারণের বোধগম্য হয় নাই অথবা তৎসমুদায় সাধারণের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই; তাই তাহাদের অস্তিত্ব অত্যল্পকাল মধ্যেই লোপপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কারুশিল্পাদির আলোচনায়ও বিপরীত ভাব মনে আসে। ভারতবর্ষে প্রাপ্ত খোদিত-লিপি প্রভৃতিতে বা প্রস্তরফলকাদিতে গ্রীকভাষা বা গ্রীকসংজ্ঞা প্রচলনের কোনও নিদর্শনই দৃষ্ট হয় না। পঞ্জাবের অন্তর্গত তক্ষশিলায় যে স্তম্ভসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, পণ্ডিতগণ বলেন, তাহা প্রথম আজেস কর্তৃক ৮০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্তম্ভগুলি বৈদেশিক আদর্শে নির্ম্মিত হইলেও অট্টালিকার নক্সা প্রভৃতি ভারতের আদর্শের সম্পূর্ণ অনুরূপ। ভারতের অপরাপর স্থানের কারু-শিল্পাদির যে সকল নিদর্শন, ইন্দোগ্রীক আদর্শের অনুসরণ বলিয়া অভিহিত হয়; নিরপেক্ষ

---

* "Asoka was much more anxious to communicate the blessings of Buddhist teaching to Antiochus and Ptolemy than to borrow Greek notions from them."—*Vide* Vincent A, Smith, *The Early History of India*, p. 239.

† "These coins regularly bear on the *obverse* a Greek insciption giving the name and titles of the Kings, and on the *reverse* a translation of this inscription in an Indian dialect and in Indian character"—Rapson, *Ancient India*.

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, তৎসমুদায় ভারতেরই নিজস্ব। তাহাতে গ্রীসের অনুসরণের পরিচয় আদৌ পাওয়া যায় না। * ভারতীয় আচার-নীতির বিষয় আলোচনায়ও গ্রীক-আদর্শের অনুসরণের বিষয় সপ্রমাণ হয় না। ভারতের সভ্যতা, ভারতের আচার-নীতি, স্মরণাতীত কালের প্রবর্ত্তনা। ভারতীয় গ্রন্থপত্রে গ্রীকগণ 'যবন' নামে অভিহিত হইয়াছেন। 'যবন' শব্দ—হেয়-অর্থজ্ঞাপক। ভারতবাসীর নিকট গ্রীকগণ অপবিত্র অস্পৃশ্য ছিলেন। সুতরাং অপবিত্র গ্রীকগণের আদর্শের অনুকরণে ভারতীয়গণ উদ্বুদ্ধ হইবেন তাহা কদাচ মনে হয় না। এ হিসাবেও ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে গ্রীক আদর্শের অনুসরণ প্রতিপন্ন হয় না। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর প্রায় বিংশ বৎসর পরে সেলিউকাস নিকাটর একবার নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পান। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সেলিউকাস-প্রেরিত দূত মেগাস্থিনীস, চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় অবস্থান করিয়া ভারতীয় সমাজ, ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও হেলেনিক প্রভাবের কোনও নিদর্শনের বিষয় তিনি উল্লেখ করেন নাই। † আলেকজাণ্ডার-প্রবর্তিত রীতি-নীতির আদর্শানুসরণে ভারতের বিবিধবিষয়িণী উন্নতি সাধিত হইয়াছিল,—পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের এ উক্তি এ হিসাবে ভিত্তিহীন বলিয়াই উপলব্ধি হয়। বৈদেশিক আক্রমণকারিগণের মধ্যে আলেকজাণ্ডার ও মেনাণ্ডার সমধিক প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। ভারতবাসিগণের নিকট তাঁহারা প্রভূত ক্ষমতাশালী সেনাপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন মাত্র। তদ্ভিন্ন, তাঁহাদিগকে কেহই সংস্কারকের উচ্চ আসন প্রদান করেন নাই। পরন্তু অপবিত্র, অসভ্য, অস্পৃশ্য বলিয়া সকলেই তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন। পাশ্চাত্যের নিকট প্রাচ্য কোনও কালেই শিক্ষার্থীর আসন গ্রহণ করে নাই; পরন্তু পাশ্চাত্যই প্রাচ্যের পদ-প্রান্তে উপবেশন করিয়া তাহাকে গুরুর আসন প্রদান করিয়াছিল,—প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থপত্রে সে সাক্ষ্য জাজ্বল্যমান হইয়া আছে। ভারতে প্রাপ্ত খোদিতলিপি বা প্রস্তরফলকাদিতে গ্রীক-ভাষার বা গ্রীক-সংজ্ঞা-প্রচলনের কোনও নিদর্শনই দৃষ্ট হয় না। সুতরাং যে দিক দিয়াই দেখি, যে ভাবেই আলোচনা করি না কেন, তাহাতেই

---

* The earliest known example of Indo-Greek sculpture belongs to the same period, the reign of Azes, and not a single specimen can be referred to the times of Demitrios, Eukratides and Menander, not to speak of Alexander."—Vincent A. Smith, *The Early History of India.*

† "The Indian administration and society so well described by Megasthenes, the ambassador of Seleukos, were Hindu in character, with some features borrowed from Persia, but none from Greece."—Vincent A. Smith, *The Early History of India*, p. 238. কেহ কেহ বলেন,—বৈদেশিকগণের আনন্দোৎসবের জন্য চন্দ্রগুপ্ত যে ব্যবস্থা বিহিত করিয়াছিলেন, তাহাতে গ্রীসের 'প্রক্সেনো' (Proxenoi) ব্যবহার অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়। এই সূত্রে মিঃ নিউটন বলেন,—গ্রীক আদর্শের অনুকরণে ভারতবাসীর নৈতিক জীবন সংগঠিত হওয়াও অসম্ভব নহে। *Vide* Newton, *Essays on Art and Archaeology*; *Indian Antiquary*, 1905.

প্রতিপন্ন হয়, গ্রীসের হেলেনিক আদর্শ ভারতবাসীর নৈতিক জীবনে বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন-সাধনে সমর্থ হয় নাই। * পরন্তু সে আদর্শ তাঁহাদিগের নিকট স্বতঃই উপেক্ষিত হইয়াছিল।

ভারতে গ্রীক-আধিপত্য-লোপের ইতিহাসেও সেই একই ক্রিয়া-শক্তির কার্য্যকারিতা পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রতিষ্ঠার মূল—ধর্ম্ম-সাধন; আর আদর্শ শাসন-নীতির প্রবর্ত্তনায় জনানুরাগ আকর্ষণ ধর্ম্মসাধনের প্রধানতম উদ্দেশ্য। প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্তে তাই সমাজ-নীতি শাসন-নীতি প্রভৃতি ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। প্রজারঞ্জন, লোকানুরাগ-আকর্ষণ—ধর্ম্মসাধনের একতম আদর্শ। পশ্চিম-ভারতে যদিও বহুকাল পর্য্যন্ত গ্রীকগণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মসাধনের সে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে পারেন নাই। তাৎকালিক ইতিহাসাদির আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, গ্রীকগণ আপনাদের অধিকৃত প্রদেশ-সমূহের শাসন-সংরক্ষণ-বিধানে জনানুরাগ-আকর্ষণে অসমর্থ হইয়াছিলেন। সিন্ধুদেশের তৎ-কালিক নৃপতি সৌভূতির প্রবর্ত্তিত মুদ্রা-সমূহের এবং ১৯০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ২০ পর-খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ের মুদ্রাদির বিষয় আলোচনায় এতদ্বিষয় নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হয়। মুদ্রার এক দিকে গ্রীক-প্রাধান্য-পরিজ্ঞাপক গ্রীকভাষা মুদ্রিত হইলেও তাহার বিপরীত দিকে তত্তদ্দেশ-প্রচলিত ভাষা-সমূহ মুদ্রণের আবশ্যক হইয়াছিল। সুতরাং গ্রীক আদর্শ ও গ্রীকভাষা যে সে দেশে তাদৃশ সমাদর লাভ করে নাই, তাহা নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হয়। গ্রীকগণ যদি স্বার্থসাধনের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মসাধনে মনোনিবেশ করিতে পারিতেন, প্রজারঞ্জনে প্রজার হিতসাধনে তাঁহাদের হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হইতেন; তাহা হইলে তাঁহাদের আদর্শ বিশেষ সম্মানের সহিত ভারতবাসী অনুসরণ করিত। আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি-গণ আপন আপন স্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে নিরত ছিলেন। সুশাসন সুপালনের প্রতি কাহারও লক্ষ্য ছিল না। সমাজ-বিপ্লব, রাষ্ট্র-বিপ্লব—ধর্ম্মসাধনের তথা সুশাসন-সুপালনের পরিপন্থী। সেনাপতিগণের পরস্পর বিবাদের ফলে তাই রাজ্য-মধ্যে বিপ্লব-বিভীষিকা উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মসাধনের অন্তরায় উপস্থিত করিয়াছিল। ধর্ম্মের গ্লানিতে, অনাচার-অবিচারের প্রশ্রয়ে, সমাজ-ধর্ম্ম শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। তাই গ্রীক-আধিপত্যের উচ্ছেদ-সাধনে ভারতবাসী বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ধর্ম্মবল—শ্রেষ্ঠবল। গ্রীকগণ সেই শ্রেষ্ঠ বলে বলীয়ান হইতে পারেন নাই; তাই অচিরে তাঁহাদের অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছিল। ধর্ম্মের উত্তেজনা—শ্রেষ্ঠ উত্তেজনা। ভারতবাসীর প্রাণে ধর্ম্মের উত্তেজনা বদ্ধমূল ছিল। আর তাহারই ফলে, ভারতবাসী গ্রীকগণকে বিতাড়িত করিয়া, অধর্ম্মের মূলোচ্ছেদে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন।

গ্রীসের অধঃপতনে ধর্ম্মের প্রভাব।

---

† এতৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থ-সমূহ দ্রষ্টব্য; যথা,—Vincent A Smith, *The Early History of India*; Weber, *A History of Indian Literature*; Journal of the Royal Asiatic Society, 1903, 1909; Cunningham, *Archaeological Report*, Ph. XVII, XVIII; Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1889, 1719; Newton, *Essays on Art and Archaeology*; Indian Antiquary, 1905; Prof. Max Dunker, *The History of Antiquity*,

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মেগাস্থিনীস।

[পাশ্চাত্যে ভারত-প্রসঙ্গ—হোমারের বর্ণনায় অসম্পূর্ণতা,—ইথিওপীয় ও ভারতবর্ষ,—পারস্যের সংসর্গে গ্রীসে ভারতের পরিচয় ;—গ্রীক-ইতিহাসে ভারতের উল্লেখ—হিকেটাস, হেরোডোটাস প্রভৃতির ভারত-বিষয়ে অভিজ্ঞতার পরিচয়,—ভারতের সীমানা সম্বন্ধে গ্রীকগণের অনভিজ্ঞতা ;—টেসিয়াসের ঐতিহাসিক গবেষণা,—আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানে ভারত-সম্বন্ধে গ্রীকগণের জ্ঞানলাভ,—মেগাস্থিনীস প্রভৃতির বর্ণনায় তাহার সম্পূর্ণতা ;—মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় গ্রীকগণের ভারত-বিষয়ক জ্ঞানের পরিপূর্ণতা,—ইণ্ডিকা—মেগাস্থিনীসের কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্বরূপ,—ইণ্ডিকায় ভারতের যাবতীয় পরিচয়,—মেগাস্থিনীসে অসত্যবাদিতার আরোপ,—এরাটোস্থেনস্ ষ্ট্রাবো, প্লিনি প্রভৃতির অভিমত,—তাঁহাদের মতের অযৌক্তিকতা,—মেগাস্থিনীসের সত্যবাদিতা-সপ্রমাণে ডক্টর সোয়ানবেকের অভিমত,—পুরাণাদির আলোচনায় স্বমত-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস,—উপাখ্যানের আলোচনায়,—মেগাস্থিনীসের বর্ণনা অসম্পূর্ণ ও অতিরঞ্জিত নহে ;—মেগাস্থিনীসের সততা-সপ্রমাণে,—ভারত-সংক্রান্ত বিশিষ্ট জ্ঞানলাভে গ্রীকগণ মেগাস্থিনীস প্রভৃতির নিকট ঋণী ;—মেগাস্থিনীসের ভারত-আগমনের কাল-নির্ণয়ে বাদ-বিতণ্ডা,—বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থের আলোচনায় পণ্ডিতগণের মতভেদ,—ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ শব্দের আলোচনায় মেগাস্থিনীসকে অশোকের পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশের প্রয়াস,—মেগাস্থিনীসের ভারত-আগমনের কাল সম্বন্ধে কয়েকটী যুক্তি,—কাল নির্ণয়ে সার সিদ্ধান্ত ;—শ্রমণ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির আলোচনায় ;—সামঞ্জস্য-সাধনে ,—মিঃ স্মিথের মন্তব্য।]

গ্রীক-আধিপত্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এক নূতন স্তর সংগ্রথিত হয়। পাশ্চাত্য-দেশ যে সময়ে বর্ব্বরতার অন্ধতম গর্ত্তে নিমজ্জিত, ভারতবর্ষ তখন সভ্যতার তুঙ্গশৃঙ্গে সমারূঢ়। সুসভ্য হিন্দুজাতির সংস্পর্শে পাশ্চাত্য-দেশ যেরূপে সভ্য-সমুন্নত হইয়াছিল, সে ইতিহাস বড়ই কৌতূহলপ্রদ। প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্যের প্রথম পরিচয়—খৃষ্ট-জন্মের মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। সে পরিচয়ে গ্রীস আদি-স্থানীয়। গ্রীকগণের গ্রন্থপত্রের আলোচনায় উপলব্ধি হয়,—প্রাচীন-কালে গ্রীকগণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অতি অল্পই অভিজ্ঞ ছিলেন। আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের পর হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা জন্মিতে থাকে। ভারতীয়গণ অতি প্রাচীনকাল হইতে ভূমধ্য-সাগরের পথে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। সেই বাণিজ্য-সূত্রে পাশ্চাত্যগণ ভারতের বিষয় কিছু কিছু অবগত হইয়াছিলেন। তবে ভারত-সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে একটা ভ্রম-ধারণা বদ্ধমূল ছিল। ভারতবর্ষের বিষয় অবগত থাকিলেও গ্রীকগণের তাৎকালিক গীতিকাব্যে, মহাকাব্যে বা নাটকাদিতে ভারতবর্ষের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। হোমার—গ্রীকদিগের আদি-কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। * তাঁহার

পাশ্চাত্যে ভারত-প্রসঙ্গ।

---

* হোমার—ইলিয়ড ও ওডিসী নামক দুইখানি কাব্য-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের যেমন রামায়ণ ও মহাভারত, গ্রীকদিগের তেমনি ইলিয়াড ও ওডিসী। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কেহ কেহ মনে করেন, হোমার এসিয়া মহাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃষ্ট পূর্ব্ব একাদশ শতাব্দীতে তাঁহার বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। অনেকে আবার খৃষ্ট-পূর্ব্ব নবম শতাব্দীতে তাঁহার আবির্ভাবের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থ-পত্রে ভারতীয় পণ্যজাতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভারতীয় ধাতু প্রভৃতির নাম বিকৃতভাবে উচ্চারিত হইলেও বুঝা যায়, হোমার ভারতজাত টিনের বিষয় তাঁহার গ্রন্থ-পত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রাচীনকাল হইতে গ্রীকগণ ভারতের নাম শুনিয়াছিলেন বটে; কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থান সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান অতি অসম্পূর্ণ ছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই,—তাঁহারা ভারতবর্ষ ও ইথিওপিয়া * অভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল,—পশ্চিম-ইথিওপীয়ার ন্যায় পূর্ব্ব-ইথিওপীয়া ভারতবর্ষে এক কৃষ্ণবর্ণ জাতি বসতি করিত, আর প্রখর সূর্য্যালোক-প্রদীপ্ত সেই কৃষ্ণবর্ণ জাতি পৃথিবীর এক প্রান্তদেশে বসবাস করিতেছিল। কিন্তু গ্রীকগণের এ ধারণা যে ভ্রমসঙ্কুল, তাহা বহু পরবর্ত্তিকালে তাঁহারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। যাহা হউক, এই ভ্রম-ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এবং ভারতবর্ষ ও পূর্ব্ব-ইথিওপীয়া অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়া, তাঁহারা ইথিওপীয়া সংক্রান্ত বহুবিধ কাল্পনিক বিবরণ ভারতবর্ষের সহিত সংযোজিত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই, মনুষ্য ও জন্তু সমূহের বহু বিকৃত নাম গ্রীক-সাহিত্যে কখনও ভারতবর্ষের সহিত কখনও ইথিওপীয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাই। † গ্রীস হইতে ভারতের দূরত্বের বিষয় এবং উভয় দেশের মধ্যে গতিবিধির অসুবিধার কথা স্মরণ করিলে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীকগণের এই অনভিজ্ঞতায় দোষারোপ করিতে পারা যায় না। ভারতে বৈদেশিক আক্রমণের বিষয় আলোচনায় প্রতিপন্ন হইয়াছে, আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের পূর্ব্বে, মিশরের রাজা সিসষ্ট্রিস, আসিরীয়ার রাণী সেমিরামিস, পারস্যের রাজা সাইরস ও দারায়ুস ‡ পুনঃপুনঃ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। সেই সকল

---

* ওডিসীতে হোমার লিখিয়াছেন,—ইথিওপীয়গণের দুইটী দল ছিল। সেই দুই দল পৃথিবীর প্রান্তদেশে বসবাস করিত। এক দল সূর্য্যের উদয়-স্থানে এবং দ্বিতীয় দল সূর্য্যের অস্তগমন-স্থানে বর্ত্তমান ছিলেন। ইত্যাদি *Vide*, Homer, *Oidesi*, I, 23-24. ঐতিহাসিক হেরোডোটাস নিজ গ্রন্থের এক স্থানে পূর্ব্ব-ইথিওপীয়দিগের উল্লেখ করিয়াছেন; বস্তু তিনি তাহাদিগকে ভারতীয়গণ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। (Herodotus, Bk. VII, 70) ঐতিহাসিক টেসিয়াস—হেরোডোটাসের বহু পরবর্ত্তিকালে আবির্ভূত হন। তিনি কিন্তু ভারতীয়গণকে এবং ইথিওপীয়দিগকে অভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মাসিডনাধিপতির ভারতবর্ষ আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রীকদিগের এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল ছিল। আলেকজাণ্ডারের ভারত আগমনের পর তাঁহাদের এ ধারণা ক্রমশঃ দূরীভূত হয়। অধিক বলিব কি, আলেকজাণ্ডার প্রথমে যখন সিন্ধু-নদের তীরদেশে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন তিনি সিন্ধুনদকে আফ্রিকার নীল নদ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো এ বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

† এতৎসম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাকক্রিণ্ডল বলিয়াছেন,—"Instances in point are the Skiapodes, Kynamolgai, ygmaioi, Psylli, Himantopodes, Sternophthalmoi, Makrobioi, and Makrokephaloi, the Martikhora and the Krokotta."—*Vide*, McCrindle's *Ancient India as described by Megasthenes and Arrian.*

‡ "Herodotus mentions that Dareios, before invading India sent Skylax the Karyandian on a voyage of discovery down the Indus, and that Skylax accordingly, setting out from Kaspatyras and the Kaktyikan district, reached the mouth of

আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষের বিষয় পাশ্চাত্যে বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তখনও গ্রীকগণ ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। কোনও কোনও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক তাই ব্যঙ্গচ্ছলে বলিয়াছেন,—'গ্রীকগণ আপনাদিগকে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর সুসভ্য বলিয়া মনে করিতেন, তাই তাঁহাদের নিকট অন্যান্য জাতি অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল; আর সেই জন্যই তাহাদের বিষয় অবগত হওয়া তাঁহারা ঘৃণার্হ বলিয়া মনে করিতেন। * যাহা হউক, জারাক্সেস কর্ত্তৃক গ্রীসদেশ আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গ্রীকগণ ভারতের প্রকৃত অবস্থান

---

that river, whence he sailed through the Indian Ocean to the Red Sea, performing the whole voyage in thirty months. A little work still extant, which briefly describes certain countries in Europe, Asia and Africa, bears the name of this Skylax but from the internal evidence it has been inferred that it could not have been written before the reign of Philip of Makedonia, the father of Alexander the Great.—Mc. Crindle's *Ancient India as described by Megasthenes and Arrian.* পিতৃ-সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া দারায়ুসের মনে এক নবীন উদ্দীপনা আসে। তিনি ভারতজয়ের অভিলাষী হইয়া প্রথমে তৎসংক্রান্ত বহু বিস্তৃত এবং সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতা লাভের প্রয়াসী হন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি স্কাইলাক্স নামক এক ব্যক্তিকে সেনাপতি পদে বরণ করেন। স্কাইলাক্স—কারিয়াণ্ডা নিবাসী ছিলেন। পাকটিয়া দেশের কাস্পিটাইরাস নগরে তিনি আপন বাহিনী সুসজ্জিত করেন। সিন্ধুনদের মোহানা হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত নৌ-যান পরিচালনা করিবার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল। অশেষ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্কাইলাক্স কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। সিন্ধুনদের মোহানা হইতে আরম্ভ করিয়া আরব-সাগর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে তাঁহার আড়াই বৎসর অতিবাহিত হয়। (Herodotus, c42. 44) তিনি নদী-পথে যে সকল দেশের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিলেন, সম্রাট দারায়ুসের নিকট তৎসমুদায় তিনি বিবৃত করেন। সে দেশের উর্ব্বরতা, অধিবাসীর সংখ্যা এবং উৎপন্ন শস্যাদির বিষয় অবগত হইয়া, সে দেশ জয়ের জন্য দারায়ুস অধৈর্য্য হইয়া পড়েন। ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন সেই দেশ জয় করিয়া দারায়ুস বিশেষ আনন্দিত হন। দারায়ুস সিন্ধু-নদের পশ্চিম তীরের রাজ্যসমূহ অধিকার করিয়া লন। সে দেশের ঐশ্বর্য্য-সম্পৎ এবং অধিবাসীর সংখ্যা প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিলে বস্তুতঃ বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। প্রাচীনকালে সে দেশ এতই সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল যে, দারায়ুস তাঁহার সমগ্র রাজ্য হইতে যে রাজকর সংগ্রহ করিতেন, তাহার তৃতীয়াংশ একমাত্র সেই দেশ হইতেই সংগৃহীত হইত। (Herodotus, lib III, c. 90·99) কিন্তু দারায়ুসের এই বিজয়কাহিনী বা স্কাইলাক্সের ভ্রমণ-কাহিনী হইতে গ্রীকগণ যে বিশেষ কোনও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। "This he soon accomplished; and though his conquests in India seem not to have extended beyond the district watered by the Indus, we are led to form a high idea of its opulence, as well as the number of its inhabitants, in ancient times, when we learn, that the tribute which he levied from it, was near a third part of the whole revenue of the Persian monarchy."—Rev. William Robertson D. D., F. R. S. Ed., *An Historical Disquisition concerning Ancient India*, p. p. 11—12.

* The Greeks who were the only enlightened people of that time in Europe paid but little attention to the transactions of the people whom they considered barbarians, especially in countries far remote from their own."—*Vide*, Revd, Wil-

সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না। পারস্য-যুদ্ধের পর গ্রীকগণ ভারতের প্রকৃত অবস্থান বিষয়ে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

গ্রীক-ইতিহাসে ভারতের উল্লেখ।

গ্রীক-ইতিহাসে ভারতবর্ষের প্রথম উল্লেখ—হিকেটাসের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। হিকেটাস—ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ৫৪৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। মাইলেটাস—তাঁহার জন্মস্থান। তাঁহারই গ্রন্থ-পত্রে স্পষ্টভাবে ভারতের উল্লেখ সর্ব্বপ্রথম দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থাদিতেও কল্পনা-বাহুল্যের যথেষ্ট পরিচয় বিদ্যমান। গ্রীক-দার্শনিক পীথাগোরাসের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের নামোল্লেখ দেখিতে পাই। কথিত হয়, পীথাগোরাস ভারতের শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তদনুসরণে সেই সকল বিষয় গ্রীসে প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দু-যতিগণ মাদক-দ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মতে হিন্দু-যতিগণের আদর্শ অনুসরণে পীথাগোরাস গ্রীসেও মাদক-দ্রব্য-সেবন নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দুজাতির প্রাচীন 'শুল্বসূত্র'—জ্যামিতি-শাস্ত্রের ভিত্তি-স্থানীয়। জ্যামিতি-শাস্ত্রের প্রথম-শিক্ষা লাভ করিতে হইলে শুল্ব-সূত্র প্রথম ও প্রধান অবলম্বন। পণ্ডিতগণ বলেন,—শুল্ব-সূত্রে শিক্ষালাভ করিয়া পীথাগোরাস জ্যামিতি-বিজ্ঞান গ্রীসে প্রচার করিয়াছিলেন। সাংখ্য-দর্শন হইতে সংখ্যা-বাদ এবং পঞ্চভূতের জ্ঞান—ভারতের মৌলিক গবেষণার অনুসরণে, পীথাগোরাস গ্রীসে প্রচার করিয়া যান। পীথাগোরাসের পূর্ব্বেও গ্রীসে অনেক মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সম্যক্-জ্ঞানলাভে সমর্থ হন নাই। কিন্তু পীথাগোরাসের সময় হইতে গ্রীসের সর্ব্বতোমুখী উন্নতির সূত্রপাতের বিষয় ইতিহাসপাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। পীথাগোরাসের পর প্রায় এক শতাব্দী কাল ভারতের সহিত গ্রীসের সংশ্রবের পরিচয় পাওয়া যায় না। পীথাগোরাস স্বয়ং ভারতের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন কিনা, তাহার কোনও নিদর্শন বিদ্যমান নাই। পীথাগোরাসের প্রায় এক শতাব্দী পরে গ্রীসদেশে ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের আবির্ভাব হয়। তিনি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের আদি-স্থানীয়। * তাঁহার গ্রন্থপত্রে ভারতের বিষয় কিছু কিছু লিপিবদ্ধ আছে। তাহার অধিকাংশ অতিরঞ্জিত হইলেও পণ্ডিতগণ তাহার বিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন। হেরোডোটাস কখনও ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন কিনা, তাহারও কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে ভারতবর্ষের যে বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, একেবারে ভ্রমপ্রমাদ-পরিশূন্য না হইলেও, ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে, তাহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাসের

---

liam Robertson, D. D., F. R. S. Ed.,—*An Historical Disquisition Concerning Ancient India.* গ্রীকগণ হেলেন দেবতাকে তাঁহাদের আদি-পুরুষ বলিয়া মান্য করিতেন। হেলেন দেবতার সহিত যাঁহাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না, তাঁহারা গ্রীকগণ কর্তৃক অসভ্য বর্ব্বর (barbarians) নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

* পীথাগোরাস খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এবং হেরোডোটাস খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হয়।

অনেক স্থলে হেরোডোটাস পৌরাণিক উপাখ্যান ও প্রহেলিকার সমাবেশ করিয়াছেন এবং সুসভ্য আর্য্য-হিন্দুগণের সমাজ-নীতির সহিত অসভ্য অনার্য্যগণের রীতি-নীতির সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব আখ্যায়িকার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে হেরোডোটাস যে সকল ভ্রম-মতের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহার একটীর উল্লেখ করিতেছি। ভারতবর্ষে বৈদেশিক অধিকার সম্বন্ধে তাঁহার একটী উক্তি,—পারস্যাধিপতি দারায়ুস আসমুদ্র হিমাচল ভারত-বর্ষের একছত্র আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। অধুনা-প্রচলিত ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায়, দারায়ুসের অধিকৃত সমগ্র রাজ্য হইতে যে রাজকর সংগ্রহ হইত, তাহার এক-তৃতীয়াংশ কর ভারতবর্ষ হইতে তিনি প্রাপ্ত হইতেন। পারস্য-সাম্রাজ্য যখন সমৃদ্ধির উচ্চ-চূড়ায় সমাসীন, তখন যে প্রদেশ হইতে তাঁহার রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ কর সংগৃহীত হয়, সে প্রদেশ বড় অল্প ধনৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন ছিল না। সুতরাং সে প্রদেশ ভারত-বর্ষ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সম্ভবতঃ এই যুক্তির বলে, হেরোডোটাস এবং তাঁহার অনুসরণকারিগণ সমগ্র ভারতবর্ষই দারায়ুসের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হয়, দারায়ুস সিন্ধু-নদের পূর্ব্বপারে পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারেন নাই,—পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণই সে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। ষ্ট্রাবোর উক্তিতে পারস্যের ভারত-অধিকার-প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আরিয়ান স্পষ্টতঃ যদিও সে কথা স্বীকার করেন নাই, কিন্তু তিনি ভারত-আক্রমণ-সংক্রান্ত অধিকাংশ কাহিনী কাল্পত বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ, 'ভারতবাসিগণ অপর জাতিকে আক্রমণ করে না'—মেগাস্থিনীসের এই উক্তির পোষকতা করিয়া, তিনি প্রকারান্তরে আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের পূর্ব্বে সিন্ধুনদের পূর্ব্বপারে বা দক্ষিণপারে বৈদেশিক-গণের কেহ কখনও অধিকার বিস্তার করিতে পারে নাই—ইহাই বলিয়া গিয়াছেন।* আরও, আলেকজাণ্ডারের ভারত আগমনের পূর্ব্বে বৈদেশিকগণের ভারত-আক্রমণের বিবরণ যাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন,—ভারতবর্ষের সীমানা সম্বন্ধে তাঁহাদের অনেকেরই ভ্রমধারণা ছিল বলিয়া বুঝা যায়। এতৎপ্রসঙ্গে আরও একটী তত্ত্বের সন্ধান পাই। তাহাতে সপ্রমাণ হয়, দূর অতীতকালে ভারতীয় নৃপতিগণের প্রাধান্য-প্রভাব—এসিয়া-মহাদেশের বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতবাসী এক সময়ে সসাগরা ধরিত্রীর সর্ব্বত্র আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং কালবশে ক্রমশঃ সে প্রভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিল। ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত বিবরণে হেরোডোটাসও একস্থলে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। হেরোডোটাসও লিখিয়াছেন,—পারস্য-সম্রাটের অধিকৃত ভারতবর্ষের দক্ষিণে এক স্বাধীন রাজ্য ছিল।' ইহাতে বুঝা যায়, সিন্ধুনদের উত্তরস্থিত ককেসাস পর্ব্বত পর্য্যন্ত ভারতীয় নৃপতির অধিকৃত দেশ—দারায়ুসের অধিকারে আসিয়াছিল এবং ঐ সীমানার বহির্ভূত সমগ্র ভারতবর্ষ তখনও স্বাধীন ছিল। কিন্তু হেরোডোটাস তাহাকে ভারতবর্ষের দক্ষিণস্থিত স্বাধীন রাজ্য বলিয়া, ভারত-

* "The Indians East of the Indus constantly maintained to the followers of Alexander that they had never before been invaded (by human coquerors at least), an asseition which they could not have ventured if they had just been

বর্ষের সীমানা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের সীমানা-সংক্রান্ত এই ভ্রম-ধারণার হস্ত হইতে আরিয়ানও অবশ্য নিষ্কৃতি পান নাই। তিনি ভারতের অধিবাসিগণকে প্রধানতঃ পার্ব্বত্য-জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আলেকজাণ্ডার যখন 'পারোপামিসাস' প্রদেশ অধিকার করেন, আরিয়ান সেই সময় হইতেই ভারতবাসীর কথা তুলিয়াছেন এবং আলেকজাণ্ডার সিন্ধুনদের পরপারে আসিবামাত্রই আরিয়ান ভারতবাসিগণের বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন। * ইহাতে বেশ প্রতিপন্ন হয়,—ভারতবর্ষের এক প্রান্তভাগের বা একাংশের অধিবাসীর বিষয় অবগত হইয়াই, সে সময়ের পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন; অংশমাত্র দেখিয়া কোনও বিরাট পদার্থের স্বরূপ-তত্ত্ব বর্ণন করিতে গেলে, এরূপ ভ্রম-প্রমাদ অসম্ভব নহে। যাহা হউক, এতদনুরূপ ভ্রম-প্রমাদ সত্ত্বেও, ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে হেরোডোটাসের গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। হেরোডোটাস বলিয়া গিয়াছেন,—তৎকালে ভারতীয়গণের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতি পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল না। তাহাদের মধ্যে জাতি-বিভাগ ছিল এবং তাহারা বিভিন্ন ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত। দেশে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ উৎপন্ন হইত এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় সে দেশে ভূচর ও খেচর প্রাণীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। হেরোডোটাসের গ্রন্থে এক প্রকার বৃক্ষের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তিনি বলিয়াছেন, সেই বৃক্ষ হইতে তুলা ও রেশম উৎপন্ন হইত এবং তদ্দ্বারা ভারতীয়গণ আপনাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি ও পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতেন। থেরেসের অধিবাসিগণের উল্লেখে হেরোডোটাস বলিয়াছেন,—'তাঁহারা অন্যান্য সকল জাতির মধ্যে প্রধান হইলেও ভারতীয়গণের সমকক্ষ নহেন।'

খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর আর এক ঐতিহাসিক—টেসিয়াস। টেসিয়াস—হেরোডোটাসের প্রায় ষাট বৎসর পরে আবির্ভূত হন। ভারতের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া ইনি এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পারস্য-রাজ্যে সে সময় আর্ত্তাজারাক্সেস মেমনন রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার পারিবারিক চিকিৎসকরূপে টেসিয়াস কিছুকাল তাঁহার রাজধানীতে অবস্থান করেন। ভারত-প্রত্যাগত পারসিকগণের নিকট তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, গ্রীক-ভাষায় তিনি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ঐতিহাসিকগণের মতে ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত ইহাই গ্রীকভাষার প্রথম ইতিহাস।

পরবর্ত্তী বিবরণ।

---

delivered from the yoke of Persia. Arrian, also, in discussing the alleged invasion of Bacchus, Hercules, Sesostris, Semiramis and Cyrus, denies them all except the mythological ones; and Strabo denies even those, adding that the Persians hired mercineries from India, but never invaded it."—Elphinstone, *History of India*, E. B. Cowell"s *Note* (Arrian, *Indica*, 8, 9; Strabo, lib XV, See also Diodorus, lib II).

* The Indians whom Herodotus includes within the satrapies of Darius, are, probably, the more northern ones under Caucasus for he expressly declaied that those on the south were independent of the Persian monarchy. It is proved by Major Rennell that his knowledge of India did not reach beyond the desert east of

ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে টেসিয়াস যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার মূল জনশ্রুতি ভিন্ন আর অন্য কিছুই নহে। প্রবাদমূলক যে সকল উপকথা তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে, তদ্দৃষ্টে তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। ফোটিয়াস—টেসিয়াসের গ্রন্থের সার সঙ্কলন করেন। তাঁহার সংগ্রহ হইতে ভারতীয় রীতি-নীতির কোনও পরিচয়ই পাওয়া যায় না। তাঁহার গ্রন্থে কেবল কতকগুলি কাল্পনিক উপাখ্যানের সমাবেশ আছে মাত্র। ফোটিয়াস—টেসিয়াসের সম্মান ও সততা রক্ষার বিষয়ে অশেষ চেষ্টা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু পারস্য-সংক্রান্ত বিবরণ ভিন্ন অন্য কোনও দেশের বিবরণ-সঙ্কলনে তদ্বিষয়ে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, তিনি কুক্কুর-মুখ মনুষ্য এবং বামনাদির সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কোনমতেই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করা যায় না। বাঘের ন্যায় সুবৃহৎ চতুষ্পদ পক্ষীর সম্বন্ধে টেসিয়াস যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, বস্তুতঃই তাহা উপহাসাস্পদ। পণ্ডিতগণ মনে করেন, প্রাচীন কালের গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এ সকল পৌরাণিক উপাখ্যান ভারত-বাসীর নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন; আর সেই সকল উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া টেসিয়াস প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ তৎসমুদায়কে ভারতের ইতিহাসের উপাদানরূপে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন।* ঐতিহাসিক টেসিয়াস—জেনোফনের সমসাময়িক। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের

---

the Indus; and he seems to have had no conception of the extent of the country and no clear notion of the portions of it which had been subjected to Persia.—Elphinstone, *History of India*.

* What opportunities he had of obtaining a knowledge of India must have been accidental, as his fables are almost proverbial, and his truths very few; his abbreviator Photius, from whose extracts only we have an account of his works, seems to have passed over all that he said of Indian manners; and to have preserved only his tales of the marvellous......But we are not bound to admit his fables of the Martichora, his pigmies, his man with the heads of dogs, and feet reversed, his griffins and his fourfooted birds as big as wolves," &c. The few particulars appropriate to India, and consistent with truths, obtained by Ctesias, are almost confined to something resembling a description of Cochineal plant, the fly, and the beautiful tint obtained from it, with a genuine picture of the monkey and the parrot, the two animals he had doubtless seen in Persia; and flowered cottons emblazoned with the glowing colours of the modern chintz, were probably as much coveted by the fair Persians in the Harams of Susa and Ecbatana, as they still are by the ladies of our own country."—"If the Macedonian conquests had not penetrated beyond the Indus, it does not appear what other means might have occurred of dispelling the cloud of obscurity in which the eastern world was enveloped."—*Vide*, Revd. William Vincent, D.D., *The Periplus of the Erythrean Sea*, Part I.

প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে জেনোফন বিদ্যমান ছিলেন। তাবেই বুঝা যাইতেছে, মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারতবর্ষ-আক্রমণের পূর্ব্বে, গ্রীসদেশে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত যে কিছু বিষয় বিবৃত হইয়াছে, তাহার সকলই কল্পনা-মূলক। মাসিডনীয়গণ সিন্ধুনদের পরপারে গমনে সমর্থ হন নাই,—এ কথা যদি মানিয়া লওয়া যায়; তাহা হইলে প্রাচ্য-ভূভাগ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীভূত করিবার অপর কোনও উপায় অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। আলেকজাণ্ডারের অভিযান, সে হিসাবে, একতম উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। আলেকজাণ্ডার কেবল দেশজয়ের জন্যই ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই। তৎকালে গ্রীসদেশে যিনি জ্ঞানের আধার বলিয়া উক্ত হইতেন, মহাবীর আলেকজাণ্ডার সেই মহাপুরুষের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং দেশজয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভের জন্যও তিনি ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তদুদ্দেশ্য-সাধনে মহাবীর আলেকজাণ্ডার গ্রীসদেশ হইতে কয়েকজন সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। * তিনি যে সকল দেশের মধ্য দিয়া গমন করিবেন, সেই সকল দেশ-সংক্রান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা, তাঁহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। দেশের অধিবাসী, দেশের উর্ব্বরতা ও উৎপন্ন শস্য, দেশের স্বাস্থ্য জলবায়ু প্রভৃতি সংক্রান্ত সকল তথ্যই তাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের সে সকল গ্রন্থ এখন আর অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। তবে ঐ সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থ-পত্র হইতে পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাই এখন প্রামাণ্য বলিয়া পরিগৃহীত হয়। ইঁহাদের পরবর্ত্তী গ্রন্থকার—মেগাস্থিনীস, ডিমাকো এবং ডাইওনিসিয়াস প্রভৃতি। মেগাস্থিনীস ও ডিমাকো সিরীয়ার এবং ডাইওনিসিয়াস মিশরের রাজদূতরূপে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা তাৎকালিক ভারতবাসীর রীতি-নীতিসমূহ এবং ভারত-সংক্রান্ত অন্যান্য বহুজ্ঞাতব্য-তথ্য স্বচক্ষে দেখিয়া এবং স্বয়ং নির্দ্ধারণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। সে হিসাবে তাঁহারাই অন্যান্য পাশ্চাত্য-জাতিকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান প্রদান করিতে

---

* আলেকজাণ্ডারের সেই সকল কর্ম্মচারীর মধ্যে বিটো, ডায়গনেটস, অনিসিক্রিটস, আরিষ্টোবোলাস, টলেমি, ক্যালিস্থিনীস প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা সকলেই আলেকজাণ্ডারের সমভিব্যবহারে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। "Among the officers who accompanied him into India, not a few were distinguished for their literary and scientific culture ...Among these the most eminent were, Ptolemy, the son of Lagus, who became King of Egypt, Aristobulus of Polictæa; Nearchus, the admiral of Alexander's fleet; Onisikritus, the pilot of the fleet; Eumenes of Kardia, Alexander's Secretary; Chares of Mitylene; Kallisthenes, Aristotle's kinsman; Klailarchus, son of Deinon of Rhodes; Polykleitus of Larissa; Anaximenes of Lampsakus; Diogneteos and Baeton, the measurers of Alexander's marches; Kyrsilus of Pharsalus, and a few others."—Mc. Crindle's *Ancient India as described in Classical Literature.*

সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতের অবস্থান, তাহার সীমাপরিমাণাদি নির্দ্ধারণ, ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থা, এবং তাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি প্রভৃতি, ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য, ভারতের অধিবাসিবৃন্দ এবং তাহাদের আচার-ব্যবহারাদি সম্বন্ধে প্রকৃত পরিচয়, মেগাস্থিনীস প্রমুখ দূতগণের গ্রন্থেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় জ্ঞানের পরিপূর্ণতা।

ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে আলেকজাণ্ডার এবং তাঁহার অনুচরবর্গ যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরেই সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের সে জ্ঞান সম্পূর্ণ-জ্ঞান বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। আলেকজাণ্ডারের কয়েক বৎসর পরে মেগাস্থিনীস ভারতবর্ষে আগমন করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকগণের অপেক্ষা তিনি ভারতবর্ষ সংক্রান্ত অধিক তথ্য সংগ্রহ করেন এবং বহু নগর-জনপদ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। হাইফাসিস ও হেসিড্রাস (বিপাশা ও শতদ্রু) নদীর সঙ্গমস্থলে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া, 'রয়েল রোড' বা রাজকীয় প্রধান পথের অনুসরণে মেগাস্থিনীস চন্দ্রগুপ্তের * রাজধানী পালিবোথ্‌রা (পাটলিপুত্র) † নগরে উপস্থিত হন। পাটলিপুত্র নগরে মেগাস্থিনীস বহুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ বলেন, সেই সময় চন্দ্রগুপ্তের মহিষী, সেলিউকাস নিকাটরের কন্যার সহিত তাঁহার অনেক বার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। পাটলিপুত্র-নগরে অবস্থান-কালে ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রসিদ্ধ 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থে তিনি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক-গণের গবেষণা প্রধানতঃ মেগাস্থিনীসের 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মেগাস্থিনীস যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস সঙ্কলনে পরবর্ত্তী

---

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন,—গ্রীকগণের সাণ্ড্রাকোট্টাস এবং চন্দ্রগুপ্ত অভিন্ন প্রতিপন্ন হওয়ায়, ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাসের একটী প্রধান স্তর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে মিঃ ম্যাক্‌ক্রিণ্ডল্ বলিয়াছেন,—"The discovery that the Sandrokottas of the Greeks was identical with the Chandragupta who figures in the Sanskrit annals supplies the means of connecting Greek with Sanskrit literature, and of thereby supplying for the first time a date to early Indian history, which had not a single chronological landmark of its own. Diodorus distorts the name into Xandrames, and this again distorted by Curtius into Agrammes."—*Vide*, Mc. Crindle's *Ancient India as described by Megasthenes and Arrian.*

† This city (Palibothra or Pataliputra), the ruins of which now lie buried to a depth of twelve to fifteen feet below the site of the modern representative, Patna, lay about two degrees to the north of the summer tropic, on the southern bank of the Ganges, at the point where until 1379 A. D., it received the waters of the Erannoboas, now the Son river."—*Vide*, Mc. Crindle's *Ancient India, as described by Classical Writers.*

ঐতিহাসিকগণের তাহাই প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। মেগাস্থিনীসের 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থ এখন লোপপ্রাপ্ত। তবে তৎপরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ তাঁহার গ্রন্থপত্র হইতে যে সকল সার সঙ্কলন করিয়া আপন আপন গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, এখন তাহাই প্রামাণ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইতেছে। ঐ সকল উদ্ধৃত অংশ হইতে মেগাস্থিনীসের রচনা-কৌশলের ও বিষয়-বিন্যাস-পারদর্শিতার অশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারতবর্ষে অবস্থানকালে মেগাস্থিনীস তাৎকালিক ভারতের আচার-ব্যবহার, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপন্ন-দ্রব্য, অধিবাসিবৃন্দ প্রভৃতির বহু তথ্য এবং ভারতের ভৌগোলিক তত্ত্ব প্রভৃতি তিনি অশেষ আয়াস-সহকারে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনীসের 'ইণ্ডিকা' * গ্রন্থ তাই ভারতের ইতিহাসের এক প্রামাণ্য পরিচয় মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিতে হইলে তাই সঙ্গে সঙ্গে মেগাস্থিনীসের বর্ণনা সন্নিবেশ করার প্রয়োজন হয়। সে বর্ণনা ভিন্ন প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

---

* জার্ম্মানীর অন্তর্গত বন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সোয়ানবেক বহু পরিশ্রমে ও অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়া বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে মেগাস্থিনীসের 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থের বিচ্ছিন্ন অংশ-সমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই সকল সংগৃহীত অংশ একত্র করিয়া লাটিন ভাষায় লিখিত এক ভূমিকাসহ তিনি তাহা 'মেগাস্থিনীস ইণ্ডিকা' নামে প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় ডক্টর সোয়ানবেক দেখাইয়াছেন,—মেগাস্থিনীসের গ্রন্থ-রচনার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রীকগণের কিরূপ ভ্রম-ধারণা বদ্ধমূল ছিল। মেগাস্থিনীসের পর যে সকল গ্রন্থকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রন্থ-প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ডক্টর সোয়ানবেকের ভূমিকায় তাহা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থকারগণের পরিচয় প্রসঙ্গে ডক্টর সোয়ানবেক—এরাটোস্থেনস, হিপার্কাস, পালিমো, য়্যাপলডরস, আগাথারকাইডস, ষ্ট্রাবো, টলেমি প্রভৃতি গ্রীক-গ্রন্থকার এবং ভারো, য়্যাগ্রিপা, পম্পোনিয়াস মেল, সেনেকা, প্লিনি ও সলিনাস প্রভৃতি রোমীয় গ্রন্থকারগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ডক্টর সোয়ানবেকর সেই গ্রন্থ ডক্টর ম্যাকক্রিণ্ডল ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন। মেগাস্থিনীসের ভারত-বর্ণনের বিষয় বলিতে হইলে, ঐ দুই গ্রন্থই একণে ঐতিহাসিকগণের প্রধান অবলম্বন। মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় ভারতের বিবিধ-বিষয়িণী উন্নতির পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। সে বিবরণ পাঠ করিলে বুঝা যায়, বিবর্ত্তনের পর বিবর্ত্তনের ফলে প্রাচীন ভারত যে আদর্শ-সভ্যতার উজ্জ্বল আলোক বিকাশ করিয়াছিল, তাহার নিকট সকল দেশের সকল সভ্যতা পরিম্লান হইয়া আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গ্রীকগণের সে প্রমাণের কোনও স্থায়ী নিদর্শন বিদ্যমান নাই। ভারতীয় কারুশিল্পাদির যে কিছু নিদর্শন এখন প্রাপ্ত হওয়া যায়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে সে সকল রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই। কিন্তু পাটলিপুত্র, বৈশালী, তক্ষশিলা প্রভৃতি প্রাচীন স্থান খনন করিলে হয় তো মৌর্য্যবংশের প্রথম আমলের বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সভ্যতাদির কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ প্রতিপন্ন করিতে চান, অশোকের পূর্ব্বে প্রস্তরাদিতে শিলাঙ্কণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। কিন্তু কুমরাহারে ডক্টর স্পুনারের তত্ত্বাবধানে যে খনন-কার্য্য সমাহিত হইতেছে, তাহাতে এ সমস্যার নিরসন হওয়া সম্ভব। ঐতিহাসিকগণের কেহ কেহ বলিয়াছেন, চন্দ্রগুপ্তের বহু পূর্ব্ব হইতে এতদ্দেশে খোদিতলিপি প্রভৃতি প্রবর্ত্তনের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন,—"But some records on either stone or metal probably exist, and may be expected to come to light whenever the really ancient sites shall be examined."—Vincent A. Smith, *The Early History of India, p 136.*

ঐতিহাসিকগণের কেহ কেহ মেগাস্থিনীসকে অবিশ্বাসী অসত্যবাদী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে এরাটোস্থেন্স সর্ব্বাগ্রগণ্য। ষ্ট্রাবো এবং প্লিনি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। অতি প্রচীনকালের ইতিহাস লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের ভ্রমপ্রমাদ ঘটা অস্বাভাবিক নহে। সেই সকল ভ্রমপ্রমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এরাটোস্থেন্স, ষ্ট্রাবো, ডিওডোরাস প্রভৃতি মেগাস্থিনীসকে টেসিয়াসের সহিত একই আসনে সংস্থাপিত করিয়াছেন।* তাঁহারা বলিয়াছেন,—ভারতবর্ষের ইতিহাস বর্ণনায় টেসিয়াস যেমন অমূলক কাল্পনিক

মেগাস্থিনীসে অসত্যবাদিতার আরোপ।

---

* মেগাস্থিনীসের 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থ প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের কে কিরূপ চক্ষে পরিদর্শন করিয়াছেন, ডক্টর সোয়ানবেক তৎসম্বন্ধে এক বিস্তৃত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার মন্তব্যের সার সঙ্কলন করিয়া নিম্নে প্রদান করিলাম। সোয়ানবেক বলিয়াছেন,—ষ্ট্রাবো এবং আরিয়ান উভয়েই ভারতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণনা তাঁহাদের সদ্বিবেচনার পরিচায়ক না হইলেও তাঁহারা মেগাস্থিনীসের গ্রন্থেরই সংক্ষিপ্ত সার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন. তাঁহাদের লিখনপ্রণালী চিত্তাকর্ষক এবং যথার্থ বিবরণ প্রদানের প্রয়াস তাহাতে পরিলক্ষিত হয়। ষ্ট্রাবোর বর্ণনায় অসামঞ্জস্য পরিহৃত হইয়াছে, এবং নীরস নামের তালিকা তাহাতে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। ফলতঃ গ্রন্থখানি যাহাতে পাঠকের চিত্তাকর্ষক হয়, তৎপক্ষে তিনি যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু ষ্ট্রাবো এমন অনেক বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাহাতে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা আরও বৃদ্ধি পাইতে পারিত। কেবল তাহাই নহে; পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন করিতে যাইয়া তিনি ভারতের প্রধান স্থান-সমূহের বিবরণ প্রভৃতি বিষয় আদৌ উল্লেখ করেন নাই। ডিওডোরাস এ সম্বন্ধে অধিকতর অবিচার করিয়াছেন। সাধারণের জ্ঞান-বৃদ্ধির সহায়তা পক্ষে তিনি আদৌ প্রয়াস পান নাই। যাহাতে তাঁহার গ্রন্থ সাধারণে অধিকতর আদরণীয় হয়, সেইজন্য তিনি চিত্তাকর্ষক ছন্দে ও ভাবে ভারতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত অনেক আবশ্যকীয় বিষয় বাদ পড়িয়া গিয়াছে এবং অনেক পৌরাণিক উপাখ্যান তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। ভারতবাসীর সামাজিক জীবনের যে অংশটুকু গ্রীকগণের নিকট বিশেষ চিত্তাকর্ষক, তিনি কেবলমাত্র সেইটুকুর উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, আবশ্যকীয় বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট না হইলেও ডিওডোরাসের বর্ণনা উপেক্ষণীয় নহে। তাঁহার গ্রন্থ হইতে নূতন বিষয় কিছু অবগত হইতে না পারিলেও মেগাস্থিনীসের গ্রন্থের অনেকটা পরিচয় তাহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ষ্ট্রাবো, আরিয়ান এবং ডিওডোরাস প্রায় একই বিষয় পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। ফলে, মেগাস্থিনীসের ইণ্ডিকার অধিকাংশ লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইণ্ডিকার অনেক অংশের ত্রিবিধ সংক্ষিপ্ত সার সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু অধুনা তাহারও অস্তিত্ব সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। ডিওডোরাসের বহু পরবর্ত্তিকালে প্লিনির অভ্যুদয় হয়। তিনি ইণ্ডিকার একটী সার সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকগণের বিবরণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্লিনি তাঁহার বিবরণে কতকগুলি নীরস নামের ও সংজ্ঞার সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন। ষ্ট্রাবো, আরিয়ান ও ডিওডোরাস প্রভৃতির বর্ণনা সেরূপ নহে। তাপ্রোবেণ এবং প্রাসি রাজ্যের যে বিবরণ তিনি প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায়, ঐতিহাসিক একই প্লিনি দুই বিভিন্ন কালে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি অনেক স্থলে মেগাস্থিনীসের গুণগান করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে মেগাস্থিনীসের ইণ্ডিকার অংশ-সমূহ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে মেগাস্থিনীসের মৌলিকত্ব স্বীকার করেন নাই। *Vide*, Dr. Schwanbeck, *Megasthenis Indika*; and Mc. Crindle's *Ancient India*.

ডিমাকো—চন্দ্রগুপ্তের পৌত্রের রাজসভায় দূতরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রেট্রক্লেস—সেলিউকাসের নৌসেনাপতি ছিলেন। টিমস্থিনীস—টলেমি ফিলাডেল্‌ফাসের নৌ-বিভাগের অধ্যক্ষ।

বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন, মেগাস্থিনীসের গ্রন্থপত্রেও তদ্রূপ কাল্পনিক উপাখ্যান-সমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ষ্ট্রাবোর মতে—'এ পর্য্যন্ত যাঁহারা ভারতের ইতিবৃত্ত সঙ্কলনে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই মিথ্যাবাদী এবং অবিশ্বাসযোগ্য। ডিমাকো তাঁহাদের মধ্যে প্রধান, তৎপরে মেগাস্থিনীস। ওনিসিক্রিটাস এবং নিয়ার্কাস, এবং তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে আরও কয়েক জন ঐতিহাসিক আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযান-বর্ণনে দুই একটী মাত্র সত্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তাঁহারা আর সে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কোনটীই বিশ্বাসযোগ্য নহে। তাঁহারাও অসত্যবাদী। ডিমাকো এবং মেগাস্থিনীসের প্রতি আদৌ বিশ্বাস-স্থাপন করা যায় না। তাঁহারা একশ্রেণীর মনুষ্যের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন; তাহাদের কর্ণ এত বৃহৎ যে, তাহার উপর তাহারা রাত্রিকালে শয়ন করিয়া থাকে। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন,—ভারতবর্ষে পাঁচ বিতস্তি, এমন কি তিন বিতস্তি, পর্য্যন্ত দীর্ঘ মনুষ্য দৃষ্ট হয়। তাহাদের কেহ নাসিকাবিহীন, কেহ মুখবিহীন, কেহ একচক্ষু। কাহারও মুখের ঊর্দ্ধভাগে মাত্র দুইটী করিয়া ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দ্বারা তাহারা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। এক শ্রেণীর মনুষ্যের পদদ্বয় ঊর্ণনাভের পায়ের ন্যায় ক্ষীণ, কাহারও হস্তাঙ্গুলি বিপরীত দিকে বক্র। 'ইণ্টোকোটাই' নামক মানবদিগের কর্ণ তাহাদের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত। তাহারা সেই কর্ণের উপর অনায়াসে শয়ন করিতে পারে। হোমার যেরূপ সারসপক্ষী এবং বামনের যুদ্ধের বিষয় তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, ডিমাকো এবং মেগাস্থিনীস আপন আপন গ্রন্থে, হোমারের অনুকরণে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সেইরূপ অমূলক উপাখ্যান-সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন,—সেই সকল বামনের আকৃতি-পরিমাণ তিন বিতস্তি মাত্র। এতদ্ব্যতীত, স্বর্ণ-খননকারী একজাতীয় পিপীলিকার বিষয় তাঁহাদের গ্রন্থপত্রে দৃষ্ট হয়। ত্রিকোণ-মস্তকবিশিষ্ট বনদেবতা এবং সর্পের বৃহদাকার বৃষ ও হরিণ প্রভৃতি গলাধঃকরণের অস্বাভাবিক কাহিনী-সমূহ আপন আপন গ্রন্থপত্রে সন্নিবিষ্ট করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। মেগাস্থিনীস এবং ডিমাকো উভয়েই পাটলিপুত্র নগরে গ্রীক-রাজের দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। স্যান্ড্রাকোট্টসের রাজসভায় মেগাস্থিনীস এবং অমিত্রকেডসের রাজসভায় ডিমাকো অবস্থান করিতেছিলেন। প্রবাস-কালে এতাদৃশ অমূলক অতিরঞ্জিত ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করিবার তাঁহাদের কি আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। পেট্রোক্লেস তাঁহাদের সমতুল্য নহেন। এরাটোস্থেনিস অন্যান্য যে সকল গ্রন্থকারের অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থ-পত্রের সহায়তা পাওয়া সত্বেও এরাটোস্থেনিস কি কারণে মেগাস্থিনীসের অনুকরণ করিলেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন।' ঐতিহাসিক প্লিনির মতেও ডায়নিসিয়াস এবং মেগাস্থিনীস বিশ্বাসযোগ্য নহেন। প্লিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,—'ভারতীয় রাজগণের সহিত একত্র বসবাস হেতু মেগাস্থিনীস এবং ডায়নিসিয়াস ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য অবগত হইবার সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহাদের বর্ণনা পরস্পর-বিরোধী এবং অবিশ্বাসযোগ্য।' * যাহা হউক, মেগাস্থিনীস প্রভৃতি পাশ্চাত্য-দেশীয়

* Vide, *Historia Naturalis*, VI, xxi, 3.

দূতগণের বর্ণনা ঐতিহাসিকগণ একদিকে যেমন অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়া তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, একদিকে যেমন তাঁহারা তাঁহাদিগকে অসত্যবাদী কল্পনার প্রশ্রয়দাতা বলিয়া তাঁহাদের প্রতি ঘৃণাকটাক্ষপাত করিয়াছেন; অন্যদিকে আবার তাঁহারাই সেই সকল অবিশ্বাসযোগ্য দূতগণের বর্ণনা আপন অপন গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ষ্ট্রাবোর গ্রন্থোক্ত ভারতবর্ষের বিস্তৃতির বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। মেগাস্থিনীসের 'ষ্টাথমি' গ্রন্থের অনুসরণে তিনি ভারতবর্ষের ঐরূপ বিস্তৃতি-পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং যে মেগাস্থিনীসের প্রতি ঐতিহাসিকগণের এত অবিশ্বাস, এত উপেক্ষার ভাব, সেই মেগাস্থিনীসের 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থের অনুসরণ তাঁহারা এত বহুল পরিমাণে কেন করিলেন,—ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়!

কিন্তু প্রকৃত তথ্য কি? মেগাস্থিনীস স্বচক্ষে যাহা পরিদর্শন করিয়াছেন, তাহার অমূলক কাল্পনিক চিত্রে আপনার গ্রন্থ-কলেবর পরিপুষ্ট করিবেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? ঐতিহাসিকগণের আরোপিত মেগাস্থিনীসের কলঙ্ক-স্খালন ব্যপদেশে ডক্টর সোয়ানবেক কয়েকটী যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তদনুসারে বুঝা যায়,—প্রথমতঃ মেগাস্থিনীসের গ্রন্থে ভারতীয় কাল্পনিক জাতির চিত্রদর্শনে এবং দ্বিতীয়তঃ হেরাক্লেস ও ভারতীয় ডায়নিসিয়াসের বর্ণনাপাঠে, ঐতিহাসিকগণ মেগাস্থিনীস প্রভৃতিকে অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণের সে সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকা প্রদর্শনে ডক্টর সোয়ানবেক যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রকটিত হইল; যথা,—অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয় আর্য্যহিন্দুগণ তদ্দেশজাত অসভ্য অনার্য্যগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বসবাস করিতেছিলেন। উভয় সম্প্রদায় বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন; তাঁহাদের ভাষা, ভাব, দেহ ও মন বিভিন্ন উপাদানে সংগঠিত হইয়াছিল। উভয় সম্প্রদায়ই এ পার্থক্য সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনার্য্যগণ, আর্য্যগণের রাষ্ট্রতন্ত্রের অন্তর্ভূক্ত হইতেন না; পরন্তু আর্য্যগণ তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। অনেক সময় মানসিক পার্থক্যের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন হয়; কিন্তু দৈহিক তারতম্য সহজেই অনুভূত হইয়া থাকে। আর্য্যগণ অনার্য্যগণের এবং অনার্য্যগণ আর্য্যগণের আকৃতি-প্রকৃতির বিষয় এতই অতিরঞ্জিত ও কাল্পনিকভাবে ব্যক্ত করিতেন যে, কালক্রমে তাহা অলৌকিক উপাখ্যান-সমূহের স্থান অধিকার করিয়া বসে। জনশ্রুতি-মূলে যখন সেই সকল অমানুষিক চিত্র প্রচার হইতে লাগিল, কল্পনা-কুশল কবিগণ সে সুবিধা পরিত্যাগ করিলেন না। আপন আপন কল্পনার সাহায্যে সেই সকল অমানুষিক কাহিনী তাঁহারা অধিকতর ভয়াবহ করিয়া তুলিলেন। এতদ্ব্যতীত, ভারতীয় অপরাপর জাতি, যাঁহারা সনাতন-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবহার এবং জাতি-বিভাগ মান্য করিতেন না—তাঁহারা সকলেই, অসভ্য বর্ব্বর পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। সেই সূত্রে তাঁহাদের সম্বন্ধেও বহু অমানুষিক ও অলৌকিক উপাখ্যান সমূহ প্রচারিত হইয়াছিল। তাই পুরাণাদি গ্রন্থে ব্রাহ্মণনিষেবিত ভারতের চতুঃপার্শ্বে নানা জাতীয় অসভ্য বর্ব্বর ও আসুর-প্রকৃতি-সম্পন্ন জাতির অবস্থিতির পরিচয় প্রাপ্ত হই। কিন্তু তৎসমুদায় এতই কল্পনা-বহুল যে, সে সকল উপাখ্যানের মূল নির্ণয় করা সর্ব্বত্র সহজসাধ্য

আপত্তি-খণ্ডনে সোয়ানবেকের অভিমত।

বলিয়া মনে হয় না। ভারতীয়গণের দেবতা এবং তাঁহাদিগের অনুচরবৃন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আরও বিচিত্র মূর্ত্তির বিষয় উপলব্ধি হয়। তাঁহাদের আকৃতি-প্রকৃতি পরিকল্পনায়ও কল্পনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। কুবের এবং কার্ত্তিকেয়ের অনুচরের বিষয় আলোচনায় এতদ্বিষয় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। (মহাভারত, নবম অধ্যায়, ২৫৫৮ শ্লোক) সেই সকল আকৃতি প্রকৃতি বর্ণনায় কোনও প্রকার কল্পনার সহায়তাই উপেক্ষিত হয় নাই। যাহা হউক, ভারতীয়-গণের মতে দেবতাগণের অনুচরবর্গ এবং অসভ্য বর্ব্বর কাল্পনিক জাতি-সমূহ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কারণ, তাঁহাদের মতে, মনুষ্যের সহিত সেই সকল জাতির কোনও সম্পর্ক নাই অথবা তাহারা ভারতের সীমানার মধ্যেও বসবাস করে না। গ্রীকগণও তাহাদিগকে ভারতীয় জাতির সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করিবার কোনও হেতু প্রাপ্ত হন নাই। তবে গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এরূপ কাল্পনিক আখ্যান আপনাদের গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিলেন কেন? সম্ভবতঃ তাঁহারা ভারতীয়গণের কল্পনাপ্রসূত অন্যান্য জাতির—অপদেবতা প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহারা মানবেতর; কিন্তু তাহারা মধ্যপথবর্ত্তী, অর্থাৎ তাহারা মানব এবং দেবতা উভয় হইতে স্বতন্ত্র। রাক্ষসগণ এবং পিশাচগণ, অসভ্য জাতি-সমূহের সহিত অভিন্ন-স্বভাবসম্পন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে কতকটা পার্থক্য বর্ত্তমান। কল্পিত জাতি-সমূহের এক একটী এক এক দোষযুক্ত। কিন্তু রাক্ষস এবং পিশাচগণ সর্ব্ববিধ দোষে কলুষিত। ফলতঃ, এতাদৃশ দোষাদি সত্ত্বেও উভয়ের সে পার্থক্য নির্ণয় করা সুকঠিন। রাক্ষসগণ ভয়াবহ বলিয়া উক্ত এবং ভীষণাকারে বর্ণিত হইলেও, তাহারা মনুষ্য-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহারা উভয়েই পৃথিবীতে বসবাস করে এবং যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকে। সুতরাং সাধারণ লোকের নিকট মানুষের ও রাক্ষসের প্রকৃতিগত পার্থক্য নিরূপণ একরূপ দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাক্ষসের মধ্যে এমন কোনও বিশেষত্ব দৃষ্টিগোচর হয় না, যাহা কোনও-না-কোনও মনুষ্য সম্প্রদায়ে বিদ্যমান নাই। সুতরাং লোক-পরম্পরায় এ সকল অপ্রামাণ্য অনিশ্চিত বৃত্তান্ত অবগত হইলেও, তাঁহারা যে ভারতীয়গণের ধারণার অনুসরণে বিভিন্ন জাতির রীতি-নীতি-সমূহ চিত্রিত করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করা যায় না। ভারতীয় এই সকল জাতির সম্পর্কিত কিংবদন্তী-সমূহ গ্রীসে পৌঁছিয়াছিল, তাহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পণ্ডিতগণ বলেন,—কাল্পনিক উপাখ্যান-সমূহ কবি-কল্পনার সাহায্যে সহজেই জনসমাজে আদরণীয় হয়। কল্পনার সাহায্যে যাহা অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে, জনসমাজ তাহাই সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল। গ্রীকগণ যখন ভারতের নাম পর্য্যন্ত অবগত নহেন, তখনও কাল্পনিক উপাখ্যান-সমূহ জনশ্রুতি-মূলে গ্রীসে প্রচারিত হইয়াছিল। হোমার-বর্ণিত কতকগুলি উপা-খ্যান এতদ্বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গ্রীকগণের মহাকাব্য-সমূহের আলোচনায়ও এ বিষয় সপ্রমাণ হয়। মহাকাব্যগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায়,—যতই দিন গিয়াছে, গ্রীকগণ যতই সত্যের আলোক হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের কাব্য-মহাকাব্যে তত অধিক পরিমাণে উপাখ্যান-সমূহ স্থান লাভ করিয়াছে। পরবর্ত্তিকালে সেই উপাখ্যান-সমূহের বহুল-ব্যবহার গ্রীক মহাকাব্য-সমূহে পরিদৃষ্ট হয়। কেবল স্বদেশীয় নহে; বিদেশীয় জনপ্রবাদ-

সমূহও তাহাতে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। সেই সকল কিংবদন্তীর আলোচনায় যাঁহারা ভারতের সংশ্রব দেখিয়া উপাখ্যানগুলিকে ভারতীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারা যে ভ্রান্ত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক দেশের জনশ্রুতি অন্য দেশে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশের বা স্থানের নাম পর্য্যন্ত তৎসহ সংবাহিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কুরুগণের বাসস্থান সম্বন্ধে ভারতবাসীর অভিমতের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহাদের মতে, হিমালয়ের উত্তরে উত্তর-কুরুগণ বাস করিতেন। তাঁহাদের দীর্ঘজীবন সুখ-স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইত। জরাব্যাধি তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিত না। তাঁহাদের বাসস্থলী সর্ব্বদা স্বর্গসুখে পরিপূর্ণ ছিল। ভারতের এই জনশ্রুতি পাশ্চাত্যদেশে প্রচারিত হইয়া পড়ে। ভারতের এই কিংবদন্তীর অনুকরণে, হেসিয়ডের সময় হইতে, গ্রীকগণ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন,—তাঁহাদের উত্তরে হাইপারবোরিয়ানগণ বাস করিতেন। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে, কেবল কুরু নাম নহে; তাঁহাদের বাসস্থানের নির্দ্দেশ পর্য্যন্ত গ্রীকগণ অনুকরণ করিয়াছিলেন। ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক উত্তর-কুরুগণের বাসস্থান-নির্দ্দেশের কারণ নির্ণয় করা দুরূহ না হইলেও, তাঁহাদের অনুকরণে গ্রীকগণ কেন আপনাদের দেশের বিবরণে এরূপ কাল্পনিক জনশ্রুতি সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা বড়ই সুকঠিন। হাইপারবোরিয়ানগণের বাসস্থান নির্দ্দেশই যে কেবল অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু উহা গ্রীকগণের ভৌগোলিক জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার পরিচায়ক। সুতরাং তাঁহারা এরূপভাবে কেন আপনাদিগের অজ্ঞতার পরিচয় প্রকট করিলেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। গ্রীক-সাহিত্যে ভারতীয় উপাখ্যান-সমূহ যে সময় হইতে প্রবেশ-লাভ করিতেছিল, সেই সময় হইতে গ্রীকগণ ভারতের পৌরাণিক ভূগোলে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছিলেন। গ্রীসের সর্ব্বপ্রথম ঐতিহাসিক—স্কাইলাক্স। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ভারতের বিষয় বর্ণন করেন। পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণে আপন আপন গ্রন্থে কাল্পনিক জাতিসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গ্রীকগণ সেই সকল জাতিকে 'ইথিওপিয়ান' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণনা দৃষ্টে অনেকে ঐ সকল গ্রীক ঐতিহাসিককে অনেক নিন্দাবাদ করিয়াছেন এবং অবিশ্বাসী মিথ্যাবাদী বলিয়া সপ্রমাণ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। টেসিয়াস সেই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া দেখিলে, তদ্বিষয়ে নিন্দকগণের একদেশদর্শিতারই পরিচয় পাওয়া যায়। 'ইণ্ডিকা' (৩৩) গ্রন্থের উপসংহারে টেসিয়াস স্পষ্টই বলিয়াছেন,—'অসত্য কাল্পনিক জনশ্রুতি-সমূহ পরিবর্জ্জন করা হইয়াছে। যাঁহারা ভারতীয় সে সকল জাতির বিষয় অবগত নহেন, তাঁহারা হয় তো আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন।' টেসিয়াসের এ উক্তি অযথার্থ বলিয়া মনে হয় না। কারণ, তিনি ইচ্ছা করিলে আরও বহুতর জনপ্রবাদ ও কাল্পনিক আখ্যায়িকা-সমূহ আপন গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিতে পারিতেন। ব্যাঘ্রমুখ, ব্যালগ্রীব, তুরঙ্গবদন, অশ্বমুখ, ত্রিনেত্র, দীর্ঘকর্ণ, শ্বাপদ ও চতুষ্পদ প্রভৃতি জাতীয় মানবের চরিত্র-চিত্রও ইচ্ছা করিলে তিনি অঙ্কন করিতে পারিতেন। যাহা হউক, আলেকজাণ্ডারের সহিত তাঁহার যে সকল অনুচর ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও

কল্পনামূলক জনপ্রবাদ-সমূহ পরিহার করিতে সমর্থ হন নাই। সে সকল বিষয়ের যাথার্থ্য সম্বন্ধেও তাঁহাদের কেহ কখনও সন্দিহান হন নাই। সাধারণতঃ বলিতে গেলে, পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের নিকট অনেক বিষয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। ব্রাহ্মণগণের প্রতি মেগাস্থিনীসও যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। সুতরাং আলেকজাণ্ডারের অনুচরবর্গের ন্যায় তিনি ব্রাহ্মণগণের বর্ণিত পৌরাণিক উপাখ্যান-সমূহ আপন গ্রন্থে বিবৃত করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? * ব্রাহ্মণগণের পাণ্ডিত্যের প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। ব্রাহ্মণগণের বর্ণিত উপাখ্যান-সমূহের সত্যাসত্য নির্ণয়ে তাঁহাদের আদৌ প্রবৃত্তি ছিল না। গ্রীকদূত মেগাস্থিনীস যদি তাৎকালিক সুপ্রসিদ্ধ জনগণের নিকট হইতে অথবা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের নিকট হইতে ঐ সকল কাল্পনিক আখ্যায়িকা সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে তাঁহার কোনও দোষ আছে বলিয়া মনে হয় না।

উপাখ্যানের আলোচনায় স্বমত-প্রতিষ্ঠা।

মেগাস্থিনীসের সত্যবাদিতা-সপ্রমাণে ডক্টর সোয়ানবেক ভারতীয় উপাখ্যান-সমূহের সমালোচনা করিয়া আরও বলিয়াছেন,—মেগাস্থিনীসের সত্যবাদিতায় সন্দিহান হইবার কোনও কারণ নাই। তিনি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন, এবং স্বকর্ণে যাহা শুনিয়াছিলেন, যথাযথরূপে তিনি তাহাই বর্ণন করিয়াছেন। প্রবাদ-সমূহের সত্যাসত্য নির্ণয়ে একটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কোনও একটী উপাখ্যানের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনের পূর্ব্বে দেখা উচিত, বর্ণনাকারীর প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করা যাইতে পারে কি না। কিন্তু বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে সেরূপ সন্দেহ করিবার কোনও কারণ উপস্থিত হয় নাই। কারণ, যে সকল বিষয় স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ বা সুবিধা হয় নাই, মেগাস্থিনীস সে সকল বিষয় দেশের তৎকালিক শাসনকর্ত্তা ব্রাহ্মণগণের নিকট অবগত হইয়াছিলেন। সে সময়ে ব্রাহ্মণগণের অশেষ প্রাধান্য-প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহারাই তৎকালে প্রকারান্তরে দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মেগাস্থিনীস আপনার গ্রন্থ-পত্রে পুনঃপুনঃ তাঁহাদেরই বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। † সেই জন্যই তিনি প্রাসীর বা গাঙ্গ্য-প্রদেশস্থ জাতি-সমূহের এবং অপরাপর জাতির রাজ্য-শাসন-প্রণালী বর্ণনে এবং সৈন্যসংখ্যা প্রভৃতি প্রদানে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে যে গ্রীক ও ভারতীয় ভাবের সংমিশ্রণ পরিদৃষ্ট হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আরও, গ্রীক-কবিজন-সুলভ

---

* মেগাস্থিনীস বর্ণিত জনপ্রবাদ-সমূহ নিম্নলিখিত গ্রন্থপত্রে দ্রষ্টব্য; যথা,——Strabo, 711; Pliny, *Historia Naturalis*; VII, 2, 14—22; Solinus, 52. প্রভৃতি।

† ডক্টর সোয়ানবেকের এতদুক্তিতে ব্রাহ্মণগণের প্রতি কটাক্ষের ভাব মনে আসে। ব্রাহ্মণগণ মেগাস্থিনীসকে অমূলক সংবাদ প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছিলেন, সোয়ানবেকের মন্তব্যের ইহাই লক্ষ্য। গ্রীকগণ সে সময়ে ভারতের ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা ভারতীয়গণের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহার বিকৃতি ঘটাও অসম্ভব নহে! পৌরাণিক কাহিনী-সমূহের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়াও তাঁহাদের ভ্রমে পতিত হওয়া সম্ভবপর। এক চন্দ্রগুপ্তের নাম সম্পর্কেই গ্রীকগণের মধ্যে কত গণ্ডগোলের

উদ্দাম কল্পনার সংমিশ্রণে তিনি আপনার বর্ণিত বিষয় লিপিবদ্ধ করিবেন, তাহাও বিচিত্র নহে। সুতরাং মেগাস্থিনীস ভারত-সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত কিছু লিপিবদ্ধ করেন নাই বলিয়াই সিদ্ধান্ত হয়। তিনি ভারত-সাম্রাজ্যের বিষয়, তাহার মৃত্তিকার উর্ব্বরাশক্তি, ভারতের জলবায়ু, জীবজন্তু, বৃক্ষলতাদি, ভারতের শাসন-প্রণালী, ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, শিল্প-সৌন্দর্য্যাদি, স্থূলতঃ ভারতের সকল বিবরণই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভারতের রাজা, প্রজা, সাধারণ অধিবাসী, এমন কি প্রত্যেক বিষয় তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তবে সময় সময় যে তিনি সামান্য সামান্য ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহার কারণ অন্যরূপ। অতি-সূক্ষ্ম সমালোচকও সে সকল ভ্রমের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন না। মেগাস্থিনীস এক স্থলে লিখিয়াছেন ;—'ইড়াবতী-নদী বিপাশা-নদীতে পতিত হইতেছে।' এতদ্ব্যতীত অন্য যে দুই একটী ভ্রম-প্রমাদের বিষয় উল্লিখিত হয়, তাহারও কারণ স্বতন্ত্র। ভারতীয় শব্দের অর্থবোধে অক্ষমতার ফল ভিন্ন সে আর অন্য কিছুই নহে। তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন,—'যে সকল ব্রাহ্মণ পঞ্জিকা প্রণয়নকালে তিন বার ভ্রমে পতিত হন, তাঁহাদিগকে যাবজ্জীবন 'মৌনী' থাকিতে হয়।' এরূপ ভ্রমপ্রমাদ যে ভারতীয় ভাষায় অনভিজ্ঞতার ফল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেকে তাই মনে করেন,—মেগাস্থিনীস হয় তো ভারতীয়গণের 'মৌনী' শব্দের তাৎপর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বৈদেশিক ; বৈদেশিকের চক্ষে ভারতীয় আখ্যান বা ঘটনা পর্য্যালোচনা করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। তিনি গ্রীকভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের অনেক বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছিলেন ; সেই জন্যই ভারতীয় জাতি, দেবদেবী এবং অন্যান্য

পরিচয় পাওয়া যায়। অনভিজ্ঞতা এবং বিষয়-বিন্যাসে অপরিপক্কতা হেতুই যে মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় স্থলবিশেষ অতিরঞ্জিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুরাণাদিতে নানা উপাখ্যান নানা ভাবে প্রচলিত আছে। কত অসুর, দানব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, প্রভৃতির বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে। সেই সকল উপাখ্যান ব্রাহ্মণগণের নিকট শ্রবণ করাও অসম্ভব নহে। সেই সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া হয় তো মেগাস্থিনীস মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার সময়ে ভারতে তদনুরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল এবং তৎকালে ভারতে সেই সকল জাতি বা সম্প্রদায় বসতি করিত। প্রকৃত তথ্য নিরূপণের সুযোগ ও সুবিধা তিনি যে সকল কালে সকল সময়ে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। সর্ব্বত্রই যে তিনি জাতীয়-স্বভাবমূলক কল্পনার কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, তাহাও স্বীকার করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে, এরূপ সন্দেহ স্থলে, ব্রাহ্মণগণের সততায় সন্দেহের ভাব প্রকাশ করা প্রকৃত পণ্ডিতের উপযুক্ত নহে। ভারতবর্ষ সে সময়ে সভ্যতার ও শীলতার উচ্চতম সোপানে সমারূঢ় ছিল। ব্রাহ্মণগণের বিধানে তৎকালে অসত্যবাদী প্রাণদণ্ডে পর্য্যন্ত দণ্ডিত হইত। অধিকন্তু, চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় বৈদেশিকগণ বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হইতেন এবং তাঁহাদের সুখসাচ্ছন্দ্য-বিধানে বিশেষ ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল—চাণক্যপ্রণীত অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় তাহা উপলব্ধি হইয়াছে। সে অবস্থায় অযথা অমূলক সংবাদ প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণগণ জগতের চক্ষে হীন হইবেন, মনে করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। তখনও সত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ ছিল ; অসত্য বিষম দণ্ডে দণ্ডনীয় হইত। যাহা হউক, ডক্টর সোয়ানবেকের উক্তিতে ব্রাহ্মণগণের সততা সম্বন্ধে তাঁহার অনভিজ্ঞতারই পরিচয় পাওয়া যায়। সম্যক্জ্ঞান লাভ করিলে, তিনি কদাচ ব্রাহ্মণগণের সততায় কটাক্ষপাত করিতে পারিতেন না।

বিষয়ে তিনি কতকটা ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, নানাবিধ ভ্রমপ্রমাদ সত্ত্বেও, মেগাস্থিনীস ঐতিহাসিকের শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার অধিকারী। গ্রীক-সাহিত্যের অংশবিশেষ হিসাবে এবং রোমক ও গ্রীকগণের জ্ঞানের আধার স্বরূপে মেগাস্থিনীসের 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থ অতুলনীয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রাচীনকালে গ্রীক ও রোমকদিগের জ্ঞান অতি অসম্পূর্ণ ছিল। মেগাস্থিনীসের গ্রন্থ প্রকাশিত না হইলে তাঁহাদের সে জ্ঞান অসম্পূর্ণই থাকিয়া যাইত। মেগাস্থিনীসের পর, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের ভ্রম-ধারণা অনেকাংশে দূরীভূত হয় এবং ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত তাঁহাদের ভৌগোলিক জ্ঞান পরিপক্কতা লাভ করে। পণ্ডিতগণ বলেন,—পরবর্ত্তিকালে যে সকল ঐতিহাসিক বহুল পরিমাণে মেগাস্থিনীসের বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়াছেন, তাঁহারাই ভারত সম্বন্ধে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মেগাস্থিনীস যে কেবল নিজগুণে ঐতিহাসিকগণের আদরণীয় হইয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার মৌলিক গবেষণা সমূহ পরবর্ত্তিকালে গ্রীক-সাহিত্যের ও বিজ্ঞানাদির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যে সকল গ্রন্থ হইতে অধুনা আমরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি, তন্মধ্যে মেগাস্থিনীসের গ্রন্থই শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছে। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমাদের যে জ্ঞান ছিল, মেগাস্থিনীসের গ্রন্থ পাঠে আমাদের সে জ্ঞান বহুল-পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।" *

---

* "Notwithstanding, the work of Megasthenes—in so far as it is a part of Greek literature and of Greek and Roman learning—is, as it were, the culmination of the knowledge which the ancients ever acquired of India; for although the geographical science of the Greeks attained afterwards a perfect form, nevertheless the knowledge of India derived from the books of Megasthenes has only approached perfect accuracy the more closely than those who have followed his *Indika*. And it is not only on account of his own merit that Megasthenes is a writer of great importance, but also on this other ground, that while other writers have borrowed a great part of what they relate from him, he exercised a powerful influence on the whole sphere of Latin and Greek scientific knowledge.

"Besides this authority which the *Indika* of Megasthenes holds in Greek literature, his remains have another value, since they hold not the last place among the sources whence we derive our knowledge of Indian antiquity. For as there exists a knowledge of our own of Ancient India, still, on some points he increases the knowledge which we have acquired from other sources, even though his narrative not seldom requires to be supplemented and corrected. Notwithstanding, it must be conceded that the new information we have learned from him is neither extremely great in amount or weight. What is of greater importance than all that is new in what he has told us, is that he has recalled of

মেগাস্থিনীসের সততার বিষয়, যাষ্টিনাস এবং ষ্ট্রাবো প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থ-পত্র হইতেই সপ্রমাণ হইতে পারে। মিষ্টার মূলার তৎসম্পাদিত 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থের ভূমিকায় এতৎসম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল। সেলিউকাস নিকাটরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ঐতিহাসিক যাষ্টিনাস লিখিয়াছেন,—'আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতি সেলিউকাস এবং তাঁহার অপরাপর উত্তরাধিকারী তাঁহার রাজ্য বিভক্ত করিয়া লন। সেই সূত্রে সেলিউকাস নিকাটর ব্যাবিলন অধিকার করেন।...পরিশেষে ভারত-বিজয় মানসে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে তখন সান্ড্রাকোট্টসের একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তৃত ছিল। সেলিউকাসের সহিত তিনি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন এবং রাজ্য-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া তিনি আণ্টিগোনসের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। আপিয়ান নামক অপর একজন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন,—'সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া সেলিউকাস নিকাটর ভারতবর্ষের তাৎকালিক অধীশ্বর সান্ড্রাকোট্টসের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পরিশেষে তাঁহার সহিত সেলিউকাস সন্ধিস্থাপন করিয়া বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।' মেগাস্থিনীসের নিন্দাকারী ষ্ট্রাবো বলিয়াছেন,—'সেলিউকাস আপনার সাম্রাজ্যের অনেকাংশ সান্ড্রাকোট্টসকে প্রদান করেন। এই সূত্রে সান্ড্রাকোট্টস, আরিয়ানার অধিকাংশ গ্রহণ করিয়া তাঁহার নয় সহস্র হস্তীর মধ্যে পাঁচ শত হস্তী সেলিউকাসকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেলিউকাস এই সূত্রে সান্ড্রাকোট্টসের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন।' রোমান ঐতিহাসিক প্লুটার্কও ঐ মত সমর্থন করিয়াছেন। ডিওডোরাস প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করেন। সেলিউকাসের বিষয় তাঁহার গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু অপরাপর ঐতিহাসিক সকলেই বলিয়াছেন,—সেলিউকাস মধ্যভারত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া পালিবোথ্রা এবং গঙ্গানদীর মোহানা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণের কেহ কেহ আবার এ উক্তির অসারত্ব-প্রতিপাদনে প্রয়াস পাইয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে লাসেন ও শ্লেজেল প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। ঐতিহাসিক যাষ্টিনাসের মতে মহাবীর আলেকজাণ্ডার ও সেমিরামিস ভিন্ন অপর কেহ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন নাই। এই সকল বিরুদ্ধ মতের আলোচনায় পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন,—সেলিউকাসের অভিযান, আলেকজাণ্ডারের অভিযানের সমতুল হইতে পারে নাই। তাই এতৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। ডক্টর সোয়ানবেকের মতে, ঐতিহাসিক আরিয়ান, নিকাটরের অভিযানের কথা অবগত ছিলেন না। আরিয়ান লিখিয়াছেন,—'মেগাস্থিনীস ভারতবর্ষের অনেক স্থান স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই বটে; কিন্তু তিনি

মেগাস্থিনীসের সততা সপ্রমাণে।

the condition of India at a definite period,—a service of all the greater value, because Indian literature, always self-consistent, is wont to leave us in the greatest doubt if we seek to know what happened at any particular time. (pp. 76—77)"—Dr. Schwanbeck, as translated in Mc. Crindles *Ancient India as described by Megasthenes and Arrian*.

আলেকজাণ্ডারের অনুচরগণের অপেক্ষা ভারতবর্ষ সংক্রান্ত অনেক তথ্য বহুল পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।' ঐতিহাসিক প্লিনি আরও বলিয়াছেন,—'গ্রীক লেখকগণের মধ্যে যাঁহারা ভারতীয় রাজগণের সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেই সকল রাজার সৈন্য-সামন্ত প্রভৃতি সামরিক বলের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে মেগাস্থিনীস সর্ব্বাগ্রগণ্য। ঐতিহাসিকগণের এই সকল উক্তি হইতে সপ্রমাণ হয়, গ্রীক-দূত মেগাস্থিনীস সেলিউকাসের দূতরূপে ভারতে আগমন করিয়া স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন এবং স্বকর্ণে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাই তিনি আপনার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সততায় অবিশ্বাস করিবার কোনও উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না। কোনও কোনও পণ্ডিত যে তাঁহাকে অসত্যবাদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার কারণ আর অন্য কিছুই নহে; প্রকৃত অবস্থায় তাঁহাদের অনভিজ্ঞতাই তাহার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। ষ্ট্রাবো স্বয়ং মেগাস্থিনীসের নিন্দাবাদ করিলেও, মেগাস্থিনীসের 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় তিনি আপন গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কেবল এক ষ্ট্রাবো নহেন; প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের অনেকেরই গ্রন্থে 'ইণ্ডিকার' অনেক অংশ উদ্ধৃত দেখিতে পাই। তাহাতে কি বুঝিতে পারি? বুঝিতে পারি না কি, মেগাস্থিনীসের প্রতি তাঁহারা অন্তরে কোনও বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতেন না। পরন্তু তাঁহার প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। হয় তো আপন আপন গ্রন্থের প্রাধান্য-খ্যাপন জন্য তাঁহারা মেগাস্থিনীসের প্রতি অযথা নিন্দাবাদ প্রচার করিয়াছেন। মেগাস্থিনীস যে ভারতের অচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সমাজশৃঙ্খলা প্রভৃতির এক নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, অধুনা পণ্ডিতগণ তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। ষ্ট্রাবোর নিন্দাবাদের একমাত্র কারণ,—মেগাস্থিনীস তাঁহার গ্রন্থে ভারতীয় যে সকল জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের অনেকের আকৃতি-প্রকৃতি বড়ই অস্বাভাবিক এবং জনপ্রবাদমূলক। কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে, তদ্বিষয়েও মেগাস্থিনীসের কোনও ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। সে সকল নাম—সংস্কৃত-সাহিত্যে বর্ণিত নামের অনুকৃতি বা অনুবাদ মাত্র। সুতরাং মেগাস্থিনীস যে আপন কল্পনা-সাহায্যে সে সকল উপাখ্যান সৃষ্টি করেন নাই, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।* যাহা হউক, মেগাস্থিনীস-প্রমুখ দূতগণের অনুকম্পায়ই পাশ্চাত্যদেশ সিন্ধুনদ ও গঙ্গানদী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, তাঁহাদেরই অনুগ্রহে বুঝিয়াছিল যে, গঙ্গা বা যমুনার তীরদেশে ভারতের রাজধানী সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কেবল তাহাই নহে; ভারতের রীতিনীতি, ভারতের রাজনীতি, ভারতের ধর্ম্মকর্ম্ম প্রভৃতির বিষয়ও তাঁহাদেরই প্রসাদে পাশ্চাত্য-দেশ অবগত হইয়াছিলেন। যে দেশে পূর্ব্বে কখনও গ্রীকজাতি পদার্পণ করে নাই, যাহার পবিত্র ধূলিকণা যবনের পদস্পর্শে কখনও অপবিত্র হয় নাই, দূতগণ সেই সকল দেশের মধ্য দিয়া সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই অধ্যবসায়ের ফলে সাগর-পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল; আর তাহাতে ভারতের সহিত রোমীয় ও গ্রীকদিগের

---

* Vide, Mr. Mc. Crindle's *Ancient India as described in Classical Literature.*

বাণিজ্য-ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছিল। প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ মেগাস্থিনীস, নিয়ার্কাস, অনিসিক্রিটাস প্রভৃতিকে কল্পনাকুশল অসত্যবাদী বলিয়া উপেক্ষা করিলেও, তাঁহাদের গ্রন্থপত্রের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, তাঁহারা যথাসাধ্য সত্য তথ্যই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সকল অসত্যবাদিতার প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে, আমাদের জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাই এক্ষণে সত্য বলিয়া সমাদৃত হইতেছে। মেগাস্থিনীস ও ডিমাকো সিরিয়ার রাজদূতরূপে ভারতে আগমন করেন। মেগাস্থিনীস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় এবং ডিমাকো চন্দ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারী অমিত্রোচাদের রাজসভায় দূতরূপে অবস্থান করেন। ভারতের কেন্দ্রস্থলে, অতীব সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের রাজধানীতে, তাঁহারা বসবাস করিয়াছিলেন। সুতরাং ভারতবর্ষ সংক্রান্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিবরণী-সমূহ গ্রীকগণ তাঁহাদেরই নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গ্রন্থপত্রে দুই একটী উপকথার সন্নিবেশ থাকিলেও, ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বিশিষ্ট জ্ঞান লাভে গ্রীকগণ যে মেগাস্থিনীস প্রভৃতি দূতগণের নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী, তদ্বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নাই।' *

* রেভারেণ্ড মিঃ ভিন্সেণ্ট এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন,—'Megasthenes and Daimachus had been sent as ambassadors from the King of Syria to Sandiocottus and his successor Allistrochades ; the capital of India was in that age at Palibothra the situation of which, so long disputed, is finally fixed, by Sir William Jones, at the junction of the Saone and the Ganges. These ambassadors, therefore, were residents at a court in the very heart of India, and it is to Megasthenes in particular that the Greeks are indebted for the best account of that country. But what is most particularly remarkable is, that the fables of Ctesius were still retained in his work ; the Cynocephali, the Pigmies, and familiar fables were still asserted as truths. It is for this reason that Strabo prefers the testimony of Eratosthenes and Patrokles, though Eratosthenes was resident at Alexandria, and never visited India at all ; and though Patrokles never saw any part of that country beyond the Punjeab, still their intelligence, he thinks, is preferable, because Eratosthenes had the command of all the information treasured in the library of Alexandria, and Patrokles was possessed of the materials which were collected by Alexander himself, and which had been communicated to him by Xeno, the keeper of the archives.

"It is inconceivable how men could live and negotiate in a camp on the Ganges, and bring some impossibilities as truth ; how Megasthenes could report that the Hindus had no use of letters when Nearchus had previously noticed the beautiful appearance of their writing and the elegance of character, which we still discover in Shanskreet ; but the fabulous account of Ctesias were repeated by Megasthenes, professedly from the authority of the Brahmins ; and whatever reason we have to complain of his judgment or discretion, we ought to acknowledge our obligations

মেগাস্থিনীস কোন্ সময়ে ভারতে দৌত্য-কার্য্যে আগমন করিয়াছিলেন এবং কতদিন ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে নানা বাদবিতণ্ডা দৃষ্ট হয়। 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া, মিঃ মুলার প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—মেগাস্থিনীস রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের নিকট গমন করিতেন এবং রাজা পোরাস অপেক্ষা চন্দ্রগুপ্ত অধিক পরাক্রমশালী ছিলেন। এরিয়ানের গ্রন্থে আবার দেখিতে পাই,—মেগাস্থিনীস, পোরাসের নিকটও দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পোরাস এবং চন্দ্রগুপ্ত উভয়ে সমসাময়িক ছিলেন,—এক হিসাবে এতদুক্তিও অসমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, পোরাস মহাবীর আলেক্-জাণ্ডারের সময় বিদ্যমান ছিলেন; আর চন্দ্রগুপ্ত ঠিক ঐ সময়েই রাজ্যজয়ের উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ আবার বলেন,—মেগাস্থিনীস, চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক নহেন; তিনি চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে তাঁহাদের কয়েকটি যুক্তির বিষয় উল্লিখিত হয়। তাঁহাদের প্রথম যুক্তি—ইতিহাসমূলক, দ্বিতীয় যুক্তি—সামাজসম্পর্কীয়। ঐতিহাসিক যুক্তি-প্রসঙ্গে তাঁহারা বলেন,—জৈনশাস্ত্রানুসারে মহাবীরস্বামীর মোক্ষপ্রাপ্তির সময় হইতে ১৫৫ বর্ষ অতীত হইলে রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন লাভ করেন। ঐ বর্ষেই নবনন্দের উচ্ছেদ সাধন ঘটে। মহাবীর স্বামীর মোক্ষলাভের ৬০ বৎসর পরে প্রথম নন্দের অভিষেক হয়। যথা,—

কাল-নির্দ্ধারণে বাদবিতণ্ডা।

"অনন্তরং বর্দ্ধমানস্বামিনির্ব্বাণবৎসরাৎ।
গতায়াং ষষ্টি-বৎসর্য্যামেষ নন্দোঽভবন্নৃপঃ।
এবং চ শ্রীমহাবীরমুক্তের্বর্ষশতে গতে।
পংচ পংচাশদধিকে চ চন্দ্রগুপ্তোঽভবন্নৃপঃ॥" *

পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের মতে চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বৎসর এবং তৎপুত্র বিন্দুসার ২৫ বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই হিসাব হইতে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন,—চন্দ্রগুপ্ত ৩৭২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৩৪৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে এবং তৎপুত্র বিন্দুসার ৩৪৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৩২৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিকগণের মতে মহাবীর

to him as the first author who spoke with precision of Indian manners, or gave a true idea of the people.

"It is not possible to enter into the particulars of all that we derive from this author; but the whole account of India, collected in the fifteenth book of Strabo, and the introduction to the eighth book of Arrian, may justly be attributed to him as the principal source of information. His picture is, in fact, a faithful representation of the Indian character and Indian manners; and modern observations contributes to establish the extent of his report."—*The Periplus of the Erythrian Sea*, Part I, by Revd. William Vincent, D. D.

* হেমচন্দ্র, পরিশিষ্ট-পর্ব্ব, ষষ্ঠ ও অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

আলেকজাণ্ডার ৩২৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। সুতরাং এ হিসাবে চন্দ্রগুপ্তের বহু পরবর্ত্তিকালে আলেকজাণ্ডারের ভারত-আগমন প্রতিপন্ন হয়। তার পর, তাঁহারও বহু পরে মেগাস্থিনীস দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত হন। সুতরাং অশোকের পূর্ব্বে মেগাস্থিনীসের ভারত-আগমন কোনরূপেই প্রতিপন্ন হয় না। এক্ষণে অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তির বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক,—তাহাতেই বা এতদ্বিষয়ের কি মীমাংসা হইতে পারে। 'অশোকাবদান' মতে, রাজচক্রবর্ত্তী অশোক বাল্যাবস্থায় পিতা কর্তৃক নির্ব্বাসিত হন। তিনি বহু দলবল সংগ্রহ করিয়া তক্ষশিলা অধিকার করেন। ইত্যাদি। সিংহলের পালি মহাবংশে লিখিত আছে,—বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের ২১৮ বৎসর পরে অশোক রাজ্য-প্রাপ্ত হন। পণ্ডিতগণের গণনায় উহা ৩২৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ঐতিহাসিকগণের মতে মহাবীর আলেকজাণ্ডার ৩২৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন এবং ৩২৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত পরিত্যাগ করিয়া যান। ইতিহাসে লিখিত আছে, মহাবীর আলেকজাণ্ডার যখন ভারতে আগমন করেন, তক্ষশিলার শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে বিবিধ উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন। তখন অশোক তক্ষশিলার অধিপতি। সুতরাং অশোকই উপঢৌকন-প্রেরণে আলেকজাণ্ডারের মনস্তুষ্টি-সম্পাদন করিয়াছিলেন, ইহাই মনে হয়। এ হিসাবে আলোচনা করিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়,—অশোকের সহিতই সেলিউকাসের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল, আর অশোকই যবন-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। * রুদ্রদামের শিলালিপি হইতে এতদ্বিষয় সপ্রমাণ করিবার বিবিধ প্রয়াস দেখিতে পাই। এতৎপ্রসঙ্গে সে সকল বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সুবর্ণগিরিতে অশোকের যে অনুশাসন প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে ২৫৬ অঙ্ক লিখিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডক্টর ফ্লিট উহাকে বুদ্ধ-নির্ব্বাণাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনকালে ভারতীয় বৌদ্ধগণ যে অব্দকে বৌদ্ধ-নির্ব্বাণাব্দ বলিয়া গণনা করিয়া আসিতেছিলেন, সিংহল-শ্যাম-ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি বৌদ্ধ-প্রধান জনপদ-সমূহে বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ঐ অব্দ বৌদ্ধ-নির্ব্বাণাব্দ বলিয়া মান্য হইয়া আসিতেছিল। তদনুসারে ৫৪৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ বৌদ্ধ-নির্ব্বাণাব্দ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সে হিসাবে গণনা করিলে বুঝা যায়, রাজচক্রবর্ত্তী অশোক বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের ২১৮ বৎসর পরে অর্থাৎ ৩২৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন এবং ২৮৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যকালের অবসান হয়। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের গণনাক্রমে মেগাস্থিনীস ৩০২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ২৮৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে অশোকের রাজত্বকালে, তাঁহারই রাজধানীতে দূতরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হইতেছে। গ্রীক-ঐতিহাসিকগণের প্রদত্ত বিবরণ এবং ভারতীয় আখ্যায়িকা-সমূহ তুলনায় সমালোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ আরও কয়েকটী যুক্তির অবতারণা করেন। তাঁহারা বলেন,—৩২৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে মহাবীর আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন তিনি তাঁহার সেনাপতি ফিজিয়াসের নিকট 'চন্দ্রমেস' (Xandrames) নরপতির বিষয় অবগত হন। রাজা

* Indian Antiquary, Vol. VII, p. 260.

পোরাসও তাহা সমর্থন করেন। রাজা চন্দ্রমেসকে পোরাস নীচবংশজ নাপিতের পুত্র বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন। ডিওডোরাস, এরিয়ান, জাষ্টিনাস, প্লুটার্ক প্রভৃতির গ্রন্থে এতদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। অন্যত্র আবার দেখিতে পাই,—আলেকজাণ্ডার যখন শিবির-সংস্থাপন করিয়া সিন্ধুতীরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় সান্দ্রাকোট্টাস (Sandrokottus) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি পঞ্জাব-প্রদেশ অধিকার করিয়া বসেন। তার পর ক্রমে ক্রমে তিনি সমগ্র ভারত অধিকার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত দুই বিবরণী হইতে আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক ভারতীয় দুই জন নৃপতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এক জন—চন্দ্রমেস; তিনি আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের সময় প্রাচ্য-ভূভাগের অধিপতি ছিলেন; আর এক জন সান্দ্রাকোট্টাস; তিনি আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্ত্তনের পর ভারতের অধীশ্বর হন। সান্দ্রাকোট্টাস যে মৌর্য্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, ঐতিহাসিকগণ তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু চন্দ্রমেস কে? ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাঁহাকে নন্দরাজগণের অন্যতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।* এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—সান্দ্রাকোট্টাস বা চন্দ্রমেস, কে নীচবংশজ নাপিতের পুত্র? বিষ্ণুপুরাণে (চতুর্বিংশোঽধ্যায়ে) লিখিত আছে,—"তেষামভাবে মৌর্য্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।" টীকাকার বলেন,—চন্দ্রগুপ্ত মুরানাম্নী পত্নীর পুত্র। মুদ্রারাক্ষসেও চন্দ্রগুপ্তকে মৌর্য্যবংশীয় এক রাজপুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বৌদ্ধ-গ্রন্থাদিতেও এতৎসম্বন্ধে নানা উপাখ্যান দৃষ্ট হয়।† গ্রীক-ঐতিহাসিকগণের চন্দ্রমেস যদি নন্দ-নৃপতি হন, তাহা হইলে সান্দ্রাকোট্টাসকে চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া মানিয়া লইবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় উপস্থিত হয়। জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র যে নন্দ-নৃপতিকে নাপিতের পুত্র বলিয়াছেন, তিনি যদি চন্দ্রমেস হন, তাহা হইলে মৌর্য্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল বহু পরে পিছাইয়া পড়ে। নন্দবংশের প্রথম নৃপতি মহাপদ্মানন্দ শূদ্রাগর্ভজাত ছিলেন,—বিষ্ণুপুরাণে তাহা উল্লিখিত আছে। সেখানে দেখিতে পাই,—"মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মানন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিলক্ষত্রান্তকারী ভবিতা। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূমিপালা ভবিষ্যন্তি।" এ হিসাবে, মহাপদ্মানন্দের পর নন্দবংশীয় আট জন নৃপতি এক শত বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহাদের পর চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তহা হইলে আলেকজাণ্ডারের বহু পরবর্ত্তিকালে চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয় সপ্রমাণ হয়; আর বুঝা যায়,—তিনি আলেকজাণ্ডারের ভারত আগমনের সময় বিদ্যমান ছিলেন না। গ্রীকগণের বর্ণনায় চন্দ্রগুপ্তের প্রসঙ্গে চাণক্যের নামোল্লেখ নাই; আবার হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন গ্রন্থাদিতে চন্দ্রগুপ্তের সহিত সেলিউকাস-দুহিতার পরিণয়-প্রসঙ্গও দৃষ্ট হয় না। এ হিসাবেও চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক-বীরের সমসাময়িক নহেন। দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক তথ্যের আলোচনায়ও মেগাস্থিনীসকে অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয় না। এতৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের যুক্তিপরম্পরা নিম্নে প্রকটিত হইল। 'ভারতের দার্শনিক

---

* *Vide* Vincent A. Smith, *Early History of India.* Second Edition.

† পৃথিবীর ইতিহাস, ষষ্ঠ খণ্ডে এতদ্বিষয় দ্রষ্টব্য।

সম্প্রদায়কে মেগাস্থিনীস দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম—শ্রমণ, দ্বিতীয়—ব্রাহ্মণ। শ্রমণদিগের মধ্যে আবার 'হিলবিয়ই' নামে এক সম্প্রদায় আছেন। তাঁহারা গৃহে, এমন কি নগরে পর্য্যন্ত, বাস করেন না। ভারতবাসিগণের মধ্যে 'বৌট্টার' অনুসরণকারী দার্শনিক-সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। তাঁহারা বিশেষ চরিত্রবান বলিয়া দেবতার ন্যায় সম্পূজিত হইয়া থাকেন। পণ্ডিতগণের মতে, মেগাস্থিনীসের এই উক্তি হইতে সপ্রমাণ হয়,—শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উভয় সম্প্রদায়ই তৎকালে সম্পূজিত হইতেন, এবং বুদ্ধদেবকে তিনি বৌট্টা নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের সমসময়ে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উভয় সম্প্রদায়ই বর্ত্তমান ছিলেন; কিন্তু তৎকালে তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য সাধিত হয় নাই, কিংবা শ্রমণগণ ব্রাহ্মণগণের ন্যায় সম্মান-প্রাপ্ত হইতেন না। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বুদ্ধদেবও দেবতার উচ্চ আসনে সমাসীন হইতে পারেন নাই। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে শ্রমণের নাম দৃষ্ট হয় না, অথবা বৌদ্ধগণের প্রতি চন্দ্রগুপ্ত কোনরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রাজচক্রবর্ত্তী অশোকই ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয় সম্প্রদায়ের পার্থক্য সাধন করেন এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রমণগণ শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রাপ্ত হন। মেগাস্থিনীস তাঁহার 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থের ১৪০ম পৃষ্ঠায় ব্রহ্মচারিণী রমণীর বিদ্যাশিক্ষার বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাসের আলোচনায় অশোকের পূর্ব্বে ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা-প্রচলনের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। বেদাদি গ্রন্থে স্ত্রী-শিক্ষার বহুল প্রচারের বিষয় উল্লিখিত থাকিলেও পরবর্ত্তিকালে তাহার কোনও আভাষ গ্রন্থ-পত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক আপনার কন্যাকে ব্রহ্মচারিণী ভিক্ষুণী করিয়া বিহারে বিদ্যাশিক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনীসের গ্রন্থে যে জ্ঞানিগণের সম্মিলনীর উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা অশোকেরই রাজত্বের একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি প্রতি বৎসর জ্ঞানিগণের সভা আহ্বান করিয়া সূক্ষ্ম ধর্ম্মতত্ত্বের গূঢ় রহস্যের মীমাংসা করিয়া লইতেন। আর একটী কথা, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলিত ছিল; কিন্তু তখন তদ্রূপ বিবাহ-সঞ্জাত সন্তান-সন্ততি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিত না। তাহারা কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারী ছিল। কিন্তু মেগাস্থিনীসের গ্রন্থে অসবর্ণ-বিবাহ-অপ্রচলনের বিষয় উল্লিখিত আছে। মেগাস্থিনীস লিখিয়াছেন,—তাঁহার সময়ে অসবর্ণ-বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, চন্দ্রগুপ্তের সময়ে অসবর্ণ বিবাহ অনাদৃত এবং অশোকের রাজত্বকালে একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং সামাজিক অবস্থার আলোচনায়ও মেগাস্থিনীসকে অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করিতে প্রবৃত্তি হয় না।'

পণ্ডিতগণের উল্লিখিত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয় আমাদের মনে হয়। তাহাতে কিবা ঐতিহাসিক, কিবা সামাজিক—সকল যুক্তিই ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হইতে পারে। জৈন-গ্রন্থকার হেমচন্দ্রের পরিশিষ্ট-পর্ব্ব হইতে পণ্ডিতগণ যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে আলেকজাণ্ডারের পরবর্ত্তী বলিয়া সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, সূক্ষ্ম-গণনায় তাঁহাদের সে সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। এতদ্বিষয়ে আমরা কয়েকটী যুক্তির অবতারণা করিতেছি। রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তদ্বিষয় পূর্ব্বে (পৃথিবীর ইতিহাস, ষষ্ঠ খণ্ডে) সপ্রমাণ

কাল-সম্বন্ধে কয়েকটী যুক্তি।

হইয়াছে। জৈনগণের মতে, মহাবীরস্বামী ৫২৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ বিক্রম-সংবতের ৪৭০ বৎসর পূর্ব্বে, নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। আর ঐ ৪৭০ বৎসরের মধ্যে, অর্থাৎ ৫২৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে, চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সিংহল-দেশের বিবরণে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ২৮ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু জৈন-গ্রন্থাদির আলোচনায় ঐ সময়ের মধ্যে বহু বিভিন্ন রাজবংশের বিবরণ অবগত হই। জৈনগ্রন্থ 'তিথগালিয়া পয়ন্না' এবং 'তীর্থদ্ধার প্রকীর্ণক' গ্রন্থদ্বয়ের মতে, তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী যে দিন নির্ব্বাণ-লাভ করেন, সেই দিন অবন্তীর রাজা পুলকের রাজ্যাভিষেক হয়। পুলক ৬০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তার পর নন্দবংশীয় নয় জন নৃপতি ১৫৫ বর্ষকাল রাজত্ব করেন। তৎপরে মৌর্য্যবংশীয় রাজগণের রাজত্বকাল—১০৮ বৎসর। তাহার পর পুষ্প-মিত্র (পুষ্যমিত্র) ৩০ বৎসর রাজত্ব করেন। তার পর বালমিত্র ও ভানুমিত্র রাজা হন। তাঁহাদের রাজ্যশাসনকাল—৬০ বৎসর। তাঁহাদের রাজ্যাবসানে নলবাহন বা নববাহন (নহবহণ, নভোবাহণ) সিংহাসন লাভ করেন। তিনি ৪০ বৎসর কাল সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার পর গর্দ্ধভিল্ল (গদ্দভিল্ল) ১৩ বৎসর এবং শক (সগ) রাজা ৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে মহাবীর স্বামীর নির্ব্বাণ-কাল হইতে শকগণের রাজ্য-প্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত রাজগণের নাম ও রাজ্যশাসনকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তদনুসারে মৌর্য্য-রাজগণের রাজত্বকাল—৩১২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ২০৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু হেমচন্দ্রের পরিশিষ্ট-পর্ব্বানুসারে মহাবীর স্বামীর নির্ব্বাণ-লাভের ১৫৫ বৎসর পরে বা ৩৭২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত—ভদ্রবাহুর সমসাময়িক বলিয়া পরিচিত। সুতরাং পণ্ডিতগণের ঐরূপ কালনির্দ্দেশ ভ্রমপ্রমাদশূন্য বলিয়া মনে হয় না। ভদ্রবাহুর বিদ্যমানকাল ৩৭১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৩৫৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। তাহাতে গণনায় ৬০ বৎসরের ভুল রহিয়া যায়। জৈনগণের অধিকাংশ গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল ৩১২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সে হিসাবে, হেমচন্দ্রের গণনায় রাজা পুলকের রাজত্ব-কাল বাদ পড়িয়া গিয়াছে; আর সেই জন্যই তাঁহার গণনায় ৬০ বৎসরের ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে। কয়েকটী বিশিষ্ট ঘটনার উল্লেখে এ ভ্রম বিশেষরূপে বোধগম্য হইতে পারে। জৈন-গ্রন্থাদিতে প্রকাশ,—মহাবীর প্রভু যখন ধর্ম্মালোচনায় ব্রতী ছিলেন, রাজা শ্রেণিক তখন রাজগৃহের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। শ্রেণিক—রাজা প্রসেনজিতের পুত্র। সেই প্রসেন-জিৎ—বিম্বিসার বা বাম্ভাসার নামেও পরিচিত ছিলেন। মহাবীর স্বামীর সমসাময়িক রাজা শ্রেণিকের উত্তরাধিকারী পুত্রের নাম—অশোকচন্দ্র বা কুণিক। তিনি রাজগৃহ হইতে চম্পানগরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। উদায়ী তাঁহারই পুত্র ও উত্তরা-ধিকারী। পাটলিপুত্র নগরী এই উদায়ী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা উদায়ী চম্পা হইতে পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। উদায়ীর কোনও সন্তান-সন্ততি ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর নন্দরাজগণ পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহাদের উচ্ছেদ-সাধনে চন্দ্রগুপ্ত রাজা হন। মহাবীর স্বামীর নির্ব্বাণের পর রাজা কুণিক

হইতে রাজা উদায়ীর রাজ্যশাসনকাল, গণনায় ৬০ বৎসর দাঁড়াইতে পারে। এ দিক দিয়াও, হিসাবে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল ৩১২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে প্রতিপন্ন হয়। জৈনগণের ইহাই সিদ্ধান্ত। যাহা হউক, এই ৩১২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল বলিয়া মনে করিলে, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের গণনার সহিতও বিশেষ কিছু অসামঞ্জস্য থাকে না। ৩১৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ মৌর্য্য-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অব্দ বলিয়া আমরা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি। * ৩১২ আর ৩১৫—এ দুই হিসাবে পার্থক্য বড়ই অল্প। সে ঘোর বিপ্লব-বিশৃঙ্খলার দিনে ঠিক কোন্ দিন রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন অধিকার করিলেন এবং ঠিক কোন্ দিন লোকে তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিল, তাহা সঠিক নির্দ্দেশ করা যে বড়ই সুকঠিন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-প্রাপ্তিকাল ৩১২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ বা ৩১৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ নির্দ্দেশ করিলেই সকল দিকে সামঞ্জস্য সাধিত হয়। এ হিসাবের সহিত মেগাস্থিনীসের ভারতে অবস্থিতির সময়ের হিসাবেরও সামঞ্জস্য রহিয়া যায়। তার পর—সামাজিক তথ্য। পণ্ডিতগণ বলেন,—'চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণ এতদুভয় সম্প্রদায়ের পার্থক্য সাধিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণান্তর রাজচক্রবর্ত্তী অশোক সে পার্থক্য বিধান করেন। মেগাস্থিনীস যখন উভয় সম্প্রদায়ের পার্থক্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তিনি অশোকের সমসাময়িক ছিলেন।' পণ্ডিতগণের এতদুক্তিও সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম—ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম—সকল ধর্ম্মের মূল, পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ড 'পৃথিবীর ইতিহাসে' তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সমাজে সমদর্শী এবং গোঁড়া—চিরকালই বর্ত্তমান আছেন। যাঁহারা সমদর্শী ছিলেন, ব্রাহ্মণই হউন আর শ্রমণই হউন, তাঁহারা কেহ কাহাকেও পৃথক বলিয়া মনে করিতেন না। জ্ঞানের উচ্চতম সোপানে সমারূঢ় ব্রাহ্মণ মনে করিতেন,—তিনিও যাহা, শ্রমণও তাহাই; আবার তত্ত্বদর্শী শ্রমণগণ মনে করিতেন, তাঁহাদের সহিত ব্রাহ্মণগণ একই আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কোনও ভিন্নভাব ছিল না বলিয়াই তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য সে সময়ে প্রকট হয় নাই। রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের সমদর্শিতাও তাহার অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তির এবং অভ্যুদয়ের মূলে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয় সম্প্রদায়ের প্রভাব সমভাবে বিদ্যমান ছিল। তাই সকলের সকল ধর্ম্ম চন্দ্রগুপ্তের নিকট সমভাবে আদরণীয় হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, পার্থক্য সাধন করিতে গেলে তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী। তাই তাঁহার রাজত্ব-কালে ব্রাহ্মণে ও শ্রমণে পার্থক্য ছিল না। কিন্তু তাঁহার রাজত্বের শেষ মুহূর্ত্তে যখন তাঁহার সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত-প্রায়, তখনই এই পার্থক্যের অঙ্কুর উদ্গত হইতে আরম্ভ হয়। মেগাস্থিনীস হয় তো চন্দ্রগুপ্তের জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে এই পৃথক ভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সকল ধর্ম্মেই গোঁড়া ভক্ত সকল কালেই দৃষ্ট হয়। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালেও যে ব্রাহ্মণ বা শ্রমণ সম্প্রদায়ে কেহ গোঁড়া ছিলেন না, তাহা বলিতে পারি না। হয় তো গোঁড়া শ্রমণ বা গোঁড়া ব্রাহ্মণ কাহারও মুখে এই পার্থক্যের বিষয় মেগাস্থিনীস শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্তু

* পৃথিবীর ইতিহাস, পঞ্চম খণ্ড, ৩০—৩১ পৃষ্ঠায় এতদ্বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতপ্রস্তাবে তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মদর্শী ব্রাহ্মণ বা শ্রমণ কখনও এ পার্থক্যের ভাব প্রকাশ করেন নাই। চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে বা তাঁহার সমসময়ে স্ত্রী-শিক্ষার প্রাধান্য ছিল, শ্বেতাম্বর জৈন-সম্প্রদায়ের গ্রন্থপত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দিগম্বরগণ স্ত্রীপুরুষ সকলকেই সমভাবে মুক্তির অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। দিগম্বর-সম্প্রদায়ের কুমারী মল্লী জৈন-শাস্ত্রে অশেষ পারদর্শী ছিলেন, তাহারও নিদর্শন জৈন-ধর্ম্মশাস্ত্রে বিদ্যমান আছে। অসবর্ণ-বিবাহ—সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি সকল যুগেই প্রচলিত ছিল, আবার সকল যুগেই তাহা নিষিদ্ধ হয়। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে যে প্রথা যখনই সমাজে বিশৃঙ্খলার ভাব আনয়ন করিয়াছে, তখনই তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সামাজিক প্রায় সকল প্রকার আচার-ব্যবহার সম্বন্ধেই এ বিষয়ের সার্থকতা দেখিতে পাই। যেমন অশোকের রাজত্বে, তেমনই চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে কোনও সময় অবস্থা-বিশেষে বিষয়-বিশেষের প্রচলন দেখিতে পাই; আবার কখনও তাহা রহিত হইবার বিধিবিধানও পরিদৃষ্ট হয়। অসবর্ণ-বিবাহ-সঞ্জাত সন্তান-সন্ততি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে না,—এতদুক্তিই কি নিষেধ-সূচক নহে?

সামঞ্জস্য-সাধনে।

যাহা হউক, পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গেলে, এবং পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের অভিমতের সহিত একমত হইতে হইলে, গ্রীক্‌দূত মেগাস্থিনীসকে চন্দ্রগুপ্তের পরবর্ত্তী বলিয়া কোনক্রমেই নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। তবে কোন্ সময়ে তিনি চন্দ্রগুপ্তের রাজ-সভায় দৌত্য-কার্য্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা সঠিক-ভাবে নিরূপণ করাও সুকঠিন। অধ্যাপক বোলেনের মতে, তিনি আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ আবার বলেন,—কেবল একবার নহে; তিনি চন্দ্রগুপ্তের নিকট বহু বার দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেও, চন্দ্রগুপ্তের সহিত সেলিউকাসের সন্ধি-স্থাপনের পরই যে মেগাস্থিনীস দূতরূপে চন্দ্রগুপ্তের রাজ-সভায় আগমন করিয়াছিলেন—এই সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। মেগাস্থিনীস যে সকল স্থান স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে ডক্টর সোয়ানবেক যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, এতৎ-সম্পর্কে তাহার উল্লেখ প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। ডক্টর সোয়ানবেকের মন্তব্যের মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করা হইল; যথা,—মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় পঞ্জাবের নদী-সমূহের বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাহাতে অনেকে অনুমান করেন, মেগাস্থিনীস সেই সকল নগর ও জনপদের মধ্য দিয়া পাটলিপুত্র নগরে গমন করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনীস বহুকাল চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যাবাসে অবস্থান করেন। সেই সূত্রে ভারতের অপরাপর বহু জনপদ দর্শনের সুযোগও তাঁহার ঘটিয়াছিল। ডক্টর রবার্টসনের পদাঙ্ক অনুসরণে ঐতিহাসিকগণের অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মেগাস্থিনীস বহু বার ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এতদুক্তি সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। আরিয়ান একস্থলে মেগাস্থিনীসের একটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তিনি বহু বার চন্দ্রগুপ্তের নিকট গমন করিয়াছিলেন। দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত থাকা সময়ে চন্দ্রগুপ্তের সহিত তাঁহার বহু বার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল,—এ অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। মেগাস্থিনীসের গ্রন্থে তাঁহার বহু বার ভারত-আগমনের কোনও

নিদর্শনই বর্ত্তমান নাই। পণ্ডিতগণ যে বলেন, মেগাস্থিনীস বহু বার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার বিবরণ যথাযথ হইয়াছিল,—এতদুক্তিও সমীচীন নহে ; পরন্তু মেগাস্থিনীস বহুকাল ধরিয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজ-সভায় অবস্থান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে ভারতের বিভিন্ন স্থান দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সেই সকল বিষয়ের এবং সেই সকল স্থানের যথাযথ বিবরণ প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—ইহাই অনুমান হয়। এইরূপ সিদ্ধান্তে সকল বিষয়েই সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে।'

মেগাস্থিনীস-প্রমুখ গ্রীক ঐতিহাসিকগণ ভারতের এক সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন,—এতৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিক রেভারেণ্ড উইলিয়ম ভিন্সেণ্ট যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। তাঁহার উক্তির মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল ; যথা—'নিয়ার্কাসের বর্ণনা হইতে ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো সপ্রমাণ করিয়াছেন,—ভারতজাত পণ্য-দ্রব্য-সমূহের মধ্যে যে সকল পণ্য আজি পর্য্যন্ত বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে, গ্রীকগণ সে সকলই অবগত ছিলেন। ধান্য, চিনি, তুলা, রেশম, ইক্ষুদণ্ড সর্ব্বপ্রকার উৎপন্ন-দ্রব্যের বিষয়ই নিয়ার্কাসের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। গ্রীক অথবা রোমান যাঁহারাই ঐ সকল পণ্যের বিষয়ে অবগত থাকুক না কেন, মাকি-দেশীয় গ্রীকগণই যে ঐ সকল পণ্যদ্রব্যের প্রথম ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদান করেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। জলপথে বা স্থলপথে—কোনও প্রকারেই ঐ সকল দ্রব্য ইউরোপে সংবাহিত হয় নাই। সুতরাং ইউরোপীয়গণের তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা-লাভেরও সম্ভাবনা ছিল না। কেবলমাত্র গ্রীকগণের ঐকান্তিক চেষ্টা ও অনুসন্ধিৎসার ফলে ইউরোপীয়গণ ভারতীয় পণ্য-দ্রব্যের বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। * ভারতজাত

ভিন্সেণ্টের মন্তব্য।

* "...But from Nearchus he (Strabo) proves, that all the native commodities which to this day form the staple of the East Indian commerce were fully known to the Macedonians. Rice, cotton, and the fine muslins made of that material, the sugar-cane and silk are all expressly mentioned in a passage which he adduces from Nearchus; and however the Greeks or Romans became acquianted with these commodities, the first knowledge, or at least the first historical account of them, is certainly to be attributed to Macedonians. None of these articles had however been brought into Greece, or any part of Europe, by sea and a few of them had ever been seen unless by accident....The knowledge of India obtained by the Macedonians will perhaps be as fully exemplified by adverting to objects of curiosity as utility. Of this Strabo furnishes abundant testimony, who from these sources drew all the information he has left us concerning the tribes or castes of the Indian nations. Under whatever variety those appear in ancient or modern authors the four orders of priests, soldiers, husbandmen and artisans still predominate. Of these distinctions, Aristobulus, Nearchus, Onesecritus, and Megasthenes were fully apprised. It would be thought mere matter of ostentation,

আবশ্যকীয় অথচ কৌতুহলোদ্দীপক পদার্থ-সমূহের বিষয় আলোচনা করিলে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রীকদিগের জ্ঞানের এক অভিনব চিত্র প্রতিফলিত হইতে পারে। ষ্ট্রাবোর গ্রন্থে এতৎসম্বন্ধে বহু তথ্য সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন জাতির বিষয়ে ষ্ট্রাবো যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের বিবরণ পাঠ করিলে এতদ্বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। প্রাচীন বা আধুনিক গ্রন্থকারগণ ভারতীয় জাতি-সমূহকে যত বিভাগেই বিভক্ত করুন না কেন, ষ্ট্রাবোর গ্রন্থোক্ত ব্রাহ্মণ (পুরোহিত সম্প্রদায়), ক্ষত্রিয় (সৈনিক শ্রেণী), শূদ্র (হলকর্ষণকারী) এবং বৈশ্য (শিল্পী) অদ্যাপি ভারতে বর্ত্তমান আছে। এরিষ্টোবোলাস, নিয়ার্কাস, অনিসেক্রিটাস এবং মেগাস্থিনীস প্রভৃতি সকলেই সে পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভারতের শাসন-প্রণালী, ব্রাহ্মণদিগের রীতিনীতি, সতীর সতীত্ব-কাহিনী, ভারতজাত বিভিন্ন খাদ্য-শস্য, ভারতীয়গণের বর্ণ, আকৃতি ও গঠন প্রভৃতি বিষয়ে মাকিদোনীয়গণ যে নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের অসীম গবেষণার এবং বিশেষ অনুসন্ধিৎসার পরিচায়ক। আজি পর্য্যন্ত যে ঐতিহাসিকগণ ভারতের প্রত্নতত্ত্ব-অনুসন্ধানে, বিশেষতঃ সুদূর গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থান-সমূহের প্রাচীন কীর্ত্তি-স্মৃতি উদ্ধারে সফলকাম হইতেছেন, তাহা মাকিদোনীয় গ্রীকগণের কৃতিত্বের ফল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। আর সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। উচ্চারণের তারতম্যে, অথবা ভারতীয় ভাষা ও শব্দ-সমূহে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত, হয় তো বিষয়-বিশেষে তাঁহাদের ভ্রমপ্রমাদ সংঘটিত হইয়াছে; হয় তো পৌরাণিক উপাখ্যানের উপকথা-সমূহের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে না পারিয়া, উদ্দাম-কল্পনার সাহায্যে তাঁহারা অভিনব আখ্যায়িকার সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু তাহা হইলেও, ভারতের যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র তাঁহারা অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন, অধুনা ঐতিহাসিকগণের তাহাই প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। তাহারই সাহায্যে তাঁহারা এক্ষণে প্রাচীন ভারত-সংক্রান্ত বিবিধ অভিনব তথ্যোদ্ধারে সমর্থ হইতেছেন।

---

to produce the testimonies of this knowledge as they lie scattered in a variety of authors; but the account of Indian policy and government, the principles of the Brahmins, the devotions of widows to the flames, the descriptions of the wild fig or banian tree, the variety of grain, the hair, colour, frame and constitution of the natives, with an abundance of other minute particulars, sufficiently indicate a spirit of observation pervading the Macedonians, as well as that of conquest; and this original materials furnish the groundwork of that accurate investigation pursued at this day with so happy an effect by our countrymen on the banks of the Ganges."—Rev. William Vincent, D. D., *The Periplus of the Erythrean Sea*, (Ctesias), p. 15.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গ্রীক্-দূতের ভারত-বর্ণন।

[মেগাস্থিনীসের বর্ণনা ;—ভারতের আকারাদি, সীমা পরিমাণ প্রভৃতি ;—ডায়নুসাসের উপাখ্যান ;—ভারতের জাতি-বিভাগ,—দার্শনিক প্রভৃতি সপ্ত-জাতি ;—ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ ;—ব্রাহ্মণগণের দার্শনিক মত ;—ভারতের অন্যান্য বিভিন্ন জাতি,—নদ-নদী জনপদ প্রভৃতি ,—সিন্ধু-প্রদেশস্থ পশ্চিম-ভারতের জাতি-সমূহ ;—জাতি-প্রসঙ্গে সীমানা-প্রসঙ্গ ;—সার সঙ্কলন ;—পালিম্বোথ্রা ;—ভারতের আকারাদির পরিচয় ;—রাজ্য-ব্যবস্থা, শাসনপ্রণালী প্রভৃতি ;—পৌরাণিক জাতিসমূহ ;—অন্যান্য কথা।]

মেগাস্থিনীসের বর্ণনা।

গ্রীকদূত মেগাস্থিনীস যে সময়ে ভারতে আগমন করেন, সে সময়ে ভারতবর্ষে এক আদর্শ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল ; আর, সে আদর্শ-সাম্রাজ্যের গৌরব-স্মৃতি—যশঃ-জ্যোতিঃ দিকে দিকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তখন রাজচক্রবর্তী মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত সে আদর্শ-সাম্রাজ্যের কর্ণধার-রূপে বিদ্যমান ছিলেন ; আর সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহামতি চাণক্য সেই আদর্শ-নৃপতির মহামন্ত্রিরূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। তাৎকালিক সেই আদর্শ-সাম্রাজ্যের সর্ব্বতোমুখী উন্নতির পরিচয় পাইয়া মেগাস্থিনীস বুঝিয়াছিলেন,—গ্রীক-আগমনের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের সে রাজ্য সমৃদ্ধ ও উন্নত ছিল। নতুবা, সে আদর্শের প্রতিষ্ঠা অল্প দিনে সম্ভবপর নহে। আদর্শ-সাম্রাজ্যের সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই মেগাস্থিনীস ভারত-সংক্রান্ত বিবিধ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ; তাঁহার লিখিত বিবরণ-সমূহ তাই সত্য-তথ্য-পূর্ণ। দুই এক স্থলে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে সত্য ; কিন্তু মেগাস্থিনীসের বর্ণনা যে প্রায় সর্ব্বত্রই সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।* ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মেগাস্থিনীস যে সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে আমরা একে একে তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

ভারতের আকারাদি।

ভারতবর্ষের আকৃতি এবং সীমানা সম্বন্ধে মেগাস্থিনীস যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান ভারতের আকৃতির ও সীমানার সহিত তাহার কোনই সাদৃশ্য নাই। সে সময়ে যে সকল রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইত, অধুনা তাহার অধিকাংশই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে ;—কতক বা বিলুপ্ত হইয়াছে, কতক বা অন্য রাজ্যের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া আছে। ভারতের আকারাদির বিষয় মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় এইরূপ দৃষ্ট হয় ;—ভারতের আকৃতি সমচতুষ্কোণ। তাহার পূর্ব্বে

* "Megasthenes remained for some time with the Indian kings, and wrote a history of Indian affairs, that he might hand down to posterity a faithful account of all that he had witnessed."—Plinius, as translated by Solinus, *Polyhistor*, c 69.

ও পশ্চিমে সমুদ্র বিরাজমান। উত্তরে হেমোদাস পর্ব্বত এবং পশ্চিমে সিন্ধু-নদ। 'শাক' অভিধেয় স্কিদীয় জাতির বসতি-স্থান স্কিদিয়া, হেমোদাস পর্ব্বতের অপর দিকে অবস্থিত। হেমোদাস পর্ব্বত মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া ভারতবর্ষ হইতে স্কিদীয়া পৃথক হইয়া আছে। একমাত্র নীল-নদ ব্যতীত সিন্ধুর ন্যায় সুবৃহৎ নদী পৃথিবীতে কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ভারতের বিস্তৃতি ২৮,০০০ ষ্টেডিয়া এবং উত্তর-দক্ষিণে উহার দৈর্ঘ্য—৩২,০০০ ষ্টেডিয়া। ভারত-সাম্রাজ্য এতাদৃশ বিস্তৃত বলিয়া গ্রীষ্মমণ্ডলের সমগ্র উত্তরাংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতের প্রান্তদেশে ছায়াঘড়ির কাঁটায় কোনও ছায়াপাত হয় না এবং ধ্রুব নক্ষত্র ও তাহার উপগ্রহ-সমূহও রাত্রিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কথিত হয়, সেই কারণে সাধারণতঃ দক্ষিণদিকে তাহাদের ছায়া নিপতিত হয়। ভারতবর্ষে বহুবিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণী বর্ত্তমান। পর্ব্বতোপরি বিবিধ সুমিষ্ট ফল-মূল-সমন্বিত বৃক্ষরাজি শোভা পাইতেছে। ভারতে উর্ব্বর ভূমিখণ্ডের অভাব নাই; তাহার সকলগুলিই দেখিতে সুন্দর। বহু নদনদী সেই সমতল-ভূমিসমূহের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। পূর্ত্ত-বিভাগের তত্ত্বাবধানে ভারতের অধিকাংশ ভূমি সংরক্ষিত বলিয়া, খাল-নালা প্রভৃতি খননে জমির উর্ব্বরতা এতই বৃদ্ধি করা হইয়াছিল যে, প্রতি জমিতে বৎসরে দুই বার ফসল উৎপন্ন হইত।* সেই সকল উর্ব্বর সমতল-ভূমিতে এবং তদ্ব্যতীত ভারতের অন্যান্য সকল স্থানে, বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী পরিদৃষ্ট হইত। তাহাদের আকৃতি-পরিমাণও বিভিন্ন ছিল। ভারতের সর্ব্বত্র হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের আকৃতি অতি ভীষণ। ভারতে প্রচুর খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হয়। প্রচুর আহার্য্য পাওয়ায় লিবিয়ার হস্তী অপেক্ষা ভারতের হস্তিগণ অধিকতর বলিষ্ঠ হইতে পারে। বহুসংখ্যক হস্তী ধৃত করিয়া ভারতবাসী তাহাদিগকে যুদ্ধোপযোগী শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে। যুদ্ধজয়ে সে হস্তীর উপযোগিতা বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। ভারতে প্রচুর খাদ্য-শস্য জন্মে। সেইজন্য তথাকার অধিবাসীর আকৃতি, সাধারণ মানুষের আকৃতি-গঠন অপেক্ষা কিছু বড় এবং তাহারা সাধারণতঃ বলিষ্ঠ। তাহারা শিল্পকার্য্যে পারদর্শী। বিশুদ্ধ বায়ু ও নির্ম্মল বারি সেবনে অধিবাসিগণ সকলেই সুস্থ, সুষ্ঠু, সুঠাম ও বলিষ্ঠ। ভূভাগের উপরিভাগে যেমন বহুবিধ ফুল-ফলাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, ভূগর্ভেও তেমনি সর্ব্বপ্রকার ধাতুর খনি বিদ্যমান আছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, টিন এবং অপরাপর সকল ধাতুই সেই সকল

---

* ভারতে যে তৎকালে জলসরবরাহের (Irrigation) বিশেষ ব্যবস্থা ছিল, মেগাস্থিনীসের এতদুক্তিতে তাহা সপ্রমাণ হয়। মেগাস্থিনীস বলিয়াছেন,—"The greater part of the soil, moreover, is under irrigation and consequently bears two crops in the course of a year." অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,—"It is accordingly affirmed that famine has never visited India and that there has never been a general scarcity in the supply of nourishing food." খাদ্য-সরবরাহেরও যে বিশেষ ব্যবস্থা সে সময়ে বিহিত হইয়াছিল, এতদ্দ্বারা তাহাও সপ্রমাণ হয়। অর্থশাস্ত্রেও মেগাস্থিনীসের এতদুক্তির সমর্থন দেখি। পৃথিবীর ইতিহাস, ষষ্ঠ খণ্ডে, ৪২০ পৃষ্ঠায় অভিবরণ দ্রষ্টব্য।

খনি হইতে আহরিত হয়।* ধাতু-সমূহের দ্বারা অলঙ্কারাদি, যুদ্ধোপকরণ এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় অস্ত্র-শস্ত্র-সমূহ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ধান্যাদি শস্য ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্রই অপরাপর শস্যও প্রচুর উৎপন্ন হয়। নদী-বাহুল্য-বশতঃ শস্য-সমূহে সময়ে পর্য্যাপ্ত জল অভিষিঞ্চিত হইয়া থাকে। সেই হেতু বিবিধ রবিশস্য, শাকসবজী প্রভৃতি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। পশ্বাদির জীবনধারণোপযোগী তৃণ-শস্পাদিরও অপ্রাচুর্য্য দেখি না। শস্যাদির প্রাচুর্য্য হেতু ভারতে কখনও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় না, অথবা দেশব্যাপী খাদ্য-শস্যের অভাবও পরিলক্ষিত হয় না। শীত ও গ্রীষ্ম দুই ঋতুতে ভারতে দুই বার বারিসম্পাত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকাল বীজবপনের উপযুক্ত সময়। ঐ সময়ে কৃষকগণ ধান্যাদি, 'বসপোরাম' শস্য, কড়াই প্রভৃতি বপন করিয়া থাকে। ফলতঃ, ভারতবাসী প্রতি বৎসর দুই বার ফসল সংগ্রহ করে। দৈবদুর্ব্বিপাকে যদি এক ফসল নষ্ট হইয়া যায়, অপর ঋতুর অপর ফসল নিশ্চয়ই তাহারা পাইয়া থাকে। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই জলাভূমিতে খাদ্যোপযোগী সুস্বাদু মূলাদি এবং স্বভাবজাত সুমিষ্ট ফলাদি জন্মিয়া থাকে। সে সকলও মানুষের জীবনধারণে বিশেষ সহায়তা করে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের ভূমি-সমূহ সাময়িক বারিপাতে এবং নদনদীর বারি সাহায্যে সাধারণতঃ এরূপ রসসম্পন্ন হয় যে, সর্ব্ববিধ খাদ্য-শস্য বৎসরের প্রায় সকল সময়েই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এদিকে আবার উত্তাপেরও এমন প্রাখর্য্য যে, ফল-মূলাদি যথাকালে সুপরিপক্ক করিবার পক্ষে তাহা বিশেষ সহায়তা করে। দুর্ভিক্ষ-প্রতিষেধ জন্য ভারতের অধিবাসিগণ কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকে। অন্যান্য জাতির মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হইলে, তাঁহারা সচরাচর জমিগুলি নষ্ট করিয়া তাহা কর্ষণের অনুপযোগী করিয়া ফেলেন। কিন্তু ভারতবাসীর প্রকৃতি তাহার বিপরীত। ভারতবাসীরা কৃষিজীবিগণকে কদাচ নিপীড়িত করেন না। যুদ্ধবিগ্রহাদির সময় কৃষিজীবিদিগের মনে যাহাতে ভীতির সঞ্চার না হয়, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে তাহার সুব্যবস্থা করেন। কৃষিজীবিগণকে কখনও যুদ্ধে আহ্বান করা হয় না। উভয় পক্ষে যুদ্ধ করিয়া পরস্পর নির্ম্মূল হইলেও কেহ কখনও কৃষিজীবিগণের অনিষ্ট করে না। এতদ্ব্যতীত আর

* মেগাস্থিনীসের একতুক্তিতে খনিজ-বিদ্যায় উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীর ইতিহাস, ষষ্ঠ খণ্ডের ৪১৮ পৃষ্ঠায়, অর্থ-শাস্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে খনিজ-বিদ্যায় ভারতবাসীর যে পারদর্শিতার পরিচয় পাইয়াছি, মেগাস্থিনীসের উক্তিতেও সে পরিচয় দেদীপ্যমান দেখি। মেগাস্থিনীস বলিয়াছেন,—"And while the soil bears on its surface all kinds of fruits which are known to cultivation, it has also underground numerous veins of all sorts of metals for it contains much gold and silver, and copper and iron in no small quantity and even tin and other metals, which are employed in making articles of use and ornament, as well as the implements and accoutrements of war." *Fragment I* or *An Epitome of Megasthenes.* অন্যত্র আবার তিনি বলিয়াছেন,—"Their robes are worked in gold and ornamented with precious stones and they wear also flowered garments made of the finest muslin.—Book II Fragment, XXVII.

একটী সুন্দর প্রথা ভারতে দেখিতে পাই। বিজিত-রাজ্যের বৃক্ষাদি কর্ত্তন বা বিজিত দেশ অগ্নিদগ্ধ করার প্রথাও ভারতে বর্ত্তমান নাই। এই সকল কারণে, ভারতে কোনও সময়েই খাদ্য-শস্যের অভাব হয় না। * ভারতে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু নদ-নদী বিদ্যমান। কোনও কোনও নদীতে সমুদ্রগামী জাহাজাদির গতিবিধি আছে। নদী-সমূহের অধিকাংশই উত্তর-সীমান্তের পর্ব্বতমালা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পথে তাহাদের অধিকাংশ পরস্পর মিলিত হইয়া, সমতল ভূমির মধ্য দিয়া, গঙ্গানদীতে পতিত হইতেছে। গঙ্গানদী উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার বিস্তৃতি ৩০ ষ্টেডিয়া। 'গঙ্গারিদাই' দেশের পূর্ব্ব-সীমানায় সমুদ্র বিরাজমান। সেই সমুদ্রে গঙ্গানদী নিপতিত হইতেছে। গঙ্গারিদাই দেশের নরপতির বৃহৎ বৃহৎ হস্তী এবং বহু সৈন্য-সামন্ত আছে। তাঁহাদের এই অপরিসীম হস্তিবল ও সৈন্যবল আছে বলিয়া কোনও শত্রু তাঁহাদের রাজ্য জয় করিতে সমর্থ হয় না। অন্যান্য দেশের নৃপতিগণ তাঁহাদের এই যুদ্ধ-হস্তীর ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকেন। (মহাবীর আলেকজাণ্ডার সমগ্র এসিয়া জয় করিয়াও গঙ্গারিদাই রাজ্য আক্রমণে সাহসী হন নাই। অন্যান্য সমস্ত দেশ জয় করিয়া যখন তিনি গঙ্গানদীর তীরে আসিয়া শুনিতে পান যে, গঙ্গারিদাই

---

* বৈদেশিক দূত মেগাস্থিনীসের এই বিবরণ পাঠে ভারতবাসী মাত্রেই গৌরব অনুভব করিবেন। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের হিন্দু রাজার শাসনাধীনে ভারত যেরূপ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল, তাহা বাস্তবিকই গৌরবের বিষয়। ভারতের পল্লীসমূহে তখন পরিশ্রমী শান্তিপ্রিয় কৃষকগণ বাস করিত। জলসরবরাহের ব্যবস্থায় এবং উত্তমরূপ কর্ষণে, উর্ব্বর ভূমিসমূহ প্রচুর শস্য প্রদান করিত। শিল্পিগণ অশেষসৌন্দর্য্যসম্পন্ন কারুকার্য্যে জগৎকে চমৎকৃত করিত। ইহা কি কম স্পর্দ্ধার বিষয়! পৃথিবীর কোনও রাজা যে সনাতন নীতি অবগত ছিল না, ভারত সেই সনাতন নীতির অনুসরণে যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়েও দেশে শান্তি-সংরক্ষণে সমর্থ ছিল। ভারতের শাসন-নীতি সমাজনীতি কি পূর্ণাবয়বসম্পন্ন ছিল, ইহাতেই তাহা উপলব্ধি হয়। "But, further, there are usages observed by the Indians which contribute to prevent the occurrence of famine among them; for whereas among other nation it is usual, in the contests of war, to ravage the soil, and thus to reduce it to an uncultivated waste, among the Indians, on the contrary, by whom husbandmen are regarded as a class that is sacred and invoilable, the tillers of the soil, even when battle is raging in their neighbourhood, are undisturbed by any sense of danger, for the combatants on either side in waging the conflict make carnage of each other, but allow those engaged in husbandry to remain quite unmolested. Besides, they neither ravage an enemy's land with fire nor cut down its trees. অপিচ,— "For since there is a double rainfall in the course of each year,—one in the winter season when the sowing of wheat takes place as in other countries, and the second at the time of the summer solstice, which is the proper season fo sowing rice and *bosporum*, as well as sesamum and millet—the inhabitants of India almost always gather in two harvests annually and even should one of the sowings prove more or less aboritive they are always sure of the other crop." Fragment I, Mc. Crindle's Translation.

রাজ্যে চারি সহস্র সুশিক্ষিত যুদ্ধ-হস্তী সর্ব্বদা সুসজ্জিত রহিয়াছে; তখনই তিনি রাজ্য-জয়ে হতাশ হইয়া পড়েন। গঙ্গারিদাই আক্রমণ করা দূরে থাকুক; তিনি সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন।) গঙ্গার ন্যায় বৃহৎ আর একটী নদী আছে; তাহার নাম—সিন্ধু। সিন্ধুনদেরও উত্তর দিক হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। এই সিন্ধুনদ ভারতের পশ্চিম সীমানা। সমতলভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে ইহার সহিত আরও বহু নদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে হুপানিস, হুডাস্পেস এবং আকেসাইনিস বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই সকল নদী ব্যতীত আরও বহু নদী উপনদী রহিয়াছে। দেশের সর্ব্বত্র তাহাদের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হওয়ায়, তাহাদের জল সর্ব্ববিধ শস্য ও শাক-শবজীর উৎপাদন পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। ভারতের এই নদীবাহুল্যের কারণ-নির্দ্দেশে পণ্ডিতগণ এক অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁহারা বলেন,—ভারতের সীমান্তবর্ত্তী স্কিদিয়া বাকৃত্রিয়া ও আরিয়া প্রভৃতি রাজ্য ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ স্থানে অবস্থিত। জল স্বভাবতঃ নিম্নগামী; প্রকৃতির ইহাই বিধান-বৈচিত্র্য। প্রকৃতির সেই নিয়মানুসারে ঐ সকল দেশের জলরাশি নিম্নস্থ সমতল ভূভাগে প্রবাহিত হয়। তাহার ফলে, নিম্নভাগস্থ ভূমিসমূহ সেই জলে সিক্ত হইয়া বহু-সংখ্যক নদ-নদী উৎপাদন করে। ভারতের নদীসমূহের মধ্যে 'শিলাস' নদীর একটী বিশেষত্ব আছে। ঐ নদী শিলাস নামক প্রস্রবণ হইতে সমুৎপন্ন। অন্যান্য নদীর সহিত উহার পার্থক্য এই যে, উহার জলে কোনও দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে, তাহা ডুবিয়া যায় না। ভারতবর্ষ-বহুদূর বিস্তৃত। সেই সুবিশাল ভারত-সাম্রাজ্যে বহু বিভিন্ন জাতির বসতি আছে। তাহাদের সহিত বৈদেশিক কোনও জাতির সংস্রব নাই! ভিন্ন দেশ হইতে তাহাদের কেহই ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে নাই, অথবা ভারতবাসী কেহ কখনও অন্য দেশে যাইয়া বাস করে না।* প্রাচীনকালে গ্রীকগণ যেমন পশুচর্ম্ম পরিধান করিয়া দেশজাত ফলমূলাদির দ্বারা জীবন ধারণ করিত; আদিকালে ভারতীয়গণেরও সেইরূপ অবস্থা ছিল। তার পর ক্রমে ক্রমে তাহাদের মধ্যে শিল্প প্রভৃতি স্ফূর্ত্তিলাভ করে এবং প্রয়োজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের, কর্ম্মের ও যুক্তির বিকাশ হইতে থাকে।

ভারতের জ্ঞানিগণ কতকগুলি পৌরাণিক আখ্যায়িকা বর্ণন করিয়া থাকেন। এস্থলে তাহার একটীর উল্লেখ করিতেছি। তাঁহারা বলেন,—অতি প্রাচীনকালে ভারতীয়গণ যখন গণ্ডগ্রামে বাস করিতেন, পশ্চিম-সীমান্ত হইতে সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে ডায়নুসাস † তখন ভারতে আগমন করেন। তাঁহার গতি প্রতিরোধ করিতে পারে, তৎকালে ভারতে তাদৃশ ক্ষমতাশালী কেহই ছিলেন না।

ডায়নুসাসের উপাখ্যান।

সুতরাং তিনি অনায়াসে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত করিতে

* "India neither received a colony from abroad, nor sent out a colony to any other nation."—*Ibid.*

† ডায়নুসাস নামে তিন জনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা তিন জনে তিন বিভিন্ন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রাচীনতম, তিনি 'ইণ্ডোস' নামে অভিহিত হইতেন। দেশে তৎকালে প্রচুর

সমর্থ হন। কিন্তু ডায়নুসাসের সৈন্যগণ সূর্য্যের প্রখর কিরণে বিশেষ কাতর হইয়া পড়ে। তাহাদের মধ্যে মহামারী উপস্থিত হয়। ফলে ডায়নুসাস পার্ব্বত্য-প্রদেশে প্রয়াণ করিতে বাধ্য হন। পার্ব্বত্য-প্রদেশের শীতল-বায়ু-সংস্পর্শে এবং প্রস্রবণের সুশীতল বারিপানে তাঁহার সৈন্যগণ সুস্থতা লাভ করে। সৈন্যগণের বিশ্রামার্থ ডায়নুসাস যে স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সে স্থানের নাম—মেরস। ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ডায়নুসাস কৃত্রিম উপায়ে আবশ্যকীয় শস্যাদি উৎপাদনে ব্রতী হন। তিনি ভারতবাসীকে মদ্যপ্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা দেন। তৎপরে জনহিতকর বিবিধ শিল্প বিষয়ে ভারতবাসীকে অভিজ্ঞতা প্রদান করেন। তিনি গ্রাম-সমূহকে স্থানান্তরিত করিয়া তথায় সুবৃহৎ নগরাদি প্রতিষ্ঠিত করেন; ভারতবাসীকে ঈশ্বরোপাসনা শিক্ষা দেন এবং তাহাদের মধ্যে দণ্ড ও শাসন নীতি প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার এই সকল সদনুষ্ঠানের জন্য লোকে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মান্য করিতে থাকে। কথিত হয়, বহু রমণী তাঁহার সৈন্যদলভুক্ত ছিল। তখন জয়ঢাকের সৃষ্টি হয় নাই বলিয়া অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র রণক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইত। আড়াই শত বৎসর সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্য শাসন করিয়া ডায়নুসাস বৃদ্ধবয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ পুরুষানুক্রমে ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবশেষে, তাঁহাদের বহু পুরুষ রাজত্ব করিবার পর, রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ভারতের প্রতি জনপদে সাধারণ-তন্ত্র-শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত হয়, হিরাক্লেস তাঁহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রীকগণের ন্যায়, ভারতবাসী তাঁহাকে ব্যাঘ্র-চর্ম্মধারী শূলপাণি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। সাধারণ মানব অপেক্ষা তিনি অমিতবলশালী ছিলেন। তিনি জলস্থল হইতে হিংস্র-জন্তু-সমূহ বিদূরিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বহু বিবাহ ও বহু সন্তান-সন্ততি ছিল; কিন্তু কন্যা ছিল—মাত্র একটী। পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সমগ্র ভারতবর্ষ বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়া তিনি তাহাদিগকে প্রদান করেন। সেই সকল প্রদেশে তাঁহারা রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা রাজরাণী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বহু জনপদের মধ্যে পালিবোথ্রা সুপ্রসিদ্ধ ও সর্ব্বপ্রধান। পাটলিপুত্র-নগরে তিনি বহু প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তথায় বহু লোকের বসতি ছিল। পালিবোথ্রার চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত পরিখা-সমূহ খনন করাইয়া তিনি নদীর জলে

দ্রাক্ষালতা উৎপন্ন হইত। তিনিই প্রথমে আঙ্গুর হইতে মাদক-দ্রব্যের উপাদান-সমূহ সংগ্রহ করেন। ডুমুর এবং অন্যান্য বৃক্ষাদি জন্মাইবার উপায়ও তিনি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহার দ্বারাই সেই জ্ঞান প্রসারিত হয়। সেই সকল ফল সংগ্রহ করিবার প্রণালী তিনি প্রচার করেন বলিয়া, তিনি 'লেনাওস' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। এই ডায়নুসাসকে 'কাটাপোগণ'ও বলিত। ডায়নুসাস, বিপুল বাহিনী সমভিব্যাহারে পৃথিবীর সর্ব্বত্র গমন করেন এবং দ্রাক্ষা জন্মাইবার প্রণালী ও তাহা হইতে মদ্য-প্রস্তুতের উপায় মানবজাতিকে শিক্ষা দেন। তিনি অপরাপর যে সকল দ্রব্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি মনুষ্যকে শিখাইয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নামানুসারে ভারতের বহু জনপদের নামকরণ হইয়াছিল। তাঁহার নিকট হইতেই জগদ্বাসী বিবিধ বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়াছিল।

তাঁহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। হিরাক্লেস পরলোক গমন করিলে, তাঁহার প্রতি ভারতবাসী অশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল। তাঁহার বংশধরগণ বহু শতাব্দী কাল রাজত্ব করেন। কিন্তু ভারতের বহির্ভাগে তাঁহারা কখনও দেশ-জয়ে গমন করেন নাই। বহু শতাব্দী অতীত হইলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আলেক-জাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের সময় হইতে পুনরায় রাজতন্ত্রশাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। ভারতে প্রচলিত বিবিধ প্রথার মধ্যে একটী প্রথা অনুকরণযোগ্য। তাঁহাদের নীতি অনুসারে কেহ কখনও কোনও অবস্থায়ই দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইত না। তাঁহারা সকলেই স্বাধীন, এবং সর্ব্ববিষয়ে সকলেরই সমান অধিকার। যে বিধান সকলের পক্ষে সমান উপযোগী, ভারতবাসী সেইরূপ বিধানই প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। *

জাতি বিভাগ।

ভারতের অধিবাসিগণকে মেগাস্থিনীস সাতটী শ্রেণীতে বা জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে (১) দার্শনিক সম্প্রদায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প হইলেও তাঁহারা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। সর্ব্ববিষয়ে তাঁহারা সমদর্শী ছিলেন। তাঁহারা কাহারও প্রভুত্ব স্বীকার করিতেন না; তাঁহারা স্বাধীন ছিলেন; লোকে তাঁহাদিগকে ভগবানের সমীপস্থ ও প্রিয় বলিয়া মনে করিত। তাঁহারা সময় সময় যজন-যাজনাদি করিতেন। কখনও বা মৃতের অন্ত্যেষ্টি-সময়ে উৎসবাদিতে যোগ দিতেন। এই সকল কার্য্যের জন্য তাঁহারা বহুমূল্য উপহারাদি প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহাদের দ্বারা ভারতবাসীর বহু উপকার সাধিত হইত। প্রতি নূতন বৎসরের প্রথম ভাগে সমবেত জনমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া তাঁহারা শৈত্য, বন্যা ও গ্রীষ্মাদির বিষয়ে, জলবায়ুর অবস্থা, মৃত্যু ও মহামারী প্রভৃতি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী কহিতেন। এইরূপে ভবিষ্যতের বিষয় অবগত হইয়া, রাজা প্রজা সকলেই ভবিষ্যতের বিষয়ে সতর্ক হইতেন। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা থাকিলে তাঁহারা প্রচুর খাদ্য-শস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিতেন; মহামারীর সম্ভাবনা থাকিলে তন্নিবারণের উপায়-পরম্পরা উদ্ভাবিত হইত; অনাবৃষ্টির আশঙ্কা থাকিলে তাঁহারা প্রচুর জল-সরবরাহের ব্যবস্থা বিহিত করিতেন। এইরূপে ভবিষ্যৎ অভাব-পূরণের সকল ব্যবস্থাই বিশেষ সুশৃঙ্খলার সহিত সমাহিত হইত। যে দার্শনিক ভবিষ্যৎ বিষয়ে ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইতেন, তিনি সমাজে নিন্দনীয় হইতেন; তাঁহাকে জীবনের

---

* Of several remarkable customs existing among the Indians, there is one prescribed by their ancient philosophers which one may regard as truly admirable, for the law ordains that no one among them shall, under any circumstances, be a slave, but that, enjoying freedom, they shall respect the equal right to it which all possess: for those, *they thought*, who have learned neither to domineer over nor to cringe to others will attain the life best adapted for all vicissitudes of lot: for it is but fair and reasonable to institute laws which bind all equally, but allow property to be unevenly distributed."—Bk. I. Fragment I. McCrindle's Translation.

অবশিষ্ট কাল মৌনাবলম্বনে অতিবাহিত করিতে হইত।* (২) দার্শনিক সম্প্রদায়ের পরই কৃষীজীব শ্রেণী। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তাহাদের সংখ্যা-পরিমাণ অনেক অধিক। তাহাদিগকে যুদ্ধ-বিগ্রহ অথবা রাজকীয় কোনও কার্য্যই করিতে হইত না। তাহারা সারাজীবন কেবল কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। শত্রুপক্ষ আসিয়াও হলকর্ষণরত কৃষকগণের উপর অযথা উৎপীড়ন করিত না। সকলেই কৃষকগণকে সাধারণের উপকারী বলিয়া মনে করিতেন; আর সেই জন্যই, কিবা শত্রু কিবা মিত্র, সকলেই তাহাদিগকে রক্ষা করিতেন। ভারতভূমি এইরূপে উৎপীড়নশূন্য ছিল বলিয়া, তথায় প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইত। তাহার ফলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ আবশ্যক দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিত। কৃষকগণ পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে পল্লীগ্রামে বসবাস করিত; তাহাদের কখনও সহরে যাইবার প্রয়োজন হইত না। তাহারা রাজাকে রাজস্ব প্রদান করিত। তাহারা মনে করিত,—সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্য রাজার সম্পত্তি; ভারতভূমে অপর কাহারও অধিকার নাই। ভূমির রাজস্ব ব্যতীত কৃষকদিগকে উৎপন্ন শস্যের এক-চতুর্থাংশ রাজকোষে প্রদান করিতে হইত। (৩) তৃতীয়—মেষপালক ও শিকারী জাতি। তাহারা নগরে বা গ্রামে বাস করিত না। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাস্থাবাসে বসতি করিতেছিল। তাহারা হিংস্র বন্য পশু ও পক্ষী নিহত বা ধৃত করিয়া দেশ নিরুপদ্রব করিত। তাহাদের নির্দিষ্ট কোনও বাসস্থান ছিল না। এক হিসাবে তাহাদিগকে ভ্রমণকারী জাতি বলা যাইতে পারে। তাহারা আপনাদের কৃতকর্ম্মের জন্য বেতন-স্বরূপ শস্যাদি প্রাপ্ত হইত। (৪) চতুর্থ জাতি—শিল্পিগণ। শিল্পিগণের মধ্যে কেহ যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতি এবং কেহ ভূমি-কর্ষণোপযোগী অস্ত্র-শস্ত্রাদি প্রস্তুত করিত। অবশিষ্ট শিল্পিগণ আপন আপন সুবিধা ও সামর্থ্য অনুসারে বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ইহাদিগকে রাজস্ব প্রদান করিতে হইত না; অধিকন্তু ইহারা রাজকোষ হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হইত। তবে সকলের সম্বন্ধে যে এইরূপ বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল, তাহা নহে। তাহাদের কাহাকেও রাজনির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত এবং কাহাকেও বা রাজকোষে রাজস্ব প্রদান করিতে হইত। যুদ্ধোপকরণ এবং নৌ-যানাদি নির্ম্মাণে রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত বলিয়া একমাত্র শিল্পিগণই রাজকোষ হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হইত। (৫) পঞ্চম—যুদ্ধ-ব্যবসায়ী জাতি। তাহারা সংখ্যায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ছিল। যুদ্ধের সময়ে তাহারা যুদ্ধ করিত; শান্তির সময়ে তাহারা আমোদ-প্রমোদে কালাতিপাত করিত। রাজব্যয়ে সেই সকল সৈন্য সংরক্ষিত হইত। (৬) ষষ্ঠ—পরিদর্শক সম্প্রদায় বা 'ওভারসিয়ারগণ।' ভারতের

* Book III. Fragment XXXVII. দ্রষ্টব্য। সেখানে মেগাস্থিনীস বলিয়াছেন,—বাৎসরিক সভায় দার্শনিক-গণকে সমাবত হইতে হইত। সেখানে শস্য ও গবাদির উন্নতি-মূলক কোনও উপায় কেহ উদ্ভাবন করিয়া থাকিলে, তাহা সেই সভায় ব্যক্ত করিতে হইত। উপর্য্যুপরি তিন বার মিথ্যা তথ্য প্রচার করিলে তাহাকে জীবনের অবশিষ্ট কাল মৌনব্রত ধারণে অতিবাহিত করিতে হইত। যিনি সত্য উপদেশ প্রদান করিতেন, তাঁহাকে রাজকর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত। "If any one is detected giving false information thrice, the law condemns him to be silent for the rest of his life, but he who gives sound advice is exempted from paying any taxes or contributions."

বিভিন্ন প্রদেশের তাৎকালিক অবস্থা পরিদর্শন করিয়া তৎসমুদায় রাজদরবারের করা তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। যেখানে রাজার গতিবিধি ছিল না, সেখানে তত্রত্য শাসনকর্ত্তার নিকট সংবাদাদি প্রদান করিতে হইত। (৭) সপ্তম—মন্ত্রণাদাতা ও করনির্দ্ধারণ-কর্ত্তা। রাজকীয় কার্য্য পরিদর্শন করা তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য। তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প ছিল; কিন্তু তাঁহারা উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহাদের আদর্শ-জ্ঞান ও আদর্শ-চরিত্রের জন্য সকলেই তাঁহাদিগকে ভক্তি ও সম্মান করিত। তাঁহাদের মধ্য হইতে মন্ত্রী, কোষাধ্যক্ষ, মধ্যস্থ, সেনাপতি, বিচারক প্রভৃতি নিযুক্ত হইতেন। এইরূপে ভারতের অধিবাসিগণ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত ছিলেন। * ইঁহারা

* মেগাস্থিনীস যে সপ্তজাতির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি জাতির অন্তর্ভুক্ত। তিনি দার্শনিক ও মন্ত্রণাদাতা—দুই স্বতন্ত্র জাতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহারা মূলতঃ ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত হয়। মেগাস্থিনীসের বর্ণিত কৃষক, মেষপালক এবং শিল্পিগণ—বৈশ্য ও শূদ্র জাতিদ্বয় ভিন্ন অপর কোনও জাতি নহে। যুদ্ধ-ব্যবসায়ী জাতি—ক্ষত্রিয়। মেগাস্থিনীসের এই জাতি-বিভাগ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক হুইলার এবং এলফিনষ্টোন যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। ঐতিহাসিক হুইলার বলিয়াছেন,—'মেগাস্থিনীস ভারতবাসীকে যে সাত ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়। হেরোডোটাস মিশরের অধিবাসীদিগকে সাত জাতিতে বিভক্ত করেন। মেগাস্থিনীস সম্ভবতঃ তাঁহারই অনুকরণে ভারতবাসীকে সপ্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণ কাল হইতে অতি আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ভৌগোলিকগণ মিশর ও ভারতবর্ষ উভয় দেশের সৌসাদৃশ্যের বিষয় ভুলিতে পারেন নাই।' "It appears strange that Megasthenes should have divided the people into seven castes. ...Herodotus, however, had divided the people of Egypt into seven castes, namely priests, soldiers, herdsmen, swineherds, tradesmen, interpreters and steersmen; and Megasthenes may therefore have taken it for granted that there were seven castes in India. It is a curious fact that from the time of Alexander's expedition to a comparatively recent date, geographers and others have continually drawn analogies between Egypt and India."—Wheeler's *History of India*, Vol. III, p. 192. ঐতিহাসিক এলফিনষ্টোন বলিয়াছেন,—গ্রীক ঐতিহাসিকগণ, রাজকীয় কার্য্যাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বিভিন্ন রাজকার্য্যে ভারতবাসীকে নিযুক্ত দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগকে সাতটী জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ হইতে রাজমন্ত্রীর ও কর-নির্দ্ধারণকারীদিগের স্বাতন্ত্র্যের বিষয় মনে করিয়াই তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া উল্লেখ করা সম্ভবপর। বৈশ্য-জাতিকে তাঁহারা কৃষক ও মেষপালক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন এবং গুপ্তচরগণকে স্বতন্ত্র জাতি মনে করিয়া তাহাদের এক নূতন জাতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইত্যাদি। "The Greek writers by confounding some distinctions occasioned by civil employment with those arising from that division have increased the number (of classes) from five (including the handicraftsmen, or mixed class) to seven. This number is produced by their supposing the King's councellor's and assessors to form a distinct class from the Brahmans; by splitting the class of Vaisya into two, consisting of shepherds and husbandmen; by introducing a caste of spies; and by omitting the

ভিন্নজাতীয়া পত্নী গ্রহণ করিতে পারিতেন না, অথবা ব্যবসায়ান্তর-গ্রহণে সমর্থ ছিলেন না। অন্যান্য বিভাগের ন্যায় বৈদেশিক বিভাগেও কর্ম্মচারি-সমূহ নিযুক্ত ছিলেন। বৈদেশিক-গণের প্রতি কেহ কোনও অত্যাচার না করে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। বৈদেশিকগণের স্বাস্থ্যহানি ঘটিলে, তাঁহাদের সুচিকিৎসার জন্য বৈদ্য প্রেরিত হইত। তাঁহাদের আরোগ্যলাভের পক্ষে যে কিছু উপায় অবলম্বনের আবশ্যক হইত, ভারতবাসী সে সকলই অবলম্বন করিতেন। বৈদেশিকগণের কাহারও মৃত্যু হইলে, ভারতবাসী মৃতদেহের সৎকার করিতেন এবং তাঁহাদের ত্যক্ত সম্পত্তি ন্যায্য উত্তরাধিকারীকে প্রদান করিতে কদাচ কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। বৈদেশিকগণের বিরুদ্ধে মকদ্দমা উপস্থিত হইলে, বিচারকগণ বিশেষ সতর্কতার সহিত সে মকদ্দমার বিচার করিতেন। তাঁহাদের কেহ ক্ষতি করিলে, তাহার প্রতি বিশেষ দণ্ডের বিধান হইত। *

ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ।

মেগাস্থিনীসের মতে দার্শনিক সম্প্রদায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রথম—ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয়—শ্রমণ। ব্রাহ্মণগণ মহা সমাদর প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহাদের বাক্য কদাচ ব্যর্থ হইত না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতে জ্ঞানিগণ সন্তানের মাতার নিকট গমন করিয়া মাতার ও সন্তানের মঙ্গল-বিধানার্থ সদুপদেশ-সমূহ প্রদান করিয়া আসিতেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পর ব্রাহ্মণ-সন্তান বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তির উপদেশ প্রাপ্ত হইতেন। তাহাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ হইতে উচ্চতর জ্ঞানগুণসম্পন্ন ব্যক্তি তাহাদের তত্ত্বাবধান-ভার লইতেন। দার্শনিকগণ, নগর-সন্নিধানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকিতেন এবং তৃণ-শয্যায় বা মৃগচর্ম্মে শয়ন করিতেন। তাঁহারা পশুমাংস ভক্ষণ করিতেন না; তাঁহারা চিরকুমারব্রত অবলম্বন করিয়া, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়া, ঈশ্বর-চিন্তায় কালাতিপাত করিতেন। তাঁহারা ধর্ম্মালোচনায় নিরত থাকিতেন এবং শিষ্যদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ দিতেন। উপদেশ-শ্রবণকালে শিষ্যদিগকে মৌনাবলম্বনে থাকিতে হইত। কথা বলা, থুথু ফেলা প্রভৃতি কার্য্য সে সময়ে শিষ্যগণের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। যদি কোনও শিষ্য ঐ সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিত, তাহা হইলে অসংযমী বলিয়া তাহাকে সম্প্রদায়ের বহিভূর্ত করা হইত। এইরূপ সপ্তত্রিংশ বৎসর অবস্থানের পর প্রত্যেক ব্যক্তি

servile class altogether. With these exceptions the classes are in the state described by Menu, which is the groundwork of that still subsisting."—Elphinstone, *History of India*, p. 236.

* "Among the Indians officers are appointed even for foreigners, whose duty is to see that no foreigner is wronged. Should any of them lose his health, they send physicians to attend him. and take care of him otherwise, and if he dies they burry him. and deliver over such property as he leaves to his relatives. The judges also decide cases in which foreigners are concerned, with the greatest care and come down sharply on those who take unfair advantage of them"—Fragment I, Bk. I.

আপন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিতেন। তাঁহাদের অবশিষ্ট জীবন সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত হইত। তখন তাঁহারা মসলিন-নির্ম্মিত বস্ত্র, সুবর্ণ-নির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক এবং কর্ণে সুবর্ণ-কুণ্ডল পরিধান করিতে পারিতেন। তাঁহারা তখন মাংস-ভক্ষণে অধিকারী হইতেন। কিন্তু সাধারণের উপকারার্থ যে সকল পশু ব্যবহৃত হইত, তাহাদের মাংস কেহ ভক্ষণ করিতেন না। তাঁহারা ইচ্ছামত এক বা বহু বিবাহ করিতে পারিতেন। * ব্রাহ্মণগণ পুরস্ত্রীদিগের নিকট দর্শন-জ্ঞান ব্যক্ত করিতেন না। মানসিক দৌর্ব্বল্য-বশে পাছে তাহারা তাহা ব্রাহ্মণেতর জাতির নিকট ব্যক্ত করে, অথবা শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান লাভ করিয়া পাছে তাহারা সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়,—এই আশঙ্কায় তাঁহারা রমণীদিগকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদানে বিরত থাকিতেন। যাহাদের নিকট সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু— সকলই সমান, তাহারা অধীনতা স্বীকার করিবে কেন? স্ত্রী হউন আর পুরুষই হউন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে সকলেরই মনে এই ভাবের উদয় হয়। মৃত্যুর ও পরলোকের বিষয়ই ব্রাহ্মণগণের প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল। তাঁহারা এ জীবনকে মাতৃগর্ব্ভস্থ শিশুর অবস্থার সহিত তুলনা করেন। মৃত্যুতে পুনর্জ্জন্ম লাভ হয়। সেই জীবনই প্রকৃত সুখের জীবন। এই নিমিত্ত তাঁহারা প্রথম হইতেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। তাঁহারা বলেন,—সংসারে সুখ-দুঃখ বলিয়া কিছুই নাই। তাহা স্বপ্নের ন্যায় অমূলক। তাহা না হইলে একই অবস্থায় কেহ সুখী আর কেহ অসুখী হইত না? কিংবা একই জিনিষ একই ব্যক্তির নিকট এক সময় সুখদায়ক আর এক সময় দুঃখদায়ক অনুভূত হইতে পারিত না। প্রাকৃতিক ঘটনা বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান অতি অল্প ছিল। কিন্তু কোনও কোনও বিষয়ে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে এবং উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে,—এ তত্ত্ব তাঁহারা অবগত ছিলেন। যিনি এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি উহার প্রতি অণু-পরমাণুতে বিদ্যমান,—এ তত্ত্বও তাঁহারা উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে,—জল হইতে বিশ্বসংসার উৎপন্ন হইয়াছে, আর সকল মৌলিক পদার্থই জলে বর্ত্তমান। চারিটী মূল

* ব্রাহ্মণগণের চতুরাশ্রম সম্বন্ধে গ্রীকগণ ভ্রম-ধারণা পোষণ করিতেন। সেই ভ্রমধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা ৩৭ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনের পর গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক এলফিনষ্টোন বলিয়াছেন,—"A mistake (of Greek writers) originates in their ignorance of the fourfold division of a Brahman's life. Thus they speak of men, who had been for many years sophists marrying and returning to common life (alluding probably to a student who, having completed the austerities of the first period, becomes a house-holder)."—Elphinstone, *History of India*. p. 236. গ্রীক ঐতিহাসিকগণ ব্রহ্মচর্য্যের বয়স এত দীর্ঘকাল নির্দ্দেশ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মনুসংহিতায় আছে,—

"ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা॥
বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ॥"

উপাদান ব্যতীত, পঞ্চম উপাদান একটী আছে। তাহা হইতে আকাশ ও নক্ষত্র-সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবী—এই বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। আত্মার প্রকৃতি ও উৎপত্তি বিষয়ে ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণ গ্রীকদিগের সহিত একমত। প্লেটোর পদাঙ্কানুসরণে তাঁহারা আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং পুনরুত্থান ও বিচারের বিষয় রূপকের আবরণে আবৃত রাখিয়াছেন। দার্শনিকগণের দ্বিতীয় সম্প্রদায়—শ্রমণ। * তাঁহারা 'হিলোবিওই' নামেও অভিহিত হইতেন। লোকে তাঁহাদিগের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। তাঁহারা অরণ্যচারী ছিলেন। বৃক্ষ-বল্কল পরিধান করিয়া ফলমূলাদি ভক্ষণে তাঁহারা জীবনধারণ করিতেন। রাজা প্রতি কার্য্যে তাঁহাদের নিকট পরামর্শ লইতেন। কি কারণে কোন্ কার্য্য সংঘটিত হয়, তাঁহারা

---

* *Vide*, Bk. III, Fragments XLI and XLIII. শ্রমণ সম্প্রদায় সম্বন্ধে অনেকে অনেক সংশয়-প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। প্রফেসার উইলসন বলেন,—'শ্রমণদিগের সম্প্রদায় নির্দ্ধারণে কেহ বলিয়াছেন, তাঁহারা বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ভুক্ত, কেহ আবার তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রমণদিগকে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করেন, তাঁহাদের অভিমত অনেকটা সত্য বলিয়া মনে হয়।'—H. H. Wilson, Glossary. ডক্টর সোয়ানবেক তাঁহাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পালি-ভাষার 'সম্মন' এবং সংস্কৃত-ভাষার 'শ্রমণ' শব্দদ্বয়ের সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ডক্টর বোলেনও সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু লাসেন বলেন,—শ্রমণ-গণের বর্ণনা পাঠে তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী বলিয়াই মনে হয়। ঐতিহাসিক এলফিনষ্টোন বলিয়াছেন,—'চিকিৎসকদিগের আচার-নীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহাদিগকে সন্ন্যাস-ব্রতধারী ব্রাহ্মণ বলিয়াই উপলব্ধি হয়।' তিনি আরও বলিয়াছেন,—'আলেকজাণ্ডারের ভারত আগমনের দুই শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু গ্রীকগণ তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিলেন না কেন? সম্ভবতঃ তখন ভারতের সাধারণ অধিবাসী হইতে বৌদ্ধগণের কোনও স্বাতন্ত্র্য বিহিত হয় নাই।' এতৎসম্বন্ধে এলফিনষ্টোনের উক্তি,—"The habits of the physicians seem to correspond with those of Brahmans of the fourth stage. ...It is indeed a remarkable circumstance that the religion of Budha should never have been expressly noticed by the Greek authors, though it had existed for two centuries before Alexander. The only explanation is that the appearance, and manners of its followers were not so peculiar as to enable a foreigner to distinguish them from the mass of the people.—Elphinstone, *History of India*. ভারতীয়গণের মধ্যে হিলোবিওইগণ বৌদ্ধের উপদেশ ও নীতিসমূহ মান্য করিতেন,—ক্লিমেন্সের এতদুক্তি মিঃ কোলব্রুক উদ্ধৃত করিয়াছেন; অবশেষে বলিয়াছেন,—জৈন এবং বৌদ্ধ নীতি-সমূহ অপেক্ষা হিন্দুগণের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহ আধুনিক। এতদুক্তি সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক উত্থাপন করিয়া কোলব্রুক এক অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কোলব্রুক বলিয়াছেন,—আমার মতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ হইতে বৌদ্ধের অনুচরবর্গ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ষ্ট্রাবো শ্রমণগণকে 'গর্ম্মনিস' এবং পার্কিরিয়াস তাঁহাদিগকে 'সামানিকাস' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়ই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ভুক্ত। তাঁহাদের কেহ বা জৈন, কেহ বা অপর কোনও সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। যাঁহারা সূর্য্যের উপাসনা করিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ফিলষ্ট্রেটস এবং হিয়ারক্লেস তাঁহাদিগকে সেই ভাবেই বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ষ্ট্রাবো এবং আরিয়ানের বর্ণনায় প্রকাশ,—তাঁহারা সাধারণের মঙ্গলার্থ যাগ-যজ্ঞাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। প্রাচীনকালের ঐতিহাসিকগণের কেহ তাঁহাদিগকে বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে, কেহ বা শ্রমণ সম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একাধিক ঐতিহাসিক তাঁহাদিগকে সূর্য্যের উপাসক বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন,—ব্রাহ্মণগণ যাগযজ্ঞ

তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিতেন এবং রাজার মঙ্গলার্থ ঈশ্বরারাধনা করিবার ভার তাঁহাদের প্রতি ন্যস্ত ছিল। অপর সম্প্রদায় চিকিৎসকের কার্য্য করিতেন। কোন্ ব্যক্তি কিরূপ প্রকৃতির, তদ্বিষয় নির্দ্ধারণে তাঁহারা অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা সরলপ্রকৃতি-সম্পন্ন। আহার্য্য নিয়মিত করিয়া তাঁহারা চিকিৎসাদি করিতেন; ঔষধাদি তাঁহারা প্রায়ই প্রয়োগ করিতেন না।

ব্রাহ্মণগণের দার্শনিক মত।

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে স্বতন্ত্র এক শ্রেণীর দার্শনিক সম্প্রদায় ছিলেন। তাঁহারা স্বাধীন জীবন যাপন করিতেন। তাঁহারা মাংস বা রন্ধন-দ্রব্য ভক্ষণ করিতেন না। বৃক্ষ হইতে যে সকল ফল ভূমিতে পতিত হয়, তাঁহারা সেই ফল খাইয়া জীবন ধারণ করেন। বৃক্ষ হইতে তাঁহারা কদাচ ফল আহরণ করেন না। 'তাগাবনো' * নদীর জল তাঁহাদের একমাত্র পানীয় ছিল। তাঁহারা বস্ত্র পরিধান করিতেন না; সারাজীবন নগ্নদেহে কালযাপন করিতেন। তাঁহারা বলেন,—'আত্মার

সম্পন্ন করেন, জগতের অনন্তত্ব স্বীকার করেন না এবং জৈন-বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায় যে সকল নীতি মান্য করেন, ব্রাহ্মণগণের নীতি-সমূহ সে সকল নীতি হইতে বিরুদ্ধভাবাপন্ন। গোঁড়া হিন্দুগণের আচার-নীতির সহিত তাঁহাদের নীতির সৌসাদৃশ্য আছে। সুতরাং প্রতিপন্ন হয়, গ্রীকগণের আগমনের পরে ভারতে বেদের ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, আর মেগাস্থিনীসের সময় হইতে তাহা উৎকর্ষ-লাভ করিতে থাকে, ইত্যাদি। কোলব্রুকের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—"Here, to myapprehension, the followers of Budha are clearly distinguished from the Brachmanes and Sarmanes. The latter, called Germanes by Strabo, and Samanacaus by Porphyrius, are the ascetics of a different religion, and may have belonged to the sect of Jina, or to another. The Brachmanes are apparently those who are described by Philostratus and Hierocles as worshipping the sun; and by Strabo and by Arrian as performing sacrifices for the common benefit of the nation, as well as for individuals....They are expressly discriminated from the sect of Budha by an ancient author, and from the Sarmanes (a) or Sarmaneans (ascetics of various tribes) by others. They are described by more than one authority as worshipping the sun, as performing sacrifices, and as denying the eternity of the world, and maintaining other tenets incompatible with the supposition that the sects of Budha or Jina could be meant. Their manners and doctrine as described by these authors are quite conformable with the notions and practice of the orthodox Hindus. It may therefore be confidently inferred that the followers of the Vedas flourished in India when it was visited by the Greeks under Alexander, and continued to flourish from the time of Megasthenes, who described them in the fourth century before Christ, to that of Porphyrius, who speaks of them, on later authority, in the third century after Christ."—Colebrooke, *Observations on the Sect of the Jains.*

* সংস্কৃত ভাষার 'তুঙ্গবেণ' শব্দ সম্ভবতঃ মেগাস্থিনীস কর্ত্তৃক এইরূপভাবে উচ্চারিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণের মতে এতদ্বারা কৃষ্ণানদীর শাখা তুঙ্গভদ্রাকে বুঝাইতেছে।

আবরণরূপে ভগবান এই দেহ প্রদান করিয়াছেন। * সুতরাং তাঁহার আর স্বতন্ত্র আবরণের আবশ্যক কি? ভগবান-জ্যোতিঃস্বরূপ। আমরা বাহ্য-দৃষ্টিতে যে জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ করি, তিনি সে জ্যোতিঃ নহেন; তিনি সূর্য্যের বা অগ্নির জ্যোতিও নহেন। তিনি শব্দ-স্বরূপ। তিনি মানবের উচ্চারিত বাক্য নহেন। তর্কের দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না। জ্ঞানিগণ তাঁহাকে যুক্তির সাহায্যে অবগত হন।' ব্রাহ্মণগণ আত্মার বহিরাবরণ অহঙ্কার পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং সেই জ্যোতিঃ-স্বরূপ ভগবান—সেই শব্দব্রহ্ম—একমাত্র ব্রাহ্মণগণেরই জ্ঞানগম্য। এই সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ মৃত্যুকে ভয় করেন না। তাঁহারা স্তব-স্তোত্রাদি দ্বারা সর্ব্বদা ভগবানকে ডাকিয়া থাকেন; আর তাঁহাদের সে স্তোত্রে ভক্তির অমৃত-ধারা প্রবাহিত হয়। যাঁহারা তাঁহাদের সাহচর্য্যে অবস্থান করিতে বাসনা করেন, তাঁহারা নদী উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন; তাঁহারা আর সংসারাশ্রমে ফিরিয়া আসেন না। পূর্ব্বোক্ত দার্শনিকগণের ন্যায় তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসাশ্রমে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয় না। তাঁহারা সময় সময় আপন বাসস্থলীতে স্ত্রী-পুত্রাদির নিকট আগমন করিতে পারেন। তাঁহারা এক হিসাবে সংসারাশ্রমী হইলেও, তাঁহারা ব্রাহ্মণ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হন। যে শব্দকে তাঁহারা ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের সে শব্দ-ব্রহ্ম দেহবিশিষ্ট। তিনি অনন্ত আবরণরূপ দেহ ধারণ করেন। কিন্তু যখন তিনি দেহ পরিত্যাগ করেন, তখনই তিনি দৃষ্টির গোচরীভূত হন। ব্রাহ্মণগণ বলেন,—দেহের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ চলিতেছে। এই দেহ একটী রণক্ষেত্র। ইহার মধ্যে বহু শত্রু বিরাজমান। প্রত্যেক মানুষ সেই সকল শত্রুর দাস-স্বরূপ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য, আহার, নিদ্রা, ভয়, পঞ্চেন্দ্রিয় প্রভৃতি দেহমধ্যস্থ শত্রুর সহিত যুদ্ধে যিনি জয়লাভ করিতে

* বেদান্তদর্শনের অভিমতের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। এতৎসম্বন্ধে কোলব্রুকের মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—"A doctrine of the Vedanta school of philosophy, according to which the soul is incased as in a sheath, or rather a succession of sheaths. The first or inner case is the intellectual one, composed of the sheer and simple elements uncombined, and consisting of the intellect joined with the five senses. The second is the mental sheath, in which mind is joined with the preceding, or, as some said, with the organs and the vital faculties and is called the organic or vital case. These three sheaths *(Kosa)* constitute the subtle frame which attends the soul in its trasmigrations. The exterior case is composed of the coarse elements combined in certain proportions, and is called the *gross* body." Colebrooke, *Essay on the Philosophy of the Hindus*, Cowell's edition, pp 395 396. *Vide* also *Indian Antiquary* Vol. V. p. 128. সক্রেটিসের মতে, আত্মা বন্দীর ন্যায় দেহ-কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছে। পীথাগোরাসেরও ইহাই অভিমত। ভারতীয় দার্শনিকগণের সহিত এতদ্বিষয়ে গ্রীক দার্শনিকগণের একমত দেখিয়া অনেকে তাই গ্রীক-দর্শনে ভারতীয় দর্শনের অনুকরণের বিষয় সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। কেহ কেহ একপদ বলেন যে, পীথাগোরাস ভারতে আসিয়া দর্শন-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন।

পারিয়াছেন, তিনিই ভগবানের সাযুজ্য-লাভে সমর্থ হইয়াছেন। আলেকজাণ্ডার যে দণ্ডমিসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মান্য করিতেন। তিনি দেহমধ্যস্থ সমস্ত শত্রু জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ বলেন,—মৎস্য যেমন জলের উপরিভাগে উঠিলে সূর্য্যের আলোক দেখিতে পায়, দেহ পরিত্যাগ করিলে আত্মারও সেইরূপ অনন্ত-সূর্য্যরশ্মি-দর্শন ঘটে।

জাতি-প্রসঙ্গে দূরত্ব-প্রসঙ্গ।

সেলিউকাস নিকাটরের অভিযান প্রসঙ্গে মেগাস্থিনীস ভারতের জাতি-সমূহের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সেলিউকাস নিকাটর যে যে পথে পাটলিপুত্র নগরে গমন করেন, এবং পরবর্ত্তিকালে মেগাস্থিনীস যে সকল স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন, সেই সকল জনপদে যাহারা বসতি করিত, সে তালিকায় মেগাস্থিনীস সেই সকল জাতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। হিপাসিস হইতে সেলিউকাস নিকাটর আর আর যে পথে যত দূর গমন করিয়াছিলেন, মেগাস্থিনীসের গ্রন্থে তাহার এইরূপ উল্লেখ আছে,—'হিপাসিস হইতে হেসিড্রাস পর্য্যন্ত ১৬৮ মাইল এবং তথা হইতে যমুনা ও গঙ্গানদী পর্য্যন্ত ১১২ মাইল তিনি অতিক্রম করেন। তার পর রডোফা পর্য্যন্ত ১১৯ (কোনও মতে ৩২৫) মাইল। কলিনীপক্ষ পর্য্যন্ত ১৬৭—৫০০ মাইল, মতান্তরের ২৬৫ মাইল। সেখান হইতে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল ৬২৫ মাইল, এবং পালিবোথ্রা পর্য্যন্ত ৪২.৫ মাইল। তথা হইতে গঙ্গা-নদীর মোহানা পর্য্যন্ত ৭৩৮ মাইল পর্য্যন্ত সেলিউকাস পরিভ্রমণ করেন। যাহা হউক, সেলিউকাসের ভ্রমণ-বর্ণনে মেগাস্থিনীস বিভিন্ন স্থানের যে দূরত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণের গণনার সহিত অনেক স্থলে তাহার মিল নাই। পাণ্ডুলিপিতে দূরত্বের পরিমাণ ৬৩৭—৬৩৮ মাইল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভ্রমণ-বৃত্তান্তে যে সকল স্থানের নামোল্লেখ আছে, তাহার সকলই সিন্ধু হইতে পাটলিপুত্র নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজকীয় প্রধান পথের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। হেসিড্রাস—বর্ত্তমান শতদ্রু। ঐতিহাসিকগণ বলেন,—বিপাশা ও শতদ্রুর সঙ্গমস্থল হইতে মেগাস্থিনীস পাটলিপুত্র অভিমুখে যাত্রা করেন। বর্ত্তমান লুধিয়ানা, সারহিন্দ এবং আম্বালার পথে, বরিয়ার পল্লীর সন্নিকটে, সোমানেস ফেরীঘাটে আসিয়া তিনি উপস্থিত হন। সে প্রসঙ্গে ১১২ মাইল দূরত্বের যে হিসাব উল্লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে বুঝা যায়, পরিব্রাজক সুপ্রসিদ্ধ হস্তিনাপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি রডোফায় গমন করেন। গঙ্গানদী হইতে তাহার অবস্থিতি এবং দূরত্বের (১১৯ মাইল) বিষয় স্মরণ করিলে, ঐ স্থান অনুপসহরের ১২ মাইল দূরবর্ত্তী বর্ত্তমান দাভাই পল্লী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কলিনীপক্ষ—ম্যানার্ট ও লাসেনের মতে, বর্ত্তমান কনৌজ বা কান্যকুব্জ। এম, ডি, সেণ্ট মার্টিন এ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া বলিয়াছেন,—ঐতিহাসিক প্লিনি কলিনীপক্ষ নামক অপ্রসিদ্ধ নগরীকে কনৌজের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ নগরী বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তিনি অনুমান করেন,—পাঞ্চাল-দেশের অন্তর্গত ইক্ষুমতী-নদী-তীরবর্ত্তী কোনও নগর কলিনীপক্ষ নামে উক্ত হইয়াছিল। ইক্ষুমতীর অপর নাম—কালী-নদী হওয়াও সম্ভবপর। কলিনী এবং কালিন্দী শব্দের আলোচনায় তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়

না। পক্ষ—সংস্কৃত 'পক্ষ' শব্দের অপভ্রংশ। সুতরাং নাম ধরিয়া বিচার করিতে গেলে, কলিনীপক্ষ, কালীনদীর তীরবর্ত্তী কোনও নগর বলিয়াই অনুমান হয়। দূরত্বের যে পরিমাণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেও বহু বিতর্ক উঠে। প্রকৃত দূরত্বের সহিত তাহাদের আদৌ মিল নাই। দূরত্ব-পরিমাণের আলোচনায় তাই অনেকে মনে করেন, তৎসমুদায় ঠিক নহে। এম, ডি সেণ্ট মার্টিন কিন্তু ঐ সকল দূরত্ব-পরিমাণ অনেকটা সত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মেগাস্থিনীসের উক্তিতে প্রকাশ,—'কেহ কেহ ৩২৫ মাইল দূরত্বের কথা কহিয়াছেন।' মেগাস্থিনীসের এতদুক্তিতে সন্দেহের উদয় হয়। গঙ্গা হইতে রডোফার দূরত্ব ৩২৫ মাইল হইতে পারে না। কিন্তু হেসিড্রাস হইতে রডোফার দূরত্ব ৩৯৯ মাইল দাঁড়ায়। পাতিয়ালা, থানেশ্বর, পাণিপথ এবং দিল্লীর পথে ঐতিহাসিকগণ যে দূরত্ব-পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা ৩২৫ মাইল হইতে পারে। কিন্তু পাঠ-বিপর্য্যয়ে একটু গোলযোগ দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃত পাঠ ধরিলে কলিনীপক্ষ পর্য্যন্ত দূরত্ব ১৬৭৷৷০ মাইল হয়। কেহ কেহ আবার ঐ দূরত্ব-পরিমাণ ২৬৫ মাইল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেণ্ট মার্টিনের মতে বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব-পরিমাণ নিম্নরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যথা,—

হেসিড্রাস হইতে যোমানেস পর্য্যন্ত—১৬৮ মাইল।
যোমানেস হইতে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত—১১২ মাইল।
গঙ্গানদী হইতে রডোফা পর্য্যন্ত—১১৯ মাইল।
রডোফা হইতে কলিনীপক্ষ পর্য্যন্ত—১৬৭ মাইল।

মোট—৫৬৬ মাইল।

প্লিনিও দূরত্ব-গণনায় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাহাতেও এক বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—কলিনীপক্ষ হইতে গঙ্গা ও যোমানেস নদীর সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত দূরত্ব-পরিমাণ ৬২৫ মাইল। কিন্তু প্রকৃত হিসাবে উহা ২২৭ মাইলের অধিক হয় না। গণনাক্ষে ভ্রম-প্রমাদ হইতে পারে। কিন্তু ইহা ঠিক যে, পূর্ব্বোক্ত নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থল হইতে অপর কোনও স্থানের দূরত্ব-পরিমাণ গণনা করা হইয়াছে। আর সেই স্থানের নামের পরিবর্ত্তে প্লিনি কলিনীপক্ষের নাম সংযোজিত করিয়া গিয়াছেন। যোমানেস হইতে বিভিন্ন স্থানের যে দূরত্ব-পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা এই,—

যোমানেস হইতে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত দূরত্ব — — ১১২ মাইল।
গঙ্গানদী হইতে রডোফা পর্য্যন্ত দূরত্ব — — ১১৯ মাইল।
রডোফা হইতে কলিনীপক্ষ পর্য্যন্ত দূরত্ব — — ১৬৭ মাইল।
কলিনীপক্ষ হইতে গঙ্গা ও যোমানেস নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলের দূরত্ব— ২২৭ মাইল।

মোট— ৬২৫ মাইল।

স্থূলতঃ, পাঞ্চাল বা দোয়াবের ইহাই প্রকৃত দূরত্ব-পরিমাণ। আভিধানিকগণের 'অন্তর্ব্বেদ' এবং পাঞ্চাল অভিন্ন। ষ্টেডিয়া হিসাবে উহার দূরত্ব পরিমাণ—৫০০০

ষ্টেডিয়া। বিভিন্ন স্থানের দূরত্বের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া, এম ভি সেণ্ট মার্টিন তৎসম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রকটিত হইল। তাঁহার গণনায় রোমান মাইল এবং ষ্টেডিয়া হেসাবে সেই সকল স্থানের দূরত্ব-পরিমাণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হয় ; যথা,-

		রোমান মাইল।		ষ্টেডিয়া।
হেসিড্রাস হইতে যোমানেস	...	১৬৮		১৩৪৪
যোমানেস হইতে গঙ্গানদী	...	১১২		৮৯৬
গঙ্গানদী হইতে রডোফা	...	১১৯		৯৫২
সোজাপথে হেসিড্রাস হইতে রডোফার দূরত্ব	..		৩২৫	২,৬০০ *
রডোফা হইতে কলিনীপক্ষ	...	১[illegible]		১৩৩৬
হেসিড্রাস হইতে কলিনীপক্ষ পর্য্যন্ত মোট দূরত্ব	...		৫৬৫	৪৫২০
কলিনীপক্ষ হইতে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম-স্থল (২২৭)				(১৮১৬)
যমুনার উৎপত্তি-স্থান হইতে গঙ্গার ও যমুনার সঙ্গম পর্য্যন্ত মোট দূরত্ব-পরিমাণ	...		৬২৫	

ঐতিহাসিক প্লিনির মতে যোমানেস ও গঙ্গার সঙ্গমস্থল হইতে পালিবোথ্রা পর্য্যন্ত মোট দূরত্ব-পরিমাণ—৪২৫ মাইল নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু হিসাবে ২৪৮ মাইলের অধিক পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ সংখ্যা-সমূহের পরিবর্ত্তন-সাধন করিয়া ঐরূপ দূরত্ব হিসাব করা হইয়াছে। অন্যান্য সমস্ত বিষয় হিসাব করিয়া প্লিনি সর্ব্বশেষে ঐ দূরত্ব-পরিমাণ (পাটলিপুত্র হইতে গঙ্গার মোহানা পর্য্যন্ত) ৬৩৮ মাইল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মেগাস্থিনীসের নির্দ্দেশের সহিত ইহার ঐক্য দৃষ্ট হয়, এবং দূরত্ব-পরিমাণ ৫০০০ ষ্টেডিয়া দাঁড়ায়। উহাই যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে ষ্ট্রাবোর উল্লিখিত দূরত্ব-পরিমাণ (৬০০০ ষ্টেডিয়া) ভ্রমপূর্ণ বলা যাইতে পারে। পাটনা হইতে তমলুকের (প্রাচীন তাম্রলিপ্তি) দূরত্ব—ইংরাজী ৪৪৫ মাইল। নদীপথে ঐ দূরত্ব আরও অধিক নির্দ্দিষ্ট হয়। দূরত্ব-গণনার সূক্ষ্ম হিসাবে সামান্য ইতর-বিশেষ ঘটিলেও স্থূল-বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন ও আধুনিক গণনা-পদ্ধতিতে এরূপ তারতম্য অস্বাভাবিক নহে।

ভারতের জাতি-প্রসঙ্গে, বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী যে সকল জাতির পরিচয় মেগাস্থিনীস প্রদান করিয়াছেন, এস্থলে একে একে তাহার উল্লেখ করিতেছি। হিমালয়-প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া জাতি-সমূহের পরিচয়-প্রসঙ্গে মেগাস্থিনীস বলিয়াছেন,—ইমোদাস * পর্ব্বতশ্রেণী হইতে ইমাউস * পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে ইসারি, কোসিরী, ইজ্‌গি প্রভৃতি জাতি এবং পার্ব্বত্য-প্রদেশে চিসিওটোসাগি ও ব্রাকমনি নামধেয় বহু জাতি বসতি করে ; তাহাদের মধ্যে

ভারতের বিভিন্ন জাতি।

* নেপাল ও ভুটানের উত্তর সীমা হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত হিমলয়ের যে অংশ বিস্তৃত ছিল, সেই অংশ 'ইমোদাস' নামে অভিহিত হইয়াছিল। ইমোদাসের অন্যান্য নাম—ইমোদা, ইমোডোস, হেমোদেশ। লাসেন বলেন,—সংস্কৃত 'হৈমবত' এবং প্রাকৃত 'ইমোত' শব্দ হইতে ইমোদাস শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। 'হিমাদ্রি' শব্দ হইতেও হেমোদাস শব্দের উৎপত্তির বিষয় মনে করা যাইতে পারে। হেমাদ্রি—অর্থে স্বর্ণপর্ব্বত।

মাক্কোকলিঙ্গী প্রধান। * গঙ্গার শাখা-নদী প্রিনাস ও কৈনাস বৃহত্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত; উহাতে জাহাজাদি গমনাগমন করিতে পারে। কলিঙ্গী জাতি সমুদ্রের উপকূলে বাস করে। তাহাদের উত্তরে মন্দে এবং মল্লি জাতির বসতি। মল্লাস পর্ব্বত তাহাদেরই দেশে অবস্থিত। ঐ সকল স্থানের সীমানা—গঙ্গানদী। কেহ কেহ বলেন, আফ্রিকার নীল-নদের ন্যায় গঙ্গার উৎপত্তি-স্থান নির্দ্দেশ করা দুরূহ। নীল-নদের তীরবর্ত্তী ভূ-খণ্ডের ন্যায় গঙ্গার তীরবর্ত্তী ভূখণ্ড-সমূহ গঙ্গার জলে প্লাবিত হইয়া থাকে। কেহ আবার বলেন, স্কিদীয় পর্ব্বতশ্রেণী হইতে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে। গঙ্গার উনিশটী শাখা আছে; তন্মধ্যে

হিমালয়ে স্বর্ণ-খনির বিদ্যমানতার বিষয় উপলব্ধি করিয়াই পণ্ডিতগণ তাহার হেমাদ্রি নামকরণ করিয়াছেন। সূর্য্যের অস্তকালীন রশ্মি পতিত হওয়ায় হিমাদ্রির অধিকাংশ অংশ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলাসম্পন্ন হয়। ইমায়ুস—'হিমবত' শব্দের অপভ্রংশ। গ্রীকগণ প্রথমতঃ হিন্দুকুশ ও হিমালয় উভয়কে ঐ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। পরিশেষে বোলর পর্ব্বতশ্রেণী ইমায়ুন নামে অভিহিত হইতে থাকে। বোলর পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বহুদিন পর্য্যন্ত ঐ পর্ব্বতশ্রেণী চীন ও তুর্কস্থানের মধ্যবর্ত্তী সীমানা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

* এই চারিটী জাতি কাশ্মীরে অথবা তাহার নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে বসবাস করিত। ইসারি জাতির অস্তিত্ব অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। ঐ জাতিকে প্লিনি-বর্ণিত ব্রিসারি জাতির সহিত অভিন্ন মনে করা যাইতে পারে। মহাভারতে খাসিরী জাতির উল্লেখ আছে। তাহারা দারাদস এবং কাশ্মিরন জাতির সন্নিকটে বসবাস করিত। মেগাস্থিনীসের কসিরী এবং মহাভারতের খসিরী—উভয়ই অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। গুজরাটের কাথি জাতির মধ্যে 'খাচর' নামে একটী সম্প্রদায় আছে। তাহারা প্রথমে পঞ্জাব হইতে আগমন করিয়াছিল। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন,—খাচর জাতি লোপপ্রাপ্ত কসিরী জাতির অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। ইজাগি জাতিকে টলেমি 'সিজিগেস' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে তাহারা সিরীকির অধিবাসী ছিল। কিন্তু টলেমির এতৎসিদ্ধান্ত ভ্রমপূর্ণ। ঐ জাতি কাশ্মীর হইতে উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে বিস্তৃত পার্ব্বত্য-প্রদেশে বসতি করিত। চিসিওটোসাগী অথবা চিরোটোসাগী জাতির নামের সহিত 'সাগী' শব্দ সংযুক্ত হইলেও চিকোণী জাতির সহিত তাহাদের অভিন্নত্ব উপলব্ধি হয়। প্লিনির গ্রন্থের এক স্থলে ঐ চিকোনী (Cbiconae) জাতির উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ উহারা শক জাতির একটী শাখা। মনুসংহিতায় পৌণ্ড্র, ওড্র, দ্রাবিড়, কম্বোজ, যবন পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ প্রভৃতি জাতির সহিত উহাদের নামোল্লেখ আছে। মনু বলিয়াছেন,—

"পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাপহ্লবাশ্চীনা কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥"

মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, ৪৪শ শ্লোক।

যাহা হউক, যদি চিসিওটোসাগীই তাহাদের প্রকৃত নাম হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে কিরাতগণের সহিত একত্র সূচিত হইতে পারে। *Vide* P. V. St. Martin and *Indian Antiquary*, Vol. IV. P. 323.

প্লিনির মতে, 'ব্রাক্‌মণি' জাতি—অন্যান্য সকল জাতির মধ্যে প্রধান এবং গঙ্গানদীর উপত্যকা-ভূমিতে তাহাদের বসবাস। তাঁহার মতে ব্রাক্‌মণি শব্দে বহু জাতি বুঝায়। মকোকলিঙ্গ জাতি তাহাদের অন্যতম। সে সময়ে কলিঙ্গ নামেও এক জাতি ছিল। ব্রাক্‌মণি, গঙ্গারিদে কলিঙ্গী এবং মকোকলিঙ্গী তাহাদেরই শাখা। এক সময়ে ঐ কলিঙ্গী জাতি গঙ্গার ব-দ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া গাঙ্গেয় উপত্যকার পূর্ব্ব-সীমানার সমস্ত অংশে বসতি-স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে ঐ জাতি উড়িষ্যা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। মহাভারতের বর্ণনানুসারে এই জাতি, বঙ্গ এবং অপর তিনটী প্রধান জাতির সহিত, মগধ হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে বসতি করিত। মাক্কোকলিঙ্গীদিগকে এ হিসাবে, কলিঙ্গীদিগের মধ্যে 'মাঘ' নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। সেণ্ট মার্টিন বলেন,—'অনার্য্যগণের মধ্যে মাঘ (Magha) একটী প্রধান জাতি ছিল। গঙ্গার

কণ্ডচেটিস্, ইরণ্নবোয়া, বাসোয়াগুস এবং সোন্নুস শাখা-সমূহে অর্ণবপোত গমনাগমন করিতে পারে। কেহ কেহ এমনও বলেন যে, গঙ্গানদী পর্ব্বত-মধ্যস্থ প্রস্রবণ হইতে উৎপন্ন হইয়া গভীর গর্জ্জনে এবং ভীষণ বেগে পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রমান্তর একটী হ্রদে নিপতিত হইতেছে। তাহার পর সমতল ভূমির সেই হ্রদ হইতে মৃদু-মন্দ গতিতে সাগরাভিমুখে গমন করিয়াছে। সেখান হইতে তাহার বিস্তৃতি-পরিমাণ—৮ আট মাইল। গঙ্গারিদেশ রাজ্যের মধ্য দিয়া তাহার যে অংশ প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃতিও প্রায় ঐরূপ ; তবে সেখানে উহার গভীরতা—প্রায় এক শত ফিট। কলিঙ্গীদিগের রাজধানীর

তীরবর্ত্তী নিম্নভূমি-সমূহে তাহারা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সেখানে ঐ জাতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া আরাকান হইতে আসামের পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। সেখানে তাহারা 'মগ' (Mogh) নামে অভিহিত হইয়াছিল। নেপালের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকার 'মগর' (Maghars) জাতি, দক্ষিণ-বিহারের বা প্রাচীন মগধের মাঘায়স (Maghayas), মাগাহিস (Magahis) বা মাঘ্যাস (Maghyas) জাতি তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। মগ প্রভৃতি ঐ সকল জাতি আসাম ও আরকান হইতে দক্ষিণ-বিহার, বঙ্গদেশের মগড়া (Magra) এবং উড়িষ্যার মগোরা (Magora) পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাহাদের আবাসস্থানের নির্দেশের জন্য শেষোক্ত এই সকল জাতি, 'মকোকলিঙ্গ' নামে অভিহিত হইয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তের অস্পৃশ্য জাতি-সমূহের উল্লেখকালে অন্ধ্র প্রভৃতির সহিত মহর্ষি মনু 'মেদ' জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ জাতির মধ্যে মকোকলিঙ্গী জাতীয় লোক দেখা যায়। মুঙ্গের হইতে যে খোদিতলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর বলিয়া উল্লিখিত হয়। ঐ খোদিতলিপিতে মেদ-দিগকে নীচ জাতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্ধ্রগণের সহিত তাহাদের সম্বন্ধের পরিচয় সে লিপিতে দৃষ্ট হয়। গঙ্গার কোনও এক দ্বীপে প্লিনি তাহাদের বাস-স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'গলিঙ্গ' শব্দের সহিত তাহাদের নাম সংযোজনার বিষয়েও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। গলিঙ্গ—কলিঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ। সুতরাং সিদ্ধান্ত হয়, সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী গঙ্গার ব-দ্বীপে তাহারা বসতি করিত।

অধুনা যে দেশ বঙ্গদেশ বলিয়া অভিহিত হয়, গঙ্গারিদি বা গঙ্গারিদেশ জাতি ঐ ভূখণ্ড অধিকার করিয়াছিল। তাহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বসিত করিত। সংস্কৃত ভাষায় গঙ্গারিদি শব্দের কোনও প্রতিশব্দ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ঐ শব্দ গ্রীকগণের কল্পনা বলিয়াই অনেকে মনে করেন। কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন,—মাকিদনীয় আক্রমণের সময় হয় তো ঐরূপ কোনও শব্দ প্রচলিত হইয়া থাকিবে। এরূপ ধারণার কারণ এই যে, আলেকজাণ্ডার যখন দক্ষিণ-ভারতের বিষয় অবগত হইতে চাহেন, তখন তিনি শুনিয়াছিলেন,—গঙ্গা-তীরবর্ত্তী ভূখণ্ডে প্রাসী ও গঙ্গারিদী নামে দুই জাতির বসতি ছিল। সেণ্ট মার্টিন ইহা হইতে অনুমান করেন,—দক্ষিণ-বিহারের 'গঙ্ঘীর' (Gonghirs) জাতিই তখন ঐ নামে অভিহিত হইয়াছিল। ত্রিহুতে তাহাদের আদি বাস ছিল। তাহাদের প্রধান নগরী পার্থলিস (Parthalis or Portalis) কেহ কেহ বলেন,—বর্দ্ধহান এবং পার্থালিস অভিন্ন। বর্দ্ধহান (Varddhana)—বর্দ্ধমান শব্দের (Vaiddamana now Burdwan) অপভ্রংশ। কেহ কেহ ইহাকে মহানদীর তীরে অবস্থিত বলিয়াছেন। টলেমির মতে তাহাদের রাজধানী 'গঙ্গী' (Ganges) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অধুনা যেখানে কলিকাতা নগরী অবস্থিত, উহারই সন্নিকটে, ঐ গঙ্গী অবস্থিত ছিল। ভার্জিলের গ্রন্থে (Georg. III, 27) গঙ্গারিদেশের উল্লেখ আছে ; যথা—

"In foribius pugnam ex auro sol'doque elephanto
Gangaridum faciam, Victorisque aima amriui."

"High o'er the gate in elephant and gold
The crowd shall Caesar's Indian war behold."

(Dryden's Translation.)

নাম—পার্থালিস। * তাহাদের রাজার বাট হাজার পদাতিক সৈন্য, এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং সাত শত রণকুশল হস্তী আছে। অপেক্ষাকৃত অধিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ বিবিধ বিভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহাদের কেহ হলকর্ষণ করেন; কেহ সৈনিক, কেহ পণ্য-ব্যবসায়ী। যাঁহারা বিশেষ সম্ভ্রান্ত এবং ধনশালী, তাঁহারা রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত হন। আর এক সম্প্রদায় দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনায় নিযুক্ত থাকেন। তাঁহাদের দার্শনিক মত এক হিসাবে ধর্ম্মমতের পর্য্যায়ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ প্রায়ই প্রজ্বলিত চিতানলে ঝম্প প্রদান করিয়া প্রাণ-বিসর্জ্জন দেন। † এতদ্ব্যতীত, অর্দ্ধ-বর্ব্বর একশ্রেণীর লোক আছে; তাহারা প্রায়ই কঠোর পরিশ্রমে নিযুক্ত হয়। শিকার, হস্তি-ধৃতকরণ এবং পোষমানান তাহাদের কার্য্য মধ্যে পরিগণিত। এই সকল পশুকে তাহারা কৃষিকার্য্যে এবং যানবাহনাদির জন্য নিযুক্ত করিত। যুদ্ধের সময় তাহারা হস্তী প্রভৃতি যোগাইয়া থাকে। যুদ্ধ-হস্তীগুলির বয়স, আকার এবং বলাদির বিষয় বিশেষভাবে বিবেচিত হয়। গঙ্গার মোহানায় প্রকাণ্ড একটী দ্বীপ আছে। 'মদোগলিঙ্গ' নামক জাতি ঐ দ্বীপে বসতি করে। তাহাদের পরই মল্লুনি, মলিন্দী, উবেরী প্রভৃতি জাতি। গলমোদ্রেইসী, প্রেতি, কালিসসি, সসুরি, পাকুসালী, কোলুবি, অবকফুলি, আবলি, তালক্তি প্রভৃতি বহু বিভিন্ন জাতির পরিচয়ও পাওয়া যায়। সেই সকল জাতির রাজা ৫০ সহস্র পদাতিক সৈন্য, চারি সহস্র অশ্বারোহী এবং চারি শত শিক্ষিত হস্তী সর্ব্বদা সুসজ্জিত রাখিতেন। তাহাদের পর 'অন্ধ্র' জাতি। তাহারা বিশেষ পরাক্রমশালী বলিয়া প্রখ্যাত। বহু বিভিন্ন জনপদ তাহাদের অধিকারভুক্ত ছিল। তাহাদের ত্রিশটী নগর—প্রাকার ও পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত হইত;

---

* কানিংহাম বলেন,—কতকগুলি খোদিত লিপিতে ত্রিকলিঙ্গ (Tri-Kalinga) শব্দ পরিদৃষ্ট হয়। কলিঙ্গ হইতে মদোকলিঙ্গ এবং গঙ্গারিদেশ-কলিঙ্গ স্বতন্ত্র বলিয়া প্লিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতের তিনটী বিভিন্ন স্থলে তিন বিভিন্ন সময়ে কলিঙ্গের নাম উল্লিখিত আছে। প্রত্যেক বারই বিভিন্ন জাতির সহিত উহার নাম দেখিতে পাই। তেলিঙ্গনা এবং ত্রিকলিঙ্গ একই স্থানে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝা যায়, তেলিঙ্গনা শব্দের অপভ্রংশে ত্রিকলিঙ্গ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। *Vide*, H. H Wilson. *Vishnu Puran* and General Cunningham, *Ancient Geography of India*.

† লুকিয়ান এতদ্বিষয় কিছু ব্যঙ্গের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। পেরিগ্রিনসের মৃত্যু উপলক্ষ করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—"But what is the motive which prompts this man (Peregrinos) to fling himself into the flames? God knows, it is simply that he may show off how he can endure pain as do the Brachmans, to whom it pleased Theagenes to liken him, just as if India had not her own crop of fools and vainglorious persons. But let him by all means imitate the Brachmans for, as Onesikritos informs us, who was the Pilot of Alexander's fleet and saw Kalanos burned, they do not immolate themselves by leaping into the flames, but when the pyre is made they stand close beside it perfectly motionless, and suffer themselves to be gently broiled; then decorously ascending the pile they are burned to death and never swerve, even ever so little, from their recumbent position."

রাজা সর্ব্বদা এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য, দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য এবং এক সহস্র যুদ্ধ-হস্তী সুসজ্জিত রাখিতেন। দার্দ্দিগণের রাজ্যে বহু স্বর্ণ এবং শেতিগণের রাজ্যে প্রচুর রৌপ্য উৎপন্ন হইত। তাহাদের অপেক্ষা প্রাসীগণ অধিকতর পরাক্রমশালী ছিলেন। অন্য কোনও জাতি তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। পালিবোথ্রায় তাঁহাদের রাজধানী ছিল। সে রাজধানী সুবৃহৎ এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন। অনেকে রাজধানীর নামানুসারে তত্রত্য অধিবাসীদিগকে 'পালিবোথ্রী' নামে অভিহিত করিত। কখনও কখনও গঙ্গার তীরবর্ত্তী সমগ্র ভূখণ্ডও ঐ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তত্রত্য রাজার ছয় লক্ষ পদাতিক সৈন্য, ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য এবং নয় সহস্র যুদ্ধহস্তী ছিল। তাৎকালিক রাজগণের এই সকল সাজসজ্জা হইতে বুঝা যায়, সে সময় রাজা বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। প্রাসীগণের পরই 'মনেদেস্' এবং 'শুয়ারী' জাতির নাম উল্লেখযোগ্য। দেশের কেন্দ্রস্থলে তাহাদের বসবাস ছিল। মালুস পর্ব্বত তাহাদেরই দেশে অবস্থিত। সে পর্ব্বতের একটি বিশেষত্ব এই যে, পর্ব্বতের উপরিভাগে মনুষ্যের ছায়া গ্রীষ্মকালের ছয় মাস দক্ষিণ দিকে এবং শীতকালের ছয় মাস উত্তর দিকে নিপতিত হয়। বিটন বলিয়াছেন,—এই প্রদেশ হইতে বৎসরে পনের দিন মাত্র উত্তরমেরু পরিদৃষ্ট হইত। এই প্রদেশের অধিবাসিগণ দক্ষিণ-মেরুকে 'দ্রমস্' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। পালিবোথ্রার মধ্য দিয়া প্রবহমানা যমুনা নদী মেথেরা এবং কারিসোব্রার মধ্যবর্ত্তী স্থানে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রিনাস * গঙ্গার একটী শাখা। গঙ্গার দক্ষিণতীরবর্ত্তী ভূখণ্ডের অধিবাসিগণ কৃষ্ণবর্ণ। ঐ স্থান হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

পশ্চিম-দেশের বিবরণ।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বিবরণ প্রসঙ্গে মেগাস্থিনীস লিখিয়াছেন,—সিন্ধু-নদ ককেসাস পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ককেসাস পর্ব্বতেরই অপর নাম—পারোপানিসাস। সিন্ধুর উনিশটী শাখা-নদী ও উপনদী আছে। তন্মধ্যে হাইডাস্পেস প্রধান। হাইডাস্পেসের চারিটি উপনদী আছে। তাহাদের মধ্যে 'ক্যাণ্টাব্রা' নদীর আবার তিনটী শাখা। আকেসিনিস ও হিপাসিস উভয় নদীতেই অর্ণবপোত গমনাগমন করিতে পারে। নদীদ্বয়ের বিস্তৃতি কোনও স্থানেই ৫০ ষ্টেডিয়ার অধিক নহে; গভীরতা পনের হাতের কিঞ্চিৎ অধিক। এই সকল নদীর মধ্যে দুইটি দ্বীপ আছে। তাহাদের মধ্যে বৃহত্তরটির নাম—প্রাসিয়েন। ক্ষুদ্রতরটীর নাম—পাটেল। গঙ্গার মোহানা হইতে 'কলিঙ্গণ' অন্তরীপ পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে 'দণ্ডগুলা' নগর পর্য্যন্ত মোট দূরত্ব-পরিমাণ—৬২৫ মাইল। সেখান হইতে ত্রোপিনা পর্য্যন্ত দূরত্ব ১২২৫ মাইল। ত্রোপিনা হইতে পেরিমুলা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ৭৫০ মাইল। এই স্থানেই ভারতের সুপ্রসিদ্ধ বন্দর অবস্থিত। পাটলের দূরত্ব পরিমাণ—৬২০ মাইল। সিন্ধুনদ ও ইওমেনিস নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে 'সেসি'

* প্রিনাস—সম্ভবতঃ তমসা বা টংসা নদী। পুরাণে উহার নাম—পর্ণাশা। কৈনাস নদী—যমুনার শাখা কেন নদী বলা যাইতে পারে।

জাতির বাস। 'সেত্রিবোনি' জাতি অরণ্যে বাস করে। তাহাদের অরণ্যের উপকণ্ঠে 'মেগাল্লি' জাতির বসতি। এই জাতির রাজার পাঁচ শত যুদ্ধহস্তী আছে। পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্যের পরিমাণও অত্যন্ত অধিক। ক্রাইসি, পরসঙ্গী, অসঙ্গী প্রভৃতি জাতি হিংস্রস্বভাব-সম্পন্ন। তাহাদের দেশে ব্যাঘ্রের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। তাহাদের রাজার ত্রিশ সহস্র পদাতিক, আট শত অশ্বারোহী এবং তিন শত যুদ্ধহস্তী আছে। সিন্ধুনদের তীরে, বলয়াকার একটী পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে, প্রায় ১২৫ মাইল ব্যাপিয়া, তাহারা বসবাস করে। মরুভূমির দক্ষিণে 'দারি' এবং 'সুরি' জাতির বাস। •তাহাদের বাসভূমির পর ১৮৭ মাইল বিস্তৃত মরুভূমি। এই মরুভূমির দক্ষিণভাগে মাল্টিকোরি, সিংঘী, মারোহী, রাড়ঙ্গী, মোরুনি প্রভৃতি জাতি পরিদৃষ্ট হয়। সমুদ্রতীরের সহিত সমান্তরালভাবে যে পর্ব্বতশ্রেণী বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহারা সেই সকল পর্ব্বতে বাস করে। তাহারা সকলেই স্বাধীন, তাহারা রাজ-[illegible] স্বীকার করে না। পর্ব্বতোপরি নগর-সহরাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহারা বসবাস করে। তাহাদের পরই 'নারেই' জাতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাপিটালিয়া পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা পরি-বেষ্টিত প্রদেশ-সমূহে তাহারা বসবাস করিয়া থাকে। এই পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে যে জাতির বাস, তাহারা সুবৃহৎ স্বর্ণ ও রৌপ্য খনিসমূহ খনন করে। তাহাদের পর 'ওরাতুড়ি' জাতি। তাহাদের রাজার বহু পদাতিক সৈন্য এবং দশটী যুদ্ধ হস্তী আছে। তাহাদের পর 'ভারাতার্তী' জাতি। তাহারা যে রাজার অধীনে বাস করে; সে রাজার যুদ্ধহস্তী নাই; তাঁহার কেবল পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্য আছে। অতঃপর 'ওদম্বিরি' এবং 'হোরাটি' জাতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাহাদের সুদৃশ্য রাজধানী পরিখা-পরিবেষ্টিত। সেই সকল পরিখার মধ্যে তাহারা কুম্ভীর ছাড়িয়া দেয়। শত্রুপক্ষীয় কেহ জলপথে রাজধানীতে পৌঁছিবার চেষ্টা করিলে, কুম্ভীরের গ্রাসে নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। 'অটোমেলা' নামক তাহাদের অপর একটী সুদৃশ্য নগরী আছে। সে নগরীর খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত। পাঁচটী নদীর সঙ্গম-স্থলে এই নগরী প্রতিষ্ঠিত। বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল বলিয়াও উহার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি আছে। তত্রত্য রাজার ১৫০ সহস্র পদাতিক, পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী এবং ১৬০০ যুদ্ধহস্তী আছে। 'চার্শ্মি' জাতির রাজার ষাটটী হস্তী এবং সামান্য পরিমাণ সৈন্য ছিল। তাহাদের পর, 'ত্রিপাণ্ডী' জাতির নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতের মধ্যে একমাত্র তাহারাই মহিলা শাসন-কর্ত্রীর অধীনতা স্বীকার করিয়া আছে। তাঁহারা বলে,—'হারকিউলিসের একমাত্র কন্যা ছিল। তিনি কন্যাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তজ্জন্য তিনি আপন দুহিতাকে সেই রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। রাণীর বংশধরগণ তিন শত নগরের অধিপতি ছিলেন। তাঁহাদের ১৫০,০০০ পদাতিক সৈন্য, এবং পাঁচ শত যুদ্ধহস্তী আছে। অতঃপর সাইরিনি, দেরাঙ্গী, পোসিঙ্গী, বাজি, গোশিয়ারাই, উম্বিরী, নেরেই, ব্রাণকোসী, নবুঙ্গি, কোকোন্দী, নেসেই, পেদাত্রিরি, সোলোত্রিয়াসি, ওলোষ্ট্রি প্রভৃতি জাতি। ইহারা পাটেল দ্বীপের সন্নিকটে বাস করে। পাটেল দ্বীপ হইতে কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত দূরত্বের পরিমাণ—১৯২৫ মাইল। সিন্ধুনদের সন্নিকটে, পূর্ব্বোক্ত জাতি-সমূহের বাসস্থানের অনতিদূরে, আমাত্তি, বোলিঙ্গী, গল্লিতালুতি, দিমুরী, মেগারী, ওর্দাচিমেসি প্রভৃতি জাতির এবং তাহাদের পর উরি ও সিলেনি জাতির

বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সকল জাতির অধিকৃত প্রদেশ-সমূহের সীমান্ত-স্থানে ২৫০ মাইল বিস্তৃত এক মরুভূমি দৃষ্ট হয়। মরুভূমি অতিক্রম করিয়া গেলে ওর্গানাগি, আরাত্তি, সিবারি, সুয়েত্তি প্রভৃতি জাতির বাসভূমিতে পৌঁছান যায়। তাহাদের বসতি-স্থানের পর বিস্তৃত দুইটী মরুভূমি বিদ্যমান। সেই মরুভূমিদ্বয় অতিক্রম করিলে সারো-ফাগি, সোর্গি, বারাওমাতি এবং উম্‌ব্রিত্তি প্রভৃতি জাতি দৃষ্টিগোচর হয়। এই উম্‌ব্রিত্তি জাতি দ্বাদশটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে 'আসেনি' সম্প্রদায়ের তিনটী প্রধান নগরী আছে। তদ্ভিন্ন অপরাপর সম্প্রদায়ের দুইটীর অধিক প্রধান নগর নাই। তাহাদের রাজধানীর নাম—বুকেফালা। আলেকজাণ্ডারের প্রিয় ঘোটক যেখানে কবরিত হইয়াছিল, বুকেফালা রাজধানী সেইখানে অবস্থিত। তাহার পর ককেসাস পর্ব্বতবাসী পার্ব্বত্য-জাতির বিষয় উল্লিখিত হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে 'সোলিয়াদি' এবং 'সোব্রি' জাতি প্রধান। সিন্ধু-নদের পরপারে, দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলে, সম্বাব্রি, সাম্‌ব্রুসেনি, বিসাম্বিৃতি, অসিয়াই, এন্টিক্সেনি এবং টাক্সিলী প্রভৃতি জাতি দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সকল জাতির বাসভূমির পর সমতল-ক্ষেত্রে 'আমান্দা' জাতির বাস। তাহাদের চারি শাখা—পিউ-কোলাইত, আসগালিটি, গেরেটি এবং আসোই। ঐতিহাসিকগণের অনেকে সিন্ধুনদকে ভারতের পশ্চিম সীমানা বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা আরও চারিটি রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করেন। সে রাজ্য-চতুষ্টয়ের নাম—জেড্রোসিয়া, আরাকেটি, আরিয়াই, পারোপামিসাদি প্রভৃতি। এ হিসাবে কোফেস নদী ভারতের পশ্চিম সীমানা নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু কেহ কেহ ঐ সকল রাজ্য 'এরিয়াই' রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিক আবার নাইকা এবং মেরাস পর্ব্বতকে ভারতের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সে হিসাবে অষ্টাকানী প্রদেশও তাহারই অন্তর্নিবিষ্ট হয়। অষ্টাকানি জাতির বসতিস্থানে প্রচুর দ্রাক্ষালতা জন্মে এবং গ্রীসে যে সকল ফল-পুষ্পাদি দৃষ্ট হয়, সে দেশে তৎসমুদায় দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে 'তাপ্রোবেণ' সবিশেষ প্রসিদ্ধ। পাটেল আর একটী প্রসিদ্ধ রাজ্য। সিন্ধুনদের মোহানায় ঐ রাজ্য অবস্থিত। সিন্ধুনদের মোহানায় পাটেল রাজ্যের অপর পার্শ্বে 'ক্রাইসে' এবং 'আরগিরি' রাজ্য। সে সকল স্থানে বিবিধ ধাতুর খনি বিদ্যমান। সেগুলি দ্বীপের ন্যায় অবস্থিত। সেই সকল দ্বীপের কুড়ি মাইল দূরে ক্রোকালা নামক অপর একটী দ্বীপ আছে। তাহার পরই 'তোরাল্লিবা'। শেষোক্ত দ্বীপ হইতে তাহার দূরত্ব—মাত্র নয় মাইল।

গ্রীকদূত মেগাস্থিনীস আপন ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তাৎকালিক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী যে সকল জাতির নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, অধুনা তাহাদের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ মেগাস্থিনীসের উল্লিখিত কোনও কোনও জাতিকে পুরাণোক্ত কোনও কোনও জাতির সহিত অভিন্ন প্রতিপাদনের প্রয়াস পাইয়াছেন বটে; কিন্তু অনেক স্থলে তাঁহাদিগকে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। গঙ্গার পশ্চিম তীর হইতে আরম্ভ

জাতি-প্রসঙ্গ আলোচনা।

করিয়া হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে গঙ্গমোড্রোইসী, প্রেতি, কালিসসি প্রভৃতি অনেক-গুলি জাতির নাম মেগাস্থিনীস উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সকল জাতি এক্ষণে কোথায় কি অবস্থায় বর্ত্তমান আছে, তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ সে সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। গঙ্গমোড্রোইসী, প্রেতি, কালিসসি, সমুরী, আরকুসুলি প্রভৃতি জাতির কোনই অস্তিত্ব সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। ভারতের প্রাচীন বা আধুনিক কোনও জাতির সহিতই তাহাদের কোনও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। পুরাণাদিতে অথবা সংস্কৃত কাব্যনাটকাদিতে তাহাদের সহিত সাদৃশ্যব্যঞ্জক কোনও জাতির অস্তিত্বই অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। পণ্ডিতগণ বলেন,—ব্রাহ্মণেরা যখন গঙ্গানদীর তীরে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন, সেই সময় গঙ্গার উত্তর দিকে কতকগুলি অনার্য্য জাতি আধিপত্য বিস্তার করিয়া ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ঐ সকল জাতির নামের সহিত 'মৌতিবা' নামক স্বতন্ত্র এক জাতির নাম বিজড়িত দেখি। 'মোদুবি' এবং 'মৌতিবা' উভয়ই অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। 'মোলিন্দী' জাতি পুরাণে মালাদাইন নামে অভিহিত। কিন্তু এখন তাহাদের কোনও অস্তিত্ব সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। তবে 'উবেরী' এবং 'ভড়' * অভিন্ন বলিয়া অনেকে মনে করেন। বঙ্গদেশের মধ্যভাগে এবং আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে তাহাদের বসতি ছিল। এক সময়ে এই 'ভড়' জাতি পাঞ্চাল-দেশে বাস করিত। অতি প্রাচীনকালে 'দোয়াব' পাঞ্চাল নামে অভিহিত হইত,—পণ্ডিতগণ এইরূপ অনুমান করেন। তাঁহারা আরও বলেন,—পাঞ্জাবের অন্তর্গত দোয়াব হইতে আগমন করিয়া 'ভড়' জাতি বঙ্গদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। মেগাস্থিনীসোক্ত 'কলুবি' জাতিকে কেহ কেহ 'কলুৎ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। পশ্চিম-সীমান্তের অধিবাসী জাতি-সমূহের মধ্যে, রামায়ণ, বরাহ-পুরাণ এবং মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতিতে, 'কলুৎ' জাতির নাম দৃষ্ট হয়। সেখানে দেখিতে পাই, যমুনা-নদীর উত্তরাংশে তাহারা বসতি করিত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাং যখন ভারত-পর্য্যটনে আগমন করেন, তখনও 'কলুৎ' জাতি বর্ত্তমান ছিল। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় ঐ জাতি 'কিউ-লু-তো' নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কর্ণেল ইউল বলেন,—গোরক্ষপুরের উত্তর-পূর্ব্বে এবং সারণ জেলার উত্তর-পশ্চিমে 'কোলুবি' জাতি, আর ত্রিহুতের দক্ষিণ-পশ্চিমে 'পাশালি' জাতি বসবাস করিত। দক্ষিণ-বিহার প্রদেশে, প্রাচীন মগধের দক্ষিণভাগে, পার্ব্বত্য-প্রদেশে 'খাল্লাস' বা 'হালভাই' জাতি দৃষ্ট হয়। মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় যে জাতি-'আবালি' নামে পরিচিত, তাহারাই সম্ভবতঃ 'খাল্লাস' নামে পরিচিত হইয়াছে। মহাভারতে তাম্রলিপ্তের অধিবাসী কতকগুলির নাম দৃষ্ট হয়। তাহাদের মধ্যে 'তালুক্তি' জাতি অন্যতম। সিংহল-দেশীয় বৌদ্ধ-গ্রন্থে তাহারা 'তমালিত্তি' নামে পরিচিত। অনেকে মনে করেন,—'তমালিত্তি' তাম্রলিপ্তেরই

* 'ভড়' জাতি বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যথা,—বোর বা ভড় (Bors or Bhors), ভাওড়ি (Bhowris), বারিয়া (Barrias), ভরহিয় (Bhorhiyas), বরিয় (Boreyas), বাওড়ি (Baoris) এবং ভারাই (Bharais) প্রভৃতি।

অপভ্রংশ। কলিকাতার দক্ষিণ-পশ্চিমে ৩৫ মাইল দূরবর্ত্তী যে স্থান অধুনা 'তমলুক' নামে অভিহিত হয়, প্রাচীনকালে উহাই তাম্রলিপ্তি বা তমালিপ্তি নামে পরিচিত ছিল। গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং সিংহল-দ্বীপ হইতে বাণিজ্য-ব্যবসায়িগণ পণ্যসম্ভার লইয়া ঐ স্থানে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় 'আন্দারি' নামে আর এক জাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পুরাণেতিহাসে যাঁহারা 'অন্ধ্র' নামে পরিচিত, অনেকে অনুমান করেন, সেই অন্ধ্রগণই মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় 'আন্দারি' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইতিহাসে অন্ধ্রগণের প্রভুত্ব-প্রভাবের অশেষ পরিচয় পাওয়া যায়; পুরাণাদিতেও তাহার উল্লেখ আছে। মেগাস্থিনীসের ভারতাগমনের বহু পূর্ব্ব হইতে তাঁহারা নর্ম্মদা-নদীর উত্তরে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। গঙ্গাতীরবর্ত্তী ভূভাগেও তাঁহাদের প্রভুত্ব-প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। * সংস্কৃত গ্রন্থে 'শাতক' নামে এক জাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অনেকে মনে করেন, 'শ্বেতি' এবং 'শাতক' অভিন্ন। দরদগণ যে সকল রাজ্য অধিকার করিয়া বসতি করিতেছিল, শ্বেতিগণ তাহারই প্রান্তসীমায় বসবাস করিত। কেহ কেহ আবার বলেন,—আজমীড়ের দক্ষিণ-পূর্ব্বে, রাজপুরের সন্নিকটে, তাহাদের বসতি ছিল। মেগাস্থিনীসের গ্রন্থে 'মানৃদেস' বা মান্দাই' নামক আর এক জাতির পরিচয় পাই। অধুনা ঐ জাতি কি নামে পরিচিত, তাহা সঠিক বলা যায় না। কর্ণেল ইউল অনেক গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন,—'মানদেস বা মান্দাই জাতি ছোটনাগপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে, ব্রাহ্মণী-নদীর তীরে, গাঙ্গপুর জেলায়, বসবাস করিত।' কিন্তু অধ্যাপক লাসেন তৎসম্বন্ধে ভিন্নমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—মহানদীর দক্ষিণে, শোণপুরের সন্নিকটে, তাহাদের বাস ছিল।' কিন্তু ইউল তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন,—'ঐ স্থানে পুরাণোক্ত শবর, সৌরী বা শবরী জাতি বাস করিত। অধ্যাপক লাসেন ভ্রমক্রমে ঐ জাতিকে শোণপুর এবং সিংভূমের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে অবস্থাপিত করিয়াছেন। 'পালিবোথ্রি' নামে আর এক জাতির উল্লেখ গ্রীকদূত মেগাস্থিনীসের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন,—'পালিবোথ্রা যে রাজ্যের রাজধানী ছিল, সেই রাজ্যের অধিবাসিগণকে মেগাস্থিনীস্ 'পালিবোথ্রি' নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। রেনেল-প্রমুখ পণ্ডিতগণ সে সম্বন্ধে ভিন্নমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন,—যাহারা 'পালিবোথ্রা' রাজধানীতে বসতি করিত, কেবলমাত্র তাহারাই 'পালিবোথ্রি' নামে অভিহিত হইয়াছিল। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে পালিবোথ্রার অবস্থান-স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে 'মেথোরা' এবং 'মথুরা' অভিন্ন প্রতিপন্ন হয়। ক্রাইসোবন, কাইসোবোর্কা, ক্লাইসোবোরাস প্রভৃতি, তাঁহারা বলেন,—'কারিসোবোরা' শব্দেরই নানান্তর মাত্র। কিন্তু জেনারেল কানিংহাম তাহার প্রতিবাদ করিয়া তদ্বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'এ পর্য্যন্ত এ নগরের যথার্থ স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তবে উহা বৃন্দাবন বলিয়াই আমার মনে হয়। মথুরা হইতে মাত্র ষোল

* *Vide* Cunningham. *Ancient Geography of India* and *Indian Antiquary*, Vol. V.

মাইল দূরে ঐ নগর অবস্থিত। বৃন্দাবনের প্রাচীন নাম—কালিকাবর্ত্ত ক্লিসোবোরা বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপে উচ্চারিত হইয়াছে। কোনও স্থলে উহা কারিসোবোরা, কোনও স্থলে উহা কাইরিসোবোর্কা রূপে উচ্চারিত হইতে দেখা যায়। তবে প্রথমে উহা যে কালিসোবোর্কা, কালিকোবোর্ত্তা, কালিকাবর্ত্ত রূপে উচ্চারিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। * এই নগরীকেই এরিয়ান ক্লাইসোবোরা নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। ইউল উহাকে ভাটেশ্বর নামে পরিচিত করিয়াছেন। লাসেন বলিয়াছেন,—আগরার সন্নিকটে ঐ নগরী অবস্থিত ছিল। উহার অপর নাম—কৃষ্ণপুর। ডক্টর উইলসন বলেন,—ক্লিসোবোরাকে মুসলমানগণ 'মুহ-নগর' বলিতেন। হিন্দুগণ তাহাকে 'কালিসাপুর' নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। জাতি-প্রসঙ্গে মেগাস্থিনীস 'দণ্ডগুলা' নগরের উল্লেখ করিয়াছেন। দূরত্ব এবং অবস্থানের বিষয় আলোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ উহাকে 'করিঙ্গ' নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। গোদাবরী নদীর মোহানায় 'করিঙ্গণ' অন্তরীপে এই নগর অবস্থিত। বৌদ্ধগণের গ্রন্থপত্রে দন্তপুরের উল্লেখ আছে। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন,—দণ্ডগুড় বা দণ্ডগুল সেই দন্তপুরেরই নামান্তর। দন্তপুর এক সময়ে কলিঙ্গ-রাজ্যের রাজধানী ছিল। পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে দন্তপুর এবং রাজমহেন্দ্রী অভিন্ন প্রতিপন্ন হইতেছে। দন্তপুরের বিস্তৃতি-পরিমাণ ত্রিশ মাইল নির্দিষ্ট হয়। ঐ নগর কলিঙ্গের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। অনেকে অনুমান করেন, প্লিনির সম-সময়ে কলিঙ্গ-প্রদেশে বুদ্ধদেবের দন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ-গ্রন্থেও এতদ্বিষয়ের উল্লেখ আছে। কথিত হয়, বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর, কলিঙ্গ-প্রদেশের তাৎকালিক নৃপতি ব্রহ্মদত্ত বুদ্ধদেবের একটী দন্ত প্রতিষ্ঠা করিয়া তদুপরি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

গঙ্গার তীরবর্ত্তী, পূর্ব্ব-খণ্ডের জাতি-সমূহের পরিচয় প্রদান করিয়া গ্রীকদূত মেগাস্থিনীস, সিন্ধু-তীরবর্ত্তী এবং তৎসন্নিহিত সমস্ত ভূভাগের অধিবাসিবৃন্দের উল্লেখ করিয়াছেন। সে বর্ণনায় যে সকল জাতির বিবরণ আছে, অধুনা তাহার কোনটীরই অস্তিত্ব সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। তাহাদের নাম দৃষ্টেও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুকঠিন। অধ্যাপক লাসেন তাহাদের কাহারও কাহারও অস্তিত্ব-সপ্রমাণে প্রয়াস পাইয়াছেন। সেণ্ট মার্টিনও তৎপক্ষে চেষ্টার ত্রুটি করেন

সিন্ধু-তীরবর্ত্তী জাতির পরিচয়।

* "This city has not yet been identified, but I feel satisfied that it must be *Vrindaban*, 16 miles to the north of Mathura. *Vrindaban* means 'the grove of basil trees', which is famed all over India as the scene of Krishna's sports with the milk maids. But the earlier names of the place was *Kalikavartha*, or 'Kalika's whirlpool',...Now the Latin name of Clisobora is also written *Carisobora* and *Cyrisoborka* in different Mss., from which I infer that the original spelling was *Kalisoborka* or by a slight change of two letters, *Kalikoborta* or *Kalikabarta*"—*Vide*, Cunningham's *Ancient Geography of India* and Wilkin's *Ancient Researches*, vol. V and *Indian Antiquary*, vol. VI.

যাই। তালিকায় উল্লিখিত জাতি-সমূহের মধ্যে 'সেসি' জাতি সর্ব্বপ্রথম। যমুনা হইতে গোদাবরীর মোহানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে তাহারা বসতি করিত। অনেকে মনে করেন,— 'সেসি' জাতি এবং 'খোস' বা 'খাসিয়া' জাতি অভিন্ন। স্মরণাতীত কাল পূর্ব্ব হইতে ঐ জাতি গুজরাট, সিন্ধু-নদের তীরবর্ত্তী স্থান-সমূহে এবং যমুনার তীরদেশে বসতি করিত। 'সোত্রিবাণি' শব্দ—কেত্রিবাণি বা ক্ষত্রিবন শব্দের অপভ্রংশ। সম্ভবতঃ তাহারা মমূক্ত 'ক্ষত্রি' জাতির একটী শাখা। মেগালি এবং মালেল অভিন্ন। এই সুবৃহৎ জাতি যমুনা-নদীর পশ্চিমে অবস্থিতি করিত। বিষ্ণু-পুরাণে 'করোষ্ক' জাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ মেগাস্থিনীস ঐ জাতিকেই 'ক্রাইসি' নামে অভিহিত করিয়াছেন। সিন্ধু-নদের দক্ষিণাংশে, মোহানার সন্নিকটে, এবং আরাবল্লী পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে ইহারা বসতি করিত। ইহাদের সংখ্যা-পরিমাণ অত্যন্ত অধিক ছিল। 'ঘর' নদী-প্লাবিত ভূখণ্ডে দারি বা ঘরগণ বাস করিত। সিন্ধু-নদের তীরদেশেও তাহাদের বসতির বিষয় সপ্রমাণ হয়। হুয়েন-সাঙের ভারত-ভ্রমণকালে ঐ সকল জাতি বর্ত্তমান ছিল। কচ্ছ-প্রণালীর দক্ষিণভাগে হুয়েন-সাং তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্লিনির মতে, যে ভূভাগ তাহাদের বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার অভিন্নতা প্রতিপন্ন হয়। সৌর শব্দের প্রসঙ্গে 'সুরি' বা 'শূর' শব্দের উল্লেখ আছে। হরিবংশোক্ত সৌরবীরগণের ইহারা একটী শাখা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সিন্ধু-নদের মোহানার সন্নিকটে তাহাদের বসতি ছিল। মণ্টিকোরী, সিংগী প্রভৃতি পাঁচটী জাতি কচ্ছ-প্রদেশে বাস করিত বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক টেসিয়াসের গ্রন্থে মাত্তিখোরা নামক ভারতের এক জন্তুর উল্লেখ আছে। অনেকে অনুমান করেন,—মণ্টিকোরী এবং মাত্তিখোরা এক অভিন্ন। তাই তাঁহারা মণ্টিকোরী জাতিকে নরখাদক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু সেণ্ট মার্টিন তাঁহাদের এতৎসিদ্ধান্ত অলৌকিক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। মেগাস্থিনীসোক্ত সিঙ্গী জাতির বর্ত্তমান প্রতিরূপ বলিয়া কেহ কেহ অমরকোটের অধিবাসী 'সাঙ্গী' জাতির নামোল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, 'সিংঘার' নামধেয় রাজপুতগণ এই সিংগী জাতির বংশধর। বরাহ-পুরাণে প্রাচীন জাতি-সমূহের তালিকায় 'মরুহ' জাতির নাম দৃষ্ট হয়। অনেকে অনুমান করেন, তাহারাই মেগাস্থিনীস কর্ত্তৃক 'মারোহী' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। অধুনা শতদ্রু নদীর তীরে, দিল্লীর সন্নিকটে, রঙ্গী বা রঙ্গ নামধেয় এক জাতি দৃষ্ট হয়। রাঙ্গুজী জাতি, অনেকে মনে করেন, তাহাদেরই আদি বা পূর্ব্ব-পুরুষ। কাপিটালিয়া পর্ব্বতের সন্নিকটে মেগাস্থিনীস 'নারেই' নামক এক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ বলেন,—অর্ব্বুদ, আবু এবং কাপিটালিয়া অভিন্ন। আরাবল্লী পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যে 'মাউণ্ট আবুর' উচ্চতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক,—প্রায় ৫০০০ ফিট। মেগাস্থিনীস যে নারেই জাতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, সেই নারেই নাম-দৃষ্টে 'নেয়ার'-গণের বিষয় উপলব্ধি হয়। রাজপুত-কাহিনী অনুসারে, মরু-ভূমির উত্তরাংশে তাহাদের বসতি ছিল। * সেণ্ট মার্টিনও সেই অভিমত প্রকাশ করিয়া

* *Vide* Tod's *Rajasthan*, vol II. p 211.

গিয়াছেন। কিন্তু কানিংহাম ভিন্নমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—নারেই জাতি সারুই প্রদেশের অধিবাসী। 'নার' ও 'সার' (শর) একই অর্থজ্ঞাপক। আজি পর্য্যন্ত সারুই-দিগের দেশ শরের জন্য প্রসিদ্ধ। কাপিটালিয়া পর্ব্বতের পাদদেশে রৌপা এবং স্বর্ণ খনি বিদ্যমান ছিল। * পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন, 'ওরাতি' বা 'ওরাতুরি' জাতি রাঠোরগণেরই একটী শাখাবিশেষ। আজিও রাঠোরদিগের মধ্যে তাহাদের অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয়। মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বেও ভারতের ইতিহাসে তাহারা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তাহারা প্রথমে গঙ্গার নিকটবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহে বসবাস করিত। কিন্তু পরিশেষে তাহারা আজমীড়েই আপনাদের স্থায়ী বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া লয়। পাণিনির

---

* জেনারেল কানিংহাম এই মত প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা,—"The last name in Pliny's list is Veratatae. which I would change to Varatetae by the transposition of two letters. This spelling is countenanced by the termination of the various reading of Svarataratae, which is found in some editions. It is quite possible, however, that the Svarataratae may be intended for the Surastras. The famous Varaha Mihira mentions the Surashtras and Badaras together, amongst the people of the south-west of India (Dr. Kern, *Brihat Samhita*, XIV. 19) These Bodaras must therefore be the people of Badari or Vadari. I understand the name of Vadari to denote a district abounding in the *Badari* or *Ber*-tree (Jujube), which is very common in southern Rajputana. For the same reason I should look to this neighbourhood for the ancient Sauvira, which I take to be the true form of the famous Sophir or Ophir, as Sauvira is only another name of the Vadari or *Ber*-tree, as well as of its juicy fruits. Now, Sofir is the Coptic name of India. at the present day ; but the name must have belonged originally to that part of the Indian Coast which was frequented by the merchants of the West. There can be little doubt, I think, that this was in the Gulf of Khambay, which from time immemorial has been the chief seat of Indian trade with West. During the whole period of Greek history this trade was almost monopolised by the famous city of Barygaza or Bharoch, at the mouth of the Narmada river. About the fourth century some portion of it was diverted to the new capital of Balabhi, in the peninsula of Guzerat, in the Middle ages it was shared with Khambay at the head of the gulf and in modern times with Surat, at the mouth of the Tapti. If the name of Sauvira was derived, as I suppose, from the prevalence of the Bar-tree, it is probable, that it was only another appellation for the province of Badari or Edar, at the head of the Gulf of Khambay. This indeed. is the very position in which we should expect to find it, according to the ancient inscription of Rudra Dama, which mentions Sindhu-Sauvira immediately after Saurastra and Bharukachha and just before Kukura Aparanta and

সূত্রে 'উড়ুম্বরী' শব্দের উল্লেখ আছে। সেখানে দেখিতে পাই, তাহাদেরই দেশে পুরাণ-প্রসিদ্ধ সপ্ত জাতির বাস ছিল। অনেকে অনুমান করেন, প্লিনি-বর্ণিত সালাবাস্ত্রী এবং উড়ুম্বরী উভয়ই অভিন্ন। তাঁহারা বলেন,—'সংস্কৃত বাস্তু শব্দের অর্থ বাসস্থলী। জাতির নামের সহিত প্লিনি তাই 'বাস্ত্রী' শব্দ সংযোজিত করিয়াছেন। উড়ুম্বর' শব্দের অর্থ—বর্তুলাকার ডুমুরের গাছ। অধ্যাপক লাসেন বলেন,—সরস্বতী নদীর মোহানা হইতে আরম্ভ করিয়া যোধপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে উড়ুম্বরী জাতি বসতি করিত। 'খাম্ভাট' উপসাগরের উত্তরে হোরাতি জাতির বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু লাসেন বলেন,—টক্কের সন্নিকটে বানাস নদীর তীরে ঐ জাতি বসতি করিত। হোরাটী—সোরাটী শব্দের অপভ্রংশ—সংস্কৃত সৌরাষ্ট্র শব্দের গ্রাম্য পরিভাষা। পেরিপ্লাস গ্রন্থের মতে এবং টলেমির নির্দ্দেশ অনুসারে তাহারা সুরাষ্ট্রীন বা গুজরাটে বসতি করিত। পশ্চিম ভারতের একটী নগরের নাম—অর্হৎ। কেহ কেহ সুরাট এবং অর্হৎ অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। ইউল বলেন,—পুরবন্দরের কোনও স্থান ঐ নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে। এতৎসম্বন্ধে সেণ্ট মার্টিন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অনুমান করেন,—হয় তো পুরাণ-প্রসিদ্ধ বল্লভী নগর এক সময়ে অর্হৎ নামে অভিহিত হইয়াছিল। কাম্বে-উপসাগর হইতে চব্বিশ মাইল দূরে, গুজরাটের মধ্যে, ঐ নগর অবস্থিত ছিল। মহাভারতে এবং বিষ্ণুপুরাণে 'চর্ম্মখণ্ড' নামক একটী প্রদেশের উল্লেখ আছে। উহার অপর নাম—চর্ম্মমণ্ডল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন, চার্ম্মিগণ ঐ স্থানে বসবাস করিত। অধুনা তাহারা বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রদেশস্থ চার্ম্মার বা চামার জাতির সহিত অভিন্ন প্রতিপন্ন হইতেছে। পাণ্ডীগণ তাহাদেরই নিকবর্ত্তী স্থানে বাস করিত। চর্ম্মণ্বতী বা চম্বল নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহারা পাণ্ডুর বংশধর। তাহারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ অধিকার করিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সিন্ধুনদ এবং আরাবল্লী পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে আর কতকগুলি জাতি বসতি করিত। মেগাস্থিনীসের গ্রন্থে তাহারা যথাক্রমে সাইরিণি, দেরাঙ্গী, পোসিঙ্গী, বাজি, গোগিয়ারাই, উম্বিরী, নেরেই, ব্রাণকোসী, নবুন্দি, কোকোন্দী, নেসেই, পেদাত্রিরি, সেলোত্রিয়াসী, ওলোষ্ট্রি প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। রাজস্থানের ইতিহাসেও ঐ সকল জাতির নামোল্লেখ আছে। সেণ্ট মার্টিন তাহাদের নিম্নরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; যথা,—সাইরিনি ও সুরিয়ানি অভিন্ন। ভক্করের সন্নিকটে, সিন্ধু-নদের তীরে, তাহারা বাস করিত। ঝাড়েজা জাতির অপর শাখা বুদ্ধগণই অধুনা 'বাজি' জাতির অস্তিত্ব খ্যাপন করিতেছে।* গোগিয়ারাই বা গোগোরাসি বা

Nishada, (*Journ. Bo. Br. R. As. Soc.* VII. 120). According to this arrangement Sauvira must have been to the north of Saurastra and Bharoch and to the south of Nishada, or just where I have placed it, in the neighbourhood of Mount Abu. Much the same locality is assigned to Sauvira in the *Vishnu Puran*."—*Ancient Geography of India*, by Cunningham.

* *Vide*, Tod's *Annals and Antiquitiy of Rajasthan*.

গোগারি আধুনিক 'কোকারি' জাতি বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। ঘর-নদীর তীরে তাহারা বসতি করিত। উম্বিরি এবং নেরী জাতি, তাঁহাদের মতে, পর্য্যায়ক্রমে উমরানি এবং হ্যাবোনি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অধুনা তাহারা বেলুচিস্থানে বাস করে। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রথমে সিন্ধু-নদের পূর্ব্ব-তীরে বাস করিত। সিন্ধু-প্রদেশে যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহার আলোচনায় পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন, 'নবুনি' জাতি এবং 'মুবেতে' জাতি একই শাখা হইতে সমুৎপন্ন। কেহ কেহ তাহাদের অভিন্নত্বও প্রতিপাদন করেন। মহাভারতে যে কোকোনাদা জাতির উল্লেখ আছে, তাঁহাদের মতে, তাহারাই কোকোন্দী জাতি। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অধিবাসীরাও এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। বুকাননের গ্রন্থে 'কাকন্দ' জাতির পরিচয় আছে। উহারা গোরক্ষপুরে বাস করে। পণ্ডিতগণের কেহ কেহ তাহাদের সহিত কোকোন্দী জাতির অভিন্নত্ব প্রতিপাদনে প্রয়াস পান। বৈয়াকরণ পাণিনি 'ভৌলিঙ্গ' রাজ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ,—এক সময়ে শাল্বগণ সে রাজ্য অধিকার করিয়া ছিল। সেণ্ট মার্টিনের মতে আরাবল্লী পর্ব্বত-শ্রেণীর পশ্চিমাংশে, ভৌলিঙ্গ রাজ্যে, বোলিন্দী জাতি বাস করিত। টলেমি যে বোলিন্দী জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার মতে, তাহারাও ঐ রাজ্যের অধিবাসী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মরুভূজঙ্গগণ তাহাদেরই একটী শাখা। মার্টিনের মতে গন্দিতা‍ুটি জাতি—খহলতা বা বেলট জাতি। ডিমরিগণ, তাঁহার মতে, ডুমরা বলিয়া উক্ত হয়। সিন্ধু-প্রদেশ হইতে আসিয়া তাহারা এক সময়ে গাঙ্গ-উপত্যকায় বসতিস্থাপন করিয়াছিল। অনেকে মনে করেন,—মেগারি এবং মোকার জাতি অভিন্ন। সিন্ধু-নদের মোহানার দিকে অধুনা যে 'মেহার' জাতি বাস করে, তাহারা এবং পূর্ব্ব-বেলাচিস্থানের 'মেঘারি' জাতি বর্ত্তমানে তাহাদের পরিচয়-চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। শিকারপুর এবং মিটানকোটের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগে মাজারিগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহাদিগকেই প্রাচীন 'মেসি' জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তত্রত্য হাউরগণকে এবং প্রাচীন উরি জাতিকে তাঁহারা অভিন্ন বলিয়া থাকেন। সুলাকা এবং সিলেনি জাতি সম্বন্ধেও তাঁহারা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

পঞ্জাবের প্রাচীন অধিবাসীর পরিচয় প্রসঙ্গ।

সিন্ধু-নদের শাখা-সমূহের সঙ্গমস্থলে এবং তাহার উত্তর দিকে, বিস্তৃত জনপদে, তৎকালে বহু বিভিন্ন জাতি বসতি করিত। মেগাস্থিনীসের গ্রন্থে সেই সকল জাতি ওর্গানাসি, অবার্ত্তি, সিবারি, সুয়েত্তি, সারাকাগি, সোর্গি, বারাওমাতি, উম্‌ব্রিত্তি, সম্বাব্রি, সামক্রসেনি, বিবাম্‌ব্রিতি, ওসিয়াই, এন্টিক্সেনি, টাক্সিলী প্রভৃতি অভিধায়ে অভিহিত হইয়াছে। ঐ সকল জাতির এবং তাহাদের শাখা-প্রশাখার অস্তিত্ব অধুনা যথার্থরূপে নির্ণীত না হইলেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহাদের অনেকের পরিচয়-প্রদানে অশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহাদের গবেষণার স্থূল-মর্ম্ম এস্থলে প্রদান করিতেছি। পূর্ব্বোক্ত জাতি-সমূহের মধ্যে 'সিবারি' নামক এক জাতির উল্লেখ আছে। সিবারি জাতির অস্তিত্ব অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া অধুনা সুকঠিন। মহাভারতের সৌবীর জাতির সহিত অনেকে সিবারী জাতির অভিন্নত্ব প্রতিপাদনে প্রয়াস পাইয়াছেন। তদ্ভিন্ন

তাঁহাদের সাদৃশ্যব্যঞ্জক অপর কোনও জাতির পরিচয় কেহ অনুসন্ধান করিয়া পান নাই। সিবারী জাতি সিন্ধু-নদের তীরে বসতি করিত,—অনেকে এরূপ অনুমানও করিয়া থাকেন। কেহ কেহ 'আফ্রিদি' নামক আফগান জাতিকে 'আবাস্তরতি' এবং তাহাদের শাখা 'সারজান' বা 'সার্ব্বানি' জাতিকে 'সারাফেগি' জাতি বলিয়া থাকেন। উম্‌ব্রিতি এবং আসেনি জাতি সিন্ধুর পূর্ব্বতীরে বসতি করিত। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সমভিব্যাহারী ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে 'আম্বাস্তি' জাতির উল্লেখ আছে। তাহা হইতে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—'আম্বাস্তি' এবং 'উম্‌ব্রিতি' জাতি অভিন্ন। পুরাণোক্ত অম্বষ্ঠ (অম্বোষ্ঠ) জাতির সহিত তাহাদের অভিন্নতা প্রতিপন্ন হয়। আকেসিনি নদীর মোহানায় তাহাদের বসতি ছিল। উম্‌ব্রিতি জাতির একটী প্রধান নগরীর নাম—বুকেফালা। বুকেফালা নগরীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সে কিংবদন্তী এই,—হাইডাস্পেস-নদীর তীরে পোরসের সহিত মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পোরস পরাজিত হন। মহাবীর আলেকজাণ্ডার সে স্থান অধিকার করিয়া দুইটী নগরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার একটীর নাম—বুকেফালা। প্রিয় ঘোটকের নামানুসারে গ্রীকবীর ঐ নগরের নামকরণ করিয়াছিলেন,—পণ্ডিতগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। বুকেফালা নগরী বুকেফালিয়া নামেও অভিহিত হয়। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় নগরের নাম—নিকাইয়া। প্রবাদ এই,—বিজয়-লাভের নিদর্শন-স্বরূপ ঐ নগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হাইডাস্পেস নদীর পশ্চিম তীরে, যুদ্ধক্ষেত্রের উপর, নিকাইয়া নগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অধুনা যেখানে 'মং' নগরী অবস্থিত, নিকাইয়া নগরীর অবস্থান সেইস্থানে নির্দ্দিষ্ট হয়। বুকেফালা নগরীর অবস্থান-স্থান অধুনা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। পুলুটার্ক এবং প্লিনির মতে, যেখানে প্রিয় ঘোটক বুকেফালোস কবরিত হইয়াছিল, সেইখানে গ্রীকবীর বুকেফালা নগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সে হিসাবে, হাইডাস্পেস নদীর পশ্চিম তীরে, নিকাইয়া নগরের সন্নিকটে, বুকেফালার অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু ষ্ট্রাবো এবং আরিয়ান এতৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিয়াছেন। ষ্ট্রাবো বলেন,—যেখানে মহাবীর আলেকজাণ্ডার সিন্ধু-নদ অতিক্রম করিয়াছিলেন, সেইখানে বুকেফালা নগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আরিয়ান বলেন,—আলেকজাণ্ডার যেখানে শিবির-সংস্থাপন করিয়াছিলেন, বুকেফালা নগরী সেইখানে অবস্থিত। জেনারেল কানিংহামের অভিমত আবার ভিন্নরূপ। তাঁহার মতে, বুকেফালা নগরী জালালপুরে অবস্থিত। কানিংহামের অনুসরণে বার্ণেস, জেনারেল কোর্ট, জেনারেল য্যাবট প্রমুখ পণ্ডিতগণ একই অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। দিলাওয়ার হইতে জালালপুরের দূরত্ব দশ মাইল নির্দ্দিষ্ট হয়। জেনারেল কানিংহাম বলেন,—মহাবীর আলেকজাণ্ডার সেই স্থানেই সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনীস-প্রদত্ত জাতি-সমূহের তালিকার মধ্যে সোলিয়াদি এবং সোদ্রী জাতির নাম দৃষ্ট হয়। অধুনা ঐ দুই জাতির অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। সিন্ধুনদের পূর্ব্বতীরে যে সকল জাতি বসতি করিত, তাহাদের মধ্যে একমাত্র টাক্সিলী জাতি ব্যতীত অন্য কোনও জাতির নিদর্শন পাওয়া যায় না। টাক্সিলা বা তক্ষশিলা তাহাদের

রাজধানী ছিল। কথিত হয়, মহাবীর আলেকজাণ্ডার তক্ষশিলা পরিদর্শন করিয়াছিলেন তক্ষশিলার অবস্থান সম্বন্ধে নানা বিতণ্ডা দেখিতে পাই। জেনারেল কানিংহাম বলিয়াছেন,—তক্ষশিলার প্রকৃত অবস্থান আজি পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। প্লিনি তক্ষশিলার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তদনুসারে প্রকৃত অবস্থান নির্দ্দেশ করা নিতান্ত দুরূহ। অনেকে তক্ষশিলা এবং সা-ডেড়ি অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ঠিক কোন্ স্থানে সা-ডেড়ি অবস্থিত ছিল, তাহাও জানা যায় না। প্লিনির গ্রন্থের যে সকল পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিতেই হস্তনগর এবং পিউকেলাইতিস হইতে উহার দূরত্ব-পরিমাণ—রোমান ৬০ মাইল এবং ইংলিশ ৫৫ মাইল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তদনুসারে তক্ষশিলার অবস্থান—হাসান-আবদালার পশ্চিমে, হারো নদীর তীরবর্ত্তী কোনও স্থানে, নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। সে হিসাবে সিন্ধুতীর হইতে ঐ নগরে পৌঁছিতে দুই দিনের আবশ্যক হয়। কিন্তু চৈনিক পরিব্রাজকগণের মতে তিন দিনের কমে ঐ নগরে পৌঁছান যায় না। তাঁহাদের গণনাক্রমে 'কালা-কা-সরাই' নগরের সন্নিকটে তক্ষশিলা অবস্থিত ছিল বলিয়া বুঝা যায়। এ হিসাবে সরাইএর উত্তর-পূর্ব্বে, সা-ডেড়ির সন্নিকটে, উহার অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ঐ স্থানে বৌদ্ধগণের বহু-সংখ্যক স্তূপ, মন্দির এবং সঙ্ঘের ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। সেই স্থান হইতে হস্তনগরের দূরত্ব ইংরেজী ৭৪ মাইল অর্থাৎ প্লিনির গণনা হইতে ১৭ সতের মাইল অধিক। মেগাস্থিনীসোক্ত 'আমান্দা' জাতির অস্তিত্ব অধুনা অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। সেণ্ট মার্টিন বলেন,—আমান্দা এবং গান্ধার অভিন্ন। তাঁহার মতে আমান্দা জাতি ও গান্ধার জাতি একই স্থানে বাস করিত। তাহাদেরই রাজ্যের এক অংশে পিউকোলাইতি জাতির বসতি ছিল। আরিয়ানের গ্রন্থে 'গৌরেই' নামধেয় এক জাতির উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করেন, তাহারাই মেগাস্থিনীসোক্ত 'গেরেটি' জাতি। তাঁহাদের মতে, আগ্নাসি এবং আসোই জাতি অভিন্ন। ষ্ট্রাবোর গ্রন্থে হিপ্পাসাই বা পাসাই জাতির নাম দৃষ্ট হয়। অনেকে বলেন,—উহারাই মেগাস্থিনীস-বর্ণিত আসোই জাতি। প্লিনির গ্রন্থে 'আর্সাগালিটা' নামক এক জাতির উল্লেখ আছে। টলেমি যেখানে আর্সা (উরসা) এবং ঘিলিট বা খিলঘিট (সংস্কৃত গ্রন্থের গহলৎ) জাতির বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহারা সেই স্থানে বাস করিত। জেড্রোসিয়া তাহারই সন্নিকটে অবস্থিত। জেড্রোসিয়ার অবস্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখিতে পাই। কেহ কেহ বলেন,—প্রাচীনকালে যে স্থান জেড্রোসিয়া নামে অভিহিত হইত, অধুনা তাহাই মেক্রাণ নামে পরিচিত। স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন-কালে মহাবীর আলেকজাণ্ডার সেই প্রদেশের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিলেন। সুলেমান-পর্ব্বতশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে জেড্রোসিয়া পর্য্যন্ত আরাকোসিয়া বিস্তৃত ছিল। তাহার রাজধানী আরাকোটস, কান্দাহারের সন্নিকটে অবস্থিত। প্রাচীন গান্ধার হইতে কান্দাহারের উৎপত্তি নির্দ্দেশ হয়। কর্ণেল রলিন্সন বলেন,—হারাখাওয়াতি (সংস্কৃত সরস্বতী) হইতে 'আরাকোসিয়ার' উৎপত্তি হইয়াছে। উহা হরৌর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। মেসেদ এবং হীরাটের অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশ এরিয়া নামে অভিহিত হয়। কখনও সমগ্র 'এরিয়ানা'

ঐ নামে অভিহিত হইয়াছিল। তখন সমগ্র পারস্য-রাজ্য এরিয়ানার অন্তর্ভুক্ত হইত। বিসু-টান লিপিতে, এরিয়ানা অংশে, 'হারিতা' নাম দৃষ্ট হয়। আবার উক্ত লিপির বাবিলোনীয় অংশে উহার নাম—'আরেস্তান' রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, এই সকল রাজ্যের পরিচয় প্রসঙ্গে ভারতের তাৎকালিক সীমানার এক উজ্জ্বল চিত্র প্রতিফলিত হয়। মনে হয়, সে সময়ে এই ভারত কত দূর-বিস্তৃত এবং কত সমৃদ্ধি-শালী ছিল। এ আলোচনায় বুঝিতে পারা যায়, কাস্পিয়ান সাগর ভারতের পশ্চিম সীমানা নির্দ্দিষ্ট হইত, আর সেই বিশাল সাম্রাজ্যে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের একছত্র প্রভাব বিস্তৃত ছিল।

মেগাস্থিনীসের উল্লিখিত ভারতীয় জাতির এবং জনপদসমূহের বিবরণের সার-সঙ্কলনে এক অভিনব তথ্য উপলব্ধি হয়; বুঝিতে পারা যায়, তৎকালে ভারতের সর্ব্বত্র হিন্দু-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রাচ্য বা মাগধগণ, সেই সময় অমিতপরাক্রমশালী ছিলেন এবং তৎকালে সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁহাদের স্থায় প্রভুত্বক্ষমতাশালী দ্বিতীয় জাতি ছিল না। পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে কুরু, পাঞ্চাল, বিদেহ এবং কোশল প্রভৃতি রাজগণের যেরূপ অমিত-পরাক্রমের পরিচয় পাই, খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মাগধগণও তদ্রূপ ক্ষমতাশালী ছিলেন। পাটলিপুত্র তখন তাঁহাদের রাজধানী ছিল। কাষ্ঠ-প্রাচীর-পরিবেষ্টিত সমান্তরাল ক্ষেত্রাকৃতি সে রাজধানী সুখৈশ্বর্য্যে অমরাপুরীর স্থায় বিরাজ করিতেছিল। পরিখা-পরিবেষ্টিত কাষ্ঠ-প্রাচীর-গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল। তাহার মধ্য দিয়া শত্রুর উপর বাণবর্ষণ হইত। রাজচক্রবর্তী চন্দ্রগুপ্ত সে সময়ে সমগ্র উত্তর-ভারতের অধিপতি ছিলেন। দক্ষিণ-বঙ্গে, সমুদ্র-তীরে, কলিঙ্গী জাতি এবং তদুত্তরে মান্ড ও মল্লি জাতি বাস করিত। গঙ্গানদীর মোহানায় 'গাঙ্গেরাইদিস' এবং ব-দ্বীপে 'মদোগলিঙ্গ' জাতির নাম দৃষ্ট হয়। মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় 'পার্থেলিস' নগর কলিঙ্গ-রাজ্যের রাজধানী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মদোগলিঙ্গগণের সন্নিকটে আরও কতকগুলি পরাক্রমশালী জাতি বসবাস করিত। তাহাদের রাজার পঞ্চাশ সহস্র পদাতিক, চারি সহস্র অশ্বারোহী এবং চারি শত যুদ্ধহস্তী ছিল। তাহাদের পর 'অন্ধ্র' জাতি। অন্ধ্রজাতি বিশেষ পরাক্রমশালী বলিয়া উল্লিখিত হয়। গোদাবরী এবং কৃষ্ণা নদীদ্বয়ের মধ্যে তাহাদের বাসভূমি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মেগাস্থিনীসের ভারত-আগমনের পূর্ব্বে অন্ধ্রগণ নর্ম্মদা-নদী পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনীসের মতে তাঁহাদের রাজ্যে বহুসংখ্যক নগর-সহরাদি এবং প্রাচীর-পরিবেষ্টিত ত্রিশতাধিক নগর ছিল। এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য, দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য এবং এক সহস্র যুদ্ধহস্তী তাহাদের রাজা সর্ব্বদা সুসজ্জিত রাখিতেন। উত্তর-পশ্চিম সীমায় ইসারী, কসিরী প্রভৃতি জাতি বসতি করিত। কাশ্মীর এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহে তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রাচ্যদিগের রাজ্যের পশ্চিম-সীমানায় সিন্ধু-নদ প্রবাহিত। মেগাস্থিনীসের এতদুক্তি হইতে বুঝা যায়, মগধ-সাম্রাজ্য সে সময়ে পঞ্জাবের সীমান্ত-পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; আর সমগ্র উত্তর-ভারত তাহার অন্তর্ভুক্ত হইত। মেগাস্থিনীসের সময়ে রাজপুতানায় বহু অসভ্য আদিম জাতির বসতি ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অরণ্যে বাস করিত। মরুভূমির চতুর্দ্দিকে, উর্ব্বর সমতল-ক্ষেত্রে, যে সকল জাতির বসতি ও

সার-সঙ্কলনে।

ছিল, তাহারা অপেক্ষাকৃত সুসভ্য। পার্ব্বত্য-প্রদেশে যাহারা বাস করিত, মেগাস্থিনীস তাহাদেরও নামোল্লেখ করিয়াছেন। কাপিটালিয়া বা আবু-পর্ব্বতস্থ জাতির বিষয়, সে বর্ণনায় পরিদৃষ্ট হয়। মেগাস্থিনীসের বর্ণিত 'হোরাতি' জাতি এবং 'সৌরাষ্ট্র' জাতি অভিন্ন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী তাহাদের রাজধানী, বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ। তত্রত্য রাজার এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পদাতি, পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী এবং ষোল শত যুদ্ধহস্তী ছিল। সেই সকল জাতির পরই 'পাণ্ডী' জাতির বিষয় মেগাস্থিনীস উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতের মধ্যে একমাত্র সেই জাতিই স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া থাকে। তৎসম্বন্ধে একটী উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। তাহাতে বুঝিতে পারি,—হারকিউলিসের একমাত্র কন্যা ছিল। কন্যার প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া, হারকিউলিস কন্যাকে সেই রাজ্য প্রদান করেন। সেই কন্যার বংশধরগণ তিন শত নগরের অধিপতি হইয়াছিলেন, আর তাঁহাদের দেড় লক্ষ পদাতিক সৈন্য এবং পাঁচ শত যুদ্ধহস্তী ছিল। পাণ্ডী-জাতি এক সময়ে ভারতের অধিপতি ছিলেন। তাঁহাদের ইতিবৃত্ত বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। সেই পাণ্ডীগণের সম্বন্ধে মেগাস্থিনীস এক অলৌকিক কাহিনী বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। তাহা এই,—কৃষ্ণের অধিনায়কত্বে যাদবগণ দ্বারকায় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহাদের রাজ্যকাল অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। কথিত হয়, যাদবগণের কেহ দাক্ষিণাত্যে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই নাম অনুসারে 'মাদুরার' নামকরণ হইয়াছিল। মাদুরা—মথুরার অপভ্রংশ। মেগাস্থিনীস সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণকে 'হারকিউলিস' নামে অভিহিত করিয়াছেন। সে সময় শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে বহু কাহিনী দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত ছিল। তাঁহার তনয়া কর্ত্তৃক রাজ্য-স্থাপনের বিষয় সম্ভবতঃ মেগাস্থিনীস সেই সকল কাহিনী হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনীস সিংহল-দ্বীপের বিষয়ও অবগত ছিলেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে রাজপুত্র বিজয় সিংহল জয় করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনীস যে সময় ভারতে আগমন করেন, তখন সিংহল হিন্দু-রাজ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। গ্রীকগণ, সিংহল-দ্বীপকে 'তাপ্রোবেণ' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনীসের মতে ভারতবর্ষ এবং সিংহল-দ্বীপের মধ্যে একটি নদী বর্ত্তমান ছিল। সিংহল-দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে সুবর্ণ, মুক্তা, হস্তী প্রভৃতি পাওয়া যাইত। কিন্তু মেগাস্থিনীসের বহুপরবর্ত্তী ঐতিহাসিক ইলিয়ান বলিয়াছেন,—'সিংহলদ্বীপ পর্ব্বতাকীর্ণ এবং বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। অধিবাসিগণ কুটিরে বাস করিত এবং কলিঙ্গ-রাজ্যে নৌকা-যোগে হস্তী আনয়ন করিয়া তত্রত্য রাজার নিকট তাহা বিক্রয় করিত।' *

মেগাস্থিনীসের বর্ণনা অনুসারে গঙ্গানদীর স্বল্পতম পরিসর এক শত ষ্টেডিয়া এবং তাহার গভীরতা প্রায় আশী হস্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গঙ্গানদীর সহিত যে স্থলে অপর একটী নদী আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে, সেই সঙ্গমস্থলে 'পালিমবোথ্রা' (পালিবোথ্রা) নগরী অবস্থিত। ইহার আকৃতি আয়তক্ষেত্রের ন্যায়। কাষ্ঠ-প্রাচীর-বেষ্টিত সেই নগরীর চতুর্দ্দিক পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত। শত্রুর উপর বাণ-বর্ষণ করিবার জন্য প্রাচীর-গাত্রে ছিদ্র-সমূহ বিদ্যমান ছিল। নগরীর স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ জন্য সেই পরিখা-সাহায্যে

পালিমবোথ্রা।

* *Vide.* R. C. Dutt's *Civilisation in Ancient India.*

আবর্জনা-সমূহ দূরে সংবাহিত হইয়া থাকে। যে জাতির রাজ্যে সেই প্রসিদ্ধ নগরী অবস্থিত, সে জাতি 'প্রাসী' নামে অভিহিত হয়। তাহাদের রাজার পারিবারিক নাম 'পালিবোথ্রস'। যে সান্দ্রাকোট্রসের রাজ্যে মেগাস্থিনীস দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন, মেগাস্থিনীসের মতে, তিনিই সেই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতবাসী মৃতের কোনও স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করে না। জীবিতকালে তাঁহাদের যে আদর্শ-গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাঁহাদের সৎকার্য্যাবলীতে যে যশঃখ্যাতি প্রকাশ পায়, গাথা প্রভৃতিতে তৎসমুদায় পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মৃতের কীর্ত্তিস্মৃতি-রক্ষায় তাহাই তাঁহারা যথেষ্ট মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রধান নগরের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহা গণনাঙ্কে নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। নদী বা সমুদ্র-তীরে তাঁহাদের যে সকল নগর অবস্থিত, তাহা কাষ্ঠ-প্রাচীর-পরিবেষ্টিত। নগরমধ্যস্থ গৃহাদিও কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। অবিরল বারিবর্ষণে এবং প্রবল প্লাবনে পুনঃপুনঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বলিয়াই এইরূপ ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল। উচ্চ-ভূমিতে অবস্থিত নগরী-সমূহ ইষ্টক ও কর্দ্দম দ্বারা নির্ম্মিত হইত। পালিমবোথ্রা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী। প্রাসিয়ান-দিগের রাজ্যমধ্যে—যেখানে গঙ্গা ও ইরন্নবোয়া নদী সম্মিলিত হইয়াছে, সেইখানে—ঐ নগরী অবস্থিত। গঙ্গানদী ভারতের অন্যান্য নদী অপেক্ষা বৃহৎ। ইরন্নবোয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করিলেও পৃথিবীর অন্যান্য বৃহত্তম নদী ইহার সমতুল নহে। কিন্তু গঙ্গানদী অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম। নদীর উভয় পার্শ্বে পালিমবোথ্রা নগরীর দৈর্ঘ্য প্রতি দিকে ৮০ ষ্টেডিয়া। উহার বিস্তৃতি—পনের ষ্টেডিয়া। নগরের চতুর্দ্দিকে যে পরিখা আছে, তাহার বিস্তৃতি ছয় শত ফিট এবং গভীরতা ত্রিশ হস্ত। প্রাচীর-শীর্ষে ৫৭০টী চূড়া এবং নগরে ৪৬০টী সিংহদ্বার বর্ত্তমান। ভারতবাসী সকলেই স্বাধীন। তাহাদের কেহই ক্রীতদাস নহে। এ বিষয়ে তাহাদের সহিত লাকেডিমোনীয়-গণের তুলনা হইতে পারে। লাকেডিমোনীয়গণের মধ্যে যে ক্রীতদাস আছে, সে ক্রীতদাস হীন-কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আপনার স্বদেশবাসী দূরের কথা; ভারতবাসী আপনার শত্রুকে বা বৈদেশিকগণকেও ক্রীতদাসরূপে গ্রহণ করে না। *

ভারতবাসী মিতব্যয়ী। যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের মিতব্যয়িতার অশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তাহারা অপরিচ্ছন্ন ভাবে থাকিতে ভালবাসে না। তাহারা সর্ব্বদা সুনিয়মে বাস করিয়া থাকে। চৌর্য্যাপরাধে কচিৎ কেহ দণ্ডনীয় হয়। সান্দ্রাকোট্টাসের শিবিরে প্রায় চারি লক্ষ সৈন্য ছিল। এত লোকের মধ্যেও দিনে দুই শত 'ড্রাকমির' অধিক চুরির বিষয় শুনা যায় নাই। যে জাতির কোনও লিখিত বিধি ছিল না, যাহারা লিখনপ্রণালীতে অনভিজ্ঞ এবং যাহারা জীবনের প্রতি কার্য্যে একমাত্র স্মৃতির উপর নির্ভর করিত, তাহাদের মধ্যে এতাদৃশ সততা, এতাদৃশ সরলতা বড়ই আশ্চর্য্য-

ভারতের আচারাদি।

* The Indians are free, and not one of them is a slave. The Lakedaemonians and the Indians are here so far in agreement. Lakedaemonians, however, hold the Helots as slave and these Helots do servile labour; but the Indians do not even use aliens as slave and much less a countryman of their own."—*Fragment* XXVI, Mc. Crindle's Translation.

জনক। মিতব্যয়ী এবং সরলপ্রকৃতি বলিয়া তাহারা সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তাহারা উৎসবাদি কার্য্য ভিন্ন অন্য সময়ে মাদকদ্রব্য সেবন করে না। অন্ন তাহাদের প্রধান খাদ্য। অন্ন হইতে যে মাদকদ্রব্য প্রস্তুত হয়, কেবল তাহাই তাহারা পান করে; তদ্ভিন্ন অন্য কোনও মাদক তাহারা স্পর্শ করে না। তাহাদের বিধি-বিধান-সমূহ এবং চুক্তি প্রভৃতি এত সরল যে, তাহাদিগকে কদাচ আইন-আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। প্রতিভূ ও গচ্ছিত বিষয়ে তাহাদিগকে কখনও বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে দেখা যায় না, অথবা সাক্ষী বা নিদর্শনের কোনই আবশ্যক হয় না। ধর্ম্ম-বিশ্বাসে গচ্ছিত দ্রব্য রক্ষিত হয়; আর সে সম্বন্ধে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে। গৃহ বা সম্পদাদি রক্ষার জন্য কোনও প্রহরীর আবশ্যক হয় না। * এই সকল বিষয় হইতে তাহাদের সততা অবিসম্বাদিতরূপে সপ্রমাণ হয়। তাহাদের একটী কার্য্য সাধারণের অনুমোদিত নহে। তাহারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে আহার করে। একত্রভোজনের কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় অথবা কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রথা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। যাহার যখন ইচ্ছা, তখনই সে ভোজন করিয়া থাকে। তাহাদের সমাধি-সমূহ জাঁকজমকবিশিষ্ট নহে। আবলুস দ্বারা চর্ম্ম মর্দ্দন, তাহাদের শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম মধ্যে পরিগণিত। তাহাদের অশন-বসন আড়ম্বরহীন। তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ সুবর্ণের কারুখচিত এবং তাহাতে বহুমূল্য প্রস্তরাদি সুবিন্যস্ত। সুচিক্কণ মসলিন-বস্ত্রে নির্ম্মিত পুষ্পিত পরিচ্ছদও তাহাদিগকে পরিধান করিতে দেখা যায়। ভ্রমণকালে পরিচারকগণ মস্তকোপরি স্বর্ণছত্র ধারণ করিয়া থাকে। সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনে তাহাদের অশেষ প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির অনুকূল বিবিধ বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিতে তাহারা কুণ্ঠা বোধ করে না। সত্য এবং ধর্ম্ম তাহাদের নিকট সমভাবে আদরণীয়। প্রাচীনগণের জ্ঞান-গবেষণার বিশিষ্ট পরিচয় না পাইলে তাহারা তৎপ্রতি কোনও বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করে না। ভারতীয়গণের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত। মিথ্যা-সাক্ষ্য প্রদান করিলে সে সময়ে বিশেষ দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। কেহ কাহারও অঙ্গহানি করিলে, তাহারও সেই অঙ্গ ছেদন করা হইত; পরন্তু তাহার হস্তচ্ছেদেরও বিধি ছিল। শিল্পীর হস্ত বা চক্ষু হানি করিলে, তাহার প্রাণদণ্ড হইত। স্ত্রীলোকগণ রাজার শরীর রক্ষা করিতেন। তাঁহারা এক হিসাবে ক্রীতদাসী ছিলেন। সিংহদ্বারের বহির্ভাগে থাকিয়া প্রহরী এবং সৈন্যগণ পুরী রক্ষা করিত। মাদকদ্রব্য-সেবনে মত্ত কোনও স্ত্রীলোক রাজাকে হত্যা করিলে, সে স্ত্রীলোক পরবর্ত্তী রাজার মহিষী হইতেন। রাজপুত্রেরই সাধারণতঃ সিংহাসন-প্রাপ্তির নিয়ম। দিবাভাগে রাজা প্রায়ই নিদ্রা যাইতেন না। তবে

* "Theft is of very rare occurrence.... The simplicity of their laws and their contracts is proved by the fact that they seldom go to law. They have no suits about pledges or deposits, nor do they require either seals or witnesses, but make their deposits and confides in each other. Their houses and property they generally leave unguarded. These things indicate that they possess good, sober sense."—*Fragment*, XXVII. Mc. Crindle's translation.

তিনি প্রতি রাত্রে বহু বার শয্যা হইতে শয্যান্তরে গমন করিতেন। এইরূপে রাজার বিরুদ্ধে গুপ্ত-ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইত। যুদ্ধের সময় এবং বিচারকালে রাজা রাজধানী পরিত্যাগ করিতেন। সমস্ত দিন বিচারালয়ে থাকিয়া তিনি বিচার-কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন। দেবোপাসনা এবং শিকারের জন্য সময় সময় রাজধানীতে তাঁহার অনুপস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায়। মহিলাগণ সমভিব্যাহারে রাজা যখন শিকারে গমন করিতেন, তাহাদের চতুর্দ্দিকে বর্ষাধারী সৈন্যগণ সুসজ্জিত থাকিত এবং রজ্জু দ্বারা রাজপথাদি অবরুদ্ধ হইত। সে অবরোধের মধ্যে কেহ গমন করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইতে পারিত। বাদ্যকারগণ শোভাযাত্রার অগ্রে অগ্রে গমন করিত। বেষ্টনীর অন্তর্গত উচ্চাসনে সমাসীন হইয়া রাজা শিকারে প্রবৃত্ত হইতেন। তখন সশস্ত্র দুই জন মহিলা তাঁহার শরীর-রক্ষায় ব্রতী থাকিত। সশস্ত্র স্ত্রীলোকগণের মধ্যে কেহ রথে, কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ গজপৃষ্ঠে গমন করিত।

রাজ্য-ব্যবস্থা।

উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে কেহ ক্রয়-বিক্রয়-স্থানের, কেহ সহর-নগরাদির এবং কেহ সৈন্য-সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে ব্রতী ছিলেন। কাহারও প্রতি জলপথের, কাহারও প্রতি ভূমিপরিমাণাদি নির্দ্ধারণের, কাহারও প্রতি জল-নিঃসরণ-পথের তত্ত্বাবধানভার ন্যস্ত হইয়াছিল। যাহাতে সকলে সমভাবে জল প্রাপ্ত হয় এবং প্রধান জলাধার হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাধারে অনায়াসে জল-চলাচল করিতে পারে, তাহার বিশিষ্ট বিধি বিহিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত রাজকর্ম্মচারিগণের প্রতি শিকার-পরিদর্শন ভারও ন্যস্ত ছিল। শিকারিগণের দোষগুণানুসারে তাহাদিগের দণ্ডের বা পুরস্কারের ব্যবস্থা তাঁহারা করিতে পারিতেন। রাজকর-নিরূপণ, রাজকর-সংগ্রহ, বাণিজ্যশুল্ক-গ্রহণ, এবং কাঠুরিয়া, সূত্রধর, কর্ম্মকার এবং খনকদিগের কার্য্যাবলি পরিদর্শন তাঁহারা করিতেন। রাজপথ-নির্ম্মাণের ভারও তাঁহাদেরই উপর ন্যস্ত ছিল। প্রতি দশ ষ্টেডিয়া ব্যবধানে, দূরত্ব-জ্ঞাপক এক একটী স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাঁহারা নগর-সহরাদি পরিদর্শন করিতেন, তাঁহাদের ছয়টী বিভাগ ছিল। প্রতি বিভাগে পাঁচ জন করিয়া কর্ম্মচারী থাকিতেন। প্রথম বিভাগের কর্ম্মচারিগণ কেবলমাত্র শিল্পবিভাগ পরিদর্শন করিতেন। দ্বিতীয় বিভাগের কর্ম্মচারিগণ বৈদেশিকগণের আমোদ-উৎসব-ব্যবস্থায় নিরত থাকিতেন। বিদেশীয় অভ্যাগত-গণের বাসস্থান-ব্যবস্থায় এবং পরিচারকগণের দ্বারা তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা-নির্দ্ধারণে, তাঁহাদের পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদেশিকগণের স্বদেশ-গমনকালে প্রহরী দ্বারা তাঁহাদিগকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা সেই সকল কর্ম্মচারীই করিয়া দিতেন। বৈদেশিকগণের কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের পরিত্যক্ত বিত্ত-সম্পত্তি তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহাদের কেহ পীড়িত হইলে কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিতেন; কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাঁহাদের উপযুক্ত অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা হইত। তৃতীয় সম্প্রদায়ের কর্ম্মচারিগণ জন্ম ও মৃত্যুর হিসাব সংরক্ষণ করিতেন। শুল্ক-নির্দ্ধারণ এবং রাজকার্য্যের সৌকর্য্য-সাধন জন্য এই ব্যবস্থা বিহিত ছিল। চতুর্থ সম্প্রদায়ের কর্ম্মচারিগণের প্রতি বাণিজ্যাদি সংক্রান্ত বিবিধ বিধি-ব্যবস্থার ভার অর্পিত হইয়াছিল। পরিমাণ-জ্ঞাপক ওজনাদি তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। যে ঋতুতে

যে শস্য উৎপন্ন হইত, তাহা সাধারণের নিকট বিক্রয়ের ভার সেই সকল কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত ছিল। দ্বিগুণ কর প্রদান না করিলে কেহই একাধিক পণ্যদ্রব্যের ব্যবসায় করিতে পারিত না। পঞ্চম সম্প্রদায়ের কর্ম্মচারিগণ শিল্পজাত পণ্যাদির ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেন। নূতন ও পুরাতন পণ্য পরস্পর স্বতন্ত্রভাবে বিক্রীত হইবার ব্যবস্থা ছিল। উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করিলে বিক্রেতা কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইত। ষষ্ঠ শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণ বিক্রীত মূল্যের দশমাংশ কর সংগ্রহ করিতেন। যথাকালে রাজকোষে সে কর প্রদান না করিলে অথবা তদ্বিষয়ে ছল করিলে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইত। স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারিগণের পূর্ব্বোক্তরূপ কার্য্যবিধি নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু সমবায়-সূত্রে তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালীর ব্যবস্থা আবার অন্যরূপ বিহিত হইয়াছিল। তাঁহারা সমবায়-সূত্রে বিশেষ বিশেষ বিভাগ-সমূহের কার্য্যাবলিপরিদর্শন এবং জনহিতকর বিধি-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিহিত করিতেন। রাজকীয় প্রাসাদাদি পরিদর্শন, তাহাদের জীর্ণ-সংস্কার, পণ্যাদির মূল্য-নিরূপণ এবং ক্রয়-বিক্রয়-স্থান, পোতাধিষ্ঠান ও মন্দিরাদি পর্য্যবেক্ষণ—সমবায়-সূত্রে তাঁহারা নির্ব্বাহ করিতেন। নাগরক-প্রতিনিধি ভিন্ন আর এক শ্রেণীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা সৈনিক-বিভাগের তত্ত্বাবধান করিতেন। সে বিভাগে ছয়টী স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী-সম্প্রদায় ছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে পাঁচ জন করিয়া কর্ম্মচারী ছিলেন। নৌ-বিভাগের সহায়তার জন্য একটী সম্প্রদায় নিযুক্ত থাকিতেন। যুদ্ধোপকরণাদি সংবহন জন্য পশুযানাদির ব্যবস্থা সৈনিকগণের এবং ভারবাহী পশুদিগের রসদাদির এবং যুদ্ধায়ুধ সমূহের তত্ত্বাবধান ও বিধি-ব্যবস্থা তাঁহারা নিয়ন্ত্রিত করিতেন। যুদ্ধকালে বাদ্যাদির বন্দোবস্তের এবং ধ্বজপতাকা-বহনের জন্য লোকজনাদির ব্যবস্থার ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত ছিল। শিল্পী ও তাহাদের সহকারী, অশ্বাদি ও তাহাদের পরিচারকাদি, তাঁহারাই নিযুক্ত করিতেন। নির্ব্বিঘ্নে যথাসময়ে যাহাতে আবশ্যক-দ্রব্যাদি যথাস্থানে সংবাহিত হয়, সেই ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করিবার জন্য এই শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পদাতিকসৈন্য-ব্যবস্থা অপর এক বিভাগের কর্ম্মচারিগণ করিতেন। যুদ্ধহস্তী, অশ্ব ও রথাদির বিধি-ব্যবস্থার জন্য তিনটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজকীয় অশ্বশালায় হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি সংরক্ষিত হইত। যুদ্ধের উপকরণ অস্ত্রশস্ত্রাদি রাজকীয় যুদ্ধাগারে সংরক্ষিত থাকিত। এইরূপে সে সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যের রাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল।

ভারতের পৌরাণিক জাতি-সমূহের বিষয়ে মেগাস্থিনীস যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলে তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইতেছে। সেই সকল জাতির সম্বন্ধে মেগাস্থিনীস বলিয়াছেন,—'সে সকল জাতির মধ্যে কোনও জাতি পাঁচ বিঘৎ, কেহ বা তিন বিঘৎ উচ্চ। কেহ নাসিকাবিহীন; তাহাদের মুখের উপর দুইটী ছিদ্র আছে মাত্র। সেই ছিদ্র দ্বারা তাহারা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে; তিন বিঘৎ দীর্ঘ মনুষ্যের বিরুদ্ধে এক সময়ে সারসপক্ষী যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছিল। তিতির পক্ষীও যুদ্ধ করিতে ত্রুটি করে নাই। সে পক্ষীগুলি রাজহংসের ন্যায় বৃহৎ। *

পৌরাণিক জাতি-সমূহ।

* ঐতিহাসিকগণ বলেন, মেগাস্থিনীস এবং ডিমাকো বিশ্বাসযোগ্য নহেন। একমাত্র তাঁহারাই এরূপ

পূর্ব্বোক্ত তিন বিঘৎ পরিমিত জাতি সারসপক্ষীর ডিম্ব এবং শাবকসমূহ নষ্ট করিয়া ফেলিত। তাহাদেরই দেশে সারসপক্ষী ডিম্ব প্রসব করিত। তখন অন্য কোথাও সারস-পক্ষী দৃষ্ট হইত না। কখনও কখনও কৌতুক দেখিবার জন্য সেই সকল জাতি সারসপক্ষীর শরীরে তীর বিদ্ধ করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিত।' 'এনোটোকোটাই, এবং অপরাপর পার্ব্বত্য-জাতির উল্লেখ মেগাস্থিনীসের গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। সেই সকল জাতি কখনও লোকালয়ে আনীত হইত না। লোকালয়ে আসিলে তাহারা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিত। ঐ সকল জাতির পাদাঙ্গুলি বিপরীত দিকে অবস্থিত। সান্ড্রাকোট্টুসের রাজসভায় মুখবিহীন একজাতীয় মানুষ আনীত হইয়াছিল। গঙ্গার উৎপত্তিস্থানের সন্নিকটে তাহাদের বসতি ছিল। শুষ্ক মাংস খাইয়া তাহারা জীবনধারণ করিত; আর তাহাদের মুখগহ্বরের উপরিভাগস্থিত ছিদ্রদ্বয় দ্বারা তাহারা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিত; পুতিগন্ধময় দ্রব্যের আঘ্রাণে তাহারা ম্রিয়মাণ হইয়া যাইত। সেইজন্য তাহাদিগকে রাজকীয় শিবিরে সংরক্ষণ সম্ভবপর হইত না। অকিউ-পেড * নামক অপর এক জাতির বিষয় দার্শনিকগণ উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাহারা অশ্ব

সকল জাতির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, যাহারা কর্ণের উপর নিদ্রা যায়, যাহাদের মুখ নাই, যাহাদের নাসিকা নাই; যাহারা চক্ষুহীন, দৃষ্টিশক্তিবিহীন, বিপরীতমুখী পদবিশিষ্ট এবং দীর্ঘপদযুক্ত। বামনের সহিত সারস পক্ষীর যুদ্ধসংক্রান্ত যে উপকথা হোমারের গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়, মেগাস্থিনীস এবং ডিমাকো সেই উপকথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র। তাঁহারা স্বর্ণখননকারী পিপীলিকার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; বৃষ ও মহিষ প্রভৃতি গলাধঃকরণকারী সর্পের বিষয়ও তাঁহাদের গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। টেসিয়াসও তাঁহার গ্রন্থে বামন-জাতিকে ভারতের অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয়গণ সেই জাতিকে কিরাত (Kiratae) জাতির অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন। সেই কিরাত জাতি পর্ব্বতে এবং বনে বাস করিত; আর বন্য পশুপক্ষী শিকার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। খর্ব্বাকার বামন জাতির সহিত তাহাদের বিশেষ সাদৃশ্য বিদ্যমান। তাহারা শকুন প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিত,—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। সেই সকল বামন জাতি মঙ্গোলীয় বংশ সম্ভূত। সুতরাং তাহারা মঙ্গোলীয় জাতির আকৃতি প্রকৃতির সর্ব্ববিধ সৌসাদৃশ্যের সহিত পারদর্শিত হইয়াছে। মেগাস্থিনীস তদনুসারে নাসিকাবিহীন 'আমুক্‌টিরিস' (Amukteres) জাতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদেরই মুখের উপর দুইটী করিয়া গর্ত্ত আছে; তদ্দ্বারা তাহারা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। প্লিনির প্রপ্রোক্ত স্কাই-রাইট্‌স' (skyrites) এবং (পরিপ্লাস গ্রন্থের) কিরহাদাই (Kirrhadai) জাতিদ্বয়ের সহিত কিরাতগণের অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হয়।

বামনদিগকে টেসিয়াস ভারতের অধিবাসী বলিয়া গিয়াছেন। এদিকে আবার তাহাদিগকে মঙ্গোলীয় জাতি বলা হইয়াছে। এ হিসাবে দ্বিবিধ সিদ্ধান্তের বিষয় মনে হয়,—(১) সে সময় আরব, পারস্য প্রভৃতির ন্যায় মঙ্গোলিয়া পর্য্যন্ত ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, (২) অথবা মঙ্গোলীয়দিগের কোনও সম্প্রদায় ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। সিদ্ধান্ত যাহাই হউক, নাসিকাবিহীন জাতি প্রভৃতির বিষয় মেগাস্থিনীস প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ যাহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। পুরাণ-প্রসঙ্গে এতাদৃশ বহু উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ সেই সকল উপাখ্যানই গ্রীক-ঐতিহাসিকগণের বর্ণনার ভিত্তিস্থানীয়।

* এনোটোকোইটাই (Enotokoito) সংস্কৃত ভাষায় 'কর্ণপ্রাবরণ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মহাভারতের নানা স্থানে তাহাদের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন—অসভ্য বন্যজাতিসমূহের কর্ণ-দ্বয় সাধারণ মনুষ্যের কর্ণ অপেক্ষা বৃহৎ—ভারতবাসীরা সাধারণতঃ এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী। সেই ধারণার বশবর্ত্তী

অপেক্ষাও অধিকতর দ্রুতবেগে গমন করিতে পারে। এনোটোকোটাই জাতির কর্ণ তাহাদের পদদ্বয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। রাত্রিকালে তাহারা সেই কর্ণের উপর শুইয়া নিদ্রা যাইত। তাহাদের সেই কর্ণ এত দৃঢ় যে, তদ্দ্বারা তাহারা বৃক্ষ উৎপাটন করিতে পারিত, আর ধনুর্গুণ বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ ছিল। ভারতের অপরাপর পৌরাণিক জাতির মধ্যে 'মনোমাটো' জাতির কর্ণ কুক্কুরের কর্ণের ন্যায়। ভ্রূমধ্যে তাহাদের একটী চক্ষু অবস্থিত। তাহাদের কেশদাম ঊর্দ্ধমুখী এবং তাহাদের বক্ষস্থল রোমশ। * তাহাদের কর্ণ এক বিতস্তি-পরিমিত। 'আমুকতারি' নামক জাতি নাসিকাবিহীন। তাহাদের খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই। কাঁচা মাংস তাহারা ভক্ষণ করে। তাহারা অল্পায়ু—বয়োবৃদ্ধির পূর্ব্বেই তাহাদের জীবলীলা সাঙ্গ হয়। নিম্ন ওষ্ঠ হইতে তাহাদের ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ বহু উপরে অবস্থিত। এই জন্য তাহাদের মুখ বহু-বিস্তৃত। পিণ্ডার এবং সিমোনিদিস প্রমুখ কবিগণ হাইপারবোরিয়ানদিগের যে চরিত্র-চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, সে বর্ণনা-পাঠে বিস্ফৃতবদন ভারতীয় পৌরাণিক জাতির চরিত্র-চিত্র অনেকটা উপলব্ধি হইতে পারে। †

হইয়াই তাহারা কর্ণিকা, লম্বকর্ণ, কর্ণপ্রাবরণ, মহাকর্ণ, উষ্ট্রকর্ণ, ওষ্ঠকর্ণ, পাণিকর্ণ প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া ঐতিহাসিক হুইলার (*History of India*, Vol III P 179) নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন; যথা,—"It is easy for any one conversant with India to point out the origin of many of the so-called fables. The ants not as big as foxes, but they are very extra-ordinary excavators. The stories of men pulling up trees and using them as clubs, are common enough in the *Mahabharotta*, especially in the legends of the exploits of Bhima. Men do not have ears hanging down to their feet, but both men and women will occasionally elongate their ears after a very extraordinary fashion by thrusting articles through the lobe,...If there was one story more than another which excited the wrath of Strabo, it was that of a people whose ears hung down to their feet, yet the story is still current in Hindustan. Babu Johari Das says:—'An old woman once told me that her husband, a sepoy in the British army, had seen a people who slept on one ear and covered themselves with the other." (*Domestic Manner and Customs of the Hindus*, Banaras, 1860)." এতদুপাখ্যান হিমালয় প্রদেশে সন্নিবদ্ধ করা হইয়া থাকে। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ ফিচ (Fitch) ভারত পর্য্যটন করেন। ভুটানে তিনি একজাতীয় মানুষ দেখিয়াছিলেন, তাহাদের কর্ণ এক বিতস্তি পরিমিত।

* টেসিয়াস এবং ষ্ট্রাবো এই সকল বন্য জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের পদদ্বয়ের বিচিত্র গঠন জন্য তাহারা এন্টিপোডিস (Antipodis) আখ্যায় সমাখ্যাত হইয়াছিল। সেই হেতু তাহারা ইথিওপীয়গণের অন্তর্ভুক্ত হইত। গ্রীক-ঐতিহাসিকগণের বর্ণিত অকুপেদ এবং সংস্কৃত একপদ পরস্পর অভিন্ন। তাহারা 'কিরাত' জাতির অন্তর্ভুক্ত হইত। টেসিয়াসের গ্রন্থে 'মনোপোদি' এবং 'স্কিয়াপদী' জাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত জাতি তাহাদের পায়ের ছায়ায় সূর্য্যকিরণ আবৃত করিত।

† প্রসিদ্ধ কবি পিণ্ডারের মতে হাইপারবোরীয়গণ ইষ্টার নদীর মোহানার সন্নিকটে বাস করিত। তিনি নিম্নরূপে তাহাদের গুণগান করিয়াছেন,—

আদর্শ-রাজ্যের যে আদর্শ অর্থশাস্ত্রে প্রকটিত হইয়াছে, গ্রীকদূত মেগাস্থিনীসের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সে আদর্শের পূর্ণ-প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই। যে ভাবে যে দিক দিয়াই আলোচনা হউক না কেন, কিবা প্রাচ্য কিবা পাশ্চাত্য সকলকেই সে আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়—সে আদর্শ-রাজ্যের পূর্ণ-প্রতিষ্ঠার পরিচয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ত্তবিভাগের উন্নতি-সাধন যদি সে আদর্শের একতম অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয়; তাহা হইলে সে অঙ্গেরও যে পূর্ণ-পরিপুষ্টি সংসাধিত হইয়াছিল, মেগাস্থিনীসের গ্রন্থে তাহার প্রোজ্জ্বল নিদর্শন দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তদ্বিষয় এতৎপ্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। আদর্শের আর এক নিদর্শন—যুদ্ধবিগ্রহের সময় দেশের শান্তি-সংরক্ষণ। তাহারও যথেষ্ট নিদর্শন মেগাস্থিনীসের গ্রন্থে দেখিতে পাই। অধুনাতন কালে যত দূর-দেশেই যুদ্ধাদি সংঘটিত হউক না কেন, এক হিসাবে সমগ্র পৃথিবী সে যুদ্ধের কঠোরতায় অল্পবিস্তর অভিভূত হইয়া থাকে। ধন-জন-প্রাণও অনেক সময় সেরূপ স্থলে নিরাপদ নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই দূর অতীতকালে—পাশ্চাত্যমতে যখন ভারতে অসভ্য বর্ব্বর জাতির বসতি ছিল, যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান আদৌ স্ফূর্ত্তি লাভ করে নাই, যখন অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন ঘোর কুজ্ঝটিকার আবরণে সমগ্র ভারত সমাচ্ছন্ন ছিল,—সেই ঘোর দুর্দ্দিনে ভারতে

আদর্শ নীতি।

"But who with venturous course through wave or waste
To Hyperborian haunts and wilds untraced
E'er found his wondrous way ?
There Perseus pressed amain,
And 'midst the feast entered their strange abode,
Where hecatombs of asses slain
To soothe the radiant God
Astounded he beheld. Their rude solemnities,
Their barbarous shouts, Apollo's heart delight :
Laughing the rampant brute he sees
Insult the solemn rite.
Still their sights, their customs strange
Scare not the 'Muse', while all around
The dancing virgins range,
And melting lyres and piercing pipes resound.
With braids of golden bays entwined
Their soft resplendent locks they bind,
And feast in bliss the genial hour :
Nor foul disease, nor wasting wage,
Visit the sacred vace ; nor wars they wage,
Nor toil for wealth or power."

(A. Moor's Metrical Version).

যে সনাতন নীতির অনুসরণে দেশে শান্তি-সংস্থাপিত হইত; আজি এই সভ্যতার তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াও পাশ্চাত্য কোনও জাতিই সে আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইতেছেন না। মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় দেখিতে পাই,—সেই দূর অতীতে যখন এক পল্লীতে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি চলিত, অন্য পল্লী অনেক সময় সে সংবাদ জানিতেই পারিত না। সে যুদ্ধের আর একটী বিশেষত্ব এই ছিল যে, কৃষিজীবী কৃষকগণ নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে পারিত; তাহাদিগকে কদাচ যুদ্ধে আহ্বান করা হইত না। * অধুনাতন কালের সহিত তুলনায় মেগাস্থিনীসের এতদুক্তি প্রহেলিকাময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, এতাদৃশ রাজনৈতিক ব্যবস্থা অনেকের নিকট কবির কল্পনা বলিয়াও অনুমিত হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে সে আদর্শ-রাজ্যের রাজব্যবস্থায় ইহা যে সম্ভবপর হইয়াছিল, গ্রীক ও রোমীয় প্রাচীন ঐতিহাসিক এবং পুরাতত্ত্ববিদগণ তাহা সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। সেই সুপ্রাচীনকালে, যাহার জন্য যে বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সে বৃত্তি বা সে ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন বৃত্তি বা ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিলে তাহাকে সমাজে নিন্দনীয় হইতে হইত। তাই দেখিতে পাই, ব্রাহ্মণ সবৃত্তি ব্রহ্মোপাসনায় নিরত রহিয়াছেন, আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাখ্যায় জনগণের জ্ঞানোন্মেষ করিয়া তাহাদের মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছেন। তাই দেখিতে পাই,—ক্ষত্রিয় ক্ষাত্রধর্ম্মের রক্ষাকল্পে প্রাণমন উৎসর্গ করিয়া দেশের শান্তিরক্ষায় ব্যাপৃত

উত্তরকুরু সম্বন্ধে ভারতীয়গণের যে ধারণা ছিল, তদনুসরণে গ্রীসে হাইপারবোরিয়ানদিগের সম্বন্ধে বিবিধ উপকথা প্রচলিত ছিল, মেগাস্থিনীস তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। উত্তর-কুরু বলিতে উত্তরদিকের কুরুদিগকে বুঝাইত। সেণ্ট মার্টিন বলেন,—উত্তর-কুরুর ঐতিহাসিক ভিত্তি অপরিজ্ঞাত। কিন্তু সর্ব্বত্রই উহার প্রচলন সর্ব্ববাদি-সম্মত। বেদের পরবর্ত্তিকালের ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে এবং পুরাণাদিতে, যেখানেই ঐ শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই, সেখানেই উহার পৌরাণিক ভৌগোলিক সার্থকতা সপ্রমাণ হয়। মেরু-পর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্বে যে সকল পর্ব্বতমালা বিরাজিত, তাহারও বহু উত্তরে 'উত্তরকুরু' অবস্থিত ছিল। ঐ স্থানে জনসমাগম ছিল বলিয়া অনুমান হয় না। সেই উত্তরমেরু-প্রদেশে বহুসহস্রবর্ষজীবী উপদেবতাগণ এবং পুণ্যাত্মা ঋষিগণ বাস করিতেন। মর-জগতের কেহ সেখানে যাইতে পারিত না। প্রতীচ্যে হাইপারবোরিয়গণের সম্বন্ধে যে সকল উপকথা প্রচলিত, তদনুসরণে উত্তরকুরুদেশেও চিরপ্রবহমানা স্বর্গীয় প্রস্রবণ বিদ্যমান ছিল, অনেকে তাহা বলিয়া থাকেন। সেই প্রস্রবণের বিদ্যমানতা-হেতু উত্তর-কুরুতে শীতোষ্ণ সমানানুপাতে বর্ত্তমান থাকিত। *Vide*, St. Martin, *E'tude sur le Geographie* &c.

* They are exempted from military service and cultivate their lands undisturbed by fear. They never go to town, either to take part in its tumults, or for any other purpose. It therefore not unfrequently happens that at the same time, and in the same part of the country, men may be seen drawn up in array of battle and fighting at risk of their lives, while other men *close at hand* are ploughing and digging in *perfect* security, having these soldiers to protect them. The whole of the land is the property of the king, and the husbandmen till it on condition of receiving one-fourth of the produce. Vide, *Indika*, Bk. III, Fragment. XXXIII and Bk. I, Frag I.

রহিয়াছেন; তাই দেখিতে পাই,—বৈশ্য ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকিয়া দেশের ধনসম্পৎ বৃদ্ধি করিতেছেন; আর তাহাতে জনসাধারণের সুখ-সমৃদ্ধি অশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে।* এইরূপে যাহার যে ব্যবসায় যে বৃত্তি, সে তাহারই উৎকর্ষ-সাধনে ব্যাপৃত থাকিয়া অশেষ প্রকারে দেশের ও রাজ্যের হিত-সাধন করিতেছে। স্বয়ং নৃপতিও কর্ত্তব্য-পালনে সদাই প্রযত্নপর থাকিতেন। যাহা হউক, বৈদেশিকের বিবরণে তাঁহার আদর্শ রাজ্য-ব্যবস্থার পরিচয় পাইয়া কোন্ ভারতবাসী না গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন? দ্বিসহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে এই ভারত যে সমৃদ্ধির তুঙ্গশৃঙ্গে সমারূঢ় ছিল এবং যে নীতিতে অনুপ্রাণিত হইয়া যে শ্রেষ্ঠ আদর্শের অবতারণা করিয়াছিল, সে আদর্শ-প্রতিষ্ঠা—সে সমৃদ্ধির অবতারণা যে, বহু আয়াসের ফল—বহুকালব্যাপী কঠোর সাধনার পুণ্যপূত পীযূষধারা, সকলকেই মুক্তকণ্ঠে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। আজিকালি যেমন ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই দীর্ঘ সময়ে দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি দেখিতে পাই, দেশব্যাপী অন্নাভাব যেমন প্রতিদিনই প্রত্যক্ষীভূত হয়, সেই সুদূর অতীত-কালে—দ্বিসহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে, রাজব্যবস্থায় সে ভীষণতা যে আদৌ উপলব্ধি হইত না,—ভারতবাসী যে অনশনের কঠোর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইত না, তাহারও নিদর্শন গ্রীক ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থেই জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। মেগাস্থিনীস স্বয়ংই সে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—ভারতে কখনও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নাই, কিংবা দেশব্যাপী খাদ্যশস্যের অভাবও ভারতে কেহ কখনও অনুভব করে নাই। ইহা কি কম স্পর্দ্ধার কথা—ইহা কি অল্প গৌরবের বিষয়! ভারতবাসীর উদারতা, ভারতবাসীর সৌজন্য, ভারতবাসীর সেবাব্রত—আদর্শ-স্থানীয়। দয়া-দাক্ষিণ্যের যে অনন্ত প্রস্রবণ তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবহমান ছিল, কিবা স্বদেশী কিবা বিদেশী সকলেই তাহার পীযূষ-ধারায় অভিষিক্ত হইতেন। স্বদেশবাসী তো দূরের কথা, বিদেশীকেও তাঁহারা কদাচ ক্রীতদাসরূপে গ্রহণ করিতেন না। তাঁহারা বিদেশীর প্রতি এতাদৃশ অতিথিসৎকারপরায়ণ ছিলেন যে, তাঁহাদের আহার-বিহার ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে যাহা কিছু আবশ্যক হইত, তৎসমুদায়ের ব্যবস্থা-বিধানে তাঁহারা কদাচ পরাঙ্মুখ হইতেন না। তাঁহাদের জন্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হইত, তাঁহাদের শরীর-রক্ষার জন্য রক্ষিগণ নিযুক্ত ছিল। কেহ তাঁহাদিগের প্রতি অযথা উৎপীড়ন করিলে উৎপীড়নকারী কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইত। ফলতঃ, আগন্তুক বৈদেশিকগণকে অণুমাত্র অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়,—তৎপ্রতি ভারতবাসীর বিশেষ

---

* The fourth class consists of those who work at trades, of those who vend wares and of those who are employed in bodily labour. Some of these pay tribute and render to the state certain prescribed services. But the armour-makers and ship builders receive wages and their victuals from the King for whom alone they work. The general in command of the army supplies the soldiers with weapons, and the admiral of the fleet lets out ship on hire for the transport both of passengers and merchants."—Vide, *Indika*, Bk. III, Fragment XXXIII and Bk I, Frag. I.

লক্ষ্য ছিল। বৈদেশিকগণের কেহ পরলোকগমন করিলে, যথারীতি তাঁহার সৎকার করা হইত এবং তাঁহার ত্যক্ত-সম্পত্তি ন্যায্য উত্তরাধিকারীকে প্রদান করিবার ব্যবস্থা ছিল।

ভারতবাসীর আচার-নীতি প্রভৃতির যে পরিচয় মেগাস্থিনীস প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাও অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে। এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার দিনে, এই ব্যবহার-বিধান-প্লাবিত দেশে, তাৎকালিক ভারতবাসীর সততার বিষয় স্মরণ করিলে, মনে স্বতঃই এক সংশয়-প্রশ্নের উদয় হয়। বড় ক্ষোভেই বলিতে ইচ্ছা হয়,—এই কি সেই ভারত,—যে ভারতকুঞ্জ একদিন ঋষি-মহর্ষির কমকণ্ঠোচ্চারিত সামগানে মুখরিত হইত? এই কি সেই ভারত, যে ভারতের অভ্রভেদী যজ্ঞধূমে ত্রিদিব আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত? এই কি সেই ভারত, যে ভারতে একদিন সনাতন সত্য মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজ করিত? আর বলিতে ইচ্ছা হয়,—ইহারাই কি সেই ভারতবাসী, যাহাদের সততা-সৌজন্যে এক দিন সমগ্র জগদ্বাসী বিমুগ্ধ স্তম্ভিত হইয়াছিল; বলিতে ইচ্ছা হয়,—ইহারাই কি সেই ভারতবাসী; যাহাদের ত্যাগ দয়াদাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণরাজির প্রতি সমগ্র জগৎ সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিত? বলিতে ইচ্ছা হয়, ইহারাই কি সেই ভারতবাসী, যাহাদের বাক্যে সত্য মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিরাজ করিত? সত্য, সরলতা, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভূষণ তাহার অঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়াছে; তাই আজি তাহার এই আধ্যাত্মিক অধঃপতন। যে কীর্ত্তি-মেখলায় পরিবেষ্টিত হইয়া ভারত গৌরব-সম্ভ্রমের উচ্চ-চূড়ায় সমাসীন হইয়াছিল, তাহার সে মেখলা স্খলিত হইয়াছে; তাই সে আজি ক্ষোভে ম্রিয়মাণ। ধর্ম্মই ভারতের উন্নতির মূল। সত্য-সেবাই তাহার প্রতিষ্ঠার সোপান। ভারত আজ সেই সত্য-ধর্ম্ম হারাইয়াছে। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর কলি—অনন্ত অতীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া, দ্বিসহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের অবস্থার বিষয় আলোচনায় দেখিতে পাই, তখনও ভারতের সে সম্ভ্রম সে গৌরব পূর্ণ-প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। গ্রীক-দূত মেগাস্থিনীসই সে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। আজি যে সততার অভাব হইয়াছে, বিলাস-ব্যসনের ফলে ভারতবাসী যে দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নে নিপীড়িত হইতেছে, মেগাস্থিনীসের সে বিবরণ হইতে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। সেই সুদূর অতীতে ভারতবাসী মিতব্যয়ী ছিল, আহার-বিহারে সরলতা মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজ করিত—মেগাস্থিনীস তদ্বিষয়ে যথার্থ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। ভারতীয় ব্যবহার-বিধান এতই সরল ও সুগম ছিল যে, ভারতবাসী প্রায়ই বিচারালয়ের সাহায্য গ্রহণ করিত না। আধি এবং প্রতিভূ বিষয়ে তাহাদের সাক্ষীর বা স্বাক্ষরের আবশ্যক হইত না। তাহারা এতই সরল-প্রকৃতি ও ধর্ম্মভীরু ছিল এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি এতাদৃশ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিত যে, তাহারা বিনা-দলিলপত্রে অর্থ-সম্পৎ গচ্ছিত রাখিতে অথবা চুক্তি-সম্পাদন করিতে আদৌ কুণ্ঠা বোধ করিত না। পরস্পরের পরস্পরের প্রতি এতই বিশ্বাস ছিল যে, বিনা-প্রহরায় ধন-জন-স্ত্রী-পুত্রাদি রাখিয়া ভারতবাসী বিদেশে গমন করিত। চৌর্য্য, নরহত্যা প্রভৃতি নৃশংস কার্য্য ভারতের অধিবাসিগণ আদৌ জানিত না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তৎসমুদায় তাহারা বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখিত। প্রাচীনকালের এতাদৃশ গৌরবের সহিত

ভারতবাসীর সততা।

অধুনাতন এই নৈতিক অধঃপতনের তুলনা করিয়া সকলেই যে দুঃখে ও ক্ষোভে মস্তক অবনত করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইয়া পরধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া, ভারতবাসী যে সেই সত্য সরল পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থার তুলনায় সমালোচনা করিলে, সহজেই তাহা বোধগম্য হইবে। সত্য ও সরলতা মানুষের শিরোভূষণ। ভারতবাসীর সে শিরোভূষণ ছিল। তাই, যখন পৃথিবীর অপরাপর দেশ অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন, ভারত তখন সভ্যতার তুঙ্গ-শৃঙ্গে সমারূঢ়। ধর্ম্মবল—শ্রেষ্ঠ বল; ভারত যতদিন সে বলে বলীয়ান ছিল, ততদিন সমগ্র জগৎ তাহার নিকট মস্তক অবনত করিত; তাহার জ্ঞান-গৌরবে সকলেই ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল।

মেগাস্থিনীসের বর্ণনা হইতে ভারতবাসীর সাংসারিক জীবনের বিভিন্ন পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবাসীর আহার-বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, রাজকীয় আড়ম্বর প্রভৃতি সকল বিষয়েরই পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ মেগাস্থিনীসের গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে। সে

রাজকীয় আড়ম্বর।

সকলও ভারতের পূর্ব-প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক। ভারতের অধিবাসীরা শিল্প-বিজ্ঞানে অশেষ পারদর্শী ছিলেন, ভারতে বিবিধ বিভিন্ন ধাতুর খনি বর্ত্তমান ছিল, মেগাস্থিনীসের উক্তি হইতে তাহা সপ্রমাণ হয়। * স্বর্ণ-রৌপ্যাদি ধাতু-নির্ম্মিত অলঙ্কার অধুনাতন কালের ন্যায় তখনকার রমণীগণের অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিত, মেগাস্থিনীসের গ্রন্থে সে দৃষ্টান্তও জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। তৎকালে বিবিধ কারুখচিত স্বর্ণবিজড়িত বস্ত্রাদি রমণী-গণ ব্যবহার করিতেন; পোষাক-পরিচ্ছদে স্বর্ণ ব্যতীত আরও বহুমূল্য প্রস্তরাদি সন্নিবেশিত থাকিত। এখনকার মত সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির প্রয়াস, সে সময়েও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। মানসিক সৌন্দর্য্য-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যিক সৌন্দর্য্য সম্পাদনের বিবিধ প্রয়াস হইত, সে পরিচয়ে তাহাও সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। রাজকীয় আড়ম্বরের বর্ণনায় সে ভাব সম্পূর্ণ উপলব্ধ হয়। মেগাস্থিনীসের গ্রন্থে সে পরিচয় নিম্নরূপে প্রকটিত হইয়াছে; যথা,—মহিলা-রক্ষিগণ রাজার শরীর রক্ষায় নিযুক্ত থাকিত। কেবল অন্তঃপুর বলিয়া নহে; শিকার-গমনকালে এবং শোভাযাত্রার সময়েও এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। রাজা প্রতিদিন দরবারে বসিতেন। যখন তিনি দরবার-গৃহে গমন করিতেন, সৈন্যগণ এবং প্রহরী-সমূহ তখন পথের উভয় পার্শ্বে সজ্জিত হইয়া তাঁহার শরীর-রক্ষায় নিযুক্ত থাকিত। শিকার-গমনকালে অথবা উৎসবাদির সময়ে রাজা প্রাসাদ পরিত্যাগ করিতেন। তদ্ভিন্ন অন্য কোনও উপলক্ষেই তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতেন না। মহিলা-রক্ষিগণ তখন তাঁহার সঙ্গে যাইত। সৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিত। সশস্ত্র রমণীগণ রাজকীয় রথে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত; অশ্ব এবং হস্তিপৃষ্ঠেও কেহ কেহ গমন করিত। উৎসবাদি উপলক্ষে রাজা যখন বহির্গত হইতেন, তখন স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত পরিচ্ছদাবৃত অশ্ব ও হস্তী শ্রেণীবদ্ধভাবে তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিত। অশ্ব এবং হস্তীর পশ্চাতে ঘোটক-সংবাহিত রথ-সমূহ, এবং তৎপশ্চাৎ বিচিত্র-

* "The Indians were well-skilled in the arts, as might be expected of men who inhale a pure air and drink the very finest water &c."

পরিচ্ছদধারী ভৃত্যগণ বিবিধ উপকরণাদি বহন করিয়া লইয়া যাইত। স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত, বিবিধ বহুমূল্য প্রস্তর-শোভিত আসবাব-সমূহ তাহাদের তত্ত্বাবধানে সংবাহিত হইত। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন জাতীয় পশু-পক্ষীও সে শোভাযাত্রার সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধন করিত। যাহা হউক, মেগাস্থিনীসের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের আলোচনায়, ভারতের গৌরব-খ্যাতির এবং সমৃদ্ধি-প্রতিপত্তির অশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হই। ঐতিহাসিকগণের কেহ কেহ যদিও তৎসমুদায় অতিরঞ্জিত ও অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু তাহা হইলেও মেগাস্থিনীসের বিবরণ যে অমূলক নহে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহামতি চাণক্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্রে তাৎকালিক শাসন-সংক্রান্ত যে বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, মেগাস্থিনীসের বর্ণনা তাহার সহিত প্রায় সর্ব্বত্র অভিন্ন। একই বিষয়ের বর্ণনায় চাণক্য ও মেগাস্থিনীস উভয়েই যখন একই অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তখন একজনকে সত্যবাদী এবং আর একজনকে অসত্যবাদী কি করিয়া সপ্রমাণ করা যাইতে পারে? চাণক্যের সততা-বিষয়ে কেহ কোনও সন্দেহের ভাব প্রকাশ করেন নাই। সে হিসাবে মেগাস্থিনীসকেও অসত্যবাদী বলিতে পারি না। তবে কোনও কোনও স্থলে যথার্থ তথ্য অবগত হওয়ার সুযোগ এবং সুবিধা তাঁহার ঘটে নাই। তাই তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। একটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি। মেগাস্থিনীস এক স্থলে লিখিয়াছেন,—'ভারত-বাসী লেখাপড়া জানিত না; তাহাদের বিধি-বিধান-সমূহ স্মৃতি-পথে থাকিত।' কিন্তু মেগাস্থিনীসের এতদুক্তি যে আদৌ ভিত্তিহীন, প্রাচীন গ্রন্থ-পত্রের আলোচনায় তাহা সপ্রমাণ হয়। চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই যে ভারতে লিপি প্রচলিত ছিল, সে প্রমাণও সেই সকল গ্রন্থ-পত্রেই বিদ্যমান রহিয়াছে। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের নৌ-সেনাপতি নিয়ার্কাসের গ্রন্থ-পত্রের আলোচনা করিয়া ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন,—সে সময়ে বস্ত্রের উপর লিখন-কার্য্য সম্পন্ন হইত। রোম-সম্রাট অগাষ্টাসের নিকট ভারতীয় নৃপতি যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা বৃক্ষ-বল্কলে লিখিত। একমাত্র উত্তর ভারতেই সে বৃক্ষ জন্মিত। কার্টিয়াস বলেন,—সে বৃক্ষের বল্কল এতই নরম যে, কাগজের ন্যায় তাহা মুড়িয়া রাখা যাইত।* পুরাকালে সেই বল্কলোপরি এবং সুচিক্কণ বস্ত্রোপরি লিখন-কার্য্য সমাহিত হইত। সরকারী কার্য্যে এবং দলিলাদি লিখনে তাহাদের উপযোগিতা অশেষ প্রকারে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মেগাস্থিনীস যে বলিয়াছেন,—ভারতবাসী লিখন-কার্য্যে অনভিজ্ঞ ছিল, এতদালোচনায় তাহা ভিত্তিহীন বলিয়া সপ্রমাণ হয়।

---

* The tender side of the barks of trees receives written characters like paper.'—Curtius, VIII, 9 as quoted in *the Early History of India*, by V. A. Smith. অস্মদ্দেশে প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি ভূর্জ্জপত্রে লিখিত হইবার প্রথা ছিল। এখনও ভূর্জ্জপত্রের প্রাচীন পুঁথি অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ঐতিহাসিকগণ সেই ভূর্জ্জপত্রের প্রতিই লক্ষ্য করিয়াছেন। ডক্টর উইলসনও সে বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে কেনাড়ি অক্ষরে ভূর্জ্জপত্রের উপর লিখন-প্রণালী মান্দ্রাজ-অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, উইলসনের উক্তিতে তাহা সপ্রমাণ হয়। পত্রের উপরিভাগস্থ অক্ষর-সমূহ মুছিয়া পুনরায় লেখা চলিতে পারিত, উইলসন তাহা বলিয়া গিয়াছেন। *Vide* Wilson, *Mackenzie Collection*, 2nd Ed. Madras, 1882.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

———•———

অশোকবর্দ্ধন।

[অভিনব শক্তির অপূর্ব্ব-লীলা,—ভারত-ইতিহাসের বিচিত্রতা ;—প্রতিষ্ঠায় ও পতনে সে শক্তির ক্রিয়া,—বিন্দুসারে তাহার অভাব ;—অশোকের জীবনগতি পরিবর্ত্তনে ধর্ম্মের প্রভাব,—অনুশাসন-লিপিতে তাহার নিদর্শন ,—লোকানুরাগ, প্রতিষ্ঠার মূলীভূত,—অশোকের জীবনে তাহার সার্থকতা।]

কি এক অভিনব ক্রিয়া-শক্তি ভারতের ইতিহাসে সর্ব্বকালে সর্ব্বযুগে বিরাজিত রহিয়াছে! যে যুগের যে স্তরের ইতিহাসের অভ্যন্তরেই প্রবেশ করি না কেন, সর্ব্বত্রই সে ক্রিয়া-শক্তি প্রত্যক্ষীভূত হয়। যেখানেই প্রতিষ্ঠা, সেইখানেই গৌরব, সেইখানেই সে শক্তি ক্রিয়মাণা—সেইখানেই পূর্ণোদ্যমে সে শক্তির কার্য্য চলিয়াছে; আবার যেখানেই অধঃপতন, যেখানেই পদস্খলন, সেখানেই সে শক্তি বিনিদ্র বা তন্দ্রাভিভূত ;—সেখানেই সে শক্তির কার্য্যকারিতার অভাব।

অভিনব-শক্তির অপূর্ব্ব লীলা।

সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন বিধ্বস্ত হইতে বসিয়াছিল ;—অত্যাচার-প্রপীড়িত নরনারীর করুণ আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ হইতেছিল ;—দুঃখ-দুর্দ্দৈবের প্রগাঢ় অন্ধকারে সংসার ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল ; নিশা-অপগমে ঊষার আলোকের ন্যায় সহসা কে সে আঁধার দূর করিয়া দিল? বিচ্ছিন্ন রাজশক্তি কিরূপেই বা কেন্দ্রীভূত হইল, অথবা আর্ত্তের অশ্রুসিক্ত নয়নে কেমন করিয়াই বা আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল? সকলই সেই এক অভিনব শক্তির অপূর্ব্ব লীলা। জাতীয় জীবনে ধর্ম্মভাব যখন সুপ্ত হয়, তখনই বিভীষিকার রাজত্ব বিস্তৃত হইয়া পড়ে; আবার সে ভাব যখন জাগ্রৎ হইয়া উঠে, তখন আর ঐশ্বর্য্যের ও প্রভাবের অবধি থাকে না। ভারতের অতীত-বর্ত্তমান উত্থান-পতনের ইতিহাসে এতাদৃশ অবস্থা-বিপর্য্যয় প্রতি চক্ষুমান্ ব্যক্তিই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছেন। ইতিহাসের যে অঙ্কেই যশের বিমল জ্যোতিঃ প্রস্ফুট দেখিতে পাই, সেইখানেই ধর্ম্ম-শক্তি প্রবল পরাক্রমে কার্য্য করিয়া চলিয়াছে,—সেইখানেই ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বন্দ্বে ধর্ম্মই বিজয়মুকুট লাভ করিয়াছে। পুনশ্চ, যেখানে মুখ পরিম্লান, সেখানেই ধর্ম্মভাবের অভাব। এই বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াই ভারতবর্ষের যুগ-যুগান্তের ইতিহাস গঠিত হইয়া চলিয়াছে।

দিন গেল, মাস গেল, বর্ষ গেল; চন্দ্রগুপ্ত প্রতিভা কালসাগরে লীন হইল। কেবল জন্মমরণশীল সাধারণ পার্থিব পদার্থ মাত্রের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইলে সে নাম সে স্মৃতি সেই সঙ্গেই বিলুপ্ত হইত। তাহা হইলে আজ আর চন্দ্রগুপ্তের নামের সঙ্গে এমন বিজয়-দুন্দুভি-নিনাদ শ্রুতিগোচর হইত না। ভারতের কত রাজবংশে কত কত নৃপকুমার জন্মগ্রহণ করিয়া কালসাগরে বিলীন হইয়াছেন; কেহ তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত আজ আর উচ্চারণ করে না। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের

প্রতিষ্ঠায় ও পতনে।

নাম আজিও পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে প্রতিধ্বনিত হয় কেন? কারণ, তিনি ধর্ম্মশক্তির সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। 'ধর্ম্ম' শব্দের ব্যাখ্যায় আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, যাহা প্রজারক্ষায় লোকরক্ষায় সহায়, তাহাই ধর্ম্ম। * চন্দ্রগুপ্তের আচারে ব্যবহারে কার্য্যে ও রাষ্ট্রনীতিতে সেই লোকরক্ষার প্রজারক্ষার নিদর্শন দেদীপ্যমান। "পৃথিবীর ইতিহাস" ষষ্ঠ খণ্ডে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বে বিবিধ লোকহিতকর বিধিবিধানের আভাষ প্রদান করিয়াছি। চন্দ্রগুপ্ত কি প্রকার ধর্ম্ম-শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাহা নিঃসন্দেহে প্রতীত হইবে। যাঁহারা এতাদৃশ ধর্ম্ম-শক্তির অধিকারী হইতে পারেন, তাঁহারাই অক্ষয় পুণ্যস্মৃতি রাখিয়া যাইতে সমর্থ হন। দ্বাপরের পরে বহু বিপ্লব-বিবর্ত্তনের অভিঘাত সহ্য করিয়া ভারতবর্ষ যখন সংজ্ঞাহীন প্রাণহীন হইবার উপক্রম হইয়াছিল; চন্দ্রগুপ্ত তাহার মৃতকল্প-দেহে প্রথম প্রাণ-শক্তির সঞ্চার করেন, তখন ধর্ম্ম তাঁহার আশ্রয় হইয়াছিল। তাই আজি তাঁহার কীর্ত্তি বিশ্ব-বিশ্রুত। কেহ হয় তো কহিতে পারেন,—'ধর্ম্মপ্রাণতা তাঁহার প্রতিষ্ঠার কারণ নহে; তাঁহার প্রতিভাই তাঁহার স্মৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।' কিন্তু জ্ঞানিগণ তাহা স্বীকার করেন না। প্রতারকের প্রতারণা-বুদ্ধির মধ্যে এবং দস্যুর দস্যুতাকার্য্যেও অনেক সময় প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সে প্রতিভা—প্রতিভা নহে; তাহা দুষ্টা-বুদ্ধি মাত্র। যে প্রতিভা ধর্ম্মাশ্রয়ে অবস্থিত, তাহাই প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট প্রতিভা। ঐ চন্দ্রগুপ্তের শেষ ইতিহাসই যদি আমরা অনুসন্ধান করি, তাহাতেই বা আমরা কি দেখিতে পাই? সাম্রাজ্য তিনি আপন পুত্রকে অর্পণ করিয়া যান। পুত্র বিন্দুসার নিন্দার পাত্র ছিলেন না বটে; কিন্তু পিতৃ-প্রদত্ত সেই বিপুল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াও তিনি পিতার ন্যায় যশোভাজন হইতে পারিয়াছিলেন কি? অর্জ্জনের প্রাণান্ত পরিশ্রমে তাঁহাকে কাতর হইতে হয় নাই; অথচ, তিনি সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি-স্মৃতি প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইলেন না কেন? অন্য দিকে আবার দেখুন,—চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র, বিন্দুসারের পুত্র, অশোকবর্দ্ধন। পিতামহ অপেক্ষা তিনি কি অল্প যশোভাজন? অনুসন্ধান করিয়া দেখুন দেখি,—কি গুণে কেমন করিয়া আপামর সাধারণের শোক-সন্তাপ দূরীকরণে তিনি 'অশোক' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া যান? একমাত্র ধর্ম্মের আশ্রয় অবলম্বন করিয়াই কি তিনি আজি জগজ্জয়ী 'অশোক' নহেন? কেবল জনহিত-সাধন—লোকরক্ষা-কল্পে আত্মবিনিয়োগ—ইহা অপেক্ষা ধর্ম্মপ্রাণতা আর কি হইতে পারে? ফলতঃ, যেমন ভাবেই দেখি না কেন, ধর্ম্ম-শক্তিই সুপ্রতিষ্ঠার হেতুভূত। এক বার বলিয়াছি, দুই বার বলিয়াছি, আবারও বলিতেছি,—'ভারতের ইতিহাস—ধর্ম্মের ইতিহাস; ভারত যখন ধর্ম্ম-শক্তির আশ্রয় পাইয়াছে, তখনই সম্মানের উচ্চ-চূড়ায় আরোহণ করিয়াছে; আর যখনই সে শক্তি হারাইয়াছে, তখনই অধঃপথে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।' প্রতিষ্ঠার ও পতনের ইতিহাসের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রাণতার ও ধর্ম্মহীনতার সংশ্রব ভারতের ইতিহাসে যেন পর্য্যায়ক্রমে সংগ্রথিত রহিয়াছে।

---

* "পৃথিবীর ইতিহাস", দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ, 'ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়' প্রসঙ্গে 'ধর্ম্ম' শব্দের মর্মার্থ অবগত হউন।

রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে, ধর্ম্মপ্রাণতাই যে তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠার মূল, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রতিপন্ন হয়। যে দিন হইতে তিনি ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, যে দিন হইতে তাঁহার প্রাণ ধর্ম্ম-সাধনায় অনুপ্রাণিত হয়, সেই দিন হইতেই তাঁহার পুণ্য-স্মৃতি সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাঁহার জীবন-চরিতের প্রধান উপাদান—শিলালিপি, স্তম্ভলিপি, প্রস্তর-গাত্রে খোদিত অনুশাসন-সমূহ। চাণক্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্র যেমন চন্দ্রগুপ্তকে অমর করিয়া রাখিয়াছে, পর্ব্বত ও স্তম্ভ গাত্রোৎকীর্ণ লিপি-পরম্পরাও তেমনি অশোক-বর্দ্ধনকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছে। তাঁহার জীবন-চরিতের উপাদান অনুসন্ধান করিতে হইলে তৎপ্রবর্ত্তিত লিপি ও অনুশাসন-সমূহই প্রধান সহায়। সে পক্ষে অন্য সহায়—গ্রীসদেশীয় ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থ-সমূহে বিচ্ছিন্নভাবে বিক্ষিপ্ত বিবরণ-সমূহ, এবং সিংহল-দ্বীপে প্রচারিত পালিভাষায় লিখিত গ্রন্থ-সমূহ। বৈদেশিকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে, অস্মদ্দেশীয় কিংবদন্তীমূলে এবং পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে, অশোকের চরিত্র সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন উপাদান-সমূহের মধ্য হইতে অশোকের যে চরিত্র-চিত্র প্রস্ফুট হইতে পারে, তদ্দ্বারা ধর্ম্মপ্রাণতাই তাঁহার জীবনের প্রধান অবলম্বনীয় ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল তিনি রাজ-সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে প্রথম-চতুর্থাংশ—অনধিক দশ বৎসর কাল—তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠার কোনই নিদর্শন বিদ্যমান নাই। ইহার পর তিনি যে দিন হইতে ধর্ম্মের সেবায় মনঃপ্রাণ অর্পণ করিলেন, জনহিতকর বিধি-বিধানের প্রবর্ত্তনায় বদ্ধপরিকর হইলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার যশঃ-সৌরভ দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইতে লাগিল। পর্ব্বত-গাত্রে তাঁহার যে অনুশাসন-সমূহ অঙ্কিত আছে, প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ তৎসমুদায়ের পর্য্যায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। সেই পর্য্যায়ের মধ্যে ত্রয়োদশ পর্য্যায়ভুক্ত অনুশাসন তাঁহার রাজত্বকালের নবম বর্ষে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। সেই অনুশাসন-লিপি তাঁহার জীবনগতি পরিবর্ত্তনের—তাঁহার প্রাণে ধর্ম্মভাব উন্মেষণের—নিদর্শনরূপে বিদ্যমান দেখি। তাঁহার সেই প্রখ্যাত অনুশাসন-লিপির মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রকটিত করিতেছি। তাঁহার জীবন যে ভাবে পরি-বর্ত্তিত হইয়াছিল, অনুশাসনের লিপি সে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সে লিপি এই,—

"অ(ষ্ট ব)য অভিসিতস দে(ব)নং প্রিয়স প্রিয়দ্রশি(স) রঞো ক(লিগ বিজিত) (দিয়ধ)মত্রে (প্রণশতসহস্রে) যে ততো অপবুঢে শতসহস্র(ম)ত্রে তত্র হতে বহু (তবতকে) মুটে (।) ততো (প)ছ অধুন লধেষু (কলিগেষু) তিব্রে ধ্রম(পলনং) ধ্রম(ক)মত ধ্রমনুশস্তি চ দেবন প্রি(য)স। সো অস্তি অনুসোচন(ং) দেবন প্রিয়স বিজিনিতু (ক)লিগ(নি)। অবিজিতং হি (বিজি)নমনি (যে) তত্র বধো ব (ম)রণং ব অপব-(হো) ব জনস (।) তং বঢং বেদনিয়মতং গুরুমতং চ দেবনং প্রিয়স (।) ইমং পি চু ততো গুরুমত(ত)রং (দেব)নং প্রিয়স (।) তত্র হি বসংতি ব্রমণ ব শ্রমণ ব অংঞে ব প্রষংড গ্র(হ)থ ব যেষু বিহিত এষ অগ্রভু(টি) সুশ্রুষ মতপিতুষু সুশ্রুষ গুরুণং সুশ্রুষ (মিত্র)সংস্তুত সহয়ঞতিকেষু (দ)সভ(ট)কনং সম্মপ্রতিপতি দিঢ

ধর্ম্মের প্রভাব।

(গুতিস্ত) (।) তেমং তত্র ভোতি অপগথো ব বধো ব অভিরতন ব নিক্রমণং (।) সেহ ব পি সংবিহিতনং (সে)হো অবিপ্রহিনো এ(তে)স মিত্রসংস্তুতসহয়ঞতিক ব্যসন প্রপুণতি (।) তত্র তংপি তেষ বো অপগ্রথো ভোতি (।) প্রতিভগং চ এতং সব্রং মনুশনং গুরুমতং চ দেবনং প্রিয়স (।) নস্তি চ একতরস্পি পি প্রষংডস্পি ন নম প্রসদো । সো যমত্রো (জনো) তদ কলিগে হতো চ মুটো চ অপবু(ঢো) চ ত(তো) শততগে সহস্রভগং ব অজ গুরুমতং বো দেবনং প্রিয়স (।) যো পি চ অপকরেয় তি ছমিতবিয়মতে বো দেবনং প্রিয়স যং শকো ছমনয়ে। য পি চ অটবি দেবনং প্রিয়স(বি)জিতে ভোতি ত পি অনুনেতি অনুনিঝপেতি (;) অনুতপে পি চ প্রভবে দেবনং প্রিয়স (।) বুচতি তেষ ঃ—কিতি(?) অবত্রপেয়ু ন চ হংঞেয়স্ন (।) ইছতি হি দেবনং প্রিয়ো সব্রভুতন অছতি সংযমং সমচরিয়ং রভসিয়ে। এযে চ ম(খ)মুতে বিজয়ে দেবনং প্রিয়স যো ধ্রমবিজয়ো সো চ পুন লধো দেবনং প্রিয়স ইহ চ স(ব্রে)যু চ অংতেষু অসষু পি যোজন-শ(তে)ষু যত্র অংতিয়োকো নম যোনরজ পরং চ তেন অংতিয়োকেন চতুরে (৪) রজনি তুরময়ে নম অংতিকিনি নম মক নম অলিকসুদরো নম নিচ চোড পংড অব তংবপংনিয় এবমেব হিদরজ (।) বিশবজ্রি যোন কংবোযেষু নভকে ন(ভি)তিন ভোজ পিতিনিকেষু অংধ্র পুলি(দে)ষু সবত্র দেবনং প্রিয়স ধ্রমনুশস্তি অনুবটংতি (।) যত্রপি দেবনং প্রিয়স দুত ন ব্রচংতি তে পি শ্রু(তু) দেবনং প্রিয়স ধ্রমবুটং বিধেনং ধ্রমনুশস্তি ধ্রমং (অনু)বিধিয়ংতি অনুবিধিয়িশংতি চ (।) যো (চ) লধে এতকেন ভোতি সবত্র বিজয়ো স(বত্র পুন)বিজয়ো প্রিতিরসো সো (।) লধ (ভোতি) প্রীতি ধ্রম বিজয়স্পি (।) লহুক তু খো স প্রিতি (।) পরত্রিক মেব মহফল মেঞতি দেবনং প্রিয়ো : এতয়ে চ অঠয়ে অয়ো ধ্রমদিপি (দি)পিস্ত কিতি (?) পুত্র পপোত্র মে অস্ত নবং বিজয়ং ম বিজেতবি(য়)ং মঞিষু ক...যো বিজয়ে(ছং)তি চ লহুদং(ড)তং চ রোচেতু তং এ(ব) বিজ মঞ (।) যো ধ্রমবিজয়ে সো হিদলোকিকো পারলোকিক সত্র চ নিরতি ভোতু য (শ্র)মরতি (।) স হি হিদলোকিক পরলোকিক ।"—১৩শ অনুশাসন ।

মর্ম্মার্থ,—রাজ্যাভিষেকের অষ্টম বর্ষে দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী কলিঙ্গ-দেশ জয় করিয়াছিলেন। কলিঙ্গ-বিজয়ে এক লক্ষ লোক নিহত এবং দেড় লক্ষ লোক দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ লোক প্রাণত্যাগ করে। কলিঙ্গ-দেশ-বিজয়ের পর দেবপ্রিয় রাজার মন ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। কলিঙ্গ-বিজয়ের পর, দেবপ্রিয়ের অনুশোচনা এতাধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তিনি ধর্ম্মের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ এবং ধর্ম্মপ্রীতি অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নহে, যাহাতে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সে রাজ্য-বিজয়ে নরহত্যা, মৃত্যু ও বন্দী হওয়া অবশ্যম্ভাবী,—আমি তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুধাবন করিয়াছি। এ সকলই আমার বিশেষ কষ্টের এবং অনুশোচনার কারণ। প্রিয়দর্শীর বিশেষ গুরুতর কষ্টের কারণ এই যে, বিজিত রাজ্যের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, সন্ন্যাসী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপরায়ণ এবং গার্হস্থ্য-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ বাস করেন। তাঁহারা সকলেই বয়োজ্যেষ্ঠের

সেবা করিয়া থাকেন, গুরুসেবায় নিযুক্ত আছেন, পিতৃমাতৃপরিচর্য্যায় প্রাণমন উৎসর্গ করিয়াছেন; জ্ঞাতি, বন্ধু, দাস, ভৃত্য প্রভৃতি সকলেরই প্রতি তাঁহারা স্নেহপরায়ণ এবং সকলেরই প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেরই প্রতি দৃঢ়ভক্তিযুক্ত। সে রাজ্যে এতাদৃশ কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন; কাহারও বা প্রাণ বিনাশ হইয়াছে, কেহ বা প্রিয়জন বিচ্ছেদ-যাতনা-ভোগ করিয়াছেন; কেহ বা নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। যদিও অনেকে পলায়ন করিয়া নিরাপদ স্থানে গমন করেন এবং বিপদের হস্ত হইতে উদ্ধার পান; কিন্তু তাঁহাদের বন্ধু-বান্ধব, তাঁহাদের জ্ঞাতিবন্ধু-আত্মীয়-স্বজন নির্য্যাতন ভোগ করেন। সে নির্য্যাতনে প্রকারান্তরে তাঁহারাই নিগৃহীত হন,—তাঁহাদেরই ধ্বংস সাধিত হয়। এই অবস্থা প্রায় সকলেরই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী এতাদৃশ বিভিন্নমুখী অন্যায়-অত্যাচারে বিশেষ অনুতপ্ত ও শোকগ্রস্ত হইয়াছেন। পৃথিবীতে এমন দেশ অতি বিরল, যেখানে ব্রাহ্মণ, শ্রমণ এবং পুণ্যাত্মগণ বাস না করেন এবং সর্ব্বত্র সম্মানিত ও সম্বর্দ্ধিত না হন; অথবা এমন কোনও স্থান দৃষ্টিগোচর হয় না, যেখানে তাঁহারা কোন-না-কোনও ধর্ম্ম প্রচার না করেন; কিংবা এমন রাজ্যও অতি বিরল, সেখানকার অধিবাসীরা একই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী। এই জন্যই,—কলিঙ্গ-দেশের যুদ্ধের ফলে বহু সহস্র ব্যক্তির কেহ নিহত, কেহ বন্দী এবং কেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায়,—দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী আজ সহস্র গুণ ক্ষুব্ধ, দুঃখিত এবং অনুতপ্ত হইয়াছেন। কলিঙ্গের যুদ্ধে যে পরিমাণ লোক নিহত হইয়াছে, অথবা যুদ্ধের ফলে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের শত সহস্র ভাগ ব্যক্তির মৃত্যুতেও তিনি এখন দুঃখিত এবং অনুতপ্ত। সেইজন্য দেবপ্রিয় এক্ষণে সকল প্রাণীর নিরাপদ কামনা করেন। যাহাতে সকলে শান্তিতে কালযাপন করিতে পারে, যাহাতে সকলেরই হৃদয় দয়াপরবশ হয়, দেবপ্রিয় এক্ষণে তাহাই কামনা করিতেছেন। দেবপ্রিয় তাহাকেই ধর্ম্মের জয় বলিয়া মনে করেন। এক্ষণে যদি কেহ তাঁহার কোনও অনিষ্ট করিতে উদ্যত হয়, দেবপ্রিয় তাহা অশেষ সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করিবেন। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শীর রাজ্যের অরণ্য-মধ্যে যত অরণ্যচারী বাস করে, তিনি তাহাদের সকলেরই প্রতি কৃপালু হইবেন। যাহাতে তাহাদের মনে ধর্ম্মভাবের উন্মেষ হয়, যাহাতে তাহারা ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারে, দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শীর তাহাই আকাঙ্ক্ষা। তাহারা অন্য ভাবে ভাবুক হইলে, দেবপ্রিয়ের তাহা অশেষ অনুতাপের কারণ হইবে। তাহারা অসৎকার্য্য পরিত্যাগ করুক—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। তাহা হইলে তাহারা উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে। সকলেই যাহাতে সংযমী হয়, শান্তি ও আনন্দে কালযাপন করিতে পারে, দেবপ্রিয় তাহাই ইচ্ছা করেন। নিজ-রাজ্যে এবং তাহার পারিপার্শ্বিক রাজ্য-সমূহে, প্রায় ছয় সাত যোজন-ব্যাপী ভূখণ্ডে—যবন রাজা এণ্টিওকসের রাজ্যে, যবন রাজা ছাড়িয়া সুদূরবর্ত্তী টলেমি, এণ্টিগোনস, মেগাস এবং আলেকজাণ্ডার প্রভৃতির অধিকৃত রাজ্য-সমূহে, দক্ষিণদিকে চোল, পাণ্ড্য হইতে আরম্ভ করিয়া তাম্রপর্ণি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে,—ধর্ম্ম বিজয় লাভ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত, বিশবজ্রি, যোন (যবন), কাম্বোজ, নাভক, নভপন্তী, ভোজ, পিট্টিনিক, অন্ধ্র, পুলিন্দ প্রভৃতি পুলকল রাজ্যেই দেবপ্রিয়ের

ধর্মোপদেশ অনুসৃত হয়, ইহাই দেবপ্রিয়ের ইচ্ছা। যাঁহাদের নিকট দেবপ্রিয়ের দূতগণ প্রেরিত হইয়াছেন, তাঁহারা দেবপ্রিয়ের ধর্মোপদেশ শ্রবণমাত্র তাহার অনুবর্ত্তী হইতেছেন। যাঁহাদের নিকট দূতগণ গমন করিতে পারে নাই, তাঁহারাও সে উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহা গ্রহণ করিতেছেন। এইরূপে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের বিজয় ঘোষিত হইতেছে।...দেবপ্রিয় তাহাতে বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেছেন। কিন্তু সত্য বলিতে কি, এ আনন্দকেও তিনি মুখ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। তিনি তাহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে করেন। তাঁহার মতে, ধর্ম্মের বিজয় অপেক্ষা পারলৌকিক মঙ্গলই শ্রেয়ঃসাধক। তাহাই বাঞ্ছনীয় এই ধর্ম্মলিপি খোদিত করিবার উদ্দেশ্য—যেন আমার পুত্র-পৌত্রাদি বংশধরগণ নূতন রাজ্য-বিজয় আবশ্যক বলিয়া মনে না করে। তাহারা যদি কখনও দেশ জয়ে উদ্বুদ্ধ হয়, তাহারা যেন সর্ব্বত্র সমদর্শী এবং বিনয়ী হয় এবং তাহাতেই আনন্দ অনুভব করে। তাহারা যেন মনে রাখে যে, তরবারির সাহায্যে বিজয় লাভ করা যায় না। ধর্ম্মবিজয়ই প্রকৃত বিজয়; তাহাতে ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ-শান্তি লাভ হয়। তাহারা যেন ধর্ম্ম বিজয়েই উৎসুক হয়; তাহাই ইহকালে এবং পরকালে তাহাদের মঙ্গলপ্রদ হইবে।

কলিঙ্গ-বিজয়ের পর এই অনুশাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কলিঙ্গ-জয়ের যুদ্ধে নর-শোণিত-স্রোতে বসুন্ধরা প্লাবিত হওয়ায় তাঁহার হৃদয়ে ভাবান্তর উপস্থিত হয়। ঘাত-প্রতিঘাত সংসারের নিয়ম। উন্মাদনার পর অবসাদ—প্রকৃতির বিধান। অনেকে তাই সিদ্ধান্ত করেন, কলিঙ্গ-যুদ্ধে অসংখ্য লোকক্ষয়ের পর অশোকের মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার দেশ-বিজয়ের উন্মাদনায় শান্তিপরায়ণতার অবসাদ আনিয়া দিয়াছিল। সেই সূত্রেই তিনি সদ্ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অশোকের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে এবম্বিধ নানা কাহিনী প্রচারিত আছে। দুষ্কর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া পরিশেষে অনুতাপ উপস্থিত হয়। সেই অনুতাপের ফলে অশোকবর্দ্ধন ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য খ্যাপনোদ্দেশে বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ অশোকের কত কদাচারের কথাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করায় সেই সকল অপকর্ম্মের হস্ত হইতে তিনি নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন;—বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ প্রধানতঃ এই কথাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অশোকের প্রকৃত চরিত্র অনুধাবন করিতে হইলে, ঐ সকল সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়। মনে হয়—অপকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া ধর্ম্মান্তর-গ্রহণে তিনি যে মুক্তি-পথের পথিক হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তাঁহাতে জন্মগত পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত যে সদ্বৃত্তির সমাবেশ ছিল, বীজরূপে অবস্থিত থাকিয়া তাহাই ক্রমে অঙ্কুরিত, মুকুলিত ও পল্লবিত হইয়াছিল।

সদ্বৃত্তি বীজরূপে হৃদয়ে উপ্ত থাকে। সৎসঙ্গ সদালোচনা রূপ জলসেক প্রাপ্ত হইলে তাহা অঙ্কুরিত হয়। অপকর্ম্ম করিয়া অনুতপ্ত হইয়া অশোক যে ধর্ম্মপথের পথিক হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। যদিও তাঁহার সম্বন্ধে বহু কলঙ্ক-কাহিনী প্রচারিত আছে; কিন্তু তৎসমুদায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী ভিক্ষুগণের কল্পিত কাহিনী বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। কলিঙ্গ-জয়ে যে নরহত্যার বিষয় প্রচারিত আছে, প্রত্যক্ষভাবে তাহাতে তাঁহার যোগাযোগ কতদূর ছিল,

লোকানুরাগ প্রতিষ্ঠার মূল।

তাহার প্রমাণ নাই। দেশ-বিজয়ের আদেশ তিনি প্রদান করিতে পারেন; কিন্তু তাদৃশ নরহত্যায় তিনি যে উৎসাহ দিয়াছিলেন, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। ভ্রাতৃবধ প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার যে নৃশংসতার উপাখ্যান সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাও ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি, অপকর্ম্মে অনুতপ্ত হইয়া তিনি যে সৎপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা নহে; তাঁহার হৃদয়ের সদ্বৃত্তি-সমূহই তাঁহাকে সৎপথাবলম্বনে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। অতি অল্প বয়সে তিনি রাজ্যশাসনভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার পিতা বিন্দুসার তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি রাজ্যশাসন-ভার অর্পণ করেন। জ্যেষ্ঠ-পুত্র বিদ্যমানেও তিনি যে অশোককে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান, তাহারই বা কারণ কি? বিন্দুসার শান্ত-প্রকৃতি নিরীহ নৃপতি ছিলেন। বিন্দুসারের রাজত্বকালে দেশ-মধ্যে কোনরূপ বিপ্লব-বিদ্রোহ উপস্থিত হয় নাই। রাজ্যমধ্যে শান্তি বিরাজ করিবে,—ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্য অনুসারেই শান্তিপ্রিয় পুত্র অশোককে তিনি রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া যান। আপন প্রকৃতির অনুরূপ প্রতিভূ-নির্ব্বাচনই স্বভাব-সিদ্ধ। এদিকে অশোকের বাল্যজীবনে তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ চরিত্রের কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। পিতৃ-বর্ত্তমানে তিনি যখন তক্ষশিলার শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তখনও তিনি শান্তিপ্রিয় শাসনকর্ত্তা বলিয়াই অভিহিত হইতেন। পরিশেষে পিতৃপ্রদত্ত রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াও তিনি শান্তিপ্রিয়তারই পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার জীবন-বৃত্ত আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারি, তিনি বুঝিয়াছিলেন,—লোকানুরাগই প্রতিষ্ঠার মূল; বুঝিয়াছিলেন,—বাহুবল বল নহে, অস্ত্রবলে সাম্রাজ্য রক্ষা হয় না; সুশাসন সুপালনের গুণে জনসাধারণের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারিলেই সাম্রাজ্যের ভিত্তি-ভূমি দৃঢ় হয়। কিসে জনসাধারণ প্রীতি লাভ করে, কি উপায়ে দেশ-মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হয়, জনহিতকর কার্য্য-পরম্পরার অনুষ্ঠান দ্বারা, জনসেবার ব্রত উদ্‌যাপনে, তিনি সারাজীবন তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিগত শান্তি-প্রিয়তার প্রভাবে ভারতবর্ষে শান্তি-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন,—জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই, জীবহিতসাধনে জীবন বিনিয়োগ করিতে পারিলেই, লোকানুরাগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেই, শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে; আদর্শ-রাজ্য, আদর্শ-নৃপতি তাহাকেই বলে, যে রাজ্যের যে নৃপতি প্রজাসাধারণকে স্নেহ-করুণার আকর্ষণে আপনার জন করিয়া লইতে পারেন। দয়াপ্রবণতা, সরলতা, ন্যায়নিষ্ঠা, সত্যপরায়ণতা প্রভৃতির প্রভাবেই আদর্শ রাজ্য ও আদর্শ নৃপতি প্রতিষ্ঠিত। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকে সে আদর্শ পূর্ণ-প্রকটিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:•:—

অশোকের বাল্য-জীবন।

[ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা;—অশোকের চরিত্রে তাহার দৃষ্টান্ত;—অশোকের চরিত্রে কলঙ্ক-লেপ;—সে কলঙ্ক-ক্ষালনে কয়েকটী যুক্তি;—বিভিন্ন বিষয়ে কলঙ্ক-গাথা;—বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন কিংবদন্তী মূলে কলঙ্ককাহিনী;—ব্রহ্মদেশীয় কিংবদন্তী;—কাশ্মীরদেশীয় এবং মহাবংশোক্ত কাহিনী-পরম্পরা,—তিব্বতদেশীয় কাহিনী;—সিংহলদেশীয় কিংবদন্তী;—ভারতীয় আখ্যায়িকা,—উপসংহার।]

ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা।

ভারতের ইতিহাস, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধর্ম্মের ইতিহাস। যে যুগের যে ইতিহাসই আলোচনা করি না কেন, যে স্তরের যে ইতিহাসের অভ্যন্তরেই প্রবেশ করি না কেন, সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই—সেই একই প্রভাব সর্ব্বদা সমভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যখনই যে রাজ্যের উত্থান-পতনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, যখনই যে রাজার সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হইতে দেখি, তখনই সেই উত্থান-পতনের মধ্যে, সেই গৌরব-পদস্খলনের অভ্যন্তরে, সেই ধর্ম্ম-শক্তিরই বিচিত্র লীলা প্রত্যক্ষ করি। ধর্ম্ম বল শ্রেষ্ঠ বল; ধর্ম্ম-শক্তি—শ্রেষ্ঠ-শক্তি। সেই ধর্ম্মবলে বলী হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, সেই ধর্ম্ম-শক্তি আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই, রাজ-চক্রবর্ত্তী অশোকের খ্যাতি-প্রতিপত্তি আজিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই ভারত-ভূমে যুগ-যুগান্ত ধরিয়া কত রাজ্য কত রাজা জলবুদ্বুদের ন্যায় অনন্ত কাল-সাগরে বিলীন হইয়া গেল; তাহাদের স্মৃতি মাত্রও বিস্মৃতির অতলতলে নিমজ্জিত হইল; কিন্তু অশোকের যশঃখ্যাতি—অশোকের সুখস্মৃতি আজিও অটুট রহিল! ইহাও কি সেই একই শক্তির লীলা-বৈচিত্র্য নহে? ইহাতেও কি সেই একই ধর্ম্ম-শক্তির ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না! প্রায় দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়াছে; কিন্তু যশঃখ্যাতির অণুমাত্র হ্রাস নাই। অশোকের ধর্ম্মপ্রাণতা—অশোকের লোকানুরাগিতাই কি তাহার কারণ নহে?

অশোকের চরিত্রে তাহার দৃষ্টান্ত।

যে শক্তি-প্রভাবে চন্দ্রগুপ্ত অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, অশোকের জীবনেও সে শক্তির পূর্ণ-ক্রিয়া প্রকটিত দেখি। জৈনধর্ম্মের যে উন্মাদনায় চন্দ্রগুপ্তের প্রাণ নাচিয়া উঠিয়াছিল, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনুরূপ উত্তেজনায় অশোকের প্রাণমন তেমনি মাতোয়ারা হইয়াছিল। অশোক সংসারে থাকিয়াও তাই সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন,—ভিক্ষুর ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রজারঞ্জনে জনহিতসাধনে প্রাণমন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার যশঃখ্যাতি আজিও অক্ষুণ্ণ দেখি। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার কীর্ত্তি-স্মৃতি আজিও অটুট রহিয়াছে; ধর্ম্মের প্রেরণায় ধর্ম্ম-সাধনে তৎপর হইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি আজিও শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত

হইতেছেন। পণ্ডিতগণ তাই বলিয়া থাকেন,—আলেকজাণ্ডারের ভারত আগমনের পূর্ব্বে বা পরে অশোকের ন্যায় প্রবলপরাক্রান্ত ধর্ম্মপরায়ণ কোনও নৃপতি এ ভারতভূমে জন্মগ্রহণ করেন নাই। সে মহত্ত্ব—সে শ্রেষ্ঠত্ব—সে প্রতিষ্ঠা অশোক কিরূপে অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? বাহুবল—সে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই; সাম্রাজ্য-বিজয়ও সে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের সহায়ভূত হয় নাই। অশোক বুঝিয়াছিলেন,—পাশবিক বলে জনানুরাগ আকর্ষণ করা যায় না, কিংবা ধর্ম্মের অনুকম্পা লাভ হয় না। তাই তিনি প্রাণ দিয়া প্রজারঞ্জনে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার সততার, তাঁহার ধর্ম্মানুরাগিতার, তাঁহার সুশাসনের খ্যাতি তাই উত্তরে সাইবেরিয়া হইতে দক্ষিণে সিংহল-দ্বীপ পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। তাই তাঁহার যশঃজ্যোতির নিকট রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের খ্যাতি-প্রতিপত্তিও পরিম্লান হইয়া আছে; তাই আজিও তাঁহার উদারতার, তাঁহার মহত্ত্বের প্রতি জগৎ সসম্মানে মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে।

কিন্তু অশোকের সেই অকলঙ্ক চরিত্রে, তাঁহার সেই শুভ্র যশঃ-জ্যোতিতে কেহ কেহ কলঙ্ক-লেপনের প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার বাল্য-জীবনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে পিতৃদ্রোহী ভ্রাতৃঘাতী প্রভৃতি বলিয়া সপ্রমাণ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। এ সম্বন্ধে 'অশোকাবদান' গ্রন্থ তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন।

অশোকে কলঙ্ক।

অশোকাবদান গ্রন্থে লিখিত আছে,—'অশোকের এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন; তাঁহার নাম—সুসীম। বাল্যকালে অশোক বিশেষ দুর্বিনীত ছিলেন। তাঁহার অসদ্ব্যবহারে বিন্দুসার তাঁহার প্রতি বিশেষ ক্রুদ্ধ হন। সে সময়ে তক্ষশিলার অধিবাসিগণ বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিল। বিন্দুসার অশোককে তক্ষশিলায় নির্ব্বাসিত করেন। পথিমধ্যে বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করিয়া অশোক যখন তক্ষশিলায় উপস্থিত হন, তাঁহার যুদ্ধায়োজন দেখিয়া, তক্ষশিলাবাসীরা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। এই সময় রাজধানীতে এক অনর্থের সূত্রপাত হয়। প্রধান মন্ত্রী খল্লাটক সুসীমের দুর্ব্ব্যবহারে তাঁহার নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিয়া তক্ষশিলা হইতে অশোককে রাজধানীতে আনয়ন করেন। বিন্দুসারের আসন্নকাল উপস্থিত হইলে রাজবেশে সুসজ্জিত করিয়া মহামন্ত্রী খল্লাটক অশোককে মুমূর্ষু রাজার নিকট লইয়া আসেন। সুসীম অনুপস্থিত। তাঁহার অনুপস্থিত কালে অশোককেই রাজ্যদানের জন্য মন্ত্রী অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু বিন্দুসার তাহাতে সম্মত হইলেন না; বরং রোষ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু অশোক নির্ব্বন্ধাতিশয্য জানাইয়া রাজাকে কহিলেন,—'যদি সামান্য মাত্রও ধর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে রাজসিংহাসন আমারই প্রাপ্য।' অনতিবিলম্বে রাজা বিন্দুসার রক্তবমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। উক্ত 'অশোকাবদান' গ্রন্থেরই একস্থলে লিখিত আছে,—রাজচক্রবর্ত্তী অশোক নাপিতানী-গর্ভসম্ভূত। তাঁহার মাতা রাজ-অন্তঃপুরে নাপিতানীর কার্য্য করিতেন। তাঁহার রূপে-গুণে মুগ্ধ হইয়া রাজা বিন্দুসার তাঁহাকে প্রধানা মহিষীরূপে গ্রহণ করেন। ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকা হইতে অনেকে বিন্দুসারের বিরুদ্ধে অশোকের ষড়যন্ত্রের বিষয়ও প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান। তাঁহারা বলেন,—বিন্দুসারের নাপিতানী পত্নী ষড়যন্ত্র

করিয়া বিন্দুসারের বিনাশ সাধন করেন এবং আপন পুত্র অশোককে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন। প্রকৃতপক্ষে অশোক সিংহাসনের স্থায্য অধিকারী নহেন। গ্রন্থান্তরে আবার দেখিতে পাই,—অশোকের মাতার নাম সুভদ্রাঙ্গী; তিনি ব্রাহ্মণবংশজাত ছিলেন। অশোক তাঁহার এক শত ভ্রাতার সংহার সাধন করেন।

'অশোকাবদান' গ্রন্থে অশোকের অকলঙ্ক নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্ককালিমা-লেপনের যে প্রয়াস হইয়াছে, তাহা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাধান্তখ্যাপনপ্রয়াসীদিগের উদ্দাম কল্পনার ফল ভিন্ন অন্ত কিছুই বলিতে পারি না। তাঁহাদেরই কল্পনা-কৌশলে 'অবদান' গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণের পূর্ব্বে, রাজা অশোক রাজকর্ম্মচারী এবং তাঁহাদের পত্নীগণের সংহার-সাধন করেন। তখন জনসাধারণের উপর অমানুষিক অত্যাচার-স্রোত প্রবাহিত হয়। সিংহল-দ্বীপের বিবরণ-সমূহেও এতদুক্তির সমর্থন দেখিতে পাই। তাহাতে বুঝিতে পারি,—বিন্দুসার যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, অশোক তখন উজ্জয়িনী নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। পিতার প্রাণসংশয় পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার নবনবতি-সংখ্যক ভ্রাতা তাঁহার হস্তে নিহত হয়। যাহা হউক, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের গৌরব-বৃদ্ধির জন্যই যে বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ অশোকের বাল্য-জীবন ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রথমে অশোক ঘোর নৃশংস অত্যাচারী ছিলেন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রহণের পর তাঁহার চরিত্র উন্নত হইল, পরাধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করায় তাঁহার জীবনগতি পরিবর্ত্তিত হইল—এতদুক্তিতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সেই আশ্চর্য্য ক্রিয়াশক্তির অপূর্ব্ব কৌশল বিজ্ঞাপিত হয়;—এই মনে করিয়া, কল্পনাকুশল বৌদ্ধ-প্রাধান্ত-খ্যাপন-প্রয়াসী ভিক্ষুগণ অশোকের চরিত্রে দোষারোপ করিয়া গিয়াছেন। নচেৎ বা, তাঁহার ন্যায় নির্ম্মল-চরিত্র নৃপতি যে অতি বিরল, একটু সূক্ষ্ম আলোচনায়ই তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার ভিন্ন প্রতিভা স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে না। অশোকের হৃদয়ে ধর্ম্মের যে বীজ লুক্কায়িত ছিল, পরবর্ত্তিকালে তাহাই অঙ্কুরিত পল্লবিত হইয়া বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল; পূর্ব্ব-সংস্কার না থাকিলে, ধর্ম্মপ্রবণতার অদৃষ্ট-প্রেরণা হৃদয়-মধ্যে সঞ্চিত না হইলে, এক দিনের একটী ঘটনায় মানুষের মানসিক গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। তাই বলিতেছিলাম,—পূর্ব্ব-সংস্কার বশে অতি শৈশবকাল হইতেই অশোকের ভবিষ্যৎ জীবনগতি সংগঠিত ও নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিয়াছিল। অশোকের দয়ার্দ্র হৃদয় আপন পরিজনবর্গের সুখস্বচ্ছন্দ্য বিধানে সর্ব্বদাই প্রয়াস পাইত। তাঁহার হৃদয়ে হিংসা-দ্বেষাদির স্থান ছিল বলিয়া মনে হয় না। বিদ্বেষবশে নৃশংসাচরণের কোনও কারণও উপস্থিত হয় নাই। চন্দ্রগুপ্ত অশেষ আয়াসে সাম্রাজ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি দরিদ্র ছিলেন,—রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত-হইয়াছিলেন। সুতরাং রাজ-সিংহাসন লাভের পর তাঁহাকে সদাই সশঙ্কিত থাকিতে হইয়াছিল। গুপ্ত-ষড়যন্ত্রের বিভীষিকা, শত্রুতাচরণের করাল ছায়া তাঁহাকে সময় সময় অভিভূত করিয়া ফেলিত। তাই তাঁহার মন অনেক সময় সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান হইত,—তাই তিনি সকলকে সমভাবে বিশ্বাসও না করিতে পারিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে হয় তো সকলই সম্ভব ছিল। কিন্তু

কলঙ্ক ক্ষালনে।

রাজচক্রবর্ত্তী অশোককে অর্জ্জনের ক্লেশ সহ্য করিতে হয় নাই। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই তিনি সুখৈশ্বর্য্যে লালিত পালিত বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে সুশাসিত সুরক্ষিত সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। যে সামগ্রী-লাভে তাঁহাকে কোনই আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই, তাহার জন্য তিনি নৃশংস অভিনয়ের অবতারণা করিবেন,—তত্ত্বদর্শীর তাহা অনুমোদিত নহে। সৌভাগ্যক্রমে অমিতপরাক্রমশালী অশোক গিরিগুহায়, পর্ব্বতগাত্রে এবং প্রস্তর-স্তম্ভে কতকগুলি লিপি ও অনুশাসন রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল লিপি ও অনুশাসন হইতে রাজ্য-বিশৃঙ্খলার কোনও পরিচয়ই পাওয়া যায় না। পরন্তু তিনি যে নিরুদ্বেগে সিংহাসন লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, অনুশাসনাদি হইতে তাহাই সপ্রমাণ হয়। লিপি-সমূহ খোদিত হইবার সময় অশোকের ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ জীবিত ছিলেন, লিপিতে সে পরিচয়ও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং সিংহাসন-লাভের সময় অশোক তাঁহার ভ্রাতৃগণকে নিধন করিয়াছিলেন,—একদুক্তি ভিত্তিহীন বলিয়া সপ্রমাণ হয়। যাহা হউক, বিরুদ্ধ-বাদিগণ যাহাই বলুন না কেন, অশোকের আদর্শ-চরিত্রের বিষয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এ ভারতভূমে বহু রাজার এবং বহু রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছে; কিন্তু কয় জন সে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছেন? প্রতিষ্ঠার মূল—ধর্ম্ম; অধর্ম্মে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। অশোকের জীবনে ধর্ম্মের সে প্রভাব—ধর্ম্মের সে উন্মাদনা—না থাকিলে, তাঁহার প্রতিষ্ঠা চিরস্থায়ী হইতে পারিত কি? তাই পুনরায় বলিতে ইচ্ছা হয়, অশোকের চরিত্রে যে সকল কলঙ্ক-কালিমা-লেপনের প্রয়াস হইয়াছে, সে সকলই যে কল্পনা-কুশল কবি-জনের উদ্দাম কল্পনা, পূর্ব্বাপর আলোচনায় তাহাই প্রতীত হয়। নচেৎ, তিনি যে একজন আদর্শ নৃপতি ছিলেন, তাঁহার রাজ্য যে এক আদর্শ রাজ্য-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, যিনিই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিবেন, তিনিই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

পিতা বিন্দুসারের জীবিতকালে অশোকবর্দ্ধন শাসন-নীতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তক্ষশিলায় নির্ব্বাসিত হইবার পর তিনি বিদ্রোহদমন করিয়া যে শাসন-নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার ভবিষ্য-জীবনের প্রতিভার পরিচয় প্রকটিত হইয়াছিল। তক্ষশিলা তখন মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত পশ্চিম-ভারতের রাজধানী। তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয় তখন প্রতিষ্ঠার উচ্চতম সোপানে অবস্থিত,—জ্ঞান-বিজ্ঞানের জনয়িতা বলিয়া তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয় তখন যশঃসৌরভে মণ্ডিত ছিল। পঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু-প্রদেশ প্রভৃতি লইয়া সাম্রাজ্যের সে অংশ বিগঠিত হইয়াছিল। কি জ্ঞান-বিজ্ঞানে, কি ব্যবসা-বাণিজ্যে, কি চিকিৎসা-শাস্ত্রে, কি শিল্প-বিজ্ঞানে তক্ষশিলার ন্যায় যশঃসম্পন্ন সমৃদ্ধিশালী দ্বিতীয় নগরী তখন পৃথিবীর অন্য কোথাও দৃষ্ট হইত না। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে উচ্চ-নীচ সর্ব্বশ্রেণীর শিক্ষার্থী বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় সমবেত হইতেন। প্রকৃতিও সেখানে তাঁহার মনোরম সৌন্দর্য্য-সুষমা ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। যিনি সেই সাম্রাজ্যের কর্ণধার নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তিনি

বিভিন্ন বিষয়ে কলঙ্ক।

বিমুগ্ধ হইয়া একদা বিন্দুসার তাঁহাকেই সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। তাঁহাতে শ্রেষ্ঠগুণের সমাবেশ না থাকিলে, ভাবী আদর্শ-প্রতিষ্ঠার মহান্ প্রতিভার পরিচয় না পাইলে কি, বিন্দুসার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য-প্রদান না করিয়া অশোককে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতেন ? রাজা বিন্দুসারও প্রতিভাশালী নরপতি ছিলেন। ভাবী বংশমর্য্যাদা এবং সাম্রাজ্যের যশঃখ্যাতি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাই তিনি অশোককেই ভাবী উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। তবে যে অশোকের চরিত্রে নানারূপ কলঙ্কের আরোপ করা হয়, তাহার কারণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিগণের কল্পনাই অশোকের নির্ম্মল চরিত্র মসীমণ্ডিত করিয়াছে। আলোকের পার্শ্বে অন্ধকার যেমন আলোকের ঔজ্জ্বল্য বিজ্ঞাপিত করে; অসতের পার্শ্বে সতের সমাবেশে সতের প্রভাব—সতের শ্রেষ্ঠত্ব তেমনই বিজ্ঞাপিত হয়। অশোক দুশ্চরিত্র ছিলেন; বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে তাঁহার চরিত্র আদর্শ-চরিত্রে পরিণত হইল,—বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পক্ষে কি ইহা কম গৌরবের কথা! তাই অশোকের বাল্য-জীবন কল্পনা-কলঙ্কে বিলেপিত হইয়াছে। যে সকল ঘটনার উল্লেখে অশোকের চরিত্রে কলঙ্কের আরোপ করা হয়, এস্থলে তাহার দুই একটীর উল্লেখ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। প্রথম কলঙ্ক—সিংহাসন-লাভ উপলক্ষে। বিন্দুসার যখন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুসীম তক্ষশিলার শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন, আর অশোক উজ্জয়িনীর শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে-ছিলেন। অশোক সেখানে বিদিশার এক কুমারীকে বিবাহ করেন। অধুনা যেখানে সাঁচী স্তূপ বিদ্যমান, বিদিশার অবস্থান সেই স্থানে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সেই বিবাহে অশোকের মহেন্দ্র নামে এক পুত্র এবং সঙ্ঘমিত্রা নামে এক কন্যা জন্মে। পিতার আসন্নকাল উপস্থিত জানিয়া, এবং রমণীকে নীচবংশোদ্ভবা বুঝিয়া, অশোক তাঁহাকে উজ্জয়িনীতে পরিত্যাগ করিয়া রাজধানী পাটলিপুত্রে গমন করেন। এদিকে তক্ষশিলা হইতে সুসীম পাটলিপুত্র অভিমুখে সসৈন্যে অগ্রসর হন। ঘোর যুদ্ধ হয়; সে যুদ্ধে সুসীম নিহত হন; অশোক সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। * বিভিন্ন গ্রন্থে এই উপাখ্যান বিভিন্নরূপে বর্ণিত হইলেও মূলে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। কেহ কেহ বলেন,—সিংহাসন অধিকারের চারি বৎসর পরে অশোকের অভিষেক উৎসব সম্পন্ন হয়। রাজ্যে শান্তি-স্থাপন করিতে চারি বৎসর কাটিয়া যায়। সেই জন্য তাঁহার সিংহাসন-লাভের অব্যবহিত পরেই অভিষেক-উৎসব সম্পন্ন হইতে পারে নাই। অশোকের দ্বিতীয় কলঙ্ক—কলিঙ্গ-বিজয় প্রসঙ্গে। তাঁহার রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে (অভিষেক উৎসবের নবম-বর্ষে) কলিঙ্গ-প্রদেশের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়। মহানদী হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ সে সময় কলিঙ্গ নামে অভিহিত হইত। ইতিহাসে প্রকাশ,—কলিঙ্গরাজ প্রভূত-পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহার ষষ্টি সহস্র পদাতিক, এক সহস্র অশ্বারোহী এবং সাত শত যুদ্ধহস্তী ছিল। কলিঙ্গ-রাজের অমিতবিক্রম প্রতিহত

---

* নেপালী বৌদ্ধ আখ্যায়িকায় এতদ্বিষয় বর্ণিত আছে। *Vide* Khys Davids *Buddhist India*, p. ২৬০. প্রস্তর-গাত্রাঙ্কিত লিপি অনুশাসন হইতে সপ্রমাণ হয় যে সময় অশোকের ভ্রাতা ও ভগ্নী জীবিত ছিলেন।

করিতে অশোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। ফলে, এত অধিক লোকক্ষয় হয় যে, অশোক তাহাতে বিশেষ শোকাভিভূত হন। সেই লোকবিধ্বংসী যুদ্ধে এক লক্ষ প্রাণ কালকবলে পতিত হয়, আর দেড় লক্ষ সৈন্য বন্দী হইয়াছিল। সেই যুদ্ধের ফলে দেশব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হয়, এবং বিবিধ দৈবোপদ্রবে দেশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সেই শোকাবহ দৃশ্য দর্শনে অশোকের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তিনি শোকে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়েন। হৃদয়ে দয়ার ও করুণার প্রস্রবণ উন্মুক্ত হয়। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন,—লালসার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি জীবনে আর কখনও সেরূপ নৃশংস অভিনয় করিবেন না। পরবর্ত্তিকালে প্রতি কার্য্যে অশোক আপনার প্রতিজ্ঞা বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন,—'ধর্ম্মবলই শ্রেষ্ঠ বল।' তাই তিনি ঘোষণা করেন—'এ সংসারে জয়-মাল্যে বিভূষিত হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, ধর্ম্মের আশ্রয়-গ্রহণই একমাত্র অবলম্বন। ধর্ম্ম ভিন্ন বিজয়-লাভ কদাচ সম্ভবপর নহে।' তিনি তাঁহার বংশধরগণকেও সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। যখনই কোনও বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল, তিনি তখনই সকলকে বুঝাইয়াছিলেন,—'ধর্ম্মের আশ্রয় লও, বিজয়লক্ষ্মী আপনিই করতলগত হইবে। মনকে জয় কর; স্থৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা বিজয়-লাভের মূল; ক্ষমাই একমাত্র ধর্ম্ম।' আপন অনুশাসন-লিপিতেও (পর্ব্বত-গাত্রাঙ্কিত ত্রয়োদশ সংখ্যক অনুশাসন) তিনি এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক দেশে বিদেশে এই নীতি প্রচার জন্য সমস্ত রাজ-শক্তি নিয়োগ করেন। তিনি সারাজীবন যে ধর্ম্মনীতির অনুশীলন করিয়াছিলেন, সে ধর্ম্ম-নীতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রতি জনের হৃদয়ে যাহাতে দৃঢ়মূলে প্রতিষ্ঠিত হয়, রাজচক্রবর্ত্তী অশোক তৎপক্ষে স্বতঃপরতঃ প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন কিংবদন্তী।

অশোকের জীবন-কাহিনী আলোচনায় বিভিন্ন স্থানের বহু কিংবদন্তীর আশ্রয় পাই। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক যে অসীম পরাক্রমশালী ছিলেন, কিংবদন্তীমূলে তাহা সপ্রমাণ হয়। মধ্যযুগে পাশ্চাত্য-দেশে সার্লেমেন যেরূপ প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, বৌদ্ধ-প্রাধান্যের সময় রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের যশঃখ্যাতিও সেইরূপ দিগ্দিগন্তে বিস্তৃত হইয়াছিল,—পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। অশোকের সম্বন্ধে যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ তাহার কোন-কোনটীকে যথার্থ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সেগুলি যে প্রকৃত ইতিহাসের উপাদানরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না, তাহাও তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন। * পণ্ডিতগণ সেই সকল কিংবদন্তীকে বিবিধ বিভাগে বিভক্ত

* ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ এতদ্বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল, যথা,—The 'Asokan legends is not all either fiction or myth and includes some genuine historical tradition; but is no better suited to serve as the foundation of sober history than the stories of the Morte d'Arthur or Pseudo-Kallisthenes are adapted to form the bases of chronicles of the doing of the British champion or the Macedonian conqueror."—*Vide* Vincent A. Smith, *The Early History of India.*

করিয়াছেন ;—সিংহল-দেশীয়, ভারতীয়, ব্রহ্মদেশীয়, তিব্বতীয়, কাশ্মীর দেশীয়, ইত্যাদি। সিংহল-দেশীয় কিংবদন্তী-সমূহ বিভিন্নরূপে লিপিবদ্ধ হওয়ায়, অনেকে অনেক সময় সেগুলির যাথার্থ্য-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া ভ্রমে পতিত হন। সিংহলদেশীয় কিংবদন্তীমূলক গ্রন্থাদির মধ্যে 'দ্বীপ-বংশ' সমধিক প্রাচীন। কেহ কেহ অনুমান করেন, খৃষ্ট-জন্মের চতুর্থ শতাব্দীতে ঐ গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল। অশোকের মৃত্যুর ছয় শত বৎসর পরে উহা সঙ্কলিত হয় বলিয়া, অনেকে উহার প্রামাণ্য বিষয়ে সন্দিহান হন। সিংহলদেশীয় কিংবদন্তী-সমূহের ন্যায় উত্তর-ভারতীয় কিংবদন্তী-সমূহের প্রাচীনত্ব অবিসম্বাদিতরূপে সপ্রমাণ হয়। ভারতীয়, নেপাল-দেশীয়, তিব্বতীয় এবং চীনদেশীয় কিংবদন্তী উহারই অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। কিংবদন্তী-সমূহের আলোচনায় পণ্ডিতগণ বলেন,—সিংহলদেশীয় কিংবদন্তী হইতে উত্তরভারতীয় কিংবদন্তী-সমূহ অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। কারণ, উত্তরভারতে অশোকের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখান হইতেই তাঁহার কীর্ত্তি-কাহিনী সিংহলে সংনীত হয়। সিংহলদেশীয় সম্প্রদায়-বিশেষের কল্পনা প্রাধান্যে তাহা অধিকতর পল্লবিত মুকুলিত হওয়াও অসম্ভব নহে। সুতরাং মতবিরোধ উপস্থিত হইলে, উত্তর-ভারতীয় কিংবদন্তীসমূহই অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যাহা হউক, বিভিন্ন স্থানের কিংবদন্তীমূলে রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের জীবন-কাহিনী যেরূপে পরিবর্ণিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার আভাষ প্রদান করিতেছি।

ব্রহ্মদেশীয় কাহিনীতে বিন্দুসারের এক শত এক পুত্রের উল্লেখ আছে। পট্টমহিষী ধর্ম্মার গর্ভে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে। প্রথম গর্ভে অশোক জন্মগ্রহণ করেন। অশোকের ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে গর্ভাবস্থায় রাণী এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নে দেখিতে পান, তিনি যেন চন্দ্রে এবং সূর্য্যে পদদ্বয় সংন্যস্ত করিয়া দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন; অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জ যেন তাঁহার গ্রাসে পতিত হইতেছে; তিনি যেন মেঘমণ্ডলী উদরসাৎ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছেন; কখনও বা তিনি তৃণবৃক্ষাদি ভক্ষণ করিতেছেন, কখনও বা বৃক্ষপত্র চর্ব্বণ করিতেছেন। প্রত্যূষে রাণী আপনার স্বপ্নের বিষয় প্রচার করিলেন। তৎক্ষণাৎ দৈবজ্ঞ আহূত হইলেন। দৈবজ্ঞেরা অনেক গবেষণা করিয়া রাণীর স্বপ্নের তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিলেন। তাঁহারা কহিলেন,—গর্ভস্থিত সন্তান সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হইবেন। তাঁহার হস্তে তাঁহার ভ্রাতৃগণ নিহত হইবে। যাহারা আচারভ্রষ্ট, তাহাদিগকে তিনি নির্য্যাতন করিবেন এবং ঊর্দ্ধে ও অধঃপ্রদেশে এক যোজন পরিমিত স্থানে তাঁহার প্রভুত্ব-প্রভাব বিস্তৃত হইবে। ইত্যাদি। অশোক নয় বৎসর কাল উজ্জয়িনী শাসন করেন। সেই সময়ে পিতা বিন্দুসার উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হন। পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি ত্বরায় রাজধানীতে আগমন করেন। কিছুদিন পরে বিন্দুসার পরলোক গমন করিলে অশোক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু বিন্দুসারের মৃত্যুর পর পাটলিপুত্রে এক ষড়যন্ত্রজাল বিস্তৃত হয়। অশোকের অপরাপর ভ্রাতৃগণ সিংহাসন-প্রাপ্তির জন্য জ্যেষ্ঠ সুমনের নেতৃত্বে অবধান করেন। যাহা হউক, পরিশেষে সুমন পরাজিত ও নিহত হন। অন্যান্য ভ্রাতৃগণকে অশোক নিহত করেন।

ব্রহ্মদেশীয় কিংবদন্তী।

অশোকের জীবনবৃত্ত সম্বন্ধে অন্যান্য দেশে যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, বিষয়-বিশেষে মতপার্থক্য থাকিলেও, মূলে সর্ব্বত্রই অশোকের বাল্যজীবন সম্বন্ধে একই অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। বাল্যকালে অশোক উদ্ধত-প্রকৃতি, ভ্রাতৃঘাতী, মিত্রদ্রোহী ছিলেন, সর্ব্বত্রই তদ্বিষয় সপ্রমাণের প্রয়াস দেখিতে পাই। তিব্বতদেশীয় কিংবদন্তীতে প্রকাশ,—প্রথম জীবনে অশোক নিষ্ঠুর ও ক্রুর-প্রকৃতি ছিলেন। সিংহাসন অধিকার উপলক্ষে তিনি আপন ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণের পর তাঁহার জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল। তদবধি তাঁহার মতি পরিবর্ত্তিত হয়; তিনি ধর্ম্ম-সাধনে প্রাণমন নিয়োজিত করেন। কাশ্মীর-দেশে যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহাতে অশোকের নৃশংসতার কোনও পরিচয়ই পাওয়া যায় না। কহ্লণ মিশ্র প্রণীত রাজতরঙ্গিণীর ঐতিহাসিকত্ব পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে অশোকের গুণব্যাখ্যানই দেখিতে পাই। বৌদ্ধধর্ম্মে অশোকের প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয়, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান-সমূহের সহিত তাঁহার সংস্রবের নিদর্শন, রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। অশোকের রাজত্বকালে কাশ্মীর-প্রদেশ মগধ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, সে পরিচয়েও তাহাও সপ্রমাণ হয়। সেখানে তাঁহার উদারতা, তাঁহার প্রজাবাৎসল্য, তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ—এক উচ্চ আদর্শের অবতারণা করিয়াছে। কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে অশোক মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার আদেশে অসংখ্য বৌদ্ধ-মন্দির বা বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, 'রাজতরঙ্গিণীতে' তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। অশোকের নামানুসারে অশোকেশ্বর অভিধানে কাশ্মীরে দুইটী মন্দির প্রতিষ্ঠার বিষয় রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত আছে। অশোকের পুত্রও সেখানে কতকগুলি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিব্বতদেশীয় কাহিনীতেও অশোকের নিষ্ঠুরাচরণের বিষয় বিঘোষিত হইয়াছে। সে মতে তিনি অজাতশত্রু হইতে দশম পর্য্যায়ে অবস্থিত। অশোক ৫৪ বৎসর কাল রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল—ধর্ম্মাশোক। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের ২১৪ বৎসর পরে তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। প্রথম জীবনে তাঁহার হস্তে বহু ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল। কিন্তু পরে তাঁহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। ইত্যাদি। মহাবংশে এবং অবদান গ্রন্থে অশোকের প্রথম জীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতপার্থক্য দৃষ্ট হয়। মহাবংশ সিংহল-দেশীয় প্রাচীন ইতিহাস, আর অবদান গ্রন্থ-সমূহ বিভিন্ন স্থানের বৌদ্ধ-ইতিবৃত্তমূলক। উভয়ই প্রাচীন; উভয়ই তাৎকালিক ইতিবৃত্তের ভিত্তিস্থানীয়। অশোকের চরিত্র-বিশ্লেষণে ঐ দুই গ্রন্থই ঐতিহাসিকগণের প্রধান অবলম্বন। ঐ দুই গ্রন্থে বিষয়-বিশেষের বর্ণনায় মত-পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। 'অবদান' গ্রন্থে বিন্দুসারের সুভদ্রাঙ্গী নাম্নী মহিষীর পরিচয় আছে; কিন্তু বিন্দুসারের বহু বিবাহের উল্লেখ নাই। মহাবংশ মতে, বিন্দুসারের ষোল জন মহিষীর পরিচয় পাওয়া যায়। তদনুসারে তাঁহার এক শত পুত্রের বিদ্যমানতাও সপ্রমাণ হয়। বিন্দুসারের মৃত্যু উপলক্ষে উভয়েই বিভিন্ন কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মহাবংশে দেখিতে পাই, অশোক সে সময় উজ্জয়িনীর শাসনকর্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; বিন্দুসারের

বিভিন্ন কিংবদন্তী।

মৃত্যুর পর পাটলিপুত্রে আগমন করিয়া তিনি তাঁহার ভ্রাতৃগণকে নিধন করেন এবং মগধের রাজা হন। অবদান-গ্রন্থ মতে, সে সময় অশোক পাটলিপুত্র রাজধানীতেই অবস্থান করিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠ সুসীম যখন সসৈন্যে পাটলিপুত্রে উপস্থিত হন, মন্ত্রিগণের সাহায্যে অশোক তাঁহার গতিরোধ করেন। যেমন সিংহাসন-প্রাপ্তি বিষয়ে, তেমনি রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধেও উভয় গ্রন্থে মতপার্থক্য দৃষ্ট হয়। কিংবদন্তী এই,—রাজসিংহাসন অধিকারের চারি বৎসর পরে অশোকের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিলম্বে অভিষেক হওয়ার কারণ-স্বরূপ পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন,—অশোক নির্ব্বিবাদে সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হন নাই। রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিতে তাঁহার চারি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। রাজ্যাভিষেক কালে অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মহাবংশে মাত্র তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণের বিষয়ই উল্লিখিত আছে; কিন্তু মহাবংশকার ঐরূপ অযথা বিলম্বের কোনও কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। ফলতঃ, বিষয়-বিশেষে, বিভিন্ন গ্রন্থে, মতপার্থক্য থাকিলেও অশোকের নৃশংসতার বিষয় সর্ব্বত্রই উল্লিখিত দেখিতে পাই। কিংবদন্তী-সমূহের আলোচনায় অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষিত পণ্ডিত সেই মতই পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু অশোকের প্রবর্ত্তিত শিলালিপি, স্তম্ভলিপি, গিরিলিপি এবং অনুশাসন-সমূহ তাঁহার উন্নত-চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। যাহা হউক, অশোক যে একজন আদর্শ-চরিত্র নৃপতি ছিলেন, ঐতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

সিংহলদেশীয় কিংবদন্তী-মূলেও রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের জীবনবৃত্ত পরিবর্ণিত দেখি। মহাবংশ, দ্বীপবংশ প্রভৃতি তাহাদের ভিত্তিস্থানীয়। 'মহাবিহার' নামক বৌদ্ধ-মঠে, অশোকের জীবনীর বিষয় যেরূপভাবে সঙ্কলিত ছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া ঐ দুই গ্রন্থ বিরচিত হয়। এ দুই গ্রন্থেও অশোকের প্রথম জীবন কলঙ্ককালিমামণ্ডিত দেখিতে পাই। সে মতে প্রকাশ,—

সিংহলদেশীয় কিংবদন্তী।

মগধের রাজা কালাশোকের দশ পুত্র ছিল। তাঁহারা বিশেষ পারদর্শিতার সহিত বাইশ বৎসর কাল রাজ্যশাসন করেন। তাঁহাদের পর নবনন্দ রাজ্য প্রাপ্ত হন। তাঁহারা নয় ভ্রাতা জ্যেষ্ঠাদি পর্য্যায়ে বাইশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-বংশীয় চাণক্য ধননন্দের প্রতি ঈর্ষা-পরায়ণ হন। তাঁহার চক্রান্তে নবম নন্দ নিহত হইলে চন্দ্রগুপ্ত রাজ্য অধিকার করেন। তিনি মৌর্য্যবংশসম্ভূত ছিলেন। নব নন্দের মৃত্যুর পর তিনি সমগ্র ভারতের সম্রাট হন। তাঁহার রাজ্যকাল—চব্বিশ বৎসর। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বিন্দুসার সিংহাসন লাভ করেন। আটাইশ বৎসর তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিন্দুসারের ষোল জন মহিষী ছিলেন। ঐ সকল মহিষীর গর্ভে বিন্দুসারের এক শত এক পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম—সুমন এবং কনিষ্ঠের নাম—তিষ্য। অশোক তাঁহাদের বৈপিত্র্য ভ্রাতা ছিলেন। তিনি তক্ষশিলার (পশ্চিম ভারতের) শাসনকর্তৃপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বিন্দুসারের প্রাণ-সংশয় পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে উপস্থিত হন। রাজধানীতে পৌঁছিয়াই তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

সুমনকে নিহত করেন। অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজন মাত্র জীবিত ছিলেন; অন্যান্য সকলেই তৎকর্তৃক নিহত হন। এইরূপে রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়া অশোক সমগ্র ভারতের আধিপত্য লাভ করেন। ভ্রাতৃগণকে নিহত করেন বলিয়া তিনি 'চণ্ডাশোক' নামে পরিচিত হন। সুমনের মৃত্যুকালে তাঁহার পত্নী অন্তর্বর্ত্তী ছিলেন। রাজধানীতে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অভিনয় দেখিয়া তিনি বিশেষ ভীত হন। রাজধানীর পূর্ব্বদ্বারের সন্নিকটে এক গণ্ডগ্রামে তিনি পলাইয়া যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। * সেই গ্রামে চণ্ডালগণের বসতি ছিল। তাহাদের দলপতি, রাজমহিষীকে দেখিয়া দয়াপরবশ হন, এবং আপন গৃহে তাঁহাকে আশ্রয় দান করেন। সাত বৎসর রাণী সেই চণ্ডাল-গৃহে বাস করিয়াছিলেন। যে দিন তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করেন, সেই দিন তাঁহার একটী পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সেই পুত্রের নাম—নিগ্রোধ। বাল্যকালেই শিশুর দেহে পবিত্রতার লক্ষণ-সমূহ প্রকাশ পায়। অতি অল্প বয়সেই বালক ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। একদিন সেই ভিক্ষু-বেশধারী বালক রাজধানীর নিকটবর্ত্তী পথে বিচরণ করিতেছিলেন; সহসা তাঁহার প্রতি অশোকের দৃষ্টি পতিত হয়। বালকের প্রশান্ত সৌম্য-মূর্ত্তি দর্শনে রাজা বিমুগ্ধ হন, এবং তৎক্ষণাৎ বালককে প্রাসাদে আনিবার জন্য প্রহরী প্রেরণ করেন। যথাযোগ্য সম্মানের সহিত বালক রাজধানীতে আনীত হন। রাজধানীতে উপস্থিত হইলে অশোক তাঁহাকে যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন; বলেন,—'বালক, যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ আসনেই উপবেশন কর।' রাজার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিগ্রোধ ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুর উপযুক্ত অন্য কোনও আসন দেখিতে না পাইয়া নিগ্রোধ একেবারে সিংহাসনে যাইয়া উপবেশন করিলেন। অশোক বুঝিতে পারিলেন,—এ বালক, সাধারণ বালক নহে; তিনি আরও বুঝিলেন,—সেই বালকই প্রাসাদের ভাবী উত্তরাধিকারী। রাজা অশোক বালককে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন; রাজভোগ্য খাদ্যপানাদি দানে সম্যক সম্বর্দ্ধনা করিয়া, বালকের প্রতি অশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলেন। এইরূপে বালকের প্রীতি-সম্পাদন করিয়া, অশোক তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। নিগ্রোধ তাঁহার নিকট অপ্রমাদতত্ত্ব ব্যক্ত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিবৃতি-প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে বিবিধ উপদেশ দিলেন। তিনি কহিলেন,—'ঐকান্তিকতা অমৃতত্বের মূলীভূত; আর উহার অভাবই মৃত্যুর কারণ।' বালকের অমৃতময় ভাষায় পরিব্যক্ত ধর্ম্মতত্ত্বের নিগূঢ় উপদেশ অশোকের হৃদয়ে দৃঢ়ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিল। তিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলেন। পরদিন বত্রিশ জন ভিক্ষু-সমভিব্যাহারে নিগ্রোধ রাজধানীতে আগমন করিলেন। তাঁহার মুখে পবিত্র ধর্ম্মব্যাখ্যান শুনিয়া রাজা-প্রজা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। পিতৃ-পিতামহানুসৃত পুরুষ-পারম্পরাগত ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইল; রাজচক্রবর্ত্তী অশোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সিংহাসনারোহণের চারি বৎসর পরে এই ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়। ঐ বৎসরই তাঁহার রাজ্যাভিষেক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। ঐ সময়

* কোনও কোনও গ্রন্থে উল্লিখিত আছে,—রাণী জঙ্গল মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অরণ্যচারী ব্যাধ-সর্দ্দার তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সাদরে নিজগৃহে আশ্রয় দান করেন। ইত্যাদি।

ছইতেই কনিষ্ঠ তিষ্য যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হন। রাজধানীতে ষাট হাজার ব্রাহ্মণ বহুদিন হইতে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিলেন। অশোকের পূর্ব্বপুরুষগণের বদান্যতায় তাঁহারা সুখে কালযাপন করিতেছিলেন। তাঁহাদের বেদ-গানে প্রাসাদ মুখরিত হইত, যজ্ঞধূমে গগন আচ্ছন্ন করিত, তাঁহাদের প্রার্থনাগীতিতে রাজ্যের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইত। নূতন আলোক লাভ করিয়া অশোক তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। ষাট সহস্র বৌদ্ধ-ভিক্ষু তাঁহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসিল। তাঁহার দান-শৌণ্ডিকতা এতই বাড়িয়া গেল যে, প্রতিদিন তিনি চারি লক্ষ মুদ্রা দান করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন রাজা অশোক বৌদ্ধভিক্ষুদিগকে রাজধানীতে আহ্বান করিয়া পরিতোষরূপে ভোজন করাইলেন। অবশেষে তাঁহাদিগের নিকট ধর্ম্মনীতির সংখ্যা-পরিমাণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভিক্ষুগণ উত্তর করিলেন,—তাঁহারা যে গাথা এবং নীতি-সমূহ কীর্ত্তন করেন, তাহাদের সংখ্যা-পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর নহে। অসীম অনন্ত জলধির তরঙ্গমালা গণনাঙ্কে নির্দ্ধারণ করা যেমন সুকঠিন, শ্রীভগবানের অমৃতনিষিক্ত উপদেশরাজির সংখ্যা-নির্দ্ধারণ করাও সেইরূপ দুরূহ। সংসার-পাশ মুক্ত করিবার জন্য মায়ান্ধ কত লোককে তিনি কত উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নির্দ্ধারণ করা কি সহজ ব্যাপার। তবে মহাপুরুষগণ সেই উপদেশ সমূহের সংখ্যা-পরিমাণ চতুরশীতি সহস্র নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। তদবধি অশোক প্রতিজ্ঞা করেন,—রাজ্যমধ্যে তিনি প্রতি গাথা এবং প্রতি নীতি সমলঙ্কৃত চতুরশীতি সহস্র স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিবেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি রাজ্য মধ্যে এক ঘোষণা প্রচার করিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণের প্রতি আদেশ প্রচারিত হইল,—তাঁহারা যেন ভারতের প্রতি নগরে এক একটী স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। তিনি তাঁহাদিগকে আরও জানাইলেন,—যেন গণনাঙ্কে তাহাদের পরিমাণ চতুরশীতি সহস্র হয়। স্বয়ং অশোকও রাজধানীতে 'অশোকারাম' প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিন বৎসরের মধ্যে সেই সকল স্তম্ভ নির্ম্মিত হইল, আর একযোগে তাহাদের সম্পূর্ণ হওয়ার সংবাদ রাজধানীতে পৌঁছিল। ঐশ্বরিক-শক্তি-সম্পন্ন রাজা অশোক দিব্যদৃষ্টি-প্রভাবে সেই সকল স্তম্ভ নিরীক্ষণ করিলেন। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর ২১৮ বৎসর পরে অশোকের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তদবধি তিনি সেই অলৌকিক দৃষ্টি-শক্তি লাভ করেন। তিনি যে সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা উর্দ্ধে চারি যোজন এবং অধোভাগে চারি যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। স্বর্গের দূতগণ তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন, স্বর্গের পবিত্র হ্রদ হইতে তাঁহারা অশোকের জন্য পানীয় জল আনিয়া দিতেন, সুস্বাদু সুগন্ধ ফল-পুষ্পাদি যোগাইতেন। সম্রাট একদিন ক্ষোভপ্রকাশ করিয়া বলেন,—'বড় দুঃখের বিষয়, তিনি সেই দিব্যকান্তি নরদেহধারী ভগবান বুদ্ধদেবকে দেখিতে পাইলেন না।' তিনি ব্যাকুল হইয়া নাগরাজের শরণাপন্ন হইলেন। নাগরাজ যোগ-বলে বুদ্ধের মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। বুদ্ধদেবের সৌম্যমূর্ত্তি এবং দিব্যকান্তি দেখিয়া রাজা অশোক বিমুগ্ধ হইলেন। বৌদ্ধ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার অন্তরে এক ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত হইল। স্মরণার্থ তিনি সপ্তদিবসব্যাপী এক মহোৎসবের আদেশ দিলেন। প্রতি গৃহস্থ যে উৎসবে যোগদান করিয়া ধন্য হইলেন।

রাজার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। যাহা হউক, পিঙ্গলবৎস, রাণী সুভদ্রাঙ্গীকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। রাজা বিন্দুসার তক্ষশিলা অবরোধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজা তাঁহার ঘৃণিত পুত্র অশোককে সেই বিদ্রোহ দমনের আদেশ দিলেন। অশোকের উপর বিদ্রোহ-দমনের আদেশ হইল বটে; কিন্তু রাজা যুদ্ধোপযোগী যানবাহনাদি এবং অস্ত্র-শস্ত্র তাঁহাকে উপযুক্ত পরিমাণে প্রদান করিলেন না। তথাপি অশোক পিতৃ-আদেশ-পালনে পরাঙ্মুখ হইলেন না। বিদ্রোহদমন জন্য অশোক সেই সামান্য পরিমাণ যুদ্ধোপকরণ লইয়াই তক্ষশিলায় যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বহু সৈন্য সংগৃহীত হইল। দৈব যাহার সহায়, মানুষিক শক্তিতে তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে কি? পথিমধ্যে ধরিত্রী বিদীর্ণ হইলেন। লক্ষ লক্ষ হয় হস্তী পদাতিক অশ্বারোহী সৈন্য উত্থিত হইয়া অশোকের সহিত সম্মিলিত হইল। বিপুল বাহিনী সমভিব্যাহারে অশোক যখন তক্ষশিলার নিকটবর্ত্তী হইলেন, তক্ষশিলাবাসী সকলেই আসিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তাঁহারা কহিলেন,—'রাজা বা রাজপুত্রের সহিত তাঁহাদের কোনই বিবাদ নাই। ক্রুরমতি মন্ত্রিগণের চক্রান্তেই এই বিদ্রোহের সৃষ্টি হইয়াছে।' তক্ষশিলা-সমেত সমগ্র সামান্তরাজ্য অশোকের বশ্যতা স্বীকার করিল। যথাসময়ে অশোক রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই ঘটনার পর জ্যেষ্ঠ সুসীম একদিন উদ্যান-ভ্রমণে বহির্গত হন। প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে কৌতুকবশে তিনি তাঁহার হস্তাবরণ উন্মোচন করিয়া প্রধান মন্ত্রী খল্লাটকের মস্তকে নিক্ষেপ করেন। মন্ত্রী খল্লাটক তাহাতে বিশেষ অপমানিত মনে করেন। সুসীমকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য সেই দিন হইতে মন্ত্রিবর, অপরাপর মন্ত্রীর সহিত, ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হন। ইতিমধ্যে তক্ষশিলায় পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। সুসীম সেই বিদ্রোহ দমন জন্য তক্ষশিলায় প্রেরিত হইলেন। সুসীম বিদ্রোহ-দমনে অসমর্থ হইলেন। বৃদ্ধ পীড়িত বিন্দুসার অশোককে তক্ষশিলায় প্রেরণ জন্য পুনঃপুনঃ জিদ করিতে লাগিলেন এবং সুসীমকে রাজধানীতে আনয়ন করিয়া যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিতে কহিলেন। কিন্তু মন্ত্রিগণ তাঁহার সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ইতিমধ্যে বিন্দুসারের প্রাণবিয়োগ ঘটিল। মন্ত্রিগণ পরামর্শ করিয়া অশোককে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সুসীম সসৈন্যে পাটলিপুত্র অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। মন্ত্রী রাধাগুপ্তের চক্রান্তে উলঙ্গ রাক্ষস-সৈন্য প্রাসাদ-সংরক্ষণে নিযুক্ত হইল। দুর্গ-পরিখা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হইল। সুসীম রাজধানী আক্রমণ করিতে আসিয়া জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হইলেন এবং অগ্নি-দগ্ধ হইয়া অশেষ যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করিলেন। এক দিন পাঁচ শত মন্ত্রী অশোকের মতের প্রতিবাদ করেন। অশোক তাহাতে বিশেষ ক্রুদ্ধ হন এবং তরবারি নিষ্কাষণ করিয়া স্বহস্তে পাঁচ শত মন্ত্রীর মস্তকচ্ছেদ করেন। আর এক দিন জনৈক স্ত্রীলোক অশোকের কুৎসিৎ আকার দর্শনে অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করে। কথিত হয়, উদ্যান-মধ্যস্থ অশোক-বৃক্ষের একটী শাখা ছিন্ন করিয়া রমণী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উপহাস করিয়াছিল। এই সংবাদ অবগত হইয়া, অশোক পাঁচ শত

রমণীকে জীবন্তে পুড়াইয়া মারেন। অশোকের এই সকল ভয়াবহ কার্য্যাবলী দর্শন করিয়া মন্ত্রিগণ বিশেষ মর্ম্মাহত হন; সানুনয়ে প্রার্থনা জানান,—'তিনি স্বয়ং এই সকল বীভৎস কার্য্য সম্পাদনে যেন রাজকীয় হস্ত অপবিত্র না করেন।' পরন্তু এতদুদ্দেশ্য-সাধনে তাঁহারা একজন ঘাতক নিযুক্ত করিতে অনুরোধ জানান। মন্ত্রিগণের পরামর্শ অনুসারে অশোক ঘাতকের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘাতক মিলিতে অধিক বিলম্ব হইল না। সে সময়ে চণ্ডগিরিক নামক একজন নৃশংস নরঘাতক রাজধানীতে বাস করিত। নৃশংসতার জন্য সে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিল। কথিত হয়,—অশেষ যন্ত্রণা দ্বারা সে তাহার পিতামাতাকে নিহত করিয়াছিল এবং জীবজন্তু-নিধন তাহার কৌতুক মধ্যে পরিগণিত ছিল। চণ্ডগিরিক, অশোকের প্রধান ঘাতক নিযুক্ত হইলেন। রাজধানীর বহির্ভাগে একটী বন্দিশালা নির্ম্মিত হইল। অশোক আদেশ দিলেন,—'যে কেহ সেই বন্দিশালায় প্রবেশ করিবে, সে যেন জীবন্তে উহা পরিত্যাগ করিতে না পারে।' বন্দিশালার বহির্ভাগ এতই চিত্তাকর্ষক বিচিত্র কারুকার্য্যে মণ্ডিত হইয়াছিল যে, উহার অভ্যন্তর দর্শন জন্য সকলেই উৎসুক হইতেন। বালপণ্ডিত নামক জনৈক বৌদ্ধভিক্ষু ঘটনাক্রমে এক দিন ঐ বন্দিশালায় প্রবেশ করেন। দ্বাররক্ষক তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া ঘাতকের নিকট লইয়া যান। ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন ভিক্ষুব্রতধারী মহাপুরুষকে সাত দিনের সময় দেওয়া হয়। যাহা হউক, সপ্ত দিবস পরে নির্ম্মম ঘাতক তাঁহাকে প্রজ্বলিত অগ্নি-কূপে নিক্ষেপ করে। কিন্তু তাঁহাকে কূপে নিক্ষেপ করিয়া ঘাতক যে দৃশ্য দেখিতে পাইল, তাহাতে তাহাকে হতচকিত স্তম্ভিত হইতে হইল। ঘাতক দেখিল,—'শুদ্ধাত্মা সাধু প্রস্ফুটিত পদ্মোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন; তাঁহার প্রভাবে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে এবং তাঁহার দেহ হইতে অপূর্ব্ব সুষমা বহির্গত হইয়া দিক আলোকিত করিয়াছে।' এই অলৌকিক রহস্যময় ঘটনা রাজার নিকট বিজ্ঞাপিত হইল। রাজা স্বয়ং সে দৃশ্য দেখিতে আসিলেন; পবিত্রাত্মা ভিক্ষুর সৌম্যমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া, রাজা অশোক বিমুগ্ধ হইলেন। অতঃপর তাঁহার নিকট সত্য-ধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করিয়া রাজা অশোক সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সেই হইতে নিষ্ঠুরতা বিদূরিত হইল, বন্দিশালা ধূলিসাৎ হইল, ঘাতক জীবন্তে দগ্ধীভূত হইল। * চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাং একটু বিস্তৃতভাবে এই কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। 'অবদান' গ্রন্থ মতে এবং হুয়েন-সাঙের বর্ণনা-ক্রমে পাটলিপুত্র নগরে এই বন্দিশালার অবস্থিতির বিষয় উল্লিখিত হয়।

---

* উপাখ্যান এবং আখ্যায়িকা ব্যতীত, অশোকের জীবনী সম্বন্ধে অন্য কোনও গ্রন্থে বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। আখ্যায়িকা সম্বন্ধে চারি খানি গ্রন্থই পণ্ডিতগণের আলোচনার সামগ্রী। সে চারি গ্রন্থ—(১) নেপালে সংরক্ষিত "অশোক অবদান" নামক বৌদ্ধগ্রন্থ, (২) ব্রহ্মদেশে সংরক্ষিত পালিভাষায় লিখিত "দীপবংশ", (৩) বিনয়পিটকের অন্তর্গত বুদ্ধঘোষের টিপ্পনীসমূহ, (৪) পালিভাষায় লিখিত সিংহল দেশীয় "মহাবংশ" গ্রন্থ। প্রথমোক্ত 'অশোক অবদান' গ্রন্থ, পণ্ডিতগণ বলেন, বঙ্গদেশের পার্শ্বে উপত্যকায়

রাজ-শক্তি প্রতিষ্ঠাপিত দেখিতে পাই। যাঁহারা আলেকজাণ্ডারের ভারত-আগমনের সময় হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের আরম্ভ অনুমান করেন, তাঁহাদের সে ইতিহাসের আরম্ভও, আমরা বলি, ধর্ম্মের ভিত্তির উপর;—সে ইতিহাসের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠাও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায়। মহাবীর আলেকজাণ্ডার যে ভারত হইতে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন,—তাহাও সেই ঐশী-শক্তির অপূর্ব্ব লীলা নহে কি? তাৎকালিক ভারতের রাজনৈতিক এবং ধর্ম্ম-নৈতিক অবস্থাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে। তখন জৈন-ধর্ম্মের প্রবল শক্তি হৃদয়ে হৃদয়ে বিদ্যুৎ-প্রভা প্রবাহিত করিয়াছিল; তখন 'অস্তি'-'নাস্তির' প্রবল দ্বন্দ্বে নাস্তির প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছিল; তখন আসক্তির পরাজয়ে অনাসক্তির বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছিল; তখন কামনার উচ্ছেদে নিষ্কামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ত্যাগের সেই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মানব-হৃদয় যখন আত্ম-বলিদানেও কুণ্ঠাবোধ করিল না; চন্দ্রগুপ্ত-রূপ রাজ-শক্তি তখন সেই ত্যাগরূপ ধর্ম্ম-শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ফলে, ভারতে ধর্ম্ম-শক্তির প্রতিষ্ঠা হইল।

অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তি।

যেমন চন্দ্রগুপ্তে, তেমনই অশোকে সেই একই শক্তির প্রভাব প্রত্যক্ষ করি। চন্দ্রগুপ্ত যেমন জৈন-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপনে অমর হইয়া রহিয়াছেন; বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আশ্রয়-গ্রহণে, ত্যাগ ও অহিংসার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ধর্ম্ম-রাজ্য-সংস্থাপনে অশোকও তেমনই অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত বাহুবলে শত্রুজয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সর্ব্বসংহারক মৃত্যুকে জয় করিতে সমর্থ হন নাই। চব্বিশ বৎসর ধর্ম্মের সেবা করিয়া তিনি স্বর্গলোকে গমন করেন। তাঁহার বহু আয়াসোপার্জ্জিত বিশাল সাম্রাজ্য পুত্র বিন্দুসার অমিত্রঘাত * লাভ করিলেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ধর্ম্মের যে বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল, বিন্দুসারের রাজত্বকালে তাহা সমভাবেই বিরাজ করিতেছিল। তিনি শান্তিপ্রিয় জনহিতৈষী সম্রাট ছিলেন; পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনি ধর্ম্মের পথে বিচরণ করিতেছিলেন; তাই তাঁহার রাজত্বে প্রজাপুঞ্জ নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছিল। গ্রীকরাজগণের সহিত চন্দ্রগুপ্ত যে বন্ধুত্ব-বন্ধন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বিন্দুসার তাহা অটুট রাখিয়াছিলেন। তাহারই ফলে, মেগাস্থিনীসের স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের পর, সিরীয়া-রাজ, ডিমাকেস নামক অপর একজনকে দূতরূপে ভারতবর্ষে

* গ্রীকগণের গ্রন্থে বিন্দুসার নামের উল্লেখ নাই। সেস্থলে বিন্দুসারের পরিবর্ত্তে 'অমিত্রঘাত' নামের উল্লেখ আছে। 'অমিত্রঘাত' শব্দের অর্থ—শত্রুহন্তা। বিভিন্ন পুরাণে এবং জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থে বিন্দুসারের বিভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুপুরাণ, মহাবংশ দীপবংশ এবং জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রের পরিশিষ্টপর্ব্বে 'বিন্দুসার' নামেরই উল্লেখ আছে। বায়ুপুরাণে তাঁহার নাম—ভদ্রসার; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—নন্দসার, শ্রীমদ্ভাগবতে—বারিসার, প্রভৃতি। ষ্ট্রাবোর গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তের পুত্র অমিত্রচেটসের দরবারে গ্রীকদূত ডিমাকোর অবস্থানের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ তাহা হইতে অনুমান করেন,—অমিত্রচেটস, অমিত্রঘাতেরই প্রতিরূপ; উহা বিন্দুসারেরই একটা উপাধি ছিল। তাঁহারা আরও বলেন যে, ভারতীয় রাজগণ সাধারণতঃ দ্বিবিধ নামে পরিচিত হইতেন। বিন্দুসারেরও সেইরূপ দ্বিবিধ নাম হওয়া অসম্ভব নহে। ইত্যাদি। *Vide*, Miss Duff, *The Chronology of India*, (Constable, 1899).

প্রেরণ করেন। তিনিও ভারতের এক ইতিবৃত্ত প্রণয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু অধুনা তাহা লোপপ্রাপ্ত। যাহা হউক, চব্বিশ বৎসর শান্তিতে রাজত্ব করিয়া বিন্দুসার পরলোকগমন করেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২৮০ অব্দে গ্রীক-বীর সেলিউকাস নিকাটর ঘাতক-হস্তে নিহত হন। তাঁহার পুত্র এণ্টিওকাস সোটর সিরীয়ার রাজ-সিংহাসন লাভ করেন। সেলিউকাসের মৃত্যুর আট বৎসর পরে, বিন্দুসারের পুত্র, অশোক মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি মৌর্য্য-বংশের তৃতীয় সম্রাট। ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মতে তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তিকাল ২৭৩—২৭২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

অশোকের রাজ্যাভিষেক।

অশোকের সিংহাসনাধিরোহণ উপলক্ষে তাঁহার কলঙ্ক-মূলক অনেকগুলি আখ্যায়িকা প্রচারিত আছে; এবিষয় তাঁহার বাল্যজীবন প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সেই সকল আখ্যায়িকার আলোচনায় কেহ কেহ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—'যখন উদ্ধৃত কাহিনী-সমূহে একবাক্যে অশোকের নৃশংসতার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই উহাদের মধ্যে কোনও সত্য নিহিত আছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুসীম তখন রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তক্ষশিলার বিদ্রোহ-দমনে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু সফলকাম হইয়া, রাজধানীতে ফিরিয়া যখন অশোকের সিংহাসনাধিরোহণের বিষয় জানিতে পারিলেন, তখন তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। ফলে, ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। অশোক সকলকেই নিহত করিলেন। একমাত্র কনিষ্ঠ তিষ্য জীবিত রহিলেন।' যাহা হউক, ঘটনা-বিবৃতিতে পার্থক্য থাকিলেও মূলে যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়াছিল, কোনও কোনও পাশ্চাত্যপণ্ডিত তাহা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেরূপ বিশ্বাসের এক প্রধান কারণ— অশোকের রাজ্যাভিষেকপ্রসঙ্গে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আখ্যায়িকা সমূহে প্রকাশ, পণ্ডিতগণও বিশ্বাস করেন,—রাজ্যপ্রাপ্তির চারি বৎসর পরে তাঁহার অভিষেক-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহার কারণ, রাজ্যাধিকার উপলক্ষে অশোক ভ্রাতৃরক্তে আপনার হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে রাজধানীতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল,—সুতরাং রাজ্যাভিষেকে বিলম্ব ঘটিয়াছিল।* কিন্তু আখ্যায়িকা-সমূহের ঐতিহাসিকতা বিশেষজ্ঞ কেহই স্বীকার করেন না।

* এতৎসম্বন্ধে রিজ ডেভিড্স যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা,—"All the accounts agree that this was no easy task. His elder brother, the Viceroy of Takkasila in the Punjab, opposed him, and it was after a severe struggle, and not without bloodshed, including the death of his brother, that Asoka made his way to the throne. The details of the struggle differ in the different stories and there is a passing expression in one of the Edicts (all the more valuable because it is incidental) of brothers of the King being still alive well on in his reign. (Rock Edict, No. 5) On the whole, I am inclined to believe that the tradition of a disputed succession is founded on fact."—T. W. Rhys Davids, L. L. D., Ph. D., *Buddhist India*, p. 282.

পরন্তু তাহা অপ্রামাণ্য বলিয়া সকলেই তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। অশোকের প্রবর্ত্তিত অনুশাসন এবং লিপি-সমূহের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, অশোকের রাজত্বের মধ্যভাগেও তাঁহার ভ্রাতা এবং ভগিনীগণ জীবিত ছিলেন। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক তাঁহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে সর্ব্বদা প্রযত্নপর ছিলেন,— সেই সকল অনুশাসন এবং লিপি হইতে তাহা নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হয়। চন্দ্রগুপ্তের প্রতিভাবলে সাম্রাজ্য দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার নিরুদ্বেগে রাজ্যশাসন করেন। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কালের অক্লান্তপরিশ্রমে যে রাজ্যের ভিত্তিভূমি দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সে রাজ্য-লাভে নরশোণিতপাতের আবশ্যক হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, অশোকের রাজ্য-লাভের পর আট বৎসরের মধ্যে তাঁহার রাজত্বের কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায় না। রাজ্যপ্রাপ্তির নবম বর্ষে তিনি কলিঙ্গ-দেশ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে তাঁহার জয়লাভ হয়। তিনি কলিঙ্গদেশকে আপনার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। কিন্তু সে যুদ্ধের বীভৎসতায় তাঁহার মনে বিশেষ অনুশোচনার উদয় হয়। সে যুদ্ধে কলিঙ্গের অধিবাসিগণ যে দুর্দ্দশা ভোগ করে, প্রস্তরপত্রে সে বিবরণ চিরতরে অঙ্কিত রহিয়াছে। * সে যুদ্ধের ফলে যে অনুশোচনার অন্তর্দাহে তিনি দগ্ধীভূত হইয়াছিলেন, তাহাও সে অনুশাসন-লিপিতে প্রকটিত হয়। কলিঙ্গ-রাজ্য বিজিত হইল বটে; কিন্তু রণক্ষেত্রের হৃদয়ভেদী দৃশ্যাবলী সম্রাটের অন্তরের অন্তস্তলে অঙ্কিত হইয়া রহিল;—বিজয়-লাভের উজ্জ্বল আনন্দচ্ছটা অনুতাপের অন্ধকারে আবৃত হইল। আজি কত শত বৎসর অতীত হইয়াছে; আজিও সম্রাটের সে লিপির মর্ম্মকথা পাঠ করিলে, পাঠকের প্রাণ মর্ম্মভেদী যাতনায় অস্থির হয়। যে ভাষায় সে লিপিতে করুণ আর্ত্তনাদ পরিব্যক্ত হইয়াছে, সে ভাষা সে বাণী—সম্রাটের প্রাণের ভিতর হইতে বাহির হইয়াছিল। নচেৎ, তেমন প্রাণস্পর্শী আর কি হইতে পারে? † কথিত হয়, কলিঙ্গ-বিজয়ের পর অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং 'প্রিয়দর্শী' (পিয়দসি) নামে অভিহিত হন।

* কলিঙ্গ অতি প্রাচীন রাজ্য। মনুসংহিতা হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণাদিতে এবং রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতিতে উহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থেও কলিঙ্গ-রাজ্যের উল্লেখ আছে। কলিঙ্গ-রাজ্য এক সময় পরাক্রমশালী ছিল। মৌর্য্য-বংশের রাজত্বকালেও তাহার প্রতিষ্ঠার অশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মেগাস্থিনীসের গ্রন্থে কলিঙ্গ-রাজ্যের সমৃদ্ধির বিষয় পরিকীর্ত্তিত আছে। মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় প্রকাশ,—কলিঙ্গ-রাজ্য সে সময় একটী পরাক্রমশালী প্রতিষ্ঠান্বিত রাজ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। কলিঙ্গ, মধ্যকলিঙ্গ এবং গঙ্গারিডে কলিঙ্গ—কলিঙ্গের এই তিন বিভাগের পরিচয় পাওয়া যায়। মেগাস্থিনীসের মতে কলিঙ্গ-রাজের ষাট সহস্র পদাতিক সৈন্য, এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য এবং সাত শত যুদ্ধহস্তী ছিল। কলিঙ্গ-রাজ যেরূপ প্রবল-পরাক্রমে অশোকের বিপুলবাহিনীর গতিরোধ করিয়াছিলেন, তাহাতে অশোক বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। যাহা হউক, পরিশেষে সে যুদ্ধে তাঁহার জয়লাভ হয়। অশোক-প্রবর্ত্তিত কলিঙ্গ অনুশাসনে প্রকাশ,—সেই যুদ্ধে দেড় লক্ষ লোক নিহত এবং এক লক্ষ লোক বন্দী হয়। তদপেক্ষা আরও অধিক পরিমাণ লোক যুদ্ধের ফলে প্রাণত্যাগ করে। পণ্ডিতগণ বলেন,—এই যুদ্ধই অশোকের রাজত্বের প্রথম ও শেষ যুদ্ধ।

† ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন,—"But the horrors which must accompany war, even successful war, made a deep impression on the heart of the victorious monarch

কলিঙ্গ বিজয়ের পর রাজচক্রবর্ত্তী অশোক বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণের * পূর্ব্বে তিনি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাহা ঠিক জানিতে পারা যায় না। তিনি হিন্দু ছিলেন, কি জৈন ছিলেন, কি ব্রাহ্মণ ছিলেন, অথবা অন্য কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন,—ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই। অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী খণ্ড "পৃথিবীর ইতিহাসে" তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। বংশানুক্রমে সেই জৈন-ধর্ম্মই মান্য হইয়া আসিয়াছে স্বীকার করিলে, রাজচক্রবর্ত্তী অশোক প্রথমে জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, বলিতে হয়। এদিকে আবার কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত চন্দ্রগুপ্তকে পারসিক-রক্তসংশ্রবযুক্ত বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের এতদুক্তি যে অমূলক ভিত্তিহীন, তাহাও সপ্রমাণ হইয়াছে। অশোকের বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রহণ প্রসঙ্গে বৌদ্ধ-গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই, বিন্দুসারের রাজত্বকালে যে ষাটি সহস্র ব্রাহ্মণ রাজানুকম্পায় প্রতিপালিত হইতেন, অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম্ম-গ্রহণের পর তাঁহারা রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এ হিসাবে অশোককে ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণেতর অপর কোনও জাতি বলা যাইতে পারে। তাঁহার মাতা সুভদ্রাঙ্গী ব্রাহ্মণকন্যা ছিলেন। মাতৃপরিচয়ে তাঁহাকে এক হিসাবে ব্রাহ্মণসংশ্রবযুক্ত বলা যাইতে পারে। সুভদ্রাঙ্গীর পিতা ব্রাহ্মণ ছিলেন, বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে তাহা উল্লিখিত আছে। কোনও ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণেতর জাতিকে কন্যাসম্প্রদান করা শ্লাঘনীয় মনে করেন না। সুতরাং বলিতেই হইবে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের হস্তেই কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন। এ হিসাবে অশোককে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করা যাইতে পারে। এদিকে আবার নন্দবংশীয় সর্ব্বার্থ চন্দ্রগুপ্তের পরিচয় পাই। সে হিসাবে তাঁহার পৌত্র অশোকের ব্রাহ্মণত্ব সপ্রমাণ হয় না। ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থ-পত্রে দেখিতে পাই,—প্রথমে অশোক ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন এবং শিবোপাসক ছিলেন। তাঁহারা বলেন,—শিব এবং শক্তির অভেদ সম্বন্ধ। শক্তি বলি গ্রহণে আনন্দিতা হন। তাই উৎসবাদি উপলক্ষে শক্তির তৃপ্তি-সাধনে অশোক অসংখ্য বলি প্রদান করিতেন। তখন রাজধানী শোণিত-প্রবাহে প্লাবিত হইত। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণের পর, ২৫৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, সে রক্তস্রোত নিবারিত হয়। * যাহা হউক, রাজচক্রবর্ত্তী অশোক যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন, বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণের পরই যে তাঁহার যশোজ্যোতি দিগ্দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, পণ্ডিতগণ তাহাই কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক কি কারণে পূর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, কলিঙ্গ অনুশাসন ভিন্ন তৎসম্বন্ধে অন্য কোনও প্রমাণ নাই। রাজ্যপ্রাপ্তির নবম বর্ষে কলিঙ্গ-অভিযানে যে মর্ম্মভেদী দৃশ্য তিনি

who has recorded on the rocks in imperishable words the sufferings of the vanquished and the remorse of the victor. The record is instinct with personal feeling, and still carries accross the ages moan of a human soul"—V. A. Smith, *Asoka, the Buddhist Emperor of India*, pp. 15—16.

* *Vide*, Vincent A. Smith, *Early History of India* p. 155. ঐতিহাসিক স্মিথ উহাতে অশোককে জৈনধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া গিয়াছেন।

অশোকের দীক্ষা।

প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, প্রত্নতত্ত্ববিৎ ঐতিহাসিকগণ বলেন, তাহাই তাঁহার ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের কারণ। ভিক্ষুগণ এবং শ্রমণগণ অশোকের এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ-সম্বন্ধে যে সকল আখ্যায়িকার অবতারণা করেন, তাহার ঐতিহাসিকত্ব পণ্ডিতগণ আদৌ স্বীকার করেন না। অশোক স্বয়ং যে সকল কারণ-পরম্পরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—তাহার সহিতও আখ্যায়িকা-সমূহের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না। ঐতিহাসিকগণ বলেন,—কোনও ক্ষমতাশালী বৌদ্ধ-ভিক্ষু বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নীতি-ব্যাখ্যায় অশোককে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন ; তিনিই অশোকের হৃদয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন ; আর তাহার ফলে অশোক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি বুঝিতে পারেন,—ধর্ম্মই ইহসংসারে বিজয়-লাভের একমাত্র সোপান। তাঁহার প্রতি লিপিতেই ধর্ম্মের জয় বিঘোষিত। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে,—রাজ্য-লাভের নবম বর্ষে, কলিঙ্গ-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার সামরিক আকাঙ্ক্ষার অবসান হয় ; তদবধি তিনি প্রজা-সাধারণের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক মঙ্গল-বিধানে মনোনিবেশ করেন। সেই সময় হইতেই রাজ্যে শাসন-শৃঙ্খলার সূত্রপাত হইয়াছিল। ইহকালে এবং পরকালে বৌদ্ধ-নীতি-সমূহই যে সুখ-সাধনের একমাত্র উপায়,—সেই সময় হইতেই তিনি তাহা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করেন। জনসাধারণের অন্তরে যাহাতে সেই ভাব বদ্ধমূল হয়, তিনি প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। গির্ণার পর্ব্বতে খোদিত দশম গিরিলিপি এতদুদ্দেশ্যে রাজত্বের চতুর্দ্দশ বর্ষে উৎকীর্ণ হয়। গির্ণার পর্ব্বতে উৎকীর্ণ সেই লিপি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ; যথা,—

"দেবানং পিযো পিযদসি রাজা যসো ব কীতি ব ন মহাথাবহা মঞতে অঞত তদাত্পনো দিঘায চ মে জনো ধংমসুস্রুসা সুস্রুসতাং ধংমবুতং চ অনুবিধিয়তাং (।) এতকায দেবানং পিযো পিযদসি রাজা যসো ব কীতি ব ইছতি (।) যং তু কিংচি পরাকমতে দেবানং পিযদসি রাজা ত সবং পারত্রিকায কিংতি (?) সকলে অপপরিস্রবে অস (।) এস তু পরিস্রবে য অপুংনং (।) দুকরং তু খো এতং ছুদকেন ব জনেন উসটেন ব অঞত্র অগেন পরাক্রমেন সবং পরিচজিত্পা (।) এত তু খো উসটেন দুকরং (।)"

মর্ম্মার্থ,—'প্রজাসাধারণ, অতীতে এবং বর্ত্তমানে, নব-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া, যদি তদনুযায়ী প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে যশঃখ্যাতি এবং কীর্ত্তিস্মৃতি বিশেষ ফলপ্রদ হয় বলিয়া দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী বিশ্বাস করেন না। সেই উদ্দেশ্যেই দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী যশ এবং কীর্ত্তির কামনা করেন। দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শীর যাহা কিছু অনুষ্ঠান, তাহার সকলই পারলৌকিক মঙ্গল বিধান জন্য। যাহাতে (সর্ব্ব-সাধারণ) বিপদ হইতে মুক্ত হয়, সেই জন্যই তাঁহার যত কিছু অনুষ্ঠান। পাপই (মানবের) সেই বিপদ। উচ্চ-নীচ যিনি যেরূপ অবস্থারই হউন না কেন, সকলের পক্ষেই বিপন্মুক্তি সুকঠিন। ক্ষুদ্র বা মহৎ সকলকেই তদ্বিষয়ে (বিপন্মুক্তি বিষয়ে) চেষ্টান্বিত হওয়া আবশ্যক। কঠোর সাধনা এবং সর্ব্বত্যাগ ভিন্ন নিষ্পাপ হওয়া যায় না। মহতের পক্ষে তাহা আরও কঠিন।' যুদ্ধ-জয়ের যশ অপেক্ষা ধর্ম্ম-জয়ের কীর্ত্তি যে শ্লাঘনীয়, এতৎপ্রসঙ্গে তাহা উপলব্ধি হয়। অশোকের প্রবর্ত্তিত অনুশাসন-নিবহে এবং লিপি-সমূহে ধর্ম্ম-জয়ের সেই আকুল আকাঙ্ক্ষা পরিব্যক্ত রহিয়াছে।

অশোকের জীবন-বৃত্ত আলোচনায় তাঁহার ধর্ম্ম-সাধনার তিনটী স্তরের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কলিঙ্গ-বিজয়ের পরই যে তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে অনেক দিন অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই প্রতিপন্ন হয়, প্রথমে তিনি 'উপাসক' রূপে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ধর্ম্ম-সাধনায় নিরত হন। রাজত্বের নবম বর্ষে (রাজ্য-লাভের ত্রয়োদশ বর্ষে) তিনি সাধনার প্রথম স্তরে প্রবেশ লাভ করেন। কলিঙ্গ-বিজয়ের পর বৌদ্ধ ধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগের সঞ্চার হয় বটে; কিন্তু প্রথম আড়াই বৎসর তাদৃশ একনিষ্ঠার ভাব তাঁহাতে প্রকাশ পায় না। তাঁহার প্রবর্ত্তিত রূপনাথের ক্ষুদ্র গিরিলিপিতে তাঁহার ধর্ম্মসাধনার বিষয় পরিব্যক্ত রহিয়াছে। সেই লিপি এবং তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকটিত হইল; যথা,—

সাধনার তিন স্তর।

"দেবানং পিয়ে হেবং আহ(ঃ) সাতি(লে)কানি অটতি(যা)নি ব য সুমি পাকা স(ব)কে নো চু বাঢ়ি পকতে (।) সাতিলেকে চু ছবচরে য সুমি হকং সঘ উপাতে বাঢ়ি চু পকতে(।) যা ইমায় কালায় জম্বুদিপসি অমিসাদেবা হুসু তে দানি মিসকটা(।) * পকমসি হি এস ফলে নো চ এসা মহততা পাপোতবে (।) খুদকেন হি ক পি পকমমিনেন সকিয়ে পিপুলে পি স্বগে অরোধবে (।) এতিয় অঠায চ সাবনে কটে (ঃ) খুদকা চ উডালা চ পকমংতু তি (।) অতা পি চ জানংতু ইয়ং পকর ব কিতি (-?) চিরঠিতিকে সিয়া (।) ইয হি অঠে বঢি বঢিসতি বিপুলে চ বঢিসিতি অপলধিযেনা দিযঢিয বঢিসত(।) ইয় চ অঠে পবতেসু লেখাপেত বালত হধ চ (।) অথি সিলাথুবে সিলাথংবসি লাখাপেতবয় ত (।) এতিনা চ বয়পনেনা যাবতকতু পকহালে সবর বিবসে তবা(যু)তি ব্যুথেনা সাবনে কটে (।) (সুনকু) ২৫৬স তবিবাসা ত (।)"

মর্ম্মার্থ,—'দেবপ্রিয় কহিতেছেন,—দুই বৎসর ছয় মাস কাল আমি উপাসক বা শ্রোতা-রূপে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছি; কিন্তু সাধন-মার্গে অগ্রসর হইতে পারি নাই, অর্থাৎ বিশেষ কার্য্য করিতে পারি নাই। প্রায় ছয় বৎসর অতীত হইল, আমি সঙ্ঘে প্রবেশলাভ করিয়াছি এবং বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত সাধনায় ব্যাপৃত রহিয়াছি। পূর্ব্বে জম্বুদ্বীপে যে সকল দেবতা সমাদৃত হইতেন, অধুনা তাঁহাদের অপ্রচলন হইয়াছে। * ইহা আমার

* অধুনা পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে এতদংশের ভিন্ন অর্থ নির্দ্দিষ্ট হয়। উপরে যেরূপ অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে অশোকের দেবদ্রোহিতার বিষয়ই মনে আসে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সেনার্ট, বার্থ, ফ্লিট প্রভৃতি পণ্ডিত-গণের গবেষণার ফলে এই অংশের অর্থ নির্দ্দিষ্ট হয়,—'জম্বুদ্বীপে যে সকল দেবতা পূজা পাইতেন না অর্থাৎ অপ্রচলিত ছিলেন, আমি তাঁহাদিগকে প্রচলিত করিয়াছি।' ইহাতে বুঝা যায়, অশোকের বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রহণের পূর্ব্বে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রসার তাদৃশ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহার ধর্ম্ম-গ্রহণের পর হইতেই ক্রমে তাঁহার প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি বাড়িতে থাকে। মূলে যে অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, যে সকল ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না, অশোকের প্রভাবে তাঁহারাও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন, এতদংশে তাহাও সূচিত হয়।

ঐকান্তিক চেষ্টার শুভ ফল। এ সাধনায় কেবল যে মহতেরাই সিদ্ধি-লাভ করিয়া থাকেন, তাহা নহে; চেষ্টার অসাধ্য কিছু নাই; ক্ষুদ্রও যদি চেষ্টা করে—সাধনার পথে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তাহারও স্বর্গসুখ অধিগত হইতে পারে। এতদুদ্দেশ্যে এই ঘোষণা প্রচার করিতেছি যে, মহৎ এবং ক্ষুদ্র সকলে সমভাবে চেষ্টান্বিত হউক অর্থাৎ সাধনপথে অগ্রসর হউক। আমার প্রতিবাসীরা এবং আমার রাজ্যের সমীপবর্ত্তী রাজ্য-সমূহ এই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হউক। তাহাদের সে চেষ্টা চিরকাল স্থায়ী হউক। আমার এই সদুদ্দেশ্য প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক; ইহার প্রসার অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাউক; ইহার প্রতিষ্ঠা বিপুল পরিমাণে বাড়িতে থাকুক। ন্যূনকল্পে দেড় গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। আমার এই অভিপ্রায় আমার রাজ্য-মধ্যে এবং সুদূরবর্ত্তী রাজ্য-সমূহে পর্ব্বত-গাত্রে অঙ্কিত হইয়াছে। যেখানে প্রস্তর-স্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হইবে, সেইখানে সেই স্তম্ভ-গাত্রে আমার এই উদ্দেশ্য খোদিত হইবে। যেমন মানুষ তাহার রন্ধন দ্রব্য ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হয় এবং তাহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করে; সেইরূপ, পর্ব্বত ও স্তম্ভ-গাত্রাঙ্কিত আমার এই উদ্দেশ্য অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া জ্ঞানপিপাসু কল্যাণপ্রার্থিগণ তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-লালসা নিবৃত্তি করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। উপদেশকের স্বর্গগমনের অথবা নির্ব্বাণপ্রাপ্তির ২৫৬ বৎসর পরে এই নীতি বিঘোষিত হইল।' রাজ্যলাভের একাদশ বর্ষের শেষভাগে নবধর্ম্মের নবীন আলোকে অশোকের হৃদয় উদ্ভাসিত হইল। সেই সময় হইতে তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতেই তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উৎকর্ষ-সাধনে ব্রতী হইলেন;—তাঁহার জীবন সঙ্কল্প-সাধনে উৎসর্গীকৃত হইল; বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও প্রসার কল্পে তিনি আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। সেই সময় হইতে তিনি প্রচার করিতে লাগিলেন যে,—বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সাধনে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয়;—ইহলোকে এবং পরলোকে স্বর্গসুখে সুখী হওয়া যায়। এতদুদ্দেশ্য-সাধনে তিনি ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া 'সঙ্ঘে' যোগদান করিলেন। অভিষেকের ত্রয়োদশ বর্ষ পরে একে একে তাঁহার অনুশাসন-সমূহ খোদিত এবং প্রচারিত হইতে লাগিল। স্বয়ং যে দিব্য আলোক-রশ্মি লাভ করিয়াছিলেন, প্রতি নরনারীর হৃদয়ে সেই আলোক সঞ্চার করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মহিমা চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য সম্রাট চেষ্টান্বিত হইলেন। তদবধি রাজ্যের সর্ব্বত্র তাঁহার মর্ম্মবাণী প্রচারিত হইতে লাগিল;—দেশে বিদেশে তাঁহার কীর্ত্তি-কাহিনী বিঘোষিত হইল।

যাহা হউক, দেশপতি সম্রাটের ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন পাশ্চাত্যের চক্ষে বিসদৃশ প্রতীয়মান হয়। তাই অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত অশোকের সঙ্ঘে প্রবেশের বিবরণে বিশ্বাস-স্থাপন করিতে পারেন না। 'উপাসক' এবং 'ভিক্ষু'—সাধনার এই দুই স্তরের তুলনায় অশোক যে মন্তব্য (১নং ক্ষুদ্র গিরিলিপি) প্রকাশ করিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত কারণে তাঁহারা তাহা উড়াইয়া দিবার প্রয়াস পান। কিন্তু অশোক যে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অনুশাসন-লিপি-সমূহ উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও প্রকৃষ্ট কারণ

পাশ্চাত্যের মন্তব্য।

নাই। প্রত্নতত্ত্ববিৎ বুলার এতদ্বিষয়ে একটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন,—চালুক্যরাজ কুমারপাল জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; তিনি জৈন-তীর্থঙ্করের পবিত্র উপাধি গ্রহণ করেন। তদুপলক্ষে তিনি সময় সময় অহিংসা, মিতাচার এবং ক্ষমাধর্ম্ম বিষয়ক নীতি-সমূহ প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার সে নীতিতে মাংসভক্ষণ, ধর্ম্মবিশ্বাসিগণের ভূ-সম্পত্তি হরণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ হইয়াছিল। পুরাণাদিতে জনক প্রভৃতির দৃষ্টান্তও এতৎপ্রসঙ্গে প্রদর্শিত হয়। পণ্ডিতগণ তাই মনে করেন, সময় সময় অশোক হয় তো সেইরূপ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তিনি যখন বৌদ্ধ-সঙ্ঘে যোগদান করিতেন, তখন তাঁহার মন্ত্রিগণ রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন। কেহ কেহ আবার এতদুক্তির প্রতিবাদ ছলে কহিয়া থাকেন,—'উপসম্পৎ' ব্রত গ্রহণ করিলে সারাজীবন গৃহত্যাগী হইয়া থাকিতে হয় না। আজিও সিংহলে এবং ব্রহ্মদেশে অনেককে এই ব্রত ধারণ করিতে দেখা যায়। নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে ব্রতধারী সকলেই গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকেন। সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে যাহা সম্ভবপর, রাজ-চক্রবর্ত্তী অশোকের পক্ষেই বা তাহা অসম্ভব হইবে কেন? 'উপসম্পদের' একটী নিয়ম—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করা। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে থাকিয়া, সে ভিক্ষার ব্যবস্থা-বিধানও অসম্ভব নহে। যাহা হউক, অশোক যে বৌদ্ধভিক্ষুর ধর্ম্মকর্ম্ম পালন করিতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। চৈনিক পরিব্রাজকগণের বর্ণনায়ও তাহা পরিস্ফুট দেখিতে পাই। অশোকের মৃত্যুর এক সহস্র বৎসর পরে চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং ভারত-ভ্রমণে আগমন করেন। তিনি সে সময়ে নানা স্থানে প্রস্তর-নির্ম্মিত অশোকের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। সেই প্রস্তরমূর্ত্তিসমূহ বৌদ্ধভিক্ষুর সাজে সজ্জিত। সে সাজসজ্জা বিচিত্র ধরণে পরিস্থাপিত। পণ্ডিতগণ তাহা হইতে অনুমান করেন, দীক্ষা-গ্রহণ করিয়া সঙ্ঘে প্রবেশ না করিলে সে পরিচ্ছদ ধারণের তাঁহার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।* কেহ এমনও বলিয়া থাকেন যে, ভারতে অথবা পাশ্চাত্য-দেশে এমন কোনও নৃপতিই দৃষ্টিগোচর হন না, যিনি কেবলমাত্র পারলৌকিক চিন্তায়ই নিমগ্ন রহিয়াছেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিও স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, সম্রাটের পক্ষে সকলই সম্ভবপর; কিন্তু যে ধর্ম্মে আত্মার অস্তিত্বে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া

* প্রত্নতত্ত্ববিৎ বুলার এবং কার্ণ, ১নং ক্ষুদ্র-গিরিলিপির আলোচনায় এতৎসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। (*Ind. Antiquary, VI. 154*; *Manual of Indian Buddhism*) সে স্থলে 'উপাসক' এবং সঙ্ঘ-প্রবিষ্ট ভিক্ষুর অবস্থা-পরম্পরার তুলনা করা হইয়াছে। (*Vide.* Hardy, *Eastern Monachism*) বৌদ্ধগণের রীতিনীতি-সমূহের আলোচনায় পরিব্রাজক ইৎসিং ভিক্ষুদিগের পোষাক-পরিচ্ছদের উল্লেখ করেন। তাহাতে তাঁহাদের সেই পরিচ্ছদ-পরিধানের বিশেষত্বের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—"The image of King Asoka has its garment in this way" অর্থাৎ অশোকের প্রতিমূর্ত্তিতে যে পরিচ্ছদ সন্নিবিষ্ট আছে, তাহা এই ধরণের পরিচ্ছদ। ভিল্‌সা স্তূপের আলোচনায় জেনারেল কানিংহাম অনুমান করেন,—সাঁচীতে স্তম্ভোপরি যে প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা অশোকের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু সেই মূর্ত্তি সম্রাট অশোকের মূর্ত্তি হইতে পারে না বলিয়াও কেহ কেহ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

কেবলমাত্র আত্মজয়ে মোক্ষলাভের বিষয় পরিকীর্ত্তিত, আত্মোৎকর্ষের জন্য সম্রাট অশোক সেই ধর্ম্মনীতি গ্রহণ করিবেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। সাধারণ মানুষ এ ভাবে মুক্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে প্রধানতঃ মুক্তিপ্রার্থীর নিজ চরিত্র, চিত্তের দৃঢ়তা এবং তাঁহার ব্যক্তিত্ব অনুসারে ফললাভ হয়। * যাহা হউক, অশোকের ভিক্ষুধর্ম্ম-গ্রহণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে অভিমতই প্রকাশ করুন, তিনি যে নবীন ধর্ম্মের নবীন উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রচারিত ছিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ভিক্ষুগণের প্রভাব যে তাঁহার ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের অন্যতম কারণ নহে, তাহাও বলা যায় না। বীজরূপে যে তত্ত্ব তাঁহার অন্তরে উপ্ত ছিল, সৎসঙ্গরূপ স্নিগ্ধ-বারি-নিষেকে তাহাই অঙ্কুরিত পল্লবিত হইয়া বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক বুঝিয়াছিলেন,—

"অত্ত-দীপা বিহরথ অত্ত-সরণা অনঞ্ঞসরণা।
ধম্মদীপা ধম্মসরণা অনঞ্ঞসরণা॥"

আত্মোৎকর্ষ সাধনই সর্ব্বসুখের আকর। যিনি আত্মোৎকর্ষ-সাধনে সমর্থ হইয়াছেন, নির্ব্বাণের পথ তাঁহারই পক্ষে প্রশস্ত হইয়াছে। তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন,—সকলেই শাস্তিকে ভয় করে, সকলেই মৃত্যুকে ভয় করে। এইরূপে সর্ব্ববিষয়ে নিজের সহিত উপমা করিয়া কাহাকেও হত্যা করা বা আঘাত করা উচিত নহে। যিনি সংগ্রামে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে পরাজিত করেন, তাঁহার অপেক্ষা যিনি আপনাকে জয় করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত শ্রেষ্ঠ বীর। ক্রোধকে অক্রোধের দ্বারা, অসাধুকে সাধুতার দ্বারা, কৃপণকে দানের দ্বারা, মিথ্যাকে সত্যের দ্বারা জয় করিতে হইবে। শত্রুতায় শত্রুতা যায় না; মিত্রতায় শত্রুতা নষ্ট হয়,—ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। বৌদ্ধশাস্ত্রে তাই উক্ত হইয়াছে,—

"নিধিং নিধেতি পুরিসো গম্ভীরে ওদকন্তিকে।
অথে কিচ্চে সমুপ্পন্নে অথায় মে ভবিস্সতীতি॥
সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স সব্বে ভায়ন্তি মচ্চুনো
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে॥
যো সহস্সং সহস্সেন সঙ্গামে মানুসে জিনে।
একঞ্চ জেয্যমত্তানং সবে সঙ্গম জুত্তমো॥

---

* এতৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিক রিজ ডেভিডস্ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা,—"It is strange for a king, whether in India or in Europe, to devote himself strenuously to the higher life at all. It is doubly strange that, in doing so, he should select a system of belief where salvation, independent of any belief in a soul, lay in self-conquest. No ordinary man would have so behaved; and the result must have been due mainly to his own character, his firmness of purpose, his strong individuality. But he was quite incapable of inventing the system."—*Vide* Rhys Davids, *Buddhist India*, pp. 285—286.

একেকাধেন জিনে কোষং অসাধুং সাধুনাজিনে;
জিনে কদরিয়ং দনেন সচ্চেন অলিকবাদিনং॥
ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তবী কুদাচনং।
অবেরেন চ সম্মমন্তি এস ধম্মো সনন্তনো॥"

কলিঙ্গ-বিজয়ের পর রাজচক্রবর্ত্তী অশোক বৌদ্ধ-ধর্ম্মের এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; সেই মন্ত্রের সাধনে তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত হইয়াছিল।

কিরূপে কি সূত্রে রাজচক্রবর্ত্তী অশোক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে বৌদ্ধ-গ্রন্থে নানা উপাখ্যান বর্ণিত আছে। কোনও উপখ্যানে দেখিতে পাই, নিগ্রোধ কর্ত্তৃক, কোনও মতে উপগুপ্ত কর্ত্তৃক রাজচক্রবর্ত্তী অশোক বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। তৎসম্বন্ধে যে সকল উপাখ্যান পরিবর্ণিত দেখি, তাহার দুই একটী এস্থলে উল্লেখ করিতেছি;

দীক্ষা সম্বন্ধে কিংবদন্তী।

মহাবংশে বর্ণিত আছে,—কাষায়বসন-পরিহিত মুণ্ডিতমস্তক ভিক্ষুবেশী নিগ্রোধ, অশোককে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে তদ্বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। নিগ্রোধকে সিংহাসনে বসাইয়া অশোক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটী তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ধম্মপদ গ্রন্থে বুদ্ধদেবের যে সকল উপদেশ নিবদ্ধ আছে, নিগ্রোধ সেই উপদেশ বিবৃত করিলেন; কহিলেন,—ধর্ম্মাচরণে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয়। আর অধর্ম্মাচরণে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্ম-নিরত অপ্রমত্ত ব্যক্তিগণ অজর অমর; আর প্রমত্ত পাপিগণ জীবিত-অবস্থায় মৃতপ্রায়। তিনি ধর্ম্মের এই নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া ধ্যাননিষ্ঠ এবং সাধনপরায়ণ হইয়াছেন, তিনিই নির্ব্বাণ-রূপ পরাশান্তি-লাভে সমর্থ হইয়াছেন।' অন্যান্য নীতি-প্রসঙ্গে 'ধম্মপদে' দেখিতে পাই,—

"অপ্পমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চুনো পদং।
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি যে পমত্তা যথা মতা॥
এতং বিসেসতো ঞত্বা অপ্পমাদম্হি পণ্ডিতা।
অপ্পমাদে পমোদন্তি অরিয়ানং গোচরে রতা॥
তে ঝায়িনো সাততিকা নিচ্চং দল্‌হ পরক্কমা।
ফুসন্তি ধীরা নিব্বাণং যোগক্খেমং অনুত্তরং॥"

নিগ্রোধের মুখে ধর্ম্মের এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব পরিব্যক্ত হইলে, অশোকের জ্ঞানপিপাসা বর্দ্ধিত হইল। তিনি মৈত্রী-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন—আর্য্য অষ্টমার্গ সাধনায় অর্হত্ত্ব লাভে মনোনিবেশ করিলেন। * ক্রমে তাঁহার পরিজনবর্গ এবং প্রজাপুঞ্জ সকলেই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। নবধর্ম্মের অনুশীলনে তিনি বুঝিতে পারিলেন,—

"ফুট্‌ঠস্স লোকধম্মেহি চিত্তং যস্স ন কম্পতি,
অসোকং বিরজং খেমং এতং মঙ্গলমুত্তমং।"

---

* আর্য্য অষ্টমার্গ কি, কিরূপে তাহার সাধন করিতে হয়, এবং অর্হৎ এবং অর্হত্ত্বলাভের উপায় প্রভৃতি পঞ্চম খণ্ড "পৃথিবীর ইতিহাসে" বিবৃত হইয়াছে।

"যথিন্দখীলো পঠবিংসিতো সিয়া,
চতুব্ভি বাতেভি অসম্পকম্পিয়ো,
তথূপমং সপ্পুরিসং বদামি॥"
"সেলো যথা একঘনো বাতেন ন সমীরতি।
এবং নিন্দা পসংসাসু ন সমীঞ্জন্তি পণ্ডিতা॥"

অর্থাৎ—'স্তুতি-নিন্দা লাভালাভ প্রভৃতি লোকধর্ম্মে যাঁহার চিত্ত বিকম্পিত নয়, যিনি শোকহীন অহঙ্কারহীন এবং নিষ্পাপ, তিনিই সুমঙ্গল প্রাপ্ত হন। ...চতুর্দ্দিকের বাত্যা-বিক্ষোভে দৃঢ়প্রোথিত শৈলস্তম্ভ বিচলিত হয় না। সৎপুরুষগণও সেইরূপ কামক্রোধাদির ঝঞ্ঝাবাতে বিচলিত নহেন। ...একসম্বদ্ধ শৈলশ্রেণী বায়ুপ্রবাহে কখনও বিচলিত হয় না। পণ্ডিতজনকেও সেইরূপ নিন্দাপ্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে না।' ফলতঃ, সর্ব্বত্র সমদর্শী, স্তুতিনিন্দায় সুখদুঃখে অবিচলিত জ্ঞানিগণই নির্ব্বাণ-মুক্তির অধিকারী। মহাবংশের পঞ্চম অধ্যায়ে অশোক প্রভৃতির সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা দেখিতে পাই। সে আখ্যায়িকার মর্ম্ম নিম্নে বিবৃত হইল; যথা—পূর্ব্বজন্মে অশোক আপনার ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত বারাণসীধামে বাস করিতেন। তাঁহাদের মধুর ব্যবসায় ছিল। তাঁহাদের একজন মধু বিক্রয় করিতেন, অপর দুইজন মধু আহরণ করিয়া আনিতেন। নির্ব্বাণ-মার্গাবলম্বী জনৈক 'পচ্চেকবুদ্ধ' * প্রতিদিন ভিক্ষার্থ বহির্গত হইতেন। একদিন তাঁহার মধুর আবশ্যক হইল। তিনি মধুর অনুসন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু মধু মিলিল না। অতঃপর জনৈক মহিলার নির্দ্দেশমতে তিনি বাজারে যাইয়া পূর্ব্বোক্ত মধু-বিক্রেতার নিকট মধু প্রার্থনা করিলেন। মধুবিক্রেতা বরলাভের আশায় তাঁহার কমণ্ডলু পূর্ণ করিয়া মধু প্রদান করিল। ইতিমধ্যে মধুবিক্রেতার অপর দুই ভ্রাতা আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। ভিক্ষুককে মধু প্রদান করিতে দেখিয়া তাহারা রোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। একজন বলিল,—'ভিক্ষুককে সমুদ্রপারে নিক্ষেপ কর'; আর একজন বলিল,—'এ ব্যক্তি চণ্ডাল!' জ্যেষ্ঠ মধুবিক্রেতা ভ্রাতৃগণের নিকট অনেক অনুনয় বিনয় করিল; যাহা হউক, পরিশেষে তিন ভ্রাতাই বরলাভ করিল। যিনি ভিক্ষুককে সমুদ্রপারে নিক্ষেপ করিতে চাহিয়াছিলেন, বরপ্রভাবে তিনি সিংহলরাজরূপে জন্মগ্রহণ করেন; যিনি তাঁহাকে চণ্ডাল অভিধায়ে অভিহিত করেন, তিনি নিগ্রোধ এবং যিনি মধু প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি রাজচক্রবর্ত্তী অশোক। যে যুবতী ভিক্ষুককে পথ প্রদর্শন করেন, তিনিই অশোকের সহধর্ম্মিণী অসন্ধিমিত্রা। এইরূপ কত উপাখ্যান অশোকের সম্বন্ধে বৌদ্ধ-গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

---

* মহাযান-সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ-গ্রন্থে নির্ব্বাণপন্থীরা তিন ভাগে বিভক্ত। পচ্চেকবুদ্ধ তাঁহাদের অন্যতম। যাঁহারা স্বচেষ্টায় নির্ব্বাণ-পথের পথিক হইয়াছেন, তাঁহারাই পচ্চেকবুদ্ধ নামে পরিচিত হন। মহাযান-সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ বলেন,—পচ্চেকবুদ্ধগণ কাহাকেও উপদেশ দিবার অধিকারী নহেন। যাঁহারা সম্যকবুদ্ধ, তাঁহারা এই সম্প্রদায় অপেক্ষা কিছু উন্নত।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রহণান্তর রাজচক্রবর্ত্তী অশোক বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রচার কল্পে মনোনিবেশ করিলেন। কেবল আপন রাজ্য-মধ্যে নহে; দেশে বিদেশে যাহাতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিজয়-গীতি নিনাদিত হয়, তিনি তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এতদুদ্দেশ্যে প্রচারক সম্প্রদায় সংগঠিত হইল। দেশে বিদেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারকগণ প্রেরিত হইতে লাগিলেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণের অর্থাৎ সঙ্ঘপ্রবেশের পর দুই বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারকল্পে ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মহীশূর, বোম্বাই, মহারাষ্ট্র দেশ, কাশ্মীর, পেগু, হিমালয়ের পার্ব্বত্য-প্রদেশ-সমূহ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে প্রচারকগণ গমন করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। অশোকের ধর্ম্মপ্রচারকগণের কর্ম্মকুশলতায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত সকল রাজ্য বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল,—বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাকামীদিগের এতদুক্তি পণ্ডিতগণ যদিও স্বীকার করেন না; কিন্তু সেই প্রচারের ফলে বিভিন্ন রাজ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি যে দৃঢ় হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নাই। কেবল স্বদেশে নহে, বিদেশেও সত্যধর্ম্ম প্রচার জন্য তাঁহার হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে। এতদুদ্দেশ্যে তিনি বৈদেশিক প্রচারক-দল সংগঠন করেন। স্বাধীন-রাজ্য-সমূহ যাহাতে মৈত্রী-ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাঁহারা তদ্বিষয়ে উপদিষ্ট হন। ২৫৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বে অশোক প্রবর্ত্তিত লিপিলিপি-সমূহ প্রচারিত হয়। সেই সময়ে সীমান্ত প্রদেশের রাজ্য-সমূহে এবং মিত্ররাজ্যে প্রচারক গমন করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার করেন। এতদ্ব্যতীত সিরীয়া, মিশর, সাইরিণ, মাসিডন, এপিরাস প্রভৃতি বৈদেশিক রাজ্যে প্রচারকগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত বৈদেশিক রাজ্য-সমূহে যথাক্রমে এণ্টিওকাস থিয়স, টলেমি ফিলাডেলফাস, মেগাস, এণ্টিগোনাস গোনাটাস এবং আলেকজাণ্ডার রাজত্ব করিতেন। এইরূপে এসিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকা এই তিন মহাদেশে অশোকের প্রচারকগণ গমন করিয়াছিলেন। মিত্ররাজগণের মধ্যে যাঁহারা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের সন্নিকটস্থ তিব্বত দেশের অন্তর্গত কাম্বোজ রাজ্য, হিমালয়ের অসংখ্য পার্ব্বত্য জাতি, কাবুল এবং পশ্চিমদিকবর্ত্তী গান্ধার এবং যবনগণ, ভোজ, পুলিন্দ, পিটিনক প্রভৃতি বিন্ধ্য এবং পশ্চিমঘাটবাসী রাজগণ, কৃষ্ণা ও গোদাবরীর অন্তর্গত অন্ধ্র-রাজ্য বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। দক্ষিণে দ্রাবিড়গণ ইতিপূর্ব্বে মগধের অধীনতা স্বীকার করে নাই। অশোকের রাজত্বকালে তাহাদের চারিটী স্বাধীন রাজ্য সংগঠিত হয়; যথা,—চোল, পাণ্ড্য, কেরল-পুত্র এবং সত্তীয়পুত্র। এক্ষণে ঐ সকল রাজ্যের অবস্থান নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বহু গবেষণা করিয়া ঐ সকল স্থানের অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে, চোল-রাজ্যের রাজধানী 'উড়ইউড়' নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রাচীন ত্রিচিনা-পল্লী এবং 'উড়ইউড়' তাঁহাদের মতে অভিন্ন। তাঁহাদের মতে পাণ্ড্য-রাজ্যের রাজধানী—তিনেভেলি জেলার কোরকাই নগর। চেরা-রাজ্যের অন্তর্গত দ্বীপবৎ নগর-সমূহ এবং ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যের পশ্চিমস্থ মালবার উপকূল—কেরলপুত্র নামে অভিহিত হইত। 'চেরা' শব্দ, পণ্ডিতগণ বলেন, 'কেরল' শব্দের অপভ্রংশ। অধুনা যে স্থান মাঙ্গালোর নামে

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রচার।

অভিহিত হয়, সেই বাঙ্গালোর রাজ্য এবং 'টুলু'-ভাষা-ভাষী জনগণের রাজ্য প্রাচীনকালে 'সতীয়পুত্র' * নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই সকল রাজ্যের অধিপতিগণের সহিত রাজচক্রবর্ত্তী অশোক দৃঢ় মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। সুতরাং তত্তদ্দেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রচারে এবং মঠাদি প্রতিষ্ঠায় তাঁহাদের কেহই অশোকের প্রতিবাদী হন নাই। অশোকের ভ্রাতা মহেন্দ্র তাৎকালিক চোল-রাজ্যে একটী বৌদ্ধ-সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে চীন-দেশীয় জনৈক প্রাচীন গ্রন্থকার বলেন,—'রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। সাধারণতঃ তিনি কুমাররাজ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রাচীন ভারতের সেই প্রাচীন নিয়ম অনুসারে অন্যান্য রাজপুত্রগণ, জ্যেষ্ঠের রাজ্যপ্রাপ্তির পর, রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে যান। তাঁহারা তাহার পর আর রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন না।' † যাহা হউক, ধর্ম্মজীবন যাপনের এরূপ বিধান থাকিলেও রাজভ্রাতৃগণ বিস্মৃতির অন্ধতম কূপে নিমজ্জিত হইতেন না। পরন্তু ধর্ম্মজীবন-যাপনে নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করিয়া তাঁহারা অক্ষয় কীর্ত্তি-স্মৃতি রাখিয়া যাইতেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন,—অশোকের ভ্রাতা মহেন্দ্র পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারেই পীতবাস (কাষায়বসন) গ্রহণ করিয়া ভিক্ষু ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার কার্য্যে তিনি যে সাফল্য লাভ করেন, তাহার তুলনা হয় না। সিংহলে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে অশোক আপন ভ্রাতা মহেন্দ্রকে প্রেরণ করেন। মহেন্দ্র সে সময়ে দক্ষিণ-ভারতের তাৎকালিক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রচারকগণের ধর্ম্মপ্রচার-কৌশলে সিংহলরাজ তিষ্য এবং তাঁহার অমাত্যবর্গ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ‡ ক্রমশঃ সিংহলবাসীর অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। অতি অল্প দিনের মধ্যেই সিংহলবাসীরা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মৈত্রী ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হয়। জীবনের অবশিষ্ট কাল মহেন্দ্র সিংহলে বাস করেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উৎকর্ষ-সাধনে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গীকৃত হয়। সিংহলবাসীরা তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া সমাদর করিতে থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সিংহলাদি নগরীর অশ্বত্থল নামক

---

* মিঃ এ, জি, স্বামী 'সতীয়পুত্র' রাজ্য বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে তাহার অবস্থিতির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন,—তামিল ব্রাহ্মণগণের একটী বিভাগ 'বৃহচ্চারণ' নামে পরিচিত। তাঁহাদের আবার দুইটী সম্প্রদায় আছে;—মহানাড় এবং মোল'গু। 'মহানাড়' সম্প্রদায় পুনরায় কণ্ড্রমাণিকম্, মাঙ্গুড়ি এবং সথিয়মঙ্গলম্ এই তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তাহাদের বাসভূমি পশ্চিমঘাট-পর্ব্বতের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। তাঁহার মতে উপনিবেশিকগণ উচ্চভূমিতে এবং মাদুরা, কৈম্বাটুর এবং মালবার উপকূলে বসতি করিত। পরিশেষে তাহারা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। (*Indian Antiquary*. 1912, p. 231—Brahman Immigration Into Southern India) অশোকের উক্ত সতীয়পুত্র এবং 'সথিয়মঙ্গলম্' পণ্ডিতগণ অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে 'সতীয়পুত্র' রাজ্য পশ্চিমঘাটের সন্নিকটে অবস্থিত নহে। তিনি বলেন,—উহা তামিল-রাজ্যে অবস্থিত ছিল।

† *Vide*, Ma-twan-lin as quoted in *Indian Antiquary*, IX, 22

‡ কোনও কোনও ঐতিহাসিক ২৫৩-২১০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে দেবপ্রিয় তিষ্যের রাজ্যকাল নির্দ্দেশ করেন। তাহাদের মতে তাঁহার উত্তরাধিকারী উত্তিয়ের রাজ্যকাল—২১০—২০১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ নির্দ্দিষ্ট হয়।

করিল এবং বৌদ্ধ-নীতি বুঝিয়া স্বমত প্রচার করিতে লাগিল। ফলে এই হইল যে, ব্রাহ্মণগণের রীতি-নীতির অনুসরণে বলিপ্রদান প্রভৃতি অনাচার উচ্ছৃঙ্খলা বাড়িয়া গেল; সুতরাং নীতি অনুষ্ঠানের সর্ব্বত্রই যথেচ্ছাচারের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইল। সে সময়ে স্বেচ্ছাচার এতই বাড়িয়া গিয়াছিল যে, শুদ্ধ ও অশুদ্ধের পার্থক্য-নিরূপণ একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই ভাবে সাত বৎসর কাটিয়া যায়। অবশেষে অশোকের ধর্ম্মগুরু, মোগ্গলির পুত্র তিস্সা আপন শিষ্যগণকে মহেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে সংস্থাপিত করিয়া গঙ্গার উৎপত্তি-স্থানে হিমালয় প্রদেশে প্রস্থান করিতে বাধ্য হন। যাহা হউক, অবশেষে তিস্সা প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার প্রভাবে বিরুদ্ধবাদিগণ বিতাড়িত হন। 'কথাবত্থু' নামক নীতি-গ্রন্থ প্রচার করিয়া পাটলিপুত্র নগরের 'অশোকারাম' বৌদ্ধ-মন্দিরে তৃতীয় ধর্ম্মসভা আহ্বান করেন। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর ২৩৬ বৎসর পরে এবং রাজ্যাভিষেকের সপ্তদশ বর্ষে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। সেই বৎসরই দেবপ্রিয় তিষ্য-রাজপুত্র সিংহলদেশের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। অশোকের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিলেও উভয়ের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। অশোকের প্রতি সম্মান ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ তিষ্য আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মহাঅরিষ্টের অধিনায়কত্বে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সপ্তম দিনে দূতগণ তাম্রলিপ্ত (বাঙ্গালার অন্তর্গত তমলুক) নগরে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং আর সাত দিনে পাটলিপুত্রে পৌঁছেন। তাঁহারা যে সকল বহুমূল্য উপঢৌকনাদি আনয়ন করিয়াছিলেন, রাজা অশোক তাহা সাদরে গ্রহণ করেন এবং দূতগণ বিশিষ্টরূপে সম্বর্দ্ধিত হন। সেই হইতে সমারোহ আড়ম্বরের সহিত তাঁহাদের পরিচর্য্যা চলিতে থাকে। দূতগণের প্রত্যাবর্ত্তন কালে রাজা অশোক দেবপ্রিয় তিষ্যের জন্য তুল্যমূল্য উপঢৌকনাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রায় পাঁচ মাস কাল সিংহল-রাজের দূতগণ পাটলিপুত্র রাজধানীতে অবস্থান করেন। দূতগণের সিংহল প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে, দূতগণের নিকট রাজা অশোক দেবপ্রিয় তিষ্যকে বলিয়া পাঠান,—"আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘ—এই ত্রিরত্নের আশ্রয় লইয়াছি। শাক্যপুত্রের নীতির অনুসরণে তাঁহার পথের পথিক হইয়াছি,—উপাসকরূপে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছি। আমার একান্ত ইচ্ছা, সিংহলরাজও সেই ত্রিরত্নের উপাসনায় প্রাণমন সমর্পণ করেন। জিনগণের প্রবর্ত্তিত এই সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সিংহল-রাজ যেন পরমানন্দ প্রাপ্ত হন। তিনি যেন পবিত্র ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া ভগবান বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেন।' তৃতীয় ধর্ম্ম-সঙ্গীতি নয় মাস কাল স্থায়ী হইয়াছিল। মোগ্গলির পুত্র তিস্সা এই সময় দেশে বিদেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারকগণকে প্রেরণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তদুদ্দেশ্যে কাশ্মীর এবং গান্ধার রাজ্যে প্রচারকগণ প্রেরিত হন। মহিষামণ্ডল (মহীশূর), বনবাসী (উত্তর কানাড়া), অপরান্তক (বম্বের উত্তর উপকূল), মহারাষ্ট্র, যবন-রাজ্য (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ), হিমালয়ের পার্ব্বত্য-প্রদেশ-সমূহ, সুবর্ণভূমি (পেগু) এবং সিংহল প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে এই সময় ধর্ম্ম-প্রচারক প্রেরিত হয়। মহেন্দ্রের অধিনায়কত্বে সুমন প্রভৃতি পাঁচ জন প্রচারক সিংহল-রাজ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে যান। রাজার আদেশক্রমে মহেন্দ্র বিদিশা-নগরে মাতার নিকট ছয় মাস অবস্থান

করেন। বিদিশাগিরি নগরে তাঁহার মাতা এক বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মহেন্দ্র সেই মঠে আশ্রয় লন। মহেন্দ্রের উপদেশ শ্রবণ করিয়া মহেন্দ্রের মাতৃদৌহিত্র বন্ধু বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর আরও এক মাস বিদিশাগিরিতে অবস্থানের পর দলবল সমভি-ব্যাহারে মহেন্দ্র সিংহল দ্বীপে গমন করেন। মহেন্দ্রের নিকট বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া প্রথমে সিংহলরাজ বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার চল্লিশ সহস্র অনুচর সিংহলরাজের পদাঙ্ক অনুসরণে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সিংহলরাজকন্যা আনুলা পাঁচ শত অনুচরী সহ সঙ্ঘ-প্রবেশের অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু মহিলা-প্রচারক ভিন্ন মহিলার দীক্ষাদানে মহেন্দ্রের অধিকার না থাকায়, রাজ-কুমারীর অভিলাষ পূর্ণ হয় না। অতঃপর, সিংহলরাজ পুনরায় অশোকের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন; সঙ্ঘমিত্রা এবং পবিত্র বোধি-দ্রুম প্রেরণের জন্য অশোকের নিকট অনুরোধ জানাইলেন। রাজা অশোক অনেক চিন্তার পর সঙ্ঘমিত্রার সিংহল গমনে সম্মতি প্রদান করিলেন। স্বয়ং অশোক তাম্রলিপ্ত পর্য্যন্ত গমন করিয়া তাঁহাদিগকে অর্ণবপোতে তুলিয়া দিলেন। অর্ণবযান মৃদু-মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল। সিংহলদেশীয় বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ বলেন,—বোধি-দ্রুমের বিদ্যমানতা হেতু সমুদ্র ধীর স্থির গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। পঞ্চবিধ বিভিন্ন প্রকারের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল, বিবিধ সুগন্ধে দিক আমোদিত করিল। বোধি-বৃক্ষ এবং সঙ্ঘমিত্রাকে লইয়া অর্ণবপোত যখন সিংহল-দ্বীপে উপনীত হইল, সিংহলরাজ মহাসমাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। 'মহামেঘ' উদ্যানে বোধি-বৃক্ষ রোপিত হইল। ক্রমে ক্রমে সিংহলের সর্ব্বত্র সেই বৃক্ষ বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ইহার পর মহারাজ মহেন্দ্রের জন্য সিংহলে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। উহাই সিংহলের প্রথম বৌদ্ধ-মন্দির। তার পর আর একটী মন্দির নির্ম্মিত হয়। তাহার নাম—চৈত্যগিরি। কুমারী আনুলা এবং তাঁহার পাঁচ শত অনুচরী সঙ্ঘমিত্রার নিকট বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও পাঁচ শত পুরমহিলা বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিতা হন। সিংহলে বোধি-দ্রুম প্রেরণোপলক্ষে রাজা অশোক যখন উৎসবে প্রমত্ত ছিলেন, সেই সময় সুমনের অভিনায়কত্বে সিংহলরাজ পুনরায় দূত প্রেরণ করেন। সিংহলে প্রতিষ্ঠিত স্তূপ-সমূহে রক্ষিত হইবার জন্য বুদ্ধদেবের ভস্মাবশেষ চাহিয়া পাঠান। অশোক তাঁহার সে প্রার্থনাও পূরণ করেন। সিংহলরাজ বিশেষ ভক্তিসহকারে বুদ্ধের ভস্মাবশেষ গ্রহণ করিয়া মহাসমারোহে থূপারাম স্তূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। সে সময় প্রবল ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। এই অলৌকিক ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া এবং অশেষ মাহাত্ম্য কথা অবগত হইয়া, রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং অন্যান্য অধিবাসীরা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নির্ব্বাণ-পথের পথিক হয়।

ভারতীয় উপাখ্যানে মহেন্দ্র অশোকের ভ্রাতা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। সেখানেও দেখিতে পাই,—তিনি সিংহলে গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতীয় আখ্যায়িকায় মহেন্দ্রের বিষয় যেরূপ পরিবর্ণিত আছে, এস্থলে তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইতেছে। অশোকের এক বৈমাত্র ভ্রাতা ছিলেন। তিনি কনিষ্ঠ। বাল্যকালে তাঁহার অশেষ দুর্ব্বাধ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অমিতব্যয়ী এবং নিষ্ঠুর-চরিত্র ছিলেন। তিনি রাজকীয় পরিচ্ছদাদি পরিধান করিতেও কুণ্ঠা বোধ

ভারতীয়-কাহিনীতে মহেন্দ্র-প্রসঙ্গ।

করিতেন না। তাঁহার অন্যায়াচরণে প্রজাগণ বিশেষ অসন্তুষ্ট হয়। প্রজাগণের অসন্তোষ এতাধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, মন্ত্রিগণ একদিন রাজার নিকট তদ্বিষয় বিজ্ঞাপিত করেন। তাঁহারা বলেন,—'আপনার ভ্রাতা এতই উদ্ধতপ্রকৃতি যে, তিনি আপনার ধর্মমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন। ন্যায়ানুগত শাসনে প্রজাগণ সুখে কালযাপন করিয়া থাকে। প্রজাগণ সন্তুষ্ট হইলে, রাজা শান্তিতে দিনাতিপাত করিতে পারেন। আপনার পিতৃপিতামহগণ যে নিয়মে রাজকার্য্য পরিচালন করিতেন, যে ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহার উপযুক্ত শাস্তিবিধান আবশ্যক।' মন্ত্রিগণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা বিশেষ দুঃখিত হইলেন। তিনি ভ্রাতাকে ডাকিয়া কহিলেন,—'প্রজাপালন এবং প্রজা-রক্ষাই রাজার কর্ত্তব্য। আমার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ কর্তৃক আমার উপর যে কর্ত্তব্য-ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তুমি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, আমার প্রীতি-স্নেহের কেন অপলাপ করিতেছ? রাজত্বের এই প্রথম সময়ে রাজনিয়ম লঙ্ঘন করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। তোমার প্রতি কোনও গুরুদণ্ড বিধান করিলে আমার পূর্ব্বপুরুষগণ রুষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু তোমার অন্যায়াচারের যদি প্রতিকার-বিধান না করি, তাহা হইলে প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হয়।" রাজার এতদুক্তি শ্রবণ করিয়া, মহেন্দ্র আপনার অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং সাত দিনের সময় দিবার প্রার্থনা জানাইলেন। রাজা তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়া তাঁহাকে এক সপ্তাহের সময় দিলেন। অতঃপর মহেন্দ্রকে এক অন্ধকার-গৃহে আবদ্ধ রাখা হইল এবং তাঁহাকে বিবিধ ভোজ্য এবং বিলাস দ্রব্য প্রদান করা হইল। কিন্তু সপ্তাহ অতীত হইলে মহেন্দ্রের হৃদয়ে অনুতাপ উপস্থিত হইল, ইহার চরিত্রের পরিবর্ত্তন ঘটিল। তিনি সত্বরেই অর্হতের শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার উপযুক্ত হইলেন। সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অশোক সেই অন্ধকার গৃহে গমন করিলেন এবং মহেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—'আমার আশার অতীত ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি অর্হৎ পবিত্রতা লাভ করিয়াছ, অতএব গৃহে প্রত্যাগমন কর।' মহেন্দ্র উত্তর করিলেন,—'আমার সংসারের সমস্ত আসক্তি দূর হইয়াছে, সংসারের কোনও বিষয়েই আর আমার আকাঙ্ক্ষা নাই। এক্ষণে সংসার পরিত্যাগ করাই [illegible]।' রাজা অশোক তাহাতে সম্মত হইলেন, [illegible] এবং রাজধানীতেই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।' [illegible] আদেশ প্রদান করিলেন। অতঃপর বৈশাখী সাক্ষ্যে মহেন্দ্র বায়ুপথে সিংহলে গমন করিয়াছিলেন, এতৎপ্রসঙ্গে তাহাও উল্লিখিত। দীক্ষা গ্রহণের পর মহেন্দ্র দক্ষিণ-ভারতে গমন করেন এবং কাবেরী-নদীর সমীপে একটী বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেখান হইতে সিংহল-দ্বীপে গমন করিয়া মহেন্দ্র সত্য ধর্ম্ম প্রচার করেন। * সিংহলবাসীরা প্রথমে

* "The story of Mohinda and Sanghamitta seems to have been invented for the purpose of possessing a history of the Buddhist institutions in the island, and to connect it with the most distinguished person conceivable—the great Asoka,

আগমন করিয়া সত্যধর্ম্ম এবং সত্য-নীতি সমূহ প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে সিংহলবাসীদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মের মূল দৃঢ়তা লাভ করে। সিংহলে এক-শত সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মহাযান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত 'স্থবির' শাখার প্রচারিত বৌদ্ধ-নীতির অনুসরণে তাহারা ধর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হয়।' যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ আখ্যায়িকা তুলনায় সমালোচনা করিলে আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হই? বুঝিতে পারি না কি, সিংহল-রাজ্যের দীক্ষা-ব্যাপারে মহেন্দ্রের কীর্ত্তি-স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া আছে? এক দিনে বা এক বারে সমগ্র সিংহলদেশ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। তবে দীক্ষা ও প্রচার কার্য্যে মহেন্দ্রই যে প্রধান-স্থানীয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সিংহল-দেশীয় বৌদ্ধ-মঠের সহিত মহেন্দ্রের নাম সংশ্লিষ্ট দেখিয়া মনে হয়, মহেন্দ্র-নামধেয় কোনও ব্যক্তি সিংহল-রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং অশোকের সমসময়ে অথবা তাঁহার অব্যবহিত পরে সিংহলে বৌদ্ধ-প্রচারিত মৈত্রীসঙ্ঘের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। কাবেরী নদীর সন্নিকটে কাঞ্চীতে মহেন্দ্রের নামে যে মঠ উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, তদ্দৃষ্টে মহেন্দ্র নামধেয় কোনও ব্যক্তির বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। দাক্ষিণ-ভারতে তিনি যে প্রচার-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহা হইতে তাহাও উপলব্ধ হইতে পারে। এই সকল বিষয়ের আলোচনায় পণ্ডিতগণ স্থির করেন, অশোকের পুত্র মহেন্দ্রের পরিবর্ত্তে অশোকের ভ্রাতা মহেন্দ্র সিংহল-রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।—এ উক্তিই সমীচীন। তাহাতে মহেন্দ্রের ঐতিহাসিকত্ব কতকাংশে সপ্রমাণ হইতে পারে। *

অশোকের ধর্ম্মপ্রচারকগণ।

অশোকের প্রবর্ত্তিত লিপি-সমূহের আলোচনায় তৎকর্ত্তৃক বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের বিষয় নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হয়। রাজ্যাভিষেকের ত্রয়োদশ বর্ষে তাঁহার প্রচারকগণ দেশে বিদেশে গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সে আলোচনায় তাহাও উপলব্ধি হয়। সম্রাট্ চক্রবর্ত্তী অশোক, পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—প্রথমে উপাসক বা গৃহস্থ শিষ্যরূপে ধর্ম্ম-সাধনায় প্রবৃত্ত হন। এইরূপে আড়াই বৎসর কাটিয়া যায়। তাহার নবম বর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের নবীন আলোক তাঁহার হৃদয়ে অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়। সুতরাং এ হিসাবে অভিষেকের একাদশ বর্ষে তিনি প্রথম ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। ত্রয়োদশ বর্ষে দ্বিতীয় এবং ত্রয়োদশ গিরিলিপি প্রচারিত হয়। তাহার এক বৎসর পূর্ব্বে সিংহলে প্রচারক প্রেরিত হইয়াছিল। সে হিসাবে রাজ্যাভিষেকের দ্বাদশ বর্ষে সিংহল-দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ বিশ্বাস করেন। সিংহলদেশীয় বৌদ্ধ-ইতিবৃত্তে বর্ণিত আছে,—অশোকের রাজ্যাভিষেকের অষ্টাদশ বর্ষে সিংহল-দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। পণ্ডিতগণ বলেন,—'আখ্যায়িকা-সমূহের এতদুক্তি ভ্রমপ্রমাদ-পূর্ণ। অশোকের রাজত্বের একটী প্রধান ঘটনা—ধর্ম্ম-সঙ্গীতি-সমূহ। পাটলিপুত্র-নগরে যে তৃতীয় বৌদ্ধ-সঙ্গীতির অধিবেশন

---

* এতদংশে উদ্ধৃত পরিব্রাজক হয়েন-সাঙের অভিমত নিম্নলিখিত গ্রন্থ-পত্রে দ্রষ্টব্য;—Beal, Hiuen Tsiang. Vol. II, pp 231 and 246, 91-93; *Indian Antiquary*, XVIII, 241.

মহেন্দ্র কর্তৃক সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে একটী গুরুতর সমস্যার বিষয় পণ্ডিতগণ উত্থাপন করেন। তদনুসারে তামিল দেশ হইতে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান হন। সিংহল-দেশীয় 'মহাবংশ' গ্রন্থে দক্ষিণ-ভারতের তামিল দেশের কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধ-প্রচারক-প্রেরণের বিষয় মহাবংশে উল্লিখিত আছে; মহেন্দ্র যে দক্ষিণ-ভারত হইতে সিংহলে গমন করিয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন, শিলাপত্রে তাহাও দৃষ্ট হয়। কিন্তু বৌদ্ধ মতানুসারী তামিল-দেশের প্রসঙ্গ সেস্থলে সন্নিবিষ্ট না হইবার কারণ কি? এতৎপ্রসঙ্গে পণ্ডিতগণ বলেন,—'যে সময়ে সিংহলবাসীদিগের সহিত তামিলগণের ঘোরতর দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। সে দ্বন্দ্ব শত শতাব্দী কাল স্থায়ী হয়। মহেন্দ্র সেই তামিল-দেশ হইতে সিংহলে গমন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন,—এতদুল্লেখ সিংহলের সুবৃহৎ বিহারবাসী ভিক্ষুগণের পক্ষে শ্লাঘনীয় নহে। তাঁহারা যে তামিলগণকে নিকৃষ্ট ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাঁহাদেরই দেশ হইতে একজন ভিক্ষু গমন করিয়া ধর্ম্মের প্রথম আলোক বিস্তার করিবেন,—কখনও তাঁহারা তাহা স্বীকার করিবেন না। পরন্তু যে দেশে ধর্ম্মের প্রথম অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই দেশ হইতেই ধর্ম্ম-প্রচারকের আগমন তাঁহারা বিশেষ গৌরবের মনে করিবেন। সেই জন্যই সিংহলদেশবাসীরা মহেন্দ্রকে অশোকের পুত্র এবং সঙ্ঘমিত্রাকে তাঁহার কন্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর তিনি যে তামিল দেশ হইতে সিংহলে গমন করেন নাই, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য ভিক্ষুগণ কর্তৃক মহাবংশে তামিল-দেশের বিষয় উল্লিখিত হয় নাই।' যাহা হউক, মহেন্দ্র যে অশোকের ভ্রাতা ছিলেন, চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান এবং হুয়েন-সাং প্রভৃতিও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাটলিপুত্র নগরে মহেন্দ্রের আশ্রম পরিদর্শন করিয়া ফা-হিয়ান ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। ফা-হিয়ান—চৈনিক পরিব্রাজক। পাটলিপুত্রের অধিবাসিগণ নির্দ্দেশ না করিয়া দিলে, মহেন্দ্রের সহিত অশোকের প্রকৃত সম্বন্ধের পরিচয় তাঁহাদের জানিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং মহেন্দ্র যে অশোকের ভ্রাতা ছিলেন, পাটলিপুত্রবাসীরা তাহা স্বীকার করিতেন। সিংহলদেশীয় বৌদ্ধভিক্ষুগণের সহিত কাঞ্চী নগরীতে হুয়েন-সাঙের সাক্ষাৎ হয়। সেই ভিক্ষুগণের

উপসংহার।

আলোচনায়, তিনি পরে মহেন্দ্র এবং সঙ্ঘমিত্রার প্রসঙ্গ আস্থাবান হন। তিনি বলেন,—মহেন্দ্র যদি অশোকের ভ্রাতা হন, তাহা হইলে সঙ্ঘমিত্রা অশোকের ভগ্নী ছিলেন। মহাবংশ অনুসারে, সিংহলরাজ উত্তিয়ের রাজত্বের নবম বর্ষে সঙ্ঘমিত্রার মৃত্যু হয়। সিংহলের অন্তর্গত থুপারাম স্তূপের পূর্ব্ব-উত্তর-পূর্ব্ব অংশে অবস্থিত একটী ভগ্ন স্তূপে তাঁহার ভস্মাদি শব সংরক্ষিত ছিল। এতৎসম্বন্ধে মিঃ ভিন্সেন্ট স্মিথ বলেন,—"I used to reject absolutely the story of Sanghamitra, but am now disposed to admit her real existence. If Mahendra was the brother of Asoka, she probably was the sister not the daughter of the latter. According to the *Maharamsa* her death occurred in the ninth year of the reign of King Uttiya. A ruined *Stupa* ENE of the Thuparam is believed to have once contained her ashes."—V. A. Smith, *The Early History of India*.

নিকট হইতে তিনি সিংহল-দেশীয় উপাখ্যানের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। সে উপাখ্যান-বর্ণনেও পরিব্রাজক মহেন্দ্রকে অশোকের পুত্র বলিয়া স্বীকার করেন নাই। পরন্তু তিনি মহেন্দ্রকে অশোকের ভ্রাতা বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। শোভনভূমি (বা পেগু) প্রদেশে প্রচারক-প্রেরণ-সম্বন্ধেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। অশোকের প্রবর্ত্তিত অনুশাসন বা শিলালিপি সমূহে পেগুর নাম উল্লিখিত হয় নাই বলিয়াই তাঁহাদের মনে সেরূপ সন্দেহের উদয় হয়। বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্ববর্ত্তী ভূভাগে অশোকের বা তাঁহার অনুচরগণের গতিবিধি ছিল, অনুশাসনাদি হইতে তাহা সপ্রমাণ হয় না। অতি আধুনিককালে ব্রহ্মদেশে এবং পেগু প্রভৃতি স্থানে সিংহল দেশীয় বৌদ্ধমতপন্থীরা প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং প্রতিপন্ন হয়, প্রাচীনকালে ব্রহ্মদেশে তান্ত্রিক মহাযান সম্প্রদায়ের মত-পন্থীরা সমাদর লাভ করিয়াছিল। অশোকের মৃত্যুর বহুকাল পরে উত্তর-ভারতের বৌদ্ধ-মত-সমূহ ব্রহ্মদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। যাহা হউক, রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের প্রচেষ্টার ফলেই যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নাই। অশোকের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম অতি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। বুদ্ধদেবের জীবিতকালে এবং অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণের পূর্ব্বে, গয়া ও এলাহাবাদ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয় প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশের, অঙ্গদেশের চারি দিকে পরিমিত স্থানে, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। কিন্তু অপেক্ষা অধিক দূরবর্ত্তী স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি হয় নাই। ৪৮৭ পূঃ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করেন। তখন তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের একটী শাখারূপে পরিগণিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম যে কালে কালে এতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, তখনকার অবস্থা আলোচনায় কেহই তাহা ধারণা করিতে পারেন নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে, মহাকাল-চক্রের সঙ্গে সঙ্গে, অশোক তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন। ভিক্ষু-সম্প্রদায়ের আশা আয়াস ও প্রযত্নের ফলে, বুদ্ধদেবের মরণের পর হইতে অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত, ধর্ম্মের ক্ষীণ আলোক-রশ্মি মিটি মিটি জ্বলিতেছিল। শেষে অশোকের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে এবং প্রচারক-দল-সংগঠনে সেই ক্ষীণ আলোকরেখা ক্রমে বিশ্বগ্রাসী অগ্নিশিখায় পরিণত হইয়াছিল। পরবর্ত্তিকালে খৃষ্টধর্ম্ম যেরূপ প্রসার-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, সে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মও সেইরূপ রাজকীয় এবং জাগতিক ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেও অশোক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের কোনরূপ অঙ্গহানি করেন নাই, কিম্বা তৎকর্ত্তৃক জৈনধর্ম্মের খর্ব্বতা সাধিত হয় নাই। তবে তিনি বলিপ্রদান ও রক্তপাত নিবারণ করিয়াছিলেন বলিয়া এবং তাঁহার একান্ত প্রিয় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের আগ্রহাতিশয্য হেতু বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। নচেৎ, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের উৎকর্ষ-সাধনে অন্য কোনও ধর্ম্মের প্রসার-প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করিতে অগ্রসর হন নাই। যদিও অধুনা উৎপত্তির আদি স্থানে উহার প্রসার-প্রতিপত্তি তাদৃশ অনুভূত হয় না, কিন্তু সিংহলে এবং দক্ষিণ-ভারতে উহার প্রভাব আজিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনের ফলে, বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম আজিও যে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ অধিবাসীর হৃদয়ে আপনার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে, অশোকের

যে বৌদ্ধ-মত-পরম্পরা কথঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। খৃষ্টধর্ম্মের নীতি-সমূহের আলোচনায় পণ্ডিতগণের কেহ কেহ অনুমান করেন, গোঁড়া খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের নীতি-সমূহ অনেকাংশে বৌদ্ধমের নীতির অনুসারী। * খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী অনেকেই এতৎসিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া থাকেন।

জীবের জীবন; তিনি অনন্যুক্তবনীয়, তিনি নিগূঢ়, তিনি সকল। তিনি মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত; সুতরাং, মানুষের নিকট তিনি নিরাকার সত্তাহীন রূপে প্রতীয়মান। সৃষ্টি সম্বন্ধে নষ্টিকগণ বলেন,—'নাস্তি হইতে অস্তির উদ্ভব অসম্ভব। ঈশ্বর শত চেষ্টাতেও কিছু না হইতে কিছুর সৃষ্টি করিতে পারেন না। ঈশ্বর অশরীরী; শরীরীর সহিত তাঁহার কোনই সম্বন্ধ নাই। সুতরাং প্রাণিগণের বা শরীরধারী কাহারও তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন না।' সুতরাং নষ্টিকগণ 'হাইল' (Hyle) নামক এক মূল পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে সেই 'হাইল' হইতে এই বিশ্বের আকৃতি মাত্র সংগঠিত হইয়াছিল। এই হেতু নষ্টিকগণ পৃথিবীকে 'তোহু ভবোহু' (Tohu Vabohu) অর্থাৎ আকৃতিবিহীন এবং শূন্য বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে,—এই দৃশ্যমান জগৎ এবং স্বর্গীয় ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এক অত্যুজ্জ্বল আলোকপিণ্ড বিদ্যমান। সেই আলোকপিণ্ডের অভ্যন্তরে পরমেশ্বরের অনন্ত গুণাবলি বিরাজিত রহিয়াছে। সত্য, সরলতা, ন্যায়পরায়ণতা, শক্তি, শান্তি প্রভৃতি গুণাবলি সেই আলোকপিণ্ড হইতে উদ্ভূত হয় এবং সূর্য্যের অসংখ্য কিরণরাজির ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহার পূর্ব্বভাগে ইয়ন্‌স (Æons) নামক আর এক প্রকারের পদার্থ আছে। উহা অবিনশ্বর। ক্রমশঃ অবনমিত হইয়া স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যভাগে উহা একটা সরল রেখায় পরিণত হইয়াছে। তাহারই সহিত নোস (Nous) অবস্থিত। ইয়ন্‌সের নিম্নতম একটা সীমারেখার নাম—'ডেমিয়র্গস' (Demiurgos)। তাহা হইতেই এই দৃশ্যমান জগৎ উদ্ভূত। উহাই এই বিশ্বের নিয়ন্তা এবং সৃষ্টিকর্ত্তা। এই 'ডেমিয়র্গসের' প্রকৃতি এবং কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে নষ্টিকদিগের সম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে বাকবিতণ্ডা পরিদৃষ্ট হয়। এস্থলে তদ্বিষয়ের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। নষ্টিকদিগের মতে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। পূর্ব্বে যে ত্রিবিধ শক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, মানুষের সেই তিন বিভাগ যথাক্রমে সেই শক্তিত্রয়ের অনুসারী। সে শক্তিত্রয়—ঈশ্বর, মূল পদার্থ এবং ডেমিয়র্গস। প্রথম আধ্যাত্মিক মনুষ্য অথবা নিউমাটিকোই (Pneumatikoi)। তাঁহারা সর্ব্বপ্রধান ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাঁহার মাধুর্য্য হইতে প্রাপ্ত এবং তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্ত্তনোন্মুখ। এই শ্রেণীর মানব ভগবানের বিভূতি-সমূহ পরিজ্ঞাত। তাঁহারা নিয়মের বন্ধন হইতে বিমুক্ত, পার্থিব বন্ধনেও তাঁহারা আবদ্ধ নহেন। তাঁহারা ঈশ্বরজ্ঞানিত। তাঁহাদের উপদেশ মত্যের মানুষ পরিচালিত হয়; কিন্তু তাঁহাদের পরিচালক কেহ নাই। ইঁহাদের বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত—পার্থিব মনুষ্য—সার্কিকোই বা কৈকৃস (*Sarkikoi* or *Choiks*) তাহারা পার্থিব-বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। সাইকিকোই (*Psukikoi*) পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী। ঐ তিন শ্রেণী তিনটী বিভিন্ন ধর্ম্মের পরিপোষক। যীশুখৃষ্টের সম্বন্ধে তাঁহাদের মত নিম্নে প্রকাশিত হইল। সকল সম্প্রদায়ের যীশুখৃষ্টকে ধর্ম্মপ্রধান উপদেষ্টা বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহার মনুষ্যত্বের এবং ঈশ্বরত্বের একত্র সমাবেশ কেহই স্বীকার করেন না। বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্ট অংশে যীশুখৃষ্টকে নরদেহধারী ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু নষ্টিকগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—দৃশ্য এবং অদৃশ্য, সান্ত এবং অনন্ত, ঈশ্বর এবং মানুষ একাধারে সম্মিলিত হইতে পারে না; উহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্মিলন আদৌ অসম্ভব। এইরূপ আরও বহু বিষয়ে নষ্টিক সম্প্রদায়ের সহিত খৃষ্টানদিগের অপরাপর সম্প্রদায়ের মতবিরোধ পরিদৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় প্রথম এবং দ্বিতীয় শতাব্দীতে নষ্টিকগণের প্রাধান্য-প্রতিপত্তির বিষয় উপলব্ধি হইয়া থাকে।

* *Vide* Edmunds' *Buddhists and Christian Gospels.*

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্ম-সম্মিলন ও তীর্থ-ভ্রমণ।

[বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সম্মিলন ;—প্রথম ও দ্বিতীয় সম্মিলনী,—মহাকাশ্যপের নেতৃত্বে সপ্তপর্ণি গুহায় প্রথম সম্মিলন,—উপালী কর্ত্তৃক বিনয় নির্দ্ধারণ,—খণ্ডকের পুত্র যশের অধিনায়কত্বে বৈশালী নগরে দ্বিতীয় সম্মিলনের অধিবেশন,—অথকথার টীকা রচনায় তাঁহার প্রসিদ্ধি,—বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি,—দশবিধ বিধি-বিধানের নির্দ্ধারণ ;—উত্তর দেশীয় এবং দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধগণের দুই বিভাগের সৃষ্টি ;—তৃতীয় ধর্ম্ম-সঙ্গীতি,—মোগ্‌গলি-পুত্র তিস্‌সের অধিনায়কত্ব ;—পাশ্চাত্য মত ;—পাশ্চাত্য-মত-খণ্ডন,—তৃতীয় ধর্ম্ম-সঙ্গীতি সম্বন্ধে সিংহল-দেশীয় উপাখ্যান ;—অশোকের তীর্থ ভ্রমণ,—তীর্থ পর্য্যটন প্রসঙ্গে উপাখ্যান-সমূহ ;—উপগুপ্তের উপাখ্যান ;—বিতোর ভিক্ষুধর্ম্ম-গ্রহণ কাহিনী ;—বীতাশোকের উপাখ্যান,—এ বিষয়ে চৈনিক পরিব্রাজকগণের মন্তব্য ;—অশোকের শেষ-জীবন,—তাঁহার বংশধরগণ ;—তৎসম্বন্ধে ভারতীয় কাহিনী ;—কাশ্মীর দেশীয় বিবরণ ;—নেপালের উপাখ্যান ;—তিষ্যরক্ষিতার কাহিনী ;—অশোকাদির রাজত্ব কাল নির্ণয় ;—মতান্তরে কাল-নির্দ্দেশ ;—অশোকের ঐতিহাসিকতা,—তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন মতের আলোচনা,—অশোক ও প্রিয়দর্শীর অভিন্নতা প্রতিপাদন ; উপসংহার]

বৌদ্ধ ধর্ম্ম-সম্মিলন।

পুণ্যভূমি ভারতভূমি আবহমানকাল ধর্ম্মের লীলা-নিকেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। পুণ্যশ্লোক ঋষি-মহর্ষির কম্বুকণ্ঠে জলদ গম্ভীর নাদে উচ্চারিত যে সামগীতি এক সময়ে ভারতের প্রতি কুঞ্জ মুখরিত করিত, যাঁহাদের পূতপাদস্পর্শে ভারতের প্রতি রেণুকণা পবিত্রতার স্নিগ্ধ সুষমায় মণ্ডিত হইত, সেই সামগীতি-মুখর, মহাতপা মহাজনগণের পাদস্পর্শে পবিত্রীকৃত, ধর্ম্মের লীলানিকেতন ভারতক্ষেত্র আজিও জগদ্বাসীর নিকট মহা তীর্থক্ষেত্ররূপে সমাদৃত। ভগবান শাক্যসিংহের আবির্ভাবে সামগান-মুখরিত সেই পুণ্যক্ষেত্রে ধর্ম্মের এক নূতন স্রোত প্রবাহিত হয়। যদিও তাঁহার নির্ব্বাণলাভের পর অনেকে সন্ন্যাস স্বীকার করিয়া তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যগণ নবধর্ম্মের নবীন উদ্দীপনা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সে সময় সে উদ্দীপনা বহুদূর ব্যাপ্ত হইতে পারে নাই। তখন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের একটী শাখা-রূপে গাঙ্গেয় উপত্যকায় সীমাবদ্ধ ছিল। অশোকের বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রহণের পূর্ব্বে, প্রায় সার্দ্ধ দ্বি-শতাব্দী কাল, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রসার-প্রতিপত্তির তাদৃশ পরিচয় পাওয়া যায় না। ঐ সময়ের মধ্যে কাশ্যপ (কশ্যপ) প্রমুখ বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ এবং পরবর্ত্তিকালে অপরাপর বৌদ্ধভিক্ষুগণ বিভিন্ন সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি প্রত্যক্ষ করিয়া ধর্ম্ম সম্মিলনীর অধিবেশন করেন। তাহাতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনেক জটিল বিষয়ের মীমাংসা হয়। অশোকের রাজত্ব-কালেও এইরূপ সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল, বৌদ্ধদিগের গ্রন্থপত্রে তাহার পরিচয় পাই। এতৎপ্রসঙ্গে তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

ধর্ম্ম-সম্মিলন অশোকের রাজত্বের একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা। যে ভাবে যেরূপ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, ধর্ম্ম-মহাসম্মিলনীর আলোচনায় তাহা উদ্‌[illegible] হইতে পারে। অশোকের রাজত্বকালে, 'অশোকারাম' সঙ্ঘারামে তৃতীয় মহাসম্মিলনীর অধিবেশন হয়। তৎপূর্ব্বে আরও দুই বার ধর্ম্ম-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। সেই দুই সম্মিলনে যে ভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎকর্ষ-সাধনের প্রয়াস হয়, এস্থানে তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উপর দিয়া পরিবর্ত্তনের প্রবল প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। বৌদ্ধ-সঙ্ঘ বা ধর্ম্ম-মহাসম্মিলনই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের পর তাঁহার শিষ্যগণ, স্থবির মহাকাশ্যপের উপদেশ অনুসারে পরিচালিত হইতেন। তিনি বুদ্ধদেব কর্তৃক প্রধান আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন,—এইরূপ কিংবদন্তী আছে। কাশ্যপের অধিনায়কত্বে রাজগৃহের সপ্তপর্ণি গুহাভ্যন্তরে প্রথম বৌদ্ধ-মহাসম্মিলনের অধিবেশন হয়। পাঁচ শত বৌদ্ধভিক্ষু সেই সম্মিলনে যোগদান করেন। ধর্ম্ম-সঙ্ঘ সংক্রান্ত নিয়মাবলী (অর্থাৎ বিনয়) নির্দ্ধারণ করাই ঐ অধিবেশনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এতদুপলক্ষে বৌদ্ধভিক্ষুগণ সমস্বরে বুদ্ধদেবের উচ্চারিত গাথাসমূহ গান করেন। শিষ্য উপালী কর্তৃক এই অধিবেশনে 'বিনয়' নির্দ্ধারিত হয়। শিষ্য আনন্দ ধর্ম্ম-বিষয়ে আলোচনা করেন। এই প্রথম সম্মিলনে যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, তৎসমুদায় 'থেরাবেদের' বা ত্রিবেদের অন্তর্গত বলিয়া উক্ত হয়। সুতরাং মহাকাশ্যপের সময় হইতেই ধর্ম্মমত পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হয়। প্রকাশ এই যে, এই বৌদ্ধ-সম্মিলনীতে বিনয় ও সূত্র সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই সময় কাশ্যপের শিষ্যগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। উপালী এবং রাহুলের শিষ্যগণও যথাক্রমে তিন এবং চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হন। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের পর এক শত বৎসরের মধ্যে সহস্র সহস্র নরনারী বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তখন বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন বর্ণের এবং বিভিন্ন ধর্ম্মের জনগণ বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিল। এই সময় রাষ্ট্র-বিপ্লব সমাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে নীচ জাতিগণের সম্বন্ধ-সংস্রব সূচিত করে। ফলে পুরাতন রীতি-পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, এবং পুরাতনের স্থান নূতন আসিয়া অধিকার করে। গ্রন্থান্তরে প্রকাশ,—এই সময় চন্দ্রগুপ্ত নামা নীচ-বংশীয় শূদ্র-নৃপতি মগধের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে সর্ব্বত্রই নীচ-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত বিধিবিধানের ও নিয়মাবলীর কঠোরতা বহু পরিমাণে শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। অল্পসংখ্যক লোকই তখন বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত কঠোর বিধিবিধান-সমূহ মান্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন; নচেৎ, অধিকাংশ লোকই নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এবম্বিধ মতপার্থক্যের মীমাংসার জন্য দ্বিতীয় মহাসম্মিলনীর অধিবেশন হয়। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের এক শত বৎসর পরে, বৈশালী নগরে এই দ্বিতীয় মহা-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। এই মহাসভায়

প্রথম ও দ্বিতীয় সম্মিলন।

সাত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। খণ্ডহের পুত্র যশ এই সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই দ্বিতীয় বৌদ্ধ-সম্মিলনী বিনয়ের পুনঃসঙ্কলন জন্য এবং বিনয়ের অর্থ প্রকাশ অভিপ্রায়ে তাহার 'অথকথা' নামক টীকা রচনার জন্য প্রখ্যাত। একাদিক্রমে আট মাস দ্বিতীয় মহাসভার অধিবেশন চলিয়াছিল। আর সেই সূত্রে ধর্ম্মমতের এবং ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নিয়মাবলী নির্ণীত এবং দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ ভিক্ষু সে সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য করিতে সম্মত হন নাই। তদনুসারে তাঁহারা আর এক নূতন মহাসভার অধিবেশন করেন। সেই সভা 'মহাসঙ্গীতি' নামে পরিচিত হয়। পূর্ব্বোক্ত সভা যে সকল প্রাচীন মতের অনুসরণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, শেষোক্ত সভা সে দৃঢ়তা শিথিল করিতে প্রযত্নপর হইয়াছিলেন। বৈশালী নগরের মহাসভার ফলে যে সকল কঠোর বিধি-বিধান লুপ্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দশটী বিষয়ে প্রশ্রয়দান বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়া থাকে; যথা,—

১। বিনয়পিটকের অনুশাসন ক্রমে লবণ বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষুগণ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিতেন না। কিন্তু এক্ষণে [illegible] হইল যে, [illegible] মধ্যে তাঁহারা লবণ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিবেন।

২। ইতিপূর্ব্বে অন্নাদি আহার্য্য দ্রব্য দ্বিপ্রহরের পর গ্রহণের নিয়ম ছিল না। কিন্তু এক্ষণে নিয়ম হইল যে, সূর্য্যের ছায়া [illegible] হইলে, ভিক্ষুগণ তখন খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৩। বিহার হইতে দূরে কোথাও গমন করিলে বিনয়পিটকের [illegible] সর্ব্বত্র রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে না, সুতরাং এই উপলক্ষে সে [illegible]।

৪। ধর্ম্মগ্রহণ, কৃতপাপের স্বীকার ও তজ্জন্য অনুতাপ প্রভৃতি কার্য্য পূর্ব্বে কেবলমাত্র বিহার সংলগ্ন উপযুক্ত ভবনে সম্পন্ন হইত। এক্ষণে নিয়ম হইল যে, নিভৃতে লোকের বসতবাটীতেও উহা সম্পন্ন হইতে পারিবে।

৫। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল—কোনও একটি কার্য্য করিবার পূর্ব্বে ভিক্ষুসংঘকে সম্প্রদায়ের মত লইতে হইত। কিন্তু এখন নিয়ম হইল যে, কার্য্য-সম্পাদনের পরেও সে মত অনুমোদন করাইয়া লইলে চলিবে।

৬। নিয়মাবলি লঙ্ঘন করিবার পক্ষে অন্যের কৃতকার্য্যের দৃষ্টান্ত গ্রহণীয় হইতে পারিবে।

৭। কেবল দুধ বা জল বলিয়া নহে; দ্বিপ্রহরের পর ছানার জল বা ঘোল পান করিতে বাধা থাকিবে না।

৮। জলবৎ দৃশ্যমান চোলাই করা পানীয় পান নিষিদ্ধ হইবে না।

৯। ঝালরযুক্ত বস্ত্র ভিন্ন অন্যবিধ বস্ত্রে আসন আবৃত করিতে বাধা থাকিবে না।

১০। সম্প্রদায়ের সদস্যগণ স্বর্ণ এবং রৌপ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

উল্লিখিত দশবিধ সুবিধা সম্বন্ধে অধিকাংশ ভিক্ষুর ঐকমত্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু অল্পসংখ্যক ভিক্ষু এবম্বিধ পরিবর্ত্তনে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করেন। তাহাতে বিষম দলাদলি উপস্থিত হয়। এইরূপে, ভগবানের নির্ব্বাণ-লাভের দেড় শত বৎসরের মধ্যে

ভারতের বৌদ্ধগণ দুইটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন। সেই দুই প্রধান বিভাগের বা সম্প্রদায়ের এক সম্প্রদায় বুদ্ধদেব-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের যথাযথ অনুসরণকারী বলিয়া পরিচিত হন এবং অন্য সম্প্রদায় কিছু স্বাধীন-ভাবাপন্ন ও সংস্কারের পক্ষপাতী বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ যে উত্তর-দেশীয় এবং দক্ষিণদেশীয় দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহার মূল—এই ধর্ম্ম-সম্মিলনী। 'দীপবংশের' মতে দক্ষিণদেশীয় বৌদ্ধগণই প্রকৃতপক্ষে অপরিবর্ত্তিতভাবে বুদ্ধের মতানুবর্ত্তী ছিলেন। আর উত্তরদেশীয় বৌদ্ধগণ পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তবে 'দীপবংশের' এ মত যে সর্ব্বথা অবিসংবাদিত, কেহ কেহ তাহা স্বীকার করেন না। কেন-না, যে দেশ বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান, সে দেশের সহিত উত্তরদেশীয় বৌদ্ধগণের সম্বন্ধ অনেক দিন অক্ষুণ্ণ ছিল; কিন্তু দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধগণের সহিত সে সংস্রব পূর্ব্বেই ছিন্ন হইয়াছিল। উত্তর-দেশীয় এবং দক্ষিণ-দেশীয় দুই বৌদ্ধ-সম্প্রদায় অল্প দিনের মধ্যেই আঠারটী উপ-সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধগণের প্রাচীন গ্রন্থে ঐ অষ্টাদশ বিভাগের বিষয় লিখিত আছে। কিন্তু ফা-হিয়ানের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ছিয়ানব্বইটী উপ-সম্প্রদায়ের পরিচয় পাই। উত্তর-দেশীয় ও দক্ষিণ-দেশীয় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে ধর্ম্মমতের ও আচার-ব্যবহারের অশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি এবং ক্রিয়াকাণ্ডের পদ্ধতি স্মরণ করিলেই তাহা উপলব্ধি হইতে পারে। মহাসঙ্গীতির অধিবেশন সময় হইতেই যে ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছিল, 'দীপবংশে' চতুর্থ অধ্যায়ে তাহার এইরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়; যথা,—

> 'মহাসঙ্গীতির ভিক্ষুগণ প্রাচীন ধর্ম্মমত একেবারে উল্টাইয়া দেন। তাঁহারা প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহের পরিবর্ত্তন করেন, এবং মূলের নূতন সংস্করণ প্রচার করিয়া যান। এক স্থানের প্রসঙ্গ অন্য স্থানে গ্রথিত করা হয়। সেই সূত্রে পঞ্চনিকায়ের অন্তর্গত নীতি-সমূহ এবং ভাবসমূহ বিকৃত হইয়া যায়। সেই ভিক্ষুগণ বুঝিতেন না যে, ভগবানের বাক্যের প্রকৃত অর্থ কি অথবা তাঁহার সারভূত বাক্যে কি উচ্চ অর্থ প্রকাশ করিতেছে। ইহা না বুঝিয়া তাঁহারা বুদ্ধদেবের উক্তির নূতন অর্থ প্রচার করিতেন এবং বর্ণমাত্রের অনুসরণ করিয়া আদি উক্তির লক্ষ্য নষ্ট করিতেন। তাঁহারা সূত্রপিটকের ও বিনয়পিটকের অন্তর্গত গভীর ভাবমূলক অংশসমূহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন সুত্ত (সূত্র), নূতন বিনয়, নূতন ভাষা, নূতন পরিভাষা, নূতন নির্দেশ ও নূতন জাতকাংশ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এক মতের পরিবর্ত্তে অন্য মত প্রতিষ্ঠা হওয়ায় ধর্ম্মমতের দারুণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল।'

ধর্ম্ম-মহাসম্মিলনে আদি-ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন সাধন সম্বন্ধে এইরূপ অশেষ নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। কি অবস্থা হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম কি অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে বিষয়টী বিশদ ও বোধগম্য হইতে পারে। তৃতীয় বৌদ্ধ-সম্মিলনীতে সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম প্রভৃতি গ্রন্থ পুনরায় সঙ্কলিত হইয়াছিল। চতুর্থ বৌদ্ধ-সম্মিলন সম্রাট কণিষ্কের সময়ে আহূত হয়। কাশ্মীরে সেই সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। বসুমিত্র, অশ্বঘোষ প্রভৃতিকে লইয়া পাঁচ শত বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর সহিত কণিষ্ক ঐ সম্মিলনে মিলিত হন।

অভিধর্ম্মপিটক ঐ সম্মিলনের ফলে রচিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শক-বংশীয় রাজা কণিষ্কের অধিনায়কত্বে যে সম্মিলন পরিচালিত হইয়াছিল, তাহাতে যে আদিধর্ম্মের বহু সংস্কার বা পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে, তাহা স্বতঃই বুঝিতে পারা যায়।

তৃতীয় ধর্ম্মসঙ্গীতি।

তৃতীয় ধর্ম্ম-সঙ্গীতির বা ধর্ম্ম-মহা-সম্মিলনের অধিবেশন রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের রাজত্ব-কালে সংঘটিত হইয়াছিল। অশোকের বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রহণের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম তাদৃশ প্রতিষ্ঠা-লাভে সমর্থ হয় নাই। তখন উহা কতকগুলি ধার্ম্মিক ও জ্ঞানিজনের ধর্ম্ম-মধ্যে পরিগণিত ছিল; তখন উহা জনসাধারণের ধর্ম্ম বা রাজকীয় ধর্ম্ম রূপে পরিগৃহীত হয় নাই। দেশের ভূস্বামিবর্গ বা রাজন্যবর্গ বৌদ্ধ-ভিক্ষুদিগকে আদর-যত্ন করিতেন বটে; কিন্তু শিক্ষিত ব্রাহ্মণগণকে তাঁহারা যেরূপ সমাদর করিতেন, তাহার অধিক কোনরূপ অনুগ্রহ ভিক্ষুগণের প্রতি কখনও প্রকাশ পায় নাই। অপিচ, ব্রাহ্মণদিগের এবং বৌদ্ধ-শ্রমণগণের স্বধর্ম্ম-পালনে কোনরূপ অসুবিধা উপস্থিত হয় নাই। তখন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উভয় সম্প্রদায়ই সমাজের নিকট সমভাবে আদর-যত্ন পাইয়া আসিতেছিলেন। বুদ্ধদেবের জীবনবৃত্ত আলোচনায় প্রতীত হয়, তিনি ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের অনুসরণকারী ছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের যথেষ্ট সমাদর করিতেন।* কিন্তু রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের সময়ে বিপরীত বায়ু প্রবাহিত হইল। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মকে রাজকীয় ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত করিয়া লইলেন, তিনি আপনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন এবং প্রজাগণকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য চেষ্টান্বিত রহিলেন। অশোকের এই কার্য্যে ব্রাহ্মণগণ ঘোর আপত্তি উপস্থিত করেন। কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীত ফল সংঘটিত হয়। অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠেন, বৌদ্ধধর্ম্মের

---

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণা-প্রভাবে এখন এই সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে। অধ্যাপক রিস ডেভিড্‌স্ লিখিয়াছেন,—"There was not much in the Metaphysics and Psychology of Gautama which cannot be found in one or other of the orthodox systems and a great deal of his morality could be collected from earlier or later Hindu books. Such originality as Goutama possessed lay in the way in which he adopted enlarged, ennobled and systematised that which had already been well said by others; in the way in which he carried out to their logical conclusion, principles of equity and justice already acknowledged by some of the most prominent Hindu thinkers The difference between him and other teachers lay chiefly in his deep earnestness and in his broad public spirit and philanthrophy. Even these differences are probably much more apparent now than they were then, and by no means deprived him of the support and sympathy of the best among the Brahmans. Many of his chief deciples, many of the most distinguished members of his order, were Brahmans. He always classed them with the Buddhist mendicants as deserving of respect, and he used the name Brahmans as a term of honour for the Buddhist Arhats and Saints."—Prof. Rhys Davids, *Buddhist India*.

প্রতিষ্ঠা ও প্রচার প্রভৃতির জন্য তিনি এক রাজকীয় বিভাগের সৃষ্টি করেন। সেই বিভাগের প্রধান অমাত্য 'ধর্ম্মমহামাত্য' নামে পরিচিত হন। তাঁহার অধীনে বিভিন্ন প্রদেশের জন্য বিভিন্ন উপবিভাগ সৃষ্ট হইয়াছিল; তদ্দ্বারা সর্ব্বত্র বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার-বৃদ্ধিকল্পে চেষ্টা চলিতে থাকে। অশোকের রাজত্বকালের অষ্টাদশ বর্ষে পাটলিপুত্র নগরে এক বৌদ্ধ-মহাসভার অধিবেশন হয়। এই সময়ে বহু নাস্তিকের এবং ছদ্মবেশী ভিক্ষুকের উদ্ভব হইয়াছিল। তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত গ্রন্থের বহু বিপর্য্যয় সংঘটিত হয়। সেই সকল বিপর্য্যয় নিরাকরণের জন্য ঐ মহাসভা আহূত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র ভিক্ষু সেই মহাসভায় সম্মিলিত হন। তিসস' (তিষ্য) সেই মহাসভার সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমাগত নয় মাস কাল মহাসভার অধিবেশনের ফলে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের এবং ধর্ম্মগ্রন্থসমূহের পুনঃসংস্কার সাধিত হয়। এই মহাসভায় ধর্ম্মমত পুনরাবৃত্ত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।* দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধগণ যে ত্রিপিটকাদি গ্রন্থ-সমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা এই মহাসভারই ফল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই তৃতীয় মহাসঙ্গীতির বিবরণ গ্রন্থপত্রে নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ আছে। পূর্ব্বকালে যে সকল অলস এবং লালসাপরায়ণ ব্যক্তি রাজানুগ্রহলোভে বা অন্যবিধ উপায়ে রাজানুগ্রহে প্রতিপালিত হইতেছিল, অশোকের ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের পর তাহারা বিতাড়িত হয়। ক্রমে যখন তাহাদের জীবিকার্জ্জনের পথ রুদ্ধ হইয়া আসে, তখন তাহারা কাষায়বসন পরিধান করিয়া, ভিক্ষুর বেশ ধারণ করিয়া, বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচিত হইতে আরম্ভ করে। ধর্ম্মনীতির বিকৃত ব্যাখ্যায় বৌদ্ধ-সমাজে বিষম বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। ক্রমে তাহাদের উপদ্রব এত বাড়িতে থাকে যে, প্রকৃত বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণের ধর্ম্ম-কর্ম্ম একরূপ বন্ধ হইয়া আসে। এই সময়ে মোগ্গলিপুত্র মহামতি তিসস অশোকারামে সঙ্ঘনায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ধর্ম্মের গ্লানি এবং অবশ্যম্ভাবী অধঃপতনের বিষয় স্মরণ করিয়া তিনি দুঃখে ও ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। স্বার্থান্ধ ভিক্ষুবেশী প্রতারকগণের প্রভাব-প্রতিপত্তির বিষয় স্মরণ করিয়া তিনি মহেন্দ্রের প্রতি শিষ্যমণ্ডলীর পরিচালন ভার ন্যস্ত করেন এবং স্বয়ং অহোগঙ্গা পর্ব্বতে গমন করিয়া সমাধিস্থ হন। এই ভাবে সাত বৎসর কাটিয়া যায়। ধর্ম্মদ্বেষীদিগের কুব্যাখ্যার এবং অপব্যাখ্যার ফলে প্রকৃত ধর্ম্ম লোপ পাইবার উপক্রম ঘটে। ঘটনাক্রমে ধর্ম্মের এবম্বিধ অধঃপতনের বিষয় রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের শ্রুতিগোচর হয়। ধর্ম্মের এবম্বিধ গ্লানির বিষয় শ্রবণ করিয়া অশোক বিশেষ মর্ম্মাহত হন এবং ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিবার জন্য অশোকারামে একজন অমাত্যকে প্রেরণ করেন। ভিক্ষুদিগের নিকট অনুরোধ জানান,—তাঁহারা যেন বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্গ 'উপোসথ' এবং 'পবারণাদি' † ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু ভিক্ষুগণ রাজার উপদেশ

---

* মহাবংশে এবং দীপবংশে, দ্বাদশ ও অষ্টম অধ্যায়ে এবং বরাবর গুহার খোদিত লিপিতে এই বৌদ্ধ-মহাসম্মিলনের বিবরণ দৃষ্ট হয়।

† পণ্ডিতগণ অনুমান করেন,—সংস্কৃত 'প্রবারণ' শব্দের অপভ্রংশে পবারণ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। পবারণ—বর্ষাবাসের শেষ দিন এবং ঐ দিনের অনুষ্ঠেয় ক্রিয়া-কর্ম্ম। এই উপলক্ষে ভিক্ষুগণ একত্র সমবেত হন। কেহ কোনও

মত কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন না। বিধর্ম্মীদিগের সহিত তাঁহারা কোনও ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন না বলিয়া জ্ঞাপন করেন। সচিববর তাহাতে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া, কোষস্থ তরবারি নিষ্কাষিত করিয়া, পাঁচ শত ভিক্ষুর মস্তক ছেদন করেন। তৎকালে রাজভ্রাতা তিষ্য তথায় উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রিবরের এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড সন্দর্শন করিয়া, তাঁহাকে নিরস্ত করিবার মানসে, তিষ্য তাঁহার নিকট গমন করেন। তিষ্যকে সম্মুখীন হইতে দেখিয়া মন্ত্রিবর অশোকারাম হইতে প্রস্থান করিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হন এবং রাজার নিকট সকল ঘটনা বিবৃত করেন। আনুপূর্ব্বিক সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মহামতি সম্রাট বিশেষ শোকগ্রস্ত হন এবং বিহারে গমন করিয়া ভিক্ষুগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করেন,—'মন্ত্রীর এই কৃতকর্ম্মের জন্য তিনি অথবা মন্ত্রী, কে অপরাধী? সে পাপ কাহাকে স্পর্শ করিবে?' কিন্তু ভিক্ষুগণ তাহাতে বিভিন্ন উত্তর প্রদান করেন;—কেহ মন্ত্রীকে, কেহ অশোককে এবং কেহ মন্ত্রী ও অশোক উভয়কে পাপভাগী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভিক্ষুগণের এই বিভিন্ন মত শ্রবণ করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী অশোক বিচলিত হন। তিনি উদ্বিগ্ন-চিত্তে জিজ্ঞাসা করেন,—'ভিক্ষুগণের মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন?' ভিক্ষুগণ সকলেই একবাক্যে মৌগ্‌গলীর পুত্র তিস্সার নাম করিলেন। তিস্সার নাম শ্রবণে অশোকের হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইল। রাজধানীতে তিস্সার আনয়ন জন্য তিনি দুই বার লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তিস্সা আসিলেন না। তখন অন্তঃকরণে অশোক ভিক্ষুগণকে তাঁহার না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভিক্ষুগণ বলিলেন,—'ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিবার জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি নিশ্চয়ই রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন।' ভিক্ষুগণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া অশোক পুনরায় তাঁহার নিকট ভিক্ষু এবং সভাসদ্‌কে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা মহাস্থবির তিস্সার নিকট উপস্থিত হইয়া রাজার মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। তিস্সা সমাধিস্থ ছিলেন। রাজার অভিপ্রায় শ্রবণ মাত্র তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। রাজা ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিয়া ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছেন জানিয়া তিস্সা আনন্দিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নৌকাযোগে পাটলিপুত্র অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহাস্থবিরের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য, রাজা স্বয়ং নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। রাজধানী সুসজ্জিত হইল। মহাসমারোহে রাজা অশোক মহাস্থবির তিস্সাকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন এবং একে একে তাঁহার নিকট সকল বিষয় বিবৃত করিলেন। ভিক্ষুগণের প্রতি তাঁহার অনুরোধ, মন্ত্রিকর্ত্তৃক ভিক্ষুগণের হত্যাকাণ্ড,

---

অপরাধ করিয়া থাকিলে ঐ দিন ক্ষমা প্রার্থনাদি দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয়। বর্ষাবাসের সমুদায় কালকে কেহ কেহ 'পবারণ' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। উপোসথ (উপোসথ)—বৌদ্ধ-শাস্ত্রোক্ত উপবাস ব্রত। ইহার অপর নাম—পোসথ। শাক্যসিংহ ইহার প্রচলন করেন। প্রকৃত বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেরই এই ব্রত প্রতিপাল্য। এই ব্রত উপবাসকারীর ইচ্ছামত। 'উপোসথাদান' নামক বৌদ্ধগ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

ভিক্ষুগণের নিকট পাপবিষয়ে তাঁহার প্রশ্ন—একে একে সকলই তিস্সার নিকট বিজ্ঞাপিত হইল। রাজার নিকট সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া মহাস্থবির কহিলেন,—'অভিসন্ধিই পাপের মূল। উদ্দেশ্য পাপমূলক না হইলে, পাপ-সংস্পর্শ হয় না। মন্ত্রির কৃতকার্য্যে তোমার কোনও পাপ নাই।' এইরূপ মীমাংসা করিয়া তিস্সা অশোকের নিকট ভগবান বুদ্ধের উপদেশ-সমূহ বিবৃত করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, তিস্সার আগমনের পর সাত দিনের মধ্যে রাজা ভিক্ষুমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত জানিতে চাহিলেন। যাঁহারা 'শাশ্বতবাদের' গুণকীর্ত্তন করিলেন, তাঁহারা ভণ্ড এবং বিরুদ্ধবাদী বলিয়া সঙ্ঘ হইতে বিতাড়িত হইলেন; আর যাঁহারা 'বিভাজ্যবাদের' মাহাত্ম্য খ্যাপন করিলেন, তাঁহারা প্রকৃত-ধর্ম্মাবলম্বী আখ্যায় অভিহিত হইয়া সঙ্ঘে স্থানপ্রাপ্ত করিলেন। * অতঃপর ধর্ম্ম-সঙ্ঘের বিশুদ্ধতা সম্পাদনের উপায়-পরম্পরা নির্দ্ধারণ জন্য রাজচক্রবর্ত্তী অশোক মহামতি তিস্সাকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে পাটলিপুত্র নগরে বৌদ্ধগণের এক মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হয়। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের দুই শত ছত্রিশ বৎসর পরে এই তৃতীয় মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল। কথিত হয়, এই অধিবেশনে সভাপতি তিস্সা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নীতি-সম্বলিত 'কথাবত্থু' (কথাবস্তু) নামক ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন। নয় মাস কাল এই অধিবেশন স্থায়ী হইয়াছিল। প্রবাদ এই,—তৃতীয় অধিবেশনে বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেক জটিল বিষয়ের মীমাংসা হয়।

পাশ্চাত্য মত।

রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের রাজত্বকালের এই তৃতীয় ধর্ম্ম-সঙ্গীতির অধিবেশন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কেহ কেহ ভিন্ন-মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ধর্ম্মসঙ্গীতির বিষয় আদৌ স্বীকার করেন নাই। পরন্তু তাঁহারা বলিয়াছেন,—'ধর্ম্ম-সঙ্গীতির অধিবেশন ভিক্ষুগণের কল্পনার ফল মাত্র। বৌদ্ধধর্ম্মের গুণ-মাহাত্ম্য খ্যাপনোদ্দেশ্যে, অশোকের নৃশংসতার অমূলক কাহিনী প্রচারের ন্যায়, তাঁহারা ধর্ম্মসঙ্গীতির অধিবেশনের বিষয় প্রচার করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের গুণ-প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।' কিন্তু বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভের ২৩৬ বৎসর পরে এবং অশোকের রাজ্যাভিষেকের অষ্টাদশ বৎসর পরে † পাটলিপুত্র নগরে তৃতীয় ধর্ম্ম-সঙ্গীতির বা বৌদ্ধ-

---

* শাশ্বতবাদ এবং উচ্ছেদবাদ বৌদ্ধধর্ম্মের এই দ্বিবিধ মত প্রকৃত ধর্ম্মমতের বিরোধী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে; শাশ্বতবাদ মতে পদার্থের নিত্যত্ব এবং অনাদিত্ব স্বীকৃত হয়। উক্ত মতবাদের সমর্থকগণ বলেন,—পদার্থের বিনাশ নাই, উহার আদি অন্ত সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। সকল বস্তুই অনাদি। উচ্ছেদবাদ উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। উক্ত মতবাদীরা বলেন,—বস্তুমাত্রেই অনিত্য, ক্ষণ-বিধ্বংসী। উহার কোনও স্থায়ী সত্তা নাই। উহার উৎপত্তি যেমন অবশ্যম্ভাবী, উহার ধ্বংসও সেইরূপ অনিবার্য্য। বিভাজ্যবাদের অবতারণায় স্বয়ং বুদ্ধদেব ঐ উভয় মতবাদই খণ্ডন করিয়াছেন। বিভাজ্যবাদ—বুদ্ধদেবের স্বপ্রবর্ত্তিত মত। উহাই তাঁহার প্রকৃত ধর্ম্মমত বলিয়া অভিহিত হয়।

† এই ধর্ম্মসঙ্গীতির কাল সম্বন্ধে মিঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথের মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—"I do not accept the Cylonese date f.r the Council, namely, 236 A. B., equivalent, according to my chronology, to 251 B.C, and am of opinion that the Council assembled at some

মহাসম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল,—বৌদ্ধ-গ্রন্থাদির আলোচনায় তাহা প্রতিপন্ন হয়। সে আলোচনায় সম্মিলনের অধিবেশনে সন্দেহ করিবার কোনই প্রকৃষ্ট কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। অশোকের রাজত্বের উহা একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহের ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন,—খৃষ্ট-জন্মের ১৬০ বৎসর পূর্ব্বের কাল-গণনায় সিংহল-দেশীয় গ্রন্থপত্রের প্রতি আস্থা স্থাপন করা যায় না। মহেন্দ্রের এবং সঙ্ঘমিত্রার উপাখ্যান যেরূপ অবিশ্বাস্য, সেইরূপ তৃতীয় মহাসঙ্গীতির অধিবেশনের বিষয়ও অবিশ্বাস-যোগ্য। সিংহল-দ্বীপের বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ বলেন,—রাজগৃহে সর্ব্বপ্রথম যে বৌদ্ধ-মহাসম্মিলনীর অধিবেশন হয়, তাহাতেই বৌদ্ধ-নীতি-সমূহ নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের পর মগধের রাজধানীতে বুদ্ধের প্রিয় শিষ্যগণ কর্ত্তৃক প্রথম মহাসঙ্গীতি আহূত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর এক শত বৎসর পরে, বৈশালী নগরীতে, সেই সম্মিলনের অধিবেশন হয়। বৈশালীতে সে সময় ধর্ম্মের অপব্যাখ্যাকারী-দিগের বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। প্রথমতঃ বিরুদ্ধ মতের প্রতি দণ্ডাজ্ঞাদান এবং দ্বিতীয়তঃ বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থের নীতি-সমূহের পুনঃসংস্কার—ঐ অধিবেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তৃতীয় অধিবেশন—অশোকের রাজত্বকালের ঘটনা। ঐ সকল অধিবেশন সম্বন্ধে সিংহল-দেশীয় বৌদ্ধগণের আখ্যায়িকা-সমূহ সাধারণতঃ যথার্থ বলিয়া পরিগৃহীত হইলেও, পণ্ডিতগণ তদ্বিষয়ে সংশয়-প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই সকল বড় সম্মিলনীর বিষয় একবারে উড়াইয়া দিবার প্রয়াস পান। * প্রথম সম্মিলনের বিষয় আলোচনায় অধ্যাপক ওল্ডেনবর্গ এক অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'ঐ অধিবেশনের ঐতিহাসিকত্ব কিছুই নাই। উহা কল্পনাকুশল ভিক্ষুগণের উর্ব্বর মস্তিষ্কের

---

time in the last ten years of the reign."—*The Early History of India*, p. 161. অশোকের রাজ্যাভিষেক কাল লইয়াও এইরূপ নানা বাদ-বিতণ্ডা দেখিতে পাই। যথাস্থানে তাহার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

* অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার এতৎপ্রসঙ্গে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা,—"In our time, when even the contemporaneous evidence of Herodotus, Thucydides, Livy or Jornandes is sifted by the most uncompromising scepticism we must not expect a more merciful treatment for the annals of Buddhism. Scholars engaged in special researches are too willing to acquiesce in evidence, particularly if that evidence has been discovered by their own efforts, and comes before them with all the charm of novelty.

"But, in the broad daylight of historical criticism, the prestige of such a witness as Buddhaghosa soon dwindles away, and his statements as to Kings and Councils eight hundred years before his time are in truth worth no more than the stories told of Arthur by Geoffrey of Monmouth, or the accounts we read in Livy of the early history of Rome."—*Chips from a German Workshop*, Vol I, p. 199.

অদ্ভুত কল্পনা মাত্র। উহার প্রাচীনত্বও প্রতিপন্ন হয় না।' * দ্বিতীয় সম্মিলনের অধিবেশন সম্বন্ধেও তিনি একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তবে তাহার মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। বিরুদ্ধবাদিগণের দশবিধ নীতির যে প্রতিবাদ সেই সম্মিলনে উত্থাপিত হয়, অধ্যাপক ওল্ডেনবর্গ তাহার ঐতিহাসিকত্ব মানিয়া লন; কিন্তু নীতি-সমূহের সংস্কারের বিষয় তিনি আদৌ স্বীকার করেন না। † অধ্যাপক ওল্ডেনবর্গের উক্তবিধ মত অনেকে সমর্থন করেন না। তবে নীতি-সমূহের পুনঃসংস্কার সম্বন্ধে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং তৎসমর্থনে তিনি যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কেহই আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় পাটলিপুত্র নগরে যে তৃতীয় ধর্ম্ম-সঙ্গীতির অধিবেশন হয়, তাহার ঐতিহাসিকতা অধ্যাপক ওল্ডেনবর্গ স্বীকার করেন। কিন্তু অশোকের প্রবর্ত্তিত অনুশাসন ও লিপিসমূহে এবং ভারতীয় ও চীনদেশীয় কাহিনীতে তাহার কোনও উল্লেখ না থাকায় অন্যান্য পণ্ডিতগণ তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। পাটলিপুত্র নগরের সম্মিলনের বিষয় একমাত্র সিংহল-দেশীয় আখ্যায়িকাতেই পরিবর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু পণ্ডিতগণ ঐ সকল আখ্যায়িকায় বিশ্বাস স্থাপন করেন না। তাঁহারা বলেন,—সিংহল-দেশীয় আখ্যায়িকা-সমূহের সত্যতা-সপ্রমাণে অন্যান্য প্রমাণের আবশ্যক হয়। কিন্তু সে সকল প্রমাণের সম্পূর্ণ অসদ্ভাব রহিয়াছে। মোগ্গলির পুত্র তিস্স সেই সম্মিলনের সভাপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। কিন্তু চীন, তিব্বত এবং নেপাল-দেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থ-সমূহে তাঁহার নাম আদৌ দৃষ্ট হয় না। সেস্থলে গন্ধদ্রব্য-ব্যবসায়ী গুপ্তের পুত্র উপগুপ্ত অশোকের ধর্ম্মগুরু-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ভারতীয় এবং সিংহল-দেশীয় উপাখ্যান-সমূহে মোগ্গলির পুত্র তিস্সার এবং উপগুপ্তের সম্বন্ধে প্রায় একই আখ্যায়িকা বিবৃত রহিয়াছে। ঐ সকল আখ্যায়িকার সহিত দ্বিতীয় অধিবেশনের বিবরণী সন্নিবিষ্ট হওয়ায় ঘোরতর সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সেস্থলে সর্ব্বকামিন্ সম প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছেন। সাঁচীর ভস্মাধারের উপরিভাগে যে লিপি অঙ্কিত আছে, তাহা হইতে মোগ্গলির পুত্র অজ্ঞাতনামা এক ভিক্ষুর বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয় বটে; কিন্তু সঙ্ঘের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশন সম্বন্ধে তাহতে কোনও উল্লেখ নাই; সুতরাং তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। সিংহলের ইতিবৃত্ত-সমূহে কালাশোক নামক ব্যক্তি-বিশেষের উল্লেখ আছে। অশোকের নামের সহিত কালাশোক নামের সমাবেশে এক দারুণ সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। কালাশোকের রাজত্বকালে এক সম্মিলনীর অধিবেশনের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন, সেই জন্যই একটী সম্মিলনের স্থলে বহু সম্মিলনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু অশোকের রাজত্বকালে পাটলিপুত্র নগরে অথবা চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বৈশালীতে

* "Not history, but pure invention, and, moreover, an invention of no very ancient date."

† *Vide*, Pof. Oldenberg, *Introduction* to the *Vinayppitokam.*

সেই সঙ্ঘের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা এক্ষণে সুকঠিন। পূর্ব্বোক্ত মহাসম্মিলনত্রয়ের ঐতিহাসিকত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ-স্বরূপ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ আরও কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—সম্মিলনত্রয়ের আখ্যানবস্তু প্রায়ই একরূপ। তিনটী সম্মিলনেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নীতি-সমূহ-সংস্কারের একই পদ্ধতি পরিদৃষ্ট হয়। চীনদেশীয় গ্রন্থপত্রে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে এক বৌদ্ধ-সম্মিলনীর পরিচয় পাওয়া যায়। কথিত হয়, কণিষ্কের রাজত্বকালে সেই সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল। যাহা হউক, এইরূপ আলোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন,—খৃষ্ট-ধর্ম্ম যেমন ক্রমে ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, বৌদ্ধ-ধর্ম্মও সেইরূপ ক্রমনিয়মানুসারে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। সে প্রতিষ্ঠায় কোনও সম্মিলনের অধিবেশন আবশ্যক হয় নাই। ক্রমবিকাশের ফলেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ঐরূপ শ্রীবৃদ্ধি সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। কণিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধসঙ্ঘের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে ধর্ম্মসংক্রান্ত নীতি-সমূহ এবং গ্রন্থপত্র প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় বটে; কিন্তু তৎপূর্ব্বে যে সকল অধিবেশনের উল্লেখ আছে, তাহাতে আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। ভিক্ষুগণ বলেন,—অশোকের রাজত্বের প্রথম ভাগে অধার্ম্মিকগণের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ফলে পূর্ণ সাত বৎসর কাল ধর্ম্মপ্রাণ ভিক্ষুগণ ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারিতে বাধা হন। পণ্ডিতগণ এতদ্বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া বলেন,—বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে অশোকের প্রতি নৃশংসতার আরোপ করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিগণ যেমন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা যেমন অমূলক; সেইরূপ সঙ্ঘ-সম্মিলনের পূর্ব্বে অধার্ম্মিকগণের প্রভাব ঘোষণায় এবং সঙ্ঘাধিবেশনের পর তাহাদের সে প্রভাব খর্ব্ব হওয়ার উল্লেখে ভিক্ষুগণের সঙ্ঘাধিবেশনের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসের বিষয়ই মনে আসে। তদ্ভিন্ন তদ্দ্বারা কোনও ঐতিহাসিক সত্যই অবগত হওয়া যায় না। *

কিন্তু পূর্ব্বাপর আলোচনায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এতৎসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মনে ভিন্ন ধারণার উদয় হয়। অশোকের প্রবর্ত্তিত গিরিলিপিতে এবং অনুশাসন সমূহে যে ঘটনার উল্লেখ নাই, তাহা তাঁহারা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন না। যে সকল বিষয় লিপি এবং অনুশাসন সমূহে নিবদ্ধ আছে, তাহাই তাঁহাদের মতে প্রমাণ-সিদ্ধ এবং বিশ্বাসযোগ্য। ভারতে ধর্ম্মের উপর দিয়া কত ঝড় ঝঞ্ঝাবাত চলিয়া গিয়াছে, কত নূতন ধর্ম্মমত কত পুরাতন ধর্ম্মমতের স্থান অধিকার করিয়াছে। ধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহও অনেক সময় বিধ্বস্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত আলোচনায়ও সে ভাব উপলব্ধ হয়। বুঝিতে পারা যায়, বিপ্লব-

পাশ্চাত্যমত খণ্ডনে।

---

* এতৎপ্রসঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা—"The object of the ecclesiastical romancers was, apparently, to heighten the contrast between the period when the emperor was, according to their view, orthodox and the period when he held other opinions.„

দ্বিতীয়বিকার প্রবল তাড়নে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ইতিহাসের ক্রম সংরক্ষিত হইতে পারুক আর নাই পারুক, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাসযোগ্য ঘটনাবলীর উল্লেখেই অশোকের রাজত্বকালে ধর্ম্ম-মহাসম্মিলনের বিষয় সপ্রমাণ হইতে পারে। সারনাথের স্তম্ভগাত্রে যে লিপি উৎকীর্ণ হয়, তাহার আলোচনায় বুঝিতে পারি, তৃতীয় মহাসঙ্গীতির অধিবেশনের পরেই ঐ লিপি খোদিত হইয়াছিল। মহাসম্মিলনের অধিবেশন-মূলক, সারনাথের স্তম্ভগাত্রস্থিত সেই লিপি ও তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল; যথা,—

"১। দেবা[নং পিযে পিয়দসি লাজা]

২। এ ল

৩। পাট (লিপুত)। যে কেনপি সংঘে ভেতবে এ চংখো

৪। [ভিখু বা ভিখুনি বা] সংঘং ভি[খতি] সে ওদাতানি দুস (1) নি সংনং শাপযিসা অনাবাসসি।

৫। আবাসযিযে। হেবং ইযং সাসনে ভিখু সংঘসি চ ভিখুনি সংঘসি চ বিংনপাযিতবিযে।

৬। হেবং দেবানং পিয়ে আহা। হেদিসা চ ইকা লিপী তুফাকংতিকং হুবা তি সংসলনসি নিখিতা।

৭। ইকং চ লিপিং হেদিসমেব উপাসকানং তি কং নিখিপাথ। তে পি চ উপাসকা অনুপোসথং চ যাবু

৮। এতমেব সাসনং বিস্বং সযিতবে। অনুপোসথং চ ধুবাযে ইকিকে মহামাতেপোসথাযে

৯। যাতি এতমেব সাসনং বিস্বং সযিতবে আজানিতবে চ। আবকতে চ তুফাকং আহালে

১০। সবত বিবাসযাথ তুফে এতেন বিযংজনেন। হেমেব সবেসু কোট বিসবেসু এতেন

১১। বিযংজনেন বিবাসাপযাথা।"

মর্ম্মার্থ,—(১) দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী (২) এইরূপ আদেশ করিতেছেন। (৩) পাটলিপুত্র নগরে অথবা অন্য কোনও স্থানে কেহ কদাচ সঙ্ঘের মধ্যে ভেদভাব উপস্থিত করিতে পারিবেন না। (৪) সঙ্ঘের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, ভিক্ষুই হউন অথবা ভিক্ষুণীই হউন, সকলকেই শুক্লবস্ত্র পরিধান করাইয়া সঙ্ঘারাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। (৫) ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীগণ আমার এই আদেশ সঙ্ঘ সমক্ষে বিজ্ঞাপিত করাইবেন। (৬) দেবপ্রিয় এইরূপ কহিতেছেন,—এই লিপি আপনাদের স্মরণার্থ আপনাদের নিকট প্রেরিত হইল (৭) এইরূপভাবে লিখিত হইয়া এই লিপি উপাসকদিগের নিকট প্রেরিত হউক। উপাসকগণ যেন প্রতি উপোসথ দিবসে (উপবাস দিনে, পর্ব্বদিবসে) আমার এই উপদেশ স্মরণ করিতে পারে। (৮-৯) আমার এই শাসন সকলে স্মরণ রাখিবেন এবং প্রতি বৎসর প্রতি পর্ব্বদিবসে মহামাত্রগণ উপোসথ ব্রত গ্রহণ করিয়া আমার এই শাসন প্রচার করিবেন। (১০)

আপনারা আমার এই শাসন আপনাদের রাজ্যের সর্ব্বত্র বিজ্ঞাপিত করুন এবং (১১) সকল প্রদেশের সকল সৈন্যাবাসে আমার এই শাসন বিজ্ঞাপিত হউক।' * অশোকের প্রবর্ত্তিত এই অনুশাসন হইতে ধর্ম্ম-সঙ্গীতি অধিবেশনের আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক, পণ্ডিতগণ বলেন, অশোকের সমস্ত লিপি এবং অনুশাসন আজি পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। যে কয়েকটী মাত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার সাহায্যে অশোকের রাজত্বকালের বিচার করা প্রকৃত ঐতিহাসিকের কার্য্য নহে। অশোকের প্রবর্ত্তিত অনুশাসন ও লিপি-সমূহ সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হইলে সকল সংশয়-সন্দেহ বিদূরিত হইতে পারিবে। অশোকের ধর্ম্মসঙ্গীতির বিস্তৃত বিবরণও যে তাহাতে পাওয়া যাইবে না, তাহা বলা যায় না। সুতরাং সামান্য কয়েকটী মাত্র লিপি ও অনুশাসন দেখিয়া কোনও স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন নহে।

অশোকের রাজত্ব-কালে তৃতীয় ধর্ম্মসঙ্গীতির অধিবেশন সম্বন্ধে সিংহলদেশীয় বৌদ্ধ-গ্রন্থে একটী উপাখ্যান পরিদৃষ্ট হয়। † তৃতীয় ধর্ম্ম-সম্মিলন সম্পর্কীয় সে উপাখ্যান বিবৃত করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। সিংহল-দেশীয় সেই উপাখ্যানে দৃষ্ট হয়,—ধর্ম্মবিরোধীদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া যখন সত্য-ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত করিতে লাগিল এবং তাহার ফলে ধর্ম্মবিশ্বাসীদিগের ক্রিয়াকর্ম্ম ধর্ম্মাচরণ প্রভৃতি যখন একরূপ বন্ধ হইয়া আসিল, সাত বৎসরের মধ্যে যখন ধর্ম্মবিপ্লবের সূত্রপাত দৃষ্ট হইল, রাজচক্রবর্ত্তী অশোক তখন সে গ্লানি নিবারণে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। ধর্ম্মকর্ম্ম পুনঃপ্রচলনের জন্য ভিক্ষুগণকে উদ্‌বুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি অশোকারামে এক জন সচিবকে প্রেরণ করেন। অশোকারামে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রিবর ভিক্ষুগণকে সমবেত করিয়া রাজাদেশ বিজ্ঞাপিত করিলেন। ভিক্ষুগণ উত্তর দিলেন,—'ধর্ম্মবিরোধী ভণ্ডগণ বিদ্যমান থাকিতে তাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন না।' মন্ত্রিবর ক্রুদ্ধ হইয়া তরবারি দ্বারা কতকগুলি ভিক্ষুর মস্তকচ্ছেদ করিলেন। ভিক্ষুগণ সে সময়ে একত্র উপবেশন করিয়া ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যখন এই হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হয়, সে সময় রাজভ্রাতা তিষ্য অশোকারামে উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রীর অন্যায়াচরণের বিষয়

ধর্ম্মসঙ্গীতি বিষয়ে সিংহলদেশীয় উপাখ্যান।

---

* এতদংশের ভিন্নরূপ অনুবাদ পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে সে অংশ প্রদত্ত হইল; যথা,—'সকলে যাহাতে বিশ্বাসবান হয় এবং সকলেই যাহাতে এই শাসন পালন করে, তজ্জন্য একজন ধর্ম্মমহামাত্য নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার বৃদ্ধির জন্য এই শাসন প্রচারিত হইল। আপনারা এই শাসন সমভিব্যাহারে বিদেশে গমন করুন। আপনাদের বিশ্বাসের জন্য এই শাসন প্রচারিত হইল। কোট বিষয়েরা অর্থাৎ রাজকর্ম্মচারিগণ এই শাসন-পত্রসহ দেশে-বিদেশে প্রচারক প্রেরণ করুন।' ইত্যাদি

† এতদ্বিবরণ দীপবংশে বিবৃত আছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে কাল-পরিমাণ সম্বন্ধে যে সকল বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সকল স্থলে তাহার ঐক্য নাই। যাহা হউক, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের ২৩৬ বৎসর পরে তৃতীয় মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল, সর্ব্বত্রই এই অভিমত প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস দেখি। দ্বিতীয় অধিবেশন, বুদ্ধদেবের মৃত্যুর ১১৮ বৎসর পরে সংঘটিত হয়। উভয় অধিবেশনের ব্যবধান-কাল সে হিসাবে ১১৮ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। চীনাদিগের গ্রন্থপত্রে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর ১১৮ বৎসর পরে অশোকের রাজ্য-কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (টাকাকুসু সম্পাদিত 'ইৎ-সিং' গ্রন্থের ১৪শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

অবগত হইয়া, তিষ্য মন্ত্রীকে বিশেষ ভৎর্সনা করেন। তিষ্যের আগমনে ভিক্ষুরা যে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। মন্ত্রীর এবম্বিধ নিষ্ঠুরাচরণের বিষয় অবগত হইয়া রাজা অশোক বিশেষ মর্ম্মাহত হন এবং পাপমোচনের জন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়েন। বৌদ্ধ শ্রমণগণের নির্দ্দেশক্রমে মোগ্গলির পুত্র তিস্স রাজধানীতে আনীত হন। রাজা অভূতপূর্ব্ব সমারোহের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। তিস্স যোগিজনোচিত দৈবশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিস্সের দৈবশক্তি পরীক্ষা করিবার জন্ত অশোক বিশেষ উৎসুক হন। অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন জন্ত তিনি তিস্সকে অনুরোধ জানান এবং কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে ভূমিকম্প উৎপাদনের জন্ত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। তদনুসারে প্রাসাদের এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে একখানি রথ, একটী অশ্ব, একটী মনুষ্য এবং জলপূর্ণ একটী পাত্র স্থাপিত হইল। তিস্সের আদেশক্রমে একটী সমচতুষ্কোণ স্থানের চারিপার্শ্বে তৎসমুদায় সংরক্ষিত রহিল। যথাসময়ে ভূমিকম্প উপস্থিত হইল। সীমারেখার মধ্যভাগে উহাদের যে অংশ রক্ষিত হইয়াছিল, মাত্র সেই অংশ সে কম্পনে কাঁপিয়া উঠিল, অপর অংশ অর্থাৎ সীমারেখার বহির্ভাগস্থ অংশ স্থির নিশ্চল রহিল। জলপূর্ণ পাত্রের যে অংশ সীমারেখার অভ্যন্তরে ছিল, মাত্র সেই অংশের জল কাঁপিয়া উঠিল, অপর অংশের জল জমাট পদার্থের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল। তিস্সের এই দিব্যশক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া অশোক তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। মন্ত্রী কর্ত্তৃক ভিক্ষুগণের হত্যাকাণ্ডে তাঁহার কোনও পাপস্পর্শ হইয়াছে কি না, তিস্সের নিকট তিনি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিস্স বুঝাইলেন,—'যে কার্য্য ইচ্ছাকৃত নহে, তাহাতে ইচ্ছার কোনও পাপ নাই। মন্ত্রীর প্রতি রাজার সে আদেশ ছিল না। মন্ত্রীর স্বকৃতকর্ম্ম। অতএব তোমাতে পাপ স্পর্শ করিবে কেন?' এইরূপে অশোকের পাপক্ষালন করিয়া তিস্স সত্যধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। অতঃপর তাঁহার উপদেশমত রাজচক্রবর্ত্তী অশোক এক ঘোষণা প্রচার করিলেন। তাহাতে ভারতের সকল ভিক্ষু এবং শ্রমণ একত্র সমবেত হইলেন। ধর্ম্মগুরু তিস্সের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া অশোক প্রতি ভিক্ষু এবং শ্রমণের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্ম্মোপদেষ্টা অর্হৎ তিস্স মীমাংসা করিয়া কহিলেন,—'বিভাজ্যবাদী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতই খাঁটি, বুদ্ধদেব স্বয়ং সেই মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।' প্রায় ষাট সহস্র ভিক্ষু সে মতের প্রতিবাদ করেন। ফলে তাঁহারা সঙ্ঘারাম হইতে বিতাড়িত হন। *

---

* মহাবংশের পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। বৌদ্ধগণের সম্প্রদায় বিভাগের বিবরণ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ দৃষ্ট হয়। পরিব্রাজক ইৎ সিং বলেন—সমগ্র সিংহল রাজ্য 'আর্য্য স্থবির নিকায়' (*Arya-Sthavira-nikaya*) মতবাদ ব্যক্ত করিত। উহা তিন শাখায় বিভক্ত ছিল। তিব্বতীয় সাহিত্যে বিশেষজ্ঞগণ বৌদ্ধগণের দুইটী প্রধান বিভাগের উল্লেখ করিয়াছেন,—(১) স্থবির, (২) মহাসঙ্ঘিক। সর্ব্বাস্তিবাদী মতবাদ যাঁহারা ব্যক্ত করেন তাঁহারা স্থবিরগণের একটী শাখা-সম্প্রদায় বলিয়া কথিত হন। বৈভাজ্যবাদীরা (বিভাজ্যবাদিগণ)—সর্ব্বাস্তিবাদীদিগের অন্যতম শাখা-সম্প্রদায়। বৈভাজ্যবাদীরা আবার চারিটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তাঁহাদের সেই সম্প্রদায় চতুষ্টয়—মহীশাসক, ধর্ম্মগুপ্ত, তাম্রশাটীয় এবং কাশ্যপীয়। এই মহীশাসকদিগের মতানুযুক্ত একখানি বিনয়গ্রন্থ পরিব্রাজক ফা-হিয়ান সিংহল-দ্বীপ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

প্রিয়দর্শী পশ্চিম দিকে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া কনকমুনির স্তূপ সন্নিধানে উপস্থিত হন। কথিত হয়, গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী কনকমুনি বা কনকামন নামক বুদ্ধ এই স্থানে সমাধি প্রাপ্ত করিয়াছিলেন। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক সেই স্তূপের প্রতি অশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। এই স্থানেও তিনি একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার গাত্রে তাঁহার পর্য্যটনের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া যান। তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষে রাজচক্রবর্ত্তী অশোক নেপালের অভ্যন্তরে বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। ললিতপত্তন এবং কাটমুণ্ড পর্য্যন্ত তাঁহার উপস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায়। পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া তিনি শ্রাবস্তী নগরে উপস্থিত হন। শ্রাবস্তীর যে সকল স্থানে পূর্ব্বকালে ভগবান বুদ্ধদেব অবস্থিতি করিয়াছিলেন, রাজচক্রবর্ত্তী অশোক সে সকল স্থান পরিদর্শন করেন। কথিত হয়, তিনি তথায় বহুসংখ্যক প্রস্তরস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন,—আজি পর্য্যন্ত সে সকল স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রবাদ এই যে, তীর্থ-পর্য্যটনকালে রাজচক্রবর্ত্তী অশোক তাঁহার ধর্ম্মগুরু উপগুপ্ত কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছিলেন এবং উপগুপ্ত অশোকের পথপ্রদর্শক ছিলেন। উপগুপ্ত তাঁহাকে কপিলাবস্তু নগরে লইয়া যান। বুদ্ধদেবের বাল্যজীবন এই স্থানে অতিবাহিত হয়। পণ্ডিতগণ ঐ স্থানকে ভলাউড়া * অনুরূপ বলিয়া মনে করেন। তার পর যথাক্রমে তিনি বারাণসীর সন্নিকটস্থ সারনাথে, শ্রাবস্তী নগরে, গয়ার সন্নিহিত বোধি-দ্রুম সমীপে এবং অবশেষে কুশীনগরে † উপনীত হন। পূর্ব্বোক্ত তীর্থস্থান-সমূহে রাজা অশোক বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। তৎকর্তৃক সেই সকল স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজগৃহে গমন করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী অশোক অশেষ দানধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বুদ্ধত্ব লাভের দ্বিতীয় বৎসরে বুদ্ধদেব এই রাজগৃহে বর্ষাকাল অতিবাহিত করেন। প্রাচীন রাজগৃহ সে সময়

---

* সীমান্ত প্রদেশের বস্তী জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত পিপরাওয়ার (Piprawa) সহিত অনেকে ইহার অভিন্নতা প্রতিপাদন করেন। পিপরাওয়ার দশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে নেপাল-দেশীয় তরাই-বিভাগের অন্তর্গত 'ভলাউড়া কোট' নামক স্থান কপিলাবস্তু বলিয়া চিহ্নিত হয়। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাং যে কপিলাবস্তুর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সহিত ইহার অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হয়।

† নেপালে কুশীনগরের অবস্থান নির্দ্দেশ হয়। হিজ হাইনেস জেনারেল সমসের জঙ্গ বাহাদুর সিং এবম্বিধ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্ব দিকে ত্রিশূলী (অচিরাবতী) এবং গণ্ডক (হিরণ্যবতী) যে স্থলে সম্মিলিত হইয়াছে, ঐ স্থানে কুশীনগরের অবস্থান তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাসিয়ার সন্নিকটস্থ নির্ব্বাণ-মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে একটী সুবৃহৎ স্তূপের অভ্যন্তরে একখানি তাম্রফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই তাম্রফলকে "(পরিনি)র্ব্বাণ-চৈত্য তাম্রপত্র ইতি" এইরূপ অঙ্কিত আছে। গোরক্ষপুর জেলার পূর্ব্বদিকে কাসিয়ার সন্নিকটে যে ভগ্নস্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যস্থ উল্লিখিত তাম্রফলক হইতে বুঝা যায়—সেই ভগ্ন-স্তূপই কুশীনগরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। (Pargiter, J. R. A. S, 1913 p. 152) কিন্তু সেরূপ সিদ্ধান্তেও অনেকে ঘোর আপত্তি করিয়াছেন। সম্ভবতঃ কাসিয়ার সন্নিকটে যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাই পরিনির্ব্বাণ-চৈত্য নামে অভিহিত। ঐ চৈত্য কুশিনগরের বৌদ্ধ-মন্দিরের একটী শাখা বলিয়া মনে হয়। *Encyclopaedia of Religion and Ethics."*

মগধের রাজধানী ছিল। রাজগৃহে সে সময়ে দুইটী প্রধান পল্লীর পরিচয় পাওয়া যায়। তার মধ্যে অতি প্রাচীন পল্লী 'গিরিব্রজ' নামে অভিহিত হইত। গিরিব্রজ একটী পার্ব্বত্য দুর্গবিশেষ। কথিত হয়, সুচতুর শিল্পী মহাগোবিন্দ ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পল্লীটী, পর্ব্বতের পাদদেশে রাজা বিম্বিসার কর্তৃক নির্ম্মিত হয়। তিনি বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহাই সাধারণতঃ রাজগৃহ নামে অভিহিত হইত। বুদ্ধদেবের সমসময়ে এবং তাঁহার নির্ব্বাণ-লাভের পর কিছুকাল পর্য্যন্ত রাজগৃহ বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিল। পরে শিশুনাগ রাজগৃহ হইতে বৈশালী নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলে, রাজগৃহের পূর্ব্ব-গৌরব কিয়ৎপরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। শিশুনাগের পুত্র কালাশোক বৈশালী হইতে পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। রাজগৃহ এবং গিরিব্রজ এখন লুপ্তপ্রায়। গিরিব্রজের প্রস্তর-প্রাচীর ভারতের প্রাচীন শিল্পকলার অপূর্ব্ব নিদর্শন বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।

অশোকের তীর্থ-পর্য্যটন সম্বন্ধে ভারতীয় আখ্যায়িকা প্রসঙ্গে বৌদ্ধ-গ্রন্থে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। চতুরশীতি সহস্রাক স্তূপ নির্ম্মাণের পর অশোকের মনে তীর্থ-ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়। এই সময়ে উপগুপ্ত নামক জনৈক বৌদ্ধভিক্ষু বিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে প্রকাশ,—তিনি গন্ধদ্রব্য-ব্যবসায়ী গুপ্তের পুত্র ছিলেন। মন্ত্রিবর্গের পরামর্শ অনুসারে অশোক উপগুপ্তকে রাজধানীতে আনয়নের জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। উপগুপ্ত সমভিব্যাহারে তীর্থ পর্য্যটন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। প্রকাশ এই যে, বুদ্ধদেবের মৃত্যুর এক শত বৎসর পরে উপগুপ্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা অশোক যখন তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন, তখন উপগুপ্ত মথুরার সন্নিকটে উরুমুণ্ড পর্ব্বতে নটভটিক আরণ্যে বাস করিতেছিলেন। রাজার আমন্ত্রণ তিনি সাদরে গ্রহণ করেন এবং অষ্টাদশ সহস্র ভিক্ষু সমভিব্যাহারে, গঙ্গা এবং যমুনার মধ্য দিয়া, নৌকাযোগে তিনি পাটলিপুত্র অভিমুখে যাত্রা করেন। উপগুপ্ত রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে বলেন,—'মহর্ষি! ভগবান বুদ্ধ দেব যে যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, আমি সেই সকল স্থান পরিদর্শন করিবার ইচ্ছা করি। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য এবং তাঁহার স্মৃতি চিরস্মরণীয় রাখিবার উদ্দেশ্যে আমি সেই সকল স্থানে স্থায়ী স্মৃতি-চিহ্ন-সমূহ প্রতিষ্ঠা করিবার বাসনা করিয়াছি। আমার ইচ্ছা, ভবিষ্য বংশাবলি সেই সকল স্মৃতি-চিহ্ন দৃষ্টে আপনাদের জীবনগতি নির্দ্ধারণ করুক।' উপগুপ্ত রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের এই সাধু উদ্দেশ্যের অশেষ প্রশংসা করিলেন এবং তিনি স্বয়ং পথপ্রদর্শকরূপে তাঁহার সহিত গমন করিতে সম্মত হইলেন। সর্ব্বপ্রথম তাঁহারা লুম্বিনী উদ্যানে উপস্থিত হন। উপগুপ্ত রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—'হে রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট! এই স্থানে ভগবান বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।' তিনি আরও বলেন,—'এই স্থানে বুদ্ধদেবের সম্মানার্থ প্রথম স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণের পর এই নির্জ্জন স্থান সপ্তপদ পরিমাণ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিল।

তীর্থপর্য্যটন প্রসঙ্গে উপাখ্যান।

বুদ্ধদেবের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন জন্য রাজচক্রবর্ত্তী অশোক এই স্থানে একটী সুবৃহৎ স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা বিতরণ করিয়াছিলেন। তার পর তাঁহারা কপিলাবস্তু নগরে গমন করেন। কপিলাবস্তু নগরে বুদ্ধদেবের বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। কপিলাবস্তু নগর দর্শনান্তর তাঁহারা বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম সন্দর্শন করেন। সেখানে অশোক একটী চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা বিতরণ করিয়াছিলেন। বারাণসীর সন্নিকটে ঋষিপত্তনে গৌতম বুদ্ধ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ঋষিপত্তন দর্শনান্তর অশোক কুশীনগরে গমন করেন। এই কুশীনগরে বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহারা শ্রাবস্তী নগরে উপনীত হন। শ্রাবস্তী নগরে ভগবান বুদ্ধ বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় শ্রাবস্তী-রাজ্যে ধর্ম্মপ্রচারে অতিবাহিত হইয়াছিল। শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা জেতবন মঠ এবং বুদ্ধদেবের শিষ্য সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন এবং মহাকাশ্যপ স্তূপসমূহ পরিদর্শন করেন। সেই সকল স্থানেও অশোক [illegible] অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি [illegible] স্তূপ সান্নিধানে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি একটী [illegible] দান করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য ও অনুচর আনন্দের স্তূপে [illegible] স্বর্ণ-মুদ্রা বিতরণ করেন। এইরূপে উপগুপ্ত সমভিব্যাহারে তীর্থস্থান সমূহ পরিদর্শন করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী অশোক পাটলিপুত্রে প্রত্যাবৃত্ত হন। [illegible] এই তীর্থযাত্রার সহিত পূর্ব্বোক্ত বিবরণের কিঞ্চিৎ অসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। [illegible] বৈশালী প্রভৃতি স্থানে অশোকের গমনের বিষয় উল্লিখিত আছে। কিন্তু এই তালিকায় সে সকল স্থানের নাম দৃষ্ট হয় না।

উপগুপ্তের উপাখ্যান।

অশোকের দীক্ষা প্রসঙ্গে এবং তাঁহার তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষে সঙ্গে উপগুপ্তের নাম পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে উপগুপ্ত বোধিসত্ত্বরূপে পরিবর্ণিত হইয়াছেন। তিনি চতুর্থ [illegible] অন্তর্ভুক্ত হন। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থপত্রে গুরুগণের যে বংশ-তালিকা আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বৌদ্ধগুরুগণের নাম পরিদৃষ্ট হয়। মহাকাশ্যপ, আনন্দ, শনবাস, উপগুপ্ত, ধ্রুটক, মিচ্ছক, বসুমিত্র, বুদ্ধানন্দী, বুদ্ধমিত্র, পার্শ্ব, পুণ্যযশ, অশ্বঘোষ, কাপিমল, নাগার্জ্জুন, কণদেব, অসঙ্গ, বসুবন্ধু প্রভৃতির নাম যে প্রসঙ্গে [illegible] উল্লিখিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে প্রকাশ,—সদ্ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা মানবের হিতসাধনোদ্দেশ্যে তাঁহারা সময় সময় এই ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কথিত হয়, ভগবান বুদ্ধদেব উপগুপ্তের জন্ম-সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের ইতিহাসে প্রকাশ,—তৃতীয় গুরু শনবাসের দেহ-ত্যাগের পর উপগুপ্ত গুরু পদে বরিত হন। প্রথমতঃ তিনি বসুসার-নির্ম্মিত বিহারে অবস্থান করেন। ভাগীরথীর পরপারে বিদেহ নগরে ঐ বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিছুদিন সেই বিহারে অবস্থান করিবার পর উপগুপ্ত গান্ধার পর্ব্বতে গমন করেন। তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বহু নরনারী বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তার পর উপগুপ্ত

মথুরায় গমন করেন। সে সময় নট ও ভট্ট নামক বণিকদ্বয় মথুরা নগরে এক বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উপগুপ্ত সেই বিহারে আশ্রয় লন। এই স্থানে মারের* সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে উপগুপ্ত জয়লাভ করেন। ফলে, বহু সহস্র নরনারী তাঁহার নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। মথুরা হইতে উপগুপ্ত সিন্ধুদেশে গমন করেন। তৎকালে সিন্ধুদেশের দুইটী বিভাগে মহেন্দ্র ও চমস নামক দুইজন নৃপতি রাজত্ব করিতেন। কথিত হয়, তাঁহারা সিন্ধুদেশে 'হংসারাম' নামক এক বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সিন্ধুদেশে উপস্থিত হইয়া উপগুপ্ত সেই বিহারে অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি কাশ্মীর-দেশে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁহার অলৌকিক শক্তি-সন্দর্শনে কাশ্মীরের অধিবাসিগণ বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন। নেপাল-দেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থে প্রকাশ,—উপগুপ্ত রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন এবং অধিকাংশ সময় পাটলিপুত্র নগরে অবস্থিতি করিতেন। তিব্বতীয় গ্রন্থপাঠে উপগুপ্ত নামের পরিবর্ত্তে 'নীলগুপ্ত' নাম দৃষ্ট হয়। কথিত হয়, উপগুপ্ত—গুরু সনবাসের শিষ্য ছিলেন। সনবাসের নিকট তাঁহার দীক্ষাগ্রহণ সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে। তাহা হইতে প্রতীত হয়,—উপগুপ্ত একদিন স্থবির সনবাসের নিকট গমন করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে চাহিলেন। সনবাস তাঁহার চিত্তশুদ্ধি বিষয়ে সন্দিহান হইয়া কহিলেন,—'সাধনার মূল চিত্তশুদ্ধি। তোমার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই। সুতরাং তুমি দীক্ষাগ্রহণের অনুপযুক্ত।' স্থবিরের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া উপগুপ্ত চিত্তশুদ্ধির উপায়-পরম্পরা জানিতে চাহিলেন। তাহাতে স্থবির সনবাস উত্তর দিলেন,—'যদি তোমার মনে কুচিন্তার উদয় হয়, তুমি জলপূর্ণ একটা পাত্রে কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিবে; আবার যখন সচ্চিন্তার উদয় হইবে, তখন তাহাতে শ্বেত প্রস্তরখণ্ড ফেলিয়া দিবে। পরদিন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কোন্ বর্ণের প্রস্তরখণ্ড অধিক, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।' স্থবিরের উপদেশমত উপগুপ্ত সেইরূপ পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম দিনের পরীক্ষায় তিনি দেখিলেন,—কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর খণ্ড অধিক হইয়াছে। তখন তাঁহার মনে হইল,—পূর্ব্বদিনে তাঁহার মনে কুচিন্তার উদয় হইয়াছিল। পরদিন শুক্লবর্ণের প্রস্তর খণ্ড তদপেক্ষা অধিক হইল। এইরূপ পরীক্ষা ক্রমাগত এক সপ্তাহ চলিল। সপ্তম দিনে উপগুপ্ত দেখিলেন, শ্বেতবর্ণের প্রস্তর খণ্ডে পাত্র পূর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর আদৌ নাই। উপগুপ্ত তখন বুঝিলেন,—তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে। তখন তিনি পুনরায় সনবাসের নিকট গমন করিয়া দীক্ষা-গ্রহণের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। উপগুপ্তের চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে বুঝিয়া সনবাস তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কথিত হয়, এক সময়ে এক সুন্দরী বারাঙ্গনা উপগুপ্তের যশঃখ্যাতি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। উপগুপ্ত সে নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করেন। অর্থলোলুপা বারাঙ্গনা অর্থলোভে নূতন এক প্রণয়ীর প্ররোচনায় তাহার পূর্ব্ব-প্রণয়ী ধনী বণিকপুত্রকে নিহত করে।

* মার—পাপদেবতা। বুদ্ধদেবের জীবনী এবং শিক্ষা-প্রসঙ্গে, "পৃথিবীর ইতিহাস" পঞ্চম খণ্ডে, মারের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

যুবকের আত্মীয়-স্বজন বারাঙ্গনার এই কুকর্ম্মের বিষয় অবগত হইয়া তাহার অঙ্গহানি করে এবং চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি উৎপাটন করিয়া বনে নির্ব্বাসিত করিয়া আসে। ঘটনাক্রমে ভিক্ষাব্যপদেশে উপগুপ্ত সেই বনপ্রান্তে উপস্থিত হন। উপগুপ্তের পরিচয় পাইয়া বারাঙ্গনা বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং তিনি তাহার পূর্ব্বাবস্থায় তাহার নিকট গমন করেন নাই বলিয়া ভৎসনা করিতে থাকে। উপগুপ্ত বারাঙ্গনাকে বুঝাইয়া বলেন,—'তিনি কোনও পাপ অভিসন্ধি লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হন নাই। এইরূপ দুরবস্থায় তাহার মানসিক গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কি না, কেবল তাহাই জানিতে আসিয়াছেন।' তিনি বারাঙ্গনাকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—'তোমার যৌবনকালে তোমার রূপ-সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া কত কত কামমুগ্ধ যুবক সে রূপ-বহ্নিতে পতঙ্গের প্রায় জীবনাহুতি দিয়াছে। অজ্ঞান-জনেরই এইরূপ পরিণাম সংঘটিত হয়। কিন্তু যিনি জ্ঞানী ব্যক্তি, তোমার রূপসৌন্দর্য্য তাঁহাকে আদৌ মুগ্ধ করিতে পারে না। এখন তোমার সে রূপসৌন্দর্য্য সকলই নষ্ট হইয়াছে; কিন্তু তোমার পাপ-প্রবৃত্তি নষ্ট হয় নাই। অসৎ পথ অবলম্বনে তুমি আজীবন যে অসৎকর্ম্মের আচরণ করিয়াছ, ইহাই তাহার শোচনীয় পরিণাম। তোমার মনে এখনও সচ্চিন্তার উদয় হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! যাহার মন চিরদিন কুকার্য্যে রত, সহজে কি তাহার মনে সচ্চিন্তার উদয় হইতে পারে?' উপগুপ্তের এই তিরস্কারপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বারাঙ্গনার অনুশোচনা হইল। সত্যধর্ম্মের প্রতি তাহার একান্ত অনুরাগ জন্মিল। সত্যের অনুশীলনে তাহার হৃদয় শারদচন্দ্রমার নির্ম্মলতা লাভ করিল। উপগুপ্ত তাহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। ব্রহ্মদেশের গ্রন্থ-পত্রে উপগুপ্ত সম্বন্ধে বিবিধ কাহিনী দৃষ্ট হয়। হিন্দুর ইন্দ্রদেবতা যে ভাবে বর্ণনায় নির্দ্দিষ্ট হন, ব্রহ্মদেশবাসীর নিকট উপগুপ্ত সেইরূপ শক্তিসামর্থ্যযুক্ত বলিয়া পরিচিত। তাহারা বিশ্বাস করেন,—উপগুপ্তের উদ্দেশে পূজা প্রদান করিলে, অতিবৃষ্টি-বজ্রপাত প্রভৃতি নিবারিত হয় এবং তাঁহার প্রভাবে আকাশ নির্ম্মলতা ধারণ করে। ব্রহ্মদেশীয় উপাখ্যানে উপগুপ্তের জন্মকাহিনী নিম্নরূপে বিবৃত হয়। পুরাকালে বারাণসী-ধামে ব্রহ্মদত্ত নামক এক নিঃসন্তান রাজা ছিলেন। সন্তান লাভের কামনায় তিনি ব্রাহ্মণগণের উপদেশ গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণগণ রাজাকে দানধর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের পরামর্শ দেন। তাঁহারা বলেন,—সেই পুণ্যের ফলে তিনি সন্তান লাভ করিবেন। ব্রাহ্মণগণের উপদেশ অনুসারে রাজা দানধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে এক ধীবর এক মৎস্য ধরিয়া আনিল। মৎস্যের উদরে এক অসামান্য-রূপলাবণ্যসম্পন্ন বালিকা পাওয়া গেল। রাজা তাহাকে সন্তানের ন্যায় লালন-পালন করিতে লাগিলেন। রাজা বালিকার নাম রাখিলেন—মৎস্যদেবী। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালিকার দেহ হইতে মৎস্যগন্ধ নির্গত হইতে লাগিল। ক্রমে সে গন্ধ এত অসহ্য হইয়া উঠিল যে, রাজা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন;—কুমারীকে এক-নৌকায় স্থাপন করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। নৌকা ভাসিয়া চলিল। বালিকা একদিন সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, এক দিব্যকান্তি সন্ন্যাসী তাহাকে গঙ্গার পারে যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। বালিকা প্রথমে ঋষির সহিত গঙ্গা উত্তীর্ণ হইতে অসম্মত

হইল। কিন্তু সে যখন বুঝিতে পারিল, ঋষি নিষ্কাম কামনাবিহীন, তখন সে তাঁহার সহিত যাইতে সম্মত হইল। নৌকা পরিত্যাগের সময় ঋষির দৃষ্টি বালিকার মুখমণ্ডলের প্রতি ন্যস্ত হয়, চারি চক্ষের মিলন হইল; বালিকা অন্তর্দ্ধান হইলেন। বালিকার সেই গর্ভে উপগুপ্তের জন্ম হয়। যাহা হউক, ব্রহ্মদেশবাসীরা উপগুপ্তের অমরত্বে বিশ্বাস করেন। তাঁহারা বলেন,—মহাসাগরের অভ্যন্তরে পিত্তল-নির্ম্মিত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া উপগুপ্ত অদ্যাপি অবস্থান করিতেছেন। ধ্যান-নিমগ্ন-মনে তিনি অদ্য পর্য্যন্ত রত রহিয়াছেন। বর্ষাবাসের শেষ দিনে ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ উপগুপ্তের সম্মানার্থ এক উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাহাতে এক অভিনব পন্থা পরিলক্ষিত হয়। ঐ দিন ব্রহ্ম-দেশবাসী প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন গৃহ আলোকমালায় সজ্জিত করেন এবং এক এক খানি ক্ষুদ্র তরণী নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে গন্ধ পুষ্প ও আলোকাদি সজ্জিত করিয়া, সমুদ্রে অথবা নদী-স্রোতে ভাসাইয়া দেন। উপগুপ্তের নিকট সেই সকল তরণী গমন করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিবে,—ইহাই তাঁহাদের ধারণা।* বুদ্ধদেব যেমন জগতের শোক-দুঃখাদি দর্শনে ঐহিক ভোগলালসা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, উপগুপ্তও সেইরূপ যৌবনের প্রারম্ভে সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অশোকাবদান গ্রন্থে প্রকাশ,—উপগুপ্ত প্রথমে সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়া ক্লেশাদির পূর্ণ অবস্থা 'অনাগামিত্ব' প্রাপ্ত হন। ক্রমে গুরু সনবাসের শিক্ষাগুণে অর্হৎ পদ লাভ করেন। কথিত হয়, তীর্থ-যাত্রার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে উপগুপ্তের সহিত অশোকের মিলন হইয়াছিল। পাটলিপুত্র নগরে উরু-মুণ্ড পর্ব্বতের উপত্যকায় তাঁহার আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। অধুনা তাহা 'ছোট পাহাড়ী' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উপগুপ্তের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত আছে। জাপানে প্রচলিত বৌদ্ধ-গ্রন্থে প্রকাশ,—নির্ব্বাণ-লাভের সময় এক ভীষণ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে উপগুপ্ত অন্তর্দ্ধান হন। কাহারও কাহারও মতে তিনি মথুরায় দেহত্যাগ করেন। কিন্তু ব্রহ্মদেশবাসীরা বলেন,—উপগুপ্ত অমর; তিনি আজি পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছেন।

তিষ্যের উপাখ্যান।

সিংহলদেশীয় কাহিনীতে যুবরাজ তিষ্যের সম্বন্ধে এক উপাখ্যান পরিবর্ণিত দেখি। তিষ্য বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাই তিনি অল্প বয়সেই অর্হৎ পদ প্রাপ্ত হন। বৌদ্ধ-গ্রন্থপত্রে প্রকাশ,—তিনি অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। সিংহলদেশীয় উপাখ্যানে দেখিতে পাই,—বনভ্রমণে বহির্গত হইয়া এক দিন ক্রীড়ারত মৃগযূথের প্রতি তিষ্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। মৃগদের সেই ক্রীড়া সন্দর্শন করিয়া তিষ্যের মনে এক অভিনব ভাবের উদয় হইল। তিনি মনে মনে কহিলেন,—নবদূর্ব্বাদলভোজী বনবিহারী হরিণও যখন এইরূপ কষ্টে কালযাপন করিয়া আমোদ-প্রমোদে প্রমত্ত হইতে পারে; তখন উৎকৃষ্ট দ্রব্যভোজী ভিক্ষুগণ প্রাসাদ-তুল্য মঠে সুখে বাস করিয়াও আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইতে পারেন না কেন? প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাজার নিকট তিষ্য

---

* *Vide* H. Fielding, *The Soul of a People.*

তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। রাজা তাঁহার অমোঘ সম্যক উত্তর প্রদানের আকাঙ্ক্ষায় সাত দিনের জন্য তাঁহার প্রতি রাজ্যভার ন্যস্ত করিলেন। রাজা তিষ্যকে কহিলেন,—'এই সাত দিনের পর আমি তোমার প্রাণসংহার করিব। তুমি সাত দিন রাজ্য শাসন কর।' শেষ দিন রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বৎস, তোমাকে এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন?' তিষ্য উত্তর দিলেন,—'মৃত্যুর করাল বিভীষিকা আমার সকল স্ফূর্তি নষ্ট করিয়াছে।' রাজা কহিলেন,—'এই জন্যই, বৎস, মঠবিহারী ভিক্ষুগণ আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইতে পারেন না। সাত দিন পরে তোমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে,—এই চিন্তায় তুমি সমস্ত ভোগ-বিলাস বিসর্জ্জন দিয়াছ। কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে করাল মৃত্যুর বিভীষিকা উপলব্ধি করিয়া ভিক্ষুগণ ম্রিয়মাণ রহিয়াছেন। কিসে মৃত্যু-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, ইহাই তাঁহাদের একমাত্র চিন্তা। সুতরাং তাঁহারা কিরূপে বৃথা আমোদ-প্রমোদে প্রমত্ত হইবেন?' রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া যুবরাজ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজার বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। কিছুকাল অতীত হইলে, তিষ্য শিকারে গমন করেন। বনমধ্যে সহসা মহাধর্ম্মরক্ষিত তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হন। দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন পুণ্যাত্মা বলিয়া মহাধর্ম্মরক্ষিতের প্রসিদ্ধি ছিল। তিষ্য দেখিতে পান,—এক বৃক্ষমূলে মহাধর্ম্মরক্ষিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন; আর এক হস্তী একটী বৃক্ষ-পল্লব শুণ্ড দ্বারা ধারণ করিয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে। এই দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া রাজ-কুমার মনে মনে কহিলেন,—'কবে তিনি সেই যোগীর ন্যায় হইতে পারিবেন, আর কবে তিনি শান্তিসুখে বনবাসে কালযাপন করিবেন!' যুবরাজের মনের ভাব উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য, যোগিবর যোগবলে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলেন এবং শূন্যপথে ভ্রমণ করিয়া অশোকারাম সরোবরের জলমধ্যে অবগাহন করিলেন। অবগাহন-কালে তাঁহার পরিচ্ছদাদি শূন্যে উড়িতে লাগিল। যোগিবরের এই অলৌকিক শক্তি সন্দর্শন করিয়া তিষ্যের মনে ভিক্ষুধর্ম্ম-গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইল। তিনি বিনীতভাবে রাজার নিকট আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ জন্য রাজার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাঁহার এই সদিচ্ছায় বাধা দিলেন না। তিনি স্বয়ং তিষ্যকে সঙ্গে লইয়া বিহারে উপস্থিত হইলেন এবং মহাধর্ম্মরক্ষিতের সহায়তায় তিষ্যকে ভিক্ষুপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বহু লক্ষ নরনারী তিষ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভিক্ষুধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

ভারতীয় আখ্যায়িকায় অশোকের এক ভ্রাতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বীতাশোক বা বিগতাশোক নামে অভিহিত হন। সিংহলদেশীয় উপাখ্যানে বীতাশোকের যথার্থ পরিচয় দৃষ্ট হয় না। কথিত হয়, বীতাশোক প্রথমে সদ্ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন। তিনি তীর্থগণের (জৈন তীর্থঙ্করগণের) মত-পরম্পরা মান্য করিতেন।

বীতাশোকের কাহিনী।

বৌদ্ধগণ তাঁহার নিকট ঘৃণার পাত্র ছিলেন। তিনি বলিতেন,—'বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বিলাসী ও ভোগপরায়ণ মাত্র; কঠোরতা তাঁহাদের নিকট বিশেষ ভয়াবহ।' অশোক যদি কখনও তাঁহার নিকট বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিষয় উত্থাপন করিতেন, বীতাশোক তাঁহাকে ভিক্ষুগণের ক্রীড়াপুত্তলি বলিয়া তাঁহার কথা উড়াইয়া দিতেন। নানারূপ উপদেশে

যখন বীতাশোককে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিলেন না; অশোক তখন তাঁহাকে কৌশলে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার উপায়-উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি মন্ত্রি-গণকে কহিলেন,—'আপনারা কোনও উপায়ে বীতাশোককে রাজকীয় সমুদায় পদচিহ্ন প্রদান করুন।' মন্ত্রিগণের কৌশলে বীতাশোক রাজচিহ্ন-সমূহ ধারণ করিলেন। অশোক তাহাতে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন—এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া, বীতাশোকের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। যাহা হউক, বিশেষরূপ সম্মরুদ্ধ হইয়া সাত দিনের জন্য সে আদেশ স্থগিত রাখিলেন। সাত দিন মাত্র রাজশক্তি পরিচালনের অধিকার প্রদান করিয়া বীতাশোককে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সাত দিনের মৃত্যু-চিন্তায় বীতাশোকের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। ফলে, বীতাশোক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হইলেন; স্থবির যশ * তাঁহার দীক্ষা-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অতঃপর যশের একান্ত অনুরোধে রাজচক্রবর্ত্তী অশোক বীতাশোকের ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণে সম্মতি প্রদান করেন। † নবদীক্ষিত বীতাশোককে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করিবার জন্য প্রাসাদের অভ্যন্তরে অশোক এক আশ্রম প্রস্তুত করিয়া দেন। এই আশ্রম হইতে বীতাশোক প্রথমে কুক্কুটারাম বিহারে এবং পরিশেষে বিদেহ (ত্রিহুত) রাজ্যে গমন করেন। শেষোক্ত স্থানে গমন করিয়া বীতাশোক অর্হৎ পদ প্রাপ্ত হন। কাষায়বসনপরিহিত, কৌপীনধারী বীতাশোক যখন প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হন, সকলেই তাঁহার প্রতি অশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। রাজধানীর অধিবাসিগণের অনু-রোধে তিনি বহু অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তার পর তিনি সীমান্ত-প্রদেশ অতিক্রম করিয়া বৈদেশিক রাজ্যে গমন করেন। এই সময়ে বঙ্গদেশের অন্তর্গত পুণ্ড্রবর্দ্ধনে এক ঘটনা সংঘটিত হয়। জনৈক ব্রাহ্মণ অনবধানতা বশতঃ বুদ্ধের একটী প্রতিমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এই পাপের প্রতিফল স্বরূপ অশোকের আদেশে এক দিনে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অষ্টাদশ সহস্র অধিবাসী নিহত হন। ইহার কিছুকাল পরে পাটলিপুত্র নগরে এক উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি বুদ্ধের আর একটী প্রতিমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলে। উক্ত উন্মত্ত ব্যক্তির নিকট-সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি সকলেই রাজাদেশে জীবন্তে অগ্নিদগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। রাজা ঘোষণা করিয়া দেন,—'যিনি ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদিগকে নিহত করিবেন, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর হত্যার জন্য তিনি এক 'দিনার' হিসাবে পুরস্কার পাইবেন।' এই ঘোষণা-প্রচারের পর ঘটনাচক্রে উপগুপ্ত এক রজনীতে কোনও মেষ-পালকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উপগুপ্তের ভিক্ষুর বেশ দর্শন করিয়া, মেষপালক-পত্নী উপগুপ্তকে নিহত করিয়া পুরস্কার গ্রহণ জন্য পতির নিকট অনুরোধ জানান। মেষ-

* সিংহলদেশীয় মহাবংশ গ্রন্থে প্রকাশ,—প্রথম অশোক বা কালাশোকের রাজত্বকালে বৈশালী নগরে যে দ্বিতীয় বৌদ্ধ-মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হয়, স্থবির যশ সেই অধিবেশনের অধিনায়ক ছিলেন। এতদ্ব্যার পণ্ডিতগণ সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস পান যে, কালাশোক নামে কোনও ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল না। পরন্তু বৌদ্ধ-সম্মিলনদ্বয়ের বিবরণ-সমূহেও আস্থাস্থাপন করা যাইতে পারে না।

† তিব্বতীয় কাহিনীতে তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে যে বিবরণ বর্ণিত আছে, এতদংশের সহিত তাহার ঐক্য দেখিতে পাই। মহেন্দ্রের উপাখ্যান এবং এই সকল উপাখ্যান ধর্ম্মগ্রহণ বিষয়ে প্রায়ই একরূপ উপলব্ধি হয়।

পালক, পত্নীর পরামর্শমত উপগুপ্তকে নিহত করে এবং তাঁহার মস্তক লইয়া রাজসমীপে উপস্থিত হয়। রাজা সেই মস্তক সন্দর্শন করিয়া ভয়ে অভিভূত হন এবং মন্ত্রিগণের অনুরোধে ঘোষণা প্রত্যাহার করিয়া লন। অতঃপর তিনি ঘোষণা করেন,—'তখন হইতে কেহ কোনও প্রাণীর জীবন হরণ করিতে পারিবে না।' উপাখ্যান এবং আখ্যায়িকা সমূহে অশোক এবং বীতাশোক সম্বন্ধে এবম্বিধ মত প্রচলিত থাকিলেও চৈনিক পরিব্রাজকগণ তদ্বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ফা-হিয়ানের উক্তিতে অশোকের ভ্রাতার কোনও নামোল্লেখ নাই। পরিব্রাজকের বর্ণনায় প্রকাশ,—'রাজা অশোকের ভ্রাতা সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী গৃধ্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেখানে তিনি অর্হৎ পদ প্রাপ্ত হন। রাজা অশোক তাঁহাকে প্রাসাদে আনিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। রাজা বীতাশোককে বলিয়া পাঠান,—বীতাশোক যদি তাঁহার অনুরোধ অনুসারে প্রাসাদে আগমন করেন, তাহা হইলে নগরের অভ্যন্তরে তিনি তাঁহার জন্য একটী পাহাড় নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। অতঃপর রাজা ভোজ্য এবং পানীয় সজ্জিত করিয়া উপদেবতাগণকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—'আগামী কল্য আপনারা আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। কিন্তু আপনাদের বসিবার আসন দিবার সামগ্রী আমার নাই; সুতরাং আপনারা স্ব স্ব আসন সঙ্গে লইয়া এস্থলে আগমন করিবেন।' পরদিন প্রাতঃকালে উপদেবতাগণ সুবৃহৎ প্রস্তর সমূহ লইয়া আগমন করিলেন। ভোজ অবসানে রাজা অশোক উপদেবতাগণকে সেই প্রস্তর-সমূহ স্তূপীকৃত করিতে কহিলেন। তদ্দ্বারা একটী বৃহৎ প্রস্তর-পাহাড় নির্ম্মিত হইল। পাহাড়ের পাদদেশে পাঁচ খানি সমচতুষ্কোণ প্রস্তর দ্বারা গুহা রচিত হইল। সেই গুহার দৈর্ঘ্য ৩০ ফিট এবং বিস্তৃত ২২ ফিট। ইহার উচ্চতা ১১ ফিট। পাটলিপুত্র নগরে যে প্রস্তরারাম বিদ্যমান ছিল, এবং সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত যাহার সৌন্দর্য্যে মনঃপ্রাণ বিমুগ্ধ হইত, সেই প্রস্তরারামের আদি উৎপত্তি নির্ণয়ে পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙও পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন।* হুয়েন সাং বলেন,—ঐ প্রস্তরারামে সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বী রাজকুমার বীতাশোক বাস করিতেন।

রাজচক্রবর্ত্তী অশোক প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসর কাল মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সাঁইত্রিশ বৎসর অপ্রতিহতভাবে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া ২৩১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে অশোক পরলোক গমন করেন। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল মধ্যাহ্ন-তপনের ন্যায় দিকে দিকে আপন প্রখর-প্রভা বিস্তার করিয়া মৌর্য্যকুল-গৌরব-রবি অস্তমিত হন। তাঁহার পরলোক-গমনের সঙ্গে সঙ্গে, অতি অল্পকালের মধ্যেই, মগধ-সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। দিনদেব অস্তমিত হইলে

অশোকের শেষ-জীবন।

---

* *Vide.* Beal's *Hiuen Tsiang*, II, 91. মেজর ওয়াডেল পাটনার ভিকনা পাহাড়ীকে মহেন্দ্র পর্ব্বত নামে অভিহিত করিয়াছেন। সেস্থলে অধুনা নবাবের প্রাসাদ বিদ্যমান। ওয়াডেল বলেন,—ভিকনা পাহাড়ীর সন্নিহিত পল্লী মহেন্দ্রু (Mahendru) নামে অভিহিত হয়।

"দেবানং পিযে পিযদসি হেবং আহা (ঃ) ধংমমহামাতা পি মে তে বহু-বিধেসু অঠেসু আনুগহিকেসু বিযাপটা সে পবজীতনং চেব গিহিথানং চ (;) সব [পাসং]ডেসু পি চ বিযাপটা সে (।) সংঘঠসি পি মে কটে ইমে বিযাপটা হোহংতিতি (;) হেমেব বাভনেসু আজীবিকেসু পি মে কটে (;) ইমে বিযাপটা হোহংতিতি (।) নিগংঠেসু পি মে কটে ইমে বিযাপটা হোহংতি (।) নানা পাসংডেসু পি মে কটে ইমে বিযাপটা হোহংতিতি (;) পটিবিসিঠং পটিবিসিঠং তেসু তেসু তে তে (ম)হামাতা (।) ধংম-মহামাতা চু মে এতেসু চেব বিযাপটা সবেসু চ অংনেসু পাসংডেসু (।) দেবানং পিযে পিযদসি লাজা হেবং আহা (ঃ) এতে চ অংনে চ বহুকা মুখা দানবিসগসি বিযাপটা সে মম চেব দেবীনং চ (;) সবসি চ মে ওলোধনসি তে বহুবিধেন আকালেন তানি তানি তুঠাযতনানি পটী(পাদযংতি) হিদ চেব দিসাসু চ (।) দালকানং পি চ মে কটে অংনানং চ দেবিকুমালানং ইমে দানবিসগেসু বিযাপটা হোহংতি তি (;) ধংমাপদানঠাযে ধংমানুপটীপতিযে (।) এস হি ধংমাপদানে ধংমপটীপতি চ যা ইযং দযা দানে সচে সোচবে মদবে সাধ[বে] চ লোকস হেবং বঢিতি তি (।)

"দেবানং পিযে (পিযদ)সি লাজা হেবং আহা (ঃ) যানি হি কানিচি মমিযা সাধবানি কটানি তং লোকে অনূপটীপংনে তং চ অনুবিধিযংতি (,) তেন বঢিতা চ বঢিসংতি চ মাতাপিতিসু সুসুসাযা গুলুসু সুসুসাযা বযোমহালকানং অনুপটীপতিযা বাভনসমনেসু কপনবলাকেসু আব দাসভটকেসু সংপটীপতিযা (।)

"দেবানং (পি)যে পিযদসি লাজা হেবং আহা (ঃ) মুনিসানং চু যা ইযম ধংমবঢী বঢিতা দুবেহি যেব আকালেহি ধংমনিযমেন চ নিঝতিযা চ (।) তত চু লহু সে ধংমনিযমে নিঝতিযা ব ভুযে (।) ধংমনিযমে চু খো এস যে মে ইযং কটে ইমানি চ ইমানি জাতানি অবধিযানি (,) অংনানি পি চু বহু(কানি) ধংমনিযমানি যানি মে কটানি (।) নিঝতিযা ব চু ভুযে মুনিসানং ধংমবঢী বঢিতা অবিহিংসাযে ভূতানং অনালংভাযে পানানং (।) সে এতাযে অঠাযে ইযং কটে (,) পুতাপপোতিকে চংদমসুলিযিকে হোতু তি (,) তথা চ অনুপটী পজংতু তি (।) হেবং হি অনুপটীপজংতং হিদত(পাল)তে আলধে হোতি (।) সতবিসতিবসাভিসিতেন মে ইযং ধংমলিবি লিখাপাপিতা তি (।) এতং দেবানং পিযে আহা (ঃ) ইযং ধংমলিবি অত অথি সিলাথংভানি বা সিলাফলকানি বা তত কটবিযা এন এস চিলঠিতিকে সিযা (।)"

মর্ম্মার্থ,—দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী এইরূপ কহিতেছেন,—'পুরাকালে যে সকল রাজা রাজত্ব করিতেন, তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন,—মানুষ ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন করিবে। কিন্তু মানুষ তাঁহাদের আশানুরূপ ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন করে নাই। (অথবা মানুষ যে কোনও প্রকারে ধর্ম্মের উন্নতি বিধান করুক, পূর্ব্বতন রাজন্যবৃন্দ তৎপক্ষে ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সে আশা ফলবতী হয় নাই অর্থাৎ তাঁহাদের চেষ্টার

বিবরণে দেখিতে পাই, তাহাদিগকে হিমালয়ের পরপারে খোটান প্রদেশে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল। যাহা হউক, সেই সময়ে মহাবোধি-বৃক্ষের পাদমূলে একটী বিহারে 'ঘোষ' নামক জনৈক অর্হৎ বাস করিতেন। রাজা সেই অর্হতের নিকট উপস্থিত হইয়া, কুনালের চক্ষু-প্রাপ্তি বিষয়ে প্রার্থনা জানাইলেন। অর্হৎ আদেশ করিলেন,—'আগামী কল্য প্রত্যূষে এক মহতী সভার অধিবেশন হইবে। সেই সভায় তথাগতের ধর্ম্মমত-সমূহ ব্যাখ্যা করিব। প্রত্যেক শ্রোতাকে অশ্রুজল ধরিবার জন্য এক একটী পাত্র আনিতে হইবে।' পরদিন অতি প্রত্যূষে লক্ষ লক্ষ নরনারী সমবেত হইল। যে ব্যক্তি সে ব্যাখ্যা শ্রবণ করিল, তাহারই গণ্ডদেশ বহিয়া দরদরধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইল। মহাতপা অর্হৎ সেই অশ্রুজল একটী স্বর্ণাধারে স্থাপন করিয়া কহিলেন,—'আমি যে তত্ত্বের ব্যাখ্যা বিবৃত করিলাম, তাহা তথাগতের মুখনিঃসৃত অতি নিগূঢ় তত্ত্ব। আমার সে ব্যাখ্যা যদি সত্য না হয়, সে ব্যাখ্যায় যদি আমার কোনও ভ্রমপ্রমাদ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই অশ্রুজল যেমন আছে, তেমনই থাকিবে; কিন্তু যদি আমি যথার্থরূপে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকি, আর তাহাতে যদি আমার কোনও ভ্রমপ্রমাদ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে, এই অশ্রুজল দ্বারা চক্ষু ধৌত করিবা-মাত্র রাজকুমার দিব্য-দৃষ্টি লাভ করিবেন।' অর্হতের আদেশ অনুসারে রাজকুমার কুনাল, সেই অশ্রুজল দ্বারা চক্ষু ধৌত করিলেন এবং দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হইলেন। ভারতীয় বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের গ্রন্থে রাজমহিষী তিষ্যরক্ষিতার সম্বন্ধেও একটী আখ্যায়িকা বিবৃত আছে। সেখানেও দেখিতে পাই, তিষ্যরক্ষিতা তাঁহার সপত্নীপুত্র কুনালের প্রতি এক সময়ে বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়েন এবং কুনাল সেই ঘৃণিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায়, তিষ্যরক্ষিতার ক্রোধানলে পতিত হন। প্রত্যাখ্যাত তিষ্যরক্ষিতা প্রতিশোধ-গ্রহণ জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। এই সময়ে রাজচক্রবর্ত্তী অশোক সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় পীড়িত হইয়া পড়েন। কুনাল সে সময়ে তক্ষশিলার শাসন-কর্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ব্যাধি দুরারোগ্য বুঝিয়া, কুনালকে আনিবার জন্য অশোক আদেশ প্রদান করেন। কুনালকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার অভিপ্রায়। রাজার এই আদেশ শ্রবণ করিয়া তিষ্যরক্ষিতার প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—'কুনাল যদি রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে।' তিনি রাজাকে কহিলেন,—'আমি আপনার ব্যাধির শান্তি করিয়া দিব, আপনি বৈদ্যগণকে আসিতে নিষেধ করিয়া দেন।' রাজা সম্মত হইলেন। তিষ্যরক্ষিতা ঘোষণা করিলেন,—'রাজার ব্যাধির অনুরূপ লক্ষণযুক্ত ব্যাধিগ্রস্ত যে কোনও ব্যক্তিকে দেখিবে, আমার নিকট লইয়া আসিবে।' ঘটনা-ক্রমে সেইরূপ ব্যাধিগ্রস্ত একজন মেষপালক মিলিল। রাণী তাহাকে নিভৃত স্থানে লইয়া গিয়া নিহত করিলেন এবং তাহার উদর বিদীর্ণ করিয়া একটী বৃহৎকায় কীট দেখিতে পাইলেন। সেই কীটের ধ্বংস-সাধন জন্য রাণী প্রথমে আর্দ্রক ও লঙ্কা প্রয়োগ করিলেন; কিন্তু কীট নষ্ট হইল না। অতঃপর পলাণ্ডুর রস প্রয়োগ করিলে কীট ধ্বংস হইল। এইরূপে ব্যাধির নিদান এবং তাহার প্রতিকার নির্ণয় করিয়া রাণী তিষ্য-রক্ষিতা রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পলাণ্ডুর রস পানের জন্য রাজার নিকট অনুরোধ

জানাইলেন। রাজা কহিলেন,—"আমি ক্ষত্রিয়। আমি কিরূপে পলাণ্ডু ভক্ষণ করিব"? রাণী তাহাতে উত্তর দিলেন,—'প্রাণরক্ষার জন্য ঔষধরূপে আপনি পলাণ্ডু খাইবেন। তাহাতে কোনও দোষ হইবে না।' যাহা হউক, তিষ্যরক্ষিতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে এবং ঐকান্তিক আগ্রহে রাজা পলাণ্ডু ভক্ষণ করিলেন। কীট নষ্ট হইল; অশোক রোগমুক্ত হইলেন। আখ্যায়িকা-সমূহে এইরূপ আরও বহু উপাখ্যান বিবৃত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহার ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করেন না। যাহা হউক, উপাখ্যান-সমূহের ঐতিহাসিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর প্রতীয়মান হইলেও, রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের জীবন-বৃত্ত আলোচনায় সে সকল আখ্যায়িকার সার্থকতা আছে। আখ্যায়িকা এবং উপাখ্যান-সমূহের কল্পনা-জালের দৃঢ়-আবরণ ভেদ করিয়া সত্য-তথ্য নিরূপণ করা যে দুরূহ, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তদ্দ্বারা প্রাচীন-ভারতের প্রাচীন-কালের ইতিহাসের অনেক তত্ত্ব যে বিশদীকৃত হইতে পারে, তাহা বেশ উপলব্ধ হয়।

কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে অশোক এবং তৎপুত্র জলৌকের পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে অশোকের পূর্ব্বপুরুষগণের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সহিত অশোক প্রিয়দর্শীর পূর্ব্বপুরুষগণের কোনই ঐক্য নাই। সেখানে অশোকের পিতৃ-পরিচয়াদি কিছুই দৃষ্ট হয় না। অশোক—শকুনির প্রপৌত্র এবং কাশ্মীর-রাজ শচীনরের খুল্লপিতামহতনয়, সেখানে এইমাত্র উল্লেখ আছে। কাশ্মীররাজ শচীনর নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর অশোক রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হন। অশোকের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জলৌক কাশ্মীরের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণীতে প্রকাশ,—রাজা অশোক কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 'রাজতরঙ্গিণীর' প্রথম তরঙ্গে রাজচক্রবর্ত্তী অশোক এবং তৎপুত্র জলৌক সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা,—

রাজতরঙ্গিণীতে অশোকের উপাখ্যান।

"প্রপৌত্রঃ শকুনেস্তস্য ভূপতেঃ প্রপিতৃব্যজঃ। অথাবহদশোকাখ্যঃ সত্যসন্ধো বসুন্ধরাম্॥
যঃ শান্তবৃজিনো রাজা প্রপন্নো জিনশাসনম্। শুষ্কলেত্র-বিতস্তাত্রৌ তস্তার স্তূপমণ্ডলৈঃ॥
ধর্ম্মারণ্যবিহারান্তর্বিতস্তাত্রপুরেঽভবৎ। যৎকৃতং চৈত্যমুৎসেধাবধিপ্রাপ্ত্যক্ষমেক্ষণম্॥
স ষণ্ণবত্যা গেহানাং লক্ষৈর্লক্ষ্মীসমুজ্জ্বলৈঃ। গরীয়সীং পুরীং শ্রীমাংশ্চক্রে শ্রীনগরীং নৃপঃ॥
জীর্ণং শ্রীবিজয়েশস্য বিনিবার্য্য সুধাময়ম্। নিষ্কল্মষেণাশ্মময়ঃ প্রাকারো যেন কারিতঃ॥
সভায়াং বিজয়েশস্য সমীপে চ বিনির্ম্মমে। শান্তাবসাদঃ প্রাসাদাবশোকেশ্বরসংজ্ঞিতৌ॥
ম্লেচ্ছৈঃ সংছাদিতে দেশে স তদুচ্ছিত্তয়ে নৃপঃ।
তপঃসন্তোষিতাল্লেভে ভূতেশাৎ সুকৃতী সুতম্॥
সোঽথ ভূভৃজ্জলৌকোঽভূদ্ ভূলোকসুরনায়কঃ।
যো যশঃসুধয়া শুভ্রং ব্যধাদ্ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপম্॥"

অর্থাৎ,—'শচীনরের সন্তান না থাকায় শকুনির প্রপৌত্র—তাঁহারই খুল্লপিতামহতনয়—অশোক রাজা হইলেন ও তিনি একমাত্র সত্যের অনুগামী থাকিয়া ভূভার বহন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কিছুমাত্র পাপ ছিল না। তিনি সর্ব্বদা ভগবান বুদ্ধদেবের উপদেশ

নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির এবং অশোকাদির কাল-নির্ণয়ে বৌদ্ধ-গ্রন্থাদির যুক্তি মানিতে গেলে, তাহার সমর্থকরূপে অন্য প্রমাণের আবশ্যক হয়। চৈনিক পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে এবং বৌদ্ধ-সাহিত্যের আখ্যায়িকা-সমূহে এতৎসম্বন্ধে বিরুদ্ধমত লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থকার তারানাথ এবং জৈনগণ, কাল-সম্বন্ধে বিরুদ্ধ-মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। * সুতরাং পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন,—কাল-নির্ণয়ে পূর্ব্বোক্ত কোনও মতই যথার্থ ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তাঁহারা বলেন,—সিংহল-দেশীয় বৌদ্ধ-গ্রন্থের বর্ণিত কাল-সমূহের সহিত লিপি-সমূহে উদ্ধৃত কাল-সমূহের তুলনায় সমালোচনা করিলে, সিংহল-দেশীয় গ্রন্থ-পত্রের মত-পরম্পরা পরস্পর-বিরোধী বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ-গ্রন্থ হইতে এক মত গ্রহণ করা এবং অপর মত পরিত্যাগ করা, প্রকৃত ঐতিহাসিকের কার্য্য নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনও কোনও ঐতিহাসিক ঐরূপ নিয়মের অনুসরণ করিয়া দীপবংশ এবং মহাবংশোক্ত ১৬০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী গণনা-পদ্ধতি প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ দুই গ্রন্থে ১৬০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের যে সকল ঘটনা বিবৃত আছে, তাহা তাঁহারা অপ্রামাণ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া তৎপরবর্ত্তী ঘটনাবলী প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এ প্রথা যে ঐতিহাসিক নীতি-বিরুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, বিভিন্ন মতে, অশোকের এবং চন্দ্রগুপ্তের বিদ্যমানতার ও রাজত্বের যে কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, নিম্নে তাহা প্রকটিত হইল; যথা,—

	বুদ্ধের নির্ব্বাণ প্রাপ্তিকাল।	চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল।	অশোকের রাজ্যাভিষেককাল।
কানিংহাম ...	৪৭৮ পূঃ খৃঃ ...	৩১৬ পূঃ খৃঃ ..	২৬০ পূঃ খৃঃ
ম্যাক্সমূলার ...	৪৭৭ পূঃ খৃঃ ...	৩১৫ পূঃ খৃঃ ..	২৫৯ পূঃ খৃঃ
সিংহলী মত ...	৫৪৩ পূঃ খৃঃ ...	৩৩২ পূঃ খৃঃ ..	৩২৬ পূঃ খৃঃ
ভিন্সেণ্ট স্মিথ ...	৪৮৩ পূঃ খৃঃ ...	৩২২ পূঃ খৃঃ ..	২৬৮ পূঃ খৃঃ
ফ্লিট ...	৪৮৩ পূঃ খৃঃ ...	৩২১ পূঃ খৃঃ ..	২৬৫ পূঃ খৃঃ

উল্লিখিত তালিকায় পরস্পর-বিরোধী মত-পরম্পরা পরিব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ মত-ভেদের কারণ-স্বরূপ পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন যে, সিংহল-দেশীয় আখ্যায়িকায় রাজচক্রবর্ত্তী অশোক 'ধর্ম্মাশোক' এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অশোক 'কালাশোক' নামে অভিহিত হইয়াছেন। উভয় অশোকের মধ্যে পার্থক্য-বিধানের এই প্রচেষ্টায় গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে। বিভিন্ন বিরুদ্ধ-মতের অবতারণা দৃষ্টে দুই জন অশোকের বিদ্যমানতার ভাব মনে আসে বটে; কিন্তু প্রথম অশোকের বিষয় প্রহেলিকায় সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। সে

---

* মিসেস ই ল্যায়েল তারানাথের গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। সেই গ্রন্থে, ভাসিলিন কৃত বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থে এবং অধ্যাপক জ্যাকোবি সম্পাদিত 'পারিশিষ্ট পর্ব্বে' কাল-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য। Vide also *Indian Antiquary*, IV. 361 and XIII, 412. চৈনিক পরিব্রাজকগণের গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে।

প্রহেলিকার আবরণ উন্মোচন করা নিতান্ত দুরূহ। * ইতিহাসে বিন্দুসারের পুত্র অশোকের বিষয়ই উল্লিখিত আছে ;—তিনি চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র এবং খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তিনি মগধের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব-কাল প্রায় চল্লিশ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হয়। যাহা হউক, ইতিহাসে যে অশোকের বিবরণ বিবৃত রহিয়াছে, তাঁহার প্রকৃত পরিচয় ঐতিহাসিক জাষ্টিনের গ্রন্থ এবং লিপি ও অনুশাসন সমূহ হইতে পাওয়া যায়। সেই সকল প্রমাণ সম্পূর্ণ এবং যুক্তি-সঙ্গত। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী অশোক লিপি-সমূহে তাঁহার বংশের কোনও পরিচয় প্রদান করেন নাই। তাই অশোকের পরিচয় সম্বন্ধে অনেকে অনেক সন্দেহের অবতারণা করেন। কিন্তু তিনি যে মৌর্য্য-বংশের তৃতীয় সম্রাট, এবং মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র, তাহা রুদ্রদমন লিপি এবং হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদিগের গ্রন্থপত্র হইতে নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ হয়। চন্দ্রগুপ্ত যে সেলিউকাস নিকাটরের সমসাময়িক ছিলেন, তদ্বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নাই। জাষ্টিনের মতে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল ৩২১ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জাষ্টিনের মতে আরও প্রকাশ,—৩২৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে বাবিলন-নগরে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয়। তাহার অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ ৩২৩—৩২২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের শীতকালে পঞ্জাবে চন্দ্রগুপ্ত বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক গ্রীকগণের হস্ত হইতে পঞ্জাব পুনরুদ্ধার এবং মগধের রাজসিংহাসন অধিকার—৩২১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন। তাঁহারা বলেন,—ঐ বৎসরই চন্দ্রগুপ্ত রাজপদে অভিষিক্ত হন। দীপবংশ, মহাবংশ এবং পুরাণ-সমূহে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল চব্বিশ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-কাল সম্বন্ধে পুরাণাদিতে এবং বৌদ্ধগ্রন্থে ঐকমত্য দেখিয়া এবং জাষ্টিনের বর্ণনার সহিত তাহার অভিন্নতা প্রতিপন্ন হয় বলিয়া, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ উক্ত সিদ্ধান্তই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মহাবংশে বিন্দুসারের রাজত্বকাল ২৮ বৎসর এবং পুরাণা-দিতে ২৫ বৎসর নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ঐতিহাসিকগণ পুরাণের মতই গ্রহণ করিয়াছেন। সে হিসাবে চন্দ্রগুপ্ত এবং বিন্দুসারের রাজ্যকাল মোট ৪৯ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হয়। আর তাহা হইলে চন্দ্রগুপ্ত হইতে অশোকের রাজ্যকালের ব্যবধানে সামান্য দুই এক বৎসরের পার্থক্য দাঁড়ায়। † দূর অতীতের ঘটনা আলোচনায় সেরূপ ভ্রম-প্রমাদ অবশ্যম্ভাবী ; সুতরাং সেরূপ

---

* 'মহাবংশের' চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। সেখানে দেখিতে পাই,—শিশুনাগ আঠার বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র কালাশোকের রাজ্যকাল—আটাইশ বৎসর। এ হিসাবে, বুদ্ধদেবের মৃত্যুর এক শত বৎসর পরে কালাশোকের রাজ্যকাল নির্দ্দিষ্ট হয়। টার্ণার বলেন,—কালাশোক বিশ বৎসর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ টার্ণারের এ গণনা ভ্রমপূর্ণ বলিয়া মনে করেন। রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে (১৮৯১) এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলিয়াছেন,—চন্দ্রগুপ্তের পর ২৯০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে বিন্দুসার রাজা হন। তাঁহার পর, তাঁহার পুত্র অশোক ২৬০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন। যথা,—"Chandragupta was succeeded by his son Bindusara about 290 B.C, and he was succeeded, in 260 B.C. by the renowned Asoka the Great."—R. C. Dutt, *Civilization in*

মধ্যে ঐ ৬৯ বৎসরেরই ব্যবধান দাঁড়াইতেছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ স্যর উইলিয়ম জোন্স এবং জেমস্ প্রিন্সেপ বহু পূর্ব্বে এইরূপ গবেষণায় অশোকের রাজ্যকাল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যদিও সে গণনায় দুই বৎসরের পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তথাপি তাঁহাদের যুক্তি-পরম্পরা অগ্রাহ্য হইতে পারে না। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের কাল-নির্ণয় প্রসঙ্গে, প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে, বিভিন্ন রাজবংশের এবং বিভিন্ন ঘটনার সমসাময়িক যে কালপরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল; যথা,—

পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।	অশোকের রাজ্যাঙ্ক।	ঘটনাবলি।	প্রমাণ।
৩২৭-২৫	..	আলেকজাণ্ডার কর্তৃক ভারত আক্রমণ ...	এরিয়ান
৩২৫	.	যৌবনকালে মহামতি আলেকজাণ্ডারের সহিত চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষাৎ। ..	প্লুটার্ক
" (সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর)		আলেকজাণ্ডারের ভারত পরিত্যাগ।	"
৩২৪	.	বেতনভুক বিদ্রোহী সৈন্যদল কর্তৃক 'সাত্রাপ' ফিলিপ নিহত হন। ভারতীয় প্রদেশের শাসনভার ইউডেমাসের প্রতি ন্যস্ত হয়। তক্ষশিলার রাজা অম্ফিসের প্রতি তাহার তত্ত্বাবধানভার ন্যস্ত থাকে। ..	এরিয়ান
৩২৩		মে বা জুন মাসে বাবিলন নগরে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয়।	"
৩২২-৩২১	.	চন্দ্রগুপ্তের অধিনায়কত্বে পঞ্জাবে বিদ্রোহ, নন্দবংশের উচ্ছেদ-সাধন এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য কর্তৃক মগধ-সিংহাসন অধিকার; মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা। .	জাষ্টিন
৩২১	.	আলেকজাণ্ডারের রাজ্য দ্বিতীয় বার বিভক্ত হয়। সেই বিভাগ কালে সেলিউকাস নিকাটর বাবিলনের আধিপত্য লাভ করেন। চন্দ্রগুপ্ত ভারত-সম্রাট বলিয়া বিঘোষিত হন।	
৩২১	..	কডাইন ফর্কে সামনাইটগণ কর্তৃক রোমানগণ পরাজিত হন।	
৩১৬-৩১৫	..	আলেকজাণ্ডারের সেক্রেটারী ইউমেনিসের পরলোকগমন।	
৩১৬	..	এণ্টিগোনাসের সহিত যুদ্ধে পরাজিত সেলিউকাস নিকাটরের মিসরে পলায়ন।	

পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ।	অশোকের রাজ্যাব্দ।	ঘটনাবলি।	প্রমাণ।
২৭৮ বা ২৭৭	...	মাসিডনের অধিপতি প্রথম এণ্টিগোনাস গোনাটাসের রাজ্য-প্রাপ্তি ও অভিষেক।	
২৭৫	.	ইটালি হইতে রোমকগণ কর্তৃক পিরাস পরাজিত ও বিতাড়িত হন।	
২৭২	.	এণ্টিগোনাস গোনাটাসের প্রতিদ্বন্দ্বী এপিরাসের রাজা আলেকজাণ্ডারের সিংহাসনারোহণ ও রাজ্যাভিষেক।	
২৭৩ বা ২৭২	.	চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক-প্রিয়দর্শী মগধের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন।	
২৬৯ বা ২৬৮	১ম	অশোকের রাজ্যাভিষেক।*	
২৬৮	২য়		
২৬৭	৩য়		
২৬৬	৪র্থ		
২৬৫	৫ম		
২৬৪	৬ষ্ঠ	প্রথম পিউনিক যুদ্ধের আরম্ভ।	
২৬৩	৭ম		
২৬২	৮ম		
২৬১	৯ম	অশোক কর্তৃক কলিঙ্গ-রাজ্য বিজয়। সিরীয়-রাজ এণ্টিওকাস সোটারের পর এণ্টিওকাস থিয়সের সিংহাসন-প্রাপ্তি। গৃহস্থ-উপাসকরূপে অশোকের বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সাধন আরম্ভ। ...	ত্রয়োদশ গিরিলিপি এবং প্রথম ক্ষুদ্র-গিরিলিপি
২৬০	১০ম		
২৫৯	১১শ	অশোকের বৌদ্ধ-সঙ্ঘে প্রবেশ। শিকার-প্রথা রহিত করণ। বিভিন্ন দেশে প্রচারক প্রেরণ এবং বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়া নীতি-ধর্ম্ম প্রচার ..	৮ম গিরিলিপি ১ম ক্ষুদ্র গিরিলিপি, ত্রয়োদশ গিরিলিপি
২৫৮	১২শ	টলেমি ফিলাডেলফাসের ভ্রাতুষ্পুত্রীয়, সাইরিনের অধিপতি, মেগাসের পরলোকগমন এবং এপিরাসের অধিপতি আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু।	

* ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ তৎপ্রণীত 'অশোক' গ্রন্থে অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তির এবং অভিষেকের কাল যথাক্রমে ২৭২ এবং ২৬৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ২৭৩ বা ২৭২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তির উল্লেখ আছে। অভিষেক-কাল সম্বন্ধে কোনও মতান্তর নাই।

পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।	অশোকের রাজ্যাব্দ।	ঘটনাবলি।	প্রমাণ।
২৪৬	„	ডিওডোটাসের (থিওডোটাসের) বিদ্রোহ। সেই বিদ্রোহে সিরিয়ার অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া বাক্‌ট্রিয়ার স্বাধীনতা অবলম্বন। (কোনও মতে ২৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ নির্দ্দিষ্ট হয়) ...	কানিংহাম
২৪৫	২৫শ	—	—
২৪৪	২৬শ	—	—
২৪৩	২৭শ	৬ষ্ঠ স্তম্ভলিপি অঙ্কন এবং তদ্দ্বারা গিরিলিপি সমূহের সমর্থন ; ধর্ম্মনীতি প্রচার	৬ষ্ঠ স্তম্ভলিপি এবং সপ্তম গিরিলিপি
২৪২	২৮শ	অশোক কর্ত্তৃক সাতটী স্তম্ভলিপি প্রচার মাকিদনরাজ এণ্টিগোনাস গোনাটাসের পরলোক গমন (মতান্তরে ২৩৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ)	
২৪১	২৯শ	প্রথম পিউনিক যুদ্ধের অবসান। পারগেমাম্ রাজ্যের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা।	
২৪০	৩০শ	অতিরিক্ত ক্ষুদ্র ও খণ্ড গিরিলিপি প্রচার	
২৩৯	৩১শ		
২৩৮	৩২শ		
২৩৭	৩৩শ		
২৩৬	৩৪শ		
২৩৫	৩৫শ		
২৩৪	৩৬শ		
২৩৩	৩৭শ		
২৩২	৩৮শ	অশোকের লোকান্তর। দশরথের রাজ্যপ্রাপ্তি এবং আজীবকদিগকে গুহা প্রদান, মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত	মহাবংশ, নাগার্জ্জুন-গুহালিপি
২২৪		সঙ্গত মৌর্য্যের (বায়ুপুরাণোক্ত বন্ধুপালিতের) সিংহাসন লাভ।	
২১৬		শালিশূক মৌর্য্যের সিংহাসন-লাভ। বায়ুপুরাণে ইনি ইন্দ্রপালিত নামে পরিচিত। ইনি উড়িষ্যার খারবেলের নিকট পরাজিত হন। তাঁহার পর সোমশর্ম্মা মৌর্য্যের রাজ্য-লাভ। বায়ুপুরাণে ইনি দশবর্ম্মণ অথবা দেববর্ম্মণ নামে পরিচিত।	
১৯০		শতধন্বা মৌর্য্যের সিংহাসনাধিরোহণ (বায়ু-পুরাণোক্ত শতধনু, অন্যমতে শতধন্বা।)	

পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।	অশোকের রাজ্যাঙ্ক।	ঘটনাবলি।	প্রমাণ।
১৯১	...	বৃহদশ (বায়ুপুরাণোক্ত বৃহদশ্ব) মৌর্য্যের সিংহাসন লাভ।	
১৮৮	...	মৌর্য্য-বংশের অবসানের সূত্রপাত	... বায়ুপুরাণ
১৮৫	...	মৌর্য্যবংশীয় শেষ নৃপতি বৃহদ্রথকে নিহত করিয়া সুঙ্গ-বংশীয় পুষ্যমিত্রের (পুষ্পমিত্রের) সিংহাসনাধিরোহণ; মৌর্য্য-বংশের উচ্ছেদ-সাধন; এবং শেষ-স্মৃতি বিলোপ সাধন। *	

অশোকের ঐতিহাসিকত্ব।

যেমন কাল সম্বন্ধে, তেমনই অশোকের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে, নানা বাদবিতণ্ডা দেখিতে পাই। বিভিন্ন পক্ষ-পাতের আলোচনায় পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন,—অশোক নামক কোনও নরপতি কোনও কালে এ ভারতভূমে আবির্ভূত হন নাই। সুতরাং ঐতিহাসিক আলোচনায় অশোক নামক কোনও ব্যক্তির অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না। ঐতিহাসিক রিজ ডেভিডসের গ্রন্থে প্রকাশ,—পালিভাষার ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহে অশোক নামক কোনও ব্যক্তির নামোল্লেখ নাই। সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-নৃপতি অশোকের লোকান্তরের পর যদি গ্রন্থ-সমূহের পুনঃপুনঃ পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনই হইয়া থাকে, তাহা হইলে, অশোকের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ নৃপতির নাম গ্রন্থপত্র হইতে

* উল্লিখিত তালিকায় অশোকের পুত্র সুযশের নাম দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐতিহাসিকগণ বিষ্ণুপুরাণ হইতে অশোকের বংশাবলীর উল্লিখিত তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু সে তালিকায় সুযশের নাম বাদ পড়িবার কারণ কি? অশোক অবদান এবং জৈন গ্রন্থে বিভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়। বায়ুপুরাণে—মৌর্য্যবংশের নয় জন নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের রাজত্বকালের পরিমাণও সেখানে প্রদত্ত হইয়াছে। অশোকের রাজত্ব-কাল বায়ুপুরাণের মতে ৩৬ বৎসর এবং মহাবংশের মতে ৩৭ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু অশোকের রাজ্যকাল ৪০ অথবা ৪১ বৎসর ধরিলে, ঐ দুই গ্রন্থে অভিষেকের পূর্ব্বের চারি বৎসর বাদ পড়িয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। সকল পুরাণেই মৌর্য্যবংশের রাজ্যকাল ১৩৭ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বায়ুপুরাণের মতে সে কাল-পরিমাণ ১৩৩ বৎসর দৃষ্ট হয়। এস্থলেও এই চারি বৎসরের পার্থক্যের কারণ—অশোকের পূর্ব্বের চারি বৎসর বাদ পড়িয়াছে ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যায় না। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পারজিটারের গ্রন্থে (*Dynasties of the Kali Age*) এতদ্বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য। অশোকের ধর্ম্ম গ্রহণ প্রভৃতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক রিজ ডেভিডস যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা,—"In the Eighth Rock Edict he declares that in the thirteenth year after his coronation he had set out for the *Sambodhi*—that is to say, he set out, along the Aryan Eightfold path, towards the attainment (if not in his present life then in some future birth as man) of the state of mind called Arhatship. So in the ninth year of his reign an Upasaka, in the eleventh year a Bhikshu, in the thirteenth, still reaching upward, he enters the Path."—Rhys Davids, *Buddhist India*, p. 284.

একেবারে বাদ পড়িয়া যাইবার কারণ কি ? ঐ সকল বৌদ্ধ-গ্রন্থে,—কিবা সিংহল-দেশীয় বিবরণে, কিবা দক্ষিণ-ভারতীয় কাহিনীতে,—অশোক নামেরই উল্লেখ নাই। সে সকল আখ্যায়িকায় বহু বিভিন্ন কাহিনী পরিদৃষ্ট হয় বটে ; কিন্তু অশোকের নাম তাহার কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বুদ্ধঘোষ-প্রণীত 'অথশালিনী' টীকায়ও অশোকের নামোল্লেখ নাই। এদিকে, গ্রীক ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থপত্রেও 'অশোক' নাম দৃষ্ট হয় না। অশোকের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিগত চতুর্বিংশতি বর্ষের মধ্যে যে সকল শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের নাম-গন্ধ নাই। সুতরাং অশোক নামক মগধের কোনও রাজার অস্তিত্ব অনেকেই স্বীকার করেন না। আজি পর্য্যন্ত প্রাচীন ভারতের বহু নৃপতির উৎকীর্ণ লিপি-সমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সঙ্কলনে সেই সকল লিপির উপযোগিতা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই সকল লিপিতে এক এক যুগের অস্পষ্ট অতীত ছবির মূল-সূত্র নিহিত হয়। অশোকের প্রবর্তিত লিপি এবং অনুশাসন সমূহ তাঁহার রাজত্বকালের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। লিপি-সমূহে এবং অনুশাসনাদিতে যদি অশোকের নাম উৎকীর্ণ থাকিত, তাহা হইলে অশোকের অস্তিত্ব-বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ ঐতিহাসিকগণের মনে উদয় হইত না। ঐতিহাসিকগণের মতে,—শিলালিপি, স্তম্ভলিপি, গিরিলিপি এবং অনুশাসন সমূহ অশোকের রাজত্বকালের মৌর্য্য-ইতিহাসের ভিত্তিস্থানীয় বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিন্তু তাহাতে অশোকের নাম সংসৃষ্ট না থাকায়, সেগুলিকে অশোকের কীর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ঐতিহাসিকগণের অনেকে কুণ্ঠা বোধ করেন। অশোকের প্রচারিত চৌত্রিশটী অনুশাসন এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সকল লিপির এবং অনুশাসনের মধ্যে 'অশোক' নামের উল্লেখ নাই—কেবলমাত্র 'প্রিয়দর্শী' নামের উল্লেখ আছে। এই 'প্রিয়দর্শী' এবং 'অশোক'—একই ব্যক্তি কিনা, প্রথমে তাহাই বিচার্য্য। যদি 'প্রিয়দর্শীর' সহিত 'অশোকের' অভিন্নতা প্রতিপন্ন করা যায়, তাহা হইলে অশোকের ঐতিহাসিকত্ব সপ্রমাণ হইতে পারে। কিন্তু এতৎসম্বন্ধেও ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। তাঁহাদের কেহ, প্রিয়দর্শীকে এবং অশোককে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন ; কেহ প্রিয়দর্শীকে স্বতন্ত্র একজন নৃপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন ; কেহ কেহ আবার 'দেবানং পিয় পিয়দসী' কোনও নৃপতি-বিশেষের উপাধিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অথবা উহা কোনও একজন স্বতন্ত্র নৃপতিকে বুঝাইতেছে বলিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ সেনার্ট পূর্ব্বোক্ত প্রথম মতের পরিপোষক। তিনি অশোকের ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করিয়া 'অশোকের' এবং 'প্রিয়দর্শীর' অভিন্নতা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। * ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথও অশোকের

* প্রত্নতত্ত্ববিৎ এম সেনার্টের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ; যথা ;—"I believe that the Chronicles have in certain details, under the name of Asoka, preserved of our Piyadasi recollections sufficiently exact, not only to allow a substantial agreement (*Une concordance sensible*) to appear, but even to contribute usefully to the intelligence of obscure passages in our monuments."—*Inscriptions de Pryadashi*, 2 231.

ঐতিহাসিকত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। রুদ্রদমন লিপি এবং নেপাল, কাশ্মীর ও উত্তর-ভারতীয় আখ্যায়িকা-সমূহের আলোচনায় তিনি ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—রাজার নাম 'অশোক' বা 'অশোকবর্দ্ধন' ছিল। * পুরাণাদিতে অশোকের নাম—অশোকবর্দ্ধন রূপে উল্লিখিত আছে। ১৫০ খৃষ্টাব্দে গুজরাটে যে রুদ্রদমন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে অশোক 'অশোক মৌর্য্য' নামে অভিহিত; আর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া পরিচিত। লিপি ও অনুশাসন সমূহে, 'ধর্ম্ম' প্রসঙ্গে 'প্রিয়দর্শী' নাম দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতগণের কেহ কেহ অনুমান করেন,—'দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী' রাজা অশোকের ব্যক্তিগত নাম ছিল। প্রথমতঃ যখন লিপি-সমূহ আবিষ্কৃত হয়, পাঠোদ্ধারের অসম্পূর্ণতায়, অনেকে 'প্রিয়দর্শীকে' এবং 'অশোককে' বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু অধুনা সে সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে। সিংহল-দেশীয় গ্রন্থাদির মধ্যে 'দ্বীপবংশ' অধিকতর প্রাচীন বলিয়া উল্লিখিত হয়। উহা চতুর্থ শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। 'প্রিয়দর্শী' এবং 'অশোক' একই ব্যক্তির পরিবর্ত্তনশীল নাম বলিয়া সেই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনী উদ্যানে অশোক যে স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাতে এক লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। সেই লিপি দৃষ্টে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাং তাহাকে অশোকের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। লুম্বিনীর সেই লিপিতেও 'দেবানং পির পিয়দসী' বিশেষণ ব্যবহৃত আছে। সুতরাং প্রিয়দর্শী ও অশোক যে এক অভিন্ন ব্যক্তি, তাহা নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হইতেছে। অশোকের ঐতিহাসিকত্ব এবং প্রিয়দর্শীর সহিত তাঁহার অভিন্নত্ব প্রতিপাদক আর যে সকল যুক্তির অবতারণা হয়, নিম্নে তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে। কেহ কেহ বলেন,—'দেবানাং প্রিয়ঃ' শব্দ গৌরব-সূচক; যশঃখ্যাতি বিজ্ঞাপন জন্য নামের পূর্ব্বে ঐ শব্দ ব্যবহৃত হইত। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ প্রাচীন গ্রন্থপত্র হইতে কয়েকটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে; যথা,—সিংহলাধিপতি তিষ্য 'দেবানাং প্রিয়ঃ' বলিয়া অভিহিত হইতেন,—'মহাবংশে' এতদ্বিষয় উল্লিখিত আছে। নাগার্জ্জুন গুহার অনুশাসনাবলীতে অশোকের পৌত্র দশরথ 'দেবানাং প্রিয়ঃ' নামে অভিহিত হইয়াছেন। মুদ্রারাক্ষসে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের নাম—'প্রিয়দর্শন' দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত অশোক-প্রবর্ত্তিত অনুশাসন-সমূহে,—জৌগড়, দৌলি, গির্ণার প্রভৃতি গিরিলিপিতে—'রাজানো' শব্দের ব্যবহার আছে। অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতিগণকে বিশেষিত করিবার জন্য 'দেবানাং প্রিয়ঃ' † শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত

* মি ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলেন,—"It seems to me clear from the testimony of the Rudradamana inscriptions, that the tradition of Northern India, including Nepal and Kashmir, of the Chinese, and of Ceylon, that the emperor's personal name was Asoka, or, in its fuller form, Asoka Vardhana."—*Asoka*, p. 41.

† 'দেবানাং প্রিয়ঃ' শব্দে দেবতাগণের প্রিয় অর্থাৎ দেবপ্রিয় অর্থ সূচিত হয়। পণ্ডিতগণ বলেন,—খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ঐ শব্দ রাজগণের উপাধি রূপে ব্যবহৃত হইত। এই উপাধি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা,—"The title was a

জৌগড় প্রভৃতি স্থানের গিরিলিপিতে 'রাজানো' শব্দের ব্যবহার দৃষ্টে পণ্ডিতগণ মনে করেন, ঐ শব্দ 'দেবানাং প্রিয়ঃ' শব্দের পরিবর্ত্তে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে 'দেবানাং প্রিয়ঃ' শব্দ এম সেনার্টের গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। তিনিই সর্ব্বপ্রথম, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে অশোকের অনুশাসন-সমূহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কথিত হয়, সেই সকল লিপিতে প্রথমে কাল্পনিক পাঠ গৃহীত হইয়াছিল। কিছুকাল পরে জর্ম্মণদেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডক্টর বুলার সেই সকল লিপি সংগ্রহ করিয়া তাহার পাঠোদ্ধার করেন। তাহাতেও 'দেবানাং প্রিয়ঃ' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কাল্সী, মানসেরা এবং সাহাবাজগিরির লিপি-সমূহের পাঠ কিছু অস্পষ্ট ছিল। সেই সকল লিপির পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণের মন সন্দেহ-দোলায় আন্দোলিত হইতেছিল। কিন্তু ঐ সকল লিপির পাঠোদ্ধারের পর প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ সকলেই একবাক্যে অশোকের এবং প্রিয়দর্শীর অভিন্নতা স্বীকার করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রিয়দর্শীর উৎকীর্ণ চৌত্রিশটী লিপি এবং অনুশাসন গত অশীতি বৎসরের মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই লিপি এবং অনুশাসন সমূহ, পণ্ডিতগণ স্থানবিশেষ অনুসারে আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ঐ সকল লিপির বিভিন্ন পাঠ এবং ভাষার পার্থক্য দৃষ্টে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—লিপি-সমূহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নরপতি কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে বিচার করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায়, লিপি এবং অনুশাসন সমূহে একই ভাব এবং একই উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়াছে, আর তৎসমুদায় একই প্রিয়দর্শী কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তবে যে প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ সন্দেহের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারও কারণ আছে। দুই গিরিলিপিদ্বয়ে কেবলমাত্র 'দেবানাং প্রিয়ঃ' শব্দের ব্যবহার আছে; উহাতে প্রিয়দর্শীর নাম দৃষ্ট হয় না। কেহ কেহ তাই অনুমান করেন,—ঐ দুই লিপি অশোকের পৌত্র দশরথ কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ সন্দেহেরও কোনও কারণ নাই। লিপি-সমূহের আলোচনায় পণ্ডিতগণ প্রিয়দর্শীর চতুর্ব্বিধ উপাধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ গিরিলিপি, সপ্তম স্তম্ভলিপি, নেপাল তরাইয়ের রুম্মিন-দেঈ লিপি এবং নিগ্লিভার স্তম্ভলিপি প্রভৃতিতে

---

official style of Kings in the third century B. C. and was used by Dasarath, grandson of Asoka, and Tishya (Tissa), King of Ceylon, as well as by Asoka. The phrase 'His sacred Majesty' or, more briefly, 'His Majesty,' seems to be an adequate equivalent. In the Shahbazgarhi, Kalsi, and Mansera versions of Rock Edict VIII, the title in the plural, 'Their Majesties,' is used as equivalent of *rajano*, ' Kings,' in the Girnar text. The Shahbazgarhi and Mansera recensions use the Sanskrit form Priyadarsin : the other recensions use the Pali form Piyadasi. In this work the Sanskrit forms of proper name have generally been preferred ...*Devanam priya* (Shahb.), *devana priya* (M) and *devanam piya* (Kalsi) all plural forms, meaning 'Their Majesties' equivalent to *rajano*, ' Kings ' of Girnar text. "—V. A. Smith, *Asoka, the Buddhist Emperor of India* pp. 114. 124.

অশোকের পূর্ণ উপাধি 'দেবানাম্ প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা' পরিদৃষ্ট হয়। কলিঙ্গ অনুশাসন-দ্বয়ে এবং ক্ষুদ্র-গিরিলিপি ও স্তম্ভলিপি সমূহে 'দেবানাং প্রিয়' উপাধি আছে। ভাবড়া অনুশাসনে 'প্রিয়দর্শী রাজা' এবং গয়া-জেলার বরাবর গুহালিপিতে 'রাজা প্রিয়দর্শী' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। উপাধি-সমূহের এবম্প্রকার ব্যবহার দৃষ্টে মনে হয়, উহা বিভিন্ন নৃপতির উপাধিরূপে প্রযুক্ত হয় নাই; পরন্তু উহা এক অভিন্ন নরপতির উপাধিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। লিপি-সমূহের আলোচনায় এবং উপাধি-সমূহ দৃষ্টে মনে কদাচ বিরুদ্ধভাব আসিতে পারে না। যদিও অনেকে অনুমান করেন যে, তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া অশোক যে সকল স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেইগুলিই মাত্র তাঁহার কীর্ত্তি, আর অবশিষ্ট লিপি-সমূহ তাঁহার বংশধরগণের আদেশে উৎকীর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু সেরূপ উক্তিও যুক্তিসঙ্গত নহে এবং তাহার অনুকূলে কোনও প্রমাণও পাওয়া যায় না। একই সময়ে একই নামধেয় বিভিন্ন নরপতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে একই ভাব পূর্ণ এবং একই উদ্দেশ্য-মূলক লিপি-সমূহ প্রচার করিবেন, তাহা কোনক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না। অনুশাসন এবং লিপি-সমূহ পাঠ করিলে বুঝা যায়, একই ধর্ম্মনীতি-প্রচারে অনুপ্রাণিত হইয়া একই ব্যক্তি ঐ সকল লিপি এবং অনুশাসন উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফার্গুসন বলিয়াছেন,—খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই প্রস্তরে এবং স্তম্ভগাত্রে রাজাজ্ঞা-সমূহ উৎকীর্ণ হইতে থাকে।* ফার্গুসনের এতদুক্তিতে আস্থা-স্থাপন করিলে, লিপি ও অনুশাসন সমূহকে প্রিয়দর্শী অশোকের কীর্ত্তি ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যায় না। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকই খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সে সময় তাঁহার সমসাময়িক এবং তাঁহার তুল্য পরাক্রমশালী অন্য কোনও ভারতীয় নৃপতির পরিচয় গ্রন্থপত্রে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ফার্গুসনের যুক্তি অনুসারে অশোকই সেই সকল লিপির ও অনুশাসনের প্রবর্ত্তক এবং তাঁহার রাজত্বকালেই সর্ব্বপ্রথম লিপি-সমূহ খোদিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল,—এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। আরও এক কথা; লিপি-সমূহ পাঠে বুঝা যায়, তৎসমুদায়ে একজন বিশিষ্ট রাজার রাজত্বকালের এক ধারাবাহিক ইতিহাস ব্যক্ত হইয়াছে। অনুশাসনে অশোকের নাম অঙ্কিত থাকিলে, অনুশাসনাবলি অশোকের কীর্ত্তি বলিয়া ঘোষণা করিতে ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিৎ কেহই কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। অশোকের অনুশাসনই অশোকের ইতিহাসের ভিত্তি; কিন্তু তাহাতে অশোকের নামোল্লেখ নাই বলিয়াই যত কিছু গণ্ডগোলের সৃষ্টি। যাহা হউক, লিপি-সমূহে 'অশোক' নামের উল্লেখ না থাকিলেও, রাজচক্রবর্ত্তী অশোকই যে তৎসমুদায়ের প্রবর্ত্তক, পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে তাহা নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হয়। স্তম্ভগাত্রে এবং গিরিগাত্রে যে সকল লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা হইতে রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের রাজত্বের কি বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অশোকের রাজত্বকালে কোন সময়ে কোন্ ঘটনা উপলক্ষে তৎকর্তৃক কোন্ লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে; যথা,—

* Ferguson. *Indian and Eastern Architecture.*

অভিষেকাব্দের পর।	ঘটনা।	প্রমাণ।
৯ম বর্ষ ...	কলিঙ্গ-দেশ জয় এবং বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা-গ্রহণ। গৃহস্থ-উপাসকরূপে ধর্ম্ম সাধন। ..	১৩শ গিরিলিপি। ১নং ক্ষুদ্র গিরিলিপি।
১১শ বর্ষ ...	সঙ্ঘে প্রবেশ ও তীর্থ-পর্য্যটন; শিকার প্রথা লোপ; বিভিন্ন দেশে প্রচারক প্রেরণ ও নীতিধর্ম্মাদি প্রচার। ...	ক্ষুদ্রগিরিলিপি, ৮ম এবং ১৩শ গিরিলিপি
১৩শ বর্ষ ...	প্রথম গিরিলিপি প্রচার। চতুর্থ গিরিলিপি রচনা। প্রথম ও দ্বিতীয় বরাবর গুহা আজীবকদিগকে প্রদান। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার-কল্পে পঞ্চম বার্ষিক ধর্ম্ম-সভার অধিবেশনের প্রবর্ত্তনা ...	৩য় ও ৪র্থ গিরিলিপি। বরাবর গুহালিপি এবং ৭ম স্তম্ভলিপির ষষ্ঠ সংস্করণ। গুহালিপি।
১৪শ বর্ষ .	সম্পূর্ণ চতুর্দ্দশবিধ গিরিলিপি প্রচার এবং দ্বিতীয় কলিঙ্গ অনুশাসন প্রভৃতির প্রবর্ত্তন। ধর্ম্ম-মহামাত্য নামক ধর্ম্ম বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী নিয়োগ ...	পঞ্চম ও চতুর্দ্দশ গিরিলিপি এবং কলিঙ্গ অনুশাসন
১৫শ বর্ষ ..	কপিলাবস্তু-নগরের সন্নিহিত কনকমুনি বুদ্ধের স্তূপের দ্বিতীয় বার সংস্কার-সাধন এবং তাহার প্রসার-বৃদ্ধি। ...	নিগ্লিভ স্তম্ভলিপি।
১৬শ বর্ষ .	কলিঙ্গের প্রাদেশিক অনুশাসন সমূহ প্রচার (১নং বিচ্ছিন্ন গিরিলিপি)	
১৮শ বর্ষ ..	ক্ষুদ্র-গিরিলিপি এবং ভাব্রা লিপি ও অনুশাসন প্রভৃতি প্রচার ..	১ম ক্ষুদ্র গিরিলিপি।
২০শ বর্ষ ...	ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বী আজীবকদিগকে বরাবরের তৃতীয় গুহা প্রদান ...	বরাবরের তৃতীয় গুহালিপি
২১শ বর্ষ ...	অশোকের তীর্থ-পর্যটন। তদুদ্দেশ্যে বৌদ্ধতীর্থ-স্থান-সমূহে যাত্রা। লুম্বিনী উদ্যানে স্তম্ভাদি সংস্থাপন এবং কনকমুনি স্তূপের সন্নিকটে স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা; নেপাল পরিদর্শন, ললিতাপত্তন স্থাপন। অশোকের কন্যা চারুমতীর ভিক্ষুণী-ধর্ম্ম গ্রহণ ও সঙ্ঘে প্রবেশ। ...	নিগ্লিভ এবং রুম্মিনীদেবী স্তম্ভলিপি
২৭শ বর্ষ ..	ছয়টী বিভিন্ন স্থানে সপ্তম গিরিলিপির ছয়টী বিভিন্ন প্রকার পাঠ প্রচার ...	ষষ্ঠ গিরিলিপি।
২৮শ বর্ষ	সাতটী সম্পূর্ণ গিরিলিপি-প্রচার ...	সপ্তম গিরিলিপি।

রাজত্বের কোন্ বর্ষে কি ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, লিপি-সমূহে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পরিদৃষ্ট হইবে। এস্থলে সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম মাত্র প্রদান করা হইল। স্থূলদৃষ্টিতে লিপি-সমূহে বর্ণ-বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয়,—একই সময়ে এবং একই আক্ষরিক স্বর-বিভাগে তৎসমুদায় খোদিত হইয়াছিল। রাজার ব্যবহৃত ভাষা সকল দেশে সকল কালে রাজকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তৎকালে মগধ-সাম্রাজ্যের রাজধানীতে যে মাগধী ভাষা ব্যবহৃত হইত, সামান্য ইতর-বিশেষে সেই ভাষায় সর্ব্বত্র সকল লিপিতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অধুনা যেমন দেশ-বিশেষে বিভিন্ন-প্রদেশের ভাষার তারতম্য সংমিশ্রিত হয়, সেই প্রাচীন-কালেও যে প্রদেশ-প্রদেশের বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণ না হইয়াছিল, তাহাও বলা যায় না। সেই জন্যই বোধ হয়, বিভিন্ন স্থানের উৎকীর্ণ লিপিতে রাজভাষার সহিত প্রাদেশিক ভাষা মিশিয়া রহিয়াছে। যাহা হউক, লিপি-সমূহের ভাষা এবং বর্ণমালা-সমূহ অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায়, লিপি-সমূহ অতি অল্প সময়ের ব্যবধানের মধ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। উহা যে একই নরপতির কীর্ত্তি-স্মৃতি, সে আলোচনায় তাহাতেও কোনও সন্দেহ থাকে না। স্তম্ভলিপি এবং গিরিলিপি—উভয়ই যে একই রাজার উৎকীর্ণ, ষষ্ঠ গিরিলিপিতে তাহার নিদর্শন আছে। আর এক কথা,—লিপি এবং অনুশাসনের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, উহার সকলই ধর্ম্মানুশাসন-মূলক। অদ্যাপি যে সকল লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এক প্রিয়দর্শী রাজার অন্য কোনও নৃপতির লিপি ধর্ম্মমূলক বলিয়া সপ্রমাণ হয় নাই। সুতরাং প্রতিপন্ন হয়, বিভিন্ন নরপতি কর্ত্তৃক একই সময়ে একই প্রকারের ধর্ম্মবিধি একই ভাষায় একই প্রণালীতে একই সময়ে উৎকীর্ণ হইতে পারে না। লিপি-সমূহ বিভিন্ন নৃপতির কীর্ত্তিমূলক,—এ অনুমানও সঙ্গত নহে। পরন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় বুঝা যায়, এক অভিন্ন নরপতির আদেশে লিপি ও অনুশাসন-সমূহ, তাহার রাজত্বের বিভিন্ন সময়ে, প্রচারিত হইয়াছিল। বিরুদ্ধবাদিগণের আর এক যুক্তি এই যে, 'অশোক' এবং 'প্রিয়দর্শী' যদি অভিন্ন হন, তাহা হইলে ইতিহাসে অশোক বৌদ্ধনরপতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন; কিন্তু রাজা প্রিয়দর্শী যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। চতুর্দ্দশ গিরিলিপি এবং সপ্তম স্তম্ভলিপির আলোচনায় তাঁহারা বলেন,—লিপি-সমূহে বৌদ্ধ-প্রভাব পরিলক্ষিত হয় বটে; কিন্তু লিপিতে বুদ্ধদেবের নামোল্লেখ না থাকার কারণ কি? যাহা হউক, পণ্ডিতগণের এরূপ অনুমান যে যুক্তির ভিত্তির উপর তিষ্ঠিতে পারে না, সামান্য আলোচনায়ই তাহা প্রতীত হইতে পারে। লিপি-সমূহ একটু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে, প্রিয়দর্শীর ধর্ম্মমতের বিষয় উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর। একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। শ্বেত হস্তিচিহ্ন—বৌদ্ধদিগের একটী পবিত্র চিহ্ন বলিয়া, বৌদ্ধ-গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত হয়। প্রবাদ এই,—মায়াদেবী যখন অন্তঃস্বত্বা ছিলেন, তখন তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, একটী শ্বেত হস্তী তাঁহার উদরে প্রবেশ করিতেছে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বিগণ বলেন,—উহাতে ভগবান বুদ্ধদেবের ভবিষ্য-জীবনের সূচনা হইয়াছিল। তাই তাঁহারা শ্বেত হস্তীকে বিশেষ পবিত্র এবং আদরণীয় বলিয়া মনে করেন, আর তৎপ্রতি

সম্মান প্রদর্শন জন্য তাঁহারা অঙ্গে শ্বেত-হস্তিচিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন। প্রিয়দর্শীর লিপি-সমূহের অনেক স্থলে হস্তীর নামের উল্লেখ আছে। ধৌলি অনুশাসন, কাল্‌সি অনুশাসন এবং গির্নারের প্রস্তর ফলক প্রভৃতি এতদ্বিষয়ের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ধৌলির অনুশাসনে শ্বেত হস্তিমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে, গির্নারের প্রস্তর ফলকে 'শ্বেতো হস্তী সর্ব্বলোক-সুখাহরো নম' এবং কালসীর প্রস্তর ফলকে হস্তিমূর্ত্তির নিম্নে 'গজতমে' শব্দ সন্নিবিষ্ট আছে। এতদ্ভিন্ন লিপি-সমূহের মধ্যে বুদ্ধদেবের ব্যবহৃত শব্দ-সমষ্টির প্রয়োগও দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত, লিপি সমূহে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।* বৌদ্ধধর্ম্ম—উদার-নৈতিক ধর্ম্ম। প্রিয়দর্শী সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রশান্ত হৃদয়ের উদারতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কোথাও তাঁহার সঙ্কীর্ণতার নিদর্শন পাওয়া যায় না। অনুশাসন এবং লিপি সমূহে মৌর্য্যবংশের গৌরব-বিভা পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছে। সুতরাং প্রিয়দর্শী এবং অশোক যে এক অভিন্ন ব্যক্তি, তদ্বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নাই। প্রিয়দর্শীর ঐতিহাসিকতা অবিসম্বাদিত। সুতরাং অশোক এবং প্রিয়দর্শী যখন অভিন্ন প্রতিপন্ন হইতেছেন, তখন অশোকের ঐতিহাসিকত্বেও সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

অশোক ও প্রিয়দর্শীর অভিন্নতা।

অশোক এবং প্রিয়দর্শী যে অভিন্ন, তদ্বিষয়ে আরও কয়েকটী যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে। কেহ কেহ যেমন অশোকের ঐতিহাসিকত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, তেমনি আবার কেহ কেহ অশোকের এবং প্রিয়দর্শীর অভিন্নতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন। অশোকের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া তাঁহারা যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, অশোক এবং প্রিয়দর্শীর বিভিন্নতা সম্বন্ধেও তাঁহাদের যুক্তি তদনুরূপ। লিপি-সমূহে অশোক নামের অনুল্লেখই তাঁহাদের সন্দেহের কারণ। পণ্ডিতগণের এই সন্দেহ নিরাকরণে কয়েকটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। সিংহল-দেশীয় দ্বীপবংশ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন।† সেই দ্বীপবংশে 'অশোক', 'অশোকধর্ম্ম', 'ধর্ম্মাশোক,' 'প্রিয়দর্শী'—এইরূপ বিভিন্ন নামে অশোক পরিচিত হইয়াছেন। সেখানে ঐ সকল বিশেষণ এক অভিন্ন ব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করিতেছে।‡ দ্বীপ-

---

* এতৎসম্বন্ধে ক্ষুদ্র গিরিলিপি, ভাব্রা লিপি এবং সপ্তম স্তম্ভলিপি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

† অধ্যাপক ওল্‌ডেনবার্গ এই মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"The result is that the *Dipavansa*, be it in that very version which we possess or in a similar one was written between the beginning of the fourth and the first third of the fifth century. We do not know as yet the exact date of the composition of the ***Mahabansa***, but if we compare the language and style in which the two works are written, there will scarcely be any doubt as to the priority of the Dipavansa."

‡ প্রায় সত্তর বৎসর হইল প্রত্নতত্ত্ববিদগণের গবেষণার ফলে অশোকের সহিত প্রিয়দর্শীর অভিন্নতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই ঘটনার পর সিংহলের সিবিলিয়ান মিঃ জর্জ্জ টার্ণার (George Turnour) দ্বীপবংশ হইতে

বংশের পরবর্তী 'মহাবংশ' গ্রন্থেও 'অশোকরাজ' এবং 'অশোকধর্ম্মের' উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুতরাং বুঝা যাইতেছে,—সে সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতেও, 'অশোক' এবং 'প্রিয়-দর্শী' শব্দদ্বয়ে এক অভিন্ন ব্যক্তিকেই বুঝাইত। নচেৎ, উভয় বিশেষণে দুই জন ভিন্ন ব্যক্তিকে বুঝাইলে অথবা লোকের মনে সে ধারণা থাকিলে, দীপবংশকার চারি পাঁচ শত বৎসরের পূর্ব্বের বিষয় এত স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিতে পারিতেন না। তাই মনে হয়, সে সময়ে উভয়ের অভিন্নতা-জ্ঞাপক প্রমাণ-পরম্পরা বিদ্যমান ছিল; তাই দীপবংশ-প্রণেতা উভয়ের অভিন্নতা প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আরও পরবর্ত্তিকালে, চৈনিক পরিব্রাজকগণের ভারত পরিভ্রমণ সময়েও, সে মত প্রবর্ত্তিত ছিল। ফা-হিয়ান এবং হুয়েন-সাং বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনী উদ্যানের যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেও অশোকের এবং প্রিয়দর্শীর অভিন্নতা বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। লুম্বিনী পরিদর্শনকালে অশোক তথায় এক স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই স্তম্ভের উপরিভাগে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী অশ্ব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই স্তম্ভ ও তদুপরি খোদিত লিপি-সমূহ অশোকের কীর্ত্তি-স্মৃতি বলিয়া সকলেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। স্তম্ভের লিপিতে স্পষ্টতঃ প্রিয়দর্শীর নাম খোদিত আছে। সুতরাং প্রতিপন্ন হয়, চৈনিক পরিব্রাজকগণের ভারত-আগমন সময়েও, 'অশোক' এবং 'প্রিয়দর্শী' বলিতে একই ব্যক্তিকে বুঝাইত। লুম্বিনী উদ্যানের স্তম্ভগাত্রস্থিত সেই রুম্মিনী-দেবী লিপি এবং তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। তাহাতে বিষয়টী বেশ বোধগম্য হইবে। সে লিপি; যথা,—

> "দেবান পিয়েন পিয়দসিন লাজিন বীসতিবসাভিসিতেন
> অতন আগাচ মহীয়িতে হিদবুধে জাতে (,) সক্যমুনীতি
> সিলাবিগডভী চা কালাপিত সিলাথভে চ উসপাপিতে হিদ
> ভগবং জাতেতি লুংমিনিগামে উবলিকে কটে অঠভাগিয়ে চ।"

মর্ম্মার্থ,—'রাজত্বের বিংশ বর্ষে দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী স্বয়ং এই স্থানে আসিয়া অশেষ সম্মান প্রদর্শন এবং ভক্তিভরে ইহার অর্চ্চনা করিয়াছেন। কারণ, এই স্থানে শাক্যমুনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে তৎকর্তৃক প্রস্তর-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত এবং তদুপরি প্রস্তর-নির্ম্মিত অশ্বমূর্ত্তি পরিস্থাপিত হইল। কারণ, এই স্থানে ভগবান্ তথাগত জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই হেতু লুম্বিনী গ্রাম নিষ্কর প্রদত্ত হইল এবং উৎপন্ন-শস্যের

ঐ মতের সমর্থক কতকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী ভাষায় অবদান গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সকল যুক্তির কতকগুলির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল; যথা,—"বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের ২১৮ বৎসর পরে প্রিয়দর্শন রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।...অপূর্ব্ব মহিমান্বিত প্রিয়-দর্শী রত্নমালা দ্বারা রাজ্যের সমৃদ্ধি সাধন করেন। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র, বিন্দুসারের পুত্র, মগধ-সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে উজ্জয়িনীর শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন। নগরশ্রেষ্ঠ পাটলিপুত্রে অশোক রাজত্ব করিতেন। অভিষেকের তিন বৎসর পরে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অশোকরাজ ভিক্ষুসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, তিনি তথাগতের ধর্ম্মের একজন প্রকৃত বন্ধু। অরিষ্ট অশোককে বলিতেছেন যে, 'হে মহারাজ প্রিয়দর্শন, আপনার পুত্র স্থবির মহেন্দ্র আপনার সমীপে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।" ইত্যাদি।

আট ভাগের এক ভাগ মাত্র কর নির্দ্ধারিত করা গেল।' প্রিয়দর্শী যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এই লিপি হইতে তাহা নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হয়। বৌদ্ধ-গ্রন্থ এবং লিপি-সমূহ ব্যতীত গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা হইতেও প্রিয়দর্শীর এবং অশোকের অভিন্নতা সপ্রমাণ হইতে পারে। সে সকল যুক্তি ক্রমে উল্লিখিত হইতেছে। ঐতিহাসিক জাষ্টিনের মতে, মহাবীর আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর চন্দ্রগুপ্ত পঞ্চনদ প্রদেশ অধিকার করেন। ফলে, সমগ্র উত্তর-ভারতে তাঁহার একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তৃত হয়। অশোক—চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র এবং বিন্দুসারের পুত্র। গ্রীকগণ যাঁহাকে স্যাণ্ড্রাকোটাস নামে অভিহিত করেন, তিনিই চন্দ্রগুপ্ত। এ সকল বিষয়েও কোনও মতভেদ নাই। ৩২৩ পূর্ব-খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দেশ করিয়াছেন। ঐ বৎসরের শীতকালে পঞ্জাবে চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ৩২২ পূর্ব-খৃষ্টাব্দের শেষভাগে গ্রীকগণকে পরাজিত করিয়া চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাব শাসন করেন এবং মগধ অভিমুখে রওনা হন। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, আলেকজাণ্ডারের ভারতাগমনের সময় হইতেই ভারতের প্রকৃত ইতিহাসের আরম্ভ। সে হিসাবে তাঁহার সমসাময়িক ঘটনাবলী নির্দ্দিষ্ট হইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। মেগাস্থেনিস, জাষ্টিন, এরিয়ান, প্লুটার্ক, ষ্ট্রাবো, প্লিনি প্রভৃতি সকলেই পূর্ব্বোক্ত মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর মগধ-সিংহাসন অধিকার করিতে নিশ্চয়ই চন্দ্রগুপ্তের কিছুদিন অতিবাহিত হইয়াছিল। সে হিসাবে, ৩২১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন,—পণ্ডিতগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে 'নন্দ্রাস' নামক মগধের এক নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের মতে এই নন্দ্রাস, স্যাণ্ড্রাকোট্টসের হস্তে নিহত হন। পুরাণাদিতে এবং ভারতীয় ও সিংহলদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থে প্রকাশ,—নন্দ-বংশের শেষ নৃপতিকে নিহত করিয়া চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। সুতরাং গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকগণের স্যাণ্ড্রাকোট্টস যে মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা মগধাধিপতি চন্দ্রগুপ্ত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ভারতীয় এবং বৈদেশিকগণের গ্রন্থপত্রে চন্দ্রগুপ্তের বংশ-পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট আছে। সে মতে, চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। এতৎসম্বন্ধেও ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কোনও মতভেদ নাই। এক্ষণে, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল নির্দ্দিষ্ট হইলেই সকল গোল মিটিয়া যায়। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল—৩২১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তিনি ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিন্দুসারের রাজ্যকাল ২৫ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হয়। সুতরাং ৩২১—(২৪+২৫)=২৭২ খৃষ্টাব্দে অশোকের রাজ্যকাল নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ঐতিহাসিকগণ এ মতের সমর্থন করিয়াছেন। সমসাময়িক রাজগণের রাজত্বকালের আলোচনায়ও এ মত দৃঢ়ীকৃত হইতে পারে। অশোকের প্রবর্ত্তিত কলিঙ্গ অনুশাসনে (ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে) বৈদেশিক পাঁচ জন নৃপতির নাম দৃষ্ট হয়; যথা,—সিরীয়রাজ এণ্টিওকাস থিয়স, মিসররাজ টলেমি ফিলাডেল-ফাস, মাকিদনরাজ এণ্টিগোনাস গোনাটাস, সাইরিণ-রাজ মেগাস এবং এপিরাস-রাজ

আলেকজাণ্ডার। * পূর্ব্বে সমসাময়িক কাল-নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে, কাল-নিরূপক যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে সমসাময়িক রাজগণের রাজ্যকাল নিম্নরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যথা—

	রাজার নাম।	রাজ্য-প্রাপ্তিকাল।	মৃত্যু কাল।
১।	সিরীয়রাজ এণ্টিওকাস থিয়স	২৬১ পূঃ-খৃঃ	২৪৬ পূঃ-খৃঃ
২।	মিশররাজ টলেমি ফিলাডেলফাস	২৮৫ "	২৪৭ "
৩।	মাকিদনরাজ এণ্টিগোনাস গোনাটাস	২৭৭ "	২৩৯ "
৪।	সাইরিন-রাজ মেগাস	----	২৫৮ "
৫।	এপিরাস-রাজ আলেকজাণ্ডার	২৭২ "	২৫৮ "

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু—৩২৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের ঘটনা। আলেকজাণ্ডার নামে অনেক নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সাইরিনরাজ মেগাসের নামীয় দ্বিতীয় ব্যক্তি ইতিহাসে দৃষ্ট হয় না। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২৫৮ অব্দে মেগাস পরলোক গমন করেন। তিনি মিশররাজ টলেমি ফিলাডেলফাসের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলিয়া অভিহিত হন। তিনি ২৪৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে লোকান্তর গমন করেন। ইঁহারই কন্যাকে সিরীয়রাজ এণ্টিওকাস থিয়স বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। ২৪৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে সিরীয়-রাজের মৃত্যু হয়; আর ২৮৩—২৩৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মাকিদনরাজ এণ্টিগোনাসের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন,—এপিরাসের অধিপতি আলেকজাণ্ডারের ইনিই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এপিরাসের অধিপতি আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকাল, পূর্ব্বোক্ত মতে, ২৭২ - ২৫৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ। উল্লিখিত বিবরণী হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে,—অশোকের সমসাময়িক ঐ সকল নৃপতি ২৮৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ২৩৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। মেগাস এবং আলেকজাণ্ডার ২৫৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে লোকান্তর গমন করেন। ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে তাঁহাদের নামোল্লেখ দৃষ্টে সিদ্ধান্ত হয়, যখন ঐ লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তখন তাঁহারা জীবিত ছিলেন। নচেৎ, তাঁহাদের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের পরবর্ত্তী নৃপতিগণের নাম ঐ লিপিতে উল্লিখিত হইত। সুতরাং প্রতিপন্ন হয়, ২৫৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ঐ ত্রয়োদশ গিরিলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এদিকে আবার অভিষেকের ত্রয়োদশ বর্ষে ঐ লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যায়। ইতিহাসের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, পূর্ব্বে ঐ সকল রাজ্যের মধ্যে মিত্রতা-বন্ধন সংস্থাপিত হইয়াছিল। তখন, আফ্রিকা, গ্রীস এবং এপিরাস প্রভৃতি স্থানে গমনাগমনের সুবিধা ছিল। অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল ২৭২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ ধরিলে, তাঁহার রাজ্যাভিষেককাল ২৬৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়। কারণ, গ্রন্থপত্রে প্রকাশ,—রাজ্য-প্রাপ্তির চতুর্থ বৎসরে তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। তাহা হইলে, ত্রয়োদশ গিরিলিপি খোদিত হওয়ার কাল—২৫৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ নির্দ্দিষ্ট হয়। অন্য হিসাবেও এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া

* ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে বৈদেশিকগণের নাম নিম্নরূপ দৃষ্ট হয়: যথা,—"অমতু পি যোজনস(তে)সু যত্র অংতিযোকো নম যোনরজ পরং চ তেন অংতিযোকেন চতুরে (৪) রজানি তুরময়ে নম, অংতিকিনি নম, মক নম, অলিকসুদরো নম," ইত্যাদি।

যায়। বৈদেশিক রাজন্যগণের রাজ্যে গতিবিধি থাকায়, মেগাসের মৃত্যুসংবাদ ভারতে পৌঁছিতে এক বৎসর লাগিয়াছিল বলিয়া যদি স্বীকার করি, তাহা হইলে ২৫৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ ত্রয়োদশ গিরিলিপি উৎকীর্ণ হওয়ার কাল নির্ণীত হইতে পারে। সে হিসাবে অশোকের রাজ্যাভিষেক-কাল ২৫৭+১২=২৬৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ দাঁড়ায়। আবার যদি ২৫৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দই ত্রয়োদশ অনুশাসন প্রবর্ত্তনের সময় বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে অশোকের রাজ্যাভিষেক-কাল ২৫৮+১২=২৭০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ নির্দ্দিষ্ট হয়। এ হিসাবে পার্থক্য মাত্র এক বৎসরের দাঁড়াইতেছে। কিন্তু ঠিক ২৫৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই যে মেগাস পরলোকগমন করেন, আর সেই সময়ই যে ত্রয়োদশ গিরিলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। অতি দূর অতীতের কাল-গণনায় অনেক সময় অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। সে অনুমানও যে সর্ব্বথা ভ্রমপ্রমাদ-পরিশূন্য হয়, তাহাও বলিতে পারি না। এরূপ সন্দেহ-স্থলে যে মত সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহাই মানিয়া লইতে হয়। অতএব, এ ক্ষেত্রে রাজ্যাভিষেক-কাল ২৬৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ এবং রাজ্যপ্রাপ্তি-কাল ২৭২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ মানিয়া লওয়া গেল। তাহা হইলে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু-কালের (৩২৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের) সহিত এবং সাইরিণ-রাজ মেগাসের মৃত্যুকালের (২৫৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের) সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। এদিকে আবার, চন্দ্রগুপ্ত—মাকিদনাধিপতি প্রথম গোনাটাস এবং সেলিউকাস নিকাটরের সমসাময়িক। ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে যে সকল বৈদেশিক নৃপতিগণের নাম আছে, তাঁহাদের মধ্যে এন্টিওকাস থিয়স, সেলিউকাস নিকাটরের এবং এন্টিগোনাস গোনাটাস, প্রথম গোনাটাসের পৌত্র বলিয়া পরিচিত। সে হিসাবে, যাঁহারা চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক, তাঁহাদেরই পৌত্রগণ চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকের সমসাময়িক বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতেছে।

পিতামহ।	রাজ্যকাল।	পৌত্র।	রাজ্যকাল।
চন্দ্রগুপ্ত	৩২১-২৯৭ পূঃ খৃঃ	অশোক	২৭২-২৩২ পূঃ খৃঃ
সেলিউকাস নিকাটর	৩১২-২৮০ পূঃ খৃঃ	এন্টিওকাস থিয়স	২৬১-২৪৬ পূঃ খৃঃ
এন্টিওকাস প্রথম	৩২৩-৩০১ পূঃ খৃঃ	এন্টিগোনাস গোনাটাস	২৭৭-২৩৯ পূঃ খৃঃ

পূর্ব্বে লিপি এবং অনুশাসন সমূহ প্রিয়দর্শীর প্রবর্ত্তিত বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। লিপি ও অনুশাসন সমূহ ২৬১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ২৪০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ববিধ প্রমাণ হইতে অশোকের এবং প্রিয়দর্শীর অভিন্নতা প্রতিপন্ন হইতেছে। 'দেবানাং প্রিয়' শব্দ, কাহারও কাহারও মতে, হেয়-অর্থজ্ঞাপক। পাণিনির সূত্রে 'দেবানাং প্রিয় ইতি মূর্খে' অর্থাৎ মূর্খ অর্থে 'দেবানাং প্রিয়' বাক্যের প্রয়োগ হয়—এইরূপ উল্লিখিত আছে। কিন্তু কেহ কেহ আবার এতদুক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন; তাঁহারা বলিয়াছেন,—'দেবানাং প্রিয় ইতি মূর্খে'—এতদুক্তি পাণিনির নহে; উহা ভট্টজি দীক্ষিতের। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক অসাধারণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার ন্যায় অশেষ প্রতিভাসম্পন্ন কূটরাজনীতিক আপন গৌরব ঘোষণা করিতে যাইয়া লোক-সমাজে নিন্দনীয় হইবেন, তাহা কদাচ মনে হয় না। সাধারণ-জ্ঞানেই এতদ্বিষয় উপলব্ধি হয়। সুতরাং বিরুদ্ধবাদিগণের উক্তি উপেক্ষণীয় এবং অপ্রামাণ্য।

উপসংহার।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২৩২-২৩১ অব্দে মৌর্য্য-গৌরব-রবি অস্তমিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মগধ-সাম্রাজ্যের গৌরব-বিভা পরিম্লান হইয়া আসিল। কিবা রাজনৈতিক গগনে, কিবা ধর্ম্মনৈতিক জীবনে, ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইল। অশোকের পৌত্র দশরথ জৈন-ধর্ম্মের সেবায় উদ্বুদ্ধ হন। অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের যে চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল; দশরথের রাজত্বকাল হইতে সে উন্নতিতে অবনতির সূত্রপাত আরম্ভ হয়। অশোক যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের সাধনায় তাহার উন্নতি ও বিস্তৃতি কল্পে প্রাণমন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; দশরথও তেমনি জৈনধর্ম্মের প্রচার-কল্পে জীবনদানে ব্রতী হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে মৌর্য্যবংশের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এক দিকে যেমন ধর্ম্মের অবনতি ঘটিতে লাগিল, অন্য দিকে তেমনি সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত পরিলক্ষিত হইল। চন্দ্রগুপ্ত যে বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র বিন্দুসার এবং পৌত্র অশোক সে সাম্রাজ্যের অশেষ গৌরব বৃদ্ধি করেন। কিন্তু অশোকের পরবর্ত্তী রাজগণের রাজত্বকালে সে গৌরব ক্রমে হ্রাস হইয়া আসে। পুরাণাদিতে প্রকাশ,—১৩৭ বৎসর কাল মৌর্য্যবংশের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল ৩২২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সে হিসাবে ১৮৫ খৃষ্টাব্দে মৌর্য্য-বংশের অবসানের বিষয় সপ্রমাণ হয়। ঐ খৃষ্টাব্দে মৌর্য্যবংশের শেষ নৃপতি বৃহদ্রথ, সেনাপতি পুষ্পমিত্রের হস্তে নিহত হন। মৌর্য্যবংশের অবসানে, শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠায় ভারত-ইতিহাসের আর একটি স্তর সংগঠিত হইতে থাকে। পুরাণ-সমূহে মৌর্য্যবংশের যে রাজ্যকাল উল্লিখিত আছে,—তাহা মানিয়া লইলে, অশোকের পৌত্র-প্রপৌত্রাদি বংশধরগণ প্রত্যেকেই যে অতি অল্প কাল মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। সম্প্রতি এবং তাঁহার বংশধরগণের বিবরণ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। তাঁহাদের অস্তিত্ব বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিশেষ সন্দিহান। মৌর্য্যবংশের এই অধঃপতনের কারণ—ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের অশেষ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন; আর তাহার ফলে, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম হীনতার চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছিল। অশোকের মৃত্যুর পর সেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, সেই সংঘর্ষের ফলে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধিত হইয়াছিল। অশোকের রাজত্বকালে রাজ্যের সর্ব্বত্র পশুবধ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। অশোকের প্রবর্ত্তিত অহিংসামূলক সেই নূতন বিধি ব্রাহ্মণগণ বিশেষ অপ্রীতিকর বলিয়া মনে করেন। যজ্ঞার্থে পশুবধের সার্থকতার বিষয় তখনও ব্রাহ্মণগণের মন হইতে বিদূরিত হয় নাই; অধিকন্তু ধর্ম্মসংক্রান্ত বিভাগের কঠোরতায় তাঁহাদের মনে উত্তেজনার সূত্রপাত করিয়া দিয়াছিল। তাই মনে হয়, অশোকের দৃঢ় হস্ত হইতে রাজদণ্ড স্খলিত হওয়ার পর, ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে; ফলে, বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণই সাধারণের ধর্ম্মের ও নীতি-সমূহের বিধান করিতেন। কিন্তু অশোকের রাজত্বকালে, তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পর, ব্রাহ্মণগণের সে ক্ষমতা লোপপ্রাপ্ত হয়।

অশোকের শিলালিপিতেও তাহার আভাস আছে। রূপনাথ গিরিলিপির "যা ইমায় কালায় জম্বুদিপসি অমিসাদেবা হুসু তে দানি মিসকটা" বাক্য হইতে কেহ কেহ সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁহারা বলেন,—ঐ অংশে ব্রাহ্মণগণের প্রতি কটাক্ষপাত হইয়াছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল; অশোক তাঁহাদের সে প্রভাব নষ্ট করিয়াছিলেন—লিপিতে সেই কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, ধর্ম্মনীতি উল্লঙ্ঘনকারীর প্রতি অশোক যে দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণগণের পক্ষে তাহাও বিশেষ অপ্রীতিকর হইয়াছিল। অশোকের জীবিতকালে তাঁহার প্রবল প্রতাপের নিকট ব্রাহ্মণগণকে অবনত মস্তকে থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার বংশধরগণ হীনশক্তি হইয়া পড়েন। শেষে যখন বৃহদ্রথকে নিহত করিয়া পুষ্পমিত্র সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অনন্তাতীতকাল হইতে ব্রাহ্মণগণ রাজ্যনিয়ন্তা ধর্ম্মনিয়ন্তা রূপে সর্ব্বত্র সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—ভারতের ধর্ম্মপ্রাণ নৃপতিবৃন্দ। বৌদ্ধপ্রভাবের উন্নতির দিনে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব এবং ক্ষত্রিয়-প্রভাব উভয়ই হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের পিতৃপিতামহগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন; তাঁহাদের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণগণের অশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। চাণক্যের ন্যায় অসাধারণ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ যে রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন, সে রাজ্যে ব্রাহ্মণগণের হীনাবস্থা কদাচ সংঘটিত হইতে পারে নাই। বিন্দুসারের রাজত্বকালেও যে ব্রাহ্মণগণ বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিলেন, তাহারও অশেষ নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। সে সময় ষষ্টি সহস্র ব্রাহ্মণ রাজপুরী সমলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। অশোকের রাজ্যলাভের পরও তাঁহাদের সম্মানের লাঘব হয় নাই। কিন্তু অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণের পর হইতেই ব্রাহ্মণগণের অবনতির সূত্রপাত হয়। যে ষষ্টি সহস্র ব্রাহ্মণ, অশোকের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণের পূর্ব্বে রাজপুরী সমলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণের পর তাঁহারা রাজপুরী হইতে বিতাড়িত হন। সমসংখ্যক বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং শ্রমণ তাঁহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসেন। নন্দবংশের রাজত্বকালেও ব্রাহ্মণগণের এইরূপ দুর্দ্দশা সংঘটিত হইয়াছিল। অশোকের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণগণের তাদৃশ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না। যাহা হউক, মৌর্য্য-বংশের অবসানে, সুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠায়, ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব পুনরুদ্দীপিত হয়। অশোকের লোকান্তরের পর হইতেই ব্রাহ্মণগণ আপন প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান ছিলেন। এক্ষণে সুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠায়, পুষ্পমিত্রের সিংহাসনাধিরোহণে, সে প্রভাব ক্রমশঃ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। পুষ্পমিত্রের পৃষ্ঠপোষণে ব্রাহ্মণগণ স্থানে স্থানে বিশেষ প্রতিষ্ঠান্বিত হন। এমন কি, এক সময়ে যে পাটলিপুত্র নগর হইতে প্রাণিহিংসা-নিবারণের অমৃতবাণী বিঘোষিত হইয়াছিল, সেই পাটলিপুত্র নগরেই বিরাট অশ্বমেধ-যজ্ঞের অয়োজন হইল। পূর্ব্বে অশোকের বংশধরগণের ক্ষমতা কেবলমাত্র মগধ-রাজ্যের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উদয়গিরির লিপি হইতে প্রতিপন্ন হয়, যে কলিঙ্গবিজয়ের জন্য অশোক অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই কলিঙ্গ-রাজ্য মগধের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছিল; এমন কি, অশোকের বংশধরগণকে তাৎকালিক কলিঙ্গাধিপতি

খারবেলের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অশোকের পৌত্র দশরথের পর যাঁহারা মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তাঁহারা নামে মাত্র রাজা ছিলেন। * প্রভুত্ব-ক্ষমতা পরিচালনের শক্তি তাঁহাদের আদৌ ছিল না। তাই ক্রমে ক্রমে কলিঙ্গ, বিদর্ভ, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্য শক্তি-সঞ্চয় করিয়া, মগধ-সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং মগধের রাজ-শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করে। মৌর্য্য-বংশের শেষ নৃপতি বৃহদ্রথ বিশেষ শক্তিশালী ছিলেন না। প্রধান সেনাপতি পুষ্পমিত্রের ষড়যন্ত্রে তিনি নিহত হন। তাঁহার লোকান্তরের সঙ্গে সঙ্গে মৌর্য্য-গৌরবরবির শেষ আলোক-রশ্মি নির্ব্বাপিত হয়; পুষ্পমিত্র মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মগধে শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এখানেও সেই একই ক্রিয়া-শক্তির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করি। মৌর্য্যবংশের অধঃপতনেও সেই ধর্ম্মের বিক্রমই নিয়োজিত হইয়া থাকে; ধর্ম্মের যে উদ্দীপনায় অশোকের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাঁহার বংশধরগণ সে উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত হইতে পারেন নাই; তাই তাঁহাদের অধঃপতন সংঘটিত হইল। ধর্ম্মাধর্ম্মই—প্রতিষ্ঠার মূলীভূত। অশোকের বংশধরগণ স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া ধর্ম্মসাধনে সমর্থ হন নাই; তাই তাঁহাদের উচ্ছেদ-সাধিত হইল।

---

* বিভিন্ন গ্রন্থে অশোকের বংশধরগণের বিভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়। অশোকের অধস্তন বংশধর শালিশুকের নাম 'গার্গী সংহিতায়' উল্লিখিত হইয়াছে। গার্গী-সংহিতায় যে স্থলে শালিশুকের নাম আছে, এবং মৌর্য্য বংশের অবসানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, মাক্ষমূলারের গ্রন্থ হইতে সেই অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; যথা,—"After speaking of the kings of Pataliputra (mentioning Salisuka, the fourth successor of Asoka [c 200 B C.] by name), the author adds :—"That when the viciously valiant Greeks, after reducing Saketa (Oude), the Panchala country [probably the Doab between Jumna and Ganges], and Mathura, will reach Kusumadhvaja, that is the royal residence of Pataliputta, and that then all provinces will be in disorder." —Max Muller, *India, What can it Teach us* ? p. 298, Ed. 1883, and Cunningham. *Num-Chron*, 1890, p. 224. গার্গী-সংহিতার একটী অধ্যায় 'যুগপুরাণম্' নামে অভিহিত হয়। সেই 'যুগপুরাণম্' অংশে মৌর্য্য-সম্রাটগণের নাম আছে। ডক্টর ফ্লিটের মতে (J. R. A. G. 193 p. 792) উহার রচনাকাল ৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়। তৎপূর্ব্বে ডক্টর কার্ণও ঐরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাক্ষমূলার উহার রচনা-কাল খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে নির্দ্দেশ করেন। পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতদ্বয় মাক্ষমূলারের এই অভিমত গ্রহণ করেন নাই। 'যুগপুরাণের' ঐ অংশে লিখিত আছে,—'দুষ্টবিক্রান্ত যবন' যখন 'কুসুমধ্বজে' উপস্থিত হইবে, তখন সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাইবে। 'কুসুমধ্বজ' এবং পাটলিপুত্র পণ্ডিতগণ অভিন্ন মনে করেন। পাটলিপুত্রের এক নাম—কুসুমপুর। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ বলেন,—ভ্রমপ্রমাদবশতঃ 'কুসুমপুরের' স্থলে গ্রন্থে 'কুসুমধ্বজ' উল্লিখিত হইয়াছে। যুগপুরাণোল্লিখিত দুষ্টবিক্রান্ত যবন, তাঁহাদের মতে, মেনাণ্ডার। ডক্টর ফ্লিট, অধ্যাপক গার্ডনার প্রভৃতি এ মতে আপত্তি করিয়াছেন। মিঃ মাক্ষমূলার, কানিংহাম প্রভৃতির মতে মেনাণ্ডার এবং দুষ্টবিক্রান্ত যবন অভিন্ন প্রতিপন্ন হন। এ দিকে আবার ডক্টর ভাণ্ডারকার বলেন,—যুগপুরাণোল্লিখিত দুষ্টপ্রবৃত্তি যবন—ডেমিট্রিয়স (Demitrios) ভিন্ন অন্য কেহই নহেন। কিন্তু ডক্টর ভাণ্ডারকারের এ মতও প্রতিবাদমূলক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সে মত অনুমোদন করেন না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

———:*:*:———

অশোকের ধর্ম্ম।

[ধর্ম্ম,—'ধর্ম্ম' শব্দের ব্যাখ্যা ;—অশোকের ধর্ম্ম,—তাহার মূল লক্ষ্য ;—লিপি-সমূহ হইতে তাহার দৃষ্টান্ত ;—অশোকের ধর্ম্মবিধি ;—ধর্ম্মমহামাত্য প্রভৃতি কর্ম্মচারী নিয়োগে ধর্ম্ম-প্রচারের সুব্যবস্থা ;—হিংসা-নিবারণ ধর্ম্ম,—প্রাণিহিংসা নিবারণ,—তন্মূলক অনুশাসন ;—অশোকের ধর্ম্মমত,—দ্বাদশ অনুশাসনে দৃষ্টান্ত,—ধর্ম্মদান শ্রেষ্ঠ দান,—দান-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-খ্যাপন,—পরলোক এবং পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস—অশোকের ধর্ম্মবিধি—বুদ্ধনীতির অনুসারী,—অশোকের মত নূতন নহে,—নীতিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বের অনুল্লেখ ;—অশোকের চরিত্র।]

ধর্ম্ম।

ধর্ম্মসাধন এবং ধর্ম্মপালন রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের জীবনের এক প্রধান লক্ষ্য ছিল। আপন জীবনে ধর্ম্ম-সাধনে তিনি যেমন আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত করিয়াছিলেন, আপামর সাধারণ জনগণের জীবনেও তিনি তেমনি ধর্ম্মের বিমল আলোক-প্রদানে প্রযত্নপর ছিলেন। ধর্ম্মের যে নবীন উদ্দীপনায় তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, সেই উদ্দীপনা যাহাতে প্রজাসাধারণের হৃদয়ে অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় এবং ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য অবগত হইয়া তাহারা যাহাতে আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনে মনোনিবেশ করে,—সেই লক্ষ্য লইয়াই তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অশোকের প্রবর্ত্তিত প্রতি লিপি এবং প্রতি অনুশাসন তাঁহার সে প্রচেষ্টা নীরব ভাষায় মুক্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে। অশোকের প্রবর্ত্তিত লিপি এবং অনুশাসন সমূহে 'ধর্ম্ম' শব্দের পুনঃপুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাই। ধর্ম্মের সহিত জীবনের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। যেখানেই জীবন, সেখানেই ধর্ম্ম। জল ভিন্ন যেমন মীন বাঁচিতে পারে না; ধর্ম্ম ভিন্নও সেইরূপ জীবের জীবন-ধারণ অসম্ভব। 'ধর্ম্ম' শব্দতত্ত্বের আলোচনায়ও সেই অর্থই উপলব্ধি হয়। 'ধর্ম্ম' শব্দের মূল 'ধৃ' ধাতু। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ—ধারণ করা। যাহা ধারণ করে বা রক্ষা করে, তাহাই ধর্ম্ম। সুতরাং, যাহা লোক-সমূহকে ধারণ করিয়া আছে বা যদ্দ্বারা পুণ্যাত্মগণ ধৃত বা সংরক্ষিত হন, তাহাই ধর্ম্ম। যদ্দ্বারা লোক রক্ষা হয়, সংসার রক্ষা হয়, সৃষ্টি রক্ষা হয়, আত্ম রক্ষা হয়,—সাধারণতঃ তাহাই 'ধর্ম্ম' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মের অন্য অর্থ সম্ভবপর নহে। যে সংজ্ঞায়ই সংজ্ঞিত হউক না কেন, 'ধর্ম্ম' শব্দ এতদর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অশোকের লিপি-সমূহে যে 'ধর্ম্ম' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই, আমাদের মনে হয়, তাহাও এতদর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

'ধর্ম্ম' শব্দের অর্থ যদিও অধুনা বিভিন্ন মতে বিভিন্নরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়, কিন্তু অশোকের ধর্ম্মের মূল লক্ষ্য যে এক অভিন্ন ছিল, তাঁহার প্রবর্ত্তিত লিপি এবং অনুশাসন সমূহের বিশ্লেষণে তাহা স্বতঃই উপলব্ধি হয়। 'ধর্ম্ম' শব্দের ব্যাখ্যায় কেহ বলিয়াছেন,—প্রীতিভক্তি; কেহ বলিয়াছেন,—অহিংসা; কেহ বলিয়াছেন,—নীতি। এইরূপ কত প্রতিশব্দেরই উল্লেখ হইয়া থাকে। কিন্তু লিপিতে যে 'ধম্ম' (ধর্ম্ম) শব্দের ব্যবহার আছে, সে ধম্ম কি? এই 'ধম্ম' শব্দের ব্যাখ্যায় পণ্ডিতগণ বিশেষ সমস্যায় পড়িয়াছেন। 'ধর্ম্ম' শব্দ বহুভাবদ্যোতক; অশোকের ধর্ম্মে সেই বহু-ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। যে কর্ম্ম বা অনুষ্ঠান, ভগবানের প্রীতিকর, তাহাই ধর্ম্ম; অশোকের লিপি-সমূহে ভগবানের প্রীতিকর সেই ধর্ম্মবিধিই পরিব্যক্ত হইয়াছে। অশোকের সে ধর্ম্ম তত্ত্ব-জ্ঞানের অপেক্ষা করে না; অথবা তাহাতে মনোবিজ্ঞানের অনুশীলনও আবশ্যক হয় না। অশোকের ধর্ম্ম—জীবহিত-সাধন। অশোকের সেই ধর্ম্মবিধি তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে; যথা,—(১) উপাসকের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ, (২) 'পব্বজিত'গণের কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ; এবং (৩) অর্হৎ-পদাভিলাষী উপাসকগণের এবং প্রব্রজিত নরনারীদিগের কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ। তাঁহাদের কর্ত্তব্য এবং অনুষ্ঠান নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাদের আত্মোৎকর্ষ সাধন—অশোক-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিধির এক প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং, যাহাতে আত্মোৎকর্ষ সাধিত হয়, আর তাহার ফলে মানুষ যাহাতে কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে পারে, লিপি-সমূহে পরিব্যক্ত 'ধম্ম' শব্দে সেই ভাবই পরিব্যক্ত হইতেছে। জীবে দয়া, পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি, মিতাচারিতা, অন্তরের নির্ম্মলতা-সাধন, সততা প্রভৃতি সে হিসাবে অশোকের পরিবর্ত্তিত ধর্ম্ম-বিধির অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। অশোকের ধর্ম্মবিধির বিশ্লেষণে তাঁহার লিপি-সমূহ হইতে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি; যথা,—

অশোকের ধর্ম্ম।

প্রথম গিরিলিপি (১ম)

১। "ইধ ন কিংচি জীবং আরভিত্পা (ত্পা) প্রজুহিতব্যং।"
(যজ্ঞকার্য্যে কোনও পশু বলি দিয়া হোম করিবে না।)

২। "ন চ সমাজো কতব্যো।"
(অথবা কোনও 'সমাজ' করিবে না)

তৃতীয় গিরিলিপি (৩য়)

৩। "সাধু মাতরি চ পিতরি চ সুস্রুসা।"
(পিতামাতার শুশ্রূষা করা মঙ্গলজনক)

৪। "মিতাসংস্তুতঞাতীনং বাম্হন-সমনানং সাধু দানং।"
(বন্ধুবান্ধব, মিত্র, পরিচিত, জ্ঞাতি, ব্রাহ্মণ আত্মীয়-স্বজন ও শ্রমণদিগকে দান করা মঙ্গলদায়ক।)

৫। "প্রাণানং সাধু অনারংভো (।)"
(জীবগণের প্রতি অহিংসা মঙ্গলবিধায়ক)

৬। "অপব্যয়তা অপভাংডতা সাধু।"
(অল্প-ব্যয় এবং অল্প-সঞ্চয় মঙ্গলজনক)

নবম গিরিলিপি
(৯ম)

৭। "অস্তি জনো উচাবচং মংগলং করোতে আবাধেসু বা আবাহবিবাহেসু বা প্রবাসংম্হি বা (।) এতম্হী চ অঞম্হি চ জনো উচাবচং মংগলং করোতে (।) এত তু মহিডায়ো বহুকং চ বহুবিধং চ ছুদং চ নিরথং চ মংগলং করোতে (।) ত কতব্যমেব তু মংগলং (।) অপফলং তু খো এতরিসং মংগলং। অয়ং তু মহাফলে মংগলে য ধংমমংগলে (।) তত দাসভতকম্হি সম্যপ্রতিপতী গুরূনং অপচিতি সাধু পাণেসু সয়মো সাধু বম্হণ-সমণানং সাধু দানং (।) এত চ অঞ চ এতারিসং ধংমমংগলং নাম (।) ত বতব্যং পিতা ব পুতেন বা ভ্রাত্রা বা স্বামিকেন বা ইদং সাধু ইদং কতব্যং মংগলং আব তস অথস নিস্টানায় (।) অস্তি চ পি বুতং সাধু দানং ইতি (।) ন তু এতারিসং অস্তি দানং ব অনগহো ব যারিসং ধংমদানং ব ধংমানুগহো ব (।) ত তু খো মিত্রেন ব সুহদয়েন বা ঞাতিকেন ব সহায়েন ব ওবাদেতব্যং তম্হি তম্হি পকরণে (।) ইদং কচং ইদং সাধু ইতি ইমিনা সকং স্বগং আরাধেতু ইতি (।) কি চ ইমিনা কতব্যতরং যথা স্বগারধি (।)"

(মর্ম্মার্থ,—বিপৎকালে, পুত্রকন্যার বিবাহাদি সময়ে সন্তান-লাভ-কালে অথবা প্রব্রজ্যা গমনের সময় সাধারণতঃ লোকে মাঙ্গলিক বা পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। পুরস্ত্রীগণও বহুবিধ বৃথা মাঙ্গলিকের অনুষ্ঠান করেন। সকলের পক্ষেই মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু ধর্ম্ম-নীতির অনুষ্ঠানই বিশেষ মঙ্গলপ্রদ। দাসদাসীগণের প্রতি সদয়-ব্যবহার, গুরুজনের পূজা ও তাঁহাদের প্রতি ভক্তি, জীবে অহিংসা, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে দান প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান মঙ্গলপদবাচ্য। ঐ সকল সাধু কার্য্য যে পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত পিতা, ভ্রাতা, প্রভু সকলেরই সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মদান বা ধর্ম্মানুগ্রহের সমকক্ষ কিছুই নাই; কোনও দান বা কোনও অনুগ্রহ তাহার সমকক্ষ নহে। সেই সকল সাধু এবং কর্ত্তব্য কার্য্য অনুষ্ঠানের বিষয় মিত্র, সুহৃৎ, জ্ঞাতি, বন্ধু সকলেরই বলা উচিত। সকলেরই বলা উচিত—ঐ সকল ইহ-লৌকিক এবং পারলৌকিক মঙ্গলজনক। এই সকল অনুষ্ঠানে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয়, এবং তাহাতে চরমকালে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে।)

একাদশ গিরিলিপি (১১শ)

৮। "নাস্তি এতারিসং দানং যারিসং ধংমদানং ধংমসংস্তবো ব ধংমসংবিভাগো ব ধংমসংবধো ব (।) তত ইদং ভবতি দাসভতকম্হি সম্যপ্রতিপতী মাতরি পিতরি সাধু সুস্রুসা মিতসস্তুতঞাতিকানং বাম্হণস্রমনানং সাধু দানং প্রাণানং অনারংভো সাধু (।) এত বতব্যং পিতা ব পুত্রেন ব ভাতা ব মিতসস্তুতঞাতিকেন ব আব পটিবেসিয়েহি, ইদং সাধু (,) ইদং কতব্যং (।) সো তথা করু ইলোকচস আরধো হোতি পরত চ অনংতং পুংঞং ভবতি তেন ধংমদানেন (।)"

(মর্ম্মার্থ,—ধর্ম্মদানের ন্যায় দান নাই, ধর্ম্মপরিচয়ের ন্যায় পরিচয় নাই, ধর্ম্ম-সংবিভাগের ন্যায় সংবিভাগ নাই, ধর্ম্মসংবন্ধের অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞানের ন্যায় জ্ঞান নাই। দাসদাসীগণের প্রতি সদ্ব্যবহার, পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও শুশ্রূষা, মিত্র বান্ধব-পরিচিত-জ্ঞাতি প্রভৃতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শন, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ-দিগকে দান, প্রাণিগণের প্রতি অহিংসা,—ধর্ম্ম দ্বারা সুসম্পন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত সকলকেই সেই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করা একান্ত কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠান এবং কর্ত্তব্য সমূহ পালন করিলে, ইহকালে এবং পরকালে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হয়।)

দ্বাদশ গিরিলিপি (১২শ)

৯। "দেবানং পিয়ে পিয়দসি রাজা সবপাসংডানি চ পব-জিতানি চ ঘরস্তানি চ পূজয়তি দানেন চ বিবিধায় চ পূজায় পূজয়তি নে (।)...সারবঢী অস সব পাসং-ডানং (।) · আত্পপাসংডং চ বঢয়তি পরপাসংডস চ উপকরোতি তদংঞথা করোতো আত্পপাসংডং চ ছণ-পরপাসংডস চ পি অপকরোতি। যো হি কোচি আত্প-পাসংডং পূজয়তি পরপাসংডং বা গরহতি সবং আত্প-পাসংডভতিয়া।... ত সমবায় এব সাধু।"

[মর্ম্মার্থ,—কি গৃহী কি সন্ন্যাসী—সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগকেই দেবপ্রিয় বিবিধ দান ও সম্মান দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকেন। এতদনুষ্ঠানে একদিকে যেমন স্বধর্ম্মাবলম্বিদিগের উৎকর্ষ সাধিত হয়, অন্যদিকে তেমনি পরধর্ম্মাবলম্বীদিগেরও উন্নতি বিহিত হইয়া থাকে। (সকলের প্রতি সমদৃষ্টি না থাকিলে) স্বধর্ম্ম এবং পরধর্ম্ম সকলেরই অপকার সাধিত হইয়া থাকে। স্বধর্ম্মী-দিগের গৌরব বৃদ্ধির জন্য পরধর্ম্মীদিগের নিন্দা করা—স্বসম্প্রদায়ের হানিজনক।· অতএব সমবায় মঙ্গলজনক।]

উদ্ধৃত অংশে অশোকের 'ধর্ম্ম' * পূর্ণ পরিব্যক্ত। সে ধর্ম্মের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ নাই,—সে ধর্ম্মের সাধনায় মনোবিজ্ঞানে পারদর্শিতার আবশ্যক হয় না। কর্ম্মই সে ধর্ম্মের প্রাণস্থানীয়; আর সে কর্ম্ম—সৎকর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। হিত কি ও অহিত কি, তাহা অনুধাবন করিয়া, হিতভাগ গ্রহণ এবং অহিতভাগ পরিবর্জ্জন,—অশোকের ধর্ম্মনীতির ইহাই প্রধান লক্ষণ। দশটি বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করাই সে নীতির প্রধান উদ্দেশ্য। বৌদ্ধধর্ম্মের সে দশপারমিতা—দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী এবং উপেক্ষা। সেই দশটী বিষয়ে পারমিতালাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই বুদ্ধের বুদ্ধত্ব। সেই দশটী বিষয়ে পূর্ণতা লাভের জন্য অশোকের 'ধর্ম্মে' বিবিধ অনুষ্ঠানের উপদেশ দেখিতে পাই। ধর্ম্ম সাধনে যে কিছু উপদেশ আছে, সকলই পারলৌকিক মঙ্গল-কামনায়। অশোকের অনুশাসন সমূহের কোনও স্থলেই আর্য্য অষ্টমার্গ প্রভৃতি সাধনের উপদেশ প্রদত্ত হয় নাই সত্য; কিন্তু অশোকের অনুশাসন-সমূহ পাঠ করিলে, তৎসমুদায় যে বোধিসত্ত্ব-প্রদর্শিত

---

* 'ধর্ম্ম' (Dhamma) শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ নির্দ্দেশে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিশেষ গোলযোগে পড়িয়াছেন। নানা গবেষণার পর, তাঁহারা 'ধর্ম্ম' শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—Law of Piety. এস্থলে তৎ একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ 'ধর্ম্ম' শব্দের অর্থ নির্দ্দেশে বলিয়াছেন,—"A difficulty experienced by all translators of the Asoka Inscriptions is that of finding an adequate compendious translation of *dharma* and its compounds. Religion, righteousness, truth, the law, the sacred law, and, I dare say, other phrases have been tried: all these are unsatisfactory. To my mind the rendering 'piety' or 'law of piety' seems the best. The fundamental principle of Asoka's ethics is filial piety, the Latin *pietas*, the Chinese *Hsiao* which is presented as the model and basis of all other virtues. The first maxim of the Chinese 'Sacred Edict,' the document most nearly resembling Asoka's Edicts, is this: 'Pay just regard to filial and fraternal duties, in order to give due importance to the relations of life.' Asoka's system may be said to be based on the same maxim. Such a system may well be described as 'the law of piety'."—V. A. Smith, *Asoka, the Buddhist Emperor of India.*

'ধর্ম্ম' শব্দের আলোচনায় অধ্যাপক রিস্ ডেভিড্‌স্‌ও এক বিস্তৃত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, 'ধর্ম্ম' শব্দে—রিলিজিয়ন (religion) বুঝায় না। 'ধর্ম্ম' শব্দ প্রয়োগে 'কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-সম্পন্ন সচ্চিন্তাশীল ব্যক্তির যাহা করণীয়', অশোক তাহাই বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন; নিম্নে তাঁহার মন্তব্য উদ্ধৃত হইল; যথা,—"The word 'Dhamma' has given, and will always give, great trouble to the translators. It connotes, or involves, so much. Etymologically it is identical with the Latin word *forma*; and the way in which it came to be used as it was in India, in Asoka's time, is well illustrated by the history of our own colloquialism 'good form.' Dhamma has been rendered Law. But it never has any one of the various senses attached to the word law in England. It means rather, when used in this connection, that which it is 'good form' to do in accord with established custom. So it

কোনও সমাজ করিবে না। দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী সমাজে বহু দোষ সন্দর্শন করেন। কিন্তু কেবলমাত্র একটী সমাজ উপকারক বলিয়া দেবপ্রিয়ের মনে হয়। পূর্ব্বে ব্যঞ্জনাদি আহার্য্যের জন্য, দেবপ্রিয়ের রন্ধনশালায় প্রত্যহ বহু শত প্রাণী নিহত হইত। এক্ষণে, এই ধর্ম্মলিপি অঙ্কিত হইবার সময়, রাজকীয় রন্ধনশালায় ব্যঞ্জন প্রস্তুত জন্য, মাত্র তিনটী প্রাণী নিহত হওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। সে তিনটী প্রাণী—দুইটী ময়ূর এবং একটী মৃগ। কিন্তু সে মৃগও প্রত্যহ নিহত হয় না। ইহার পর সে তিনটী প্রাণীও আর নিহত করা হইবে না।' এইরূপ অহিংসা-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনায় রাজচক্রবর্ত্তী অশোক প্রথমে উদ্বুদ্ধ হন। তাঁহার মনে এই অহিংসা-প্রবৃত্তি এমনই দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল যে, পরবর্ত্তিকালে তিনি প্রাণিহিংসা দণ্ডার্হ বলিয়া ঘোষণা করেন। রাজত্বের একাদশ বর্ষে, বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পর, অশোক শিকারের আনন্দে নিঃস্পৃহ হন এবং তৎপরিবর্ত্তে তিনি তীর্থভ্রমণ, পুণ্যভূমি দর্শন প্রভৃতি মঙ্গলজনক বলিয়া ঘোষণা করেন। ত্রয়োদশ বর্ষে, রাজকীয় রন্ধন-শালায় প্রাণিহত্যা নিবারণের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যমধ্যে প্রাণিহত্যা বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু এই সময় হইতে রাজ্যমধ্যে প্রাণিহিংসা নিবারণে তিনি উদ্বুদ্ধ হন নাই। কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন,—তাঁহার এ নীতি সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে গৃহীত হইবে না। কিন্তু রাজত্বের সপ্তবিংশ বর্ষে রাজচক্রবর্ত্তী অশোক জীবের জীবনের পবিত্রতা-রক্ষাকল্পে বদ্ধ-পরিকর হন। এতদর্থে তিনি বিবিধ নিয়ম সম্বলিত কতকগুলি বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আপামর সাধারণ সকলেই যাহাতে প্রাণিহিংসা হইতে বিরত হয়, সেই উদ্দেশ্যে অশোকের সেই সকল ধর্ম্মবিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পঞ্চম স্তম্ভলিপির সেই বিধি অনুসারে কতকগুলি প্রাণীর প্রাণসংহার দণ্ডার্হ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই লিপিপাঠে বুঝিতে পারা যায়,—ভুষাদের প্রাণিহত্যা, অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার অথবা প্রাণিবধ করার উদ্দেশ্যে বনভূমি দগ্ধ করা, নিষিদ্ধ হইয়াছিল। বিশেষ বিশেষ তিথি, বিশেষ বিশেষ নক্ষত্র, বিশেষ বিশেষ পর্ব্বদিন প্রভৃতিতে বিশেষ বিশেষ প্রাণিবধে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হইত। প্রাণিহিংসা নিবারণোদ্দেশ্যে প্রচারিত নিষেধ-বিধি-জ্ঞাপক সেই পঞ্চম স্তম্ভলিপি এবং তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল; যথা,—

"দেবানং পিয়ে পিয়দসি লাজ হেবং আহ (ঃ) সড়ুবীসতি (সংবীসতি) বস অভিসিতেন মে ইমানি জাতানি অবধিয়ানি কটানি (,) সে যথা সুকে সালিকা অলুনে চকবাকে হংসে নংদীমুখে গেলাটে জতুকা অংবাকপীলিকা দড়ী অনথিক-মছে বেদবেয়কে গংগাপুপুটকে সংকুজমছে কফটসয়কে পংনসসে সিমলে সংডকে ওকপিংডে পলসতে সেত কপোতে গাম কপোতে সবে চতুপদে যে পটিভোগং নো এতি ন চ খাদিয়তি (।) (অজকানানি) এডকা চা সূকলী চ গাভিনী ব পায়মীনা ব অবধিয় (।) পোতকে পি চ কানি আসংমাসিকে (।) বধিকুকুটে নো কটবিয়ে (;) তুসে (ত্যসে) সজীবে নো ঝাপেত বিয়ে (;) দাবে অনঠাযে বা বিহিসাযে বা নোঝাপেতবিয়ে (।) জীবেন জীবে নো পুসিতবিয়ে (।) তীসু চাতুংমাসীসু তিসায়ং পুংনমাসিয়ং তিংনি দিবসানি চাবুদসং পংনডসং পটিপদাযে

ধুবাযে চা অনুপোসথং মছে অবধিযে নো পি বিকেতবিযে (।) এতানি যেব দিবসানি নাগবনসি কেবটভোগসি যানি অংনানি পি জীবনিকাযানি নো হংতবিযানি (।) অঠমীপখাযে চাবুদসাযে পংনডসাযে তিসাযে পুনাবসুনে তীসু চাতুংমাসীসু সুদিবসাযে গোনে নো নীলখিতবিযে অজকে এডকে সূকলে এবাপি অংনে নীলখিযতি নো নীলখিতবিযে (।) তিসাযে পুনাবসুনে চাতুংমাসিযে চাতুংমাসিপখাযে অশ্বসা গোনসা লখনে (লখনে) নো কটবিযে (।) যাবসডুবীসতিবস (সডবীসা-বিসা) অভিসিতেন মে এতাযে অংতলিকাযে পংনবীসতি বংধনমোখানি কটানি (।)"

মর্ম্মার্থ,—'দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ কহিতেছেন,—আমার অভিষেকের ষড়বিংশ বর্ষে আমি নিম্নলিখিত প্রাণিগণের প্রাণহিংসা রহিত করিলাম; যথা,—শুক, সারিকা, অরুণ, চক্রবাক, হংস, নন্দীমুখ, গিলাট বা গৈরাট, জতুকা, অম্বাকপীলিকা, কূর্ম্ম (দাদি), অনস্থিক মৎস্য, বেদবেয়ক, গঙ্গাপুপুটক, সঙ্কুজ মৎস, কফটসায়ক (কচ্ছপ), পর্ণশশ (সজারু), সমরমৃগ, ষণ্ড, ওকপিণ্ডক (বানর), পলাশট (গণ্ডার), শ্বেতকপোত, গ্রামকপোত, এবং অখাদ্য ও অব্যবহার্য্য সর্ব্ববিধ চতুষ্পদ জন্তু। অজকা (ছাগী), এড়কা (ভেড়ী) এবং শূকরী গর্ভবতী অথবা দুগ্ধবতী অবস্থায় হত্যা করিবে না। তাহাদের শাবক ছয় মাস বয়স না হইলে তাহারা অবধ্য। কুক্কুটও অবধ্য—তাহাদিগকে কেহ বধ করিবে না। জীবন্ত প্রাণীকে তুষানলে দগ্ধ করা নিষিদ্ধ। বনবাসী প্রাণীর প্রাণসংহার জন্য অথবা অন্য কোনও অভিপ্রায়ে অরণ্য দগ্ধ করিবে না। এক প্রাণীর প্রাণ নষ্ট করিয়া অপর প্রাণী পোষণ করিবে না। চাতুর্ম্মাস্যের প্রতি পূর্ণিমা দিবসে, পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা তিথিতে, চতুর্দ্দশী অমাবস্যা অথবা প্রতিপদে এবং প্রতি উপোসথ দিবসে, কেহ মৎস্য বধ বা মৎস্য বিক্রয় করিতে পারিবে না। ঐ সকল দিবসে নদী-হ্রদ-তড়াগ পুষ্করিণী-অরণ্য প্রভৃতি হইতে কেহ কোনও প্রাণীর প্রাণহানি করিতে পারিবে না। শুক্লপক্ষের অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমায় এবং কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যায় পুষ্যা ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত দিনে এবং প্রতি চাতুর্ম্মাস্যের উপোসথ পর্ব্ব-দিবসে, প্রতিপদ তিথিতে কেহ কদাচ বৃষ, মেষ, ছাগ ও শূকর প্রভৃতি প্রাণীর শরীরে কোনরূপ পীড়া জন্মাইতে পারিবে না। পুষ্যা এবং পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা তিথিতে, প্রতি চাতুর্ম্মাসিক শুক্লপক্ষে এবং চাতুর্ম্মাসিক পূর্ণিমার পর কৃষ্ণ-প্রতিপদ তিথিতে উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা কেহ কদাচ অশ্ব বা বৃষ চিহ্নিত করিতে পারিবে না। আমার অভিষেকের ষড়-বিংশতি বর্ষের মধ্যে আমি অন্ততঃ পঁচিশ বার বন্দীদিগকে মুক্তিদান করিয়াছি।' জীবহিংসা নিবারণকল্পে অশোকের যে সকল বিধি-বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে যুগপৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে হৃদয় আপ্লুত হয়। অশোক-প্রবর্ত্তিত জীবহিংসামূলক এই নীতি-পরম্পরার উল্লেখে বৌদ্ধভিক্ষুগণ বলেন,—অশোক তাঁহার রাজ্য-মধ্যে প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে ভিন্নমত দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন,—'প্রাণদণ্ড রহিত করিবার বিষয় তাঁহার হৃদয়ে কদাচ উদয় হয় নাই। লিপি-সমূহে তাঁহার উক্তি হইতে প্রতিপন্ন হয়, তিনি মৃত্যুদণ্ডকে অপরিবর্জ্জনীয় বলিয়া মনে

করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার তীব্রতা ও বিভীষিকা হ্রাসের পক্ষে তিনি চেষ্টা পাইয়াছিলেন। শাসনকর্ত্তৃগণের উপর প্রাণদণ্ডের আদেশ ছিল বটে; কিন্তু তদ্বিষয়ে তিনি রাজকীয় বিশেষ ক্ষমতা পরিচালন করিয়া প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিতে পারিতেন। প্রতি বৎসর রাজ্যাভিষেক উৎসবের দিনে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত সেই সকল বন্দীদিগকে মুক্তি দিতেন। অভিষেকের সপ্তবিংশ বর্ষে অশোক এই মর্ম্মে এক ঘোষণা-বাণী প্রচার করেন যে, 'মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে পরলোকের জন্য প্রস্তুত হওয়ার উদ্দেশ্যে তিন দিনের সময় দিতে হইবে।' যাহা হউক, সমগ্র প্রাণিজগতের হিতসাধনই অশোকের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্যেই তাহার প্রাণিহিংসা নিবারণের প্রয়াস দেখিতে পাই।

প্রাণিজগতের হিতসাধন অশোকের মূলমন্ত্র ছিল। সেই শিক্ষায়—সেই দীক্ষায়, তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তিনি কর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন,—তিনি পরলোক মানিতেন। তাই তাঁহার লিপি-সমূহে পরলোকের বিষয় পুনঃপুনঃ উল্লিখিত দেখিতে পাই। তাঁহার মতে স্বর্গ মানবের একমাত্র লক্ষ্য; সৎকর্ম্মের ফলে মানব পরকালে স্বর্গে গমন করে,—ইহাই তাঁহার প্রধান শিক্ষা। তাঁহার লিপিতে এক স্থলে দেখিতে পাই, তিনি ঘোষণা করিয়াছেন,—'ক্ষুদ্র হউক, মহৎ হউক, আপন আপন কর্ম্ম দ্বারা সকলেই স্বর্গলোকে স্বর্গ প্রাপ্ত হইতে পারিবে।' তাঁহার নিজের জীবনেও এ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। তাই তিনি বলিতেছেন,—'প্রিয়দর্শী রাজার সকল অনুষ্ঠানই পারলৌকিক মঙ্গল-কামনায়। পাপ—লোকের একমাত্র বিপদ; সকলে সেই পাপরূপ বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করুন,—ইহাই তাঁহার ঐকান্তিক কামনা। মহৎ ক্ষুদ্র—সকলেরই পক্ষে একান্ত চেষ্টা ও সর্ব্বত্যাগ ব্যতীত বিপন্মুক্তি সম্ভবপর নহে। ঐকান্তিক ধর্ম্মানুরাগ, আত্মানুশীলন, শুশ্রূষা, ধর্ম্মভীরুতা এবং অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক অধ্যবসায় ব্যতীত ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক মঙ্গল সাধন একান্ত দুর্লভ।' অশোক পরজীবনে বিশ্বাস করিতেন বলিয়াই তিনি পুনর্জন্ম নিবারণে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ইহা যে প্রকৃত বৌদ্ধভাব, তাহা বলাই বাহুল্য। অপরাপর লিপি-সমূহে অশোকের ধর্ম্মমত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত রহিয়াছে। ঈর্ষা, অধ্যবসায়-নিষ্ঠুরতা, নম্রতা, অসহিষ্ণুতা, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা প্রভৃতি সাফল্য-লাভের অন্তরায় বলিয়া কথিত হয়। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের প্রবর্ত্তিত সেই ভাবপ্রবাহ বিপুল এবং তাহার মর্ম্মস্থান নিম্নে প্রদত্ত হইল; যথা,—

> "পিয়দসি লা(জা) মাগ(ধে) সংঘং অভিবাদেতূনং আহা অপাবাধতং চ ফাসুবিহালতং চা (।) বিদিতে বে ভংতে আবতকে হমা বুধসি ধংমসি সংঘসীতি গালবে চং পসাদে চ (।) এ কেচি ভংতে ভগবতা বুধেন ভাসিতে সবে সে সুভাসিতে বা এচু খো ভংতে হমিয়ায়ে দিসেয়া হেবং সধংমে চিলঠিতীকে হোসতীতি অলহামি হকং তং বতবে (।) ইমানি ভংতে ধংমপলিয়ায়ানি বিনয়-সমুকসে (,) অলিয়বসানি অনাগতভয়ানি মুনিগাথা মোনেয়সুতে উপতিসপসিনে এ চা লাঘুলোবাদে মুসাবাদং অধিগিচ্য ভগবতা বুধেন ভাসিতে এতানি ভংতে ধংমপলিয়ায়ানি ইছামি (,) কিংতি বহুকে ভিখুপায়ে চা ভিখুনিযে

চা অভিখিনং সুনয়ু চা উপধালেয়েযু চা (।) হেমং এবা উপাসকা চা উপাসিকা চা (।) এতানি ভংতে ইমং লিখাপয়ামি অভিহেতং ম জানংতু তি।"

মর্ম্মার্থ,—'মগধদেশীয় শ্রমণগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাদের সুখস্বাস্থ্য কামনা করিয়া দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী কহিতেছেন,—হে ভদন্তগণ, বুদ্ধ, সঙ্ঘ এবং ধর্ম্মের প্রতি আমার ঐকান্তিক ভক্তি এবং অনুরাগের বিষয় আপনারা অবগত আছেন। ভগবান তথাগত বুদ্ধদেব যাহা কহিয়াছেন (অর্থাৎ যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন), তাহা সুভাষিত। তৎসমুদায় অবগত করান (লোকসমাজে প্রচার করা) আমি আবশ্যক বলিয়া মনে করি। সুধর্ম্ম চিরকাল স্থায়ী হয়। আমি সেই সধর্ম্ম (বা সদ্ধর্ম্ম) বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছি। 'বিনয় সমুকস', 'অলিয়বসানি', 'অনাগতভয়ানি', 'মুনিগাথা', 'মোনেয়সূতে' 'উপতিসপসিনে' (উপতিষ্য প্রশ্ন) এবং 'লাঘুলোবাদে মুসাবাদং অধিগিচ্য' (অসত্য নির্ণয় মূলে রাহুলের প্রশ্ন-সমূহ)—এতৎসমুদায় ধর্ম্মের সূত্র,—এইগুলিই ধর্ম্মের পর্য্যায় মধ্যে গণ্য। ভগবান তথাগত বুদ্ধদেব কর্তৃক এই ধর্ম্মসূত্রই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীগণ সেই সকল ধর্ম্মসূত্র সর্ব্বদা শ্রবণ করেন এবং তদনুসারে কার্য্য করেন,—ইহাই আমার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা। উপাসক এবং উপাসিকাগণও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হন—ইহাও আমার ইচ্ছা। হে ভদন্তগণ, প্রকৃতিপুঞ্জের নিকট আমার এই অভিলাষ বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য এই লিপি উৎকীর্ণ করিলাম।' ভাবরার এই অনুশাসন হইতে রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাটের প্রকৃত মনোভাব অবগত হওয়া যায়,—ঐতিহাসিকগণ এইরূপ অনুমান করেন। অশোক পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করিতেন। তিনি মনে করিতেন, স্বর্গগত আত্মা কর্ম্মফলে কীট-পতঙ্গাদি রূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারে, আবার কীটপতঙ্গাদিও কর্ম্মবলে দেবত্ব-লাভে সমর্থ হয়। কর্ম্ম দ্বারাই মানুষের পুনর্জ্জন্ম নিরুদ্ধ হইতে পারে। তদ্ভিন্ন, সংসার-ভোগ এবং জন্মমৃত্যু নিরোধের অন্য উপায় নাই। এ হিসাবে আত্মার ব্যক্তিত্ব স্বীকার করা হয়। আলস্য, বিলাসিতা, বিনয় এবং নীতির গ্লানি প্রভৃতি নৈতিক বিপদ বলিয়া অভিহিত। কর্ম্মের দ্বারা আত্মোৎকর্ষ-সাধনে সে বিপদ দূরীভূত হইতে পারে। কিবা শারীরিক কিবা মানসিক, সকল বিপদই কর্ম্মফল দ্বারা দূর করিতে হইবে। অশোকের নীতির এক প্রধান লক্ষ্য—সর্ব্বত্র সমদর্শন। সর্ব্বজীবে সমদর্শনের জন্য অশোক লিপি-সমূহ ঘোষণা করিয়াছেন। সকলের সকল ধর্ম্মেই অশোকের সমদৃষ্টি ছিল,—দ্বাদশ গিরিলিপিতে তাহা জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। *

---

* এতৎসম্বন্ধে কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভিন্নমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন,—অশোকের রাজত্বকালে বিভিন্ন ধর্ম্মমত ভারতবর্ষে ছিল না। খৃষ্টধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, জোরওয়াষ্টারের ধর্ম্ম তখনও সমুদ্ভূত হয় নাই; অথবা ঐ সকল ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণও তখন জন্মগ্রহণ করেন নাই। তখন একমাত্র হিন্দুধর্ম্মই প্রবল ছিল এবং তাঁহাদের মধ্যেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। অধুনাতন কালের ন্যায় হিন্দুগণ তখনও স্বাধীন চিন্তায়—স্বাধীন ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁহাদের কোনও সম্প্রদায় আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব মান্য করিতেন; আবার কোনও সম্প্রদায় তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন। হিন্দুদের মধ্যে তখনও এমন কোনও সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় নাই, যাহারা মহম্মদ, বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, জোরওয়াষ্টার প্রভৃতির ন্যায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে একই সনাতন মতের

অশোক মনে করিতেন,—জৈনই হউক, বৌদ্ধই হউক, হিন্দুই হউক,—সকল ধর্ম্মেরই মূল-সূত্র এক অভিন্ন। সকলেরই লক্ষ্য সেই এক—আত্মজয় এবং পবিত্রতা। সুতরাং কি জৈন, কি ব্রাহ্মণ, কি বৌদ্ধ – সকলকেই তিনি সমদৃষ্টিতে দেখিতেন। সত্য বটে তিনি বৌদ্ধ-বিহার এবং বৌদ্ধ-মন্দিরাদিতে মুক্তহস্তে প্রভূত অর্থ-সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে হীন-চক্ষে দেখিতেন, তাহা নহে; পরন্তু তিনি ব্রাহ্মণ এবং জৈনধর্ম্মাবলম্বীর সম্বন্ধেও নিঃসঙ্কোচে দানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, সম্ভবতঃ এই সমদর্শনের জন্যই অশোক ব্রাহ্মণগণকে মর্ত্ত্যের দেবতা বলিয়া স্বীকার করিতেন না। রূপনাথের গিরিলিপি হইতে প্রতিপন্ন হয়, সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া [illegible] অশোক নূতন [illegible] প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"ইমায় কালায় জম্বুদীপসি অমিসা দেবা হুসু তে দানি মিসকটা।" সেই জন্য, ব্রাহ্মণদিগকে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত একই আসনে পরিস্থাপিত করায়, ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্যে [illegible] হয় না। যাহা হউক, অশোকের অনুশাসন-সমূহ পাঠে স্পষ্টই তাঁহার উদারনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। সকলের সকল ধর্ম্মই সমান, সকলেরই মূলে [illegible] লক্ষ্য এক অভিন্ন, সকলের সকল ধর্ম্মেরই মূলমন্ত্র আত্মসংযম, আত্মজয় এবং মানসিক পবিত্রতা সাধন। মূলবিষয়ে এইরূপ সাদৃশ্য-হেতু কোনও সম্প্রদায়ই পরস্পরের প্রতি [illegible] উৎপাদন না করে,—অশোক তাঁহার দ্বাদশ গিরিলিপিতে সেইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। অশোক স্বয়ং এই নীতি অনুসারে কার্য্য করিতেন,—সকলের প্রতি তিনি সমান [illegible] প্রদর্শন করিয়া সকল সম্প্রদায়কেই দানাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিতেন। তাঁহার [illegible] লিপিতে আজীবকগণের * দানের বিষয় উল্লিখিত আছে। কিন্তু জৈনদিগের দানের বিষয় ঐ জাতীয় কোনও লিপিতে উল্লিখিত নাই। তাই মনে হয়, সম্ভবতঃ তৎসংক্রান্ত লিপি-সমূহ আজিও পর্য্যন্ত

বিভিন্নরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন মাত্র। মূল বৌদ্ধধর্ম্ম এবং জৈনধর্ম্ম—উভয়ই হিন্দুধর্ম্মের শাখা-বিশেষ। হিন্দুধর্ম্মের সন্ন্যাসিগণের প্রবর্ত্তিত বিভাগদ্বয় বলিয়াও জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মকে অভিহিত করা যাইতে পারে। কালক্রমে যদিও ঐ দুই ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল; তথাপি ঐ দুই ধর্ম্ম যে হিন্দুধর্ম্মেরই শাখা এবং প্রতিরূপ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। *Vide*, V. A. Smith *Asoka, the Buddhist Emperor of India*, p. 34. এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত আলোচনা পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ড "পৃথিবীর ইতিহাসে" দ্রষ্টব্য।

* ব্রাহ্মণদিগের একটী সম্প্রদায় 'আজীবক' নামে অভিহিত হইত; তাঁহারা নারায়ণ-পূজার উপাসনা করিতেন। তাঁহাদিগকে এক হিসাবে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে। নারায়ণ তাঁহাদের আরাধ্য দেবতা। আজীবক সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণগণ নারায়ণকেই প্রধান দেবতা বলিয়া মান্য করিতেন। বৌদ্ধ-গ্রন্থাদিতে ব্রাহ্মণগণের এই সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। আজীবকগণকে নগ্ন-পরিব্রাজক বলিয়া বুদ্ধঘোষ বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহারা গোময় ভক্ষণ করিতেন এবং কঠোর সাধনাকে তাঁহারা মোক্ষ-লাভের উপায় বলিয়া ঘোষণা করিতেন। নন্দবৎস, কৃশসংকৃচ্ছ, এবং মস্করিগোশাল প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া অভিহিত হন। বরাহমিহির, কুমারদাস এবং দিগম্বর জৈনগণের গ্রন্থে আজীবকদিগের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। বুলার এবং কার্ণ প্রমুখ পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ, আজীবকগণকে বৈষ্ণব নামে অভিহিত করিয়াছেন।

মর্ম্মার্থ,—'দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী এইরূপ কহিতেছেন,—(আমার প্রকৃতিপুঞ্জ) পিতামাতার সেবা করিবে, জীবের জীবনের পবিত্রতার এবং গুরুত্বের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবে। সর্ব্বদা সত্য বলিবে। এই সকল গুণ-সমন্বিত, ধর্ম্মনীতি প্রবর্তন করা একান্ত আবশ্যক। অন্তেবাসিগণ আচার্য্যের সেবায় নিযুক্ত হইবে, জ্ঞাতি (বন্ধু) গণের প্রতি নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করিবে। পূর্ব্বতন ধর্ম্মবিধির ইহাই মূল-সূত্র। এই ধর্ম্মের সাধনায় লোকে দীর্ঘায়ু লাভ করা যায়। এই নীতি যাহাতে অনুসৃত হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য। পদ নামক লিপিকর কর্তৃক এই লিপি লিখিত হইল।' অশোকের রাজ্যকালে দান রূপ সৎকার্য্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন,—"নাস্তি এতারিসং দানং যারিসং ধংমদানং ধংমসংস্তবো বা ধংমসংবিভাগো চ ধংমসংবধো চ।" অর্থাৎ,—ধর্ম্মদানের ন্যায় দান নাই, ধর্ম্মপরিচয়ের ন্যায় পরিচয় নাই, ধর্ম্ম-সংবিভাগের ন্যায় সংবিভাগ নাই, ধর্ম্মসম্বন্ধের ন্যায় সম্বন্ধ নাই।* দানধর্ম্মের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইলেও ধর্ম্মদানের প্রাধান্যই এস্থলে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। সেই দানই শ্রেষ্ঠ—সেই দানই সাত্ত্বিক দান। তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম দান ইহকালে পরকালে আর কিছুই নাই। অশোকের ধর্ম্মনীতির ইহাও এক মূল সূত্র। অশোক আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াপদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন না। আচার-নীতিকেই তিনি শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াপদ্ধতি, বেদবিহিত যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান—বিশেষ ফলপ্রদ হয় না; অপিচ তাহাদের গুণ-সামর্থ্যও অকিঞ্চিৎকর। প্রকৃতি-পুঞ্জের মধ্যে ধর্ম্মনীতির প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধিই প্রকৃত সাত্ত্বিক দান-পর্য্যায়ভুক্ত; সেইরূপ, ধর্ম্ম-নীতির উৎকর্ষ-সাধনই প্রকৃত আচার-অনুষ্ঠান পদবাচ্য। দয়া, ধর্ম্ম, শ্রদ্ধা, ভক্তি, আত্মপরীক্ষা, আত্মসংযম প্রভৃতি সেই আচারের পর্য্যায়ভুক্ত। নবম শিলালিপিতে অশোক তাই বলিয়াছেন,—"অয়ং তু মহাফলে মংগলে য ধংমমংগলে।... সাধু দানং ইতি (।) ন তু এতারিসং অস্তি দানং ব অনগহে ব যারিসং ধংমদানং ব ধংমানুগহো ব।... ইদং কচং ইদং সাধ ইতি ইমিনা সকং স্বগং আরাধেতু ইতি (।) কি চ ইমিনা কতবাতরং যথা স্বগারধি (।)" এইরূপ, বিবিধ নীতি প্রচারে প্রকৃতিপুঞ্জের অন্তরের উৎকর্ষ সাধনের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য ছিল। অন্তর নির্ম্মল করিয়া পবিত্রতার দিকে অগ্রসর করিবার পক্ষে সর্ব্বদা তিনি চেষ্টা করিতেন। যাহা হউক, অশোকের নীতি-সমূহ পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে প্রতীত হয়, গৌতম বুদ্ধের উপদিষ্ট নীতি ব্যতীত তিনি অন্য কোনও নীতি প্রবর্ত্তিত করেন নাই। তাঁহার অনুশাসন-সমূহ বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত উপদেশের সারাংশ মাত্র। জ্ঞান, ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া, সত্য, সরলতা, বিনয়, উদারতা—বৌদ্ধধর্ম্মের

---

* ঐতিহাসিকগণ বলেন,—ক্রমওয়েলও এই নীতির অনুবর্ত্তী ছিলেন। 'সেণ্ট ইভস' হইতে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই ভাবই পরিব্যক্ত হইয়াছে। ক্রমওয়েলের সেই পত্রের কিয়দংশ,—"Building of hospitals provides for men's bodies; to build material temples is judged a work of piety; but they that procure spiritual food, they that build up spiritual temples, [illegible] the men truly charitable, truly pious."—Letter dated January 11, [illegible] [illegible]le's edition, quoted in V. A. Smith's *Early History of India*, p. 179.

যে নীতিতত্ত্ব-সমূহ ভগবান বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক বিবৃত হইয়াছিল, অশোকের লিপি-সমূহে তাহারই মূল-সূত্র-প্রচারিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তিনি কোনও নূতন মত বা নূতন প্রথা প্রবর্ত্তনের প্রয়াস পান নাই। যুক্তিতর্কের সাহায্য ব্যতীত সংসারে যে-তত্ত্বগুলি সত্য স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে, অশোক তাহারই বিবৃতি করিয়াছিলেন মাত্র। নচেৎ, তিনি যদি কোনও নূতন মতের প্রবর্ত্তনা করিতে যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নানা যুক্তিতর্কের অবতারণায় সে মত প্রতিষ্ঠা করিতে হইত। কিন্তু তাঁহার প্রবর্ত্তিত লিপি ও অনুশাসন সমূহে সেরূপ কোনও প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায় না। মানবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত স্বতঃসিদ্ধ সদ্‌গুণরাজি বিকশিত করিয়া এক অখণ্ড প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিবার প্রয়াস তাঁহার প্রতি লিপিতেই দেখিতে পাই। সেই জন্যই তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মনীতি সমূহ, নভোমণ্ডলের ন্যায় উদার, নির্ম্মল ও বিশ্বপ্রসারী। মানুষের যাহা কল্যাণপ্রদ, মানুষের যাহা অবশ্য-করণীয়, অতি সহজ ও সরল ভাষায় অশোক তাহাই পরিব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম ও নীতির যে আদর্শ মূল-সূত্র স্মরণাতীত কাল হইতে এই ভারতভূমে প্রচারিত ছিল, তাহাই বৌদ্ধপ্রভাবে বিপুষ্ট হইয়া অশোকের অনুশাসন-সমূহে স্থানলাভ করিয়াছিল। উহা কেবল এক বৌদ্ধগণের অথবা এক হিন্দুগণের, অথবা এক জৈনগণের, কিংবা এক ব্রাহ্মণগণের সম্পত্তি নহে। উহা জগতের সকল জাতির সকল ধর্ম্মের সাধারণ সম্পত্তি। বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত সকল ধর্ম্মগ্রন্থেই অশোক-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিধির মূল-সূত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। পিতৃমাতৃভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধাপ্রীতি, সুহৃদ ও আত্মীয়গণের উপকার, সাধুসজ্জনের সেবা, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দান, অহিংসা, দয়া, সত্যপরায়ণতা, জীবের জীবনের পবিত্রতা সংরক্ষণ, ধর্ম্মানুরাগ, আত্মোৎকর্ষ-সাধন, আত্মসংযম, আত্মপরীক্ষা, ক্ষমা, বিনয়, উদারতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজির প্রাধান্য এবং মাহাত্ম্য সর্ব্বকালে সর্ব্বসময়েই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। যাহাতে জীব ঐ [illegible] হয়, জ্ঞানে ও ধর্ম্মে উন্নতি লাভ করিতে পারে, মানুষ যাহাতে সকল সদ্‌গুণে [illegible] পারলৌকিক মঙ্গল-সাধনে যাহাতে স্বর্গলাভে অধিকারী দেবতায় পরিণত হয়, ঐহিক এবং [illegible]। লোকের চরিত্রোন্নতির এবং ধর্ম্ম- [illegible] হইতে পারে,—রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের নীতির ইহাই প্রথম ও প্রধান [illegible] নিজ জীবনের দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রকৃতিপুঞ্জ স্ব স্ব জীবনে উক্তবিধ নীতিসমূহ পালন করিয়া যাহাতে উন্নত ও দেবোপম হইতে পারে, অশোকের প্রাণ অনুক্ষণ সেই ধ্যানে—সেই চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য—সেই ব্রত উদযাপনের অভিপ্রায়ে, অশোক আপন রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মোপদেশ প্রদানের জন্য সভ্যাধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ের আধ্যাত্মিক অমৃত উৎস; বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী সে উৎসের স্নিগ্ধ পীযূষ-ধারা। সেই পীযূষ-ধারা প্রতি নরনারীকে পান করাইবার অভিপ্রায়ে, সেই পীযূষ-ধারা-পানে প্রতি নরনারীর হৃদয়ে আনন্দের অনন্ত প্রস্রবণ প্রবাহিত করাইবার উদ্দেশ্যে, তিনি প্রাণের ভাষায় প্রাণের কথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। মহাতপা মহামনা বুদ্ধদেব বহুকালব্যাপী কঠোর সাধনার ফলে যে মহাবাণী নির্ঘোষিত করিয়াছিলেন, সে বাণী—সে নীতি স্বতঃসিদ্ধ সত্যের উপর

প্রতিষ্ঠিত। তাই প্রকৃতি-পুঞ্জকে সেই ভাবের ভাবুক করিতে,—সেই আলোকে তাহাদের হৃদয় আলোকিত করিতে, তাঁহাকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। তাই প্রকৃতপুঞ্জ নির্বিচারে নিরাপত্তে সে স্বতঃসিদ্ধ সত্যের আলোক গ্রহণ করিয়াছিল। বুদ্ধদেবের নীতি-উপদেশে যেমন কর্ম্মের প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাঁহার উপদেশে যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব বিঘোষিত হয় নাই; অশোকের প্রবর্ত্তিত নীতিবিধিও সেইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে নীরব থাকিয়া এবং কর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া, সংসারে সত্যের বিমল আলোক বিকীরণ করিয়াছে। অশোক পরলোকে এবং পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করিতেন বটে; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতি অথবা তাঁহার কৃপার প্রতি তাঁহার আস্থা ছিল না। তিনি কর্ম্মবাদী ছিলেন। ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক সুখসাধনে তিনি কর্ম্মের প্রাধান্যই কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। পুণ্যভূমি ভারতভূমে কত কত উন্নত-চরিত্র মহামনা রাজন্যবর্গ আপন আপন কর্ম্মবলে জগতে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, রাজচক্রবর্ত্তী অশোকও তাঁহার কর্ম্মবলে ধর্ম্মবিধির প্রবর্ত্তনায় আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব বিঘোষণ, কিংবা যাজ্ঞিক ক্রিয়া-কর্ম্মাদির মহিমা কীর্ত্তন—অশোকের কোনও লিপিতেই দৃষ্ট হয় না। তিনি কর্ম্মী ছিলেন;—কর্ম্মের প্রাধান্যই তিনি কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ন্যায় অশোকের ধর্ম্মবিধিও চিরনূতন, অথচ তাহা চিরপুরাতন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিধি-সমূহ তাঁহার প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচায়ক—তাঁহার প্রকৃত গৌরবের নিদর্শন। উহা চিরনূতন, উহা চিরসত্য, উহা চিরশান্তিপ্রদ।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে অশোকের কীর্ত্তি চিরসমুজ্জ্বল রহিয়াছে। ঐতিহাসিক জগতে তাঁহাকে একজন যুগপ্রবর্ত্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যতদিন চন্দ্রসূর্য্যের উদয় হইবে, অশোকের কীর্ত্তিগাথা ততদিন উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। তাঁহার আদর্শ কীর্ত্তিগাথা স্মরণে জগৎ চিরদিনই আনন্দে ও বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইবে। অশোকের আদর্শ-চরিত্র বিশ্লেষণে বুঝিতে পারি, তিনি গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসী ছিলেন;—রাজভোগ্য বিলাসব্যসনে পরিবৃত হইয়াও সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। তাঁহাতে একাধারে রাজোচিত জ্ঞানের এবং শ্রমণোচিত পবিত্রতার সমাবেশ ছিল। যদিও তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব ঘোষণা করেন নাই; তথাপি তিনি এই ভারত-সাম্রাজ্যকে ধর্ম্মরাজ্যে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আর সে ধর্ম্ম-রাজ্যের প্রকৃতিপুঞ্জকে ধর্ম্মপথে পরিচালন করিবার জন্য রাষ্ট্রনিয়ন্তা অশোক ভাগ্য-বিধাতার আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক মানুষ কর্ম্ম দ্বারা আপন আপন মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করিবে, আর আপন আপন কর্ম্মের ফল ভোগ করিবে। তাঁহার জীবনের মূল সূত্র ছিল,—"পকমসি হি এস ফলে নো চ এসা মহততা পাপোতবে (।) খুদকেন হি ক পি পকমমিনেন সকিয়ে বিপুলে পি স্বগে আরোধবে (।) এতিস অঠায চ সাবনে কটে। খুদকা চ উড়ালা চ পকমংতু তি (।)" অর্থাৎ,—সাধনায়ই সিদ্ধি লাভ হয়। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। চেষ্টার দ্বারা ক্ষুদ্র মহৎ সকলেরই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। কেবল মহাত্মগণ বলিয়া নহে, চেষ্টা করিলে ক্ষুদ্রও স্বর্গসুখের অধিকারী হয়। সুতরাং ক্ষুদ্র মহৎ

অশোকের চরিত্র।

সকলেই চেষ্টান্বিত হউক,—এই অভিপ্রায়ে এই নীতি বিঘোষিত হইল। ভক্তি, দয়া, কারুণ্য, সত্যবাদিতা এবং সহানুভূতি প্রভৃতি ধর্ম্মবিধির তিনি উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন; আর অশ্রদ্ধা, নিষ্ঠুরতা, অসত্যবাদিতা এবং একদেশদর্শিতা প্রভৃতি অধর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছিল। অশোক কেবল নীতিবিধায়ক ছিলেন না; তিনি বিগ্রহ ও শান্তি প্রভৃতি বিষয়ক নীতিতেও পারদর্শী ছিলেন। তিনি যে একজন আদর্শ মানুষ এবং আদর্শ সম্রাট ছিলেন,—তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। নীতি-প্রচারে অশোক যে কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সদুদ্দেশ্যেরই সূচনা করিতেছে। জীবহিতসাধন তাঁহার মূল মন্ত্র ছিল; সে মন্ত্রের সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন,—গৃহে থাকিয়াও কিরূপে সন্ন্যাসী হওয়া যায়, ভোগবিলাসের মধ্যে থাকিয়াও কিরূপে সর্ব্বত্যাগী হইতে পারা যায়। তাঁহার শুভকর্ম্মের সুফল তাই জগৎ আজি পর্য্যন্ত মহা-আনন্দে উপভোগ করিতেছে। তাঁহার বাক্যাবলি যদিও অতীতের অন্ধতম গর্ভে লুক্কায়িত রহিয়াছে, কিন্তু লিপি-সমূহের নীরব ভাষায় তাঁহার মহত্ত্বের এবং ঐকান্তিকতার যে বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত হইতেছে, তাহার আর তুলনা হয় না। অশোক অমিত অধ্যবসায়ী এবং অক্লান্ত পরিশ্রমী আদর্শ নরপতি ছিলেন। স্থান-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের অভাব-অভিযোগ নিয়ত শ্রবণ করিতেন; তথাপি তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া কহিতেন,—'হায়, একদিনও আমি আমার চেষ্টায় এবং কর্ম্মপটুতায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না!' তিনি যে অমিতপরিশ্রমী ছিলেন, তাঁহার এতদুক্তি হইতেই তাহা সপ্রমাণ হয়। তিনি তাঁহার প্রবর্তিত নীতির অনুসরণে কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অমৃত উৎস উৎসারিত করিয়াছিলেন। সিদ্ধিলাভ হউক বা না হউক, ধর্ম্ম-সাধনায় তাঁহার জীবন-মন উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। তিনি কর্ত্তব্য পালনের এক উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কলিঙ্গ-বিজয়ের পর তিনি ঘোষণা করেন,—'যদি কেহ আমার অনিষ্ট করিতে উদ্যত হয়, ধৈর্য্যের শেষ সীমা পর্য্যন্ত আমি তাহা সহ্য করিব।' লোকের চরিত্রোন্নতির এবং ধর্ম্মপরায়ণতা-বৃদ্ধির জন্য, লোককে নিষ্পাপ এবং ধর্ম্মপরায়ণ করিবার অভিপ্রায়ে, অশোক ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়াছিলেন। এক দিকে দেশের উন্নতি এবং শান্তিরক্ষা, অন্য দিকে প্রকৃতিপুঞ্জের আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধন—অশোকের আদর্শ-চরিত্রের এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বয়ং যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, রাজ্যের ক্ষুদ্রতম প্রাণী পর্য্যন্ত যাহাতে সে সত্য নিজ জীবনে ধারণ করিয়া উন্নতির পথে পরিচালিত হয়, তৎপক্ষে অশোক আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় জনহিত-পরায়ণ নরপতি এ সংসারে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। স্তম্ভ ও শিলা সমূহে অঙ্কিত লিপি নীরব ভাষায় তাঁহার যে কীর্ত্তি-কথা ঘোষণা করিতেছে, তাহা পাঠ করিয়া কাহার হৃদয় না আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়? তিনি মানুষ হইয়াও দেবতার আসন পাইবার উপযুক্ত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁহাকে রোম-সম্রাট কনষ্টাণ্টাইনের সহিত তুল্যাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু অশোক যে তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার উপযুক্ত, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

নবম পরিচ্ছেদ।

———:•:—:•:———

অশোকের অনুশাসন।

[ইতিহাসের লক্ষ্য ;—ইতিহাসে লিপির স্থান,—অশোকের ইতিহাস, তাঁহার লিপি-সমূহ পরিব্যক্ত ;—লিপির বিভাগ-সমূহ,—স্থান-ভেদে তাহার আটটি বিভাগ,—গিরিলিপি, ক্ষুদ্র গিরিলিপি, স্তম্ভলিপি, ক্ষুদ্র-স্তম্ভলিপি ;—বিভাগের পরিচয় :—লিপির সংখ্যা,—চতুর্দ্দশ গিরিলিপি,—লিপি-সমূহের অবস্থান-নির্দ্ধারণ ;—চতুর্দ্দশ গিরিলিপি এবং তাহাদের মর্ম্মানুবাদ.—যৌগড় লিপিদ্বয়,—ধৌলিলিপি ;—ক্ষুদ্র গিরিলিপি,—রূপনাথ, সাসারাম প্রভৃতি স্থানে উৎকীর্ণ গিরিলিপিসমূহ,—ভাবড়া অনুশাসন,—সিদ্দপুর, ব্রহ্মগিরি, বৈরাট প্রভৃতি স্থানের ক্ষুদ্র গিরিলিপি ;—গিরিলিপি-সমূহে উক্ত আদেশ ;—স্তম্ভলিপি,—সপ্ত স্তম্ভলিপির পরিচয়,—স্তম্ভলিপি এবং তাহাদের মর্ম্মানুবাদ,—দিল্লী মিরাট, দিল্লী সিবালিক, রাধিয়া প্রভৃতি লিপি ;—সারনাথ, রুম্মিনদেঈ, নিগ্লীভ প্রভৃতি স্তম্ভলিপি,—কৌশাম্বী লিপি,—দেবীলিপি,—গুহালিপি,—বরাবর গুহালিপি ;—উপসংহার ।]

প্রাচীন ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহাসিকগণের মতে, নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সে অন্ধকার-জাল ভেদ করিয়া সত্য তথ্য নিষ্কাসন, তাঁহাদের মতে, নিতান্ত দুরূহ। সেই জন্য, সে ইতিহাসের আলোচনায়, তাঁহারা প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভের একটী সীমারেখা নির্দ্দেশ করিয়া লন। আর সেই সীমারেখা নির্দ্দেশের উদ্দেশ্যেই তাঁহারা তুলনামূলক ইতিহাসের পক্ষপাতী হইয়া থাকেন। যাহা

ইতিহাসের লক্ষ্য।

হউক, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ, ইতিহাসের সংজ্ঞানির্দ্দেশে, বিভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এতদুপলক্ষে প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক কোম্‌তের অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি। তাঁহার মতে, চিন্তার তিনটী স্তর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই স্তরপর্য্যায় বিশ্লেষণে তিনি বলিয়াছিলেন,—'চিন্তার প্রথম স্তরে মানুষ জাগতিক ব্যাপার-পরম্পরাকে কোনও এক দৈবশক্তির কার্য্য বলিয়া মনে করে। দ্বিতীয় স্তরে সে কার্য্যকে মানুষ বস্তু-বিশেষেরই গুণ বা শক্তি বলিয়া স্থির করিয়া লয়। তৃতীয় স্তরে, মানুষ সেই ঘটনাবলীর বিজ্ঞানসম্মত কারণ-পরম্পরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।' এ হিসাবে, তিন স্তরের ইতিহাস তিন প্রকার প্রতীয়মান হয়। প্রথম স্তরে যখন সকল ঘটনাকেই কোনও এক অচিন্ত্য-শক্তির কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস হয়, মানুষ তখন তাহাতে অলৌকিকত্বের সমাবেশ করিয়া লয়। কোম্‌তের মতে প্রাচীন জাতির পুরাণ-পরম্পরা সেই প্রথম স্তরের ইতিহাস। দ্বিতীয় স্তরে, বস্তুগত শক্তির অনুভূতিতে মানুষ অলৌকিক কল্পনার কথা ভুলিয়া যায়। তখনকার ইতিহাস—শক্তি-সামর্থ্যের ও বীরত্বের কাহিনীতে পরিপূর্ণ হয়। তৃতীয় স্তরে মানুষ যখন বুঝিতে পারে,—কি কারণে কি ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তখন তাহার ইতিহাস—বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় ;—প্রকারান্তরে তাহাই তখন তাহার সভ্যতার ইতিহাস।

এই তৃতীয় স্তরের ইতিহাস-উদ্ঘাটনই ঐতিহাসিকগণের লক্ষ্য। কিন্তু ভারতের প্রাচীন ইতিহাস-আলোচনা-পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভারতের ইতিহাস—ধর্ম্মের ইতিহাস। ধর্ম্মের পতন ও অভ্যুত্থানের ইতিহাসের সহিত প্রাচীন ভারতের প্রাচীন ইতিহাস অচ্ছেদ্য-বন্ধনে সংবদ্ধ। ভারতের প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলনে তাই ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনার আবশ্যক হয়। সে হিসাবে ইতিহাসের—প্রধানতঃ ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের—এমন কি, সকল দেশের সকল ইতিহাসেরই, সংজ্ঞা নিম্নরূপ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে; যথা,—যাহা লোকশিক্ষার অনুকূল, অর্থাৎ যদ্দ্বারা মানুষ আপনার জীবন-গতি নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে পারে, তাহাই ইতিহাস। সে ইতিহাসে অতীতের উজ্জ্বল চিত্র প্রতিফলিত দেখি;—সে ইতিহাসে অতীতের ভাব-পরম্পরা বিশদীকৃত হয়;—সে ইতিহাসে ভবিষ্যতের পন্থা প্রশস্ত করিয়া দেয়। অতীতের ফলাফল-দর্শনে বর্ত্তমানকে কিরূপভাবে আয়ত্ত করিতে পারিলে ভবিষ্যতে সুফল লাভ হয়, সে ইতিহাসে তাহাই নির্দ্দেশ করে। এই জন্যই ভারতের ইতিহাস—ধর্ম্মের ইতিহাস, এই জন্যই ভারতের প্রাচীন ইতিহাস কখনও দর্শন কখনও বিজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের ইতিহাসকে আমরা শেষোক্ত পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি। প্রাচীন-কালের যে ইতিহাস-বর্ণনায় ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন দুর্গ, স্তূপ, বিহার, অট্টালিকা প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ, জীর্ণ-মন্দিরাদি, প্রাচীন ইষ্টক, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন কারুশিল্প, স্তম্ভলিপি, শিলালিপি এবং অনুশাসন প্রভৃতির প্রামাণ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঐতিহাসিক তথ্য-নির্ণয়ের বিভিন্ন পন্থার মধ্যে বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণের লিখিত বৃত্তান্ত-সমূহ, প্রস্তর-পাত্রে, ধাতু-ফলকে, স্তম্ভ-গাত্রে বা অন্য আধারে খোদিত লিপি ও অনুশাসন-সমূহ, প্রাচীন মুদ্রা এবং গাথা, কাহিনী আখ্যায়িকা, সমসাময়িক সাহিত্য প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়। কিন্তু ঐ সকল প্রমাণের মধ্যে আবার লিপি-সমূহই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ স্বীকার করিয়া থাকেন। সে লিপি—প্রস্তরে, শিলায়, স্তম্ভে, মুদ্রাদিতে অথবা অন্য যে কোনও আধারেই অঙ্কিত হউক না কেন, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। লিপি-সমূহে ভাষার এবং বর্ণমালার পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে, সমাজ, ধর্ম্ম, সভ্যতা, আচার-ব্যবহার, রীতি-পদ্ধতি প্রভৃতির ক্রমবিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। সেইজন্য লিপি-সমূহের সত্যতা এবং ঐতিহাসিকত্ব অবিসম্বাদিতরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। অশোকের ইতিহাস আলোচনায় তাঁহার প্রবর্ত্তিত লিপি এবং অনুশাসন সমূহ ঐতিহাসিকগণের প্রধান অবলম্বন। মহাবংশ, অবদান-গ্রন্থ এবং অন্যান্য পালি এবং বৌদ্ধ জৈনগণের গ্রন্থপত্রে অশোকের জীবন-কাহিনী বিবৃত আছে বটে; কিন্তু কল্পনা-বহুল সেই সকল গ্রন্থের বিবরণ ঐতিহাসিকগণ সর্ব্বত্র প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের মতে পূর্ব্বোক্ত লিপি এবং অনুশাসন সমূহই অশোক-যুগের ইতিহাস বর্ণনায় প্রথম ও প্রধান স্থানীয়। স্তম্ভলিপি-সমূহ-বিশ্লেষণে তাহাই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন। প্রাচীন ভারতের অন্যান্য এলাহাবাদের ন্যায় অশোক-যুগের ইতিহাসও—ধর্ম্মের ইতিহাস। সে ইতিহাসের ভিত্তি ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। অশোকের লিপি এবং অনুশাসন সমূহই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

ইতিহাসে লিপির স্থান।

ঐতিহাসিকগণ বলেন,—প্রাচীন ভারতে রাজচক্রবর্ত্তী অশোকই সর্ব্বপ্রথম লিপি-সমূহ উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। তিনিই ভারতে লিপি এবং অনুশাসন সমূহের প্রবর্ত্তক। তাঁহার পূর্ব্বে ভারতের কোনও নৃপতিই প্রস্তর-গাত্রে অথবা শিলাফলকে কোনও

লিপি-বিভাগ।

লিপি বা অনুশাসন উৎকীর্ণ করিবার প্রয়াস পান নাই। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক প্রবর্ত্তিত লিপি-সমূহই স্তম্ভগাত্রে এবং শিলাখণ্ডে সর্ব্বপ্রথম অঙ্কিত হইয়াছিল। লিপি-অঙ্কনের এ প্রথা ভারতে এই নূতন। এতৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষে ইহার প্রবর্ত্তনার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকগণ আরও বলেন,—প্রাচীন-কালে স্তম্ভগাত্রে এবং শিলাফলকে অনুশাসনাদি উৎকীর্ণ করিবার প্রথা, সকল সভ্যদেশেই প্রচলিত ছিল। স্তম্ভগাত্রে এবং শিলাপৃষ্ঠে অনুশাসনাদি উৎকীর্ণ করিবার উদ্দেশ্য—সেই সকল বিধিবিধান দৃষ্টে জনসাধারণ তাঁহাদের জীবনগতি নির্দ্দেশ করিয়া লইবে; তদ্দ্বারা চরিত্রের উন্নতি সাধিত হইবে;—তাহারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখের অধিকারী হইতে পারিবে। অশোকের লিপি-সমূহ প্রধানতঃ এই লক্ষ্যেই অনুপ্রাণিত। অশোকের লিপি সমূহ সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে; যথা,—গিরিলিপি, ক্ষুদ্রগিরিলিপি, স্তম্ভলিপি, ক্ষুদ্রস্তম্ভলিপি। ঐ লিপি সমূহই অশোকের অনুশাসন নামে অভিহিত হয়। আজি পর্য্যন্ত অশোকের প্রবর্ত্তিত চৌত্রিশটী অনুশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে দশটী মাত্র স্তম্ভলিপি; কিন্তু চীনপরিব্রাজক হুয়েন-সাং অশোক-প্রবর্ত্তিত ষোলটী স্তম্ভলিপির উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ছয়টী আজি পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই;—মাত্র দশটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। যাহা হউক, অশোকের লিপি-সমূহ প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত হইলেও, স্থানভেদে তৎসমুদায় আবার আট ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। লিপি-সমূহের সেই আটটি ভাগের নাম ও বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল; যথা,—

১। গিরিলিপি: এই লিপির সংখ্যা—চৌদ্দটী।

সাতটী বিভিন্ন পাঠ সম্বলিত ঐ চৌদ্দটী লিপি উৎকীর্ণ হয়। সাতটী বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পাঠ সম্বলিত এই সকল লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যে যে স্থান হইতে ঐ সকল লিপি সংগৃহীত হইয়াছে, সেই সকল স্থানের নাম যথাক্রমে এস্থলে উল্লিখিত হইল। (১) পঞ্চনদ বিভাগের পেশোয়ার সহরের উত্তর-পূর্ব্বে, ইউসুফজাই প্রদেশের অন্তর্গত সাহাবাজগিরি নামক স্থানে; (২) পঞ্চনদ-বিভাগের হাজারা জেলার অন্তর্গত মানসেরায়; (৩) যুক্ত প্রদেশের দেরাদুন জেলার কালসী নামক স্থানে; (৪) উড়িষ্যা বিভাগের কটক জেলার অন্তর্গত ধৌলি নামক স্থানে; (৫) মাদ্রাজ বিভাগের অন্তর্গত গঞ্জাম জেলার জৌগড়ে; (৬) বোম্বাই বিভাগে কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত জুনাগড় জেলার সন্নিকটস্থ গির্ণার পর্ব্বতে; (৭) বোম্বাই বিভাগের উত্তরবর্ত্তী থানা জেলার সোপারা নামক স্থানে, পূর্ব্বোক্ত চৌদ্দটি গিরিলিপি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

২। দুইটী বিভিন্ন কলিঙ্গ-অনুশাসন।

(১) ধৌলির গিরিলিপি এবং (২) জৌগড়ের প্রথম ও দ্বিতীয় দুইটী গিরিলিপি, অনুশাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রাদেশিক অনুশাসন বা সীমান্তলিপি নামেও উহা হইয়া থাকে। কলিঙ্গ প্রদেশস্থ ধৌলি এবং জৌগড়ে এই লিপিদ্বয় প্রাপ্ত হওয়া

বুঝিতে বৈজ্ঞানিক ইতিহাস।

৩। ক্ষুদ্র-গিরিলিপি।

বিভিন্ন স্থানে দুইটী বিভিন্ন সংস্করণ-সম্বলিত এই গিরিলিপি-সমূহ উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অধুনা ক্ষুদ্র-গিরিলিপির বিভিন্ন প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে (১) রাজপুতানার অন্তর্গত আলোয়ার রাজ্যের বৈরাট নামক স্থানে একটী, (২) মধ্যভারতের জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত রূপনাথে একটী; (৩) বেহার-প্রদেশের অন্তর্গত সাহাবাদ জেলার সাসারামে একটী, এবং (৪) মহীশূর-রাজ্যের সিদ্ধপুরায় দুইটী ক্ষুদ্র-গিরিলিপির তিনটী বিভিন্ন প্রতিলিপি বা সংস্করণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ আবিষ্কার করিয়াছেন।

৪। ভাবরা অনুশাসন।

রাজপুতানার আলোয়ারের অন্তর্গত বৈরাট বিভাগের সন্নিকটে, ভাবরা নামক স্থানে, রাজচক্রবর্ত্তী প্রিয়দর্শী অশোকের প্রবর্ত্তিত এই অনুশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৫। গুহালিপি।

গয়া-জেলার অন্তর্গত বরাবর পাহাড়ে, তিনটী ভিন্ন ভিন্ন গুহার অভ্যন্তরে, অশোকের তিনটী বিভিন্ন অনুশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, ঐ গুহাত্রয় দান করিবার নিমিত্ত তিনি বিভিন্ন সময়ে ঐ তিনটী অনুশাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

৬। তরাই স্তম্ভলিপি।

এই লিপির সংখ্যা দুইটী। নেপালের পাদভূমে, তরাই প্রদেশের দুইটী বিভিন্ন স্থানে, স্তম্ভগাত্রে এই লিপিদ্বয় উৎকীর্ণ হইয়াছিল। উহার একটী (১) বস্তী জেলার উত্তর দিকে নিগ্লিভার সন্নিকটে এবং অপরটী (২) ঐ বস্তী জেলাতেই রুম্মিনদেবী নামক স্থানে আবিষ্কৃত হয়। স্থানের নামানুসারে প্রথমোক্তটী 'নিগ্লিভ স্তম্ভলিপি' এবং দ্বিতীয়োক্তটী 'রুম্মিনদেবী স্তম্ভলিপি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

৭। স্তম্ভলিপি।

বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে অশোক এই লিপিসমূহ উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। ছয়টী বিভিন্ন স্থানে এই লিপিসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সেই স্থান-সমূহের নাম—(১) দিল্লী মিরাট সহরে, (২) এলাহাবাদে, (৩) চম্পারণ জেলার রামপুরা পল্লীতে, (৪) দিল্লীর সন্নিকটে ফিরোজাবাদের পুরাতন সহরের যে স্থান পূর্ব্বে দিল্লী-তোপরা নামে অভিহিত হইত এবং যে স্থান অধুনা দিল্লী-শিবালিক বা 'ফিরোজসার লাট' নামে পরিচিত, সেই স্থানে, (৫) মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত লড়িয়া পল্লীতে অররাজ মহাদেবের মন্দির সন্নিকটে, এবং (৬) চম্পারণ জেলার অন্তর্গত নন্দনগ্রামের পাহাড়ে, লড়িয়া গ্রামের সন্নিহিত লড়িয়ানন্দনগড় নামক স্থানে, পূর্ব্বোক্ত স্তম্ভসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৮। ক্ষুদ্র-স্তম্ভলিপি বা অতিরিক্ত স্তম্ভলিপি।

পূর্ব্বোক্ত গিরিলিপি এবং স্তম্ভলিপি ব্যতীত ক্ষুদ্রস্তম্ভলিপি সমূহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই স্তম্ভলিপির সংখ্যা—চারিটী। তিনটী বিভিন্ন স্থানে ঐ লিপিচতুষ্টয় আবিষ্কৃত হয়। এলাহাবাদের অন্তর্গত মহিষী বা দেবীলিপি, সাঁচী বা সাঞ্চীর স্তূপের লিপি-সমূহ এবং সারনাথের লিপি এতৎসম্পর্কে উল্লিখিত হইয়া থাকে। গিরিলিপির এবং স্তম্ভলিপির

প্রবর্ত্তিত এই সকল অনুশাসনে রাজনীতি ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি পরিবর্ণিত আছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিৎ বিভিন্নরূপ পাঠের অবতারণা করিলেও মূল বিষয়ে কোনই পার্থক্য সাধিত হয় নাই। * এইরূপ বিভিন্ন পাঠ নির্দ্দেশে কেহ কেহ ঐ চতুর্দ্দশ লিপির কোনও কোনও অংশ পরিত্যাগও করিয়াছেন। এই গিরিলিপি-সমূহ সুদূর সীমান্ত-প্রদেশ-সমূহে এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণের রাজ্যে অবস্থিত ছিল। সম্রাট হয় তো মনে করিয়াছিলেন,—সুদূর প্রদেশে তাঁহার গমনাগমন সকল কালে সকল সময়ে সম্ভবপর নহে। সেই জন্য তিনি প্রস্তর-গাত্রে স্থায়ী অক্ষরে গিরিলিপি-সমূহ উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম তিনি নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহে আপন অনুশাসনগুলি প্রস্তরগাত্রে অঙ্কিত করার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। কিন্তু পরে তৎসমুদায় প্রস্তর-নির্ম্মিত স্তম্ভসমূহে খোদিত করাইয়াছিলেন। † কলিঙ্গ অনুশাসন সমূহ অশোকের প্রবর্ত্তিত গিরিলিপির বিশেষ পরিশিষ্ট বা অতিরিক্ত অংশ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহাতে চতুর্দ্দশ গিরিলিপির দুইটী সংস্করণ দৃষ্ট হয়। উহার প্রথমটী ধৌলির নিকটবর্ত্তী প্রস্তর-গাত্রে এবং দ্বিতীয়টী গঞ্জাম জেলার জৌগড় নামক স্থানে অবস্থিত। ঐ দুই লিপিতে একাদশ দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ গিরিলিপির অনুকরণে সীমান্ত ও প্রাদেশিক লিপি অঙ্কিত দেখিতে পাই। এবম্বিধ সংস্করণ অন্য কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। প্রথম ক্ষুদ্র-গিরিলিপির পাঠোদ্ধারে সর্ব্বপ্রথম বিশেষ আয়াস-স্বীকারের প্রয়োজন হয়। ঐ লিপিতে অশোকের নিজের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ আছে। দ্বিতীয় গিরিলিপি অশোকের ধর্ম্ম-মাহাত্ম্যমূলক। অশোকের কীর্ত্তি-কাহিনী সম্বলিত এই চতুর্দ্দশ গিরিলিপির অবস্থান-স্থান নিম্নরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; যথা,—(১) ইউসফজাই রাজ্যের সাহাবাজগিরি, (২) পঞ্জাবের অন্তর্গত হাজারা জেলার মানসের বা মানসেরা। ঐ প্রদেশে তৎকালে 'খরোষ্ঠী' লিপি প্রচলিত ছিল। (৩) মসুরীর পনের মাইল পশ্চিমে, হিমালয়ের পাদদেশস্থ কালসী; (৪) বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী থানা জেলার সোপারা; (৫) কাথিয়াবাড় উপদ্বীপে, জুনাগড়ের নিকটবর্ত্তী গির্ণার পর্ব্বত; (৬) উড়িষ্যার কটক জেলার অন্তর্গত ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সন্নিকটস্থ ধৌলির নিকটবর্ত্তী স্থান; এবং (৭) মান্দ্রাজের অন্তর্গত গঞ্জাম জেলার জৌগড় নামক স্থান। শেষোক্ত দুইটী স্থান সে সময়ে কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে হিসাবে কলিঙ্গ-অনুশাসনদ্বয় ধৌলি এবং জৌগড় লিপিদ্বয়ের পরিশিষ্ট বা অতিরিক্ত অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। উল্লিখিত স্থান-সমূহের অবস্থান-নির্দ্দেশে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ যে অভিমত প্রকাশ

---

* প্রথম ক্ষুদ্র গিরিলিপির তিনটী সংস্করণ দৃষ্ট হয়। মহীশূরের অন্তর্গত পরস্পর-নিকটবর্ত্তী তিনটী বিভিন্ন পল্লীতে উহা অবস্থিত। সেই তিনটী পল্লীর নাম—সিদ্দাপুর, যতিঙ্গ-রামেশ্বর এবং ব্রহ্মগিরি। উহার অপর তিনটী সংস্করণের মধ্যে বিহারের অন্তর্গত সাসারামে একটী, মধ্যভারতের জব্বলপুর জেলার রূপনাথে একটী, এবং রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর-রাজ্যের বৈরাটে একটী দৃষ্ট হয়।

† ভাব্রা অনুশাসন—সুবৃহৎ একখানি প্রস্তরের উপর অঙ্কিত হয়। কলিকাতার যাদুঘরে উহা সংরক্ষিত হইয়াছে। বৈরাট বা বিরাটের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের শিখর-দেশে ঐ অনুশাসন পাওয়া যায়। উহারই নিকটবর্ত্তী এক পর্ব্বত হইতে প্রথম ক্ষুদ্র-গিরিলিপি সংগৃহীত হইয়াছে।

করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ হইল। মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরী হইতে এক হাজার মাইল দূরে এবং পেশোয়ারের চল্লিশ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ইউসুফজাই জাতির রাজ্য অবস্থিত। সেই রাজ্যের একটি পল্লী সাহাবাজগড়ি নামে অভিহিত হয়। পরিব্রাজক হুয়েন-সাং ঐ স্থানকে 'পো-লু-সা' নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। ২৪ ফিট দীর্ঘ এবং দশ ফিট বিস্তৃত একটী প্রস্তরের পূর্ব্ব-পশ্চিম উভয় দিকে অনুশাসন লিপি খোদিত হইয়াছিল। পল্লীর দক্ষিণ-পূর্ব্বে পর্ব্বতের সানুদেশে ঐ প্রস্তর খণ্ড অবস্থিত ছিল। অশোকের প্রবর্ত্তিত সামানীতিমূলক দ্বাদশ অনুশাসন, বিগত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কর্ণেল ডিন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। সাহাবাজগড়ি লিপির অবস্থান-স্থানের পঞ্চাশ গজ দূরে, স্বতন্ত্র একটী পর্ব্বত-গাত্রে, সেই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অশোকের প্রবর্ত্তিত এই চতুর্দ্দশ গিরিলিপির পাঠই সম্পূর্ণ। পঞ্জাবের অন্তর্গত হাজারা জেলার মানসেরায় চতুর্দ্দশ গিরিলিপির একটী সংস্করণ আবিষ্কৃত হয়। সাহাবাজ-গাড়ি লিপি অপেক্ষা উহার পাঠ কিছু অসম্পূর্ণ। উভয় সংস্করণ হইতেই বুঝা যায়, ঐ দুই লিপি আরামীয় (আরাম প্রবর্ত্তিত) বর্ণমালায় খোদিত হইয়াছিল। ঐ দুই লিপি বামাগতি-বিশিষ্ট; এক্ষণে উহা খরোষ্ঠী নামে অভিহিত হয়। এই লিপিতেও অশোকের সাম্যনীতির প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।* মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের উত্তর-সীমান্তে, হিমালয়ের সানুদেশে, কালসী নামক স্থানে এই লিপির তৃতীয় সংস্করণ আবিষ্কৃত হয়। মুসৌরী সহরের পনের মাইল পশ্চিমে, চাক্রাতা হইতে সাহারাণপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত পথে, কালসী অবস্থিত। দশ ফিট দীর্ঘ এবং দশ ফিট উচ্চ একটী স্ফটিক প্রস্তরে এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। পর্ব্বতের উপরিভাগস্থিত দুইটী নিকটবর্ত্তী চূড়ার পাদদেশে ঐ স্ফটিক প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। ঐ স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম। চূড়ার পাদদেশ হইতে যমুনা এবং যমুনা দৃষ্টিগোচর হয়। এই লিপির পাঠ এক হিসাবে সম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে এবং মানসেরা সংস্করণের অনুরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।† সাহবাজগাড়ি এবং মানসেরা লিপি ভিন্ন অন্যান্য সকল লিপিতেই ব্রাহ্মী বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ বলেন,— বর্ত্তমান দেবনাগরী বর্ণমালার উহাই আদি। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন,— তাৎকালিক মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তেরই উপকণ্ঠে [illegible] চতুর্দ্দশ গিরিলিপির দুইটী প্রতিলিপি প্রচারিত হইয়াছিল। বোম্বাই বিভাগের থানা জেলার সোপারায় যে লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন, তাহা অষ্টম অনুশাসনেরই অন্যতম প্রতিলিপি মাত্র। অষ্টম অনুশাসনেরই কতকগুলি নীতি উহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। কেহ কেহ বলেন,—

* Vide, Cunningham. *Reports*, V. 9-22. Pl. III—V ; *Epigraphia Indika*, II 447 ; M. Foucher in 11th *International Congress of Orientalists*, Paris, P. 93. as quoted by V. A. Smith. সাহাবাজগাড়ির নিকটবর্ত্তী কাপুরদাগিরির নামানুসারে কেহ কেহ উহাকে কাপুরদাগিরি লিপি নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন।

† কানিংহাম এবং সেনার্ট এই লিপিকে 'খালসি' লিপি বলিয়াছেন। কিন্তু কেহ কেহ 'খালসি' নামের পরিবর্ত্তে 'কালসি' নাম ব্যবহার করেন। *Vide*, Cunningham, *Reports* and *Epigraphia Indica*.

হয় তো অষ্টম অনুশাসনেরই সম্পূর্ণ একটী প্রতিলিপি বা সংস্করণ এক সময়ে 'সুপারক' অভিপ্রায়ে এই স্থানে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। প্রাচীনকালে সুপারক বা সোপারা একটী প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। * পণ্ডিতগণ গির্ণারের সংস্করণকেই আদি বলিয়া অনুমান করেন। কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের জুনাগড় সহরের পূর্ব্বে গির্ণার পর্ব্বতের উপরিভাগে 'গ্রেনাইট' প্রস্তরে ঐ লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এম সেনাট এই সংস্করণের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে কলিঙ্গ রাজ্যের মধ্যে এই লিপির দ্বিবিধ প্রতিলিপি বা সংস্করণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উড়িষ্যা বিভাগের কটক জেলার অন্তর্গত ভুবনেশ্বরের দক্ষিণ হইতে চারি মাইল পশ্চিমে গমন করিলে ধৌলিতে উপনীত হওয়া যায়। এই ধৌলির সন্নিকটে 'অশ্বষ্টম' নামক ক্ষুদ্র পাহাড়ের একটী চূড়ায় ধৌলি লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। উহা উত্তর-সীমান্তস্থিত লিপি নামে অভিহিত হয়। এই প্রস্তর-খণ্ড পনের ফিট দীর্ঘ এবং দশ ফিট উচ্চ। দক্ষিণ-সীমান্তস্থিত লিপি সমুদ্রোপকূল হইতে ১২০ ফিট উচ্চ পর্ব্বতের উপরিভাগে গ্রেনাইট প্রস্তরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গঞ্জাম জেলার জৌগড় নামক স্থানে ঐ লিপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। জৌগড় এবং ধৌলি লিপিদ্বয় একই লিপির বিভিন্ন প্রতিরূপ বা সংস্করণ বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। সে হিসাবে ইঁহারা একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ অনুশাসনের উপস্থিতি আদৌ অনুমান করেন না। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা প্রাদেশিক ও সীমান্ত লিপিদ্বয়ের উল্লেখ করিয়া থাকেন। ধৌলি লিপির উর্দ্ধদেশে একটী গজমূর্ত্তি খোদিত হইয়াছিল। দক্ষিণ প্রদেশের রাজধানী তোসালি ইহারই সন্নিকটে অবস্থিত বলিয়া অনেকে মনে করেন। যাহা হউক, কলিঙ্গ-সংস্করণদ্বয়ের পাঠ অসম্পূর্ণ বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। † পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ গিরিলিপি, পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, পূর্ব্বোক্ত সাতটী স্থানেই পরিদৃষ্ট হইয়াছে। পাঠের তারতম্য থাকিলেও, লিপি-সমূহের ঐতিহাসিকতা স্বতঃসিদ্ধ। কালক্রমে ঐ সকল লিপির আরও বহু বিভিন্ন প্রকারের সংস্করণ আবিষ্কৃত হইতে পারে। ক্ষুদ্রগিরিলিপি-সমূহের মধ্যে একই অনুশাসন রূপান্তরে ভাষান্তরে পরিব্যক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম-সাংঘ-মূলক আর একটী লিপি সিদ্ধপুরা লিপি-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়। গিরিলিপির ন্যায় ক্ষুদ্রগিরিলিপি-সমূহও মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত ছিল। রাজপুতানার বৈরাট, মধ্যভারতের রূপনাথ, বিহার-প্রদেশের সাসারাম এবং মহীশূরের সিদ্ধপুরায় ক্ষুদ্রগিরিলিপি-সমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সিদ্ধপুরায় এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহের এই সকল লিপির বহু প্রতিরূপ এবং সংস্করণ পরিদৃষ্ট হয়। ভাবরা অনুশাসনের কোনও প্রতিরূপ পরিদৃষ্ট হয় না। রক্তাভ ধূসরবর্ণ গ্রেনাইট প্রস্তরে এই লিপি খোদিত হইয়াছিল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে রাজপুতানার অন্তর্গত বৈরাট নামক প্রাচীন

---

* *Vide*, Indian Antiquary, I, 321, IV, 282, VII—259; and Mr. Bhagvan Lal Indraji's article on 'Sopra' in *Journal* Bombay Br. R. A. S. for 1882.

† Vide, *Corpus Indicarum*, P. 20.; and *Indian Antiquary* XIX (1890). 82. এম সেনার্ট তাঁহার *Inscriptions de Piyadasi* (1886) গ্রন্থে অশোকের লিপি-সমূহের আলোচনা করিয়াছেন। সেনার্টের গ্রন্থে অশোকের লিপি-সমূহের বিস্তৃত পরিচয় এবং পাঠ-সমূহ পরিদৃষ্ট হইবে।

নগরে, পর্ব্বতোপরি এই লিপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলিকাতার এসিয়াটিক-সোসাইটীতে উহা সংরক্ষিত আছে। বৌদ্ধ-শ্রমণগণের পরিচালনোদ্দেশ্যে এই লিপি খোদিত হইয়াছিল।

অশোকের লিপি-সমূহ তাঁহার পুণ্য-স্মৃতি উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ বর্ষে গিরিলিপি-সমূহ উৎকীর্ণ হয়; আর সপ্তবিংশ ও অষ্টাবিংশ বর্ষে স্তম্ভলিপি-সমূহ খোদিত হইয়াছিল। উহারই মধ্যবর্ত্তী সময়ে রাজচক্রবর্ত্তী অশোক গুহালিপি-সমূহ খোদিত করিয়াছিলেন। লিপি-সমূহ ভারতের ইতিহাসের একটী প্রধান উপাদান। উহার অশেষ উপযোগিতার বিষয় পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। লিপি-সমূহ হইতে এক দিকে যেমন খৃষ্ট-জন্মের দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়; অন্যদিকে তেমনি অশোকের জীবনের অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে। একদিকে হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ, অন্যদিকে বঙ্গোপসাগর হইতে আরব সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র মৌর্য্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ঐ সকল লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অতি অল্পদিন হইল, লিপি-সমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে অশোকের ইতিহাস নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। শুভক্ষণে বৈদেশিক প্রত্নতত্ত্ববিদগণের অনুসন্ধিৎসার স্রোত ভারতের পুরাতত্ত্ব উদ্ধারকল্পে প্রধাবিত হইয়াছিল। তাই নবকলেবর পরিগৃহীত অশোকের ইতিহাস আজ লোক-লোচনের গোচরীভূত হইতেছে। এ ক্ষেত্রে প্রত্নতত্ত্ববিৎ জেমস্ প্রিন্সেপ সর্ব্বপ্রথম পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও বিচার-শক্তি-প্রভাবে অশোকের ইতিহাসের প্রচুর উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। সিংহলের সুবিখ্যাত জর্জ্জ টার্ণারের সহায়তায়, প্রিন্সেপ সর্ব্বপ্রথম ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে অশোকের লিপির পাঠোদ্ধারে সমর্থ হন। তাঁহার পর উইলসন, বার্ণুফ, লাসেন, কার্ণ এবং সেনার্ট প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদগণ লিপি-সমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজচক্রবর্ত্তী অশোক এবং অনুশাসনোক্ত 'প্রিয়দর্শী' যে এক অভিন্ন ব্যক্তি, প্রত্নতত্ত্ববিৎ জেমস্ প্রিন্সেপই সর্ব্বপ্রথম সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। অশোকের শিলালিপি, স্তম্ভলিপি, গিরিলিপি, স্তূপ ও বিহার সমূহ তাঁহার যশোকীর্ত্তি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে। পরবর্ত্তী পৃষ্ঠা-সমূহে আমরা সেই অক্ষয়কীর্ত্তি মূলক লিপি-সমূহ, সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ সহ, ক্রমে ক্রমে উল্লেখ করিতেছি।

চতুর্দ্দশ গিরিলিপি।

* * *

১। প্রথম গিরিলিপি।

চতুর্দ্দশ গিরিলিপির অন্তর্গত এই প্রথম গিরিলিপি অশোকের রাজত্বের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ বর্ষের মধ্যে, ২৫৭—২৫৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই লিপি পাঠ করিলে প্রতীত হয়, জীব-হিংসা নিবারণের উদ্দেশ্যে রাজচক্রবর্ত্তী অশোক ঐ লিপি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। প্রথম গিরিলিপি—ধর্ম্মলিপি নামে অভিহিত। ধর্ম্মসংক্রান্ত যে সকল আদেশ সাধারণের গোচরার্থ স্তম্ভগাত্রে বা গিরিগাত্রে খোদিত হইয়াছিল, তাহাই ধর্ম্মলিপি। এই লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়, অশোক সর্ব্বপ্রথম রাজপুরে প্রাণিহত্যা

চ সাধেব্যা। এতায়ৈ অর্থায় ইদং লেখিতং। অস্য অর্থস্য বৃদ্ধিং যুজন্তু হানিং চ

আলোচেতব্যা। দ্বাদশবর্ষাভিষিক্তেন দেবাপ্রিয়েণ প্রিয়দর্শিনা রাজ্ঞা। ইদং লেখিতং।

মর্ম্মার্থ।—স্মরণাতীত কাল হইতে, বহু শত বৎসর ধরিয়া, জীবহিংসা, জীবন্ত প্রাণীর প্রাণসংহার, প্রাণিগণের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার, আত্মীয়জনের প্রতি অসম্মান, ব্রাহ্মণ শ্রমণ প্রভৃতিগণের প্রতি অসদ্ব্যবহার দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল। কিন্তু সংপ্রতি দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইয়াছেন। সেইজন্য অধুনা সমর-নিনাদের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মের বিজয়-ডঙ্কা নিনাদিত হইতেছে। আর তাহার ফলে ধর্ম্মের অভয়বাণী দিকে দিকে বিঘোষিত হইতেছে। এবং গজ আলোকমালা প্রভৃতিতে সংগঠিত শোভাযাত্রার অলৌকিক স্বর্গীয় দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া সকলেই পুলকিত হইতেছেন। এতাবৎ মনুষ্যের মনে ধর্ম্মপ্রাণতা তাদৃশ অনুভূত হয় নাই। কিন্তু এখন, এই শোভাযাত্রা দেখিয়া, প্রকৃতি-পুঞ্জের মনে ধর্ম্মপ্রাণতা বৃদ্ধি পাইতেছে। এক্ষণে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী তাঁহার ধর্ম্মবাণী বিঘোষিত করিয়াছেন। তাহার ফলে প্রাণীর প্রতি অহিংসা, আত্মীয়স্বজনগণের প্রতি সম্মান, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের প্রতি শ্রদ্ধা এবং পিতা মাতা বয়োবৃদ্ধগণের প্রতি প্রীতি-ভক্তি—বহু শত বৎসর ধরিয়া যাহা হয় নাই—এখন তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। এই ধর্ম্মাচরণ আরও বহুপ্রকারে বৃদ্ধি পাইতেছে। এইরূপ ধর্ম্মাচরণ যাহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী তাহার ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শীর পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র প্রভৃতি কল্পান্ত পর্যন্ত এই ধর্ম্মবিধি বৃদ্ধি করিবেন। তাঁহারা ধর্ম্ম এবং নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া, তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রাণতা এবং সদাচারের দ্বারা, এই ধর্ম্মবিধির প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি করিবে। ধর্ম্মবিধির প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি অন্যান্য সকল কার্য্যের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ কার্য্য। যাহারা দুঃশীল, তাহাদের পক্ষে ধর্ম্মাচরণ সম্ভবপর নহে। এই ধর্ম্মাচরণ বিষয়ে ইহার অহীনতা এবং বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়। মানুষ যাহাতে ধর্ম্মবিধির প্রসার বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করে এবং ধর্ম্মের অহীনতা নিবারণ করিয়া নিষ্পাপচরিত্র এবং ধর্ম্মপরায়ণ হয়,—এতদুদ্দেশ্যে, রাজ্যাভিষেকের দ্বাদশ বর্ষে দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী কর্তৃক এই ধর্ম্মলিপি উৎকীর্ণ হইল।

* * *

পঞ্চম গিরিলিপি।

সাহাবাজগিরির পর্ব্বতে এই লিপি আবিষ্কৃত হয়। ২৫৭—২৫৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ঐ লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। এ লিপিতে ধর্ম্মবিধির প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধির জন্য পরিদর্শক এবং 'ধর্ম্মযুক্ত' নিয়োগের বিষয় উল্লিখিত আছে। সে লিপি,—

দেবানং প্রিয় প্রিয়দর্শি * রম এবং অহ তি ক(লণং) (দু)করং। যো অ.........(রো) ক(ল)ণস সো দুকরং করোতি। সো ময় বহুকলং কিত্রম (।)

---

* প্রত্নতত্ত্ববিৎ সেনার্ট 'পরিস' শব্দের বৌদ্ধসঙ্ঘ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। বুলার ঐ শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—বিভিন্ন মতাবলম্বী উপদেষ্টা এবং যতিগণ। বুত শব্দের অর্থ, সেনার্টের মতে—সাক্ষ্যগণ।

আমার প্রিয় প্রজাদিগের বাধাবিঘ্ন দূর করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা সর্ব্বদা নিযুক্ত রহিয়াছেন। * দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির পরিবার ও সন্তানসন্ততির সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া এবং তাহার অবৈধ দণ্ড এবং অন্যায় অবরোধ প্রভৃতি দূর করিয়া, তাহার প্রতিবিধান করে এবং মুক্তিদানের জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা ব্যাপৃত আছেন। এই রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে এবং অন্যান্য প্রাদেশিক নগরসমূহে তাঁহারা আমার ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের এবং অপরাপর আত্মীয়-স্বজনগণের সংসার কার্য্য পরিদর্শনে এবং তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত রহিয়াছেন। † ধর্ম্ম-সংক্রান্ত সকল বিষয়ের পরিদর্শনে এবং তত্ত্বাবধানে সেই ধর্ম্মমহামাত্রগণ আমার রাজ্যের সর্ব্বত্র নিযুক্ত আছেন। এই নিমিত্তই এই ধর্ম্মলিপি উৎকীর্ণ হইল। ইহা চিরকাল স্থায়ী হউক এবং আমার প্রকৃতিপুঞ্জ তদনুসারে পদাচরণ করিতে থাকুক,—ইহাই আমার উদ্দেশ্য।

* * *

৬। ষষ্ঠ গিরিলিপি।

এই লিপিও [illegible] উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কিরূপ উৎসাহের সহিত রাজচক্রবর্ত্তী অশোক রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন, এই লিপিতে তাহার পরিচয় আছে। লিপির আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, [illegible] সম্পন্ন হইত; আর অশোক সকল সময়ে সকল স্থানেই প্রজার অভাব অভিযোগ শ্রবণ করিতেন। প্রকৃতিপুঞ্জের নিকট অশোক ঘোষণা করিয়াছিলেন, দিবাভাগে এবং রাত্রিকালে যে কোনও সময়ে তিনি প্রজার আবেদন শ্রবণে প্রস্তুত আছেন। বৈদেশিকগণের নিকট এতদ্বিষয় [illegible] বলিয়া বিবেচিত হইবে, রাজার পক্ষে ইহার অপেক্ষা অধিকতর [illegible] আর কি হইতে পারে? তিনি স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন যে, নিজ কার্য্যতৎপরতায় এবং চেষ্টায় তিনি কখনও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তিনি [illegible]—"[illegible] কর্ত্তব্য এবং প্রাণিগণের নিকট যে ঋণভার লইয়া

---

* অশোকের কুমারত্ব সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ অশোককে [illegible] বলিয়া সম্মান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সিংহাসন লাভের সময় তাঁহার এই নৃশংসতার কাহিনী বৌদ্ধ-গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই লিপির আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, রাজত্বের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ বর্ষেও অশোকের ভ্রাতা ও ভগিনীগণ জীবিত ছিলেন। আর তাঁহাদের সাংসারিক কার্য্য ধর্ম্মমহামাত্র নামক কর্ম্মচারিগণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। যাহা হউক, এতদ্দ্বারা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাধান্য-স্থাপন-প্রয়াসী ভিক্ষুগণের কল্পনাকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তক্ষশিলা, সুবর্ণগিরি, তোসালি, উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থানে রাজার ভ্রাতৃগণ শাসনকর্তৃরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 'ওরোধনেষু' শব্দের অর্থ—বুলার করিয়াছেন—রাজ-অন্তঃপুর। কিন্তু অনেকেই তাহা স্বীকার করেন না।

† এই অংশের অর্থ-নিষ্কাশনে পণ্ডিতগণের মতবিরোধ দৃষ্ট হয়। উপরে সেনার্টের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে বুলারের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল। মিলাইয়া দেখিলে উভয়ের পার্থক্য অনুভূত হইবে। যথা,—
"Among my hired servants, among Brahmans and Vaisyas, among the unprotected and among the aged, they are busy with the welfare and happiness, with the removal of obstacles among my loyal ones."

করেন। এক্ষণে যদি কেহ তাঁহার কোনও অনিষ্ট করিতে উদ্যত হন, দেবপ্রিয় তাহা অশেষ সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করিবেন। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শীর রাজ্যের অরণ্যের মধ্যে যত অরণ্যচারী বাস করে, তিনি তাহাদের সকলেরই প্রতি কৃপালু হইবেন। যাহাতে তাহাদের মনে ধর্ম্মভাবের উন্মেষ হয়, যাহাতে তাহারা ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারে, দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শীর তাহাই আকাঙ্ক্ষা। তাহারা অন্য ভাবে ভাবুক হইলে দেবপ্রিয়ের তাহা অশেষ অনুতাপের কারণ হইবে। তাহারা অসৎকার্য্য পরিত্যাগ করুক,—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। তাহা হইলে তাহারা উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে। সকলেই যাহাতে সংযমী হয়, শান্তি ও আনন্দে কালযাপন করিতে পারে,—দেবপ্রিয় তাহাই ইচ্ছা করেন। নিজ রাজ্যে এবং তাঁহার পারিপার্শ্বিক রাজ্যসমূহে, প্রায় ছয় শত যোজন ব্যাপী ভূখণ্ডে—যোন (যবন) রাজ এণ্টিওকাসের রাজ্যে, যবন-রাজ্য ছাড়িয়া অদূরবর্ত্তী টলেমি, এণ্টিগোনাস, মেগাস এবং আলেকজাণ্ডার প্রভৃতির অধিকৃত রাজ্য-সমূহে, দক্ষিণদিকে চোল ও পাণ্ড্য হইতে আরম্ভ করিয়া তাম্রপর্ণি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে,—ধর্ম্ম বিজয় লাভ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিশবজ্রি, যোন (যবন)*, কাম্বোজ, নাভাক, নভপন্থী, ভোজ, পিটিনিক, অন্ধ্র, পুলিন্দ প্রভৃতি সকল রাজ্যেই দেবপ্রিয়ের ধর্ম্মোপদেশ অনুসৃত হয়, ইহাই দেবপ্রিয়ের ইচ্ছা। যাঁহাদের নিকট দেবপ্রিয়ের দূতগণ প্রেরিত হইয়াছেন, তাঁহারা দেবপ্রিয়ের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণমাত্র তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। যাঁহাদের নিকট দূতগণ গমন করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও সে উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহা গ্রহণ করিতেছেন। এইরূপে সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম বিজয় বিস্তারিত হইতেছে। দেবপ্রিয় তাহাতে বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেছেন। কিন্তু সত্য বলিতে কি, এ আনন্দকেও তিনি মুখ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না; পরন্তু তিনি সে আনন্দকে পারত্রিক মঙ্গলকর বলিয়াই মনে করেন। তাঁহার মতে, ধর্ম্মবিজয় অপেক্ষা পারত্রিক মঙ্গলই শ্রেয়ঃসাধক; তাহাই বাঞ্ছনীয়। এই ধর্ম্মলিপি খোদিত করিবার উদ্দেশ্য—যেন আমার পুত্র-পৌত্রাদি বংশধরগণ নূতন রাজ্য জয় করা আবশ্যক মনে না করে; তাঁহারা যদি কখনও দেশজয়ে

---

* যোন বা যবন শব্দে কেবলমাত্র এক গ্রীক জাতিকেই বুঝায় না। পরন্তু উহাতে তৎকালে সীমান্তবর্ত্তী বৈদেশিক সকল জাতিকেই বুঝাইত। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। সংহিতাদিতে ভারত হইতে বিতাড়িত যে সকল জাতির নামোল্লেখ আছে, 'যোন' শব্দে সে সকল জাতিকেই বুঝাইত। কাম্বোজ—উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের জাতি। কেহ কেহ কান্দাহারকে কাম্বোজ নামে অভিহিত করেন। নাভাকের স্থান-নির্দ্দেশ দুরূহ; কলিঙ্গদিগের রাজ্যের দক্ষিণদিকে কৃষ্ণা-নদীর তীরে অন্ধ্রদিগের রাজ্য ছিল। পরবর্ত্তী কালে অন্ধ্রগণ বিশেষ পরাক্রমশালী হয়। ভারত উপদ্বীপের কেন্দ্রস্থলে পুলিন্দ জাতির রাজ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। গোদাবরী নদীর তীরে পৈথান নগরের অধিবাসীরা পূর্ব্বে পিটিনিক নামে অভিহিত হইত বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। বিশ—রাজপুত বৈশ্যগণ। বজ্রি—বৈশালীর বৃজি জাতি। ভোজ—বিদর্ভের অধিবাসী। পণ্ডিতগণ এইরূপ অনুমান করেন। যাহা হউক, এতৎপ্রসঙ্গে যে সকল জাতির নাম উল্লিখিত হইয়াছে, ঐতিহাসিকগণের মতে, তাহারা সীমান্তদেশবাসী। অশোকের রাজত্বকালে ঐ সকল জাতি অশোকের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিল।

উদ্বুদ্ধ হয়, তাহারা যেন সর্ব্বত্র সমদর্শী এবং বিনয়ী হয় এবং তাহাতেই আনন্দ অনুভব করে। তাহারা যেন মনে রাখে যে, তরবারির সাহায্যে বিজয় লাভ করা যায় না। ধর্ম্ম-বিজয়ই প্রকৃত বিজয়; তাহাতে ইহলোকে এবং পরলোকে সুখশান্তি লাভ হয়। তাহারা যেন ধর্ম্মবিজয়েই সমুৎসুক হয়। তাহাই ইহকালে এবং পরকালে তাহাদের মঙ্গলপ্রদ হইবে।

* * *

১৪। চতুর্দ্দশ গিরিলিপি।

এই লিপি— গির্ণার পর্ব্বতে উৎকীর্ণ হয়। এই লিপি—লিপি-সমূহের উপসংহার বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। অভিনয়ের শেষে যেমন যবনিকা পতনের নিয়ম, গিরিলিপির অন্তর্ভুক্ত এই লিপিও সেইরূপ যবনিকা বলিয়া মনে হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ বলেন,—সম্ভবতঃ এই লিপিই অশোকের শেষ লিপি। পূজা শেষে যেমন ক্ষমা-প্রার্থনা আছে, ভূমিকার উপসংহারে গ্রন্থকার যেমন ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য সঙ্কোচভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন, অশোকের প্রবর্তিত এই লিপিও সেইরূপ বলা যাইতে পারে।

অয়ং ধংমলিপি দেবানং পিয়েন পিয়দসিনা রাঞা লেখাপিতা (।) অস্তি এব সংখিতেন অস্তি মঝমেন অস্তি বিস্তৃতেন (।) ন চ সর্বং সর্বত ঘটিতং (।) মহালকে হি বিজিতং বহু চ লিখিতং লিখাপাপিসং চেব (।) অস্তি চ এত কং পুন পুন বুতং তস তস অথস মাধুরিতায় কিংতি (?) জনো তথা পটিপজেথ (।) তত্র একদা অসমাতং লিখিতং অস দেসং ব সছায় কারণং ব অলোচেত্পা লিপিকরাপরধেন ব (।)

সংস্কৃত অনুবাদ।—"ইয়ং ধর্ম্মলিপিঃ দেবপ্রিয়েণ প্রিয়দর্শিনা রাজ্ঞা লেখিতা। অস্তি এব সংক্ষিপ্তেন অস্তি মধ্যমেন অস্তি বিস্তৃতেন। ন চ সর্ব্বং সর্ব্বত্র ঘটিতং, মহালকং হি বিজিতং। বহু চ লেখিতং লেখয়িষ্যামি চৈব। অস্তি চ অত্র পুনঃ পুনঃ উক্তং, তস্য তস্য অর্থস্য মধুরতায়াঃ। কিমিতি? জনঃ যথা প্রতিপদ্যেত। তত্র একদা অসমাপ্তং লিখিতং; অস্য দেশং বা, সচ্ছায়াঃ কারণং বা আলোচ্য লিপিকরাপরাধেন বা।"

মর্ম্মার্থ।—এই সকল লিপি দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শীর আদেশে উৎকীর্ণ হইয়াছিল লিপি-সমূহ কোথাও সংক্ষিপ্ত, কোথাও বিস্তৃত, কোথাও মধ্যমাকৃতি করিয়া খোদিত করা হইয়াছে। কারণ, আমার রাজ্য যেমন বহুবিস্তৃত, তাহাতে সর্ব্বত্র সম্পূর্ণভাব সম্ভবপর এবং উপযোগী নহে। ইতিপূর্ব্বে আমি অনেক লিপি উৎকীর্ণ করাইয়াছি, এবং অনেক লেখা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত আমি আরও অনেক লিখাইব। বহু স্থানে বহু বিষয় পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে; অর্থের মধুরতা সম্পাদন জন্যই বহু স্থানে পুনরুক্তি ঘটিয়াছে (অথবা, সে সকল বাক্য এতই মধুর যে, তাহা পুনঃপুনঃ উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না) আমার উদ্দেশ্য—প্রজাগণ তদনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউক। লিপি-সমূহের কোথাও

আপনারা সকলেই তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন, ইহাই আমার ইচ্ছা।...ইহাই দেবপ্রিয়ের অনুশাস্তি। আমার এই অনুশাস্তি পরিপালনে মহা ফললাভ হয়। অবহেলা করিয়া তাহার ব্যতিক্রম করিলে অবনতি অবশ্যম্ভাবী। আপনাদিগের মধ্যে যাঁহারা (এই অনুশাস্তি) সম্যক্ পরিপালনে পরাঙ্মুখ, তাঁহাদের পক্ষে স্বর্গারাধনা এবং রাজারাধনা সকলই বিফল। এই অনুশাস্তি যথাযথ পালন না করিলে, ধর্মে সন্তোষলাভে সমর্থ হইব না, আপনারাও আমার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিবেন না। আমার আদেশ যথাযথ পরিপালন করিলে, আপনাদের স্বর্গলাভ হইবে এবং আপনারা আমার নিকট ঋণদায় হইতে মুক্ত হইবেন। প্রতি তিষ্য দিবসে আপনারা এই লিপি শ্রবণ করাইবেন। অন্ততঃ একজনও যেন এই অনুশাস্তি শ্রবণ করে। যে উদ্দেশ্যে এই লিপি উৎকীর্ণ হইল তাহা এই,—মহামাত্রগণ এবং নগরব্যবহারকগণ সর্বদা লক্ষ্য রাখিবেন—প্রতি পঞ্চম বৎসরে মহামাত্রগণ ক্রোধ পরিহার করিয়া (অনুসন্ধানে গমন করিবেন)...উজ্জয়িনীতে যে কুমার (শাসন-কার্যে) নিযুক্ত আছেন...এবং যখন তাঁহারা অনুসন্ধানে বহির্গত হইবেন...।

* * *

২। জৌগড় লিপি।

(দ্বিতীয়)

প্রথম লিপির একটী সংস্করণ বলিয়া এই লিপি পরিচিত। এ লিপি কলিঙ্গ অনুশাসনের অন্তর্ভুক্ত এবং সামন্ত লিপি বলিয়া আখ্যাত। মহামাত্র এবং নগরব্যবহারকগণের কার্যবিধি ইহাতে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এ লিপি হইতেও প্রতীত হয়, রাজচক্রবর্তী অশোক প্রকৃতি-পুঞ্জকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। সামন্ত এবং অপরাপর জাতির প্রতি শাসন-সংক্রান্ত উপদেশ, জৌগড়ের এই লিপিতে অশোকের শ্রেষ্ঠ রাজনীতি বিঘোষিত হইয়াছে।

"দেবানং পিয়ে হেবং আহ .... সমাপায়ং মহমতা লজবচনিক বতবিয়া—অং কিছি দখামি হকং তং ইছামি। হকং কিংতি? কংকংমন পটিপাতয়েহং দুবালতেচ আলভেহং (।) এস চ মে মোখিয়মতে দুবালে এতস অসস অং তুফেসু অনুসথি। সবমুনিসা মে পজা (,) অথ পজায়ে ইছামি কিংতিমে সবেনো হিতসুখেন যুজেয়ু (,) অথ পজায়ে ইছামি কিং তমে সবেন হিতসুখেন যুজে-যুতি হিদলোগিকপাললোগিকেন হেবংমেব মে ইছা সবমুনিসেসু সিযা (।) অংতানং অবিজিতানং কিংছংদেসু লাজা অফেসুতি এতাকা ব মে ইছা অংতেসু (।) পাপুনেয়ু লাজা হেবং ইছতি অনুবিগিনা হেয়ু মমিযায়ে অস্বসেয়ু চ মে সুখংমেব চ লহেয়ু মম তে নো খ (।) এ ছ বিয়ে খমিতবে (।) মমং নিমিতং চ ধংম চলেয়ূতি হিদলোগং চ পললোগং চ আলধয়েয়ু (।) এতায়ে চ অঠায়ে হকং তুফেনি অনুসাসামি (।) অনেন এতকেন হকং তুফেনি অনুসাসিতু ছংদং চ বেদিতু আ মম ধিতি পটিনা চ অচল (।) স হেবং কটু কংমে চলিতবিয়ে অস্বাসনিয়া চ তে এন পাপুনেয়ু অথ পিতা এবং নে

লাজাতি অথ অতানং অনুকংপতি হেবং অফেনি অনুকংপতি অথা পজা হেবং মযে লাজিনে (।) তুফেনি হকং অনুসাসিত ছংদং চ বেদাত...মম চিতি পটিন্যা অচল সে...... দেসআযুতিকে হোসামি এতসি অথসি (।) অলং হি তুফে অস্বাসনাযে হিতসুখাযে চ তসং হিদলোগিক পাললোকিকায (।) হেবং চ কলংতং স্বগং... আলাধযিসথ মম চ আননেযং এসথ (।) এতাযে চ অথাযে ইযং লিপি লিখিতা হিদ এন মহামাতা স্বসতং সমং যুজিসংতি অস্বাসনাযে চ ধংমচলনাযে চ অংতানং (।) ইযং চ লিপি অ...চাতুংমাসং সোতবিযা তিসেন অংতলা পি চ সোতবিযা খনে সংতং একেন পি সোতবিযে (।) হেবং চ কলংতং চঘথ সংপটিপাদযিতাবে (।)"

মর্ম্মার্থ।—দেবপ্রিয় এইরূপ কহিতেছেন। সমাপাস্থ মহামাত্রগণের প্রতি আমার এই আদেশ প্রচারিত হউক যে, আমি যে মতের প্রবর্ত্তক অর্থাৎ আমার যে মত, সেই মত সর্ব্বত্র প্রচার করা হউক, এবং সকলেই যে আমার সেই মত অনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হউক। আমার উদ্দেশ্য-সাধনের একমাত্র উপায়—আপনাদের প্রতি আমার এই উপদেশ-সমূহ। মানুষ মাত্রেই আমার পুত্রস্থানীয়। আমি যেমন আমার পুত্রগণের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের কামনা করি, সেইরূপই মনুষ্যমাত্রেই ইহলোকে এবং পরলোকে সুখী হয়, ইহাই আমার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা। অবিজিত প্রত্যন্তবাসিদিগের প্রতি আমার আদেশের বিষয় আপনারা হয় তো জানিবার ইচ্ছা করেন। এতৎসম্বন্ধে আমি আমার অভিপ্রায় আপনাদিগের নিকট বিজ্ঞাপিত করিতেছি। সীমান্তবাসীরা নিরুদ্বেগে কালযাপন করুক, ইহাই আমার ইচ্ছা। তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হউক যে, রাজা তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করেন। তাহারা যাহাতে আমাকে বিশ্বাস করে, আপনারা তাহার উপায় বিধান করুন। আমার নিকট তাহারা সুখভোগ করিবে, কখনও দুঃখ পাইবে না,—এইরূপে তাহাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হউক। তাহাদের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া হউক যে, রাজা তাহাদের প্রতি সদিচ্ছাপ্রণোদিত,—তিনি সর্ব্বদা তাহাদের মঙ্গল কামনা করেন এবং রাজাকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে, ধর্ম্মবিধি পালন করা, তাহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। তাহারা সম্যক উপলব্ধি করুক যে, রাজা তাহাদের প্রতি একান্ত ক্ষমাশীল। তাহারা যেন এ বিষয় সম্যক উপলব্ধি করে এবং অন্ততঃ আমার জন্যও ধর্ম্মাচরণ করে। ধর্ম্মারাধনা করিলে তাহাদের ইহপরকালের সাধনা করা হইবে। আমার এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য আপনাদিগকে আদেশ দিতেছি। আপনারা আমার আদেশ বিশেষরূপে উপলব্ধি এবং হৃদয়ঙ্গম করুন। আমার অভিপ্রায় সম্যক অবগত হইয়া আমার মনোভাবের এবং সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হউন। আপনারা প্রত্যন্তবাসীদিগকে এরূপভাবে আশ্বাস প্রদান করুন এবং এরূপ (তৎপরতার সহিত) কর্ত্তব্য সম্পাদনে মনোনিবেশ করুন, যাহাতে প্রত্যন্তবাসীরা বুঝিতে পারে যে, তাহারা আমার সন্তানতুল্য;—আমি নিজেকে যেমন অনুকম্পা করি, তাহাদের প্রতিও আমি তদ্রূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া থাকি; তাহারাও আমার পুত্রবৎ প্রিয়।' আপনাদিগের প্রতি আমার এই আদেশ এবং উপদেশ প্রদত্ত হইল। আপনারা আমার

২। প্রথম ক্ষুদ্র গিরিলিপি।

(সাসারাম)

প্রথম ক্ষুদ্র গিরিলিপির সাসারাম সংস্করণ পাঠ করিলে বুঝা যায়,—এ লিপি রূপনাথ সংস্করণেরই একটী প্রতিলিপি মাত্র। ইহাতে একই ভাব—একই উদ্দেশ্য পরিব্যক্ত। বাক্যবিন্যাসে স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও তাৎপর্য্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য উপলব্ধি হয় না।

দেবানং পিয়ে হে[বং আহা সাতিলেকানি অঢ়িতি]য়ানি সবছলানি অং উপাসকে স্তমি ন চু বাঢ়ং প(ল)কংতে (।) সভছলে * সাধি(কে) অং স্তমি বাধং পলকং তে [এতেন চ অংতলেন] জংবুদীপসি অংমিসং দেবা (হু) সং [তা] মুনিসা মিসংদেবা কটা (।) পল[কমসি হি] ইয়ং ফলে নো চ ই[য়ং] মহততা ব চাকিয়ে পাপতবে (।) খুদকেন পিপলকমমীনেনা বিপুলে পি স্বগে সকিয়ে আলাধয়িতবে। সে এতায়ে অঠায়ে ইয়ং সাবানে (।) খুদকা চ উডালা চা পলকমংতু অংতা পি চ জানংতু চিলঠিতিকে চা পলকমে হোতু। ইয়ং চ অঠে বঢ়িসতি বিপুলং পি চ বঢ়িসতি দিয়ঢ়িয়ং অবলধিয়েনা দিয়ঢ়িয়ং বঢ়িসতি। ইয়…সবনে (বিবুথেন। দুবে সপংনালাতি সত, বিবুথা তি (স্মনক্) ২৫৬ (।) ইম চ অঠং পবতেসু লিখাপয়াথ…য়া অথি হেতা সিলাথংভা তত পি লিখাপয়থ ..যি...(।)

সংস্কৃত অনুবাদ।—"দেবানাংপ্রিয়ঃ এবম্ আহ। সাতিরেকসংবৎসরদ্বয়ং অহং উপাসকঃ অস্মি। ন চ বাঢ়ং পরাক্রান্তঃ সংবৎসরঃ সাধিকঃ। অতঃ এতেন অন্তরেণ জম্বুদ্বীপে (যে) অমৃষাঃ দেবাঃ আসন্ তে মনুষ্যৈঃ মৃষাঃ দেবাঃ কৃতাঃ। ইদং ফলং মহত্ত্বা না ন শক্যং প্রাপ্তুং। ক্ষুদ্রকেণাপি পরাক্রমতা বিপুলঃ অপি স্বর্গঃ আরাধয়িতুং (শক্যং)। তৎ এতস্মৈ অর্থায় ইদং শ্রাবণং—ক্ষুদ্রকাশ্চ উদারাশ্চ পরাক্রমন্তু, অন্তাঃ অপি চ জানন্তু। চিরস্থিতিকঃ পরাক্রমঃ ভবতু। অয়ঞ্চ অর্থঃ বর্দ্ধিষ্যতে বিপুলং অপি চ বর্দ্ধিষ্যতে। দ্ব্যর্দ্ধং অপরার্দ্ধেন দ্ব্যর্দ্ধং বর্দ্ধিষ্যতে। ইদঞ্চ শ্রাবণং বিবুধেন দ্বিশত ষট্পঞ্চাশৎ ২৫৬ বিবুতং ইতি। ইমঞ্চ অর্থং পর্ব্বতেষু লেখয়তঃ। যঃ বা অস্তি অত্র শিলাস্তম্ভঃ তত্র অপি লেখয়ত।"

মর্ম্মার্থ।—দেবপ্রিয় এইরূপ কহিতেছেন: আড়াই বৎসরের অধিক হইল, আমি উপাসক-রূপে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু তৎসংক্রান্ত বিশেষ কোনও কার্য্য করিতে পারি নাই। এক বৎসর অতীত হইল, আমি বিশেষ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। জম্বুদ্বীপে যে সকল দেবতা অপ্রচলিত ছিলেন অর্থাৎ পূজার্চ্চনা পাইতেন না, আমি তাঁহাদিগকে

---

* 'সভছলে'—মিঃ রাইস মহীশূর-লিপির যে পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে 'সবচ্ছরম' পাঠ লিখিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার অর্থ করিয়াছেন—ছয় বৎসর। কিন্তু লিপির প্রথমেই আছে,—আড়াই বৎসর কাল উপাসক-রূপে অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর এক বৎসর কাল সংঘে প্রবেশ করিয়াছেন। ইহা হইতে পণ্ডিতগণ 'সভছলে' শব্দের অর্থ 'স বৎসর' নিষ্পন্ন করেন। তাঁহারা বলেন,—ঐ শব্দে মাত্র এক বৎসর বুঝায়, ছয় বৎসর বুঝায় না। রূপনাথ-লিপির 'ছবছরে' শব্দেরও তাঁহারা ঐরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করেন।

প্রচলিত করিয়াছি। তাঁহাদিগকে ধর্ম্মে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের পূজার ব্যবস্থা করিয়াছি। ইহা আমার ঐকান্তিক চেষ্টার শুভফল। মহতেরাই যে কেবল এ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা নহে; ক্ষুদ্রও যদি চেষ্টা করে, সেও যদি সাধন-পথে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে বিপুল স্বর্গসুখ তাহারও অধিগত হইতে পারে। এতদুদ্দেশ্যে আমি এই ঘোষণা প্রচার করিতেছি যে,—ক্ষুদ্রই হউক, আর মহৎই হউক, সকলেই সমভাবে চেষ্টান্বিত হউক। আমার রাজ্যের সীমাপ্রান্তবর্ত্তিগণ চেষ্টা করিতে থাকুন এবং এই ভাবে অনুপ্রাণিত হউন। তাঁহাদের সে চেষ্টা চিরকাল স্থায়ী হউক। আমার এই উদ্দেশ্য বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। ন্যূনকল্পে সেড় গুণ পরিমাণে বৃদ্ধি পাউক। আমার এই ঘোষণা-বাণী তথাগতের নির্ব্বাণ-লাভের ২৫৬শ বৎসরে * ঘোষিত হইল। প্রান্ত পর্ব্বতগাত্রে এবং প্রতি স্তম্ভগাত্রে আমার এই অভিপ্রায় অঙ্কিত হউক।

ক্ষুদ্র-গিরিলিপি।

(সিদ্ধপুর)

মহীশূরের অন্তর্গত সিদ্ধপুরে, দেবানাংপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অশোকের রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে (২১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এ লিপিও রূপনাথ এবং সাসারাম লিপির অনুরূপ। ইহাতেও রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণের বিষয় এবং ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁহার আদেশ প্রচারিত। ব্রহ্মগিরি লিপির ইহা একটী সংস্করণ বলা যাইতে পারে।

"সুবংনগিরিতে অয়পুতস মহামাতানং চ বচনেন ইসিলসি মহামাতা আরোগিয়ং বতবিয়া হেবং চ বতবিয়া—দেবানং পিয়ে আনপয়তি অধাতিয়ানি [বসানি] য হকং...নো তু খো বাঢং পকংতে হুসং (।) একং সবছরং সাতিরেকে তু খো সং(ব)ছরং যং ময়া সংঘে উপযীতে বাঢং চ মে পকংতে (।) ইমিনা চু কালেন অমিসা সমানা মুনিসা জম্বুদীপসি মিসা দেবেহি (।) [পক]-মস হি ইয়ং ফলে (।) নো হীয়ং সক্যে মহাৎপেনেব পাপোতবে ( ) কামং তু খো খুদকেন পি পক[মমি]নেন বিপুলে স্বগে সক্যে আরাধেতবে (।) এতায়ঠায় ইয়ং সাবণে সাবাপিতে (।)...মহাৎপা চ ইমং পকমেযু...তি। অংতা চ মে জানেযু চিরঠিতীকে চ ইয়ং প...(।) ইয়ং চ অঠে বঢিসিতি বিপুলং পি চ বঢিসিতি অবরধিয়া দিয়ঢিয়ং [বঢি]সিতি (।) ইয়ং চ সাবণে সাবাপিতে ব্যূথেন ২৫৬।

মর্ম্মার্থ।—সুবর্ণগিরিতে-অবস্থিত রাজকুমার এবং শাসনকর্ত্তাগণের অভিপ্রায় অনুসারে, যথোচিত সম্মান সহকারে ইসিলার শাসনকর্ত্তাদিগকে আদেশ করা যাইতেছে। দেবপ্রিয়

* রূপনাথ এবং সাসারাম উভয় লিপিতেই "(সুবথু) ২৫৬" পদ দৃষ্ট হয়। আবার সিদ্ধপুর সংস্করণে 'ব্যূথেন ২৫৬' পদ সন্নিবিষ্ট আছে। ইহার ব্যাখ্যায় পণ্ডিতগণ অনেক মত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু কেহই এতৎ-সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই। 'ব্যূথেন' শব্দে 'শাক্যমুনি বুদ্ধদেব' বুঝাইত এবং 'সুবথু' (সু=২০০+ব=৫০+থু=৬) শব্দের ২৫৬ সংখ্যায় 'বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের ২৫৬ বৎসর পরে' বুঝায়—বুলার বহুদিন পর্যন্ত এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। বুলারের এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলেও বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণাব্দ

আদেশ করিতেছেন,—আড়াই বৎসর যাবৎ আমি উপাসকরূপে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু তৎসংক্রান্ত বিশেষ কোনও কার্য্য করিতে পারি নাই। প্রায় এক বৎসর অতীত হইল, আমি সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছি এবং বিশেষ উৎসাহের সহিত চেষ্টা করিতেছি। ইতিপূর্ব্বে জম্বুদ্বীপে যে সকল দেবতা প্রচলিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে মানুষের সমান করিয়াছি

৫০৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ দাঁড়ায়। সিংহলদেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থাদির কাল-গণনার ভ্রমপ্রমাদ নির্দ্দেশ করিলে, এতৎ-সিদ্ধান্তের ঐতিহাসিকতা স্বীকার করা যায়। সে হিসাবে অশোকের কাল নিম্নরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়; যথা—

অশোকের রাজ্যাভিষেক	২৬৯ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ।
কলিঙ্গ-বিজয় (৯ম বর্ষে) এবং উপাসকরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণ ...	২৬১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।
আড়াই বৎসর সাধনা+সাড়ে ছয় বৎসর কঠোর সাধনা, মোট প্রায় ৯ বৎসর—২৬১ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে ক্ষুদ্র গিরি-লিপির প্রবর্ত্তনের সময় পর্য্যন্ত	২৫২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।
২৫২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ক্ষুদ্র গিরিলিপির প্রবর্ত্তন। তাহার সহিত ২৫৬ বৎসর যোগ করিলে ...	৫০৮ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ মিঃ টমাস (Journal Asiatique. 1910) যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে এই অংশের অর্থ গ্রহণ অনেকটা সুগম হইয়াছে বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ স্বীকার করেন। সাসারাম লিপিতে 'দুবে-সপংনালাতি' বাক্য আছে। ইহার অর্থ নিষ্পন্ন হয়—'২৫৬ রাত্রি।' এখানে রাত্রি শব্দের অর্থ কেবলমাত্র রাত্রি না ধরিয়া দিনরাত্রি ধরিতে হইবে। তাহা হইলে ইহার অর্থ পরিষ্কার হয়। কেহ কেহ ইহার অর্থ করেন—'আমার প্রবাসের ২৫৬ রাত্রে এই লিপি উৎকীর্ণ হইল।' কিন্তু অশোক কোন্ সময়ে প্রবাসে গমন করেন, তাহা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। তাঁহার তীর্থযাত্রা যদি প্রবাসযাত্রা বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে ২৬৯ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রবাস-যাত্রার কাল নির্ণীত হয়। ঐ বৎসরই (অভিষেকের ২১শ বর্ষে) তিনি তীর্থভ্রমণে গমন করেন। সে হিসাবে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের ২৫১ বৎসর পরে তাঁহার তীর্থযাত্রা নির্ণীত হয়। তাহা হইলে, লিপির উক্তির সহিত তিন বৎসরের পার্থক্য দাঁড়াইতেছে। কেহ কেহ আবার অশোকের প্রব্রজ্যা বিষয় এতৎ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়া থাকেন। সে মতে অশোক ৩৭ বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পালিগ্রন্থে বৌদ্ধগণের আখ্যায়িকা-সমূহে বুদ্ধ-নির্ব্বাণের ২১৮ বৎসর পরে অশোকের সিংহাসন-প্রাপ্তির কাল নির্দ্ধারিত হয়। ২১৮+৩৭=২৫৫ পরে অর্থাৎ তাঁহার রাজত্বকালের অবসানে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। ঠিক-হিসাবে বুদ্ধনির্ব্বাণের ২১৮ বৎসরের সাত আট মাস পরে পণ্ডিতগণ তাঁহার অভিষেক কাল ধরিয়া অঙ্কে ২৫৬ সংখ্যা পূরণ করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে আরও কথিত হয় যে, প্রব্রজ্যার ৮ মাস ১৫ দিন পরে ভিক্ষু-সংঘের প্রতি উপদেশ দিয়া তিনি লিপিগুলি বিঘোষিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রব্রজ্যার পর সুবর্ণগিরিতে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। ব্রহ্মগিরি এবং সিদ্ধপুর লিপিতে সুবর্ণগিরির নাম দৃষ্টে পণ্ডিতগণ এতৎসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মগিরি এবং সিদ্ধপুর লিপিতে রাজপুত্র এবং রাজকর্ম্মচারিগণের প্রতি যে ঘোষণা বিঘোষিত হয়, এই সুবর্ণগিরি হইতেই তাহা প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। সেই সময় হইতেই অশোক রাজকার্য্যে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। সুবর্ণগিরির স্থাননির্দ্দেশে তাঁহারা বলেন,—বিহার-প্রদেশের সোণাগিরি প্রাচীন সুবর্ণগিরি বলিয়া অনুমিত হয়। ঐ স্থানে এক সময়ে রাজগৃহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহা বৌদ্ধগণের একটী প্রধান তীর্থ-স্থান। মহারাজ অশোক তাঁহার শেষ-জীবন এই সোণাগিরিতে অতিবাহিত করেন বলিয়া প্রকাশ। পণ্ডিতগণ বলেন,—এই সোণাগিরিতে অবস্থান-কালে রূপনাথ ও সাসেরাম লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, দাক্ষিণাত্যে সুবর্ণগিরি অবস্থিত ছিল। কিন্তু পণ্ডিতগণের এতৎসিদ্ধান্তও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, ২২২ পূর্ব্ব-

অন্তেবাসিগণ আচার্য্যের সেবায় নিযুক্ত হইবে, জ্ঞাতিবন্ধুগণের প্রতি নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করিবে। পুরাতন ধর্ম্মবিধির ইহাই মূল সূত্র। এই ধর্ম্মের সাধনায় লোকে দীর্ঘায়ু লাভ করা যায়। এই নীতি যাহাতে সর্ব্বত্র অনুসৃত হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। পড় নামক লিপিকর কর্ত্তৃক এই লিপি খোদিত হইল।

ক্ষুদ্র-গিরিলিপি।

(বৈরাট।)

বৈরাটের এ লিপিও সিদ্ধপুর, রূপনাথ ও সারনাথ লিপিত্রয়ের ন্যায় একই ভাবমূলক। অশোকের ধর্ম্মগ্রহণের বিষয় এবং তৎপ্রতিপালনে তাঁহার চেষ্টা এ লিপিতে পরিব্যক্ত।

দেবানং পিযে আহা (:) সাতি[লেকানি] ..বসানি য হক উপাসকে...ন চ ..
বাঢং... অং সমযা স(ং) যে উপযাতে বাঢং চ জংবুদীপসি অমিসা ন দেবে হি
.নি(পল) (ক)মস এস (ফ)লে নো হি এসে মহতনেব চকিযে—(পল)-
(ক)ম . মিনেনা—য প বিপুলে পি সগে চকিযে আরাধেতবে..... খু(দ)কা চ
উডালা চ ...কমতু তি (।) অ(ং)তা পি চ জানংতু তি চিলঠিতিকে...
বিপুলং পি বঢিসিতি দিযঢিযং বঢিসতি (।)

মর্ম্মার্থ :—দেবপ্রিয় এইরূপ কহিতেছেন। আড়াই বৎসর যাবত আমি উপাসক-রূপে ধর্ম্ম-গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু তৎসংক্রান্ত বিশেষ কোনও কার্য্য করিতে পারি নাই। প্রায় এক বৎসর গত হইল, আমি সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছি এবং বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে জম্বুদ্বীপে যে সকল দেবতা অপ্রচলিত ছিল, তাহাদিগকে ধর্ম্মমধ্যে গ্রহণ করিয়া প্রচলিত করিয়াছি। ইহা একমাত্র চেষ্টার ফল। মহত্তেরাই যে কেবল সেই ফল প্রাপ্ত হন, তাহা নহে ; ক্ষুদ্রও যদি চেষ্টা করে, সে ফল তাহারও অধিগত হয়,—সেও অনন্ত স্বর্গ-সুখের অধিকারী হইতে পারে। তাই আমার ইচ্ছা—ক্ষুদ্র ও মহৎ সকলেই চেষ্টা করিতে থাকুন। আমার রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী রাজ্যসমূহের অধিবাসী-বৃন্দও সে চেষ্টা করুক এবং তাহাদের সে চেষ্টা চিরস্থায়ী হউক। সে চেষ্টার বিপুল বৃদ্ধি হউক—অবিরাম-ভাবে তাহা বৃদ্ধি পাইতে থাকুক.....।

রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের প্রবর্ত্তিত চতুর্দ্দশ গিরিলিপি এবং ক্ষুদ্র-গিরিলিপি সমূহ তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সেই গিরিলিপি-সমূহের আলোচনায় আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হই ; বুঝিতে পারি না কি—যেমন রাজনীতি-ক্ষেত্রে, তেমনি সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ে, অশোক একজন অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী নরপতি ছিলেন ! গিরিলিপি-সমূহের আলোচনায় অশোকের রাজনীতির এবং ধর্ম্মনীতির কি পরিচয় প্রাপ্ত হই ? বুঝিতে পারি না কি, জনহিত-সাধন তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, আর সে লক্ষ্য-সাধনে তিনি সতত প্রয়াস পাইয়াছিলেন ;

গিরিলিপিতে উচ্চ আদর্শ।

তাঁহার রাজত্বে জীবহিংসা নিবারিত হইয়াছিল। ভূচর খেচর—সকল প্রাণীই নিঃসংশয়ে সুখস্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারিত। মানুষ ও পশুর স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ ও স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আর তাহার তত্ত্বাবধান জন্য সুচিকিৎসকগণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কেবল আপন রাজ্যে নহে; মিত্ররাজগণের রাজ্যেও যাহাতে প্রাণিগণের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হয়,—তাহারও বিধান তিনি করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-ভারতে এবং গ্রীক-অধিকৃত রাজ্য-সমূহে চিকিৎসা-বিদ্যার উন্নতিকল্পে অশোকের অশেষ প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়। যে রাজ্যে বা যে প্রদেশে ঔষধাদি মিলিত না, অশোকের রাজত্বকালে সে সকল স্থানে ঔষধাদি প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সুরাটে এবং পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে অদ্যাপি যে সকল পশুচিকিৎসালয় পরিদৃষ্ট হয়, পণ্ডিতগণ মনে করেন, তাহা মৌর্য্য-সম্রাটের কীর্ত্তি-স্মৃতি বিঘোষিত করিতেছে—তৎসমুদায় অশোক-প্রবর্ত্তিত চিকিৎসালয়-সমূহের অনুস্মৃতি মাত্র।* ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে রাজকীয় প্রধান বিভাগের সৃষ্টি এবং প্রচারক-প্রেরণ প্রভৃতি সদনুষ্ঠান, ধর্ম্মনীতির এক উচ্চ আদর্শের অবতারণা করিতেছে। অশোকের সাম্যনীতি—সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি সমদর্শন, অশোকের প্রতিষ্ঠার আর এক পরিচয়। সর্ব্বজীবে দয়া এবং সকল ধর্ম্মে সমদর্শনই যে রাজ্যের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করিয়া থাকে, কূটরাজনীতিক অশোক তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুধাবন করিয়াছিলেন। সেই নীতির অনুসরণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার এত প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা। দানধর্ম্মাচরণের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই। কিন্তু সকল দানের অপেক্ষা ধর্ম্মদানই যে শ্রেষ্ঠ দান, তদ্বিষয় বিঘোষিত করিয়া তিনি ধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন। রাজ্যের আপামর সাধারণ যাহাতে সত্যধর্ম্মের আলোকে পুলকিত

* সুরাটে প্রতিষ্ঠিত পশুচিকিৎসালয়ের বিবরণ পাঠ করিলে, অশোকের রাজত্বকালের চিকিৎসালয় সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি হইতে পারে। সে বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল; যথা.—"The most remarkable institution in Surat is the Banyan Hospital, of which we have no description more recent than 1780. It then consisted of a large piece of ground enclosed by high walls and subdivided into several courts or wards for the accomodation of animals. In sickness they were attended with the greatest care, and here found a peaceful asylum for the infirmity of old age.

"When an animal broke a limb, or was otherwise disabled, his owner brought him to the hospital, where he was received without regard to the caste or nation of his master. In 1772, this hospital contained horses, mules, oxen, sheep, goats, monkeys, poultry, pigeons and a variety of birds; also an aged tortoise, which was known to have been there seventy five years. The most extra-ordinary ward was that appopriated for rats, mice, bugs and other noxious vermin, for whom suitable food was provided.—*Vide*, Hamilton, *Description of Hindostan*, (1820), vol, I. and Crooke, *Things Indian.*

হয়, তদুদ্দেশ্যে ধর্ম্মবিধির ঘোষণা করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী অশোক সকলের প্রাণে ধর্ম্মভাবের উন্মেষ করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপ বিবিধ সদনুষ্ঠানের উল্লেখে গিরিলিপি-সমূহের সার্থকতা প্রতিষ্ঠিত ; লিপি-সমূহের ঐতিহাসিকতাও অবিসংবাদিত। লিপির ঐতিহাসিকতার প্রমাণ-স্বরূপ কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় গিরিলিপিতে সিরীয় রাজ এণ্টিওকাসের নাম এবং কতকগুলি গ্রীক-রাজার নাম পরিদৃষ্ট হয়। পঞ্চম গিরিলিপিতেও তদ্রূপ উল্লেখ আছে। কলিঙ্গ-বিজয়-সংক্রান্ত ত্রয়োদশ গিরিলিপি হইতে প্রতিপন্ন হয়, অশোকের রাজত্ব-কালে সর্ব্বপ্রথম মগধের সহিত বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা এবং উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত ত্রয়োদশ অনুশাসনে পাঁচ জন গ্রীক-নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। সেস্থলে লিখিত আছে,—"অংতিয়োকো নম যোন রজ পরং চ তেন অংতিয়োকেন চতুর (৪) রজনি তুরময়ে নম অংতেকিন নম মক নম অলিকসুদরো নম।" ইত্যাদি। উক্ত বর্ণনা হইতে প্রতিপন্ন হয়, সিরীয়-রাজ এণ্টিওকাস, মিশর রাজ টলেমি ফিলাডেলফাস, মাকিদনাধিপতি এণ্টিগোনাস গোনাটাস, সাইরিনাধিপতি মেগাস এবং এপিরাসের অধিপতি আলেক-জাণ্ডার, রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের সমসাময়িক ছিলেন। কথিত হয়, পূর্ব্বোক্ত নৃপতি অশোকের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার জন্য তাঁহার রাজ্যে প্রচারকগণ প্রেরিত হইয়াছিল। ভারতে নিকটবর্ত্তী রাজ্য-সমূহে এবং দক্ষিণ ভারতে প্রচারক প্রেরণের বিষয়ও উক্ত ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে পরিবর্ণিত আছে। চতুর্দ্দশ গিরিলিপি ব্যতীত গিরিগুহায় এবং অন্য ক্ষুদ্র খণ্ডগিরিগাত্রে রাজচক্রবর্ত্তী অশোক আরও বহু লিপি উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। ধৌলি এবং জৌগড়ে যে লিপি প্রকটিত হয়, তাহাতে ধর্ম্মবিধির পরিপালন এবং প্রজাহিতসাধন বিষয়ক বিধান-পরম্পরা সন্নিবদ্ধ দেখিতে পাই। সভা-সম্মিলনের আদেশও ঐ লিপিতে পরিবর্ণিত আছে। এইরূপে বিভিন্ন গিরিলিপি এবং ক্ষুদ্র গিরিলিপি সমূহে রাজচক্রবর্ত্তী অশোক ধর্ম্মনীতি এবং রাজনীতি বিষয়ক বিভিন্ন বিধি প্রবর্ত্তন করিয়া রাজ্যের অশেষ উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন।

যেমন গিরিলিপি-সমূহ, তেমনি স্তম্ভলিপি-সমূহ অশোকের কীর্ত্তির আর এক নিদর্শন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ বলেন,—স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি লিপি-অঙ্কনে রাজচক্রবর্ত্তী অশোক বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ আরও বলেন, অশোকের

স্তম্ভলিপি।

লিপি সম্বলিত নয়টী স্তম্ভ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই নয়টী স্তম্ভ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাং ভারত ভ্রমণে আগমন করেন। তিনি ষোলটী স্তম্ভের উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু তন্মধ্যে প্রধান সাতটী স্তম্ভের পরিচয় প্রথমে পাওয়া যায়। তার পর আরও দুইটী স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই দুইটী স্তম্ভের একটী রুম্মিনদাই নামক স্থানে, আর একটী বাখেরায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। তন্মধ্যে বাখেরার স্তম্ভে কোনও লিপি অঙ্কিত হয় নাই। কনকমুনি স্তূপের সন্নিকটে পরিব্রাজক হুয়েন-সাং আর একটী স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন। অধুনা তাহা নিগ্লিভ স্তম্ভ নামে অভিহিত। পূর্ব্বোক্ত দুইটী

স্তম্ভের প্রত্যেকটীর উচ্চতা ৭০ ফিট। একটি স্তম্ভের শীর্ষদেশে একটী বৃষমূর্ত্তি এবং অপরটীর শিরোদেশে একটী চক্রমূর্ত্তি পরিস্থাপিত। শ্রাবস্তীর সন্নিকটে জিতবন বিহারের সিংহদ্বারে শেষোক্ত স্তম্ভটী অবস্থিত ছিল। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, নেপালের অরণ্য-মধ্যে অনুসন্ধান করিলে সে স্তম্ভ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। পাটনার সন্নিকটে অশোকের প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি স্তম্ভের ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, সেই ভগ্নাবশেষ-সমূহ চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙের বর্ণিত স্তম্ভসমূহেরই নিদর্শন হইতে পারে। যাহা হউক, রুম্মিনদেবী এবং নিগ্লিভা স্তম্ভদ্বয় ব্যতীত সাতটী সম্পূর্ণ স্তম্ভলিপি আজি পর্য্যন্ত অশোকের লিপি বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। সেই সকল স্তম্ভ-লিপির যে পরিচয় ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ প্রদান করিয়াছেন, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ হইল; যথা—

নম্বর।	নাম।	অবস্থান।	মন্তব্য।
১ম ...	দিল্লী-তোপরা স্তম্ভ।	দিল্লীর নিকটবর্ত্তী ভগ্নাবশেষ ফিরোজাবাদ সহরে কোটিলা পর্ব্বতের শিখর-দেশে এই স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফিরোজ সা তোগলক কর্তৃক ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে আম্বালা সহরের তোপরা পল্লী হইতে ইহা স্থানান্তরিত হয়। ...	জেনারেল কানিংহামের মতে এই স্তম্ভ 'দিল্লী শিবালিক' স্তম্ভ নামে অভিহিত; সেনার্টের মতে উহা—'ফিরোজ-লাট'।
২য় ...	দিল্লী-মিরাট স্তম্ভ	দিল্লীর উপকণ্ঠে এই স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়। ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ সা, এই স্তম্ভ মিরাট হইতে লইয়া গিয়া আপনার শিকারোদ্যানে, স্তম্ভের বর্ত্তমান অবস্থান-স্থানে, প্রোথিত করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গবরমেণ্ট এই স্তম্ভ পুনরায় ইহার পূর্ব্বের অবস্থান স্থানে স্থাপন করেন।	এম্ সেনার্ট ইহাকে 'দিল্লী-স্তম্ভ' নামে অভিহিত করেন। ১ম—৬ষ্ঠ স্তম্ভ-লিপি অনেকাংশে বিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। স্তম্ভের চূড়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে।
৩য় ...	এলাহাবাদ স্তম্ভ। ...	এলাহাবাদ দুর্গের এলেনবরা ব্যারাকের সৈন্যাবাসের সন্নিকটে এই স্তম্ভ পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন, কৌশাম্বী হইতে এই স্তম্ভ স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। ...	দেবীলিপি এবং কৌশাম্বী লিপি অসম্পূর্ণ। চূড়া আধুনিক কালের শিল্প-সমন্বিত।

অঙ্ক।	নাম।	অবস্থান।	মন্তব্য।
৪র্থ	লৌড়িয়া-অররাজ স্তম্ভ।	উত্তর-বিহারের চম্পারণ জেলায়, বেতিয়ার সড়কে, কেশরিয় স্তূপের ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে, অররাজ মহাদেবের মন্দিরের এক মাইল দূরে, লৌড়িয়া পল্লীতে এই স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে।	এম সেনার্টের মতে এই স্তম্ভ 'রধিয়া স্তম্ভ' নামে অভিহিত। ইহার শীর্ষদেশের কতকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।
৫ম	লৌড়িয়ানন্দনগড় স্তম্ভ। (নন্দনগড়)	চম্পারণ জেলার অন্তর্গত বেতিয়ার উত্তর-উত্তর-পশ্চিমে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত মথিয়া পল্লীর তিন মাইল উত্তরে লৌড়িয়া পল্লীতে এই স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়।	এম সেনার্টের মতে এই স্তম্ভ মথিয়া-স্তম্ভ নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে ৪টী অনুশাসন দৃষ্ট হয়।
৬ষ্ঠ	রামপুরোয়া স্তম্ভ।	চম্পারণ জেলার উত্তর-পূর্ব-কোণে পিপরিয়া নামক একটী পল্লীর সন্নিকটে রামপুরোয়া পল্লীগ্রামে, এই স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে।	অসম্পূর্ণরূপে উত্তোলিত। লিপির যে অংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মনে হয়।
৭ম	সাঁচী স্তম্ভ।	মধ্য-ভারতে, ভূপালের অন্তর্গত সাঁচী স্তূপের সিংহদ্বারে, এই স্তম্ভ অবস্থিত। সারনাথ, কৌশাম্বী, ও প্রয়াগ লিপি—এই স্তম্ভ-গাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।	এই স্তম্ভ ভগ্ন হইয়াছে। কিন্তু শীর্ষদেশ অটুট আছে।

পূর্ব্বোক্ত সাতটী প্রধান স্তম্ভ ব্যতীত আরও দুইটী স্তম্ভের পরিচয় প্রত্নতত্ত্ববিদগণের গ্রন্থপত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই স্তম্ভদ্বয়ের পরিচয় নিম্নে প্রকটিত হইল; যথা,—

অঙ্ক।	নাম।	অবস্থান।	মন্তব্য।
৮ম	নিগ্লিভ স্তম্ভ।	বস্তী জেলার উত্তরে, নেপালী তরাই এর অন্তর্গত নিগ্লিভ গ্রামের নিকটবর্ত্তী নিগ্লিভ (নিগালি) সাগর নামক জলাশয়ের পশ্চিম তীরে, এই স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে।	দ্বিখণ্ডিত-ভাবে ইহা পাওয়া যায়। শীর্ষদেশ নষ্ট হইয়াছে। লিপি অসম্পূর্ণ। কনকমুনি স্তূপে অশোকের গমনের বিষয় উল্লিখিত।

২। দ্বিতীয় স্তম্ভলিপি।

(রধিয় স্তম্ভ)

উত্তর-বিহারের চম্পারণ জেলায় বেতিয়ার সড়কে, কেশরিয়া স্তূপের কুড়ি মাইল উত্তরে-পশ্চিমে, অররাজ মহাদেবের মন্দিরের এক মাইল দূরে, লুড়িয় পল্লীতে এই স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়। ইহার অপর নাম—লাড়িয় অররাজ স্তম্ভ। এই স্তম্ভে ছয়টী লিপি সম্পূর্ণ-ভাবে উৎকীর্ণ ছিল। কিন্তু এক্ষণে কেবলমাত্র একটী লিপি বর্ত্তমান। এ লিপিতে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত রহিয়াছে। দয়া দাক্ষিণ্য সত্য প্রভৃতি সদ্গুণরাজিই যে ধর্ম্ম-সাধনের একমাত্র উপায়, লিপিতে তাহা সুন্দর পরিব্যক্ত। আপন জীবনের দৃষ্টান্তে সাধারণকে ধর্ম্মপথে পরিচালনের প্রয়াস এই লিপিতে সুপরিব্যক্ত।

দেবানং পিয়ে পিয়দসি লাজ হেবং আহা (*) ধংমে সাধু (।) কিয়ং চ ধংমেতি ? অপাসিনবে বহুকয়ানে দয় দানে সচে সোচয়েতি (।) চখু দানে পি মে বহু বিধে দিংনে দুপদচতুপদেসু পখিবালিচলেসু বিবিধে মে অনুগহে কটে আপান-দখিনায়ে অংনানি পি চ মে বহুনি কয়ানানি কটানি (।) এতায়ে মে অঠায়ে ইয়ং ধ(ং)-মলিপি লিখাপিতা (।) হেবং অনুপটিপজংতু চিলং থিতীকা চ হোতুতি (।) যে চ হেবং সংপটিপজীসতি সে সুকটং কছতীতি (।)

সংস্কৃত অনুবাদ।—দেবানাংপ্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী রাজা এবং আহ—ধর্ম্মঃ সাধুঃ। কোহয়ং চ ধর্ম্ম ইতি। অপাস্রবং বহুকল্যাণং দয়া দানং সত্যং শৌচম্ ইতি। চক্ষুদানানি অপি মে বহুবিধানি দত্তানি। দ্বিপদচতুষ্পদেষু পক্ষিবারিচরেষু বিবিধাঃ মে অনুগ্রহাঃ কৃতাঃ আ প্রাণদক্ষিণায়াঃ। অন্যানি চ মে বহূনি কল্যাণানি কৃতানি। এতস্মৈ মে অর্থায় ইয়ং ধর্ম্মলিপিঃ লিখিতা এবং অনুপ্রতিপদ্যন্তাং চির-স্থিতিকা চ ভবতু ইতি। যে চ এবং সংপ্রতিপৎস্যন্তে তে সুকৃতং করিষ্যন্তি ইতি।"

মর্ম্মার্থ।—দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী এইরূপ কহিতেছেন;—ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ মঙ্গলদায়ক। সে ধর্ম্ম কি ? দান দয়া সত্য ও পবিত্রতা প্রভৃতি। তাহাতে শুদ্ধি-লাভ হয়। নিষ্পাপতা অশেষ মঙ্গলজনক। মানবজাতিকে আমি বহুপ্রকারে চক্ষুদান করিয়াছি,—অশেষ প্রকারে তাহাদের আধ্যাত্মিক এবং পারমার্থিক কল্যাণ দান করিয়াছি—তাহাদের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। দ্বিপদ চতুষ্পদ ভূচর খেচর জলচর—সকল প্রাণীর জীবন দান করিয়াছি এবং তাহাদের প্রতি বিবিধ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন আরও বিবিধ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে এই ধর্ম্মলিপি উৎকীর্ণ হইল। আমার উদ্দেশ্য—ইহা চিরস্থায়ী হউক এবং সকলে আমার অভিপ্রায় মত কার্য্য করিতে পারুক। যাহারা আমার এই উপদেশ [illegible] তাহাদের দ্বারা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইবে।

* এই লিপিতে 'আহা' স্থলে 'আহ', কায় স্থলে কিয়ং, লিখাপিতা স্থলে লিখাপিত, পোতুতি স্থলে হোতুতি, সংপটিপজীসতি স্থলে সংপটিপজিসতি এবং কছতীতি স্থলে কছতীতি পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

দিল্লী-শিবালিক স্তম্ভে এই লিপির একটি প্রতিলিপি দৃষ্ট হয়। তাহার মর্ম্ম সর্ব্বাংশে পূর্ব্ববর্ত্তী লিপির মর্ম্মার্থের অনুরূপ। নিম্নে সেই লিপি উদ্ধৃত হইল; যথা,—

দেবানং পিয়ে পিয়দসি লাজা হেবং আহা ধংমে সাধু (।) কিয়ং চু ধংমেতি (?) অপাসিনবে বহুকয়ানে দয়া দানে সচে সোচয়ে (।) চখু দানে পি মে বহুবিধে দিংনে দুপদ চতুপদেসু পখিবালিচলেসু বিবিধে মে অনুগহে কটে আপানদাখিনায়ে (,) অংনানি পি চ মে বহুনি কয়ানানি কটানি (।) এতায়ে মে অঠায়ে ইয়ং ধংমলিপি লিখাপিতা (?) হেবং অনুপটিপজংতু চিল-থিতিকা চ হোতু তীতি (।) যে চ হেবং সংপটিপজীসাত সে সুকটং কছতীতি (।)

• • •

৩। তৃতীয় স্তম্ভলিপি।

(দিল্লী-শিবালিক স্তম্ভ।)

দিল্লীর সন্নিকটে ভগ্নায়মান ফিরোজাবাদ সহরে, কোটিলা পাহাড়ের শিখরদেশে, এই স্তম্ভ বিদ্যমান। ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ-সা তোগলক কর্তৃক আম্বালা সহরের তোপরা পল্লী হইতে এই স্তম্ভ স্থানান্তরিত হয়। জেনারেল কানিংহাম এই স্তম্ভকে 'দিল্লী-শিবালিক স্তম্ভ' এবং এম সেনার্ট ইহাকে 'ফিরোজ-সার লাট' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই স্তম্ভে সাতটী লিপি অবিকৃতভাবে অবস্থিত ছিল। বৌদ্ধ-শাস্ত্রে-যে পাপদেশনার বিষয় উল্লিখিত আছে, এই লিপিতে তদ্বিষয় পরিবর্ণিত। মানুষ যেমন আপনার গুণের বিষয় কীর্ত্তন করিবে, তেমনি আপনার দোষ দর্শন করিবে—ইহাই এ লিপির মূল লক্ষ্য। ইহাকেই বলে আত্মপরীক্ষা। সেই আত্মপরীক্ষার বিষয়ই বক্ষ্যমাণ লিপিতে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

দেবানং পিয়ে পিয়দসী লাজা হেবং আহ (ঃ) কয়ানংমেব দেখতি (ঃ) ইয়ং মে কয়নংমেব কটেতি (।) নো মিন পাপং দখংতি (ঃ) ইয়ং মে পাপ কটে ইয়ং বা আসিনবে নামা তি (।) দুপটিবেখে চু খো এসা (।) হেবং চু খো এস দেখিয়ে (ঃ) ইমানি আসিনবগামিনী নাম অথ কোধে মানে ইস্যা কালনেন ব হকং মা পলিভসয়িসং (।) এস বাঢ় দেখিয়ে চংডিয়ে নিঠুলিয়ে ইয়ং মে হিদতিকায়ে ইয়ং মন মে পালতিকায়ে (।)" *

সংস্কৃত অনুবাদ।—"দেবানাং প্রিয়দর্শী রাজা এবং আহ—কল্যাণমেব পশ্যতি 'ইদং মে কল্যাণং কৃতম্।' নো মনাক পাপং পশ্যতি—'ইদং মে পাপং কৃতমিতি' 'ইদং বা আস্রবং নামেতি।' দুষ্প্রত্যবেক্ষ্যন্তু খলু এতৎ। এবং তু খলু এতৎ পশ্যেৎ ইমানি আস্রবগামীনি নামেতি যথা চণ্ড্যং নৈষ্ঠুর্য্যম্ ক্রোধঃ মানঃ ঈর্ষ্যা (এষাং) কারণেন বহুকং মে প্রভ্রষ্টমিতি। এতৎ বাঢ়ং পশ্যেৎ ইদং মে ঐহিকায় ইদং মে পারত্রিকায়েতি।"

* এই লিপির অন্তর্গত কয়েকটী শব্দের পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। যথা,—'লাজা' স্থলে 'লাজ', 'আহ' স্থলে 'আহা', 'কয়ানে' স্থলে 'কয়নংমেব', 'দখংতি' স্থলে 'দেখতি' ও 'দখতি', 'পাপ' স্থলে 'পাপে'।

মর্ম্মার্থ।—সকলেই আপন আপন সৎকার্য্য দেখিয়া থাকে। সকলেই বলে—'এ সৎকার্য্য আমি করিয়াছি।' কিন্তু কেহই আপনার কুকার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না অথবা তাহার বিষয় একবার ভাবিয়াও দেখে না। তাহারা একবারও বলে না,—'এই কুকার্য্য বা এই পাপ আমি করিয়াছি।' এরূপ আত্মদোষদর্শন বা আত্মদর্শন নিতান্ত দুরূহ। তথাপি নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, অহঙ্কার ও ঈর্ষা প্রভৃতি যে পাপজনক,—সকলেরই তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। এই সকল কারণে যেন আমার অধঃপতন না ঘটে। এই সকল হইতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল সাধিত হইবে কি না, নির্ব্বাচনের অধিকারী হইতে পারিবে কি না, তাহা সকলেরই একবার চিন্তা করিয়াও দেখা কর্ত্তব্য।

* * *

। দিল্লী-মিরাট স্তম্ভ

দিল্লীর উপকণ্ঠে এই স্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে। ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান ফিরোজ শা তোগলক মিরাট হইতে এই স্তম্ভ লইয়া গিয়া আপনার শিকারগৃহস্থানে প্রোথিত করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এই স্তম্ভ পুনরায় উহার পূর্ব্বস্থানের অনতিদূরে স্থাপন করিয়াছিলেন। এ স্তম্ভ অধুনা ভগ্নপ্রায়। ইহাতে যে লিপি দেখিতে পাওয়া যায়, এই লিপি—দিল্লী-তোপরা লিপির প্রতিরূপ। উক্ত লিপির সহিত ইহার কোনও বিষয়েই অসাদৃশ্য নাই। ভাষায় এবং বিবৃতি-অংশে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও ইহার মর্ম্মার্থে কোনই বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না। ইহার কেবলমাত্র কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল; যথা—

"দেবানং পিয়ে পিয়দসি লাজা হেবং আহা (১) কয়ানং মে ব দেখ.....মং (২) কয়ানে কটেতি (৩) নো মিনা পাপং দেখতি (৪) ইয়ং মে পাপং কটেতি ইয়ং ব)—আসিনবে না(মা) ত (ি) দুপটিবেখে চু খো এসা (৫) হেবং চু..(খো) দেখিযে (ই)মানি আসিনব(গামীনি) নাম অথ চংডিযে নিঠুলিযে কোধে মানে ইস্যা কালনেন ব হকং মা পলিভ[স]যিসং (৬)। এস বাঢ দেখিযে (৭)। ইযং...এ (হিদতি)কাযে ইযং মে পালতিকাযে।"

* * *

৪। চতুর্থ স্তম্ভলিপি।

(প্রথম স্তম্ভ।)

এই স্তম্ভের বিবরণ দ্বিতীয় স্তম্ভলিপি প্রসঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে। কর্ম্মচারিগণের প্রভুত্ব-ক্ষমতার এবং তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য প্রভৃতির বিষয় এই লিপিতে পরিব্যক্ত। অভিষেকের ষড়্‌বিংশ বর্ষে এই লিপি উৎকীর্ণ হয়। সেনার্টের মতে,—ইহা রাজনীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

দেবানং পিয়ে পিয়দসি লাজ হেবং আহা (১) সডবীসতিবসাভিসিতেন মে ইযং ধংমলিপি লিখাপিতা (২) লজুকা মে বহূসু পানসতসহসেসু জনসি আযতা তেসং যে অভিহালে ব দংডে ব অতপতিযে মে কটে (৩) কিংতি (৪) লজূক অস্বথ

জানপদের মঙ্গলবিধানের এবং সুখসাধনের ভার রাজুক প্রমুখ কর্ম্মচারিগণের উপর ন্যস্ত রাখিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। নিরাপদে এবং নির্ভয়ে বিশ্বাসের সহিত তাঁহারা যেন কর্ত্তব্য-পালনে প্রবৃত্ত হন। এই উদ্দেশ্যে আমি আমার রাজুক প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণকে দণ্ড ও পুরস্কার দান বিষয়ে স্বাধীন ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি। ব্যবহার বিষয়ে এবং দণ্ডদানে যাহাতে তাঁহারা নিরপেক্ষভাবে কার্য্য করিতে পারেন, তৎপ্রতি যেন তাঁহারা লক্ষ্য রাখেন;—তাঁহারা যেন মনে রাখেন, সর্ব্বত্রই ন্যায়-পরতা অবলম্বনে কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। এই উদ্দেশে আমার এই আদেশ বিঘোষিত হইল যে,—'মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কারারুদ্ধ অপরাধীদিগকে তিন দিনের সময় দিতে হইবে।' তাহা হইলে তাহাদের জ্ঞাতিবন্ধু আত্মীয়-স্বজন তাহাদের পারলৌকিক মঙ্গলবিধান জন্য তাহাদিগকে ধ্যানে নিযুক্ত করিতে পারিবেন অথবা পারলৌকিক মঙ্গল জন্য দানধর্ম্মাচরণের এবং উপবাসাদির প্রতি তাহাদিগকে নিয়োগ করিতে সমর্থ হইবেন। অথবা তাঁহারা নিজেরাই দণ্ডিত অপরাধীর পারত্রিক মঙ্গল বিধানের জন্য উপবাসাদি দ্বারা এবং দানধর্ম্মাচরণে অপরাধীর পাপমুক্তির সহায়তা করিতে পারিবেন। আমার অভিপ্রায় এই যে, কারাবাসের সময় অপরাধীদিগের পারত্রিক মঙ্গল-বিধানের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মাচরণ, আত্মসংযম, দানধর্ম্মাদি বর্দ্ধিত হইবে।

* * *

৫। পঞ্চম স্তম্ভলিপি।

(দিল্লী-শিবালিক স্তম্ভ।)

পঞ্চম স্তম্ভলিপি—দিল্লী-শিবালিক স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। প্রাণিহিংসা-নিবারণ-মূলক নীতি এই লিপিতে বিঘোষিত হইয়াছে। জীবের জীবনের পবিত্রতা-রক্ষা-কল্পে রাজ-চক্রবর্ত্তী অশোক যে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, এ লিপিতে তাহার পরিচয় দেদীপ্যমান!

"দেবানং পিয়ে পিয়দসি লাজ হেবং আহ (ঃ) সডবীসতি বসাভিসিতেন মে ইমানি জাতানি অবধিয়ানি কটানি (,) সে যথা সুকে সালিকা অলুনে চক-বাকে হংসে নংদীমুখে গেলাটে জতুকা অংবাকপীলিকা দুডী অনঠিকমছে বেদবেয়কে গংগাপুপুটকে সংকুজমছে কফটসয়কে পংনসসে সিমলে সংডকে ওকপিংডে পলসতে সেতকপোতে গামকপোতে সবে চতুপদে যে পটিভোগং নো এতি ন চ খাদিয়তি (।) (অজকানানি) এডকা চা সুকলী চা গভিনী ব পায়মীনা ব অবধিয়া (।) পোতকে পি চ কানি আসংমাসিকে (।) বধিকুকুটে নো কটবিয়ে (;) তুসে সজীবে নো ঝাপেতবিয়ে (;) দাবে অনঠায়ে বা বিহিসায়ে বা নো ঝাপেতবিয়ে (।) জীবেন জীবে নো পুসিতবিয়ে (।) তীসু চাতুংমাসীসু তিসায়ং পুংনমাসিয়ং তিংনি দিবসানি চাবুদসং পংনডসং পটিপদায়ে ধুবায়ে চা অনুপোসথং মছে অবধিয়ে নো পি বিকেতবিয়ে (।) এতানি যেব দিবসানি নাগবনসি কেবটভোগসি যানি অংনানি পি জীবনিকায়ানি নো হংতবিয়ানি (।) অঠমীপখায়ে চাবুদসায়ে পংনডসায়ে তিসায়ে পুনাবসুনে তীসু চাতুংমাসীসু

সুদিবসায়ে গোনে নো নীলখিতবিয়ে অজকে এডকে শূকলে এবাপি অংনে নীল-খিযতি নো নীলখিতবিয়ে (।) তিসায়ে পুনাবসুনে চাতুংমাসিয়ে চাতুংমাসি-পখায়ে অশ্বসা গোনসা লখনে নো কটবিয়ে (।) যাব সডুবীসতিবস অভি-সিতেন মে এতায়ে অংতলিকায়ে পংনবীসতি বংধনমোখানি কটানি (।)" *

মর্ম্মানুবাদ।—দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী এইরূপ কহিতেছেন। আমার অভিষেকের সড়্‌বিংশ বর্ষে আমি নিম্নলিখিত প্রাণিগণের প্রাণহিংসা রহিত করিলাম; যথা,—শুক, শারিকা, অরুণ, চক্রবাক, হংস, নান্দীমুখ, গিলাট বা গৈরাট, জতুকা, অম্বাকপীলিকা, কুম্ম (দাদি), অনস্থিক মৎস্য, বেদবায়ক, গঙ্গাপুপুটক, শঙ্কর মৎস্য, কফটসায়ক (কচ্ছপ) পর্ণশশ (সজারু), সমর, ষণ্ড, ওকপিণ্ড (?), পলসত (গণ্ডার), শ্বেত কপোত, গ্রাম্যকপোত, এবং অখাদ্য ও অব্যবহার্য্য সর্ব্বপ্রকার চতুষ্পদ জন্তু। অজকা (ছাগী), এড়কা (ভেড়ী) এবং শূকরী প্রভৃতিকে অন্তর্ব্বত্নী বা দুগ্ধবতী অবস্থায় হত্যা করিবে না। তাহাদের শাবক ছয় মাসের না হইলে তাহারা অবধ্য। কুক্কুটও অবধ্য—তাহাদিগকেও কেহ বধ করিবে না। জীবন্ত প্রাণীকে তুষানলে দগ্ধ করা নিষিদ্ধ। বনবাসী প্রাণীর প্রাণসংহারের জন্য অথবা অন্য কোনও অভিপ্রায়ে অরণ্য দগ্ধ করিবে না। চাতুর্ম্মাসিকের প্রতি পূর্ণিমা দিবসে, পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা তিথিতে, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা অথবা প্রতিপদে এবং প্রতি উপোসথ দিবসে কেহ মৎস্য বধ বা মৎস্য বিক্রয় করিতে পারিবে না। ঐ সকল দিবসে নদী হ্রদ অথবা পুষ্করিণী অরণ্য প্রভৃতি হইতে কেহ কোনও প্রাণীর প্রাণহানি করিতে পারিবে না। শুক্লপক্ষের অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা এবং কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যায়, পুষ্যা ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত দিনে এবং প্রতি চাতুর্ম্মাস্যের উপোসথ দিবসে প্রতিপদ তিথিতে কেহ কদাচ বৃষ, মেষ, ছাগ ও শূকর প্রভৃতি প্রাণীর শরীরে কোনরূপ পীড়া জন্মাইতে পারিবে না। † পুষ্যা এবং পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা

---

* এই লিপির অন্তর্গত কয়েকটী শব্দের পাঠান্তর দৃষ্ট হয়; যথা,—'সডবীসতি' স্থলে 'সড়ুবীসাত', 'অবধিয়ে' স্থলে 'অবধ্যা', 'ওকে' স্থলে 'ওসে', 'লখুনে' স্থলে 'লখনে' এবং 'সডাবীসতিবস' স্থলে 'সড়ুবীসতিবস' পাঠান্তর আছে।

† অনেকে অনুমান করেন,—এই লিপির প্রচারণায় রাজচক্রবর্ত্তী অশোক যজ্ঞকার্য্যেও পশুবধ নিবারণ করিয়াছিলেন। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে অতি সুপ্রাচীনকাল হইতে যাগাদিতে পশুবলি প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। সনাতন ধর্ম্মের প্রতি অশোক যে বিদ্বেষ-পরায়ণ ছিলেন, এই লিপি পাঠে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। এ হিসাবে বৎসরের মধ্যে মাত্র ৫৬ দিন মৎস্য বধ বা বিক্রয় বন্ধ থাকিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল।

তিন ভাগে বৎসর-বিভাগের প্রথা অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। সেই তিন বিভাগ নিম্ন পর্য্যায় মতে গণনা করা হইত। গ্রীষ্মকাল—ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ; বর্ষাকাল—আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন; এবং হেমন্তকাল—কার্ত্তিক, মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ), পৌষ (তিষ্য) এবং মাঘ। প্রতি চাতুর্ম্মাস্যের প্রারম্ভে এবং শেষে পুরাকালে যাগ-যজ্ঞাদি কার্য্য সমাহিত হইবার নিয়ম ছিল। বর্ষাকালের চারি মাস যতি বা সন্ন্যাসিগণ আপন আপন আশ্রম পরিত্যাগ করিতেন না। বর্ষাবাসের শেষের দিন 'উপোসথ' দিবস। ঐ দিবসে সকলেরই উপবাস করিবার বিধি ছিল। সে বিধি অনুকরণীয়। সেই সময় বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বিগণের উৎসবাদি কার্য্য সমাহিত হইত।

ও সুখ আমার একমাত্র লক্ষ্য। আমার জ্ঞাতিদিগকে, প্রান্তবর্তিগণকে এবং সুদূরবর্তী রাজ্যের অধিবাসীদিগকে কিসে সুখী এবং উন্নত করিতে পারা যায়, তাহাই আমার একমাত্র লক্ষীভূত। তদুদ্দেশ্য সাধন জন্যই আমার যত কিছু অনুষ্ঠান। সকল প্রাণীর এবং সকল সম্প্রদায়ের হিতসাধনের প্রতি আমার লক্ষ্য এবং অনুরাগ সমভাবে বর্তমান রহিয়াছে। সকল ধর্মাবলম্বীদিগকেই আমি বিবিধ প্রকারে সম্মান এবং সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকি। কিন্তু স্বধর্মেই যে শ্রেয়োলাভ হয়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই জন্য স্বধর্মের প্রতি অনুরাগী হইতে এবং স্বধর্ম পালন করিতে আমি সকলকে উদ্বুদ্ধ করিতেছি। আমার রাজ্যের সপ্তবিংশ বর্ষে আমার আদেশ অনুসারে এই ধর্মলিপি উৎকীর্ণ হইল।

• • •

৭। সপ্তম স্তম্ভলিপি।

(দিল্লী-শিবালিক স্তম্ভ)

এ লিপিও দিল্লী-শিবালিক স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই লিপিও অশোকের রাজত্বের অষ্টাবিংশতি বর্ষে উৎকীর্ণ হয়। কি ভাবে, কীদৃশ উপায়ে, রাজচক্রবর্তী অশোক সদ্ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং কিরূপ অধ্যবসায়ের সহিত ধর্ম-প্রচারে তাঁহার জীবনের সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, আর কি ভাবে কিরূপ দক্ষতার সহিত তিনি রাজকার্য্য পরিচালন করিতেন, এই স্তম্ভলিপিতে তাহা পরিব্যক্ত আছে; যথা,—

দেবানং পিয়ে পিয়দসি লাজা হেবং আহা (১) যে অতিকংতং অংতলং লাজানে হুসু (২) হেবং ইছিসু কথং জনে ধংমবঢিয়া বঢেয়া (৩) নো চু জনে অনুলুপায়া ধংমবঢিয়া বঢিথা (৪)

এতং দেবানং পিয়ে পিয়দসি লাজা হেবং আহা (১) এস মে হুথা (২) অতিকংতং চ অংতলং হেবং ইছিসু লাজানে কথং জনে অনুলুপায়া ধংমবঢিয়া বঢেয়া তি (৩) নো চ জনে অনুলুপায়া ধংমবঢিয়া বঢিথা (৪) সে কিনসু জনে অনুপটিপজেয়া কিনসু জনে অনুলুপায়া ধংমবঢিয়া বঢেয়া তি (৫) কিনসু কানি অভ্যুংনাময়েহং ধংমবঢিয়া তি (৬)

এতং দেবানং পিয়ে পিয়দসি লাজা হেবং আহা (১) এস মে হুথা (২) ধংমসাবনানি সাবাপয়ামি ধংমানুসথিনি অনুসাসামি (৩) এতং জনে সুতু অনুপটীপজীসতি অভ্যুংনমিসতি ধংমবঢিয়া চ বাঢং বঢিসতি (৪) এতায়ে মে অঠায়ে ধংমসাবনানি সাবাপিতানি ধংমানুসথিনি বিবিধানি আনপিতানি যথা (সে পুলিসা) পি বহুনে জনসি আয়তা এতে পলিয়োবদিসংতি পি পবিথলিসংতি পি (৫) লজুকা পি বহুকেসু পানসতসহসেসু আয়তা তে পি মে আনপিতা (৬) হেবং চ হেবং চ পলিয়োবদাথ জনং ধংমযুতং (৭)

দেবানং পিয়ে পিয়দসি হেবং আহা (১) এতং এব মে অনুবেখমানে ধংমথংভানি কটানি (২) ধংমমহামাতা কটা (৩) ধংম সা (বনে) কটে (৪)

দেবানং পিয়ে পিয়দসি লাজা হেবং আহা (১) মগেসু পি মে নিগোহানি

মর্ম্মার্থ,—দেবপ্রিয় রাজা এইরূপ কহিতেছেন। 'পুরাকালে যে সকল রাজা রাজত্ব করিতেন, তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন মানুষ ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন করিবে। কিন্তু মানুষ তাঁহাদের-আশানুরূপ ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে নাই। (অথবা মানুষ যে কোনও প্রকারে ধর্ম্মের উৎকর্ষ বিধান করুক, পুরাতন রাজন্যবৃন্দ তৎপক্ষে ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সে আশা ফলবতী হয় নাই (অর্থাৎ তাঁহাদের চেষ্টার অনুরূপ ধর্ম্মের উৎকর্ষ-সাধনে মানুষ সমর্থ হয় নাই)। (অতএব) দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী এইরূপ কহিতেছেন যে, আমার মনে এই চিন্তার উদয় হইয়াছিল। পূর্ব্বতন রাজন্যবৃন্দ চেষ্টা করিতেন,—কিরূপে মানুষ ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করে, কিরূপে মানুষ তাঁহাদের আশার অনুরূপ ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হন। কিন্তু মানুষ ধর্ম্মের কোনও উন্নতি-সাধনে সমর্থ হয় নাই। কি উপায়ে মানুষের ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়, কি উপায়ে তাহাদিগকে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করা যায়, কি উপায়ে আমি ধর্ম্ম বিষয়ে অন্ততঃ কতকগুলি লোককেও উন্নত করিতে পারি,—ইহাই আমার চিন্তার বিষয়। (সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য) দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী এইরূপ কহিতেছেন,—'আমার মনে যে ভাবনার উদয় হইয়াছিল। সেইজন্য আমি ধর্ম্ম-প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছি। ধর্ম্ম বিষয়ে আমি বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছি এবং জনসাধারণের নিকট ধর্ম্মের নিগূঢ়-তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়া ধর্ম্মের প্রসার-বৃদ্ধির জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছি। রাজুকগণ বহু শত লোকের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন, ধর্ম্ম-বিষয়ে এইরূপ উপদেশ দিবার জন্য ধর্ম্মযুক্তগণও উপদিষ্ট হইয়াছেন। দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী এইরূপ কহিতেছেন,—এই উদ্দেশ্য বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া আমি ধর্ম্মস্তম্ভ-সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আমার আদেশে ধর্ম্মমহামাত্রা নিযুক্ত হইয়াছেন; এবং আমার আদেশে ধর্ম্মপ্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছে। দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী এইরূপ কহিতেছেন,—মনুষ্য ও পশুগণের ছায়াদান করিবার জন্য আমি প্রতি পথের পার্শ্বে বৃক্ষ-সমূহ রোপণ করাইয়াছি। আম্র-কুঞ্জ-সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং প্রতি অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর কূপ-খনন করাইয়াছি। বিশ্রামাগার নির্ম্মিত হইয়াছে। মনুষ্য ও পশুদিগের উপকারার্থ সেই সকল স্থানে জলদানের জন্য প্রপাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। মনুষ্য-পশু-কীট-পতঙ্গ সকলেরই উপকারের জন্য এই সকল ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু প্রাণিগণের উপকারার্থে এতৎসমুদায়ও যথেষ্ট নহে। প্রজাসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান জন্য আমি যেমন সুখসাধনের বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি, পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণও সেইরূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, ঐ সকলের দ্বারা সকলে ধর্ম্ম-নিয়ম পালন করুক এবং ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠান-সমূহের ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী কহিতেছেন,—আমার ধর্ম্মমহামাত্রগণ বিবিধ জনহিতকর কার্য্য এবং বহুবিধ রাজ-অনুগ্রহ প্রকাশে ব্যাপৃত আছেন। কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী, কি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সকলেরই (উপকার সাধন জন্য) তাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা যাহাতে বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণের কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং ব্রাহ্মণ, জৈন, আজীবক, স্থূলতঃ সকল সম্প্রদায়ের

উপকারের জন্য নিযুক্ত হন, আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন অমাত্যগণ ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য-সম্পাদনে ব্যাপৃত আছেন। কিন্তু ধর্ম্মমহামাত্যগণ সকল ধর্ম্মাবলম্বীর জন্য নিযুক্ত থাকিয়া তৎসংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন। দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী এরূপ কহিতেছেন,—পূর্ব্বোক্ত এবং অপরাপর প্রধান কর্ম্মচারিগণ আমার এবং মহারাণীগণের আদিষ্ট দান-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান লইয়া ব্যাপৃত আছেন। প্রাসাদে অথবা প্রদেশ-সমূহে, নগরাদিতে এবং রাজ-অন্তঃপুরে, তাঁহারা সেই দান-ধর্ম্মাচরণে নিযুক্ত আছেন এবং তদ্বিষয় কার্য্য সৌকার্য্যের জন্য বিভিন্ন উপায়-পরম্পরা নির্দ্ধারণে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। দেবীকুমারগণের এবং কুমারগণের অনুষ্ঠিত দান-ধর্ম্মাচরণেও ঐ সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। ধর্ম্মাচরণের এবং ধর্ম্মকর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। পবিত্রতা, বিনয়, সততা, দানশীলতা, শান্তি, স্নেহ এবং সত্যের আলোকে লোকের মন উদ্ভাসিত হইলে ধর্ম্মাচরণের এবং ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইয়া আসে। ধর্ম্মের উৎকর্ষ সেই সকলের উপরই নির্ভর করে। সেই জন্য,—ধর্ম্মদানের জন্য এবং ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত আছেন। দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী এইরূপ কহিতেছেন,—আমি যা কিছু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, আমার প্রজাসাধারণ তাহার অনুকরণ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে তাহা পালন করিবে। তদ্দ্বারা এই শুভফল সঞ্জাত হইয়াছে যে, ক্রমশঃ ধর্ম্মের উন্নতি সাধিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নতি সাধিত হওয়ার সূত্রপাত হইয়াছে। পিতা মাতা গুরু উপদেষ্টা বয়োবৃদ্ধ, প্রভৃতির প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা-সম্মান, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের প্রতি সদ্ব্যবহার, দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিগণের প্রতি দয়া প্রদর্শন, স্থূলতঃ দাস-দাসীভৃত্যগণ সকলেরই প্রতি করুণ-ব্যবহার—এই সকল সদ্গুণরাশি লোকের হৃদয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, এবং ভবিষ্যতে ইহার আরও উৎকর্ষ সাধিত হইবে। দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী কহিতেছেন,—দ্বিবিধ উপায়ে মানুষের মনে ধর্ম্মানুরাগ-বৃদ্ধির প্রচেষ্টা হইয়াছে। 'নিয়ম' এবং 'নিধ্যাতয়া' (ধ্যান, নিদিধ্যাসন)—ধর্ম্ম-বৃদ্ধির সেই দুই উপায় বলিয়া নির্ণীত হয়। তন্মধ্যে ধর্ম্ম নিয়ম তাদৃশ বলবৎ নহে। একমাত্র নিদিধ্যাসনই (যোগানুষ্ঠান—ধ্যানধারণাই) শ্রেয়ঃ এবং শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু তথাপি আমি ধর্ম্ম নিয়ম ঘোষণা করিয়াছি। সেই সকল নিয়মের মধ্যে বিশেষ বিশেষ জীব জন্তু নিহত হইবে না,—এইটী অন্যতম; তদ্ভিন্ন আমি আরও বহুবিধ নিয়ম প্রচলন করিয়াছি। তবে ধ্যান ও নিদিধ্যাসন দ্বারাই যে মানুষের মনে ধর্ম্মভাব অধিক-মাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। ধ্যানের ফলে প্রাণিহিংসা এবং প্রাণিবধ হইতে বিরতি জন্মে; এমন কি, যজ্ঞার্থেও পশুবধে প্রবৃত্তি হয় না। আমার পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাদি বংশধরগণের জীবিত কাল পর্য্যন্ত (অর্থাৎ যতদিন মর্ত্ত্যলোকে আমার বংশধরগণ জীবিত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত)—এমন কি, যতদিন পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য উদিত হইবেন—ততদিন পর্য্যন্ত, আমার এই ঘোষণা অক্ষুণ্ণ থাকিবে,—এই উদ্দেশ্যে আমার ঘোষণাবলী প্রচারিত হইল। (আমার উদ্দেশ্য) আমার ঘোষণার অনুযায়ী কার্য্যে সকলে প্রবৃত্ত হউক। এইরূপ কার্য্য করিলে ইহলোকে এবং পরলোকে সকলেরই মঙ্গল হইবে। আমার রাজত্বের অষ্টা-

বিংশতি বর্ষে এই ধর্ম্মলিপি উৎকীর্ণ হইল। এতৎসম্বন্ধে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী কহিতেছেন,—আমার রাজ্যের মধ্যে যে যে স্থানে শিলাফলক বা প্রস্তর-স্তম্ভ বিদ্যমান আছে, সেই সকল স্থানে এই লিপি উৎকীর্ণ হউক এবং আমার ঘোষণা প্রচারিত হউক।

* * *

সারনাথ স্তম্ভ-লিপি।

এই লিপিতে রাজ-চক্রবর্ত্তী অশোক ভিক্ষুগণের পরিচালন-মূলক কতকগুলি বিধি-বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ভিক্ষুগণের কর্ত্তব্য, ব্রত নিয়মাদি পালন বিষয়ক নীতি এই এই লিপিতে নির্দ্দিষ্ট আছে। এই লিপি সাঁচী স্তম্ভে খোদিত রহিয়াছে। এই স্তম্ভের শিরোদেশে চারিটী সিংহ-মূর্ত্তি বিরাজিত। এ লিপি অতিরিক্ত ভগ্নাবস্থায় পরিদৃশিত।

১। দেবানং[পিয়ে পিয়দসি লাজা]

২। এল

৩। পাটৈ[লিপুত] ... যে কেনাপি সংঘে ভেতবে এ চুং খো

৪। [ভিখু বা ভিখুনি বা] সংঘং ভি[খতি] সে ওদাতানি দুস[া]নি সংনং ধাপয়িয়া আনাবাসসি

৫। আবাসয়িয়ে। হেবং ইয়ং সাসনে ভিখুসংঘসি চ ভিখুনিসংঘসি চ বিংনপয়িতবিয়ে।

৬। হেবং দেবানং পিয়ে আহা। হেদিসা চ ইকা লিপি তুফাকংতিকং হুবা তি সংসলনসি নিখিতা।

৭। ইকং চ লিপিং হেদিসমেব উপাসকানং তিকং নিখিপাথ। তে পি চ উপাসকা অনুপোসথং যাবু

৮। এতমেব সাসনং বিশ্বং সয়িতবে। অনুপোসথং চ ধুবায়ে ইকিকে মহামাতে পোসথায়ে

৯। যাতি এতমেব সাসনং বিশ্বং সয়িতবে আজানিতবে চ। আবতকে চ তুফাকং আহালে

১০। সবত বিবাসয়াথ তুফে এতেন বিয়ংজনেন। হেমেব সবেসু কোট বিসবেসু এতেন

১১। বিবাসাপয়াথা।

মর্ম্মার্থ।—(১) দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী (২) এইরূপ আদেশ করিতেছেন। (৩) পাটলিপুত্র নগরে অথবা অন্য কোনও স্থানে কেহ কদাচ সঙ্ঘের মধ্যে ভেদভাব উপস্থিত করিতে পারিবেন না। (৪) সঙ্ঘের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ভিক্ষুই হউন অথবা ভিক্ষুণীই হউন, সকলকেই শুক্লবস্ত্র পরিধান করাইয়া সঙ্ঘারাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। (৫) ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীগণ আমার এই আদেশ সঙ্ঘ-সমক্ষে বিজ্ঞাপিত করাইবেন। (৬)

দেবপ্রিয় এইরূপ কহিতেছেন,—এই লিপি আপনাদের স্মরণার্থ আপনাদের নিকট প্রেরিত হইল; (৭) এইরূপভাবে লিখিত হইয়া এই লিপি উপাসকদিগের নিকট প্রেরিত হউক। উপাসকগণ যেন প্রতি উপোসথ দিবসে (উপবাস দিনে, পর্ব্ব দিবসে) আমার এই উপদেশ স্মরণ করিতে পারেন। (৮।৯) আমার এই শাসন সকলে স্মরণ রাখিবেন এবং প্রতি বৎসর প্রতি পর্ব্বদিবসে মহামাত্যগণ উপোসথ ব্রত গ্রহণ করিয়া আমার এই শাসন প্রচার করিবেন। (১০) আপনারা আমার এই শাসন রাজ্যের সর্ব্বত্র বিজ্ঞাপিত করুন, এবং সকল প্রদেশের সকল সৈন্যাবাসে আমার এই শাসন প্রচারিত হউক। *

* * *

রুম্মিনদেই স্তম্ভলিপি।

নিগ্লীভা স্তম্ভের তের মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে, বস্তী জেলার দুলহা হইতে ছয় মাইল উত্তরে, নেপালী তরাই পল্লীর অন্তর্গত রুম্মিন দেঈ নামক স্থানে, এই স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। স্মারক-লিপি-সমূহ এই স্তম্ভে স্পষ্টরূপে উৎকীর্ণ আছে। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ,—এই স্তম্ভের উপরিভাগে একটী অশ্বমূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল। এই লিপির

---

* প্রত্নতত্ত্ববিৎ মিঃ ডি আর সাহনী এম-এ মহাশয় এই লিপির অনুরূপ পাঠ নির্দ্দেশ করেন। তৎপ্রণীত 'ক্যাটালগ অব দি মিউজিয়ম অব আর্কিয়লজি এট সারনাথ' (Catalogue of the Museum of Archaeology at Sarnath) গ্রন্থে এই লিপির যে পাঠোদ্ধার হয়, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল, যথা,—

"(১) দেবা[নং পিয়ে পিয়দসি লাজা] (২) এল...... (৩) পাট[লিপুতে]....য কেনাপি সংঘে ভেতবে এ চু খো (৪) [ভিখু বা ভিখু]নি বা সংঘং ভাখতি সে ওদাতানি দুস[া]নি সংনং-ধাপয়িয়া আনাবাসসি (৫) আবাসয়িয়ে। হেবং ইয়ং সাসনে ভিখুসংঘসি চ ভিখুনিসংঘসি চ বিংনপয়িতবিয়ে। (৬) হেবং দেবানং পিয়ে আহা। হেদিসা চ ইকা লিপি তুফাকংতিকং হুবা তি সংসলনসি নিখিতা। (৭) ইকং চ লিপিং হেদিসমেব উপাসকানংতিকং নিখিপাথ। তে পি চ উপাসকা অনুপোসথং যাবু (৮) এতমেব সাসনং বিস্বংসয়িতবে। অনুপোসথং চ ধুবায়ে ইকিকে মহামাতে পোসথায়ে (৯) যাতি এতমেব সাসনং বিস্বংসয়িতবে আজানিতবে চ। আবতকে চ তুফাকং আহালে (১০) সবত বিবাসয়াথ তুফে এতেন বিয়ংজনেন হেমেব সবেসু কোটবিষবেসু এতেন (১১) বিয়ংজনেন বিবাসাপয়াথা।"

মর্ম্মার্থ —(১) দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা (২) এইরূপ আদেশ করিতেছেন। (৩) পাটলিপুত্র নগরে যে কেহ সঙ্ঘ মধ্যে ভেদ সংঘটন করিবে, (৪) ভিক্ষু হউন আর ভিক্ষুণীই হউন, যিনিই সে ভেদ আনয়ন করিবেন, তাঁহাকেই শ্বেতবস্ত্র পরিধান করাইবে; এবং (৫) তাঁহাকে অন্য স্থানে বাস করাইবে। এইরূপে আমার এই অনুশাসন ভিক্ষু সঙ্ঘে এবং ভিক্ষুণী সঙ্ঘে বিজ্ঞাপিত করাইবে। (৬) দেবগণের প্রিয় এইরূপ কহিতেছেন,—আমার এই অনুশাসন তোমাদের নিকট রক্ষিত হউক। এই অভিপ্রায়ে তোমাদের সম্মিলন স্থানে এই লিপি উৎকীর্ণ হইল। (৭) আমার এই অনুশাসনের অনুরূপ একটী অনুশাসন উপাসকগণের নিমিত্ত উৎকীর্ণ কর এবং সেই লিপির মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য প্রতি উপোসথ দিবসে সমবেত হও। (৮—৯) প্রতি উপোসথ দিবসে মহামাত্যগণ উপোসথ পালন এবং শাসনের মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য আগমন করিবেন। (১০-১১) আপনাদের অধিকার যতদূর বিস্তৃত আছে, ততদূর পর্য্যন্ত আমার এই আদেশ প্রচার করিবেন এবং প্রতি সৈন্যাবাসে ও প্রত্যেক প্রদেশে আমার উদ্দেশ্য-প্রচারে কৃতপ্রযত্ন হইবেন।

মর্ম্মার্থ।—রাজ্যাভিষেকের চতুর্দ্দশ বর্ষে দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী কনকমুনি বুদ্ধের স্তূপ দ্বিতীয় বার সংস্কৃত করিলেন। অভিষেকের বিংশতি বর্ষে স্বয়ং আগমন করিয়া (দেবপ্রিয়) সেই স্তূপের পূজা করিয়া তৎসান্নিধ্যে প্রস্তর-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইলেন।

• • •

কৌশাম্বী-লিপি।

এলাহাবাদ স্তম্ভগাত্রে এই লিপি উৎকীর্ণ আছে। এ লিপির পাঠ অসম্পূর্ণ। সাঁচীর স্তম্ভে এই লিপির স্বতন্ত্র এক পাঠ দৃষ্ট হয়। শোভাবর্দ্ধনের জন্য বৌদ্ধ-সংঘকে রাজচক্রবর্ত্তী অশোক একটী রাজাজ্ঞা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, সে লিপিতে তদ্বিষয় উল্লিখিত আছে।

[দেবানং] পিয়ে আনপয়তি কোসংবিয় মহামত. (সমগে).. সংঘসি নল-
হিয়ে ই..... টাডাভতি ভগতি নিক...চ ব. পিনং দপয়িত অত আ[হ] অং সহি।"

মর্ম্মার্থ।—কৌশাম্বীর মহামাত্যগণের প্রতি দেবগণের প্রিয় এই আদেশ করিতেছেন যে, কেহ সংঘের নিয়ম যেন লঙ্ঘন না করেন। যিনি সংঘের মধ্যে ভেদভাব আনয়ন করিবেন, তিনি শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিতে বাধ্য হইবেন এবং ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের আবাস-স্থানের সান্নিধ্যে বাস করিতে পারিবেন না, —তিনি সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত হইবেন।

• • •

দেবী-লিপি।

এই লিপি অভিষেকের অষ্টাবিংশ বর্ষে উৎকীর্ণ হয়। দ্বিতীয়া মহিষী কৌরুবাকীর দানের বিষয় এই লিপিতে নিবদ্ধ আছে। মহিষী-প্রবর্ত্তিত দানকার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়, তদ্বিষয়ক আদেশ-পরম্পরা এই লিপিতে উৎকীর্ণ হইয়াছে।

দেবানংপিয়সা বচনেন সবত মহামতা বতবিয়া (।) এ হেত দুতিয়ায়ে দেবিয়ে
দানে অংবাবডিকা বা আলমে ব দান গ[হে] বা এ বাপি অংনে কিছি গনীয়তি
তায়ে দেবিয়ে সে নানি সব দুতিয়ায়ে দেবিয়ে তী তিবলমাত কালুবাকিয়ে (।)

মর্ম্মার্থ।—দেবপ্রিয়ের আদেশে (রাজ্যের) সর্ব্বত্র মহামাত্যগণকে এইরূপ আদেশ করা হউক যে, দ্বিতীয়া দেবীর দানধর্ম্ম অর্থাৎ আম্রকানন, প্রমোদ-উদ্যান, দানশালা এবং অপরাপর যাহা কিছু তিনি দান করিয়াছেন, তৎসমুদায় সেই দ্বিতীয়া মহিষীর দান মধ্যে গণ্য হইবে, আর তাহা তাঁহার (দ্বিতীয়া মহিষীর) নামানুসারেই অভিহিত হইবে। পুণ্যার্জ্জনের জন্য এতৎসমুদায় তিবরমাতা কারুবকীর অনুষ্ঠান।

• • •

বরাবর গুহা-লিপি।

গয়ার নিকটবর্ত্তী বরাবর গুহায় এই লিপি খোদিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী আজীবকদিগের জন্য রাজচক্রবর্ত্তী অশোক এই গুহা প্রদান করিয়াছিলেন।

১। লাজিনা পিয়দসিনা দুবাডসব[সাভিসিতেনা] ই(যং) নি(গো)হকুভা দি[না] আজিবিকেহি।

দশম পরিচ্ছেদ।

ভাষা ও ভাস্কর্য্য।

[শিল্পে যক্ষের প্রভাব,—উত্থানে ও পতনে যক্ষের বিভিন্ন বিশেষত্ব;—স্তূপ সমূহে তাহার নিদর্শন,—স্তূপ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য,—পুণ্যাত্মগণের দেহাবশেষ-রক্ষার প্রচেষ্টায় স্তূপের উৎপত্তি,—ভিলসা, সাঁচী প্রভৃতি স্তূপ,—স্তূপের উৎপত্তি প্রসঙ্গ;—অশোক-লিপির প্রাচীনত্ব,—গান্ধার লিপির প্রসঙ্গ,—বর্ণমালা-প্রসঙ্গে লিপির প্রাচীনত্ব;—ভাষা, লিপি ও বর্ণমালা প্রভৃতি,—বর্ণমালার প্রাচীনত্ব,—পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিতগণের মত,—পাশ্চাত্য মতে ভারতীয় বর্ণমালায় বৈদেশিক প্রভাব,—ভারতের বর্ণমালার মৌলিকত্ব প্রমাণ;—বর্ণমালার আবিষ্কার,—ফিনিসীয়, সেমিটিক, গ্রীক প্রভৃতি বর্ণমালা প্রসঙ্গ,—ভারতীয় বর্ণমালা সম্বন্ধে পাশ্চাত্যদেশের অভিজ্ঞতা;—অশোকাক্ষরের মৌলিকত্ব বিষয়ে আলোচনা,—তৎসম্বন্ধে বৈদেশিক মতের খণ্ডন,—পাশ্চাত্য অভিমত;—ব্যাবিলন-প্রসঙ্গে বর্ণমালা-প্রসঙ্গ,—লিপির জন্ম ও বর্ণমালা;—অশোক-লিপির মৌলিকত্ব বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণা,—বর্ণমালা সম্বন্ধে ভারত কাহারও নিকট ঋণী নহে,—তৎসম্বন্ধে ভাষাতত্ত্ববিদগণের অভিমত;—অশোক শিল্পে পারস্যের প্রভাব,—পারস্যের শিল্পের দৃষ্টান্ত;—মৌর্য্য রাজত্বে ভাস্কর্য্যের পরিচয়;—স্তূপ-বিহারাদিতে তাহার দৃষ্টান্ত,—ভিলসা, সাঁচী, ভারহুত প্রভৃতি স্তূপে আদর্শ ভাস্কর্য্যের নিদর্শন,—গুহাদির ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্প,—রেলিং প্রভৃতি,—ভারতীয় স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের মৌলিকত্ব;—প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রশিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে বিবিধ বক্তব্য।]

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারত-ভ্রমণে আসিয়া লিখিয়াছিলেন,—'পাটলিপুত্রের সে গৌরব আর নাই। রাজপ্রাসাদ পরিত্যক্ত, প্রকোষ্ঠ জনমানবশূন্য, অট্টালিকা-সমূহ ধ্বংসোন্মুখ। সারি সারি ভগ্নস্তূপে অট্টালিকা-শ্রেণী দণ্ডায়মান থাকিয়া পথিকের প্রাণে অতীত গৌরবের অনন্ত-মহিমা জাগাইয়া তুলিতেছে মাত্র। একদিন যে প্রাসাদ যে তোরণ দেবশিল্পিগণ কর্তৃক বিনির্ম্মিত হইয়াছিল,—যে তোরণের সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধন জন্য বিচিত্র-বর্ণের বহুমূল্য প্রস্তররাজি আহরিত হইয়াছিল, কালের কঠোর কশাঘাতে আজ সে প্রাসাদ—সে তোরণদ্বার—সে প্রকোষ্ঠ ধ্বংসমুখে নিপতিত। আলঙ্কারিক শিল্প-চাতুর্য্যে—চিত্র-বিচিত্র কারুকার্য্যে, যে প্রাসাদের অনুপম সৌন্দর্য্য একদিন জগৎকে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিল, অধুনা-পরিত্যক্ত সে হর্ম্ম্য-রাজির সে শিল্প-সৌন্দর্য্য এখন ধ্বংসমুখে নিপতিত। সে শিল্পের সে সৌন্দর্য্য-সাধন, সে কারুকার্য্যের সে উৎকর্ষ-বিধান, মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে।'*

লিপিতে যক্ষের প্রভাব।

---

* ফা-হিয়ানের বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—"The royal palace and halls in the midst of the city (Pataliputra), which exist now as of old, were all made by spirits which he employed, and which piled up stones, reared the walls and gates, and executed the elegant carving and inlaid sculpture work in a way which no human hands of this world could accomplish."—Chap. XXVII. Legge's translation.

ফা-হিয়ানের প্রায় দুই শত বৎসর পরে পরিব্রাজক হুয়েন-সাং ভারত-ভ্রমণে আগমন করেন। সে সময়ে মৌর্য্য-রাজধানী পাটলিপুত্র ধ্বংসমুখে নিপতিত, জনমানবহীন—মরু-সদৃশ পরিত্যক্ত। তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত তখন বিদ্যমান ছিল না। সে অভ্রভেদী প্রাসাদ চূড়া, সে অশেষ জাঁকজমকপূর্ণ চিত্র-বিচিত্র রাজপ্রাসাদ, তখন গঙ্গা ও শোণ নদীর বালুকাগর্ভে নিমজ্জিত। পাটলিপুত্রের এই উত্থান-পতনের—তাহার এই গৌরব পদস্খলনের কারণ কি? সে উত্থান-পতন—সে গৌরব-পদস্খলনের মধ্যেও সেই একই শক্তির বিচিত্র লীলা পরিলক্ষিত হয় না কি? অন্ধকারের পর আলোক, আলোকের পর অন্ধকার,—ইহা যেমন প্রকৃতির বিচিত্র লীলা,—বিশ্বনিয়ন্তার বিচিত্র বিধান; পতনে ও অভ্যুত্থানেও সেই বিচিত্র শক্তির বিচিত্র লীলাই প্রত্যক্ষীভূত হয়। চন্দ্রগুপ্তের বিপুল আয়াসের ফলে মগধ-সাম্রাজ্যে মৌর্য্য-রাজগণের প্রতিষ্ঠা হয়; ঐ বংশ লোকান্তরের পর তৎপৌত্র অশোকের রাজত্বকালে সে প্রতিষ্ঠা অশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন কেহ কি মনে করিতে পারিয়াছিল, সে প্রতিষ্ঠার এইরূপ পরিণতি সংঘটিত হইবে? তবে কেন এমন হইল? বলিয়াছি তো—ইহাও সেই বিচিত্র শক্তির বিচিত্র লীলা; বলিয়াছি তো—সে ইতিহাসও ধর্ম্মের ইতিহাস! ভারতের সকল কালের সকল যুগের ইতিহাসই ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। ধর্ম্মের পতনের ও ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সে ইতিহাসেরও পতন এবং অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের হৃদয়ে জৈনধর্ম্মের যে উন্মাদনা অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহারই ফলে তিনি সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায়ই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। তাঁহার পুত্র বিন্দুসারও পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণে পিতৃকীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাই তাঁহার রাজত্বকালেও মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার লাঘব হয় নাই। কিন্তু রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের ধর্ম্মানুরাগিতার ফলে সে প্রতিষ্ঠা অশেষ পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি ধর্ম্মের সাধনায় ব্রতী হইয়া ধর্ম্মবিস্তারের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা হয় না। ধর্ম্মের গ্লানি-নিবারণে ধর্ম্ম-সংস্থাপনে তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার কীর্ত্তি-স্মৃতি চিরবিদ্যমান রহিয়াছে। অশোকের বংশধরগণ পিতৃপিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণে তাদৃশ ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারেন নাই, তাই তাঁহাদের পতন সঙ্ঘটিত হইল। পতনের ও অভ্যুত্থানের ইতিবৃত্তে ধর্ম্মশক্তির এই বিচিত্র ক্রিয়া সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের লিপি-সমূহে ধর্ম্মের সেই অপূর্ব্ব প্রভাব সুপ্রকটিত রহিয়াছে।

লিপি এবং অনুশাসন ভিন্ন স্তূপ-সমূহেও এই ভাব পূর্ণ প্রকটিত। 'অবদান' গ্রন্থে অশোকের চুরাশী সহস্র সংখ্যক স্তূপ নির্ম্মাণের বিষয় উল্লিখিত আছে। অশোকের

স্তূপ।

প্রতিষ্ঠিত বিহার ও মন্দির সমূহ সকলই কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হইয়াছে; কিন্তু স্তূপ-সমূহের অধিকাংশ অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ঐ সকল স্তূপের নির্ম্মাণ-কৌশল এতই মনোরম—এতই চিত্তাকর্ষক যে, অনেকে তৎসমুদায়কে দেবশিল্পী বিরচিত বলিয়া মনে করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাং যখন ভারতভ্রমণে আগমন করেন, তখন তিনি মাত্র আশীটি স্তূপ এবং বিহার দর্শন করিয়াছিলেন। তখন পাটলিপুত্র নগরের সে অশোকা-

সাঞ্চী-স্তূপের প্রতিষ্ঠাতার পরিচয় নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। ভিল্‌সা স্তূপের মধ্যে এই স্তূপটীই সর্ব্বপ্রধান। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম এই স্তূপ উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। এই সকল স্তূপের অভ্যন্তরে কতকগুলি অস্থ্যাধার প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটী আধারের বহির্ভাগের উৎকীর্ণ লিপি পাঠে জেনারেল কানিংহাম বুঝিয়াছিলেন,—তন্মধ্যে হিমালয়-প্রদেশের ধর্ম্মপ্রচারক কাশ্যপগোত্রের ভস্মাবশেষ রক্ষিত হইয়াছিল। উৎকীর্ণ লিপির বর্ণমালা-সমূহ তিনি খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। আধারের অভ্যন্তরে প্রচারক মাজ্ঝিমের উপাখ্যান-সম্বলিত লিপি পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। সাঞ্চীর আর একটী স্তূপের আর একটী অস্থ্যাধারে হিমালয়-প্রদেশের প্রচারক গোতিপুত্র কাশ্যপগোত্রের এবং কোশিনীপুত্র মজ্ঝিমের নাম উল্লিখিত আছে। সেই স্তূপের আর একটী আধারে হিমালয়ের প্রচারক দুন্দুভিস্বরের পরবর্ত্তী প্রতিপালকের বিষয়ও দৃষ্ট হয়। স্তূপসমূহের একটীতে সারিপুত্র মৌদ্গল্যায়নের দেহাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণ উল্লেখ করিয়াছেন। সারিপুত্র মৌদ্গল্যায়ন—গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক বলিয়া উল্লিখিত হন। কেহ কেহ ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—ঐ স্তূপ বুদ্ধদেবের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু তদ্বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। সাঞ্চী স্তূপের নির্ম্মাণ-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পণ্ডিতগণ এরূপ অনুমান করিয়াছেন যে, ঐ স্তূপ বুদ্ধের বহু পরবর্ত্তিকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাহা হউক, সেই যুগের শিল্পকলার ক্রমবিকাশ এবং ক্রমোন্নতির বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, ঐ সকল স্তূপ ২৫০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সাঞ্চী হইতে ছয় মাইল দূরে সোনারী নামক স্থানে এবং নয় মাইল দূরে সদ্ধার নামক স্থানে কতকগুলি স্তূপ পরিদৃষ্ট হয়। পণ্ডিতগণ বলেন, সেই স্তূপের মাপ—১০১ ফিট। এতদ্ব্যতীত ভোজপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে সপ্তত্রিংশ স্তূপের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। অন্ধের নামক স্থানেও আর একটী স্তূপের বিদ্যমানতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাঞ্চী-স্তূপের পূর্ব্বদ্বারে স্তম্ভগাত্রে মহেন্দ্রের সিংহল-যাত্রার এবং বোধিদ্রুম প্রেরণের উপাখ্যানমূলক চিত্রাদি বিদ্যমান। নিম্নভাগের চিত্রাবলীর মধ্যে বোধিদ্রুম সমাহৃত। ঐ চিত্রের উভয় পার্শ্বে সঙ্গীতবাদ্যে শোভাযাত্রা চলিয়াছে। দক্ষিণভাগে একজন রাজপুরুষ অশ্ব হইতে অবতরণ করিতেছেন। উর্দ্ধভাগস্থিত চিত্রে আধারে স্থাপিত ক্ষুদ্র একটী বোধিদ্রুমের চিত্র, তার পর পুনরায় শোভাযাত্রা। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন,—সিংহলে বোধিদ্রুম সংস্থাপিত হইবার সময় যেরূপ শোভাযাত্রার এবং জাঁকজমকের আয়োজন হইয়াছিল, স্তম্ভগাত্রে সেই চিত্র প্রতিফলিত রহিয়াছে। নিম্নভাগে ময়ূরের চিত্র সন্দর্শনে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, ঐ চিত্র রাজচক্রবর্ত্তীর বংশের অর্থাৎ মৌর্য্যবংশের পরিচয়-জ্ঞাপক। ভিল্‌সার এই সকল স্তূপ ভিন্ন সারনাথ, ভারহুত, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি বৌদ্ধ-প্রধান প্রাচীন স্থান সমূহে বহু স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ-প্রাধান্য সময়ে, মৌর্য্য-রাজগণের রাজত্বকালে, স্থাপত্যের পরিচয় প্রসঙ্গে, সেই সকল স্তূপের পরিচয় প্রদত্ত হইবে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জেনারেল কানিংহাম বারাণসীর সন্নিকটে সারনাথে যে স্তূপ আবিষ্কার করেন, তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ কিছুই পাওয়া যায় না।

হইয়াছিল। তাঁহারা প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে মিশরদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া ছিলেন। সেই সময়ে সেমিটিক জাতির অত্যাচারে মিশরের অধিবাসীরা নানা স্থানে পলায়ন করে। এসিয়ার মিনাভা, ফিনিসীয়া প্রভৃতি দেশেও সেই উপলক্ষে তাহাদের বসবাস হইয়াছিল। তাহারা মিশর হইতে যে বর্ণমালা শিক্ষা করে, সেই বর্ণমালা ক্রমশঃ ঐ সকল দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। হিব্রুীয় এবং ফিনিসীয়গণ সেই বর্ণমালার উৎকর্ষ সাধন করিয়া, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বর্ণমালার বীজ বপন করিয়াছিলেন। তবে এ মতও যে সকলে একবাক্যে মান্য করেন, তাহা নহে। কেহ ক্রীট দ্বীপকে, কেহ বা বাবিলোনিয়াকে বর্ণমালার আদিক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ফলতঃ, সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে বর্ণমালার আদি-তত্ত্ব কেহই নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তবে মিশর হইতে ফিনিসীয়া এবং ফিনিসীয়া হইতে ইউরোপ ও এসিয়ার অন্যান্য প্রদেশে বর্ণমালা প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অধিকাংশেরই এই মত। ভারতে বর্ণমালার বিদ্যমানতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের জ্ঞান অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ভারতবর্ষে আলেকজাণ্ডারের আগমনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ বিষয়ে ইউরোপীয় জাতিগণের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, আলেকজাণ্ডারের সময়ে বা তৎপরবর্ত্তিকালে ভারত সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যিনি যাহা জানিতে পারিয়াছেন, তৎসমুদায়ই তাহারা ভারতের আদিকালের বিবরণ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের ভারতে আগমন কালের যুগযুগান্ত পূর্ব্ব হইতে ভারতবাসী যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেন, তাহার সন্ধান প্রায়ই তাঁহাদের গ্রন্থ মধ্যে দেখিতে পাই না। প্রাচীন ভারতের লিপির বিষয় আলোচনা করিতে হইলেও, তাঁহারা তাই প্রধানতঃ আলেকজাণ্ডারের সময়ের এবং তাহার পরবর্ত্তিকালের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। আলেকজাণ্ডার কয়েক দিন মাত্র ভারতবর্ষের এক প্রান্তভাগে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাহাতে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার কতটুকু অভিজ্ঞতা হওয়া সম্ভবপর! দূর অতীতে, তাতে হিন্দুদিগের একান্তগোপনতার, ভারতের এক প্রান্তভাগে বসিয়া, তিনি তখনই সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। ভারতবাসিগণ কিরূপভাবে বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন, কি প্রকার ও কত প্রকার লিপি তৎকালে ভারতে প্রচলিত ছিল, প্রথম দেশ বিজয়ে, ভারত-অধিকারে অগ্রসর হইয়া, কি প্রকারে তিনি তাহা অবগত হইতে পারিবেন? সুতরাং তাঁহার সমসাময়িক গ্রীক ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের লিপি-সমূহের বিশেষ কোনও পরিচয় দিয়া যাইতে পারেন নাই। তবে ভারতবর্ষের সহিত ক্রমশঃ তাঁহাদের সম্বন্ধ ঘনীভূত হইয়া আসিলে, একটু একটু করিয়া ভারতবর্ষের বিবরণ তাঁহারা জানিতে পারেন এবং তাহাই গ্রীসদেশের প্রাচীন গ্রন্থপত্রে লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। সেই সময় হইতেই তাঁহাদের গ্রন্থপত্রে ভারতের লিপির উল্লেখ দেখিতে পাই। মহাবীর আলেকজাণ্ডার ৩২৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব-প্রদেশের বিতস্তা নদীর তীরে রাজা পোরাসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যদেশের ইতিহাসে ভারতের সহিত ইউরোপের ইহাই প্রথম সম্বন্ধ।

গুজরাট প্রদেশের জুনাগড়ের সন্নিকটে গির্ণার পর্ব্বতের (৭৫ ফিট বিস্তৃত [illegible] ফিট উচ্চ) প্রস্তর-স্তূপে অশোকের যে লিপি দৃষ্ট হয়, তদ্বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানে যে লিপি-সমূহ দেখা যায়, তন্মধ্যে আফগানিস্থানের সীমান্তে 'কাপুরদা-গিরি' পর্ব্বতের লিপি স্বতন্ত্র বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন। অশোকের প্রচারিত রাজাদেশ প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিলে তাঁহার রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল, বুঝিতে পারা যায়। সে হিসাবে পশ্চিমে গুজরাট, পূর্ব্বে উড়িষ্যা, উত্তরে পেশোয়ার ও দাক্ষিণে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর শেষ সীমা—এমন কি, লঙ্কা দ্বীপে পর্য্যন্ত, তাঁহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। তৎপ্রচারিত লিপি দৃষ্টে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,— 'অশোকের রাজ্য দ্রাঘিমার ৯৫ ডিগ্রী এবং অক্ষরেখার ৩৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।' অশোকের আদেশ বা ঘোষণা-বাণী-সমূহ প্রধানতঃ পালি বা প্রাকৃত ভাষায় প্রচারিত হইত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, দক্ষিণাবর্ত্ত এবং বামাবর্ত্ত দুই প্রকার অক্ষরে সেই সকল ঘোষণা লিখিত হইয়াছিল। অশোকের রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে 'কাপুরদা-গিরি' (সাহাবাজ গিরি) নামক পর্ব্বত-গাত্রে যে লিপি উৎকীর্ণ হয়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে তাহা [illegible]-প্রচলিত বর্ত্তমান বর্ণমালার সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন। অশোক-প্রবর্ত্তিত ঘোষণা-লিপি-সমূহের পাঠোদ্ধারের জন্য পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ বহুদিন হইতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। অবশেষে জেমস্ প্রিন্সেপ অশোক-লিপির পাঠোদ্ধারে কৃতকার্য্য হন। প্রাচীন সাঁচী নগরে, স্তম্ভগাত্রে একটী স্থানে ঘোষণা-লিপির প্রতি পংক্তির শেষ ভাগে তিনি দুইটী একইরূপ অক্ষর দেখিতে পান। তদ্দৃষ্টে তাঁহার মনে হয়, ঐ দুই অক্ষরে দানপত্রের পরিচায়ক 'দানম্' শব্দ হওয়াই সম্ভবপর। এই মনে করিয়া তিনি যেখানেই ঐ অক্ষর দুইটি মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন, সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সেই দুই অক্ষরের পূর্ব্বের অক্ষর যে 'স', তাহাও তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে 'প্রিয়দর্শী' ও 'দানম্' শব্দদ্বয়ের উদ্ধার হইল। দ্বিতীয় স্তম্ভে খোদিত লিপির সহিত মিলাইয়া দেখিতে গিয়া তাঁহার সেই সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিনি নানা স্থানের লিপি-সমূহের পাঠোদ্ধারে সমর্থ হন। প্রিন্সেপের আদর্শের অনুসরণে জেনারেল কানিংহাম ও উইলসন প্রমুখ পণ্ডিতগণ প্রাচীন ভারতের লিপি-সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই আলোচনার ফলে অধুনা আমরা অশোক-প্রচারিত লিপি-সমূহের মর্ম্ম অবগত হইতে সমর্থ হইতেছি। এদেশে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের ভিত্তি-স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে উৎকীর্ণ লিপি-সমূহের পাঠোদ্ধার-কল্পে চেষ্টা চলিয়াছিল। ইলোরার গিরি-গুহায় যে খোদিত-লিপি দৃষ্ট হয়, ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে লেফটেনাণ্ট উইলফোর্ড সেই লিপির পাঠোদ্ধারে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, 'পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসকালে সাঙ্কেতিক চিহ্ন-ব্যবহারে, তাঁহাদের মনোভাব ব্যক্ত হইত। ইলোরার গিরিগুহাভ্যন্তরে অঙ্কিত লিপি-সমূহ তাহারই পরিচয়। মহাভারত-সংক্রান্ত বহু প্রয়োজনীয় বিষয় তাহাতে লিখিত আছে।' উইলফোর্ডের এই সিদ্ধান্ত, বলা বাহুল্য, পরবর্ত্তিকালে ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। উইলফোর্ডের পর,

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে, স্যর উইলিয়ম জোন্স ভারতের খোদিত লিপি-সমূহের পাঠোদ্ধারের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। সেই চেষ্টার ফলে, তিনি ভারতীয় বর্ণমালা-সমূহকে সেমিটিক বর্ণমালার সন্ততি বলিয়া প্রচার করেন। সেই সময়ে কেহ কেহ প্রাচীন স্তম্ভাদিকে গ্রীক-বীর আলেকজাণ্ডারের কীর্তিস্তম্ভ বলিয়াও মনে করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে, জেম্‌স্ প্রিন্সেপ পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তের অসারত্ব সপ্রমাণ করেন। খণ্ডগিরি, দিল্লী এবং এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের খোদিত-লিপি-সমূহ রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের শাসন সময়ে লিখিত হইয়াছিল এবং ঐ লিপি-সমূহ ভারতবর্ষেরই বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত,— প্রিন্সেপ তাহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া যান। ১৮৩৭ এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্নাল পত্রে, প্রিন্সেপের অনুসন্ধান ও গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়। প্রথমোক্ত খৃষ্টাব্দের পত্রিকায় তিনি লিপি-সমূহের প্রতিচিত্র প্রকাশ করিয়া, তাহার পাঠোদ্ধার বিষয়ক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; শেষোক্ত বৎসরের পত্রে তিনি খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সময়ে বর্ণমালা-সমূহের পর্য্যায় আলোচনা করিয়া কোন্ বর্ণমালার পর কোন্ বর্ণমালা সৃষ্ট হওয়া সম্ভবপর,—তাহা অঙ্কন করিয়া দেখাইয়াছেন। শেষোক্ত বর্ষের পত্রে, দিল্লীর লৌহ-স্তম্ভের লিপির পাঠোদ্ধারে, তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল।* জেনারেল কানিংহাম ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতবর্ষের নানা স্থানের প্রাচীন কীর্ত্তি-স্মৃতির পরিমাপ সংগ্রহে ব্রতী হন। সেই উপলক্ষে তাঁহার 'আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' এবং 'কর্পাস্ ইনস্ক্রিপ্‌শনাম্ ইণ্ডিকেরাম' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত গ্রন্থে তিনি অশোকের লিপি-সমূহের প্রতিচিত্র এবং বিশুদ্ধরূপ পাঠ প্রকাশ করিয়া, তৎসম্বন্ধে আপনার অশেষ গবেষণার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ভারতে মৌলিক চিত্র ছিল এবং মৌলিক চিত্রের আদর্শে অশোকের লিপি-সমূহ গঠিত হইয়াছিল, সেই গ্রন্থে কানিংহাম তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। অশোক লিপি ব্যতীত ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রস্তর-ফলকে, তাম্রশাসনে এবং স্তম্ভাদিতে আরও নানা সময়ের নানা প্রকার লিপি দৃষ্ট হয়। বল্লভী রাজগণের, চালুক্য-রাজগণের, গুপ্ত বংশের এবং অন্যান্য নানা প্রাচীন রাজ-বংশের নিদর্শন-চিহ্ন সেই সকল লিপিতে অধুনা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এক লিপির উপর অন্য লিপি খোদিত হইয়াছিল, একই প্রস্তর-গাত্রে বা স্মৃতি-স্তম্ভে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, এরূপ প্রমাণের অভাব নাই। গির্ণার পর্ব্বতে রাজা অশোকের লিপি দৃষ্ট হয়; আবার ক্ষত্রপ-বংশীয় রাজা রুদ্রদামের লিপিও উৎকীর্ণ হইয়াছে। প্রস্তরগাত্রে, স্তম্ভাদিতে এবং তাম্রশাসন-সমূহে উৎকীর্ণ লিপি ব্যতীত, প্রাচীন মুদ্রাদিতেও নানা প্রকারের লিপির পরিচয়-চিহ্ন বিদ্যমান। অধুনা কেহ কেহ

---

* Facsimiles of Ancient Inscriptions lithographed by James Princep—*Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. VI (1837); Alphabets from 5th Century B.C. up to their present state."—*Ibid*. Vol. VII (1838); Delhi Iron Pillar explained—*Ibid*.

উইলসন অনুমান করেন, অশোকের বর্ণমালা-সমূহ গ্রীক বা ফিনিসীয় বর্ণমালায় আদর্শে উৎপন্ন হইয়াছে। স্যর উইলিয়ম জোন্স, ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে, ভারতীয় বর্ণমালাকে সেমিটিক বর্ণমালার প্রসূতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে কোপ-প্রমুখ পণ্ডিতগণ জোন্সের মতেরই সমর্থন করেন। স্যর উইলিয়ম জোন্সের মত সমর্থন করিয়া ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লেপ্‌সিয়স এক প্রবন্ধ লেখেন। তৎপরে ওয়েবার তদ্বিষয়ে বহু যুক্তিতর্কের অবতারণা করেন। বেন্‌ফি, পট্, ওয়েষ্টারগার্ড, বুলার, ম্যাক্সমুলার, ফেড্‌রিক মুলার, সেস, হুইট্‌নি এবং লেনারমট প্রমুখ ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ অল্পবিস্তর সন্দেহের সহিত ভারতীয় বর্ণমালার আদিতে সেমিটিক-প্রাধান্যেরই পোষকতা করিয়া গান। * তবে ওয়েবার অপেক্ষা অধিক যুক্তি-তর্ক প্রদর্শনে অপর কেহ যে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। সংপ্রতি ডক্টর ডিরিঙ্গার অনেক তর্ক-বিতর্কের পর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—'আসিরীয় দেশীয় কিলাক্ষর বর্ণমালা হইতে, দক্ষিণ-সেমিটিক বর্ণমালার আনুকূল্যে, ভারতীয় বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে।' ডক্টর বর্ণেল আবার বলেন,—'ভারতীয় বর্ণমালা আরামেন বর্ণমালা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই বর্ণমালা এক সময়ে পারস্যে ও বাবিলনে প্রচলিত ছিল।' বেন্‌ফির সিদ্ধান্তানুসারে—ফিনিসীয় বর্ণমালা হইতে ভারতীয় বর্ণমালার বীজ সরাসরি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এইরূপ প্রতিপন্ন হয়। মিঃ টেলার তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। টেলার বলেন,—'বেন্‌ফির যুক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ভারতবর্ষের সহিত ফিনিসিয়দিগের বাণিজ্য-সম্বন্ধ সলোমনের রাজত্বকালে সংস্থাপিত হয়। ৮০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। যদি সলোমনের সময়ে ফিনিসীয় অক্ষর ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইত; তাহা হইলে, সেই সময় হইতে অশোকের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত, সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভারতে অসংখ্য লিপির উৎপত্তি হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু অশোকের রাজত্বকালে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে আমরা পশ্চিম-ভারতে এক প্রকার আকৃতি-সম্পন্ন লিপিমাত্র দেখিতে পাই। আরও অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হয়, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে কোনও প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল, তাহা বিশ্বাস করিবার পক্ষে প্রমাণাভাব। অধিকন্তু ফিনিসীয় বর্ণমালার সহিত অশোক-লিপির সাদৃশ্যও অনুভূত হয় না।'† বাবিলন বা পারস্য-দেশ হইতে অশোক-লিপির বীজ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল,—ডক্টর বর্ণেল যে সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, ডক্টর টেলার তাহারও উক্তরূপ প্রতিবাদ করেন। এইরূপ ফিনিসীয় বর্ণমালা হইতে সরাসরি ভারতীয় বর্ণমালার উৎপত্তি হয় নাই

---

* সেমিটিক বর্ণমালার আদর্শে ভারতের বর্ণমালা গঠিত হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের একটী প্রধান যুক্তি এই যে, সেমিটিক বর্ণমালার একটী বর্ণ অন্য বর্ণে যুক্ত হইলে, তাহার যেমন সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে ভারতীয় বর্ণমালায়ও সেইরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহারের পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ,—অস্মদ্দেশীয় আকার অন্য বর্ণে যুক্ত হইলে যেমন তাহার চিহ্ন 'া' এইরূপ হয়, সেমিটিক জাতির বর্ণমালায়ও কতকটা সেই পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

† *Vide*, Dr. Isaac Taylor, The *History of the Alphabet*.

প্রমাণ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, ফিনিসীয় বর্ণমালার সন্ততি সেবীয় বর্ণমালা হইতে ভারতীয় বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে। টেলারের মতে,—'প্রাচীন ইরাণীয় (পারস্যের) বর্ণমালা—আরামীয় বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সেই বর্ণমালার বক্ররেখা-সমূহ অসংযুক্ত; অর্থাৎ, তাহার বঙ্কনীর এক দিকের না এক দিকের মুখ উন্মুক্ত। কিন্তু অশোকের বর্ণমালার বক্ররেখাগুলি প্রায়ই সংযুক্ত, তাহার মুখ কোনদিকেই উন্মুক্ত নহে।' তিনি আরও বলেন,—'ইরাণীয় বর্ণমালা আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে আগমন করে। কাপুর-দা-গিরি নামক পর্ব্বত-গাত্রে তাহার নিদর্শন-স্বরূপ ইন্দো-বাক্ট্রিয় বর্ণমালা দেখিতে পাই। পঞ্জাব-প্রদেশে ইন্দো-বাক্ট্রিয় বর্ণমালা এবং গাঙ্গেয় উপত্যকা প্রদেশে প্রচলিত অশোক-লিপি সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাপন্ন। সেই দুই লিপি যে এক ইরাণীয় লিপির অংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং তাহাদের একটী স্থলপথে বাক্ট্রিয়া দিয়া এবং একটী পারস্য উপসাগরের পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা কোনমতেই স্বীকার করা যায় না।' এইরূপে বার্ণেল, বেন্‌ফে প্রভৃতির যুক্তি খণ্ডন করিয়া, টেলার বলিয়াছেন,—আরেবিয়া-ফেলিক্সের প্রাচীন বর্ণমালা হইতেই ভারতীয় বর্ণমালার উৎপত্তিমূলক যুক্তি সমীচীন বলিয়া মনে হয়। জলপথে ও স্থলপথে বিবিধ সূত্রে ভারতের সহিত পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের সম্বন্ধ ছিল। উত্তর-ভারতের অর্থাৎ পঞ্জাব প্রদেশের ইন্দো-বাক্ট্রিয় অক্ষর বাহিরের পাশ্চাত্য পথে ভারতে প্রবেশ-লাভ করিয়াছিল। দক্ষিণ-ভারতের বর্ণমালা-সমূহ অর্থাৎ ভারতের পশ্চিম উপকূল প্রদেশের খোদিত লিপি-সমূহ, সমুদ্রপথে আসিয়াছিল বলিয়াই সিদ্ধান্ত হয়। খৃষ্ট-পূর্ব্ব দশম শতাব্দী হইতে খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত আরবের ইয়েমেন সহর বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান ছিল। * সেই বন্দরে ভারতের পণ্যদ্রব্য-সমূহের সহিত পাশ্চাত্য-দেশের পণ্যদ্রব্যের বিনিময় হইত। মিশর হইতে বস্ত্র, কাচ ও কাগজ নির্ম্মাণোপযোগী 'পোপিরাস নামক' বৃক্ষ-বিশেষ, সিরিয়া হইতে মদ্য, তৈল ও পিত্তল এবং ফিনিসীয়া হইতে অস্ত্রাদি বিক্রয়ের জন্য সেই বন্দরে আনীত হইত; এদিকে ভারতবর্ষ হইতে গজদন্ত, স্বর্ণ ও বহু প্রকার মূল্যবান পণ্যদ্রব্য পোতযোগে বিনিময়ার্থ সেই বন্দরে বণিকগণ লইয়া যাইত। অনেক দিন পর্য্যন্ত এইরূপভাবে ইয়েমেন বন্দরে বাণিজ্য-ব্যবসায় চলিয়াছিল। প্রধানতঃ সেবিয়ানগণই সেই ব্যবসা-বাণিজ্যের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। এই বাণিজ্য-ব্যবসায়ে সেবিয়ানগণের ঐশ্বর্য্য-সম্পৎ বৃদ্ধি পায়। মিশরের সহিত ইয়েমেনের এই বাণিজ্য-সম্বন্ধ খৃষ্ট-জন্মের আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এবং ইয়েমেনের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ খৃষ্ট-জন্মের

---

* বর্ত্তমান ইয়েমেন সহরের উত্তরে আরেবিয়া ফেলিক্সের (*Arabia Felix*) বা প্রাচীন ইয়েমেন প্রদেশ অবস্থিত ছিল। ঐ প্রদেশের প্রধান নগরের নাম—'সেবা'। এই দেশের রাণীর নাম অনুসারে ঐ নগরের নামকরণ হইয়াছিল। ফিনীসিয়ার রাজা সলোমনের জ্ঞান-গরিমার প্রশংসা শ্রবণ করিয়া, সেবা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। পরিশেষে সলোমনের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া যায়। সেই সূত্রে ফিনিসীয় বর্ণমালার বীজ সেবিয়ায় উপনীত হয়।

সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অব্যাহত ছিল। টলেমি-বংশীয় রাজগণের রাজত্বকালেও ভারতবর্ষের সহিত মিশরের সরাসরি বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। তখনও সেবিয়ানগণই উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য-ব্যবসায় চালাইতেন। বৃহদাকার বাণিজ্য-পোত-সমূহের সাহায্যে সেবিয়ানগণ নানা স্থানে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন। লোহিত সাগরে, পারস্য উপসাগরে, আফ্রিকার উপকূল-প্রদেশে এবং প্রধানতঃ সিন্ধু-নদের মোহানায়, সেবিয়ানগণের বাণিজ্য-পোত সর্ব্বদা গতিবিধি করিত। পেরিপ্লস-গ্রন্থ হইতেও অবগত হওয়া যায়,—এ সময়ে এডেন বন্দর বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল এবং খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে সোমালি-উপকূলের নিকটস্থ ডিওস্কোরাইডেস দ্বীপে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য-সমূহের সহিত অন্যান্য দেশের পণ্য-দ্রব্যের বিনিময় হইত। এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, সেবিয়ানগণের বর্ণমালা ভারতে আসিবার পক্ষে অশেষ সুবিধা পাইয়াছিল। ঐ বর্ণমালা—হিমিয়ারীয় বর্ণমালার শাখা-বিশেষ। খৃষ্ট-জন্মের ৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বে সেবিয়ানদিগের বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের সহিত সেবিয়ানদিগের বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপনের সময়েই, অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতেই, ভারতীয় বর্ণমালার উৎপত্তি হওয়া সম্ভবপর। বৈদিক সূক্ত, ঋগ্বেদ সংহিতা এবং পাণিনির ব্যাকরণ প্রভৃতির আলোচনায় অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার এবং টাইসন প্রমুখ পাশ্চাত্যগণ খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে ভারত-বাসীর বর্ণমালা ও লিপিজ্ঞানের বিষয় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে সেবিয়ানগণের বর্ণমালা হইতে ভারতীয় বর্ণমালার উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়া বুলার সাহেব বর্ণমালার একটী বংশলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সে হিসাবে সেমীয় বর্ণমালা ভারতীয় বর্ণমালার পিতৃপুরুষরূপে পরিকীর্ত্তিত। ফলে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অধিকাংশের নিকট ভারতীয় বর্ণমালার মৌলিকত্ব উপেক্ষিত হইয়াছে; এবং সেমিটিক-বর্ণমালা বা পাশ্চাত্য-দেশের বর্ণমালার আদর্শে অনুসরণে ভারতীয় বর্ণমালা গঠিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের যিনিই যে অভিমত প্রকাশ করুন না কেন, ভারতবর্ষই যে বর্ণমালার আদি উৎপত্তি-ক্ষেত্র, ভারতের বর্ণমালার আদর্শেই যে অন্যান্য দেশের বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছে, সামান্য আলোচনাতেই তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারে। যিনিই একটু সংযতচিত্তে নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিবেন, তিনিই এ সত্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। উভয়বিধ বর্ণমালায় স্বতন্ত্র সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহারের পদ্ধতি বিদ্যমান; কিন্তু সেমিটিক বর্ণমালার সাঙ্কেতিক চিহ্নের সহিত ভারতীয় বর্ণমালার সাঙ্কেতিক চিহ্নের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। উভয় বর্ণমালার লিখন-পদ্ধতিও বিভিন্ন প্রকার। ভারতীয় বর্ণমালা বামভাগ হইতে দক্ষিণদিকে লিখিত হয়; কিন্তু সেমিটিক বর্ণমালা দক্ষিণদিক হইতে বামদিকে পরিচালিত। এইরূপ বিবিধ কারণে সেমিটিক বর্ণমালাকে ভারতীয় বর্ণমালার আদি বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। বলা বাহুল্য, ম্যাক্সমূলার প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও অনেকে তাই সেমিটিক সংক্রান্ত মতে আস্থা-স্থাপন করিতে পারেন নাই। *

---

* পৃথিবীর ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ডে, ভারতের ভাষা ও বর্ণমালা প্রসঙ্গে এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

হইতে দক্ষিণ দিকে লিখিত হইত। প্রথমোক্ত বর্ণমালা আধুনিক আরবী-পার্সী বর্ণমালার ন্যায় এবং শেষোক্তটী দেবনাগর ও ইংরাজী বর্ণমালার ন্যায় গতিবিশিষ্ট। কাপুর-দা-গিরি বা সাহাবাজগিরি লিপিতে এবং এরিয়ানার গ্রীক ও সিদীয় মুদ্রায় বামাগতিবিশিষ্ট প্রথমোক্ত বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে। উহা সাধারণতঃ 'এরিয়ানো-পালি' অথবা 'উত্তর অশোকাক্ষর' নামে পরিচিত; আর অন্যান্য লিপিতে যে দক্ষিণাবর্ত্ত লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে, সে লিপির বর্ণমালা প্রধানতঃ 'ইন্দো পালি' অথবা 'দক্ষিণ অশোকাক্ষর' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এরিয়ানো পালি, পণ্ডিতগণ বলেন, এক পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ ব্যতীত ভারতের অন্য কোথাও ব্যবহৃত হইত না;—ঐ বর্ণমালা ভারতের নহে; উহা বিদেশ হইতে আনীত। মিঃ টমাস বলিয়াছেন,—'অশোক-লিপির ইন্দোপালি বর্ণমালা—ফিনিসীয় বর্ণমালার অনুকরণে বিগঠিত। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পর ভারত হইতে উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।' * কিন্তু দক্ষিণ অশোকাক্ষর অথবা ইন্দোপালি বর্ণমালা [illegible] নিজস্ব। ভারতেই উহার উৎপত্তি, ভারতেই উহার বহুল ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। এ লিপি [illegible], [illegible]দিক [illegible]। দেবনাগর এবং ভারতীয় অপরাপর বর্ণমালা এই ইন্দো-পালি হইতেই সমুদ্ভূত। এ বর্ণমালা যে ভারতেরই সম্পত্তি এবং ভারতই উহার উৎপত্তি স্থান,—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত, ফিনিসীয় এবং গ্রীক বর্ণমালার অনুকরণে ভারতীয় বর্ণমালার উৎপত্তি-নির্দ্ধারণে-বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু মিঃ টমাস তাঁহাদের সে যুক্তিজাল ছিন্ন করিয়াছেন। ভারতীয় বর্ণমালার মৌলিকত্ব স্বীকার করিয়া তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, 'অশোক-লিপির বর্ণমালা-সমূহ ভারতেরই সম্পত্তি,—ভারতেই উহার উৎপত্তি। সে বিষয়ে ভারত অপর কাহারও নিকট ঋণী নহে।' † প্রত্নতত্ত্ববিৎ জেনারেল কানিংহামও টমাসের এই উক্তির অনুমোদন করিয়াছেন। তিনিও বলিয়াছেন,—'ভারতেই ইন্দো-পালি বর্ণমালার উৎপত্তি।' তাঁহার সারগর্ভ মন্তব্য, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, অশেষ গবেষণা-পূর্ণ। কানিংহামের সেই মন্তব্যের সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল, যথা,—মানবজাতির মনোভাব ব্যক্ত করিবার প্রথম প্রচেষ্টা চিত্রাদিতে এবং বস্তুর স্বরূপ-চিত্রণে পরিস্ফুট হইত। সর্ব্বপ্রথমে ভাবব্যক্তি বিষয়ে মানুষ এই পন্থাই অবলম্বন করিয়া-ছিল। দৃষ্টির গোচরীভূত দৃশ্য-পদার্থসমূহের চিত্র অঙ্কনের প্রয়াস আমেরিকার মেক্সিকো প্রদেশের চিত্রাদিতে প্রথম প্রকটিত দেখি। পরবর্ত্তিকালে মিশরবাসিগণ এই মৌলিক-চিত্রের কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধন করেন। কোনও একটী বস্তুকে বুঝাইতে হইলে মেক্সিকো-

* মিঃ টমাস বলিয়াছেন,—"It has no claim to an indigenous origin in India based, as it manifestly is, upon an alphabet cognate with the Phœnician. It died out after the first century A.D."

† "It is an independently devised and locally matured scheme of writing."

বাসীরা প্রথমতঃ সমগ্র বস্তুর চিত্র অঙ্কিত করিত। কিন্তু মিশরীয়গণ সমগ্র বস্তু বুঝাইতে তাহার কোনও একটী অংশের চিত্র প্রদর্শন করিত। এইরূপে, মানুষ বুঝাইতে একটী মানুষের মস্তক, পাখী বুঝাইতে পাখীর একটী মাথা অঙ্কন করিয়া তাহারা সমস্ত একটী মানুষ এবং সমস্ত একটী পক্ষী অথবা মনুষ্যজাতি বা পক্ষিজাতিকে বুঝাইত। কিন্তু এরূপ চিত্রাঙ্কনে গুণব্যাখ্যা প্রকাশ পাইল না। তখন তাহারা ভাবচিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন দুর্বৃত্ততা বুঝাইতে তাহারা শৃগাল আঁকিল, ক্রোধ বুঝাইতে তাহারা বানরের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিল। তার পর, দৃষ্টি-শক্তি বুঝাইতে চক্ষু, খননকার্য্য বুঝাইতে কোদালী, গতি বা ভ্রমণ বুঝাইতে পদদ্বয়, যুদ্ধ বুঝাইতে বর্শাধারী হস্তদ্বয় প্রভৃতি অঙ্কিত করিয়া সেই সেই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। যাহা হউক, ভাব ও বস্তু চিত্রণের এবম্বিধ প্রথা সত্ত্বেও সকলের সকল মনের ভাব এবং সকল বস্তু সম্যক্‌রূপে পরিব্যক্ত হইতে পারে নাই। অতি প্রাচীন কালের মূর্ত্তিচিত্রণ এতই কঠিন এবং অসুবিধাজনক বোধ হইয়াছিল যে, পরে মিশরের পুরোহিতগণ অধিক সরল এবং সহজ উপায় অবলম্বনের আবশ্যকতা অনুভব করেন। তার পর সেই অনুভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এক অভিনব কৌশলের অবতারণা করিয়াছিলেন। বিশেষ বিশেষ চিত্রে অতঃপর তাঁহারা বিশেষ বিশেষ শব্দের অভিব্যক্তিমূলক স্বর যোজনা করিয়া দেন। ক্রমশঃ অধিকাংশ চিত্রে তন্নাম-জ্ঞাপক স্বর সংযোজিত হইয়া যায়। এইরূপে রোদনমূলক (র+ওদন) মূর্ত্তিবিকৃতির চিত্র হইতে 'র', হস্ত (হ+স+ত) হইতে 'হ' বর্ণের উৎপত্তি হয়। ভারতবর্ষেও প্রাচীনকালে এইরূপ প্রথাই অনুসৃত হইয়াছিল। অশোক-লিপির বর্ণমালার উৎপত্তি তত্ত্ব বিশ্লেষণে এতদ্বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। বুঝা যায়,—অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতীয় বর্ণমালাও বিভিন্ন বস্তুর মূর্ত্তিচিত্র হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিল। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়,—ভারতীয় বর্ণমালা ভারতেই উৎপন্ন হইয়াছিল। মিশরের মৌলিক অক্ষর যেমন তদ্দেশবাসীর অপূর্ব্ব উদ্ভাবনার ফল, ভারতীয় বর্ণমালা-সমূহকেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। সত্য বটে, কয়েকটি বিষয়ে একই বস্তুর চিত্র সম্বন্ধে মিশরীয় মৌলিক অক্ষরের সহিত ভারতীয় বর্ণমালার আক্ষরিক সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে; কিন্তু তাহা হইলেও সেই সকল মূর্ত্তি এবং অক্ষর-সমূহ মিশরে যে ভাব ব্যক্ত করে, ভারতে তদ্দ্বারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাব পরিব্যক্ত হয়, এবং তাহাতে বিভিন্ন শব্দাংশ গঠিত হইয়া থাকে। ভ্রমণ এবং গতিশক্তি বুঝাইবার জন্য মিশরে পদদ্বয়ের চিত্র অঙ্কিত করিবার প্রথা ছিল। ভারতেও সেইরূপ প্রথা বর্ত্তমান ছিল। কম্পাসের উভয় পার্শ্বের ন্যায় এক প্রকার চিত্র অঙ্কিত করিয়া তখন গতিশক্তি বুঝান হইত। সেই চিত্রই সংস্কৃত-ভাষার গমনার্থক 'গ' (গম্) ধাতুর আদি। মিশরীয় সে প্রতিরূপ 'স' বর্ণের তুল্য। ভারতীয় বর্ণমালায় যদি মিশরের আদর্শ অনুসৃত হইত, তাহা হইলে, ভারতীয় বর্ণমালার গমনার্থক 'গ'-র পরিবর্তে 'স' ব্যবহৃত হইত। যাহা হউক, যে মূর্ত্তির যে চিত্র হইতে ভারতীয় বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে, জেনারেল কানিংহাম তাহার একটী তালিকা প্রদান করিয়াছেন। তাহা হইতে প্রতিপন্ন হয়,—কোদালীর মূর্ত্তি হইতে 'খ' অক্ষরের সৃষ্টি (সংস্কৃত খন্—খ); 'যব' হইতে 'য', 'দন্ত' হইতে 'দ', 'ধনু' হইতে

'থ', 'পাণি' হইতে 'প', 'মুখ' হইতে 'ম', 'বীণা' হইতে 'ব', 'নাসা' হইতে 'ন', 'রজ্জু' হইতে 'র', 'চক্র' হইতে 'চ,' 'শ্রবণ' হইতে 'শ ষ ও স,' এবং 'লাঙ্গল' হইতে 'ল' বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। কানিংহাম বিভিন্ন দেশের মৌলিক অক্ষর এবং বর্ণমালা-সমূহ তুলনায় সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন,—'ভারতীয় বর্ণমালা ভারতেই উৎপন্ন হইয়াছে। অশোক-লিপিতে যে বর্ণমালা দৃষ্ট হয়, তাহারও আদি উৎপত্তি স্থান ভারতবর্ষ। মিশরীয় মৌলিক অক্ষরের প্রকৃতি, ভারতীয় অক্ষরের প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এইরূপ, পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় প্রতীত হয়, ভারতীয় বর্ণমালার সৃষ্টি-সম্বন্ধে বৈদেশিক প্রভাব আদৌ পরিদৃষ্ট হয় না। পণ্ডিতগণ যে বলিয়াছেন, সেমিটিক বর্ণমালার আদর্শে ভারতীয় বর্ণমালা গঠিত, সে উক্তিও সমীচীন নহে। সেমিটিক বর্ণমালায় যে সকল চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়, ভারতীয় বর্ণমালায় সে সকল চিহ্ন আদৌ নাই।' * কিন্তু ইয়োরোপের প্রধান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ

---

* এস্থলে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ জেনারেল কানিংহামের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা,—"The first attempts of mankind at graphic representation must have been confined to pictures or direct imitations of actual objects. This was the case with the Mexican paintings, which depicted only such material objects as could be seen by the eye. An improvement on direct pictorial representation was made by the ancient Egyptians in the substitution of a part for the whole, as of a human head for a man, a bird's head for a bird, etc. The system was still further extended by giving to certain pictures indirect values or powers symbolical of the objects represented. Thus a jackal was made the type of cunning, and an ape the type of rage. By a still further application of this abbreviated symbolism, a pair of human arms with spear and shield denoted fighting, a pair of human legs meant walking, while a hoe was the type of digging, an eye of seeing &c. But even with this poetical addition the means of expressing thoughts and ideas by pictorial representations was still very limited....It seems certain that at a very early date the practice of pure picture writing must have been found so complicated and inconvenient, that the necessity for a simpler mode of expressing their ideas was forced upon the Egyptian priesthood. The plan which they invented was highly ingenious.

" To the greater number of their pictorial symbols the Egyptians assigned the phonetic values of the particular sounds or names, of which each symbol previously had been only a simple picture. Thus to a mouth, *ra*, they assigned the value *r*, and to a hand, *tut*, the value *t*...

"A similar process would appear to have taken place in India, as I will presently attempt to show by a separate examination of the alphabetical letters of Asoka's age with the pictures of various objects from which I believe them to have been directly descended,...My own conclusion is that the Indian alphabet is of purely Indian origin, just as much as the Egyptian hieroglyphics were the purely

কানিংহামের এতদুক্তিতে আস্থাস্থাপন করেন নাই। তাঁহারা বলেন,—হিন্দুগণ ফিনিসীয়-দিগের নিকট হইতে বর্ণমালা-সমূহ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে, তাঁহারা সেই বর্ণমালার এতই পরিবর্তন-সাধন করেন যে, পরিণামে উহা তাঁহাদের নিজস্ব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ম্যাক্সমূলারের মতে,—খৃষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে ভারতবর্ষে লিখন-পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় নাই, সুতরাং তৎপূর্বে বর্ণমালা-সমূহের প্রচলন ছিল না। পাশ্চাত্য-দেশের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে ভারতবাসীরা বর্ণমালা ব্যবহার করিতে শিখে এবং পাশ্চাত্যের অনুকরণে তাহাদের

local invention of the people of Egypt...I admit that several of the letters have almost exactly the same *forms* as those which are found amongst the Egyptian hieroglyphics for the same things, but their *Values* are quite different, as they form different syllables in the two languages. Thus a pair of legs separated as in walking was the Egyptian symbol for walking or motion, and the same form like the two sides of a pair of compasses is the Indian letter *g*, which as *ga* is the commonest of all the Sanskrit roots for walking or motion of any kind. But the value of the Egyptian symbol was and I contend that if the symbol had been *borrowed* by the Indians, it would have retained its original value. This, indeed, is the very thing that happened with the Accadian cuneiform symbols when they were adopted by the Assyrians. (Vol. I. 1877, pp. 52 and 53.)

"In this brief examination of the letters of the old Indian Alphabet, I have compared their forms at the time of Asoka, or 250 B.C. with the pictures of various objects and of the different members of the human frame; and the result of my examination is the conviction that many of the characters still preserved, even in their simpler alphabetical forms, very strong and marked traces of their pictorial origin. My comparison of the symbols with the Egyptian hieroglyphics shows that many of them are almost identical representations of the same objects. But as the Indian symbols have totally different values from those of Egypt, it seems almost certain that the Indians must have worked out their system quite independently, although they followed the same process. They did not, therefore, borrow their alphabet from the Egyptians.

"Now, if the Indians did not borrow their alphabet from the Egyptians it must have been the local invention of the people themselves for the simple reason that there was no other people from whom they could have obtained it. Their nearest neighbours were the people of Ariana and Persia, of whom the former used to Semitic character of Phoenician origin, reading right to left, and the latter a cuneiform character formed of separate detached strokes which has nothing whatever in common with the compact forms of the Indian Alphabet—General Cunningham: *Corpus Inscriptionum Indicarum*, Vol. I, pp. 60 and 61.

সে বর্ণমালা বিগঠিত হয়।' প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ পণ্ডিত রোথ এতৎসম্পর্কে ভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। বহুকালব্যাপী বেদালোচনার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বৈদিক কাল হইতে ভারতে লিখন পদ্ধতি এবং বর্ণমালা প্রচলিত ছিল। সে হিসাবে, বর্ণমালা-সংগঠনে ভারত কাহারও নিকট ঋণী নহে। বুলারও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'ভারতীয় বর্ণমালার অনুনাসিক এবং উষ্মবর্ণ সমূহ অতি প্রাচীন কাল হইতেই বর্ত্তমান ছিল।' গোল্ডষ্টুকার, লাসেন প্রভৃতিও ভারতীয় লিপির এবং ভারতীয় বর্ণমালার মৌলিকত্ব মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন,—'ভারতীয় বর্ণমালার ভারতেই উৎপত্তি। ভারতই সকল দেশের সকল বর্ণমালার আদিক্ষেত্র। বর্ণমালা সৃষ্টি বিষয়ে ভারত কাহারও নিকট ঋণী নহে; পরন্তু ভারত হইতেই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বর্ণমালার সৃষ্টি-পরিপুষ্টি।' সে হিসাবে, অশোক-লিপির মৌলিকত্বও তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন। যাহা হউক, অনেকে আবার কানিংহামের মন্তব্যের প্রতিবাদও করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় বর্ণমালা যে ভারতেই উৎপন্ন হইয়াছিল, এ সত্য গ্রহণ করিতে তাঁহারা কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন,—'বর্ণমালা-সংগঠন-সম্বন্ধে ভারতের মৌলিকত্বের কোনও প্রমাণ নাই। পরন্তু সে সিদ্ধান্তের বিরোধী প্রমাণ-পরম্পরাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারতের বর্ণমালা—আর্য্য-জাতির বর্ণমালা নহে; দ্রাবিড়-দেশীয় পণ্য-ব্যবসায়িগণ কর্তৃক ঐ বর্ণমালা ভারতে আনীত হইয়াছিল।' * মিঃ কেনেডি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—'খৃষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের পশ্চিম উপকূল হইতে বাবিলনে বণিকগণ বাণিজ্য করিতে যাইতেন। তাহার পূর্ব্বেও যে উভয় দেশের মধ্যে ঐরূপ বাণিজ্য-ব্যবসায় চলিত, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের পশ্চিমোপকূল-স্থিত সৌবীর, সুপ্পারক এবং ভারুকচ্ছ প্রভৃতি নগর ঐরূপ বাণিজ্য-ব্যবসায়ে বিশেষ সমৃদ্ধ ও সমুন্নত হইয়াছিল। তখন দ্রাবিড়-জাতীয় বণিকগণেরই বাণিজ্য-ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। আর্য্যগণ তখন বাণিজ্য-ব্যবসায়ে মনোযোগ দেন নাই। বাবিলনের সহিত ভারতের এই বাণিজ্যের ফলে, ভারতীয় বণিকগণ সেমিটিক জাতির শ্বেতবর্ণ পূর্ব্বপুরুষগণের ভাষায় অভিজ্ঞ হন, এবং তাঁহাদের লিপির অনুকরণে ভারতে লিপি প্রচলিত হয়। কিন্তু বর্ণমালা যে ভ্রমণকারী সেমিটিক জাতি কর্তৃক ভারতে তাহারও বহু পূর্ব্বে সমানীত হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। সেমিটিক জাতির খোদিত লিপিতে এবং বাবিলন-দেশীয় ওজনাদিতে যে সকল বর্ণমালা পরিদৃষ্ট হয়, কেনেডির মতে, সেই সকল বর্ণমালার আদর্শেই ভারতের বর্ণমালা বিগঠিত হইয়াছিল। ভারতীয় বণিকগণ ঐ বর্ণমালারই প্রথমে অভিজ্ঞ হন। বণিকগণ কর্তৃক বাবিলন হইতে ঐ বর্ণমালা সমানীত হইলে, ভারতবাসীর আবশ্যকানুসারে উহার পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে থাকে। প্রায় এক সহস্র বৎসর পরে ঐ পরিবর্ত্তিত বর্ণমালা—'ব্রাহ্মী' বর্ণমালা নামে পরিচিত হয়। অশোক-লিপিতে সেই বর্ণমালাই ব্যবহৃত হইয়াছে। † শাক্য-টোপের অভ্যন্তরে

---

* *Journal of the Royal Asiatic Society,* 1898.

† *Journal of the Royal Asiatic Society,* 1898 and 1899.

মিঃ পেপি একটী ভস্মাধার প্রাপ্ত হন। তদুপরি যে লিপি খোদিত রহিয়াছে, তাহার আলোচনায় তিনিও পূর্ব্বরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এ মত যে সর্ব্ববাদিসম্মত নহে, জেনারেল কানিংহামের এবং অপরাপর পাশ্চাত্য-প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের উক্তি হইতে তাহা সপ্রমাণ হয়। ভারতীয় বর্ণমালা ভারতেরই নিজস্ব সামগ্রী, তাহা প্রমাণ করিতে বিশেষ আয়াস-স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। তবে যাঁহার যেরূপ জ্ঞান-বুদ্ধি, যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষা, তিনি তদনুরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়া থাকেন। "পৃথিবীর ইতিহাস", দ্বিতীয় খণ্ডে, ভারতের ভাষা এবং বর্ণমালা প্রসঙ্গে ভারতীয় বর্ণমালার মৌলিকত্বের বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। অনেকে অনুমান করেন, অশোক-লিপির ভাষা—মাগধী প্রাকৃত ভাষা, প্রাদেশিক ভাষার প্রভাব ব্যতীত অশোক-লিপির ভাষা সম্ভবই অভিন্ন। সংস্কৃত বা পালি-ভাষার ন্যায় অশোক-লিপির ভাষা অলঙ্কার-বহুল ও দুর্ব্বোধ নহে। সে ভাষা সরল—সহজবোধ্য। অশোক-লিপির মাগধী-প্রাকৃত ভাষা হইতেই বঙ্গাক্ষরের এবং বাঙ্গালা বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছে। এই জন্য, অশোক-লিপি হইতে বঙ্গাক্ষরের সৃষ্টি বলিয়া, তাঁহাদের মতে, লিপির ভাষার এবং বর্ণমালার ঐতিহাসিক বিশেষত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

অশোকের লিপিতে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ পারস্যের প্রভাবের বিষয় উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—খৃষ্ট-জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই ভারতের সহিত পারস্যের সম্বন্ধ-সংশ্রব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার ফলে, পারস্যের ভাষা, পারস্যের সাহিত্য, পারস্যের স্থাপত্য প্রভৃতির প্রভাব ভারতে বিস্তৃত হয়। সংহিতাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে দৃষ্ট হয়,—ভারত হইতে বিতাড়িত কতকগুলি ভারতীয় জাতি পারস্যে যাইয়া বসবাস আরম্ভ করে। তখন পারস্যের নাম ছিল—পারদ। সংস্কারাদি-ক্রিয়ালোপ-হেতু তখন কতকগুলি ক্ষত্রিয় শূদ্রত্ব লাভ করে এবং কালে যবনাদি নামে অভিহিত হয়। যাহা হউক, পুরাণাদির প্রাচীন তথ্য পণ্ডিতগণের আলোচনার বিষয়ীভূত নহে। তাঁহাদের মতে, দারায়ুস হিষ্টাস্পাসের সময় হইতেই পারস্যের সহিত ভারতের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। পণ্ডিতগণ ৫২২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৮৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ দারায়ুসের রাজত্বকাল নির্দ্দেশ করেন। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের গ্রন্থে প্রকাশ,—স্কাইলাক্সের নিকট ভারতের বিষয় অবগত হইয়া দারায়ুস ভারত-বিজয়ে প্রয়াসী হন। ফলে, পঞ্জাবের পশ্চিমস্থ গান্ধার, পশ্চিম ও উত্তর পঞ্জাব প্রভৃতি তিনি অধিকার করিয়া বসেন। পারস্য-দেশে এবং ভারতের ঐ অঞ্চলে দারায়ুস কর্তৃক উৎকীর্ণ অনেকগুলি অনুশাসন পণ্ডিতগণ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা অনুমান করেন,—লিপির বর্ণমালা-সমূহ তিনটী বিভিন্ন ভাষায়, তীরের ন্যায় সূক্ষ্ম অগ্রভাগ বিশিষ্ট অক্ষরে, উৎকীর্ণ হইয়াছিল। সেই তিন ভাষার বিশ্লেষণ করিয়া পণ্ডিতগণ লিপির মধ্যে আর্য্যপার্সী, সুসান এবং আসিরীয়-সেমীয় বর্ণমালার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। কথিত হয়, ৫১৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে দারায়ুস তাঁহার রাজ্য-প্রাপ্তির এবং বিদ্রোহ-দমনের বিবরণ বিবৃত করিয়া এক গিরিলিপি উৎকীর্ণ করেন; সেই গিরিলিপির নাম—বিহিস্তান গিরিলিপি। অন্যান্য গিরিলিপি তৎপরবর্ত্তিকালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া সপ্রমাণ হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি,

পারস্য।
প্রভাব।

এবং এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে, 'হিন্দু এবং পারসিক' প্রসঙ্গে, উল্লিখিত হইয়াছে,—অতি প্রাচীন কাল হইতেই পারস্যের সহিত ভারতের সম্বন্ধ-সংশ্রব ছিল। পারসিক এবং হিন্দু—উভয়ই যে একই আর্য্যজাতি হইতে সমুদ্ভূত, তাহাও সেই স্থলে সপ্রমাণ হইয়াছে। উভয় দেশের ভাষায়, ধর্ম্মে এবং ইতিহাসে যে এক অভিনব সম্বন্ধ বিদ্যমান, উল্লিখিত অংশে তাহারও আভাস প্রদান করিয়াছি। দারায়ুস ভারত হইতে কর সংগ্রহ করিতেন,—গ্রন্থ পত্রে তাহারও প্রমাণ বিদ্যমান। দারায়ুসের পর পারস্য-রাজ জারাক্সেস যখন গ্রীস-দেশ আক্রমণ করেন, সেই সময়ে তাঁহার সৈন্যদলে কার্পাসবস্ত্র-পরিহিত ভারতীয় তীরন্দাজ সৈন্য ছিল, হেরোডোটাসের গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তার পর, ম্যাসিডনের অধিপতি মহা-বীর আলেকজাণ্ডারের সহিত যখন তৃতীয় দারায়ুসের যুদ্ধ হয়, তখন পারস্য-সম্রাটের ভারতীয় সেনা অশেষ বিক্রমের সহিত গ্রীকদিগের প্রতিরোধ করিয়াছিল। এইরূপ বিবিধ প্রকারে ভারতের সহিত প্রাচীন পারস্যের সম্বন্ধ-সংশ্রবের উল্লেখ আছে। সেই সূত্রে ভারতীয় কলা-বিদ্যায়, স্থাপত্যে এবং ভাস্কর্য্যে পারসিক প্রভাব সপ্রমাণ করিতেও কাহারও দ্বিধা বোধ করেন না। তাঁহারা বলেন,—অশোক যে সকল প্রস্তর-স্তম্ভাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তদুপরিস্থ বিবিধ কারুকার্য্য এবং মার্জ্জিত বিবিধ জীবজন্তুর প্রতিকৃতি, পারসিক প্রভাব সপ্রমাণ করিতেছে। এইরূপে কেহ কেহ অশোকের লিপি-সমূহেও পারসিক প্রভাবের বিষয় প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান। তাঁহারা বলেন,—অশোকের অনুশাসনে 'দিপি', 'লিপিস্ত' প্রভৃতি যে সকল শব্দ পরিদৃষ্ট হয়, ঐ সকল শব্দ একই অর্থে দারায়ুসের লিপি-সমূহে ব্যবহৃত হইয়াছে। লিপি-সমূহে অশোক যেমন বলিয়াছেন,—'দেবানং পিয়ে পিয়দসি আহ', দারায়ুসও তেমনি তাঁহার লিপিতে বলিয়াছেন,—'থাতী দারয়বুস খসায়থিয়।' ইত্যাদি। এইরূপ বিবিধ সাদৃশ্য-প্রদর্শনে অশোক-লিপিতে পারস্য-প্রভাব সপ্রমাণ করিবার অভিপ্রায়ে পণ্ডিতগণ দারায়ুসের একটী লিপি উদ্ধৃত করিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য সেই লিপি এবং তাহার অনুবাদ প্রভৃতি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যে সকল যুক্তির অবতারণায় পণ্ডিতগণ অশোক-লিপিতে পারসিক অনুকরণের বিষয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান, উদ্ধৃত লিপি হইতে তাহা স্পষ্টীকৃত হইবে; দারায়ুসের সে লিপি; যথা,—

"থাতী দারয়বুস খসায়থিয়। ইমাং দহ্যাউম্ পার্স, ত্যাম্ মনা অউরমজ্দা ফ্রাবর' হ্যা নৈবা উবসপা উবর্তিয়া বশ্না অউরমজ্দাহা মনচা দারয়বহৌস খসায়থিয়হ্যা হচা অনিয়না নঈ তর্সতী। থাতী দারয়বুস খসায়থিয়। মনা অউরমজ্দা উপস্তাম্ বরতু, হদা বিথিবিষ্ বগৈবিস্। উতা ইমাম দহ্যাউম্ অউরমজ্দা পাতু হচা হৈনায়া হচা দুষিয়ারা, হচা দ্রোগা। অনিয় ইমাম দহ্যাউম্ মা আয়মিয়া, মা হৈনা মা দুষিয়ারম্ মা দ্রোগ। ঐত অদম যানম্ যদ্‌ইয়ামী অউরমজ্দাম্ হদা বিথিবিস্ বগৈবিস্। ঐতা মঈ অউরমজ্দা দদাতু হদা বিথিবিষ্ বগৈবিষ্।"

উল্লিখিত লিপির যেরূপ মর্ম্মানুবাদ হয়, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল; যথা,—'সম্রাট দারায়ুস কহিতেছেন। অউরমজ্দ আমাকে এই পারস্য-রাজ্য প্রদান করিয়াছেন। এ রাজ্যে সুন্দর সুঠাম অশ্ব এবং সুলক্ষণযুক্ত মনুষ্য বসবাস করে। সে পারস্য-রাজ্য—আমার

দারায়ুসের প্রবর্ত্তিত লিপির নিদর্শন বর্ত্তমান থাকিত; আর অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু নরপতিগণও সে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে পারিতেন। অশোকের পূর্ব্বে স্তম্ভাদির গাত্রে লিপি উৎকীর্ণ করিবার প্রথা বর্ত্তমান ছিল কিনা, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ তাহার কোনও নিদর্শন অনুসন্ধান করিয়া পান নাই; অথবা দারায়ুসের প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভ বা গিরিলিপির কোনও পরিচয়ও বিদ্যমান নাই। সুতরাং অশোকের লিপিতে পারসিক-প্রভাবমূলক সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। *

রাজচক্রবর্ত্তী অশোক বহুবিধ বিহার, মন্দির, স্তূপ, চৈত্য প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তৎসমুদায় তাঁহার অশেষ কীর্ত্তির নিদর্শন। অশোকের মাহাত্ম্যের এবং গৌরবের বিষয় বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, তাঁহার সমসাময়িক স্থাপত্যাদির আদর্শ বিশেষরূপে আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয়। অশোকের রাজত্বের প্রতিষ্ঠা—কেবলমাত্র লিপি ও অনুশাসন সমূহের প্রবর্ত্তনায় নহে।

ভাস্কর্য্যের পরিচয়।

তাঁহার রাজত্বকালে ভাস্কর্য্য এবং স্থাপত্য যে আদর্শ স্থান অধিকার করিয়াছিল, অশোকের প্রতিষ্ঠার তাহাও এক অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে। অশোকের সমসাময়িক শিল্প-কলার পূর্ণ পরিচয় যদিও এখন সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান নাই; কিন্তু তথাপি যে ভগ্নাবশেষ-সমূহ নয়নপথে পতিত হইতেছে, তদ্দর্শনে সমগ্র জগৎ শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিস্ময়ে সমাবিষ্ট হইতেছেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলা যে অপূর্ব্ব বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, জগতের ইতিহাসে তাহা উজ্জ্বল হইয়া আছে। ভারতবর্ষ চিরকালই ধর্ম্মানুগত। তাই তাহার শিল্প-কলাও ধর্ম্মের মধ্য দিয়া বিকাশ-প্রাপ্ত। ধর্ম্মের মধ্য দিয়া বিকাশ-প্রাপ্ত বলিয়াই সে কলা চিরপ্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ভারতের শিল্প দেবভাবে মণ্ডিত—প্রাচীন ভারতের কলাবিদ্যা ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত। ধর্ম্মপ্রবণ শিল্পিগণ প্রাণে যে ধর্ম্মভাব পোষণ করিয়া শিল্পাদি অঙ্কন করিতেন, স্তূপ-বিহারাদির কারুশিল্পে সেই ভাবই পরিস্ফুট হইত। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—'যিনি প্রকৃত শিল্পী, তিনি একাগ্রচিত্তে দেবদেবীর মূর্ত্তি মনোমধ্যে ধারণ করিয়া চিত্র দ্বারা সেই ধ্যানলব্ধ মূর্ত্তি প্রকটিত করিবেন। সে ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক আলোকই তাঁহার পথপ্রদর্শক হইবে। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্যিক পদার্থের প্রতি তিনি কদাচ মনোনিবেশ করিবেন না।' ভারতের শিল্পকলা সেই আদর্শেই বিগঠিত। ভারতের শিল্পী সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত বলিয়া প্রস্তর বা মৃত্তিকা দ্বারা তাঁহারা অনুপম ভাব সমন্বিত প্রতি-মূর্ত্তি-সমূহ নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন। তাঁহারা যেমন শিল্পী, তেমনই সাধক ছিলেন। শিল্প—সাধনা-সাপেক্ষ;—একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতা তাহার মূল-সূত্র। তাই ভারতের শিল্প এবং ভারতের শিল্পী শ্রেষ্ঠ আসনে সমারূঢ়। এই জন্যই পাশ্চাত্য-শিল্পের সহিত ভারত-শিল্পের এতাদৃশ পার্থক্য। ভারত-শিল্পের গতি অনন্তের পথে প্রধাবিত; কিন্তু পাশ্চাত্য শিল্প-কলা পার্থিব পদার্থে সীমাবদ্ধ। ভারত-শিল্প স্বর্গীয় সুষমা-বিস্তারে ব্যগ্র; আর পাশ্চাত্য-

---

* দারায়ুসের লিপি প্রভৃতির আলোচনা নিম্নলিখিত গ্রন্থপত্রে দৃষ্ট হয়।—*Inscriptiones Palaeopersicae Achaemanidorum* Edited by Kossowicz. পার্সিপোলিস নগরে দারায়ুসের অনুশাসন উৎকীর্ণ হয়।

শিল্প পার্থিব-দৃশ্য-প্রকটনে পরিক্লান্ত। ভারত-শিল্পী বুঝিয়াছিলেন,—পার্থিব দৃশ্যাবলি অস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর। তাই তাঁহারা শাশ্বত পারমার্থিক দৃশ্য প্রকটনে প্রচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই প্রচেষ্টার ফলে ভারত-শিল্প আজিও সঞ্জীবিত রহিয়াছে। ভারত-শিল্প মানবমূর্ত্তির উপাসনা করে নাই; সে শিল্প দেবমূর্ত্তির পদতলে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি ঢালিয়া দিয়াছে। ভারতের শিল্প, ভারতের ধর্ম্ম এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্বদ্ধ। সে সম্বন্ধ কদাচ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। তাই ভারত-শিল্পের উচ্চ আদর্শ আজিও জগৎকে চমৎকৃত করিতে সমর্থ। কলা-বিদ্যার মৌলিকত্ব-বিষয়ে ভারত অন্য কাহারও নিকট ঋণী নহে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ যদিও ভারতীয় শিল্পকলায় পাশ্চাত্য প্রভাবের বিষয় সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস পান; কিন্তু তাঁহাদের সে যুক্তি যে আদৌ ভিত্তিহীন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ-প্রাধান্য সময়ে ভারতে স্থাপত্যের এবং ভাস্কর্য্যের অশেষ উন্নতি সাধিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কেহ কেহ তাহাতে গ্রীক আদর্শের অবতারণা করিলেও, অধিকাংশের মতে তাহাতে ভারতের মৌলিকত্বের বিষয় বিঘোষিত হয়। যাহা হউক, অশোকের প্রবর্ত্তিত স্তূপ ও বিহারাদিতে যে উচ্চ-শিল্পের অবতারণা হইয়াছে, তদ্বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতের কলা-বিদ্যার মৌলিকত্ব সপ্রমাণ হইবে। অশোকের মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতের সহিত গ্রীকদিগের সম্বন্ধ-সংশ্রব সংস্থাপিত হইয়াছিল। অশোকের রাজত্বকালে কলাবিদ্যার যে উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহা বহুকালব্যাপী সাধনার ফল। কঠোর সাধনা ভিন্ন সেরূপ উন্নতি সম্ভবপর নহে। সুতরাং গ্রীকগণের সহিত পরিচিত হইবার বহু শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই যে ভারতবাসী স্থাপত্যে এবং ভাস্কর্য্যে অশেষ উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন, আর তৎপক্ষে তাঁহারা যে গ্রীকগণের নিকট ঋণী নহেন, একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে তাহা সহজেই কোনও বিষয়েই হৃদয়ঙ্গম হয়।

রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের রাজত্বকালে ভাস্কর্য্যের যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, বিহারে এবং স্তূপ-সমূহে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় বিদ্যমান রহিয়াছে। বৌদ্ধগণের গ্রন্থপত্রে তাঁহার চতুরশীতি সহস্র স্তূপ নির্ম্মাণের বিষয় উল্লিখিত আছে। কিন্তু অধুনা মাত্র কয়েকটী স্তূপের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সকল স্তূপের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য-মতে অশোকের ভাস্কর-কীর্ত্তি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রথম—লাট বা প্রস্তর-স্তম্ভ; এই স্তম্ভগাত্রে লিপি উৎকীর্ণ ছিল। দ্বিতীয়—স্তূপ বা টোপ; বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ-সংরক্ষণের নিমিত্ত অথবা কোনও স্মরণীয় কীর্ত্তির স্মৃতি-চিহ্নরূপে স্তূপ-সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৃতীয়—রেল; স্তূপের পরি-বেষ্টনীরূপে নির্ম্মিত হইত। চতুর্থ—চৈত্য বা গুহা মন্দির। পঞ্চম—বিহার। প্রাচীন ভাস্কর্য্যের পরিচয়, এই সকল লাট, রেলিং, স্তূপ, চৈত্য প্রভৃতিতে পূর্ণ বিরাজিত। অশোকের রাজত্বকালে যে সকল লাট নির্ম্মিত হইয়াছিল, পণ্ডিতগণ তৎসমুদায়কেই প্রাচীনতম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অধিকাংশ লাট বা স্তম্ভ গাত্রে অশোকের ধর্ম্মবিধি-সমূহ উৎকীর্ণ ছিল। দিল্লী এবং এলাহাবাদের সমীপবর্ত্তী লাট সবিশেষ প্রসিদ্ধ। জেমস প্রিন্সেপ ঐ লাটদ্বয়ের লিপির পাঠোদ্ধার করেন। এলাহাবাদের স্তম্ভগাত্রে গুপ্তবংশীয় সমুদ্রগুপ্তের উৎকীর্ণ এক লিপিও

সাঁচী স্তূপের ভাস্কর্য্য।

পরিদৃষ্ট হয়; আবার উহাতে পার্শী ভাষায় আর এক লিপি উৎকীর্ণ আছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, ঐ লাটটি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক উহা পুনঃস্থাপিত হইয়াছিল। সেই সময় জাহাঙ্গীর পারস্যভাষায় স্তম্ভগাত্রে ঐ লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। লিপিতে তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তি-কাল এবং শাসন-প্রণালীর বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। প্রাচীনকালে স্তম্ভের শিরোদেশে মূর্ত্তি-সমূহ স্থাপিত হইত। এলাহাবাদের স্তম্ভোপরি একটী সিংহমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। এইরূপ মূর্ত্তি স্থাপনের প্রথা সকল ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যেই প্রচলিত দেখিতে পাই। জৈনগণের স্তম্ভ-সমূহ দীপদানরূপে ব্যবহৃত হইত। শৈবগণ মন্দিরগাত্রে ত্রিশূলের মূর্ত্তি অঙ্কন করিতেন। বৈষ্ণবগণের মন্দির-সম্মুখে হনুমান বা গরুড়-মূর্ত্তি স্থাপনের প্রথা ছিল। সেই সকল মূর্ত্তিতেও প্রাচীন স্থাপত্যের অশেষ নিদর্শন প্রকটিত হইত। যাহা হউক, অশোকের কীর্ত্তি ও শিল্পোন্নতির আলোচনায় প্রত্নতত্ত্ববিদগণ স্তূপ এবং রেলিং প্রভৃতিকেই প্রধান স্থান প্রদান করিয়া থাকেন, আর তৎপ্রসঙ্গে ভিলসার অন্তর্গত সাঁচীর স্তূপ সর্ব্বপ্রথম উল্লিখিত হইয়া থাকে। চৌদ্দ ফিট উচ্চ ভিত্তি ভূমির উপরিভাগে সাঁচীর প্রাচীন স্তূপটী নির্ম্মিত। প্রস্তর এবং ইষ্টক নির্ম্মিত সেই স্তূপের ব্যাস—ভিত্তির উপরিভাগে ১০৬ ফিট; উহার উচ্চতা—৪২ ফিট। শিরোদেশে উহার ব্যাসের পরিমাণ—সাড়ে পাঁচ ফিট। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন—সর্ব্বপ্রথমে এই স্তূপের উচ্চতা—এক শত ফিট ছিল। স্তূপের পরিবেষ্টনী রেলিং—১০ ফিট উচ্চ। চতুর্দ্দিকস্থ পথও রেলিং দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এই রেলিংএর অপূর্ব্ব কারুকার্য্য সন্দর্শনে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ তৎসমুদায়কে অশোকের পরবর্ত্তিকালের কারুকার্য্যের নিদর্শন বলিয়া মনে করেন। অশোকের কোনও কোনও স্তূপ তদপেক্ষাও উচ্চ ছিল। পরিব্রাজক হুয়েন-সাং আফগানিস্থানে ৩০০ ফিট উচ্চ একটী স্তূপ দর্শন করিয়াছিলেন। সিংহল-মধ্যে চারি শত ফিট উচ্চ একটী স্তূপের পরিচয় তাঁহার গ্রন্থপাঠে পরিজ্ঞাত হয়। সাঁচী স্তূপের রেলিং-সমূহের একটী বিশেষত্ব এই যে, রেলিং-সমূহ আট ফিট উচ্চ স্তম্ভোপরি চক্রাকারে স্থাপিত। স্তম্ভগুলি অষ্ট কোণ-বিশিষ্ট এবং তাহাদের পরস্পর ব্যবধান পরিমাণ—দুই ফিট। দুই ফিট তিন ইঞ্চ পরিমিত এক একটী রেলিং দুইটী করিয়া স্তম্ভের শিরোদেশে পরিস্থাপিত। স্তম্ভ এবং রেলিং গাত্রে এত বিবিধ কারুকার্য্য খচিত এবং এত অধিক পরিমাণে চিত্রাদি অঙ্কিত যে, সহসা তৎসমুদায়কে রেলিং এবং স্তম্ভ বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। চারিটী তোরণ-দ্বার-সমন্বিত এই সাঁচী স্তূপের বর্ণনায় জেনারেল কানিংহাম যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল; যথা,—'তোরণ-দ্বার-চতুষ্টয় ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন। দ্বার-চতুষ্টয়ের সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে—যে দিকেই দৃষ্টিপাত কর না কেন, সেই ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন উহাতে পূর্ণ প্রকটিত রহিয়াছে। বুদ্ধের জীবনী-সংক্রান্ত বিবিধ চিত্রে তোরণ-সমূহ সুশোভিত। 'জাতক' গ্রন্থ হইতেও বহু চিত্র উহাতে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। পাঁচ শত জন্মের পর শাক্য-মুনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। সেই পাঁচ শত জন্মের চিত্রাবলি তোরণ-দ্বারে এবং স্তম্ভ-গাত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে। উত্তরদিকের তোরণ-দ্বারে 'জাতক' গ্রন্থান্তর্গত 'বেস্সান্তর'

ভিক্ষাদানের চিত্রাদি পরিবর্ণিত। তৎসম্পর্কীয় কাহিনীতে ঐ তোরণ-দ্বারের নিম্নভাগ সুশোভিত। অন্যান্য দ্বারে এবং স্তম্ভ ও রেলিং গাত্রে যুদ্ধাদির, অবরোধের এবং বিজয়ের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। ফলতঃ, তোরণ-দ্বার-চতুষ্টয়ের ভাস্কর-নৈপুণ্য ও চিত্রাদি হইতে প্রতিপন্ন হয়, বুদ্ধদেবের সম্পূর্ণ জীবনী উহাতে পরিবর্ণিত আছে। সাঁচীর নিকটবর্ত্তী কয়েকটী স্তূপ খনন করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ কতকগুলি অস্থ্যাধার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সাঁচীর দ্বিতীয় স্তূপের অভ্যন্তরে বালুকাময় প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী আধারে উঁহারা কতকগুলি অস্থি প্রাপ্ত হন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ স্থির করিয়াছেন,—অশোকের ধর্ম্মপ্রচারক মহাদেশ এবং তিস্সের অস্থি উহাতে রক্ষিত ছিল। সাঁচীর তোরণ অপেক্ষা ঐ স্তূপের রেলিংএর প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ বলেন,—সাঁচীর রেলিংএর তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ভারহুতের স্তূপ এবং রেলিং নির্ম্মিত হইয়াছিল। আবার সাঁচী স্তূপের দেড় শত বৎসর পরে অমরাবতীর স্তূপ এবং রেলিংএর নির্ম্মাণ-কাল প্রতিপন্ন হয়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফার্গুসনের মতে ২০০ খৃষ্টাব্দে অমরাবতীর এবং ২০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ভারহুতের স্তূপ ও রেলিং নির্ম্মিত হইয়াছিল।* সাঁচীতে আরও বহু স্তূপ বিদ্যমান আছে। সাঁচীর ছয় মাইল উত্তরে সোনারীতে এবং সাতধারা ও সাত মাইল উত্তরে ভোজপুরে ও অন্ধেরে বহু স্তূপের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। ফলতঃ, এক সাঁচীতেই প্রায় ষষ্টিসংখ্যক স্তূপ বিদ্যমান আছে। কিন্তু সে সকল স্তূপ হইতে ভারহুত স্তূপের প্রাচীনত্ব বিষয়েই পণ্ডিতগণ উল্লেখ করিয়া থাকেন। এলাহাবাদ এবং জব্বলপুরের মধ্যবর্ত্তী নাগোদরাজ্যে এই স্তূপ অবস্থিত। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ভারহুত নামক স্থানে জেনারেল কানিংহাম এই স্তূপ আবিষ্কার করেন।†

ভারহুত স্তূপ।

বিশেষ যত্নে অনুসন্ধান করিতে করিতে কানিংহাম সাহেব এই স্তূপ দেখিতে পান। সে সময় স্তূপের কোনও অংশ প্রায়ই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। যে অংশ পরিমাণ অবশিষ্ট ছিল, তখন তাহার ব্যাস-পরিমাণ ছিল—প্রায় ৬৮ ফিট। অশোকের সময়ের আকৃতির ন্যায় বর্ণমালায় রেলিং-গাত্রে লিপি সমূহ উৎকীর্ণ ছিল। স্তূপের উপরিভাগ চূণকাম করা, তদুপরি বহুসংখ্য ত্রিকোণাকৃতি আলোকপথ-সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। পর্ব্বাদি উৎসব উপলক্ষে বৌদ্ধগণ ধ্বজপতাকা, পুষ্পমাল্য এবং আলোকাদি দ্বারা সেই স্তূপ সজ্জিত করিতেন। ভারহুত স্তূপের রেলিংএর উচ্চতা সাত ফিট নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, নির্ম্মাণ-কালে উহার ব্যাস ৮৮ ফিট এবং দৈর্ঘ্য ২৭৫ ফিট ছিল। এই স্তূপের রেলিং প্রভৃতির কারু-সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া ডক্টর ফার্গুসন যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলে তাহার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল; যথা,—'ভারহুত স্তূপে যে কারুকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা ভারতের নিজস্ব; ইহাতে মিশরীয় প্রভাবের কোনও চিহ্নই বর্ত্তমান নাই। মিশরীয় ভাস্কর্য্যের সহিত ইহার আকাশ-পাতাল পার্থক্য। বাবিলন বা আসিরীয়ার শিল্প-সৌন্দর্য্যেরও কোনও চিহ্ন ইহাতে পরিলক্ষিত হয় না।

---

* *Vide*, Dr. Fergusson, *The History of Indian and Eastern Architecture.*

† *Vide* General Cunningham, *The Stupa of Bharhut* (London, 1879).

ইত্যাদি।' *...বুদ্ধগয়ার রেলিং-সমূহে খৃষ্ট-পূর্ব্ব দুই বা তিন শতাব্দী পূর্ব্বের ভাস্কর্য্যের যে পরিচয় প্রাপ্ত হই, তাহা হইতে স্বতঃই প্রতিপন্ন হয়,—ভারতীয় ভাস্কর্য্যে কোনও বৈদেশিক আদর্শ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ভারহুতের এবং বুদ্ধগয়ার স্তূপ ও রেলিঙের এই অপূর্ব্ব কারুকৌশল ভারতের মৌলিকত্ব সূচনা করিতেছে; ইহাতে বৈদেশিক প্রভাব আদৌ নাই। স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভাগুণে ভারতীয় শিল্পী স্বভাবের অনুযায়ী চিত্রাদি প্রকটিত করিতেন। মানুষের প্রতিকৃতি, আমাদের আদর্শের অনুরূপ না হইলেও স্বভাবের অনুরূপ হইত। হস্তী, হরিণ, বানর প্রভৃতির চিত্র এতই স্বভাবসুন্দর হইত যে, পৃথিবীর কোনও দেশের কোনও শিল্পীই সেরূপ চিত্রাঙ্কণে কখনও সমর্থ হন নাই।' † ভারহুত স্তূপের প্রতি তোরণের এক একটী রেলিং-বড়্গা দুইটী করিয়া অষ্টকোণাকৃতি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। তোরণগুলিতে আলঙ্কারিক শিল্পকলার অপূর্ব্ব বিকাশ পরিস্ফুট। প্রতি স্তম্ভ, দেখিতে অষ্টকোণবিশিষ্ট মুকুটসদৃশ। ঐরূপ দুইটী করিয়া স্তম্ভ একত্র সমাবিষ্ট। ঘণ্টাকারে সন্নিবদ্ধ চারিটী স্তম্ভশীর্ষে মুকুটাকৃতি এক একটী চূড়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্তম্ভ-শীর্ষে দুইটী সিংহের এবং দুইটী ষণ্ডের প্রতিকৃতি ছিল। ভারহুত স্তূপের যে আদর্শ

---

* It cannot be too strongly insisted upon that the art here displayed is purely Indigenous. There is absolutely no trace of Egyptian influence. It is in every detail antagonistic to that art. Nor is there any trace of classical art; nor can it be affirmed that anything here established could have been borrowed directly from Babylonia or Assyria. The capitals of the pillars do resemble somewhat those at Persepolis and the honey-suckle ornaments point in the same direction; but barring that the art, specially the figure sculpture belonging to the rail, seems an art elaborated on the spot by Indians, and by Indians only."—Dr. Fergusson, *The History of Indian and Eastern Architecture.*

† এতৎসম্বন্ধে ডক্টর ফার্গুসনের মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—"When the Hindu sculpture first dawns upon us in the rails of Buddha Gaya and Bharhut, B. C. 200 to 250, It is thoroughly original, absolutely without a trace of foreign influence; but quite capable of expressing its ideas and of telling its story with a distinctness that never was surpassed, at least in India. Some animals, such as elephants, deer and monkeys, are better represented there than in any sculptures known in any part of the world; so, too, are some trees and the architectural details are cut with an elegance and precision which are very adimrable. The human figures, too though very different from our standard of beauty and grace, are truthful to Nature, and where grouped together combine to express the action entended with singular felicity. For an honest, purpose-like-pre-Raphaelite kind of art, there is probably nothing much better to be found any- where."—Dr. Fergusson, *The History of Hindu Arts and Architecture.*

কারুশিল্প অধুনা বিলুপ্তপ্রায়। সাঁচীর স্তূপে তৎসমুদায়ের নিদর্শন পূর্ণ বিদ্যমান। ভারহুতের ভাস্কর্য্যের শেষ নিদর্শন অধুনা কলিকাতার যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। বুদ্ধগয়ার এবং বেসনগরের রেলিং প্রভৃতিতে যে অলঙ্কারিক কারুশিল্প বিদ্যমান, তাহাও মৌর্য্যযুগের ভারতশিল্পীর অশেষ কীর্ত্তির নিদর্শন। সাঁচীর নিকটস্থ বেসনগর—প্রাচীন বিদিশাগিরির শেষ স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সে সকলই বৌদ্ধযুগের উন্নত-শিল্পের পরিচায়ক। প্রাচীন ভারতে জৈন বা বৌদ্ধ সম্প্রদায় চাঁদা করিয়া সুবৃহৎ মন্দিরাদি নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করিতেন। কেহ বা স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন, কেহ বা রেলিং প্রস্তুতের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন, কেহ বা অন্য কোনও অংশ নির্ম্মাণের ব্যয়-সংকুলান করিতেন। মন্দিরাদির সেই সেই অংশে দানকারীর নামধামের উল্লেখ থাকিত। এমন কি, দানের মূল্য পর্য্যন্ত তাহাতে উৎকীর্ণ হইত।* এইরূপ, বিভিন্ন স্থানের ভাস্কর্য্য বৌদ্ধ আলঙ্কারিক শিল্পের মধ্যে দানকারীর নামধামাদি পরিরক্ষিত রহিয়াছে। স্তম্ভোপরি যে সকল চিত্রাদি অঙ্কিত হইত, সে সকল চিত্র ভিন্ন ঐরূপ কারুকার্য্যের আরও বহু প্রতিমূর্ত্তি বহু স্তূপে প্রকটিত দেখিতে পাই। আগরা এবং মথুরার মধ্যবর্ত্তী পারখাম পল্লীতে এইরূপ একটি প্রস্তর মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়। ঐ মূর্ত্তির উচ্চতা প্রায় সাত ফিট হইবে। ধূসরবর্ণ বালুকাময় প্রস্তরে ঐ মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার হস্তদ্বয় ভগ্ন এবং মুখ বিকৃতভাবাপন্ন। বেস-নগরের রমণী-মূর্ত্তিও প্রাচীনকালের ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন। উহার উচ্চতা ছয় ফিট সাত ইঞ্চি নির্ণীত হইয়া থাকে।

স্তম্ভে কারুশিল্প।

যেমন স্তূপ-সমূহে, তেমনি স্তম্ভ-সমূহে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য-ভাস্কর্য্যের পূর্ণ পরিচয় প্রকটিত রহিয়াছে। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে রাজচক্রবর্ত্তী অশোক বহু স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি লিপি-সমূহ উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল স্তম্ভের সম্পূর্ণ পরিচয় অধুনা প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন। লিপি-সমন্বিত স্তম্ভ ব্যতীত আরও বহু স্তম্ভের পরিচয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের গ্রন্থ-পাঠে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বিলুপ্তপ্রায়। ভিল্‌সা স্তূপশ্রেণীর অন্তর্গত সাঁচী স্তূপের উত্তর এবং দক্ষিণ তোরণ-দ্বারে যে সকল স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার মনোহারিত্ব দর্শনে আজিও অনেকে বিস্ময়ান্বিত হন। উহার উত্তর-দিকের স্তম্ভের উপর একটি বোধিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে মূর্ত্তির উচ্চতা—প্রায় ৪৫ ফিট। দক্ষিণদিকের স্তম্ভোপরি চারিটী সিংহমূর্ত্তি বিরাজিত। একটীর পর একটী করিয়া এমনভাবে চাকচিক্যসম্পন্ন বালুকা-প্রস্তরে সিংহমূর্ত্তি-সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, ভারত-শিল্পীর অপূর্ব্ব শিল্প-কৌশলে নয়ন সার্থক হইত। সাঁচীর দক্ষিণ তোরণের লিপি-সমন্বিত স্তম্ভগুলির কারুকার্য্য প্রায়ই এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চম্পারণ জেলার লৌড়িয়-নন্দনগড়ের এবং মজঃফরপুর জেলার বাখিরার এবং বেসারের স্তম্ভ-সমূহ এখনও কতকটা অবিকৃত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। বাখিরা-স্তম্ভের উচ্চতা প্রায় ৩২ ফিট। লৌড়িয়-নন্দনগড়ের স্তম্ভও বাখিরার স্তম্ভের অনুরূপ। স্তম্ভ-সমূহের নির্ম্মাণ-

* Sir Charles Fellows, *Asia-Minor* pp. 261, 231 &c.

কৌশল বিশেষ বৈচিত্র্য-পূর্ণ। দিল্লীর স্তম্ভদ্বয়, ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ সা তোগলক কর্তৃক স্থানান্তরিত হয়। তৎপূর্ব্বে উহার একটী পঞ্জাবের অন্তর্গত আম্বালা জেলার তোপরা পল্লীতে এবং অপরটী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের মিরাট সহরে অবস্থিত ছিল। যে ভাবে স্তম্ভ-দুইটী ফিরোজ সা তোগলক স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, মুসলমান ঐতিহাসিক সমস্-ই-সিরাজীর গ্রন্থে তাহা বিবৃত আছে। নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল; যথা,—দিল্লীর ৯০ ক্রোশ দূরে, পর্ব্বতের সানুদেশে, ফিরোজাবাদ অবস্থিত। সুলতান ফিরোজ সা এক সময়ে সেই স্থান পরিদর্শনে গমন করেন। তোপরা পল্লীতে বিচিত্র কারুচিত্র-সমন্বিত স্তম্ভ-দৃষ্টে তিনি বিমোহিত হন। স্তম্ভদ্বয় দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিয়া স্মৃতি-চিহ্ন প্রতিষ্ঠার কল্পনা তাঁহার মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে। স্তম্ভদ্বয় দিল্লীতে লইয়া যাওয়ার কল্পনা স্থির করিয়া, তিনি এক ঘোষণা প্রচার করেন। পঞ্জাবের এবং তৎসন্নিহিত স্থানের অধিবাসিগণ, অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য—সেস্থানে সকলের সমবেত হইবার আদেশ প্রচারিত হয়। যথাসময়ে পঞ্জাবের অধিবাসিগণ স্তম্ভোত্তোলনের জন্য অস্ত্র যন্ত্রাদি সহ নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইলেন। স্তম্ভের চতুর্দ্দিক তুলা এবং রেশম দ্বারা আবৃত হইল। স্তম্ভের নিম্নভাগের মৃত্তিকা অপসৃত হইলে, বিস্তৃত তুলা ও রেশমের উপর স্তম্ভদ্বয় হেলিয়া পড়িল। অতঃপর ক্রমে ক্রমে তুলা-শয্যা অপসারিত হইলে স্তম্ভদ্বয় ভূমির উপরে স্থাপিত হইল। মৃত্তিকার নিম্নে বৃহৎ একখানি প্রস্তর-খণ্ডের উপর সেই স্তম্ভ স্থাপিত ছিল; মৃত্তিকা খনন করিয়া সে প্রস্তর-খণ্ডও অপসারিত করা হইল। তার পর স্তম্ভের নিম্নভাগ হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত কাষ্ঠ এবং চর্ম্ম দ্বারা মুড়িয়া স্তম্ভদ্বয় দিল্লীতে সংবাহিত হয়। দ্বিচত্বারিংশ চক্র-যুক্ত যানের উপর স্থাপন করিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তি অতি আয়াস ও অধ্যবসায়ের সহিত এবং অনেক কষ্টে সেই স্তম্ভ দিল্লীতে লইয়া যায়। প্রতি চক্রে এক একগাছি সুদৃঢ় আকর্ষণী বা রজ্জু সংযুক্ত করিয়া, সহস্র সহস্র ব্যক্তি যখন স্তম্ভ লইয়া যমুনার তীরে উপনীত হইল, তখন সুলতান স্বয়ং আসিয়া সেস্থলে উপস্থিত হইলেন। স্তম্ভ-সংবাহনের নিমিত্ত যমুনায় বহু তরণী সমবেত ছিল। তাহার কোনও কোনও তরণীতে পঞ্চ সহস্র হইতে শত সহস্র মণ ওজনের দ্রব্য সংবাহিত হইতে পারিত। সম্রাটের আদেশে শ্রেণীবদ্ধ তরণীর উপরিভাগে স্তম্ভদ্বয় স্থাপিত হয়। এইরূপে তোপরা হইতে দিল্লীতে অশোকের স্তম্ভ সংবাহিত এবং স্থানান্তরিত হইয়াছিল। দিল্লীতে ঐ দুই স্তম্ভ রক্ষণাভিপ্রায়ে সুলতান প্রাসাদতুল্য সুবৃহৎ এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই অট্টালিকার মধ্যে স্তম্ভদ্বয় স্থাপিত হইয়াছিল।* অশোকের প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভ-সমূহের মধ্যে ফিরোজ সা তোগলক কর্তৃক স্থানান্তরিত এই স্তম্ভদ্বয়ই বিশেষ চিত্তাকর্ষক। এই স্তম্ভগাত্রে সপ্তম স্তম্ভলিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। খৃষ্টীয় ৩৩৯ অব্দে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারত-ভ্রমণে আগমন করেন। পনের বৎসর কাল ভারতে অবস্থান করিয়া তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। অশোকের প্রবর্ত্তিত মাত্র তিনটী স্তম্ভের বিষয় তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে উল্লিখিত আছে। স্তম্ভত্রয়ের একটী সাঙ্কাশ্যায় এবং অপর দুইটী

* Sams-i-Siraj, quoted in Carr Stephen's *Archaeology of Delhi*, p 131.

পাটলিপুত্র নগরে অবস্থিত ছিল। ফা-হিয়ানের পরবর্ত্তী পরিব্রাজক হুয়েন-সাং সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে আগমন করেন। তাঁহার গ্রন্থপত্রে অশোকের প্রবর্ত্তিত যোলটী স্তম্ভের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই স্তম্ভ-সমূহের মধ্যে দুইটী নিশ্চয়রূপে অশোকের স্তম্ভ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটী রাধেরায় এবং অপরটী রুম্মিনদেবী নামক স্থানে অবস্থিত। প্রথমোক্ত স্তম্ভে কোনও লিপি উৎকীর্ণ হয় নাই। মিলিন্ডার স্তম্ভটীও অশোক-স্তম্ভ বলিয়া উল্লিখিত হয়। হুয়েন-সাং ঐ স্তম্ভও দেখিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। জেতবন বিহারের সিংহদ্বারে দুইটী স্তম্ভ ছিল। স্তম্ভ দুইটীর উচ্চতা প্রায় ৭০ ফিট হিসাবে। একটীর শিরোদেশে সিংহমূর্ত্তি এবং অপরটীর শীর্ষদেশে বৌদ্ধচক্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ অনুমান করেন, নেপালের নিবিড় অরণ্যে সেই স্তম্ভ দ্বয় বর্ত্তমান আছে। বারাণসীর নিকটবর্ত্তী সারনাথের স্তূপও সবিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। সারনাথে একাধিক স্তূপ বিদ্যমান। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জেনারেল কানিংহাম ঐ সকল স্তূপ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে প্রকাশ,—এক সময়ে বুদ্ধদেব সারনাথে মৃগদেহ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন, এবং পরবর্ত্তিকালে সেই স্থানে তাঁহার ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হয়। বৌদ্ধ ইতিহাসের এই ঘটনাদ্বয়ের স্মরণচিহ্নস্বরূপ সারনাথের এই স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। সারনাথের প্রধান স্তূপের উচ্চতা—১২৮ ফিট। স্তূপের ভিত্তিভূমির কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে চিত্রবিচিত্র বিবিধ কারুকার্য্য-শোভিত লতাবিতান ফলপুষ্পাদি অঙ্কিত রহিয়াছে। ভিত্তি হইতে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত মণ্ডলাকৃতি অলিন্দ-সমূহ শোভা পাইতেছে। সারনাথ-স্তূপের সে শিল্পসৌন্দর্য্যের মনোহারিত্ব দর্শনে বিমুগ্ধ হইতে হয়। সারনাথের স্তূপ উদ্ভিন্ন করিয়া কানিংহাম একখানি শিলাফলক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই শিলাফলকে যে লিপি উৎকীর্ণ ছিল, তাহার পাঠোদ্ধারে তিনি মনে করেন, ঐ লিপি সপ্তম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে যে বর্ণমালা প্রচলিত ছিল, সে লিপির বর্ণমালাও তদনুরূপ। তাহা হইতে কানিংহাম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—স্তূপ সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উইলফোর্ড প্রমুখ পণ্ডিতগণ উহাকে পালরাজগণের কীর্ত্তি-স্মৃতি বলিয়া উল্লেখ করেন।* কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের অনেকেই সারনাথের স্তূপটীকে অশোকের প্রতিষ্ঠিত প্রথম স্তূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—অধুনা মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তি-স্মৃতি উৎখাত হইতেছে, সে সকলই খৃষ্ট-জন্মের প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বের ভারতের গৌরবের নিদর্শন। 'জরাসন্ধকা বৈঠক' নামে যাহাকে এক স্তূপের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। অনেকে অনুমান করেন—সারনাথের স্তূপ অপেক্ষা ঐ স্তূপটী বহু পুরাতন।† কথিত হয়, এক সময়ে বৌদ্ধভিক্ষুগণ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হন। তাঁহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য একটী বৃহৎকায় হংস নিজ শরীরের মাংস প্রদান করিয়া তাঁহাদের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করে। এই ঘটনা চিরস্থায়ী করিবার জন্য ঐ স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। 'জরাসন্ধকা বৈঠক' নামে রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী স্থানে আর যে

---

* *Vide*—Captain Willorde's article the *Asiatic Researches* Vol. IX.

† *Vide*—Ferguson, *The History of India and Eastern Architecture.*

একটী স্তূপ আবিষ্কৃত হয়, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন,—তাহাও অশোকের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। গয়া-জেলার সন্নিকটে বুদ্ধগয়া নামক স্থানে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ-লাভ করেন। তদুপলক্ষে বুদ্ধগয়ায় মন্দির ও চৈত্য বা স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বুদ্ধগয়ার সে স্তূপও বহু প্রাচীন বলিয়া উল্লিখিত হয়। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এই স্তূপের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। সে বিবরণে প্রকাশ,—বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির সেই প্রসিদ্ধ ঘটনার স্মরণ চিহ্নরূপে রাজচক্রবর্ত্তী অশোক সেই স্থানে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অশোক-প্রতিষ্ঠিত সেই মন্দিরের শিল্প সৌন্দর্য্য ভাস্কর্য্যের আদর্শ নিদর্শন। বুদ্ধগয়ায় একটী বিহারও নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেরূপ সুবৃহৎ বিহার ভারতের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। উহার উচ্চতা—প্রায় ১৬০ ফিট, উহার নিম্নভিত্তি ৬০ ফিট। মন্দিরে একটী বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বুদ্ধগয়ার এই মন্দিরটি ঠিক কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে মতান্তর আছে। কানিংহামের মতে উহার নির্ম্মাণ-কাল প্রথম শতাব্দী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তিনি বলেন,—'কুশানবংশীয় রাজা হবিস্ক এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে উহার সংস্কার কার্য্য সাধিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন আর একটী অংশ সংযোজিত হইয়াছিল।' বর্ম্মান বিহারের ও মন্দিরের গঠন-প্রণালী এবং ভাস্কর্য্য-প্রণালী হইতে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে উহার নির্ম্মাণ-কাল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাং উহার নির্ম্মাণ-কৌশলের এবং স্থাপত্য-পারিপাট্যের যে বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ভারতের আদর্শ ভাস্কর্য্যের অশেষ নিদর্শন বর্ত্তমান। কিন্তু অধুনা তাহাতে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কথিত আছে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশীয় ভাস্করগণ মন্দিরের সংস্কার-সাধন করিয়াছিলেন; সে সময় প্রাচীন শিল্পের অশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ফলে, শেষ সংস্কারের পর মন্দিরের শিল্প সম্ভার এতই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, প্রাচীনকালের কোনও নিদর্শন তাহাতে বর্ত্তমান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৌদ্ধ-যুগের ভাস্কর্য্যের আর এক নিদর্শন—প্রস্তর রেলিং। এতৎ-প্রসঙ্গে রেলিংয়ের বিষয় পূর্ব্বে কিছু কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে। এস্থলে তৎসম্বন্ধে আরও কিছু পরিচয় প্রদান করিতেছি। প্রস্তর-রেলিং-সমূহ বিবিধ কারুকার্য্যে সুশোভিত হইত। কোথাও মনুষ্যমূর্ত্তি, কোথাও পশুপক্ষীর চিত্র, কোথাও বিবিধ লতাপাতা বৃক্ষাদি, কোথাও পুষ্পস্তবক প্রভৃতি স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়া কারু-শিল্পের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিত। অধুনা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন কীর্ত্তি-স্মৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সকল কীর্ত্তির আদর্শ-শিল্প ও আদর্শ-ভাস্কর্য্য সন্দর্শনে ভারতের আদর্শ-সভ্যতার অস্তিত্ব হৃদয়ে ধারণ করিয়া সকলেই পুলকিত হইতেছেন। ভারতের সে আদর্শের নিদর্শন প্রস্তর রেলিং সমূহে পূর্ণ-প্রকটিত। বুদ্ধগয়ার এবং ভারহুতের রেলিং মনোহর এবং অতুলনীয়। কিন্তু অনেকে সিদ্ধান্ত করেন,—সুঙ্গবংশীয় রাজগণের আদেশে বাৎসীপুত্র ধনভূতি নামক কোনও শিল্পী কর্ত্তৃক ভারহুতের রেলিং নির্ম্মিত হইয়াছিল। রেলিং-গাত্রে সেই মর্ম্মের একটা লিপিও নাকি আবিষ্কৃত হইয়াছে। যাহা হউক, ভারহুত রেলিং যে শিল্পসৌন্দর্য্যে ও কারুকার্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা সকলেই স্বীকার

পরিমাণ—প্রায় ১৬৫ ফিট। রেলিংদ্বয়ের অভ্যন্তরে শোভাযাত্রার পথ। স্তম্ভগুলি অষ্টকোণাকৃতি; স্তম্ভগাত্র বিবিধ কারুকার্য্যে খচিত। ভারহুতের রেল অপেক্ষা অমরাবতীর রেলের আয়তন দ্বিগুণ। রেলের বহিরংশ অপেক্ষা অভ্যন্তরাংশে বিচিত্র কারুকার্য্য এবং শিল্পসৌন্দর্য্য অধিকতর চিত্তাকর্ষক। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন,—'দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে অমরাবতীর এই স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তখন ভারতের পশ্চিমে গান্ধার-শিল্পের ক্রমবিকাশ পরিলক্ষিত হয়। গান্ধার-দেশে এক সময়ে বৌদ্ধ-প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ফলে গান্ধারেও বৌদ্ধ-বিহারাদি নির্ম্মিত হয়। সে সকল স্তূপ ও বিহারের ভগ্নাবশেষ বিক্ষিপ্তভাবে আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ আরও বলেন,—"গান্ধার শিল্পে গ্রীসের অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়। গান্ধার শিল্পেই গ্রীক-শিল্পের প্রভাব পূর্ণ-প্রকটিত। এই সময় হইতেই ভারতীয় শিল্পে পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়।' যাহা হউক, অমরাবতীর রেলিংএর সে সৌন্দর্য্য এখন বিলুপ্তপ্রায়। সে রেলিং—সে তোরণ এখন ধ্বংসমুখে নিপতিত। মৌর্য্য-যুগের ভাস্কর্য্যের আর এক নিদর্শন—গিরিগাত্রে খোদিত চৈত্য-সমূহ। চৈত্যের এক বিশেষত্ব এই যে, উহা বিহার বা মন্দিরাদির ন্যায় মৃত্তিকার উপরিভাগে নির্ম্মিত নহে। গিরিগাত্র উদ্ভিন্ন করিয়া চৈত্যসমূহ নির্ম্মিত। চৈত্যের প্রাচীর-গাত্র বিবিধ কারুকার্য্য-খচিত,—ভাস্কর-কীর্ত্তির অপূর্ব্ব নিদর্শন। পর্ব্বত মধ্যস্থ এই সকল

চৈত্যের স্থাপত্য।

গুহার সংখ্যা প্রায় ত্রিশটী; তাহার প্রায় সকল গুলিই পর্ব্বতগাত্রে খোদিত। গুহা-সমূহের আয়তন—মনুষ্যবাসের উপযোগী। সংসার-বিরাগী যোগিগণ এই সকল গুহায় নির্জ্জনে বসবাস করিয়া ঈশ্বরারাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে এবম্বিধ প্রায় সহস্রাধিক গুহার উল্লেখ আছে। ঐ সকল গুহার তিন-চতুর্থাংশ বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণের ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। বৌদ্ধগণের এই সকল গুহার প্রায় তিন ভাগ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে অবস্থিত। বঙ্গদেশের কটকে এবং রাজগৃহে দুইটী গুহার বিদ্যমানতার পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে রাজগৃহের গুহা, শাতকর্ণি গুহা নামে অভিহিত। কথিত হয়, ঐ গুহায় এক সময়ে বৌদ্ধগণের দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল। গয়ার নিকটবর্ত্তী 'লোমস ঋষির গুহাও' সবিশেষ প্রসিদ্ধ। রাজপুতানার অন্তর্গত ধামনা, কোলাভি, বেসনগর, বাগ এবং মাদ্রাজ বিভাগের মামল্লপুর বেজোয়াদা, গুণ্টপল প্রভৃতি স্থানে বহু গুহা বর্ত্তমান। পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণীতে ছয়টী গুহা-মন্দির আছে। সে সকলই খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তিকালে খোদিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। ঐ গুহা-সমূহের মধ্যে ভজ নামক স্থানের গুহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। চৈত্য বা গুহা সমূহের স্থাপত্যও বিশেষ চিত্তাকর্ষক। সে ভাস্কর্য্যও অল্প কৌতূহলোদ্দীপক নহে। এই গুহা তৃতীয় পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। বেদসর এবং নাসিকের গিরিগুহাও সবিশেষ প্রসিদ্ধসম্পন্ন। ঐ গুহাদ্বয়ের প্রবেশদ্বারের বহির্ভাগে যে শিল্প-সম্ভার বিদ্যমান, এবং তাহাতে যে আদর্শ প্রকটিত, তাহার আর তুলনা হয় না। চৈত্যের স্তম্ভগুলি লম্বমান, উহার চতুষ্পার্শ্ব বিবিধ চিত্রে অনুরঞ্জিত। ঐ সকল চৈত্য ভিন্ন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত চৈত্য-সমূহের

মধ্যে কার্লির চৈত্য অধিকতর প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ঐ চৈত্যের স্থাপত্যের এবং কারুকার্য্যের অশেষ গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। চৈত্যের স্তম্ভগুলি সম্পূর্ণ লম্বভাবে অবস্থিত। প্রতি স্তম্ভেরই দীর্ঘ জঙ্ঘা এবং অষ্টকোণ সমন্বিত শীর্ষদেশ। শিরোভাগ বহুমূল্য কারুকার্য্যে বিভূষিত। তাহার উপর দুইটী করিয়া হস্তী হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আছে; আর প্রত্যেক হস্তীর উপর দুইটী করিয়া স্ত্রীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। এরূপ সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন কারুকার্য্য-খচিত স্তম্ভ কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। কার্লির চৈত্য বৌদ্ধগণের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়াই সাধারণতঃ বিশ্বাস। কিন্তু ঐ চৈত্যের অনতিদূরে একটী শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়; তাহার সম্মুখস্থ স্তম্ভে সিংহমূর্ত্তি বিরাজমান; তাই কার্লির চৈত্য হিন্দুদিগের দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। 'পিকটোরিয়াল গ্যালারি অব আর্টস' গ্রন্থে কার্লির গিরিগুহাভ্যন্তরস্থিত শিবমন্দিরের এই ধ্বংসাবশেষের বিষয় লিখিত আছে। প্রাচীন হিন্দুগণের স্থপতি-বিদ্যার পরিচয়-প্রসঙ্গে সেখানে এই কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। * ফার্গুসনের গ্রন্থপত্রে সে শিবমন্দিরের কোনও উল্লেখ নাই। তিনি কেবল মন্দিরের সৌন্দর্য্যের এবং তাহার স্থাপত্যের ও কারুশিল্পের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। † অজন্তার

* *Vide Pictorial Gallery of Arts*, series II, Bk I Chapter I.

† ডক্টর ফার্গুসন কার্লির চৈত্যের যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—"The building resembles to a great extent an early Christian church in its arrangements, consisting of a nave and side aisles, terminating in an apse or semidome, round which the aisle is carried. The general dimensions of the interior are 126 feet from the entrance to the back wall, by 45 feet 7 inches in width; the side aisles, however, are very much narrower than in Christian churches, the central one being 25 feet 7 inches, so that the others are only 10 feet wide, including the thickness of the pillars.....Fifteen on each side separate the vane from the aisles; each pillar has a tall base, an octagonal shaft and richly ornamented capital, on which kneel two elephants, each bearing two figures, generally a man and a woman, but sometimes two females, all very much better executed than such ornaments usually are. The seven pillars behind the altar are plain octagonal piers without either base or capital ...Above this springs the roof, semicircular in general sections, but somewhat stilted at the sides, so as to make its height greater than the semi-diameter. Immediately under the semidome of the apse, and nearly where the altar stands in Christian churches, is placed the Dagoba....Of the interior we can judge perfectly, and it certainly is as solemn and grand as any interior can well be. And the mode of lighting is the most perfect, one undivided volume of light coming through a single opening overhead at a favourable angle, and falling directly on the altar or principal object in the building, leaving the

কোনও অংশে হীন ছিলেন না। * ভারতবর্ষ যে সে সময় সভ্যতার উচ্চতম সোপানে সমারূঢ় ছিল,—পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। হয়, হস্তী, রথ, অস্ত্র-শস্ত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ, শস্য-স্বর্ণাদির যে বিবরণ গ্রন্থপত্রে সন্নিবদ্ধ আছে, তাহা হইতে সে আদর্শ সভ্যতার অশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বঙ্গ, বিহার এবং মগধের সে শ্রেষ্ঠত্ব শত মুখে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অশোকের লিপি-সমূহ—সে শ্রেষ্ঠত্বের এক অপূর্ব্ব নিদর্শন। লিপি-সমূহে ব্যবহৃত ব্রাহ্মী বর্ণমালার বিবিধ প্রকার-ভেদ দৃষ্টে তাহার প্রাচীনত্বের বিষয় স্বতঃই উপলব্ধি হয়। বুঝা যায়,—বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই ভারতে লিখনপ্রণালী প্রচলিত ছিল। সাঁচীর স্তম্ভাধারের লিপি হইতে মসী দ্বারা অক্ষরাঙ্কনের বিষয় সপ্রমাণ হয়। কি উপায়ে ভারতবর্ষ এইরূপ আদর্শ সভ্যতা লাভ করিয়াছিল, তদ্বিবরণ অবগত হওয়া সুকঠিন। বৌদ্ধদিগের 'জাতক' গ্রন্থের উপাখ্যান-সমূহ হইতে প্রতিপন্ন হয়, খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে, প্রাচীন-ভারতের শিল্প-কলা ও স্থাপত্য-কৌশল কাষ্ঠ-পাত্রে নিবদ্ধ ছিল। অশোকের রাজত্বকালে সে উপাদান পরিবর্ত্তিত হয়। পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন, অশোকই এ পরিবর্ত্তনের মূলীভূত। তাঁহার সময় হইতেই ইষ্টক প্রস্তরাদির ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ,—মগধ-সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রের চারিদিকে পূর্ব্বে কাষ্ঠ-প্রাচীর ছিল। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক, সে প্রাচীরের পরিবর্ত্তে প্রস্তর ও ইষ্টক দ্বারা এক সুদৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। † চৈনিক পরিব্রাজকের বর্ণনায় প্রস্তর-প্রাচীর নির্ম্মাণের সময়ই প্রথম সূত্রপাত বলিয়া পরিবর্ণিত হইয়াছে,—সেই সময় হইতেই প্রস্তর ও ইষ্টকাদি কাষ্ঠের স্থান অধিকার করিয়া বসে। যাহা হউক, প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের এরূপ সিদ্ধান্তের কারণ,—তাঁহারা অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী-কালের ইষ্টক প্রস্তরাদি নির্ম্মিত অট্টালিকাদির পরিচয় প্রাপ্ত হন না। অশোকের রাজত্বের সে নিদর্শনও অধুনা বিদ্যমান নাই; তবে কতকগুলি স্তূপ হইতে তদ্বিষয় অনুমান করা যায় মাত্র। কিন্তু স্তূপসমূহের নির্ম্মাণ-প্রণালী যে কাষ্ঠ-শিল্পেরই অনুসৃতি, তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তবে লুপ্ত শিল্পের আদর্শ যে উহাতে পূর্ণ-পরিস্ফুট, তাহা স্বতঃই উপলব্ধি হয়। তোরণ-দ্বারের রেলিং-সমূহ যে কাষ্ঠ-শিল্পেরই অনুকরণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অশোকের সমসাময়িক স্থাপত্যে যে কাষ্ঠ-শিল্পের পূর্ণ-অনুসৃতি প্রকটিত, পাশ্চাত্য অনুসন্ধিৎসুগণ তাহা একবাক্যে সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস পান। তাঁহারা বলেন, বেসান্তরের নির্ম্মাণ-পারিপাট্যে সে পরিচয় বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। ফলতঃ, মৌর্য্য-প্রাধান্য-সময়ের যে শিল্পেরই আলোচনা করি না কেন, উহা যে উচ্চ আদর্শের এবং উচ্চ সভ্যতার পূর্ণ নিদর্শন, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সে শিল্প—সে প্রতিকৃতি—সজীব,

* The Beads and other jewellery and the seals of the Maurya period and earlier ages, which have been frequently found, prove that the Indian lapidaries and goldsmiths of the earliest historical period were not inferior to those of any other country."—V. A. Smith, *Asoka*

† *Vide*—Beal's Hiuen Tsang, p. 35.

সুন্দর, নয়নমনবিমোহন। ভারতের সে শিল্প যেমন সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত করিয়া জগতের নিকট আদরণীয় হইয়াছে, তেমনি জনসাধারণের প্রাণে ধর্ম্মভাবের উন্মেষণ করিয়া বরণীয় আসন লাভ করিয়াছে। ভারতের প্রতি কার্য্যে—প্রতি অনুষ্ঠানে ধর্ম্মের বিজয় বিঘোষিত। কিবা শিল্পে, কিবা সাহিত্যে—ভারত সে লক্ষ্য হইতে কখনও ভ্রষ্ট হয় নাই। শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম্ম—যেন এক অভেদ্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে সংবদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে তখন শিল্প-সম্ভার ধর্ম্মের মধ্য দিয়া বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যাঁহারা যোগপরায়ণ যোগী ছিলেন, তাঁহারাই কল্পনাকুশল আদর্শ-শিল্পীর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন; তাই ধর্ম্মের প্রভাব এবং শিল্পের প্রভাব একসূত্রে সংগ্রথিত দেখিতে পাই। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক যেমন প্রবলপ্রতাপান্বিত সম্রাট ছিলেন, তেমনি সংসারত্যাগী যোগী সন্ন্যাসীর আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাব-প্রাধান্য মধ্যে তাই দেখিতে পাই, ভারত-শিল্পী তাহার সে উচ্চ লক্ষ্য হইতে চ্যুত হইতে পারে নাই। কালের কঠোর কশাঘাত সহ্য করিয়া, বিপ্লব-বিভীষিকার শত ঝঞ্ঝাবাতের মধ্য দিয়া দ্বিসহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের শিল্প-কলার যে বিচ্ছিন্নাংশ আজি লোকলোচনের গোচরীভূত হইতেছে, তাহার উচ্চ ভাব, উচ্চ আদর্শ সন্দর্শনে জগৎ আজি চমৎকৃত—বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া আছে। [illegible] ভারতশিল্পীর কলাকৌশল প্রকটিত হইত, সুতরাং [illegible] হয়; আর সে অনুশীলনে ভারতের মৌলিকত্ব বিঘোষিত হয়। ভারত যে শিল্পকলায় অতি প্রাচীনকাল হইতেই পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল, অশোকের স্তূপাদি তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে ভারতশিল্পী যে বহু শতাব্দী ধরিয়া কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। খৃষ্ট-জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই যে ভারতবর্ষ স্থাপত্যে এবং ভাস্কর্য্যে অশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। ফলতঃ, অশোকের রাজ্য যে সকল বিষয়েই গৌরব-মণ্ডিত হইয়াছিল, তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি শিলা-স্তম্ভাদি এবং লিপি-সমূহ হইতে তাহা সপ্রমাণ হয়। এই সকল কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁহাকে রোমসম্রাট কনষ্টান্টাইনের আসন প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজচক্রবর্ত্তী অশোক যে কনষ্টান্টাইন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আসনে সমারূঢ়, তদ্বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নাই। *

* ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথের অভিমত এস্থলে উদ্ধৃত হইল,—"The obvious comparison of Asoka with Constantine which has become a commonplace, is like most historical paralles, far from exact. Christianity, when the emperor adopted it as the state creed, was already a power throughout the Roman Empire, and Constantine's adherence was an act of submission to an irresistible force rather than one of patronage to an obscure sect. Buddhism on the contrary, when Asoka accorded to it his invaluable support, was but one of many sects struggling for existence and survival and without any pretention to dicate imperial policy. His personal action seemingly prompted and directed by his teacher Upagupta, was the direct cause of the spread of the doctrine beyond the limits of India; and, if a Christian parallel must be sought his work is comparable with that of Saint Paul, rather than with that of Constantine."—*Early History of India*. p. 139.

আরও দুই একটী স্তূপ এবং মন্দির অশোকের নির্ম্মিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অশোকের কন্যা চারুমতী পিতৃসমভিব্যাহারে তীর্থভ্রমণে গমন করেন। সেই উপলক্ষে তিনি নেপালে অবস্থান করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। কাঠমুণ্ড হইতে দুই মাইল উত্তরে, পশুপতিনাথে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তিনি তথায় অবস্থান করেন।* কথিত হয়, কিছুকাল অবস্থানের পর, তাঁহারা তথায় একটী বিহার নির্ম্মাণ করেন। সেই বিহারের ধ্বংসাবশেষ 'চারুমতী সংঘ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থপত্র হইতে সপ্রমাণ হয়, প্রাচীন সামাতটা রাজ্য বা তাম্রলিপ্ত এক সময়ে মগধ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। সে সময় তাম্রলিপ্ত একটী সমৃদ্ধিশালী বন্দর ছিল। গঙ্গারিদাই রাজ্যের অন্তর্বর্ত্তী এই তাম্রলিপ্ত হইতেই জলযান-যোগে বোধিবৃক্ষ সিংহলে সমানীত হইয়াছিল। গঙ্গারিদাই-রাজ্যে মহাপদ্মানন্দের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল, পূর্ব্বেই তদ্বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। সে হিসাবে রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত যখন মগধ-সাম্রাজ্য অধিকার করেন, সেই সময় তাম্রলিপ্ত তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক তাম্রলিপ্ত নগরে একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,—প্রত্নতত্ত্ববিদগণ তদ্বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান যখন ভারত-ভ্রমণে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তাম্রলিপ্ত নগরে বাইশটী বৌদ্ধবিহার বিদ্যমান ছিল। কিন্তু অধুনা তাহার একটীও দৃষ্টিগোচর হয় না। আসাম এবং ব্রহ্মদেশ মগধ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, অনেকে এরূপও অনুমান করেন। কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ নাই। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে হুয়েন-সাং যখন বঙ্গদেশে আগমন করেন, তখন প্রাগ্‌-জ্যোতিষ রাজ্য স্বাধীন ছিল,—গ্রন্থপ্রারম্ভে তিনি তাহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, তাম্রলিপ্তকে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ধরিলে রাজচক্রবর্ত্তী অশোক যে সাম্রাজ্যের আধিপত্য লাভ করেন, সে বিশাল সাম্রাজ্য পূর্ব্ব-পশ্চিম উভয় দিকে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যখন সিংহাসন প্রাপ্ত হন, সে সময় কলিঙ্গ-রাজ্য স্বাধীন ছিল। বঙ্গোপসাগরের তীরদেশে সে রাজ্য মহানদী হইতে পুলিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে প্রকাশ,—রাজ্য লাভের নবম বর্ষে রাজচক্রবর্ত্তী অশোক সে রাজ্য অধিকার করেন। মহীশূরের অন্তর্গত সিদ্ধপুরায় উৎকীর্ণ লিপিতে অশোকের বিশাল সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমানা নির্দ্দিষ্ট আছে। দক্ষিণ-ভারতের স্বাধীন নৃপতিগণের উৎকীর্ণ লিপি হইতেও সে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে সময়ে দক্ষিণ-ভারতের চোল-রাজগণ স্বাধীন ছিলেন। তাঁহাদের রাজধানীর নাম—উড়ইউড়। ত্রিচিনোপলীর সন্নিকটে ঐ নগর অবস্থিত ছিল। চোল-রাজগণ দক্ষিণ-ভারতের উপদ্বীপে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের দক্ষিণে পাণ্ড্য-রাজ্য। মাদুরা তাঁহাদের রাজধানী।† পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বত-শ্রেণী এবং সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ—তখন কেরল নামে

---

* *Vide* Bhagwan Lal Indraji and Buhler, *History of Nepal*, *Indian Antiquary*, Vol. xiii 1884; Oldfield, *Sketches from Nepal*, IV.

† প্লিনির গ্রন্থে মাদুরা পাণ্ড্যদেশের রাজধানী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

পরিচিত ছিল। * কমোরিন বা কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত উহার বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। অশোক ঐ তিন রাজ্যের এবং সিংহল দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। চোল, পাণ্ড্য, কেরল, সিংহল প্রভৃতি রাজ্য তখনও মগধ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। সে সকল রাজ্য মিত্র-রাজ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। সে হিসাবে, মৌর্য্যরাজ্যের দক্ষিণ-সীমানা নিম্নরূপ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে; যথা,—দক্ষিণে পালিকাটের পূর্ব্ব-সীমানা হইতে কানানোরের পশ্চিম সীমানা পর্য্যন্ত সীমা-রেখা অঙ্কন করিয়া, সেই সীমা-রেখার উত্তর হইতে হিমালয় ও হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য মৌর্য্যরাজের রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল। মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের এইরূপ সীমানির্দ্দেশে মনে হয়,—সে বিশাল সাম্রাজ্য বর্ত্তমান বৃটিশ-সাম্রাজ্য অপেক্ষা আয়তনে বৃহৎ ছিল। হুয়েন-সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের এবং অশোক-প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভ, স্তূপ ও শিলি-লিপি সমূহের আলোচনায় তাহা সপ্রমাণ হয়। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গোপসাগর, মহীশূর এবং আরব উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের সর্ব্বত্র অশোকের স্তম্ভ ও স্তূপ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাং অশোকের নির্ম্মিত এক শত ত্রিশটী স্তূপের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন উপাখ্যানাদিতে অশোকের নির্ম্মিত বলিয়া যে সকল স্তূপের উল্লেখ আছে, হুয়েন-সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তাহাদের বিবরণও লিপিবদ্ধ আছে। সেই সকল স্তূপের কতক-গুলি পাণ্ড্য, চোল, কেরল প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু অশোকের রাজ্য-মধ্যেই অধিকাংশ স্তূপের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়; আফগানিস্থানে অশোকের তিনটী স্তূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। কপিশা-নগরে পিলুসারা স্তূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ স্তূপের উচ্চতা প্রায় তিন শত ফিট। উহার কারু-কৌশলও অতুলনীয়। † জেলালাবাদের নিকটবর্ত্তী নগরহার নামক স্থানে ঐ স্তূপ বিদ্যমান।

* *Vide* Sewell, *Sketch of the Dynasties of Southern India*, published in the *Archæological Survey of Southern India*, Vol. II.

† "...Both in architecture and in sculpture the highest excellence was attained and maintained in India before and immediately after the Christian era. For the first attempt we must look to the rude caves in Orissa and Behar, with the facades now and then ornamented with rude sculpture of animals. Such, for instance, is the Tiger Cave in Orissa, and we must date this class of caves with the first spread of Buddhism in the fourth century B.C. A great advance was made in the third century B.C. and perhaps the noblest movements both in sculpture and in archi-tecture, were constructed between the third century B.C. and the first century A.D. The richly sculptured rails of Bharhut and Sanchi belong to 200 B.C. and 100 A.D., and the finest chaitya that has yet been discovered, that of Karli, belongs also to the first century after Christ. For the succeeding three or four centuries the art maintained its high position, but scarcely any progress was made, for it is doubtful if a tendency towards elaborate ornamentation is true progress. The

উহার পশ্চাদ্ভাগের ক্ষুদ্র স্তূপটীও অশোকের নির্ম্মিত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্তূপের মধ্যে তক্ষশিলায় তিনটী এবং স্বাত উপত্যকায় কয়েকটী বিদ্যমান ছিল। কাশ্মীরে অশোক কর্ত্তৃক চারিটী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। আখ্যায়িকা সমূহে প্রকাশ,—কাশ্মীরে অশোক পাঁচ শত বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাজ্যের পূর্ব্ব-সীমানায় তাম্রলিপ্ত রাজ্যেও তাঁহার কতকগুলি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন। সে সময় তাম্রলিপ্ত—সামাতাতা রাজ্যের রাজধানী ছিল। ভারতের পশ্চিম সীমায় গুজরাটের অন্তর্গত বল্লভী রাজ্যে এবং সিন্ধু-প্রদেশে অশোকের প্রতিষ্ঠিত বহু স্তূপের নিদর্শন বিদ্যমান আছে। রুদ্রদমন লিপিতে দেখিতে পাই,—রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে যে গিরিনার হ্রদ প্রস্তুত হইয়াছিল, কাথিয়াবাড়ের পারসিক শাসনকর্ত্তা সেই হ্রদ হইতে একটী খাল কাটিয়া আপন রাজ্যে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আরাকোশিয়ায় (আফগানিস্থানের বর্ত্তমান রাজধানী গজনী নগরে) অশোক দশটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ আছে। ভারতের দক্ষিণে দ্রাবিড় রাজ্যে অশোকের স্তূপের পরিচয় উপলব্ধি হয়। অন্ধ্ররাজগণের অন্যতম রাজধানী কঞ্জেভারম নগরে এবং আধুনিক ঢেঙ্কা নগরে সেই সকল স্তূপের বিদ্যমানতার বিষয় উল্লিখিত হইয়া থাকে। রোপ্যনাথ শিলালিপির সিদ্ধাপুর প্রভৃতি স্থানে লিপিসমূহের আবি-ষ্কারে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমানা হিন্দুকুশ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই সকল আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, দক্ষিণে মহীশূর হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভারতভূমি, নেপাল, কাশ্মীর, স্বাত উপত্যকা, ইউসফজাই রাজ্য, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, সিন্ধু এবং হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের রাজ্য প্রাচীন ভারতের আদর্শ রাজ্যরূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। চন্দ্রগুপ্তের আদর্শ-রাজ্যে যে আদর্শ-শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ঐতিহাসিকগণ বলেন, রাজচক্রবর্ত্তী অশোক সেই আদর্শ শাসন-প্রণালী অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তবে সে শাসন-শৃঙ্খলার যে কতক কতক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, আবার কোনও কোনও বিষয়ে যে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। তবে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে যে সকল বিধি-বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, অনেক স্থলে তাহার কোনই পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। চাণক্য-প্রণীত 'অর্থশাস্ত্রে' এবং মেগাস্থিনীসের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে চন্দ্রগুপ্তের শাসন-প্রণালীর পূর্ণ পরিচয় প্রকটিত। অশোকের লিপি-সমূহের সহিত সে বিবরণ মিলাইয়া দেখিলেই এতদুক্তির

রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগ

Ajanta Viharas and the Amaravati rails, constructed in the fourth and fifth centuries A.D., maintained the high position which art had reached in India three or four centuries earlier. Painting, two, of which we cannot discover the first beginnings, attained or maintained its high excellence in the fifth century, A.D.—*Vide*, R.C. Dutt's *Civilization in Ancient India*.

কয়েকটী বিভাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সকল বিভাগেরও যে এক এক জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত ছিলেন, পূর্ব্বোক্ত লিপি-সমূহ হইতে তাহা সপ্রমাণ হয়। এইরূপে বিশাল মৌর্য্য-সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী অশোক আদর্শ শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের শাসন-তন্ত্রের বিশ্লেষণে বিভিন্ন নামধেয় শাসক সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সকল শাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজুক, মহামাত্য, ধর্ম্ম-মহামাত্য, প্রাদেশিক, নগরবিচারক, যুক্ত, অযুক্ত প্রভৃতি প্রধান। শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজপ্রতিনিধি পদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তার পর রাজুকগণ শ্রেষ্ঠ পদবাচ্য; রাজুকগণের পর—প্রাদেশিকগণ শ্রেষ্ঠ। লিপি-সমূহের বর্ণনা-পাঠে প্রতীত হয়, রাজুকগণ শতসহস্র সংখ্যক লোকের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। দণ্ড ও পুরস্কার দানে রাজুকগণের স্বাধীন ক্ষমতা ছিল। তাঁহারা প্রজার অভাব-অভিযোগের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া, তাহাদের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক মঙ্গল-সাধনে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জের নিকট ধর্ম্মবার্ত্তা জ্ঞাপন, সৎকার্য্যে উৎসাহদান, সাধু-সজ্জনের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন, তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য ছিল। রাজুকগণের ক্ষমতা এতই অধিক ছিল এবং তাঁহাদের কার্য্যপরম্পরায় রাজা এতই সন্তুষ্ট ছিলেন যে, অশোক স্বয়ংই ঘোষণা করিয়াছেন,—"অথাহি পজং বিয়তায়ে ধাতিয়ে নিসিজিতু অশ্বথে হোতি (।) বিয়ত ধাতি চঘতি মে পজং সুখং পলিহটবে তি (।) হেবং মমা লজুক কটা জানপদস হিতসুখায়ে; যেন এতা অভীত অশ্বথা সংতং অবিমনা কংমানি পবতয়েবূ তি (।) এতেন মে লজুকানং অভিহালেব দংডেব অতপতিয়ে কটে (।)" অর্থাৎ,—'সুনিপুণ ধাত্রীর হস্তে শিশুসন্তানের লালন-পালন-ভার অর্পণ করিয়া পিতামাতা (মানবগণ) যেরূপ নিশ্চিন্ত মনে কালযাপন করেন, তাঁহারা যেমন মনে করেন, ধাত্রীর হস্তে তাঁহাদের সন্তানের অযত্ন হইবে না; আমিও তেমনি আমার সন্তানতুল্য প্রজা-গণের সুশাসন-সুপালনের ভার রাজুকগণের উপর ন্যস্ত রাখিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। আমার বিশ্বাস—তাঁহাদের সুশাসনের গুণে আমার প্রজাগণ সুখে কালাতিপাত করিবে এবং নিশ্চিন্তমনে ধর্ম্মের সাধনায় নিযুক্ত হইবে। রাজুকগণ যাহাতে নিশ্চিন্তমনে স্ব স্ব কর্ত্তব্য-সম্পাদনে সমর্থ হন, সেই জন্য আমি তাঁহাদিগকে স্বাধীন ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি।' রাজুকগণ যে অশেষ শক্তিশালী ছিলেন, স্বয়ং সম্রাট ভিন্ন অন্য কেহ যে তাঁহাদের কার্য্যে প্রতিরোধ করিতে পারিতেন না, অশোকের এতদুক্তি হইতে তাহা সপ্রমাণ হয়। প্রাদেশিকগণ—রাজুকগণের অধীন ছিলেন। তাঁহারা রাজুকগণের আদেশ পালন করিতেন। এইরূপ উচ্চ নীচ ক্রমপর্য্যায়ে রাজুক, প্রাদেশিক, যুক্ত, অযুক্ত প্রভৃতি কর্ম্মচারি-গণের সহায়তায় রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের রাজকার্য্য সমাহিত হইত। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর শাসনকর্ত্তৃগণ 'অনুসাম্যায়নে' গমন করিতেন। অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের কার্য্য-প্রণালী এবং প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থা পরিদর্শন, সেই অনুসাম্যায়নের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ফলতঃ, রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের রাজ্য-শাসন-প্রণালী যে সম্পূর্ণ এবং সুনিয়ন্ত্রিত ছিল,

শাসক শ্রেণী

হইতেন, তাঁহারা রাজ্যের সর্ব্বত্র স্ত্রীজাতির ধর্ম্মবিষয়ক উন্নতি-বিধানে প্রযত্নপর ছিলেন। অধুনাতন-কালের শাসনতন্ত্রের সহিত তুলনায় পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ বলেন,—'এখন যেমন 'ভাইসরয়' বা রাজপ্রতিনিধি, প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা গবর্ণর, বিভাগীয় শাসনকর্ত্তা বা কমিশনর, ডিষ্ট্রীক্ট-অফিসার বা ম্যাজিষ্ট্রেট, সবডিভিশনাল অফিসার প্রভৃতি শাসনকর্ত্তৃগণের বিবিধ পর্য্যায় এবং বিবিধ পদবী দৃষ্ট হয়, প্রাচীনকালে অশোকের রাজকর্ম্মচারিগণকে সেই সেই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। সে হিসাবে তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি মগধ-সাম্রাজ্যের প্রধান বিভাগ-সমূহের শাসনকর্ত্তৃগণ—'ভাইসরয়' বা রাজপ্রতিনিধি, তার পর 'রাজুকগণ'—কমিশনার বা বিভাগীয় শাসনকর্ত্তা, 'প্রাদেশিক'গণ—ডিষ্ট্রিক্ট অফিসার বা ম্যাজিষ্ট্রেট, 'যুক্তগণ'—সবডিভিশনাল অফিসার, নগরবিহারক 'পুলিশকমিশনার' বা 'পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট' পদবাচ্য হইয়া থাকেন। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের এ সিদ্ধান্ত অনেকের মতে সমীচীন বলিয়া প্রতীয়মান না হইলেও, তাঁহাদের কর্ত্তব্য-বিষয়ে যে বিশেষ কোনও অসাদৃশ্য ছিল না, আর তাঁহাদের পদ-সামর্থ্য-বিশ্লেষণে একরূপ বিভাগ যে অনেক উপযোগী, তাহা উপলব্ধি হইয়া থাকে। অনেকে চন্দ্রগুপ্তের 'নাগরক', আর অশোকের 'নগর-বিহারক' একই পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করেন। তবে তাঁহাদের কার্য্য-সম্বন্ধে কিছু পার্থক্য অনুভূত হয়। যাঁহারা পরিদর্শক বা 'সেন্সর' ছিলেন, তাঁহারা ধর্ম্মনীতির পরিপোষণ-সংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রাণিহিংসা-নিবারণ, পিতৃমাতৃসেবা, গুরুজনের প্রতি ভক্তিপরায়ণতা প্রভৃতি বিবিধ নৈতিক নীতি জনসমাজে প্রচলন করিবার ভার তাঁহাদের প্রতি ন্যস্ত ছিল। কেহ ঐ সকল নীতি উল্লঙ্ঘন করিলে, তাঁহারা উল্লঙ্ঘন-কারীর দণ্ডবিধান করিতেন। মহিলাগণের প্রতি কোনও অত্যাচার না হয়, তদ্বিষয়ক ব্যবস্থার ভার স্ত্রী-মহামাত্রের উপর ন্যস্ত ছিল। গুপ্ততথ্য-সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত হইয়াছিল। রাজকর্ম্মচারিগণের নিকট হইতে গুপ্ত-ষড়যন্ত্র বা গুপ্ত-হত্যা প্রভৃতি বিষয়ক গোপনীয় তথ্য সংগ্রহ করাও তখন দোষাবহ ছিল না। লিপি-সমূহে প্রকাশ,—রাজ্য-শাসন সংক্রান্ত বিবিধ কার্য্যের জন্য অশোক বিভিন্ন শ্রেণীর শাসক-সম্প্রদায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, 'পরিদর্শক' সম্প্রদায়ের উল্লেখও সে প্রসঙ্গে দেখিতে পাই। কিন্তু সেই সকল কর্ম্মচারীর প্রত্যেকের কর্ত্তব্যের বিষয় সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন, 'সংবাদ-লেখক' ও 'প্রতিবেদক' সম্প্রদায় ছিলেন। তাঁহারা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়া রাজ্য-সংক্রান্ত বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিতেন। রাজার নিকট তৎসমুদায় বিজ্ঞাপিত করা, তাঁহাদের কর্ত্তব্য ছিল। এই সম্প্রদায়ের কর্ম্মচারী নিয়োগ করায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট অশোক অবিশ্বাসী, সন্দিগ্ধচিত্ত প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন,—'প্রাচ্য নৃপতিগণ সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধে এ উক্তি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থপত্রে দেখিতে পাই,—'চন্দ্রগুপ্ত দিবাভাগে নিদ্রা যাইতেন না। অধিকন্তু তিনি এতই সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন যে, রাত্রিকালে তিনি সময় সময় গৃহ হইতে গৃহান্তরে নিদ্রা যাইতেন। অশোকও সম্ভবতঃ সেই নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন।' কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এতদুক্তি যুক্তিযুক্ত বলিয়া অনুমিত

হয় না। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যলাভে শোণিতপাত হইয়াছিল,—তিনি অশেষ আয়াসে নন্দ-বংশের উচ্ছেদ-সাধন করিয়া মগধ-সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে গুপ্ত-ষড়যন্ত্র হওয়ার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু অশোকের রাজ্য-প্রাপ্তিতে বিশেষ আয়াসের পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি নিরাপদে সুশাসিত সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে সে উক্তি প্রযোজ্য হইতে পারে না। তবে রাজ্য শাসন-সংক্রান্ত বিবিধ ব্যবস্থায়, শাসনকার্য্যের সৌকার্য্যার্থ, গুপ্তচরাদি সংবাদ-সংগ্রাহকের আবশ্যকতা সর্ব্বদাই অনুভূত হইয়া থাকে। যাহা হউক, অশোকের শাসন-তন্ত্র যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুশৃঙ্খল ছিল, বিভিন্ন বিভাগীয় কর্ম্মচারীর নিয়োগে তাহা প্রতীত হয়।

সমর-বিভাগ।

অশোকের শাসন-বিধির আলোচনায় তাঁহার সমর-বিভাগের এক বিস্তৃত পরিচয় প্রাপ্ত হই। রাজব্যয়ে যে সৈন্যদল সংরক্ষিত হইত, ঐতিহাসিক প্লিনির গণনা অনুসারে তাহার সংখ্যা-পরিমাণ নিম্নরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; যথা,—ছয় লক্ষ পদাতিক, ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী, নয় সহস্র হস্তী। এতদ্ভিন্ন বহু যুদ্ধ-রথ ও তীরন্দাজ সৈন্য ছিল। আধুনিক-কালের ন্যায় তাহারা যে সুশিক্ষিত ছিল, তদ্বিষয়েও প্রমাণ পাওয়া যায়। অশোকের সমর বিভাগ ছয়টী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। সে ছয় বিভাগ,—নৌবিভাগ, রসদ-বিভাগ, পদাতিক-বিভাগ, অশ্বারোহী বিভাগ, যুদ্ধরথ বিভাগ, এবং যুদ্ধহস্তী প্রভৃতি বিভাগ। জলযুদ্ধের জন্য নৌ-বিভাগ, রসদাদি সরবরাহের জন্য রসদ-বিভাগ, আর স্থলযুদ্ধের জন্য পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ প্রভৃতি যুদ্ধায়োজনের পরিকল্পনা। যুদ্ধাদি উপস্থিত হইলে এই ছয়টী বিভাগ পূর্ণোদ্যমে নিয়োজিত হইত। অশোকের সমর-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর সংখ্যা—ত্রিশটী। পূর্ব্বোক্ত প্রতি বিভাগে ঐরূপ পাঁচ জন কর্ম্মচারী লইয়া এক একটী পরিচালক-সমিতি সংগঠিত হইয়াছিল। প্রতি বিভাগের আবার বিভিন্ন উপবিভাগ ছিল। ঐ সকল উপবিভাগে বিভিন্ন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যখন যুদ্ধাদি থাকিত না, অস্ত্রশস্ত্রাদি তখন সমর-বিভাগের অস্ত্রাগারে সংরক্ষিত হইত। যুদ্ধ-রথ—অশ্বে বহন করিত। যুদ্ধকালে রথের সম্মুখে এবং পশ্চাদ্ভাগে সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে গমন করিত। যুদ্ধহস্তীর উপবিভাগে, হস্তি-চালক ভিন্ন, তিন জন করিয়া সৈন্যের উপবেশনের ব্যবস্থা ছিল। পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্যের সাজ-সজ্জা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক এরিয়ান এক বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সে বিবরণ বিশেষ কৌতূহলপ্রদ। সমরায়োজনের বর্ণনায় ঐতিহাসিক এরিয়ান বলিয়াছেন,—পদাতিক সৈন্যগণের ধনুগুলি তাহাদের শারীরিক দৈর্ঘ্যের সমান। ধনুগুলি মৃত্তিকার উপরিভাগে স্থাপন করিয়া, তাহারা বামপদ দ্বারা চাপিয়া ধরে; সেই অবস্থায় পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত ধনুগুণ টানিয়া লইয়া সৈন্যগণ তীর নিক্ষেপ করে। তাহাদের সন্ধান এতই অব্যর্থ যে, কোনও প্রকার বাধাবিঘ্নই সে লক্ষ্য ব্যর্থ করিতে পারে না। সৈন্য-গণের হস্তে চর্ম্মনির্ম্মিত ঢাল থাকে। বিপক্ষের অস্ত্রাঘাত তদ্দ্বারা তাহারা নিবারণ করে। কাহারও হস্তে বর্শা, কাহারও হস্তে বল্লম, কাহারও হস্তে তরবারি—এইরূপ সাজসজ্জায় সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। অশ্বারোহী সৈন্যও ঐরূপ সাজসজ্জায় সুসজ্জিত হয়।

অশ্বগণ বিবিধ সাজে সজ্জিত থাকে। এইরূপ বিভিন্ন বিভাগের সৈন্যগণ বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হয়।' * ঐতিহাসিক কানিংহামের গ্রন্থেও সে পরিচয় বিদ্যমান আছে। ফলতঃ, অশোকের সমর-বিভাগ এবং সমর-ব্যবস্থা যে বিশেষ উন্নতির এবং তাঁহার দুরদর্শিতার ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যেমন সমর-ব্যবস্থায়, তেমনই রাজ্য-ব্যবস্থায় সে রাজ্যের আদর্শ প্রকটিত হয়। রাজকার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রাজস্ব-বিভাগ, বৈদ্যক-বিভাগ, পূর্ত্ত-বিভাগ, সাধারণ বিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের পরিচয় পাই। সেই সকল বিভাগে প্রধান এক এক জন কর্ম্মচারী ছিলেন ; তাঁহার অধীনে বিভিন্ন নামধেয় বহু কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ রাজকার্য্যের সৌকর্য্য বিধান জন্য যে যে উপায় অবলম্বন আবশ্যক, অশোকের রাজত্বে তাহার সকলই উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

রাজস্ব ও কৃষি-ব্যবস্থা।

* "I now proceed to describe the mode in which the Indians equip themselves for war, premising that it is not to be regarded as the only one in vogue The foot soldiers carry a bow made of equal length with the man who bears it This they rest upon the ground, and pressing against it with their left foot thus discharge the arrow, having drawn the string far backwards , for the shaft they use is a little short of being three yards long, and there is nothing which can resist an Indian archer's shot—neither shield nor breast plate. nor any stronger defence if such there be. In their left hand they carry bucklers of undressed ox-hide, which are not so broad as those who carry them, but are about as long. Some are equipped with javelins instead of bows, but all wear a sword, which is broad in the blade, but not longer than three cubits , and this, when they engage in close fight (which they do with reluctance), they wield with both hands, to fetch down a lustier blow. The horsmen are equipped with two lances like the lances called *Saunia*, and with the shorter buckler than that carried by the foot soldiers. But they do not put saddles on their horses nor do they curb them with bits in use among the Greeks or the Kelts, but they fit on round the extremity of the horse's mouth a circular piece of stitched raw ox-hide studded with pricks of iron or brass pointing inwards, but not very sharp , if a man is rich he uses pricks made of ivory. Within the horse's mouth is put an iron prong like a skewer, to which the reins are attached. When the rider, then pulls the reins, the prong contracts the horse, and the pricks which are attached to this prong goad the mouth, so that it cannot but obey the reins."—*Vide*. *Indika* xiv, as translated in Mr. McCrindle's ***Ancient India***, p. 220. খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতীয় অস্ত্র-শস্ত্রাদির আকৃতি বিষয়ে কানিংহামের 'ভিলসা টোপ' (*Bilsa Topes*) দ্রষ্টব্য। কানিংহামের ভারহুত স্তূপ (*Stupa of Bharhut*) গ্রন্থে তীরন্দাজ সৈন্যের যে প্রতিকৃতি আছে, তাহা হইতে প্রাচীনকালের তীরন্দাজ সৈন্যের সাজসজ্জার কতকটা আভাষ পাওয়া যাইতে পারে।

নদী-নালার দরজার ন্যায়, সেই প্রাচীনকালেও যে জল-নিঃসারণের ও জল-আনয়নের জন্য নদী-নালায় দরজা সংযোজিত হইয়াছিল, তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। অধুনা যেমন বৈজ্ঞানিক উপায়ে 'পম্প' দ্বারা জল উত্তোলিত হইয়া বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে, সেই প্রাচীন কালেও যে সেরূপ প্রথা বিদ্যমান ছিল, 'বাতপ্রবৃত্তিম' শব্দের আলোচনায় তাহা সপ্রমাণ হয়। গ্রীকদূত মেগাস্থিনীসের গ্রন্থেও তদ্বিষয়ের উল্লেখ আছে। * বিজ্ঞানে কীদৃশ উন্নতি লাভ করিলে, এবম্বিধ বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। অশোকের রাজত্বেও যে সেরূপ ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল, 'রুদ্রদমন লিপি' হইতে তাহা সপ্রমাণ হইতে পারে। রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত গির্ণারে এক কৃত্রিম হ্রদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের আদেশে সেই হ্রদ হইতে সৌরাষ্ট্রের পারসিক শাসনকর্তা এক খাল খনন করাইয়া নিজ রাজ্যে জলসরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই খালের দরজা বা 'স্লুইস গেট' ছিল, রুদ্রদমন লিপিতে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অশোকের এই ব্যবস্থায় তাঁহার রাজত্বে কৃষিবিষয়ক উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। রাজস্বই—রাজ্যের প্রধান অবলম্বন। কৃষির উন্নতিতে রাজস্ব বৃদ্ধি। সুতরাং প্রতিপন্ন হয়, প্রাচীন-ভারতের নৃপতিগণ কৃষির উন্নতি বিষয়ে অশেষ প্রযত্নপর ছিলেন। কৃষি-বাণিজ্য সে সময়ে প্রধান অবলম্বন ছিল। রাজকর ও শুল্ক সংগ্রহের জন্য 'রাজস্ব-বিভাগ' এবং রাজস্ব-সচিব প্রভৃতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কৃষিজমীতে রাজার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। উৎপন্ন শস্যের নির্দ্দিষ্ট অংশ রাজকররূপে প্রদান করিতে হইত। এই রাজকরের পরিমাণ—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কাহারও মতে উৎপন্ন শস্যের তিন-চতুর্থাংশ, কাহারও মতে উৎপন্ন শস্যের এক-চতুর্থাংশ এবং নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মুদ্রা রাজকর গ্রহণ করা হইত। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে রাজস্ব-পরিমাণ উৎপন্ন শস্যের চতুর্থাংশ নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু অশোকের রাজত্বকালে সে রাজস্ব উৎপন্ন-শস্যের ষষ্ঠাংশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু রুম্মীনদেবী স্তম্ভলিপিতে প্রকাশ,—তিনি তত্রত্য প্রদেশে উৎপন্ন-শস্যের অষ্টম ভাগ রাজকররূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। খাদ্য-শস্য বিভিন্ন দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত; রাজব্যবস্থার গুণে তাই সে সময়ে ভারতে খাদ্যাভাব বা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত না। † রাজস্ব সচিবগণ কাঠুরিয়া, স্বর্ণকার, শিল্পী, খনক প্রভৃতি বিভিন্ন

* মেগাস্থিনীসের গ্রন্থ-পত্রে এতৎসংক্রান্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—"Some superintend the rivers, measure the land as is done in Egypt, and inspect the sluices by which water is let out from the main canals into other branches, so that every one may have an equal supply of it."—Fragments, XXXIV, Bk. III.

† সমাজ জলসরবরাহের ব্যবস্থায়, জমীর উর্ব্বরতা-বৃদ্ধির ফলে যে ভারতে এইরূপ আদর্শ উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছিল মেগাস্থিনীসের গ্রন্থ-পত্রেও তাহার উল্লেখ আছে। তৎপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—"The greater part of the soil, moreover, is under irrigation and consequently bears two crops in the course of a year....It is accordingly affirmed that famine has never visited India and that there has never been a general scarcity in the supply of nourishing food."

সম্প্রদায়ের বাণিজ্য-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যাহাতে উপযুক্ত স্থানে জনসাধারণের সমক্ষে উপযুক্ত মূল্যে পণ্য-দ্রব্যাদি বিক্রয় হয়, তাঁহারা তদ্বিষয় পরিদর্শন করিতেন। এইরূপে 'বাণিজ্য-নিকায়' বা পণ্যবিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। 'বাণিজ্য-নিকায়' রাজস্ব-বিভাগের—একটী শাখা মধ্যে পরিগণিত হইত। স্থলবিশেষে পণ্য-দ্রব্যাদির মূল্যও এই বিভাগের কর্ম্মচারিগণ নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। একাধিক পণ্যের ব্যবসায়ে অধিক পরিমাণ কর দিবার ব্যবস্থা ছিল। ফলতঃ, সর্ব্ববিধ পণ্য-দ্রব্যের উপরই রাজকর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। রাজস্ব-বিভাগ সেই সকল রাজ-কর সংগ্রহ করিতেন।

রাজপথ নির্ম্মাণ, কূপতড়াগাদি খনন, চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রভৃতির বিধানে, চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় রাজচক্রবর্ত্তী অশোকও অশেষ আদর্শের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। অধুনা যেমন 'পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট' নামক রাজকীয় স্বতন্ত্র একটী বিভাগ আছে,—তাঁহারা যেমন রাজপথাদির ব্যবস্থায় এবং জনহিতকর বিবিধ অনুষ্ঠানে নিরত রহিয়াছেন; অশোকের রাজত্বকালেও রাজপথাদি সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এবং দেশমধ্যে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা-বিধানে, মূলতঃ বিবিধ জনহিতকর অনুষ্ঠানের জন্য রাজকীয় একটী স্বতন্ত্র বিভাগ বা 'নিকায়' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নূতন নূতন রাজপথ নির্ম্মাণ, তৎপার্শ্বে বৃক্ষাদি রোপণ, কূপ খনন, * পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা, বিবিধ উপায়ে কৃষির উন্নতির জন্য বিভিন্ন জনপদে জলসরবরাহ প্রভৃতি কার্য্যের ভার সেই বিভাগের কর্ম্মচারিগণের উপর ন্যস্ত ছিল। রাজপথের, রাজকীয় নদী-হ্রদ-তড়াগাদির সংস্কার-সাধন ইঁহারাই করিতেন। ফলতঃ, সুশৃঙ্খলায় পূর্ত্তবিভাগের কার্য্য-পরম্পরা নির্ব্বাহ হয়, তৎপক্ষে বিশেষ বিশেষ বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অশোকের প্রবর্ত্তিত দ্বিতীয় গিরিলিপিতে এবং সপ্তম স্তম্ভলিপিতে প্রকাশ,—তিনি প্রতি অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর কূপ খনন করিয়াছিলেন। † মেগাস্থিনীসের গ্রন্থেও এতদনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় গিরিলিপিতে অশোক বলিয়াছেন,—"পংথেষু কূপা চ খানাপিতা ব্রছা চ রোপাপিতা পরিভোগায় পসুমুনি-

রাজপথাদির ব্যবস্থা।

---

* ষ্ট্রাবোর গ্রন্থে প্রকাশ,—প্রতি দশ ষ্টেডিয়া অন্তর দূরত্বজ্ঞাপক স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। "The officers construct roads, and at every ten *stadia* set up a pillar to show the distance and byroads.' (Strabo, xv. I) Mc Crindle's *Ancient India*, p. 86) সে সময় এক এক ষ্টেডিয়ার পরিমাণ ২শত সওয়া দুই গজ ধরা হইত। সে হিসাবে দশ ষ্টেডিয়ার পরিমাণ—২০২২+অর্দ্ধ গজ। ঐতিহাসিক ইলিয়টের গ্রন্থে প্রকাশ,—মোগলগণ যে হিসাবে দূরত্ব গণনা করিতেন, সে হিসাবে এক ক্রোশের পরিমাণ ছিল—৪৫৫৮ গজ। 'কোস মিনার' (*Kos minar*) নামক দূরত্ব-জ্ঞাপক এক একটী স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (Elliot's *History of India, Supplementary Glossary*, S. V. Kos) মোগলদিগের গণনা-পদ্ধতি অনুসারে হিসাব করিয়া প্রতি অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর অশোকের দূরত্ব-জ্ঞাপক স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

† "It is expressly recorded that the wells were dug at intervals of half a *kos* each, the same intervals which is approximately expressed by Megasthenes as ten *stadia*." *Vide*, V. A, Smith; *Asoka*.

হইয়াছে। সেখানে তাঁহার কোনও বংশ-পরিচয় প্রদত্ত হয় নাই। তিনি তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং অস্ত্রচিকিৎসায় ও উদ্ভিদবিদ্যায় পারদর্শী হন,—সেখানে এই মাত্র উল্লেখ আছে। বিম্বিসার যখন মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, জীবক তখন রাজচিকিৎসক পদে প্রতিষ্ঠিত। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিলেন। কেরল প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদে চিকিৎসালয়াদি প্রতিষ্ঠায় এবং ভৈষজ্যাদি প্রেরণের ব্যবস্থায়, কেহ কেহ ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—সে সকল স্বাধীন রাজ্যে অশোকের রাজ-বিধি সমাদর লাভ করে নাই। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে আমাদের মনে অন্যভাবের উদয় হয়। অশোকের গিরিলিপিতেই সে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। ঐ সকল রাজ্য স্বাধীন হইলেও অশোক তাঁহাদের সহিত মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তাই তাঁহাদের রাজ্যে ঔষধ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় কোনও বিঘ্ন ঘটে নাই। ভারতের আধুনিক স্বাধীন রাজ্যগুলি যেমন প্রবলপ্রতাপান্বিত বৃটিশ-রাজের প্রভুত্ব মান্য করিয়া তাঁহার মিত্ররাজ্য-মধ্যে পরিগণিত হয়, কেরল ও সতীয়পুত্র প্রভৃতি রাজ্যও সেইরূপ সে সময়ে মগধ-সাম্রাজ্যের মিত্ররাজ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল;—তাহারা নামে স্বাধীন হইলেও অশোকের প্রাধান্য মান্য করিত। সুতরাং সে সকল রাজ্যেও চিকিৎসালয়াদি প্রতিষ্ঠায় অশোকের বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। ফলতঃ, অশোকের প্রতি কার্য্যই জনহিতমূলক,—প্রতি কার্য্যেই জনহিতসাধনে তাঁহার ঐকান্তিক আকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। বৈদেশিকগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানেও তিনি অশেষ প্রযত্নপর ছিল। যেমন চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালে, তেমনি তাঁহার রাজত্ব সময়ে, বৈদেশিকগণের সম্বর্দ্ধনার ও আতিথ্য-সৎকারের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। 'আতিথ্য-নিকায়' নামে অশোক একটী স্বতন্ত্র বিভাগেরই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আগন্তুকগণ পীড়িত হইলে তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষার, তাঁহাদের কেহ পরলোকগমন করিলে তাঁহার অন্ত্যেষ্টির, তাঁহাদের পরিত্যক্ত বিত্ত-সম্পত্তি ন্যায্য উত্তরাধিকারীকে প্রদান করিবার, ব্যবস্থা সেই বিভাগের কর্ম্মচারিগণ করিয়া দিতেন। তার পর, যদি কোনও সম্ভ্রান্ত উচ্চ পদস্থ বৈদেশিক রাজ্যের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণের অভিলাষ করিতেন, তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে সে ব্যবস্থাও বিহিত হইত। তাঁহারা যান-বাহনাদি প্রদান করিতেন; বৈদেশিকের জন্য শরীররক্ষীর ও অনুচরের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। ফলতঃ, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে বৈদেশিক-সংক্রান্ত যে বিধি তিনি প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছিলেন, অশোকের রাজ্যকালে তাহার কোনই পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। চন্দ্রগুপ্তের সে বিধান—'অর্থশাস্ত্রে' নিবদ্ধ আছে। মেগাস্থিনীসের গ্রন্থেও তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই। মেগাস্থিনীসের গ্রন্থে প্রকাশ,—'বৈদেশিকগণের প্রতি ভারতীয় হিন্দুগণ অশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তাঁহাদের কেহ পীড়িত হইলে, তাঁহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা তাঁহারা করিতেন; তাঁহাদের কাহারও মৃত্যু ঘটিলে এদেশীয়গণই তাঁহাদের সৎকার করিতেন। ইত্যাদি।' * ফলতঃ, বৈদেশিকগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে

* বৈদেশিকগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে প্রাচীন ভারতের আদর্শ বিধানের বর্ণনায় মেগাস্থিনীস বলিয়াছেন,—
"Among the Indian's officers are appointed even for foreigners, whose duty is to

যে কিছু উপায় অবলম্বনের আবশ্যক হইত, রাজার বিধান গুণে কর্মচারিগণ কোনও পক্ষে তাহার ত্রুটি করিতেন না। অশোকের রাজ্যশাসন-প্রণালীর বিশ্লেষণে, তাঁহার কার্যতৎপরতার অশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি জীবহিতসাধনে জীবনমন উৎসর্গ করিয়াছিলেন,—জীবহিতসাধন তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। জীবনে তিনি সে লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। প্রজাগণ সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে, তাহাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল বিহিত হয়, অশোক তৎপক্ষে বিবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি কর্ম্মবীর ছিলেন; কিন্তু তিনি আপন তৎপরতায় কখনও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। ষষ্ঠ গিরিলিপিতে তাই তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—'আমি আমার কার্যতৎপরতায়, অধ্যবসায়ে ও পরিশ্রমে কখনও সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই।' সম্ভবতঃ সেই জন্যই বোধ হয় তাঁহার নিকট অভাব-অভিযোগের বিষয় জ্ঞাপন করিবার অধিকার প্রজাপুঞ্জকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিবেদকদিগকে ও গুপ্তচরগণকে তাই আদেশ দিয়াছিলেন, তিনি যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, তাহারা তাঁহার নিকট রাজ্যের অবস্থা, প্রজাগণের অভাব অভিযোগের বিষয়, জ্ঞাপন করিবে। সে পক্ষে তাহারা কদাচ শৈথিল্য বা সঙ্কোচ প্রকাশ করিবে না।† স্বয়ং প্রজার অভাব-অভিযোগ শ্রবণের অভিপ্রায়ে তিনি 'প্রতিবেদক' ও 'প্রতিচারী' নামক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শয়নে, উপবেশনে, উদ্যানে, অন্তঃপুরে, আহারে, বিহারে—যখন যে অবস্থাই থাকিবেন, প্রতিবেদক ও প্রতিচারী সেখানে সেই অবস্থায়ই তাঁহার নিকট রাজ্য-সংক্রান্ত বিবিধ তথ্য এবং প্রজাসাধারণের অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপন করিবে, এইরূপ আদেশ ছিল এক শ্রেণীর পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক যদিও অশোকের এই উদার-নীতির নিন্দাবাদ করিয়াছেন, কিন্তু এ বিধান যে আদর্শ রাজনীতিকের আদর্শ বিধান, তৎপক্ষে কোনও সন্দেহ নাই। এই উদারতা-গুণেই, মনে হয়, অশোকের এত যশঃ-খ্যাতি—এত প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি।

---

see that foreigner is not to be wronged. Should any of them lose his health they send physicians to attend him and take care of him otherwise and if he dies they burry him and deliver over such property as he leaves to his relations. The judges also decide cases in which foreigners are concerned with the greatest care and come down sharply on those who take unfair advantage of them."—*Vide Mc. Crindle's. History of Ancient India as described by Megasthenes and Arrian.*

† অশোকের প্রচারিত ষষ্ঠ গিরিলিপিতে এতদ্বিষয় উল্লিখিত আছে; যথা,—"ত মযা এবং কতং সবে কালে ভুংজমানস মে ওরোধনম্হি গভাগারম্হি বচম্হি ব বিনীতম্হি চ উয্যানেসু চ সবত্র পটিবেদকা স্টিতা অথে মে জনস পটিবেদেথ ইতি (।) সবত্র চ জনস অথে করোমি (।) য চ কিংচি মুখতো আঞপযামি স্বয়ং দাপকং ব স্রাবাপকং বা য ব পুন মহামাত্রেসু আচাযিকে আরোপিতং ভবতি তায় অথায বিবাদো নিঝতি ব সংতো পরিসায আনংতরং পটিবেদেতব্যং মে সর্বত্র সর্বে কালে (।) এবং মযা আঞপিতং (।) নাস্তি হি মে তোসো উস্টানম্হি অথসংতীরণায ব (।)"

যেমন দেশ-সমূহে, তেমনি রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে, একই শাসন-তন্ত্র প্রবর্তিত ছিল নগর-বিভাগের ন্যায়, সহরের কার্য্যও ছয়টী বিভিন্ন বিভাগের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইত।

রাজধানীর ব্যবস্থা।

ছয়টী বিভাগে ত্রিশ জন প্রধান সচিব ছিলেন। প্রতি পাঁচ জন লইয়া এক একটী বিভাগ সংগঠিত হইয়াছিল। প্রথম বিভাগের কার্য্য—শিল্প এবং শিল্পী পরিদর্শন। দ্বিতীয় বিভাগ—বৈদেশিকগণের তত্ত্বাবধানে বিনিযুক্ত। এই বিভাগের কর্ম্মচারিগণের প্রতি কতকগুলি বিশেষ কার্য্যের ভারও ন্যস্ত ছিল। বৈদেশিকগণের কেহ পীড়িত হইলে তাঁহারা তাঁহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন; বৈদেশিকগণের কাহারও মৃত্যু হইলে তাঁহার অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা, তাঁহাদের ত্যক্ত-সম্পত্তি ন্যায্য উত্তরাধিকারী-দিগকে দান, সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারীকে প্রদান প্রভৃতির ভার এই বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের প্রতি ন্যস্ত ছিল। বৈদেশিকগণের বিদেশভ্রমণকালে অথবা স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনের সময়, কেহ তাঁহাদের কোনও ক্ষতি করিতে না পারে, সেজন্য তাঁহারা বন্দোবস্ত-বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। তৃতীয় বিভাগের কর্ম্মচারিগণ জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতেন। রাজকর নির্দ্ধারণ এবং রাজকীয় কার্য্যে জন্মমৃত্যুর সংখ্যা নিরূপণ বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। চতুর্থ বিভাগ—পণ্য-বিভাগ। এই বিভাগের কর্ম্মচারিগণ বাণিজ্য-ব্যবসায় তত্ত্বাবধান করিতেন; তাঁহারা পণ্যাদির শুল্ক নির্দ্ধারণ করিতেন, এবং ওজন-পরিমাণাদি নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন। জনসাধারণের সমক্ষে, বন্দরাদিতে পণ্য-দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থার ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত ছিল। অনেকে অনুমান করেন, পণ্যের মূল্য-সংক্রান্ত তালিকা নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহারা সেই মূল্যাদির বিষয় সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করিতেন। যে সকল বণিক একাধিক পণ্যের ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তাঁহাদিগকে পণ্যদ্রব্যের সংখ্যা-পরিমাণ হিসাবে অতিরিক্ত কর দিতে হইত। প্রাচীন ভারতের এই ব্যবস্থা—আধুনিক 'বোর্ড অব ট্রেডের' কার্য্যের অনুরূপ বলিয়া মনে হয়। অশোকের প্রবর্তিত এই বিভাগ আমদানি-রপ্তানির পর্যবেক্ষণ করিতেন। পঞ্চম বিভাগ—দেশজাত শিল্পের ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থায় বিনিযুক্ত। বিদেশীয় পণ্যের আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত বিধান-পরম্পরা অনুসারে দেশজাত শিল্পের ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রিত হইত। ষষ্ঠ বিভাগ—বিক্রীত দ্রব্যের উপর শুল্ক নির্দ্ধারণ ও শুল্কসংগ্রহ করিতেন। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ বলেন,—বাণিজ্য-শুল্ক প্রদান না করিলে ব্যবসায়ীর প্রাণদণ্ড হইত। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালেও সে ব্যবস্থা ছিল। অশোক তাহার কঠোরতার কথঞ্চিৎ হ্রাস করিয়াছিলেন মাত্র। আমদানি ও রপ্তানি উভয় কালেই তখন শুল্ক গ্রহণ করা হইত। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পণ্যের শুল্ক-পরিমাণ বিভিন্নরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল।* শুল্ক প্রদান না করিয়া পণ্যস্থান

---

* যে জিনিসে যে পরিমাণ শুল্ক গ্রহণ করা হইত, চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে তাহা নিম্নরূপ নিবদ্ধ আছে; যথা,— "শুল্কব্যবহারঃ বাহ্যমাভ্যন্তরং চাতিথ্যম্ নিষ্ক্রাম্যং প্রাবেশ্যং শুল্কম্। প্রবেশ্যানাং মূল্যপঞ্চভাগঃ, পুষ্পফলশাকমূলকন্দবাল্লিক্যবীজশুষ্কমৎস্যমাংসানাং ষড়্ভাগং গৃহ্ণীয়াৎ। শঙ্খবজ্রমণিমুক্তাপ্রবাল-হারাণাং তজ্জাতপুরুষৈঃ কারয়েৎ কৃতকর্ম্মপ্রমাণকালবেতনফলনিষ্পত্তিতঃ। ক্ষৌমদুকূলক্রিমি-তানকঙ্কটহরিতালমনঃশিলাহিঙ্গুলকলোহবর্ণধাতুনাং চন্দনাগুরুকটুককিণ্বাবরণানাং [illegible]

সত্য নহে, অশোকের লিপি-সমূহের আলোচনায়ই তাহা সপ্রমাণ হয়। জীবহিংসা-নিবারণ যাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, অহিংসা-ধর্ম্ম-প্রচারে যিনি জীবনমন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার স্থায় জনহিতপরায়ণ নৃপতির পক্ষে এরূপ কঠোরতা অবলম্বন সম্ভবপর নহে। রাজকার্য্যের সৌকর্য্যের নিমিত্ত, অত্যধিক কঠোরতা কিংবা অত্যধিক উদারতা কোন কালেই সমাদৃত হয় না। এখনও তাহা যেমন কেহ অনুমোদন করেন না, তখনও তাহা অনুমোদিত হয় নাই। অশোকের গিরিলিপিতে অপরাধীর প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বে তিন দিনের সময় দিবার ব্যবস্থা ছিল। তাহা হইতে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন, প্রায় সকল অপরাধেই অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। অশোকের ন্যায়-ধর্ম্মানুগত শাসনে কদাচ উচ্ছৃঙ্খলা বা স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পায় নাই,—অনাচার-অবিচারেরও প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। যাহা ন্যায়ধর্ম্মানুগত, অশোক সেইরূপ নীতিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,—সেইরূপ বিধান অনুসারেই দণ্ডনীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সুতরাং পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত অমূলক ভিত্তিহীন—অশোকের আদর্শ-চরিত্রে কলঙ্ক-খ্যাপনের প্রয়াস মাত্র। প্রতি বৎসর অভিষেক উৎসবের দিনে বন্দিদিগকে মুক্তি দেওয়া হইত। এতদ্বিধিও কম উদারতার পরিচায়ক নহে। যাহা হউক, অশোকের নিষ্ঠুরতা মূলক পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের উক্তি যে আদৌ কি রূপ, তাঁহার প্রবর্ত্তিত গিরিলিপি, স্তম্ভলিপি ও গুহালিপি প্রভৃতির আলোচনায় তাহা সপ্রমাণ হয়। শাসনকার্য্যে সুশৃঙ্খলার জন্য কর্ম্মচারিগণের উপর তিনি যে অসীম উদারতাপূর্ণ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ধৌলি ও জৌগড় লিপি সমূহে তাহা নিবদ্ধ আছে। সে লিপি তাঁহার দয়ার, তাঁহার করুণার, তাঁহার উচ্চ হৃদয়ের পরিচায়ক। অন্যান্য লিপিতেও তাঁহার যে সকল ধর্ম্মবিধি বিঘোষিত হইয়াছে, তাহাও তাঁহার অল্প উদারতার নিদর্শন নহে। রাজ্য-শাসন-সংক্রান্ত বিধি উদারনৈতিক ও কঠোরতা-পূর্ণ সর্ব্বপ্রকারের হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু সকল সময়েই যে সকল বিধি অনুসৃত হইয়াছিল, সেরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। অধুনাতনকালে, কোমল কঠোর উভয়বিধ বিধিই বর্ত্তমান আছে; কিন্তু তাই বলিয়া সকল সময়ে সকলস্থলে সর্ব্বপ্রকার বিধি অনুসৃত হয় কি? তাহা যেমন সম্ভবপর নহে; প্রাচীনকালেও যে সেইরূপ নিয়মই অনুসৃত হইত না, তাহাই বা কি করিয়া স্বীকার করিতে পারি? আইন বিধিবদ্ধ হইলেই যে তাহা কঠোরভাবে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাও বলিতে না। সুতরাং অশোকের সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের এতদুক্তি ভ্রান্ত বলিয়াই মনে হয়। প্রজাগণ তাঁহার সন্তান-তুল্য ছিল, তাহাদের ইহকালের এবং পরকালের সুখ-সমৃদ্ধি কামনায় তিনি সর্ব্বদা অনুপ্রাণিত ছিলেন। প্রজাগণের প্রতি সদয়-ব্যবহার করা হয়;—স্নেহ-করুণায় সকলকেই আপন করিয়া লওয়া হয়, রাজকর্ম্মচারিগণকে তিনি সর্ব্বদা সেই উপদেশ প্রদান করিতেন। প্রজাগণ যাহাতে তাঁহার ধর্ম্মবিধি পালন করিয়া সুখী ও উন্নত হয়, তাঁহার রাজনীতির ইহাই মূলমন্ত্র ছিল। সে ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি অযথা কঠোরতা অবলম্বনের দোষ আরোপ করা নিতান্তই অসমীচীন। ফলতঃ, অশোকের উদারতায় এবং ন্যায়পরতায় সকলেই তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল।

৬৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, পূর্ণ দশ বৎসর কাল, ইৎ-সিং নালন্দায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। গ্রন্থান্তরে প্রকাশ,—জ্ঞান ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় শতাধিক কৃতবিদ্য বৌদ্ধ-পণ্ডিত এবং শ্রমণ নিযুক্ত থাকিতেন, আর প্রায় দশ-সহস্রাধিক যাজক ও শিষ্য এই বিহারে বাস করিতেন। প্রবাদ এই যে, বারাণসীর বুদ্ধপক্ষ নামক রাজার রাজত্বকালে বিহারে আগুন লাগিয়া বহু-সংখ্যক জ্ঞানগর্ভ বৌদ্ধধর্ম্মপুস্তক ভস্মীভূত হইয়া যায়। যাহা হউক, নালন্দা-বিহারের যশঃখ্যাতি এতই বিশ্ববিশ্রুত ছিল যে, সে সময়ে লোকে নালন্দা-বিহারের ছাত্র বলিয়া পরিচয় দিতে বিশেষ গৌরব অনুভব করিতেন; আর নালন্দা বিহারের ছাত্র বলিয়া পরিচিত হইতে পারিলে তাঁহার সম্মানের অবধি থাকিত না। প্রাচীনকালে এই বিহারে, কত মনীষী, কত দার্শনিক, কত কবি, এই বিহারের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। ধর্ম্মপাল, জ্ঞানপাল, গুণমতি, প্রভামিত্র, জিনমিত্র, শীলভদ্র—কত জনের নাম করিব? ইঁহাদের প্রত্যেকেই এক এক জন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন,—সকলেরই যশোজ্যোতি দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। অনেকে বলেন,—এই বিহারের একটি বিশেষত্ব ছিল। যখনই কোনও শিক্ষার্থী বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিহার-দ্বারে উপস্থিত হইতেন, দ্বার-রক্ষক কতকগুলি জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া শিক্ষার্থীর প্রতিভার পরিচয় গ্রহণ করিতেন। ফলে, অনেককে হতাশ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যক্ষ অশেষ প্রজ্ঞাসম্পন্ন শীলভদ্রের সম্বন্ধে বিবিধ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙের গ্রন্থে প্রকাশ,—তিনি যখন ভারত-ভ্রমণে আগমন করেন, সে সময়ে শীলভদ্রের সম্মানের ও প্রতিষ্ঠার অবধি ছিল না। তাঁহার মনীষা ও সম্মান দর্শনে হুয়েন-সাং তাঁহার চরণ চুম্বন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন। তখন শীলভদ্রের অধিনায়কত্বে নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে পনের শত দশ জন অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন, এবং দশসহস্রাধিক ছাত্র ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেন। বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ, সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হইতেন। প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক দশ জন, পঞ্চাশদ্বিধ সূত্রগ্রন্থে ও শাস্ত্রগ্রন্থে অভিজ্ঞ ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকের সংখ্যা—পাঁচ শত। তাঁহারা ত্রিংশদ্বিধ সূত্রগ্রন্থে ও শাস্ত্রগ্রন্থে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক—সহস্র জন। বিংশবিধ সূত্রগ্রন্থে ও শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁহারা প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। শীলভদ্র সর্ব্ববিধ সূত্রগ্রন্থে এবং শাস্ত্রগ্রন্থে অভিজ্ঞতা লাভ করায় অধ্যক্ষের প্রধান পদ প্রাপ্ত হন। হুয়েন-সাং যখন শীলভদ্রের প্রজ্ঞায় বিমুগ্ধ হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ১০৬ বৎসর অতীত হইয়াছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে নালন্দা বিহারের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বিবিধ কাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত হয়, কোনও এক নাগের নামানুসারে নালন্দার নামকরণ হইয়াছিল। বিহারের দক্ষিণে একটী আম্রকানন ছিল। আম্রকাননের অভ্যন্তরে একটী পুষ্করিণীতে সেই নাগ বাস করিত। কেহ কেহ আবার বলেন,—পূর্ব্ব-জন্মে বুদ্ধদেব এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন; তিনি এই স্থানে

রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করিতেছিলেন। তিনি জীবহিতে রত ছিলেন, সংসারের দুঃখ-দর্শনে তিনি ব্যথিত হইতেন। দুঃখীর দুঃখ-মোচনে তাঁহার রাজকোষ সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। এই ঘটনার স্মৃতিমূলে সেখানে একটী বিহার নির্ম্মিত হয়। পরে সেই বিহার 'নালন্দা-বিহার' নামে এবং সেই স্থান 'নালন্দা' নামে পরিচিত হইয়াছিল। বিহার নির্ম্মাণের পূর্ব্বে সেখানে যে আম্রকানন ছিল, ভগবান্ বুদ্ধদেব সেই স্থানে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। বুদ্ধের নির্ব্বাণ-লাভের পর এই স্থানে শক্রাদেবের জন্ম হয়। তিনি ঐ প্রদেশের আধিপত্য লাভ করেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি নালন্দায় এক বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দেন। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে প্রকাশ,—শক্রাদিত্যের বংশধর বুদ্ধ এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ নালন্দায় বিহার-সমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিঙের গ্রন্থে নালন্দায় 'শক্রাদিত্য চৈত্যের' উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইতিহাসে বুদ্ধ নামক কোনও রাজার পরিচয় পাওয়া যায় না। * হুয়েন-সাং যে সময়ে ভারত ভ্রমণে আগমন করেন, তখনও নালন্দা বিহারের যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—তখন নালন্দায় দিবারাত্রি বিদ্যাচর্চ্চা হইত। বৌদ্ধ-সাহিত্য, সংস্কৃত-সাহিত্য উভয়েরই চর্চ্চা তখন এই বিহারে চলিত। নানাবিধ বিষয়ের বেদালোচনা হইত, যুবক বৃদ্ধ সকলেই সে আলোচনায় যোগদান করিতেন,—এরূপ উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা ত্রিপিটকান্তর্গত বিষয়-সমূহের আলোচনায় সমর্থ হইতেন না, তাঁহারা তখন হেয় প্রতিপন্ন হইতেন,—সে বিহারের ও সে বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন এতই গৌরব-গরিমা ছিল। † বিহারের চতুর্দ্দিকে ষোল শত ফিট দীর্ঘ এবং চারি শত ফিট উচ্চ প্রাচীর বিদ্যমান ছিল। বিহারে প্রবেশ করিবার জন্য মাত্র একটী দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভারতের বহু নৃপতি নালন্দায় বহু বিভিন্ন বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন,—অনেকে অনেক প্রকার সাহায্যও করিয়াছিলেন। লামা তারানাথের গ্রন্থ

নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়।

---

* *Vide*, V. A. Smith, *The Early History of India*, p. 332.

† পরিব্রাজক হুয়েন-সাংয়ের বর্ণনার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল; যথা,—"The countries of India respect and follow them. The day is not sufficient for asking and answering profound questions. From morning till night they engage in discussion; the old and the young mutually help one another. Those who cannot discuss questions out of the *Tripitaka* are little esteemed, and are obliged to hide themselves for shame. Learned men from different cities, on this account, who desire to acquire quickly a renown in discussion, come here in multitudes to settle their doubts, and then the streams (of their wisdom) spread far and wide. For this reason some persons usurp the name (of Nalanda students) and in going to and fro receive honour in consequence."—*Vide*, Beal's *Hiuen Tsang*.

প্রকাশ,—বিভিন্ন রাজগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রাম-জনপদাদি এই বিহারের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, উৎসর্গীকৃত সেই সকল গ্রাম-জনপদের সংখ্যা প্রায় দুই শত হইবে। নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন,—খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে নালন্দার অস্তিত্ব ছিল না। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মহাযান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। সেই সময় হইতেই নালন্দার অস্তিত্ব উপলব্ধি হইতে থাকে। 'মাধ্যমিক' মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জ্জুন এবং আর্য্যদেবের প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই (খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী) নালন্দার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাঁহারা আরও বলেন,—মগধরাজ বালাদিত্যের রাজত্বকালে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে (৪৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে) নালন্দা বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। সে সময়ে তন্ত্র-শাস্ত্রবিশারদ কমলশীল নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে তন্ত্র শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। এই বিহারের মধ্যে রত্নসাগর, রত্নোদধি ও রত্নরঞ্জ নামে তিনটী সুবৃহৎ অট্টালিকা ছিল। তিব্বতীয় গ্রন্থ-পত্রে প্রকাশ,—এখানে নালন্দা বিহার ও পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল, তিব্বতীয়গণ সেই স্থানকে 'নলেন্দ্র' নামে অভিহিত করিতেন। যাহা হউক, বিভিন্ন স্থানের পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ-কাহিনী-পাঠে বুঝা যায়,—মহারাজ অশোকই নালন্দার প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই এখানে সর্ব্বপ্রথম একটী বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দেন। পরে, ক্রমশঃ উহা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙের গ্রন্থে এক স্থানে দেখিতে পাই,—শক্র ও বৌদ্ধগুপ্ত (বুদ্ধগুপ্ত) নামক দুই জন ব্রাহ্মণ দশ কোটি স্বর্ণমোহর দিয়া ঐ স্থান ক্রয় করিয়াছিলেন। অধুনা নালন্দার প্রাচীরের যে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহার উচ্চতা স্থানে স্থানে ৫০ ফিট করিয়া। সর্ব্বপ্রথম, নাগার্জ্জুন এই মঠে শঙ্করের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। এই শঙ্কর—শঙ্করাচার্য্য কিনা, তাহার উল্লেখ নাই। হুয়েন-সাং যখন ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিলেন, তখন উহা 'নালন্দা' নামেই অভিহিত হইত। নালন্দার মন্দিরের ন্যায় সেরূপ বিদ্যামন্দির তখন ভারতের অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হইত না। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধ যাজকগণ, ধর্ম্ম ও জ্ঞান আলোচনার জন্য, এই স্থানে সমবেত হইতেন। নালন্দার অবস্থান সম্বন্ধেও নানা মতান্তর দৃষ্ট হয়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম বলেন, প্রাচীন নালন্দা পরে বড়গাঁও নামে পরিচিত হয়। অধুনা বড়গাঁওয়ের যে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাঁহার মতে, উহাই নালন্দার স্মৃতিচিহ্ন প্রকটিত করিতেছে।* সে মতে রাজগৃহ এবং গৃধ্রকূটের মধ্যবর্ত্তী স্থানে নালন্দার অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু হুয়েন-সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে উহার অবস্থিতি ভিন্নরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়। তিনি বলেন,—গয়াজেলার মধ্যে যেখানে প্রসিদ্ধ বোধিদ্রুম বিদ্যমান ছিল, তাহারই উনপঞ্চাশ মাইল দূরে নালন্দা অবস্থিত।

---

* *Vide*, Cunningham, *Ancient Geography of India* and Beal's *Fa Hian*. এতৎসম্বন্ধে এবং এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় লামা তারানাথের বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ইতিহাস দ্রষ্টব্য। *Vide* Lama Taranath's *History of Buddhism* and Takakasu's *It-sing*

ছিল। সারিপুত্র এবং মৌদ্গল্যায়ন এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—ফা-হিয়ান সেই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু জুলিয়েন-অনুবাদিত হুয়েন-সাং গ্রন্থে ফা-হিয়ানের এই অভিমত ভ্রান্ত সপ্রমাণ হইয়াছে। নালন্দার বিহার এবং মন্দির—ভারতের প্রাচীন শিল্পকলার অপূর্ব্ব নিদর্শন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ বড়গাঁওয়ের ধ্বংসাবশেষে সেই সকল উচ্চ-শিল্পের বিকাশ দেখিয়া নালন্দার সহিত তাহার অভিন্নত্ব সপ্রমাণে প্রয়াস পাইয়াছেন। বড়গাঁওয়ের সে ধ্বংসাবশেষ বহুদূরবিস্তৃত। রাশি রাশি ইষ্টক স্তূপ আজিও বহু স্থানে দৃষ্ট হয়। তাই পণ্ডিতগণ বড়গাঁওয়ের সহিত নালন্দার অভিন্নত্ব-প্রতিপাদনে প্রয়াস পান। যাহা হউক, নালন্দা যে এক সময়ে বিদ্যায় বা জ্ঞান-গরিমায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। অশোকের বিদ্যানুরাগিতা, অশোকের ধর্ম্মনিষ্ঠা যে, নালন্দার এতাদৃশ প্রসিদ্ধির হেতুভূত, অনেকে তাহা স্বীকার করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। ফলতঃ, নালন্দার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনায় শিক্ষোন্নতি-কল্পে অশোকের প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার লিপি সমূহেও তাহার বহুই নিদর্শন বিদ্যমান। অশোকের রাজত্বকালে স্ত্রী-শিক্ষারও পরিচয় পাই। এখনকার দিনের মত যদিও বালিকা-বিদ্যালয় বা 'মহিলা কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; কিন্তু তথাপি বিহারে ও মঠাদিতে অশোকের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। রাজ্যের সর্ব্বত্রই তাঁহাদের জ্ঞানালোক প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। অধিক কি, অশোক আপনার কন্যাকে ভিক্ষুণী ধর্ম্ম গ্রহণে আদেশ দিয়া এবং তাঁহাকে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিয়া স্ত্রী-শিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন, রাজ্য-মধ্যে যে সকল স্থানে বিহার ও মন্দিরাদি বিদ্যমান ছিল, সে সকল স্থানেই শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। অশোকের ধর্ম্ম লিপি প্রচার বিষয়ে ঐ সাহিত্যিকতা দৃষ্টে পণ্ডিতগণের এতদুক্তি অসমীচীন বলিয়া মনে হয় না। অশোকের রাজত্বের শিক্ষোন্নতির পরিচয় প্রসঙ্গে তক্ষশিলার নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়। একদিকে যেমন নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় প্রসিদ্ধিসম্পন্ন ছিল, অন্যদিকে তেমনি তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ নালন্দা অপেক্ষা তক্ষশিলার প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদির বিভিন্ন স্থানে তক্ষশিলার নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়।

তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়।

আলেক্‌জাণ্ডার যখন ভারত অভিযানে আগমন করেন, সে সময় তক্ষশিলা এক মহাসমৃদ্ধিশালী নগর মধ্যে পরিগণিত ছিল। তখন পুরুবংশীয় পোরাস সেই রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। পরে তক্ষশিলা মগধ-রাজ চন্দ্রগুপ্তের অধিকারভুক্ত হয়। বিন্দুসারের রাজত্বকালে, অশোক যখন তক্ষশিলার সিংহাসনে সমারূঢ়, তখনও তক্ষশিলার অশেষ সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। পরে অশোক যখন মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, কথিত হয়, সে সময় তক্ষশিলার রাজভাণ্ডারে ছত্রিশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চিত ছিল। তক্ষশিলার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, তক্ষজাতি কর্তৃক তক্ষশিলা স্থাপিত হইয়াছিল। তক্ষশিলার পরিচয় প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের গ্রন্থে প্রকাশ, ঐ স্থানে বুদ্ধদেব আপনার মস্তক ছেদন করিয়া

শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। সেই জন্য তক্ষশিলার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল। হুয়েন্-সাংও বুদ্ধদেবের মস্তক-প্রদানের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, তক্ষশিলার বিদ্যাকেন্দ্র যে অতি প্রাচীন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কথিত হয়, পুরাকালে মহর্ষি আত্রেয় তক্ষশিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ; ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থপত্রে প্রকাশ,—খৃষ্টীয় বহু শতাব্দী পূর্ব্বে তক্ষশিলা প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের উভয়-দেশের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছিল। তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বলেন,—তক্ষশিলা প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিনিময়ের প্রধান একটী কেন্দ্র ছিল। তখন সিরিয়া, বাবিলোনীয়া, মিশর আরব, ফিনিসীয়া, ইফেসীয়া প্রভৃতি পাশ্চাত্য-দেশের পণ্ডিতগণ এবং চীন প্রভৃতি প্রাচ্যদেশের পণ্ডিতগণ জ্ঞানানুশীলনের জন্য তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হইতেন। * ভারতবর্ষের জ্ঞানরত্ন প্রধানতঃ তক্ষশিলার পথে পাশ্চাত্য-দেশে সংবাহিত হয়। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত তক্ষশিলার এই জ্ঞান-গরিমার নিদর্শন প্রাপ্ত হই। এরিয়ান, ষ্ট্রাবো ও প্লিনি প্রমুখ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ প্রায় সকলেই তক্ষশিলার সমৃদ্ধির বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এরিয়ানের বর্ণনায় প্রকাশ,—'সিন্ধুনদের এবং বর্ত্তমান বিপাশা-নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে এই বহুজনাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগরী অবস্থিত ছিল।' ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো বলিয়া গিয়াছেন,—'এই সমৃদ্ধ-নগরে সুচারু বিধি-বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইহার পরিপার্শ্বিক প্রদেশ জলপূর্ণ এবং সমধিক উর্ব্বরতা-সম্পন্ন।' প্লিনি এই নগরকে সুপ্রসিদ্ধ নগর বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধগণের 'সুত্ত' গ্রন্থে † দেখিতে পাই,—এই নগর অশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। জনকোলাহলপূর্ণ এই নগর হস্তীর নিনাদে, অশ্বের হ্রেষারবে এবং রথ-শকটাদির ঘর্ঘর-ধ্বনিতে সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত। কোথাও ভেরীর নিনাদ শুনা যাইত, কোথাও মৃদঙ্গের ধ্বনি উঠিত, কোথাও বীণার ঝঙ্কারে শ্রবণ পরিতৃপ্ত হইত। কোথাও সঙ্গীতের স্বর-লহরীতে অমৃতধারা বর্ষণ করিত, কোথাও করতাল-ঘণ্টা-মন্দিরার স্বরে আনন্দের কলকল্লোল উঠিত। গৌতম-বুদ্ধের বিদ্যমান-কালে তক্ষশিলা গান্ধার-দেশের সীমান্ত-নগর বলিয়া গণ্য হইত এবং ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের এক কেন্দ্রস্থল মধ্যে গণ্য ছিল। কিন্তু

---

* এতৎসম্বন্ধে সিষ্টার নিবেদিতার উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ; যথা,—"In the Moorish University (Cordova) African Arab, Jew and European all met, some to give and others to take in the great exchange of culture. It was possible there to take, as it were, a bird's-eye view of the most widely separated races of men, each with their characteristic outlook. In the same fashion, Taxila in her day, was one of the focal points, one of the great resonators, as it were, of Asiatic culture. Here between 600 B.C. to 500 A.D., met Babylonian, Syrian, Egyptian, Arab, Phœnician, Ephesian Chinese and Indian. The knowledge that was to go out of India must first be carried to Taxila, thence to radiate in all directions."

† বৌদ্ধগণের 'মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্ত' এবং 'মহাসুদর্শন সুত্ত' দ্রষ্টব্য। সেস্থলে তক্ষশিলার অশেষ সমৃদ্ধির বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

অশোকের রাজত্বকালে তক্ষশিলা বৌদ্ধদিগের লীলাক্ষেত্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তিকালে তক্ষশিলায় শক ও গ্রীক দিগের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আলেকজাণ্ডারের সময় হইতেই তাহার সূচনা আরম্ভ হয়। প্রবাদ এই,—গ্রীক উপনিবেশিকগণের বসবাসের জন্য আলেকজাণ্ডার তক্ষশিলার সন্নিকটে 'নিকাইয়া' ও 'বুকেফালা' নামক দুইটী নগর প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সূত্রে তক্ষশিলায় গ্রীকগণের বিদ্যা ও জ্ঞানালোচনার সুবিধা পাইয়াছিলেন। ফিলাষ্ট্রেটাসের গ্রন্থপত্রে প্রকাশ,—বিদ্যাশিক্ষার জন্য আপোলোনিয়াস তক্ষশিলায় আগমন করিয়াছিলেন। পীথাগোরাস যেমন ভারতে আসিয়া জ্ঞান শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আপোলোনিয়াসও তেমনি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণে বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য তক্ষশিলায় আগমন করিয়াছিলেন। তক্ষশিলায় উপস্থিত হইলে, তত্রত্য নৃপতি গ্রীক-ভাষায় আপোলোনিয়াসের সম্বর্দ্ধনা করেন। তক্ষশিলা নগরের বহির্দেশে আপোলোনিয়াস একটা জাঁকজমকপূর্ণ বিচিত্রকারুকার্যখচিত মন্দির দেখিতে পান। সেই মন্দিরের গাত্রে চতুষ্পার্শে তাম্রফলকে বিবিধ সুন্দর সুন্দর চিত্র অঙ্কিত ছিল। তৎসমুদায়কে রাজা পোরাসের সহিত আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধের চিত্র বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে তক্ষশিলায় গ্রীক আধিপত্য বিস্তৃত হয়। ইউক্রেটাইডস্ তখন বাক্‌ট্রিয়ার অধিপতি ছিলেন। সে সময়ে তক্ষশিলা তাঁহারই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। পরিশেষে তক্ষশিলা শকগণের অধিকারভুক্ত হইয়া পড়ে। যাহা হউক, শক এবং গ্রীকগণের প্রভাবে তক্ষশিলার শিক্ষাপ্রণালীয় এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। ভারতে একটী উদার-নৈতিক প্রথা ছিল,—বিদ্যার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করা হইত না। শিক্ষার্থীরা তখন বিনাব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু গ্রীক ও শকদিগের প্রভাবে সে প্রথা বিলুপ্ত হয়। পাশ্চাত্য-জাতির সহিত সম্বন্ধ সূত্রে তক্ষশিলায় বিদ্যার বিনিময়ে অর্থগ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। তক্ষশিলায় সে সময়ে সকল বিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া হইত। দর্শন, পুরাণ, সাহিত্য, ব্যাকরণ, গণিত, বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, খনিজ-বিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা—কত নাম করিব? তক্ষশিলায় তখন কোনও বিদ্যারই অভাব ছিল না। কিন্তু পাশ্চাত্য-প্রভাবে তাহার অধিকাংশ নষ্ট হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জাতি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তাদৃশ উন্নত ছিলেন না। ভারতবর্ষের আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র অধিগত করিয়া লইবার জন্য গ্রীকগণ বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাই তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সময় চিকিৎসা-বিদ্যার অশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। যাহা হউক, পাশ্চাত্য-প্রভাবে তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্ববিধ বিদ্যাচর্চ্চায় বিঘ্ন ঘটিলেও, গ্রীক আধিপত্য বিস্তারের বহু পূর্ব্বে তক্ষশিলার যে প্রতিষ্ঠার অবধি ছিল না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কথিত হয়, এক সময়ে সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনি এবং মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি এই তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয় সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তক্ষশিলা এবং নালন্দা ভিন্ন বিদ্যাচর্চ্চার আরও যে বহু কেন্দ্র ছিল, বিহারের সাহচর্য্য-দৃষ্টে তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে। বিহারাদিতে যে কেবলমাত্র ধর্ম্মালোচনা হইত, তাহা নহে; ধর্ম্মালোচনার সঙ্গে সঙ্গে, সেখানে বিদ্যার্থীকে বিদ্যাশিক্ষাও দেওয়া

হইত। ধর্ম্মশিক্ষাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। ধর্ম্মের মধ্য দিয়া যে শিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হয়, সেই শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় তাই প্রতিপন্ন হয়. রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের রাজত্বকালে শিক্ষার বহুল প্রচার হইয়াছিল। অশোকের ঐকান্তিক চেষ্টায় জনগণের জ্ঞানোন্নতিতে সে শিক্ষা এতই বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল যে, তাহার আর তুলনা হয় না। পিতৃমাতৃ-ভক্তি, দয়া, সত্য, সরলতা, ত্যাগ, আত্মপরীক্ষা, সংযম—শিক্ষার ইহাই তো লক্ষ্য! এই শিক্ষাই তো শ্রেষ্ঠ শিক্ষা! এই শিক্ষাই তো ধর্ম্মানুগত শিক্ষা! এই আদর্শ শিক্ষার বিস্তার ও প্রসার-বৃদ্ধি-কল্পে অশোকের ঐকান্তিকতা ও আগ্রহ, তাঁহার লিপিলিপি-সমূহে উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে।

সমাজ-ধর্ম্ম।

যেমন শিক্ষায়, তেমনি সমাজ-ধর্ম্মে, আর এক উচ্চ আদর্শ প্রকটিত দেখি। অশোকের লিপি-সমূহে সমাজ-ধর্ম্মের যে শ্রেষ্ঠ নীতির আভাস প্রাপ্ত হই, তাহার আর তুলনা হয় না। লিপি-সমূহে সমাজ-ধর্ম্মের যে নীতির বিশদ উল্লেখ না থাকিলেও আভাসে যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও অল্প গৌরবজনক নহে। 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই'—অধুনা এই যে নীতির অনুসরণ সমাজে প্রত্যক্ষ করি; সেই সুপ্রাচীন কালে সে নীতি সমাজের অঙ্গে আদৌ তিষ্ঠিতে পারে নাই। তখন একান্নবর্ত্তী বহু পরিবার একত্র বাস করিত; আর তাহাতে সমাজ-মধ্যে এক উচ্চ-আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভ্রাতা, ভগ্নী, আত্মীয়-স্বজন, স্বজনবর্গ—তখন একত্র একসঙ্গে বাস করিতে ক্লেশ বোধ করিতেন না। পূর্ব্বে সামাজিক উৎসবাদিতে বহু প্রাণী নিহত হইত। অশোক সে প্রথা রহিত করিয়া অহিংসার মাহাত্ম্য খ্যাপন করিয়াছিলেন। পিতৃমাতৃ-শুশ্রূষা, বয়োবৃদ্ধ গুরুজনের প্রীতি সম্পাদন, তাঁহাদের আদেশ পালন, দয়া, সত্য, সরলতা—সমাজের এক শ্রেষ্ঠ নীতি মধ্যে পরিগণিত ছিল। জ্ঞানোন্নতি এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান তখন সকলেই শ্লাঘনীয় বলিয়া মনে করিতেন। তাই দেখিতে পাই,—শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ সকলেই জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচারে সমভাবে সচেষ্ট রহিয়াছেন। স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-আচার—নিশ্চয় সে সময় তাহার বহুল-প্রচার দৃষ্ট হইত; কিন্তু তাহাতে সমাজ-ধর্ম্মের বা সমাজ-শৃঙ্খলার কোনরূপ হানি উপস্থিত হয় নাই। এক দিকে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণ যেমন জনসাধারণের চরিত্রোন্নতির এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহায় হইয়াছিলেন; অন্য দিকে বিদুষী রমণীগণও তেমনি স্ত্রীশিক্ষায়, সমাজ-ধর্ম্মের উন্নতি-সাধনে, স্বতঃপরতঃ প্রয়াস পাইতেন। এ সময় অসবর্ণ-বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। অশোক নিয়ম করিয়াছিলেন,—অসবর্ণজাত সন্তান পিতৃসম্পত্তি লাভ করিতে পারিবে না। অনেকে অশোকের এই বিধিতে আপত্তি উত্থাপন করেন। তাঁহারা বলেন,—অশোকের পিতা বিন্দুসার এবং স্বয়ং অশোক অসবর্ণ-বিবাহ করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহারা অশোকপত্নী বিদিশানগরের দেবীর ও বিন্দুসার পত্নী ব্রাহ্মণকন্যা সুভদ্রাঙ্গীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজধর্ম্মে এবং সাধারণ-ধর্ম্মে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য, এতদুপলক্ষে তদ্বিষয় অনুধাবন করা কর্ত্তব্য। রাজার পক্ষে যাহা সম্ভব, অপরের পক্ষে তাহা সম্ভব হইতে পারে কি? যাহা হউক, অশোকের সময় হইতেই যে অসবর্ণ-বিবাহ দেশ-মধ্যে নিষিদ্ধ হইয়াছিল, প্রত্নতত্ত্ব-

সম্ভাগ যুগে, পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়-সমূহ এখন মহাযান ও হীনযান মধ্যে পরস্পর মিশিয়া গিয়াছে বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। আর সেই হেতু মহাযান সম্প্রদায়ের কোনও কোনও গ্রন্থ* হীনযান কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বোক্ত যান-তত্ত্ব আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, অশোকের রাজত্ব-কালে বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। প্রথম প্রথম নেপালের ও তিব্বতের বৌদ্ধগণ, অর্থাৎ উত্তর-দেশীয় বৌদ্ধগণ, আপনাদের অনুসৃত পন্থাকে 'মহাযান' বলিয়া ঘোষণা করিতেন। সে মতে সিংহলদেশীয় বৌদ্ধগণ 'হীনযান' পন্থার অনুসরণকারী বলিয়া অভিহিত হইতেন। আর তদনুসারে উত্তর-দেশীয় বৌদ্ধগণ 'মহাযানী' এবং দক্ষিণ দেশীয় বৌদ্ধগণ 'হীনযানী' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের এই দুই সংজ্ঞার একটু নিগূঢ় কারণও ছিল। 'মহাযান' শব্দে বৃহৎ যান বা বিস্তৃত পথ বুঝাইয়া থাকে। যে যানে বা যে পথে অনেকের স্থান-সঙ্কুলান হয়, তাহাই মহাযান।† আর যে পথ বা যে যান অল্পের জন্য নির্দ্দিষ্ট, তাহাই 'হীনযান'। সিংহলাদি দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধগণ যে হীনযানের অন্তর্ভুক্ত হন, তাহার কারণ—তাঁহারা একটী নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন এবং ত্রিপিটকের বিধি যথারীতি মান্য করিতেন। সংসারত্যাগী বিহারবাসী ভিক্ষুগণই যে প্রকৃত বৌদ্ধ, হীনযানী বৌদ্ধগণের ইহাই প্রকৃত মত। অপিচ, ভিক্ষুদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল-মন্ত্র বলিয়া মান্য করায় তাঁহাদের সংখ্যাও সুতরাং সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। আর তাই তাঁহাদের পথ হীনযান অর্থাৎ 'সীমাবদ্ধ' বা সঙ্কীর্ণ বলিয়া অভিহিত হইত। মহাযানের কর্ম্মক্ষেত্র এই হিসাবে অনেক বিস্তৃত। তাঁহাদের মতে, বৌদ্ধধর্ম্ম কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট লোকের উদ্ধারের জন্য প্রবর্ত্তিত হয় নাই; বৌদ্ধধর্ম্ম জনসাধারণের সকলের সম্পত্তি; সকল দেশের সকল জাতি, সকল দেশের সকল ধর্ম্মাবলম্বী, এই হিসাবে, বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ভুক্ত। বোধিসত্ত্ব বুদ্ধদেব সকলকেই নির্ব্বাণ দান করিবেন। খৃষ্টানগণের যীশুখৃষ্ট যেমন পাপভার হরণ করিবেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে; 'মহাযানী' বৌদ্ধগণের মতে বোধিসত্ত্ব বুদ্ধদেবও সেইরূপ সকলের উদ্ধার করিতে

আচার্য্যবিব। আর্য্যসর্ব্বাস্তিবাদ শাখার মধ্যে সাতটী সম্প্রদায় আছে; যথা,—মূলসর্ব্বাস্তিবাদ, কাশ্যপীয়, মহীশাসক, ধর্ম্মগুপ্তীয়, বহুশ্রুত, তাম্রশাটী, বিভজ্যবাদ। আর্য্যসম্মতীয় শাখার তিনটী উপবিভাগ—কৌরুকুল্লক, আবন্তক, বাৎস্যপুত্রীয়। আর্য্যমহাসাংঘিক শাখার পাঁচটী উপবিভাগ—পূর্ব্বশৈল, অপরশৈল, হৈমবত, লোকোত্তরবাদ, প্রজ্ঞপ্তি। আর্য্যস্থবির শাখার তিনটী উপশাখা—মহাবিহার, জেতবনীয় এবং অভয়গিরিবাসিন্। এতদ্ভিন্ন আরও বহু শাখা ছিল। প্রত্যেক শাখার এক একজন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রবর্ত্তক ছিলেন।

* মিলিন্দ-প্রশ্ন (মিলিন্দ পঞ্হো) প্রভৃতি মহাযান-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ হীনযান সম্প্রদায় কর্ত্তৃকও সমাদৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ অনুমান করেন, কনিষ্কের রাজত্বকালে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে, মহাযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি রচনা আরম্ভ হয়। আর তাহাতে পালিভাষা চাপা পড়িয়া যায়।

† যান শব্দের প্রকৃত অর্থ—যাহাতে যাওয়া যায়। তদনুসারে যান শব্দে কেহ 'শকট', কেহ বা পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে পথ অবলম্বন করিলে বা যে যানের আশ্রয় অবলম্বন করিলে মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, নির্ব্বাণ অধিগত হয়—তাহাই যান শব্দের প্রকৃত অর্থ। মহাযান, হীনযান, শ্রাবকযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতি বৌদ্ধগণের নানা যানের উল্লেখ গ্রন্থ-পত্রে দৃষ্ট হয়।

শিখাইতেছেন। তদনুসারে আপন আপন ধর্ম্মের মধ্যে থাকিয়া সেই ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনের দ্বারাও বৌদ্ধ হওয়া যাইবে এবং সেরূপভাবে বৌদ্ধ হইলেও নির্ব্বাণ-লাভ ঘটিবে। এ বড় অল্প প্রলোভন নহে। চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, তাতার, তিব্বত, পারস্য, প্রভৃতির মাংসভুক্ জাতিরাও তাই বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই এক দেশে হীনযানে 'অহিংসা' বৌদ্ধধর্ম্মের মূলমন্ত্র থাকিলেও অন্য দেশে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মে বলিদান প্রথা পর্যান্ত চলিয়া গিয়াছিল। মহাযানে ও হীনযানে এতটাই পার্থক্য দেখি। শ্রাবকযান প্রভৃতি অন্যান্য যান, এক হিসাবে ঐ দুই যান হইতে স্বতন্ত্র এবং এক হিসাবে ঐ দুই যানের শাখাপ্রশাখা-বিশেষ বলা যাইতে পারে। গুরুকরণ উপলক্ষে এই সকল যানের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। শ্রাবকযানের গুরু শিষ্যে বন্ধুভাব; গুরু আপন শিষ্যকে বন্ধুর ন্যায় উপদেশ দিবেন। মহাযানে গুরু, শিষ্যের কল্যাণ কামনা করেন। মন্ত্রযানে গুরু মন্ত্রদান করেন। বজ্রযানে গুরু, বজ্রধর বা দেবতা মধ্যে গণ্য। সহজযানে গুরুর উপদেশ ভিন্ন কোনও কারণেই মুক্তি নাই। কালচক্রযানে, গুরুই বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর-স্থানীয়। সুতরাং, সেখানে গুরু ও পরমেশ্বর অভিন্ন, অভেদাপন্ন। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন যানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে গুরুর অনুসরণ করার উপদেশ আছে।* রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের রাজত্বকালে এইরূপ বিভিন্ন বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধদিগের এই সকল সম্প্রদায় ভিন্ন আরও কতকগুলি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ হয়। এস্থলে তাহাদের বিবরণ প্রদান করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। অশোকের লিপিতে 'পরিব্রাজক' সম্প্রদায়ের পরিচয় পাই। ইঁহারা দেশে বিদেশে,

---

* ভিন্ন ভিন্ন যানের গুরু ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত। শ্রাবকযানের গুরু—'উপাধ্যায়'। শিক্ষক ও ছাত্রের যে সম্বন্ধ, এখানে সেই সম্বন্ধ মাত্র সূচিত হয়। মহাযানের গুরুর নাম—'কল্যাণমিত্র'। তিনি শিষ্যের কল্যাণ-কামী। এই 'কল্যাণমিত্র' গুরুর লক্ষণ 'অঙ্গুত্তর নিকায়ে' এইরূপ লিখিত আছে; যথা,—

"দুদ্দদং দদাতি মিত্তো দুক্করঞ্চাপি কুব্বতি। অথোপিস্স দুরুত্তানি খমতি দুক্খমানি চ॥
গুয্হঞ্চ তস্স অক্খাতি গুয্হস্স পরিগূহতি। আপদাসু ন জহাতি খীণেন নাতিমঞ্ঞতি॥
যস্মিং এতানি ঠানানি সংবিজ্জন্তি চ পুগ্গলে। সো মিত্তো মিত্তকামেন ভজিতব্বো তথাবিধো॥"

অর্থাৎ—(১) কঠিনত্যাজ্য ধনসম্পত্তি বন্ধুকে দান, (২) বন্ধুর জন্য দুঃসাধ্য সাধন, (৩) বন্ধুর দুর্ব্বাক্য ও দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করা, (৪) গুপ্ত বিষয় অসঙ্কোচে বন্ধুকে বলা, (৫) বন্ধুর গুপ্ত বিষয় গোপনে রাখা, (৬) বন্ধু দরিদ্র হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ না করা, (৭) ক্ষমতা হ্রাস হইলেও বন্ধুকে ভালবাসা,—এই সপ্তগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই প্রকৃত মিত্র; আর তিনিই 'কল্যাণমিত্র' নামে অভিহিত। যাঁহার ঐ সপ্তবিধ গুণ আছে, মিত্রকামী ব্যক্তির তাঁহাকে ভজনা করা উচিত।' কল্যাণমিত্র সম্বন্ধে আরও লিখিত আছে,—"অত্তদত্থং ভিক্খু ভাবিতুং বিচিনিতুং সুমিত্ততা। সুমিত্তং বিজানিত্বা কো মিত্তং ন ভজিস্সতি।" অর্থাৎ,—কল্যাণমিত্রের স্বরূপ জানিয়া কল্যাণমিত্রের ভজনা করা যে কর্ত্তব্য, সেই বিষয় এখানে বলা হইয়াছে। তার পর আরও কথিত হয়,—"কল্যাণমিত্তবতো কিং নাম ন হোম সত্যতি।" অর্থাৎ,—সকল মঙ্গলই 'কল্যাণমিত্র' দ্বারা সম্পাদিত হয়। কল্যাণমিত্র যেরূপভাবে উপাস্য মধ্যে গণ্য, অন্যান্য যানের গুরুগণও সেইরূপ ভাবে স্তরে স্তরে উচ্চ ও উচ্চতর স্থানে অধিরূঢ়। পঞ্চম খণ্ড "পৃথিবীর ইতিহাসে" ইহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

নগরে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জনসাধারণের নিকট ধর্ম্মমত ব্যক্ত করিতেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে এই সম্প্রদায়ের নিমিত্ত আবাসগৃহ ও বিহারাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভ্রমণ-কালে তাঁহারা সেই সকল আবাসগৃহে বা বিহারাদিতে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মালোচনায় নিরত থাকিতেন। কখনও কখনও তাঁহারা পান্থ-নিবাসেও আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। ফলতঃ, পরিভ্রমণকালে তাঁহাদের বাসস্থানাদির কোনই অসুবিধা হইত না। সেই সকল পরিব্রাজকগণের মধ্যে মহিলা-পরিব্রাজিকারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা চিরকুমারী অবস্থায় কালযাপন করিতেন। পরিব্রাজকগণের এক এক জন নেতা ছিলেন। তাঁহাদের অধিনায়কত্বে তাঁহারা প্রচারকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। এইরূপ, বৌদ্ধ, জৈন সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচারকগণের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। সম্প্রদায় অনুসারে পরিব্রাজকগণ বিভিন্ন নামে পরিচিত হইতেন। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের পরিব্রাজকগণ—'শাক্যপুত্র শ্রমণ'; আবার জৈনসম্প্রদায়ের পরিব্রাজকগণ—'নির্গ্রন্থ'; ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের পরিব্রাজকগণ—'আজীবক'। এইরূপ বিভিন্ন অভিধানে তাঁহারা অভিহিত ছিলেন। বৌদ্ধগণের 'অঙ্গুত্তর নিকায়' গ্রন্থে এই সকল পরিব্রাজকের নাম ও সম্প্রদায়ের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। সেখানে আরও কয়েকটী সম্প্রদায়ের নাম দৃষ্ট হয়; যথা,—মুণ্ডশাবক, জটিলক, মাগন্দিক, তেদণ্ডিক, অবিরুদ্ধক, গৌতমক এবং দেবধার্ম্মিক প্রভৃতি। সকলেই বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু গুণ-কর্ম্ম অনুসারে তাঁহারা এইরূপ বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই একটু বিশেষত্ব ছিল যে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয় ব্যক্তিও যদি পাণ্ডিত্যে ও চরিত্র-গুণে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহারাও ঐ সকল সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব-পদ-লাভে সমর্থ হইতেন। ফলতঃ, জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই যে ধর্ম্মালোচনায় যোগদান করিতে পারিতেন, এতদ্দ্বারাই তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের রাজত্বকালে জৈন, ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসীই বর্ত্তমান ছিলেন। তবে সে সময়ে বৌদ্ধগণেরই অধিক প্রভাব ছিল। 'আজীবক' সম্প্রদায় অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। অশোকের বংশধর দশরথের রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের অবসান হয়। ভগবান বুদ্ধদেবের মুখপদ্ম হইতে যে অমৃতময়ী বাণী বিনির্গত হইয়াছিল, রাজচক্রবর্ত্তী অশোক তাহারই অনুসরণ করিয়াছিলেন,—সেই পুণ্যনিষ্যন্দিনী অমৃতবাণীর প্রচার-কল্পেই তিনি জীবনমন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ভাবরার অনুশাসন হইতে অশোকের অভিপ্রায় স্পষ্টই অবগত হওয়া যায়। ভাবরার লিপিতে তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন,—

"এ কেচি ভংতে ভগবতা বুধেন ভাসিতে সবে সে সুভাসিতে।...ভগবতা বুধেন ভাসিতে এতানি ভংতে ধংমপলিযাযানি ইছামি (।) কিংতি বহুকে ভিখুপাযে চা ভিখুনিযে চা অভিখিনং সুনযু চা উপধালেযেযু চা (।) হেবং এবা উপাসকা চা উপাসিকা চা।"

ভগবান বুদ্ধদেব যে বাণী ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সুভাষিত—বন্ধনমোচনের একমাত্র উপায়-স্বরূপ। ভগবানের সেই অমৃতবাণীর অনুসরণে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ ধর্ম্মবাণী-প্রচারে ব্যাপৃত হন, উপাসক ও উপাসিকাগণ তদনুসারে কার্য্য করেন, পরন্তু জনসাধারণ সেই বাণীর মর্ম্ম অবগত হইয়া তদনুসরণে রত হয়, মহামতি অশোক সেই

আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়াছেন। অহিংসা, হিংসারাহিত্য—সর্ব্বজীবে সমদর্শন, জীবের জীবনে মমত্বভাব—অশোক এই শ্রেষ্ঠ নীতি প্রচার করিয়াছিলেন। জৈনধর্ম্মেও সে নীতির বিদ্যমানতা উপলব্ধি হয়। জৈনগণ তাই অশোককে জৈনধর্ম্মাবলম্বী সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু অশোকের লিপিতে—ভাব্রু, সাসারাম, রূপনাথ, সিদ্ধপুর প্রভৃতি লিপিতে বুদ্ধেন, বুধেন প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হইতে জৈনগণের এতদুক্তির অসারত্ব সপ্রমাণ হয়। যাহা হউক, অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম রাজধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। সুতরাং সে সময়ে অন্যান্য ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবই তখন অক্ষুণ্ণ ছিল। অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের একটী শাখারূপে, ক্ষুদ্র একটী গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরে অশোকের ঐকান্তিক চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্মের বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তৃত হয়। অশোক স্বয়ং ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, পুত্রকন্যাদিগকেও সন্ন্যাসে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহাতে যেমন সাম্রাজ্যের সমাবেশ দেখি, তেমনি তাঁহাতে সংসারবৈরাগী সন্ন্যাসীর উদারতা প্রত্যক্ষ করি। ফলতঃ, অশোক-চরিত্রে কোমল-কঠোরের এক অপূর্ব্ব সম্মিলন প্রত্যক্ষ হয়। লোকের কল্যাণ-সাধন তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। আজীবন তিনি সেই একই লক্ষ্যপথে ছুটিয়াছিলেন; কখনও তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। তাই সমাজে, ধর্ম্মে, শিক্ষায়, শাসনে তাঁহার লোকহিত-সাধনের অশেষ প্রয়াসের পরিচয় প্রাপ্ত হই। তিনি একজন আদর্শ নরপতি ছিলেন; তাঁহার আদর্শ অনুষ্ঠান পরম্পরাও তদনুরূপ ছিল। বিলাস-বাসনের অভ্যন্তরে থাকিয়াও তিনি কামনা-বাসনা-বিমুক্ত যোগিপুরুষ ছিলেন। ভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও তিনি নিষ্কাম নির্লিপ্ত হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় আদর্শ সম্রাট, তাঁহার রাজ্যের ন্যায় আদর্শ রাজ্য—এ সংসারে অতি বিরল দৃষ্টান্তেও অনুভূত হয় না।

অশোকের রাজত্বকালে রাজধানী পাটলিপুত্রের অশেষ সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সে সময় শোণ এবং গঙ্গানদী পাটলিপুত্রের পাদদেশ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল।

উপসংহার কথা।

শোণনদ এবং গঙ্গানদীর সঙ্গমস্থলে, গঙ্গার তীরে, সে সময়ে পাটলিপুত্র নগরীর অবস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায়। অধুনা যেখানে পাটনা সহর অবস্থিত, প্রত্নতত্ত্ববিদগণের সিদ্ধান্ত,—পূর্ব্বে সেই স্থান পাটলিপুত্র নামে অভিহিত হইত। কিন্তু অধুনা শোণনদের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, গঙ্গাও বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। অধুনা পাটনা সহরের আকার যেন একটী আয়তক্ষেত্রের ন্যায়; অনেকে বলেন,—প্রাচীন পাটলিপুত্রের আয়তনও তদনুরূপ ছিল। তখন উহার দৈর্ঘ্য ছিল—নয় মাইল, আর বিস্তৃতি ছিল—দেড় মাইল। মেগাস্থিনীসের গ্রন্থে প্রকাশ,—সে সময়ে রাজধানীর চারিদিক কাষ্ঠ-প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। প্রাচীরের উপরিভাগে ৫৭০টী চূড়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাচীরের চৌষট্টিটা সিংহদ্বারেরও উল্লেখ সেস্থলে দৃষ্ট হয়। অশোকের রাজত্বকালে সেই কাষ্ঠপ্রাচীরের বহির্ভাগে ইষ্টক-প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহারই রাজত্বকালে রাজধানীর সর্ব্বত্র বিচিত্র হর্ম্ম্যাবলী নির্ম্মিত হয়। সেই সকল হর্ম্ম্য এরূপই বিচিত্র ও মনোহর কারুশিল্পে সুশোভিত হইয়াছিল যে, পরবর্ত্তিকালে

তৎসমুদায়কে অনেক দেবশিল্পীর বিরচিত বলিয়া অনুমান করিতেন। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—পাটনা এবং বাঁকিপুরে মৃত্তিকাগর্ভে অধুনা সেই নগরী প্রোথিত রহিয়াছে। মেগাস্থিনীস যে কাষ্ঠপ্রাচীরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, অধুনা ঐ সকল স্থান খনিত হওয়ায় তাহারও ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অশোকের নির্ম্মিত প্রস্তর ও ইষ্টক-নির্ম্মিত হর্ম্ম্যমালার স্মৃতি-নিদর্শন-স্বরূপ তাহারও অনেকাংশ সে খননে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মৃত্তিকার উপরিভাগেও অশোকের নির্ম্মিত অট্টালিকা-সমূহের ভগ্নাবশেষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ সকল ভগ্নাবশেষ বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে, তৎসমুদায় অশোকের কীর্ত্তির সহিত অভিন্ন সপ্রমাণ হইতে পারে। কিন্তু সেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা অধুনা একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের' মেজর ওয়াডেল পাটলিপুত্রের বিদ্যমানতা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম অভিমত প্রকাশ করেন।* অধুনা বাঁকিপুরের নিকটবর্ত্তী কুমরাহারে যে খনন-কার্য্য সমাহিত হইতেছে, তাহাতে প্রাচীন পাটলিপুত্রের অনেক কীর্ত্তি-স্মৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মৌর্য্যরাজগণের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরী সে সময়ে কিরূপ সমৃদ্ধিশালী এবং জাঁকজমকপূর্ণ ছিল, এখন তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিবার অবসর পাইতেছেন। পাটলিপুত্রের সেই সমৃদ্ধির দিনে পাটলিপুত্র নগরে চারি লক্ষেরও অধিক লোকের বাস ছিল। রাজধানীর শাসন-সংরক্ষণের জন্য ছয়টী বিভিন্ন বিভাগ সংগঠিত হইয়াছিল। সেই ছয়টী বিভাগের নাম—(১) শ্রমশিল্পবিভাগ, (২) বৈদেশিক আতিথ্য-বিভাগ, (৩) জন্মমৃত্যুবিভাগ, (৪) বাণিজ্য-বিভাগ, (৫) পণ্য-বিভাগ এবং (৬) বাণিজ্য-শুল্ক বিভাগ। ছয়টী বিভাগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য-প্রণালী নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই সকল বিধি-ব্যবস্থা সত্ত্বেও সে সময়ে স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থাও বিহিত হইয়াছিল। তখনকার গ্রামগুলির অবস্থা আলোচনায় তদ্বিষয় উপলব্ধি হয়। তখন নগরের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল; কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের অবধি ছিল না। প্রত্যেক গ্রামই সমৃদ্ধিপূর্ণ এবং দেখিতে মনোরম ছিল। প্রতি গ্রামেই এক এক জন নেতা ছিলেন; তিনি গ্রামের উন্নতি-বিষয়ক অনুষ্ঠান-সমূহ তিনিই পরিদর্শন করিতেন। গ্রামগুলি সে সময়ে বিভিন্ন পল্লীতে বিভক্ত হইত। প্রতি পল্লী হইতে এক এক জন প্রতিনিধি লইয়া একটী গ্রাম্য-সভা সংগঠিত হইয়াছিল। গ্রামের নেতা বা 'মণ্ডলের' অধীনে সভা-নেই পরিচালিত হইতেন। গ্রামে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, কূপতড়াগাদি খনন, পথ-ঘাটাদির সংস্কার-সাধন, এই নেতার অধীনে গ্রাম্য-সভা সম্পন্ন করিতেন। ফলতঃ, স্থলবিশেষে সামান্য ইতর-বিশেষ পরিদৃষ্ট হইলেও, মূলতঃ গ্রাম্য-ব্যবস্থায় বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না। পরিত্যক্ত গৃহ তখন কদাচিৎ দৃষ্ট হইত। শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত সারি সারি গৃহরাজি তখন প্রতি গ্রামের শোভা সম্বর্দ্ধন করিত। প্রতি গৃহশ্রেণীর ব্যবধানে লোকের গতিবিধির জন্য পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। গৃহের পশ্চাৎ আম্রকানন, তার পর কৃষিক্ষেত্র; সে সকল কৃষিক্ষেত্রে প্রধানতঃ ধান্যাদি আবশ্যকীয় খাদ্য

---

* *Vide*, Major Waddel, *Discovery of the Exact Site of Asoka's Classic Capital of Pataliputra, the Palibothra of the Greeks, and Description of the Superficial Remains* (Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1892).

উৎপন্ন হইত। প্রতি গ্রামেই সংরক্ষিত চারণভূমি এবং সামান্য পরিমাণে জঙ্গল বা অরণ্য ছিল। গ্রামবাসীরা সেই অরণ্য হইতে জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেন। গ্রামের অধিবাসীদিগের প্রত্যেকেরই গোমহিষাদি গৃহপালিত পশু ছিল; কিন্তু কাহারও স্বতন্ত্র চারণভূমি ছিল না। একই সাধারণ চারণভূমিতে সকলেই পশুচারণ করিতেন। শস্য সংগৃহীত হইলে পশুগণ সে সকল জমীতেও চরিয়া বেড়াইত। কিন্তু যখন ক্ষেত্রে শস্য থাকিত, সে সময়ে সাধারণ চারণ-ভূমিতে পশ্বাদি প্রেরিত হইত।* ভূমি কর্ষণের ও বীজবপনের এক নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল। কৃষকেরা কৃত্রিম নালা খনন করিয়া স্ব স্ব ক্ষেত্রে জলদানের ব্যবস্থা করিত। গ্রামের প্রধান ব্যক্তি কৃষিকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। শস্যক্ষেত্রের পরিবেষ্টনীর আবশ্যক হইত না। বহুবিস্তৃত ভূমি ভূস্বামীর পোষ্যবর্গের সংখ্যা-পরিমাণ অনুসারে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইত; প্রত্যেকেই নির্দ্দিষ্ট অংশ অনুসারে উৎপন্ন শস্যের অংশ প্রাপ্ত করিতেন। স্বগ্রামবাসী ভিন্ন অন্যকে কেহই নিজ সম্পত্তি বন্ধক দিতে বা বিক্রয় করিতে পারিতেন না। রাজকর্ম্মচারীর গ্রাম পরিদর্শন উপলক্ষে গ্রামের নেতা তাঁহাদের জন্য নূতন পথ প্রস্তুত করাইয়া দিতেন, এবং আহার্য্য-সরবরাহ করিতেন। তাঁহাদের স্বস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে যাহা কিছু আবশ্যক হইত, গ্রামের নেতা বা প্রধান তাহার সকল বন্দোবস্তই করিয়া দিতেন। তখন উপযুক্ত পারিশ্রমিক লইয়া লোকে কার্য্য করিত; বেগার-প্রথা আদৌ ছিল না। গ্রামিকেরা সমবেত হইয়া, সাধারণের কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। †

---

* পশুপালক গোপালদিগের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—"The herdsman was an important personage, and is described as 'knowing the general appearance of each one of his charge and the marks upon it, skilled to remove flies' eggs from their hide and to make sores heal over, accustomed to keep a good fire going with smoke to keep the gnats away, knowing where the fords are and the drinking places, clever in choosing pasture, leaving milk in the udders, and with a proper respect for the leaders of the herd. গ্রামবাসী সকলের পশুই যে একসঙ্গে একই ক্ষেত্রে একই গোপালকের তত্ত্বাবধানে চারণ-ভূমে চরিয়া বেড়াইত, গোপালদিগের এই উক্তি হইতে তাহা সপ্রমাণ হয়।

† মিঃ রিস্ ডেভিডস্ গ্রামমণ্ডল সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল.—"This village headman had, no doubt, *to* prepare the road, and provide food, on the occasion of a royal person or high official visiting his village. But we find no mention of *corvee*, forced labour (raja-kariya) at this period....On the other hand villagers are described as uniting, of their own accord, to build Mote-halls and rest houses and reservoirs, to mend the roads between their own and adjacent villages, and even to lay out parks. And it is interesting to find that women are proud to bear a part in such works of public utility....From the fact that the appointment of this officer is not claimed for the King until the later law book, it is almost certain that, in earlier times, the appointment was either hereditary, or conferred by the village council itself."—*Vide*, Rhys David's *Buddhist India*, pp. 48 & 49. এস্থলে বালক-পালের বিষয়ই উল্লিখিত।

তখনকার দিনে শ্রমিকগণের কেহই ক্রোড়পতি ছিলেন না বটে; কিন্তু তাঁহাদের কোনও অভাবও ছিল না। সংসারের কোনও আবশ্যক দ্রব্যের অভাব কেহ অনুভব করিতেন না। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁহাদিগকে কাহারও দ্বারস্থ হইতে হইত না। সে সময় সমাজ-এতই দৃঢ় ছিল যে, অর্থ গ্রহণ করিয়া কাজ করা সকলেই বিশেষ ঘৃণাজনক বলিয়া মনে করিত। তাহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ পদ-মর্য্যাদায় ও বংশ-গৌরবে গৌরব অনুভব করিত। স্বজাতীয় প্রধান ব্যক্তির পরিচালনাধীনে থাকিয়া সকলেই সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। আপনার প্রতিনিধি আপনারাই নির্ব্বাচিত করিত, প্রচলিত প্রথা অনুসারে প্রতিনিধিগণের সভা সংগঠিত হইত। অশোকের রাজত্বকালের বিবিধ-বিষয়িণী উন্নতির মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ গ্রাম্য ব্যবস্থাও অল্প শ্লাঘনীয় নহে। কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়া থাকেন,—'ব্যবহারিক রাজনীতি-ক্ষেত্রে অশোকের পারদর্শিতার অতি অল্প পরিচয়ই পাওয়া যায়। তাঁহার পদগৌরবই তাহার একমাত্র কারণ। তিনি যদি আকবরের ন্যায় অথবা মার্কাস অরেলিয়সের ন্যায় অন্তর্দর্শী হইতে পারিতেন, তাহা হইলে রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার অশেষ প্রতিভা প্রকাশ পাইত। তবে কোনও কোনও বিষয়ে তিনি তাঁহাদের সমকক্ষ ছিলেন; এমন কি, তিনি ক্রমওয়েলের তুল্য আসন পাইবার উপযোগী।' * যাহা হউক, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের যিনি যে অভিমত ব্যক্ত করুন, রাজচক্রবর্ত্তী অশোক যে একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, পূর্ব্বোক্ত সমালোচনা হইতেই তাহা সপ্রমাণ হয়। তিনি যে শ্রেষ্ঠ পদমর্য্যাদায় সমাসীন ছিলেন, তাহারই ফলে তাঁহার অনুশাসন-সমূহ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই অনুশাসনমালার মধ্য দিয়াই তাঁহার সৌম্য সুন্দর সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি নয়ন-সমক্ষে প্রতিভাত হইতেছে; আর তাহাতে ভারতের অতীত গৌরবের আদর্শ-চিত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছি।

---

* "That he was wanting in the most efficient sort of practical statesmanship seems to have been chiefly due to the glamour of his high position, of a majesty that was, indeed (and we should never forget this), so very splendid that it was great enough to blind the eyes of most. The culture of a Marcus Aurelius for some things, with Cromwell for others, that he deserves to be compared. That is on slight praise, and had Asoka been greater than he was, he would not have attempted the impossible. We should have no Edicts. And we should probably know little of the personality of the most remarkable, the most imposing, figure among the native princes of India." *Vide* Rhys. David's *Budhist India.* Page 307.

তাঁহার পৌত্র দশরথ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার সময় হইতেই রাজধর্ম্মের—বৌদ্ধধর্ম্মের গ্লানির সূত্রপাত আরম্ভ হয়। প্রবাদ এই,—তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উন্নতির জন্য তিনি আজীবকদিগের নামে কয়েকটী গিরিগুহা উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার পর আর আর যাঁহারা মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তাঁহারা দশরথের অপেক্ষাও হীনবল ছিলেন; অধিকন্তু তাঁহারা বংশানুগত বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেহ জৈন-ধর্ম্ম, কেহ বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে, প্রতিষ্ঠিত রাজধর্ম্মের উদ্দীপনার ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। তাঁহারা অশোক বা চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় শক্তিশালী ছিলেন না, তাঁহারা নবধর্ম্মের নবীন উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত হইতে পারেন নাই; তাঁহারা আপন আপন শক্তিপ্রভাবে স্ব স্ব অবলম্বিত ধর্ম্মে শক্তি-সঞ্চার করিয়া বিচ্ছিন্ন শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহাদের উদাসীনতার ফলে, এক দিকে যেমন দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত রাজধর্ম্মের শক্তি-হানি ঘটিল, অন্যদিকে তেমনি তাঁহাদেরও অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া আসিল;—তাঁহাদের উচ্ছেদসাধনে মগধে শুঙ্গ-বংশের প্রতিষ্ঠা হইল। মৌর্য্যবংশের অবসানে, শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠায়—মূলে সেই ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বন্দ্বই বর্ত্তমান রহিয়াছে। সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া রাজচক্রবর্ত্তী অশোক যে ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলেন। অন্তরে ভিন্ন-ভাব পোষণ করিলেও তিনি প্রথমতঃ সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে প্রাণিহিংসা-নিবারণমূলক অহিংসা-ধর্ম্মের প্রচারে সে ভাবে বৈষম্য উপস্থিত হয়। তবে, তাঁহার রাজত্বকালে সে বৈষম্য বিশেষভাবে প্রকটিত হইতে পারে নাই। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে, তাঁহার বংশধরগণের এবং পারিষদগণের শাসন সময়ে, সে বৈষম্য প্রকট হইয়া পড়ে। এই সূত্রে বৈদিক যাগযজ্ঞ-প্রধান ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। প্রায় শতবর্ষব্যাপী অন্তর্বিপ্লবের ফলে, পরিশেষে মৌর্য্যবংশের অবসানে, শুঙ্গবংশের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। অশোকের নীতি-সমূহ মূলতঃ শুভপ্রদ হইলেও অশোকের রাজত্ব সময়ে বৌদ্ধগণ অতিমাত্রায় গর্ব্বান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। অশোকে সমদর্শিতা বিদ্যমান থাকিলেও বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের নিপীড়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ফলে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি সকলেরই বিদ্বেষের সঞ্চার হইয়াছিল। তাই মগধে অশোকের বংশ অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন জাতীয় প্রজার প্রতি রাজা যদি সমান স্নেহ-করুণা-প্রদর্শনে সমর্থ না হন, অল্পদিন মধ্যেই সে রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়। মৌর্য্যবংশের অবসান তাহারই প্রত্যক্ষ ফল প্রদর্শন করিতেছে। অশোকের লোকান্তরের পর তাঁহার বংশ দিন দিন হীনবল হইয়া পড়ে; আর তাঁহারা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন কেন্দ্রে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হন। পুষ্পমিত্রের প্রতিষ্ঠার মূল—রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের বংশধরগণের একদেশদর্শিতার ফল ভিন্ন অন্য কিছুই বলিতে পারি না। পুষ্পমিত্র পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রভাব প্রতিপত্তি পরিবর্দ্ধন জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন। তাহাতে হিন্দু জনসাধারণের সহানুভূতি লাভে তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা-সাধনে সমর্থ হন। অশোকাদির শাসন

সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম দেশকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল, পুষ্যমিত্রের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সে কবল হইতে উদ্ধার পাইয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়। এখানেও সেই একই ক্রিয়াশক্তি ক্রিয়মাণ,—এখানেও সেই একই ধর্ম্মের আশ্চর্য্য প্রভাব বর্ত্তমান দেখি! চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠার মূলে যেমন জৈনধর্ম্মের উন্মাদনা, অশোকের প্রতিষ্ঠার মূলে যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের অনুপ্রেরণা, পুষ্যমিত্রের প্রভাবের মূলেও তেমনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়। অশোক ও চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় পুষ্যমিত্র আপন প্রভাবে বিচ্ছিন্ন ব্রাহ্মণ্য-শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; তাই ইতিহাসে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে, পতনে ও অভ্যুত্থানে, ধর্ম্মশক্তির এই বিচিত্র লীলা সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষ হয়।

রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের লোকান্তরের পর যাঁহারা মগধের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন, প্রত্নপত্রে তাঁহাদের পরিচয় অল্পই প্রাপ্ত হই। তাঁহাদের নাম সম্বন্ধেও বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন উক্তি দেখিতে পাই। বিষ্ণুপুরাণে তাঁহাদের যে নাম দৃষ্ট হয়, বায়ুপুরাণে তাহার স্বাতন্ত্র্য প্রত্যক্ষ করি। আবার বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে আরও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। জৈনদিগের গ্রন্থেও নাম সম্বন্ধে অনেক পার্থক্য আছে। মহাবংশে অশোকের বংশধরগণের বিশেষ পরিচয় লিপিবদ্ধ হয় নাই। সেখানে মাত্র চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার এবং অশোক—এই তিন জনের মাত্র নামোল্লেখ আছে। 'দিব্যাবদানের' মতে, অশোকের পর কুনাল মগধের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। জৈনস্থবিরাবলি-চরিতেও সেই মত পরিব্যক্ত। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে ও বায়ুপুরাণে তাহার বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। বিষ্ণু-পুরাণের মতে অশোকের লোকান্তরের পর সুযশা এবং বায়ুপুরাণের মতে কুশল মগধের রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন গ্রন্থে মৌর্য্যবংশের যে বংশ-তালিকা প্রাপ্ত হই, নিম্নে তাহা প্রকটিত হইল; যথা,—

পার্শ্বটীকা: অশোকের বংশাবলি।

উল্লিখিত বংশলতা-সমূহে বিষম পার্থক্য বিদ্যমান। জৈনগ্রন্থের বংশলতায় বিন্দুসারের নাম আদৌ উল্লিখিত হয় নাই। বায়ুপুরাণেও অনেক নাম বাদ পড়িয়া গিয়াছে। তবে মৌর্য্যবংশের শেষ নৃপতির নাম সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে ও বায়ুপুরাণে কোনও পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে অশোকের পরবর্ত্তী নৃপতির নাম—কুণাল। বিষ্ণুপুরাণে তাঁহার নাম—সুযশ এবং বায়ুপুরাণে তিনি—কুশল। সে হিসাবে কুণাল, কুশল এবং সুযশ অভিন্ন বলিয়া অনুমান হয়। কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত বিষ্ণুপুরাণের দশরথ এবং বায়ুপুরাণের কুশল—এক অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। সে হিসাবে বায়ুপুরাণের সঙ্গত, বিষ্ণুপুরাণের দশরথ, দিব্যাবদানের সম্পাদী, জৈনগ্রন্থের সম্প্রতি—একই পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে সঙ্গত, দশরথের নিম্নপর্য্যায়ে অবস্থিত। বিভিন্ন গ্রন্থের বংশ-পর্য্যায়ে এরূপ পার্থক্য সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। এরূপ অসামঞ্জস্যেরও কারণ আছে। তৎপ্রসঙ্গে আমরা বলিতে পারি,—ভারতবর্ষের পুরাণেতিহাসে পর পর সকল নৃপতির নাম উল্লিখিত হয় নাই। কর্ম্মানুসারে যেখানে যাঁহার নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন হইয়াছে, শাস্ত্রকারগণ সেখানে তাঁহারই নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন মাত্র। ধারাবাহিক বংশ-পর্য্যায় রক্ষা করিয়া, ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণের নাম কোথাও উল্লেখ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, বিভিন্ন গ্রন্থে অশোকের পরবর্ত্তী নৃপতিগণ সম্বন্ধে নানা মতান্তর থাকিলেও, অশোকের লোকান্তরের পর দশরথ মগধের সিংহাসন প্রাপ্ত হন,—এই সর্ব্ববাদিসম্মত মতই আমরা গ্রহণ করিলাম। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে ২৩২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে অশোক লোকান্তর গমন করেন। তার পর দশরথ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। দশরথের সময় হইতেই মৌর্য্যবংশের পতনের সূত্রপাত হয়। পরে বৃহদ্রথের রাজ্যকালে সেনাপতি পুষ্পমিত্রের ষড়যন্ত্রে বৃহদ্রথ নিহত হন। সঙ্গে সঙ্গে মৌর্য্যগৌরব-রবি চিরতরে অস্তমিত হয়। শুঙ্গবংশের প্রথম সম্রাট পুষ্পমিত্র মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার রাজ্য-লাভের সঙ্গে সঙ্গে মগধে শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা হয়।* বিষ্ণুপুরাণের মতে মৌর্য্যরাজগণের পূর্ব্বে তিনটী রাজবংশ মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম—প্রদ্যোৎবংশ; এই বংশের পাঁচ জন নৃপতির রাজ্যকাল ১৩৮ বৎসর। দ্বিতীয়—শিশুনাগ বংশ; এই বংশের দশ জন নৃপতি ৩৬২ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তার পর নন্দবংশের আরম্ভ হয়। এই বংশের নয় জন নৃপতির রাজ্য-শাসনকাল—এক শত বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। নন্দ-বংশের শেষ নৃপতি মহাপদ্মানন্দকে নিহত করিয়া চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বিষ্ণুপুরাণ মতে মৌর্য্যবংশীয় নয় জন নৃপতি মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন; তাঁহাদের রাজ্যকাল—১৩৭ বৎসর। বৃহদ্রথ—সেই বংশের শেষ নৃপতি। তাঁহার সেনাপতি পুষ্পমিত্র তাঁহাকে নিহত করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। তৎকর্ত্তৃক মগধে শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। শুঙ্গবংশের দশ

* অশোকের বংশধরগণের পরিচয়াদি এই গ্রন্থের ২০২—২০৪ পৃষ্ঠা এবং ১৬০—১৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। তৎসম্বন্ধে যে সকল উপাখ্যানাদি প্রচলিত আছে, ঐ সকল মধ্যে তাহাও পরিদৃষ্ট হইবে।

জন নৃপতির রাজ্যকাল—১১২ বৎসর। শুঙ্গবংশের রাজ্যাবসানে যথাক্রমে কাণ্ববংশ এবং অন্ধ্রবংশ মগধরাজ্য অধিকার করেন। কাণ্ববংশ ৪৫ বৎসর এবং অন্ধ্রবংশ ৪৫৬ বৎসর মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মৌর্য্যবংশের অবসানে মগধে যে যে বংশের নৃপতিগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন, নিম্নে তাঁহাদের বংশলতা প্রকটিত হইল; যথা,—
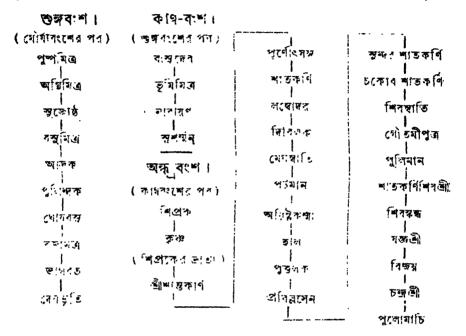
পূর্ব্বোক্ত বংশ-লতা এবং রাজ্য-কালের পরিমাণ আলোচনায় প্রতীত হয়, অশোকের মৃত্যুর পর তদ্বংশীয় এবং বিভিন্ন বংশীয় যে সকল নৃপতি মগধের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই হীনবল ছিলেন; তাই তাঁহাদের রাজ্যকাল অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। কেবল পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনের প্রবল অভিঘাতে রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছিল এবং রাজশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। তখন মগধের সে পূর্ব্বগৌরব নষ্ট হইয়াছে; চন্দ্রগুপ্তের সময়ে তৎপ্রবর্ত্তিত যে নীতি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অনুসৃত হইত, সে নীতি সে শিক্ষা তখন হতমান হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। তখন ভারতের এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, যে কোনও প্রবল শত্রুর আক্রমণে ভারত-সাম্রাজ্য ধ্বংসমুখে নিপতিত হইতে পারে। এক সময়ে সে ঘটনাও সংঘটিত হইয়াছিল। তখন দক্ষিণ-ভারতে অন্ধ্ররাজগণ শক্তি-সঞ্চয় করিতেছিলেন। অন্ধ্রগণ যে সময় সাম্রাজ্য আক্রমণ করিলেন, তখন মগধের নৃপতিগণ এতই হীনবল হইয়াছিলেন যে, অন্ধ্রগণের সে আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের আদৌ ছিল না। অন্ধ্রবংশের বিভিন্ন নৃপতির শাসনকালে মগধের প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি এক এক বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল সত্য; কিন্তু সে পূর্ব্ব-গৌরব মগধ আর কখনও পুনঃপ্রাপ্ত হয় নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে

অন্ধ্ররাজগণের রাজ্যাবসানে মগধ-সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন,—অন্ধ্ররাজগণের পর বিভিন্ন বৈদেশিক জাতি মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। তাহার ফলে দেশে অরাজকতা বৃদ্ধি পায়, রাজ্য ছিন্ন-ভিন্ন হয়। বিষ্ণুপুরাণে ভবিষ্যরাজ-বংশের উল্লেখ প্রসঙ্গে দেখিতে পাই,—অন্ধ্রগণের রাজ্যাবসানে বিভিন্ন জাতি পৃথিবী অধিকার করিবে। তৎপ্রসঙ্গে সাত জন আভীর, দশ জন গর্দ্দভিল্ল, ষোল জন শক নৃপতি, আট জন যবনরাজ, চৌদ্দ জন তুখার রাজ, তের জন মুণ্ড এবং এগার জন মৌন মহীশাসকের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিষ্ণু-পুরাণের সেই উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"সপ্তাভীরা দশগর্দ্দভিলাঃ ভূভুজো ভবিষ্যন্তি। ততঃ ষোড়শ শকা ভূভুজো ভবিতারঃ ততশ্চ অষ্টৌ যবনাঃ চতুর্দ্দশ তুখারাঃ মুণ্ডাশ্চ ত্রয়োদশ মৌনাঃ, এতে পৃথিবীং ত্রয়োদশ বর্ষশতানি নবনবত্যধিকানি ভোক্ষ্যন্তি।"

এতদ্ভিন্ন আর আর যাঁহারা ভবিষ্যকালে পৃথিবী শাসন করিবেন। বিষ্ণু-পুরাণে তাহারও বিবরণ বিবৃত আছে। এস্থলে তৎসমুদায়ের পুনরুল্লেখ বাহুল্যমাত্র।

শুঙ্গ-বংশ।

মৌর্য্য-বংশের শেষ নৃপতি বৃহদ্রথ নিহত হইলে শুঙ্গ-বংশীয় পুষ্পমিত্র মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। পুষ্পমিত্র হইতেই মগধে শুঙ্গবংশের প্রাধান্যের সূত্রপাত হয়।

পুষ্পমিত্র (শুঙ্গ)।

পুষ্পমিত্র—বৃহদ্রথের সেনাপতি ছিলেন। মহাকবি বাণভট্টের গ্রন্থে পুষ্পমিত্র কর্তৃক মগধ-সিংহাসন অধিকারের এক উপাখ্যান বিবৃত রহিয়াছে। বাণ লিখিয়াছেন,—"প্রতিজ্ঞা দুর্ব্বলং চ বলদর্শনব্যপদেশদর্শিতাশেষসৈন্যো সেনানীরনার্য্যো মৌর্য্যং বৃহদ্রথং পিপেষ পুষ্পমিত্রঃ স্বামিনম্।" রাজাকে সৈন্য পরিদর্শনছলে লইয়া গিয়া অনার্য্য সেনাপতি পুষ্পমিত্র তাঁহার প্রভুকে নিহত করেন। অভিষেকের সময় রাজা যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সিংহাসনারোহণের পর তিনি সে প্রতিজ্ঞা পালন করেন নাই। যাহা হউক, পুষ্পমিত্রের সিংহাসনাধিরোহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের এক নূতন স্তর সংগ্রথিত হইল। * পুষ্পমিত্রের রাজত্বকালের পাটলি-

* পুরাণে উল্লিখিত আছে,—মৌর্য্যবংশের শেষ নৃপতি বৃহদ্রথকে নিহত করিয়া তাঁহার সেনাপতি, শুঙ্গবংশীয় পুষ্পমিত্র, মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। মহাকবি বাণের 'হর্ষচরিত' গ্রন্থেও এতদুক্তি সমর্থিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে ভবিষ্য-রাজবংশ বর্ণন-প্রসঙ্গে শুঙ্গবংশের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সেখানে দেখিতে পাই, মৌর্য্যবংশের শেষ নৃপতি বৃহদ্রথকে নিহত করিয়া পুষ্পমিত্র মগধের সিংহাসন অধিকার করিবেন। তাঁহার রাজ্যকাল ৩৬ বৎসর স্থায়ী হইবে। পুরাণাদির আলোচনায় কাওয়েল, টমাস এবং বুলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পুষ্পমিত্রের নাম সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ পুষ্যমিত্র নামে তাঁহাকে অভিহিত করিয়াছেন। প্রাচীন পুঁথিপত্রে পুষ্পমিত্র নামই দেখিতে পাই। ডাঃ বুলারের মতে পুষ্পমিত্রই তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল। (Dr. Buhler. *Indian Antiquary*, II.) তিনি যে শুঙ্গবংশীয় ছিলেন, পুরাণাদিতে তাহারও প্রমাণ আছে। ভারহুত স্তূপের লিপিতেও সে নিদর্শন পাই। লিপির প্রথম শব্দই—'সুগনম্‌রাজে'। *Vide, Arch. Survey W. I.*, I and *Indian Antiquary*, XIV.

পুত্র মগধ-সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। তাঁহার রাজ্যের সীমা-পরিমাণাদির আলোচনায় প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—দক্ষিণে নর্ম্মদা নদী পর্য্যন্ত পুষ্পমিত্রের রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল; * গাঙ্গেয় উপত্যকায় তিনি আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বিহার, ত্রিহুত এবং আগরা ও অযোধ্যার যুক্তপ্রদেশ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু পঞ্জাব-প্রদেশে তিনি যে প্রভুত্ব-ক্ষমতা পরিচালনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। তবে উইলসন প্রমুখ কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত পুষ্পমিত্র কর্ত্তৃক পঞ্জাব অধিকারের বিষয় স্বীকার করেন।† অনেকে আবার তাহার প্রতিবাদও করিয়া থাকেন। যাহা হউক, অশোকের পরবর্ত্তী মৌর্য্যরাজগণের সময় হইতেই মগধ-সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। যে কলিঙ্গ-রাজ্য-বিজয়ে রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের অশেষ আয়াসের পরিচয় পাই, ক্রমে সে কলিঙ্গ-রাজ্যও মগধ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। কেরল, সতীয়পুত্র, পাণ্ড্য, চোল প্রভৃতি মিত্ররাজগণ তখন আর মগধের সহিত মিত্রতা-সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকেন। তাঁহারা স্ব স্ব প্রধান হইয়া মগধের প্রভুত্ব উপেক্ষা করিয়াছিলেন। শেষ এমন দাঁড়াইয়াছিল যে, মগধ সাম্রাজ্য বলিতে কেবলমাত্র পাটলিপুত্র এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ কয়েকটী জনপদকে বুঝাইত। যাহা হউক, মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া পুষ্পমিত্র কি ভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ১৮৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে পুষ্পমিত্র মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করে। তাঁহারই রাজত্বকালে গ্রীক বীর মেনাণ্ডার ভারত আক্রমণে অগ্রসর হন। মেনাণ্ডার বাক্ট্রিয়ার অধিপতি ইউক্রেটাইডসের একজন আত্মীয় ছিলেন। তিনি আলেকজাণ্ডারের ন্যায় গৌরব-সম্মান অর্জ্জনে অভিলাষী হন। সেই অভিপ্রায়ে তিনি কাবুল এবং কান্দাহারের শাসনকর্ত্তার সহিত মিলিত হইয়া, ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। বিপুল বাহিনী সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইয়া গ্রীক বীর মেনাণ্ডার সিন্ধুনদের ব-দ্বীপের সন্নিকটে উপনীত হন। ক্রমে সিন্ধু-প্রদেশ, সৌরাষ্ট্র উপদ্বীপ, কাথিয়াবাড় এবং পশ্চিম উপকূলের বহু স্থান তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। যমুনা-তীরবর্ত্তী মথুরা অধিকার করিয়া তিনি রাজপুতনার মাধ্যমিকা অবরোধ করেন। অধুনা মাধ্যমিকা চিতোরের নিকটবর্ত্তী নাগরী নামে পরিচিত। অতঃপর দক্ষিণ অযোধ্যার সাকেত বিজয় করিয়া মেনাণ্ডার পাটলিপুত্র অভিমুখে অগ্রসর হন। এই সূত্রে পুষ্পমিত্রের সহিত

* পুষ্পমিত্রের পুত্রের নাম—অগ্নিমিত্র। তাঁহার পত্নীর নীচবংশজাত এক ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার নাম—বীরসেন। তিনি মন্দাকিনী ও নর্ম্মদা নদী তীরে, মালব-দেশের সেনাপতি-পদে বরিত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, এই মন্দাকিনী ও নর্ম্মদা অভিন্ন। বোম্বাই প্রদেশে প্রচলিত একটী পাণ্ডুলিপিতে মন্দাকিনীর পরিবর্ত্তে 'নর্ম্মদা' শব্দই লিখিত আছে। পার্জিটারের মতে মন্দাকিনী দুইটী;—একটী বুন্দেলখণ্ডের বান্দা-জেলায়, আর অপরটী গোদাবরীর উপশাখারূপে অবস্থিত। *Vide, Journal of the Asiatic Society*, 1894, 204.

† *Vide* Wilson, *Theatre of the Hindus*, ii; Cunningham *Num. Chronology* 1890, p 227.

তাঁহার ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মেনাণ্ডার স্বদেশে পলায়ন করেন। মেনাণ্ডারের স্বদেশ-গমনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য-জাতির স্থল-পথে ভারত-বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা চিরতরে বিলুপ্ত হয়। * ইউরোপীয় আক্রমণকারিদিগের মধ্যে আর আর যাঁহারা পরিবর্ত্তি-কালে স্থলপথে ভারত আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই সেই একই অবস্থা ঘটিয়াছিল। ১৫৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে মেনাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন; আর তাহার পর, ১৫০২ খৃষ্টাব্দে, ভাস্কো-ডি-গামা কালিকট বন্দরে উপনীত হইয়া দুর্গ ধ্বংস করিতে অগ্রসর হন। কথিত হয়, মেনাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের সময় হইতে ভাস্কো-ডি-গামার কালিকট আক্রমণ পর্য্যন্ত প্রায় ১৬৫২ বৎসর কাল কোনও পাশ্চাত্য জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণে অগ্রসর হয় নাই। পুষ্পমিত্রের রাজ্যকালের আর এক প্রসিদ্ধ যুদ্ধ—বিদর্ভ-রাজের সহিত সংঘটিত হয়। যুবরাজ অগ্নিমিত্র সে সময়ে নর্ম্মদা-নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহ শাসন করিতেন। বিদিশা (আধুনিক ভিল্সা) নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। বিদর্ভের রাজা পুষ্পমিত্রের রাজসূয়-যজ্ঞের প্রতিবাদী হন। ফলে, বিদর্ভ-রাজ্য মগধ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। বৃদ্ধবয়সে পুষ্পমিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। পাটলিপুত্র-নগরে সেই যজ্ঞের আয়োজন হয়। পুষ্পমিত্রের পৌত্র বসুমিত্র যজ্ঞীয় অশ্ব সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। কথিত হয়, সিন্ধু-প্রদেশের যবনরাজ অশ্বের গতি প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে বসুমিত্রের সহিত যবনরাজের ঘোর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে যবনরাজ পরাজিত হইয়া পুষ্পমিত্রের বশ্যতা স্বীকার করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, এই যবনরাজ মেনাণ্ডারের

* মেনাণ্ডারের ভারত আক্রমণের উল্লেখ ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে দৃষ্ট হয়। পতঞ্জলির গ্রন্থ পত্রে এবং 'গার্গী-সংহিতা' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থে এতদ্বিষয়ের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাস লেখক লামা তারানাথের গ্রন্থেও এতৎপ্রসঙ্গের পরিচয় পাই। ... এর সমসাময়িক আপোলোডোটাস বলেন,—হিপানিস (Hyphasis—Bias) অতিক্রম করিয়া, ইমেবাসের (Imaus) মধ্য দিয়া, মেনাণ্ডার সিন্ধুনদের ব-দ্বীপের নিকটবর্ত্তী পাটালিন (Indus-Delta) এবং সরাওষ্টোস (Saraostos) অথবা সৌরাষ্ট্র-রাজ্য অধিকার করেন। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থ প্রণেতাও এতদুক্তি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে তিনি বারগাজা বন্দরে (Broach, Bharoch) সে সময়ে মেনাণ্ডার ও আপোলোডোটাস প্রবর্ত্তিত মুদ্রাদি প্রচলিত দেখিয়াছিলেন। পেরিপ্লাস গ্রন্থের এতদুক্তি হইতে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন, মেনাণ্ডার গাঙ্গেয় উপত্যকা হইতে বিতাড়িত হইলেন বটে; কিন্তু ভারতের পশ্চিম উপকূলের অনেক স্থলে, বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। যবন কর্ত্তৃক সাকেত এবং মাধ্যমিকা অবরোধের বিষয় গ্রন্থান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন,—সে যবন মেনাণ্ডার ভিন্ন অন্য কেহই নহেন। পতঞ্জলির গ্রন্থে এতদ্বিষয়ের উল্লেখ-দৃষ্টে অনুমান হয়, পতঞ্জলির জীবিত-কালে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। মাধ্যমিক কোন্ দেশের আখ্যা ছিল, তাহা সঠিক জানিতে পারা যায় না। প্রাচীন নগারি বা তম্বাবতী নগরী ঐ নামে অভিহিত হইত, কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন। ঐ নগর অতি প্রাচীন। রাজপুতানার অন্তর্গত চিতোরের এগার মাইল উত্তরে ঐ নগর অবস্থিত ছিল। নগারিতে যে প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে এতদ্বিষয় সপ্রমাণ হইতে পারে। দক্ষিণ-ভারতের কোনও দেশ সাকেত নামে অভিহিত হইত। অযোধ্যা এবং সাকেত উভয়ই স্বতন্ত্র। সাকেত নামে বহু স্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। কানিংহামের মতে, ফা-হিয়েন বর্ণিত সা-চে, হুয়েন-সাং বর্ণিত বিশাখা এবং সাকেতম—তিনই অভিন্ন প্রতিপন্ন হইয়াছে। (J R A. S., 1898 and 1920) কিন্তু অধুনা ঐ নগরের প্রকৃত অবস্থান নির্দ্দেশ করা সুকঠিন।

পরিচালিত সৈন্যদলের অন্যতম নেতা ছিলেন। যাহা হউক, বসুমিত্রের বাহুবলে যবন ও অন্যান্য রাজগণ পরাজিত হইয়া মগধের বশ্যতা স্বীকার করিলে, সমগ্র উত্তর-ভারতে পুষ্পমিত্রের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়িল। পাটলিপুত্র নগরে মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ উদ্‌যাপিত হইল। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে এই অশ্বমেধ যজ্ঞের এক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। দক্ষিণ-ভারতে অগ্নিমিত্র তখন শাসনকর্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অগ্নিমিত্রকে সম্বোধন করিয়া পুষ্পমিত্র বলিয়াছিলেন,—'অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনে সমুৎসুক হইয়া বসুমিত্রের অধিনায়কত্বে উৎসর্গীকৃত যজ্ঞীয় অশ্ব পরিচালিত হইতে থাকে। সিন্ধু-প্রদেশের যবনরাজ অশ্বের গতিরোধ করিলেন। সেই স্থানে বসুমিত্রের সৈন্যদলের সহিত যবন-সৈন্যের ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। বসুমিত্র আপন বাহুবলে যবনগণকে পরাজিত করিয়া অশ্বের উদ্ধার-সাধন করেন। বসুমিত্র অধুনা পাটলিপুত্রে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। এক্ষণে যজ্ঞ সম্পাদনের সকল আয়োজনই প্রস্তুত হইয়াছে। অতএব তুমি সত্বর পাটলিপুত্র নগরে আগমন কর।' পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ অনুমান করেন,—'পুষ্পমিত্রের সেই অশ্বমেধ যজ্ঞকালে বৈয়াকরণ পতঞ্জলি যজ্ঞস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুষ্পমিত্রের সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ আপন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।'* যাহা হউক, অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনের পর পুষ্পমিত্রের রাজ্য শান্তি-নিকেতনে পরিণত হইয়া পড়ে। যে পাটলিপুত্র নগরে এক সময়ে প্রাণি-হিংসা নিষিদ্ধ হইয়াছিল, এই সময় সেই পাটলিপুত্র নগর বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের যজ্ঞ-ধূমে আচ্ছাদিত হইল। চক্রবর্ত্তী অশোকের রাজত্বকালে, বৌদ্ধধর্ম্মের যে প্রসার-বৃদ্ধি হইয়াছিল, পুষ্পমিত্রের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্মের সে প্রতিপত্তি অনেকাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; তাঁহার রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের গৌরব হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু পুষ্পমিত্রের রাজত্বকালে, তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম ক্রমশঃ সঞ্জীবিত হইতে থাকে। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থপাঠে প্রকাশ,—পুষ্পমিত্র কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদিগের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই,—কেবল বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় তিনি সন্তোষ লাভ করেন নাই; পরন্তু তাঁহার অত্যাচার উৎপীড়নে বৌদ্ধগণ বিশেষ প্রপীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মগধ হইতে পঞ্জাবের জলন্ধর পর্য্যন্ত বৌদ্ধগণের প্রতিষ্ঠিত যে সকল বিহার ও মন্দিরাদি ছিল, পুষ্পমিত্রের

* পতঞ্জলির গ্রন্থে পুষ্পমিত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে লিখিত আছে —"ইহ পুষ্পমিত্রং যাজয়ামঃ।" পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন,—'পতঞ্জলির ব্যাকরণ-গ্রন্থের অন্যান্য অংশের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলে বুঝা যায়, পতঞ্জলি—পুষ্পমিত্রের এবং গ্রীকবীর মেনাণ্ডারের সমসাময়িক ছিলেন। পতঞ্জলির কাল-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অশেষ বাদ-বিতণ্ডার পরিচয় পাই। একদিকে ওয়েবার, অন্যদিকে গোল্‌ডষ্টুকার এবং ভাণ্ডারকার এই বাদানুবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু পরিশেষে ওয়েবার শেষোক্ত পণ্ডিতগণের গবেষণার যৌক্তিকতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে পাণিনির কাল—১৫০—১৪০ পূর্ব-খৃষ্টাব্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ কাল সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয় না। পতঞ্জলির কাল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবন্ধপত্র দ্রষ্টব্য; যথা,—Goldstucker, *Panini, His place in Sanscrit Literature*; *Indian Antiquary* Vols. I, II, XV and XVI.

আদেশে তাহা ধ্বংসমুখে নিপতিত হয়। অনেক বৌদ্ধ-ভিক্ষু বিদেশে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। * অশোকের রাজত্বকালে, অহিংসা-ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ায় বৈদিক যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান বন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু পুষ্পমিত্রের রাজত্বকালে, অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে, বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম্মের প্রাধান্য বিজ্ঞাপিত হইল। পুষ্পমিত্রের এই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলে, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সূত্রপাত হয়। বৌদ্ধ-গ্রন্থাদিতে বৌদ্ধগণের প্রতি পুষ্পমিত্রের নিষ্ঠুরাচরণের যে ভীষণতা প্রকটিত আছে, প্রত্নতত্ত্ববিদগণের কেহ কেহ তাহা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করেন। পুষ্পমিত্রের রাজত্বকালে বৌদ্ধগণের প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়ন হইয়াছিল, আর তাহার ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি সংঘটিত হয়,—বৌদ্ধগ্রন্থাদির এতদুক্তি পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—পুষ্পমিত্রের রাজত্বকালে হয় তো বৌদ্ধদিগের প্রভাব কথঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল; কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির মূলে অন্য প্রভাবের অস্তিত্বও উপলব্ধি হয়। কেবল যে পুষ্পমিত্রের নিকটই বৌদ্ধগণ নিগ্রহ-ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; পরবর্ত্তি-কালে সময় সময় ধর্ম্মোন্মত্ত নৃপতিগণের উৎপীড়নের ফলেও বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপসাধন ঘটিয়াছিল। কেবল বৌদ্ধ বলিয়া নহেন; জৈন, হিন্দু সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিই এরূপ নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালের ইতিহাস আলোচনায় তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হইবে। জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের এরূপ নিগ্রহ-ভোগের কারণও যথেষ্ট ছিল। ভারতের নৃপতি-দিগের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি-মূলে যে কঠোর বিধি বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে তাহা বিশেষ কষ্টের হেতুভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহা হউক, বৌদ্ধ-গ্রন্থাদির অতিরঞ্জিত কাহিনী হইতেও প্রকৃত তথ্য কি অবগত হওয়া যায়? ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন সকল দেশে সকল সময়েই চলিয়া আসিয়াছে। তবে বৌদ্ধগণ যেরূপভাবে যে ভীষণতার সহিত সে কাহিনী বর্ণন করেন, তাৎকালিক অবস্থাদির আলোচনায় সে বর্ণনা কল্পনামূলক ও অতিরঞ্জিত বলিয়াই মনে হয়। সমাজ-ধর্ম্মের আলোচনায় প্রতীত হয়, তখন বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ পরস্পর সৌহার্দ্যসূত্রে একত্র বসবাস করিতেন, সকলের প্রতিই রাজার সমান দৃষ্টি ছিল। † ফলতঃ, বৌদ্ধগ্রন্থকারগণ পুষ্প-

* লামা তারানাথের গ্রন্থে বৌদ্ধগণের উৎপীড়নের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ সিফ্‌নার ঐ গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেন। তারানাথের মতে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রথমতঃ রাজপুরোহিত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন রাজার পুরোহিত ছিলেন, সেস্থলে তাহার উল্লেখ নাই। 'দিব্যাবদান' গ্রন্থেও এতদ্বিষয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। Vide, Taranath, Schiefner's translation; Burnouf, *Introduction* to *Divyavadan*.

† অধ্যাপক রিজ ডেভিড্‌স্ বৌদ্ধগণের উৎপীড়নের কাহিনী অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। (*Vide*, *Journal of the Pali Text Society*. 1806, pp. 87-92). প্রত্নতত্ত্ববিৎ হগসন, সিউয়েল এবং ওয়াটার্স প্রভৃতি তাঁহার সে মত সমর্থন করিয়াছেন। হুয়েন-সাঙের সমসাময়িক রাজা শশাঙ্কের রাজত্বকালে যে বৌদ্ধ-গণের প্রতি উৎপীড়ন-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, পরিব্রাজকের গ্রন্থ-পাঠে তাহা দৃষ্ট হয়। (Beal, *Records of the Western World*, Vol. I and II). মিহিরকুলের রাজত্বকালেও বৌদ্ধগণের উৎপীড়নের পরিচয়

মিত্রের চরিত্রে বহু বৃথা কলঙ্কের আরোপ করিয়া গিয়াছেন। তারানাথের গ্রন্থে প্রকাশ,—পুষ্পমিত্র বিধর্ম্মীদিগের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিধর্ম্মীদিগের সহযোগে তিনি বৌদ্ধদিগের বিহার ও মন্দিরাদি ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার অত্যাচারে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়া ভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৪৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে পুষ্পমিত্র পরলোকগমন করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে মেনাণ্ডারের পলায়নের * পাঁচ বৎসর পরে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। পুষ্পমিত্রের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল সম্বন্ধেও মতান্তর আছে। লামা তারানাথের গ্রন্থে তৎসম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত আছে, এস্থলে তাহারই মর্ম্ম প্রদত্ত হইল; যথা,—প্রায় ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৪৯ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে যদি পুষ্পমিত্র পরলোকগমন করেন, আর মেনাণ্ডারের আক্রমণের পাঁচ বৎসর পরে যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ১৫৬—১৫৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ মেনাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের কাল নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। মুদ্রাদির প্রমাণ-পরম্পরা হইতেও এতদ্বিষয় সপ্রমাণ হইতে পারে। মেনাণ্ডারের নামাঙ্কিত মুদ্রা ভারতের নানাস্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পঞ্জাব এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণবর্ত্তী বিভিন্ন স্থানে এই সকল মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবের অন্তর্গত হামিরপুরে মেনাণ্ডারের নামাঙ্কিত প্রায় চল্লিশটী মুদ্রা প্রত্নতত্ত্ববিদগণ আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই মুদ্রায় উৎকীর্ণ লিপির আলোচনায় পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—মেনাণ্ডার এবং পুষ্পমিত্র—ইউক্রেটাইডস, এপোলোডোটাস সোটর, এণ্টিমেকস নিকেফোরস প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন।† 'গার্গী-সংহিতার' অন্তর্গত 'যুগপুরাণ'

পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে ভারতের সহিত তিব্বত এবং খোটানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিব্বতীয় ইতিহাস গ্রন্থে, ৮৪০ খৃষ্টাব্দে, রাজা ল্যাং-দর্ম্ম (*Glang Darma, Langdarma*) কর্তৃক বৌদ্ধ ধর্ম্মের গ্লানির এবং বৌদ্ধগণের উৎপীড়নের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। (*Vide*. Rockhill, *Life of the Buddha*). খৃষ্টীয় ৭৪১ অব্দে ঐরূপ অত্যাচার-উৎপীড়নের কাহিনী খোটান দেশের কাহিনীতেও পরিদৃষ্ট হয়। বৌদ্ধগণের ন্যায় জৈনধর্ম্মেরও অনেক উৎপীড়নের পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতে ঐরূপ অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছিল। (Elliot, *Coins of Southern India*). গুজরাটের শৈবরাজা অজয়দেব কর্তৃক জৈনগণের প্রতি বিষম উৎপীড়নের কাহিনী তাম্রপত্রে লিপিবদ্ধ আছে। (*Archaeological Survey of Western India.* Vol. IX.)

* অনেকে মেনাণ্ডার এবং মিলিন্দ অভিন্ন মনে করেন। তাঁহারা বলেন,—পুষ্পমিত্রের সহিত যুদ্ধে অনেক লোক নিহত হয়। মেনাণ্ডার তাহাতে তীব্র জ্বালা অনুভব করেন। ফলে রাজ্যলিপ্সার পরিবর্ত্তে তাঁহার মনে ধর্ম্মলিপ্সা জাগিয়া উঠে। বাহ্লিক প্রদেশে মেনাণ্ডার পতিতপাবন বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভারত আক্রমণে তাঁহার শাণিত অসির শোণিত-প্রবাহ ভারতবাসীর হৃদয় হইতে তখন অপসৃত হয়। মেনাণ্ডারের মতি পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া, তাঁহাকে ধর্ম্মপথের পথিকরূপে পাইয়া ভারতবাসীও তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লয়। তদবধি মেনাণ্ডার—'মিলিন্দ' নামে পরিচিত হন। তাঁহার ধর্ম্মানুসন্ধিৎসামূলক প্রশ্ন সমূহ 'মিলিন্দপঞ্হ' নাম পরিগ্রহ করিয়া, পালিভাষার অক্ষয় ভাণ্ডারে স্থান পায়। যুদ্ধ-প্রবাহে বিলোড়িত করিয়া, অতি বড় শত্রুকেও ভারতবর্ষ যে আপনার জন মধ্যে পরিগণিত করিয়া লইয়াছিল, এতৎপ্রসঙ্গ তাহারই একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মধ্যে পরিগণিত হয়।

† *Vide*, *Indian Antiquary* 1914

অংশে উক্ত হইয়াছে,—'যবন দুষ্টবিক্রান্ত যবন, সাকেত, মথুরা ও পাঞ্চাল প্রভৃতি অধিকার করিয়া কুসুমধ্বজে উপনীত হইবেন, তখন সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হইবে।' * পণ্ডিতগণ, গার্গী-সংহিতার দুষ্টবিক্রান্ত যবন এবং গ্রীক-ইতিহাসের মেনাণ্ডার এক অভিন্ন বলিয়া মনে করেন।

অগ্নিমিত্র।

পুষ্পমিত্রের লোকান্তরের পর তৎপুত্র অগ্নিমিত্র সিংহাসন প্রাপ্ত হন। পিতার জীবিত কালে তিনি যুবরাজ-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া মগধ-সাম্রাজ্যের দক্ষিণাংশ শাসন করিতেছিলেন। বিদিশা নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি মাত্র কয়েক বৎসর মগধের সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কথিত হয়, ইঁহারই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক বিরচিত হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, ঐতিহাসিক অগ্নিমিত্র এবং নাটকীয় অগ্নিমিত্র অভিন্ন প্রতিপন্ন হন। তাঁহারা বলেন,—পাটলিপুত্র এবং বিদিশা—অগ্নিমিত্রের এই দুই রাজধানী ছিল। বিদিশায় অবস্থিতি কালে যে ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহাই অবলম্বন করিয়া মহাকবি কালিদাস নাটক রচনা করিয়াছিলেন। 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'—অগ্নিমিত্র সম্বন্ধে যে উপাখ্যান দৃষ্ট হয়, সংক্ষেপে তাহা প্রকটিত হইতেছে; যথা,—'অগ্নিমিত্রের প্রধানা মহিষীর নাম ছিল—ধারিণী; মালবিকা—তাঁহার সহচারিণী ছিলেন। মালবিকা রূপসী—নবযৌবনসম্পন্না। রাজ-অন্তঃপুরে অবস্থান-কালে নাট্যাচার্য্য গণদাসের নিকট মালবিকা গীতবাদ্য-নৃত্যে নৈপুণ্য-লাভ করিয়াছিলেন। একে সুন্দরী, তাহাতে নৃত্যগীতে সুনিপুণা; রাজ্ঞী ধারিণী সেইজন্য মালবিকাকে রাজার দৃষ্টির অন্তরালে রাখিয়া ছিলেন। একদিন সহসা রাজ-চিত্রশালায় একখানি চিত্রপটের প্রতি রাজার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সেই চিত্রপটে মালবিকার প্রতিকৃতি অঙ্কিত ছিল। রাজ্ঞী ধারিণীই সেই চিত্রপট অঙ্কিত করিয়াছিলেন। চিত্রপট দর্শনে অগ্নিমিত্রের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাজা মনে মনে ভাবিলেন,—যাহার চিত্রপট এত সুন্দর, না জানি সে নিজে কিরূপ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী! রাজার কৌতূহল বাড়িতে লাগিল। রাজা মালবিকার স্বরূপ পরিচয়ের সন্ধান লইলেন। মালবিকার চাক্ষুস প্রত্যক্ষ লাভের জন্য রাজার ঐকান্তিক আগ্রহ জন্মিল। কিন্তু রাজ্ঞী ধারিণীর কৌশলক্রমে মালবিকা রাজার দৃষ্টি-বহির্ভূত রহিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে গণদাস ও হরদত্ত নামক রাজকীয় সঙ্গীতাচার্য্যদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। উভয়েই নৃপতির নিকট সেই বিরোধের মীমাংসা করাইতে গেলেন। অতঃপর রাজা ও রাণী উভয়ে উপস্থিত থাকিয়া দুই নাট্যাচার্য্যের উপর এক নাট্যাভিনয়ের ভার অর্পণ করিলেন। সে নাটক—শর্ম্মিষ্ঠা প্রণীত চতুষ্পদীযুক্ত 'ছলিক' নাটক। সে নাটকের অভিনয়-প্রদর্শন দুঃসাধ্য। সুতরাং সেই নাটকের অভিনয়ে দুই জনের

---

* 'গার্গী সংহিতা' অতি প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে ঐ গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। এতৎপ্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গ্রন্থ-পত্র দ্রষ্টব্য; যথা,—Max Muller, *India, What can it Teach us* এবং Cunningham. *Num. Chron*, 1890.

গুণপণার মীমাংসা হইবে, ইহাই ধার্য্য হইল। যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে নাট্যাচার্য্যগণ অভিনয় আরম্ভ করিলেন। মনোহর মৃদঙ্গধ্বনিতে অভিনয়ের সমাচার বিঘোষিত হইল। নেপথ্যে মালবিকা বাদিত্রবাদনে রতা হইলেন। মধুবর্ষী মৃদঙ্গের ধ্বনি কোথা হইতে উত্থিত হইতেছে,—তাহা দেখিবার জন্য রাজা উৎসুক হইলেন। তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, মালবিকাই মৃদঙ্গ বাজাইতেছিলেন। সুতরাং মালবিকাকে দেখিবার উপযুক্ত অবসর বুঝিতে পারিয়া, রাজা সঙ্গীতশালায় প্রবেশোন্মুখ হন। রাজার ভাববিপর্য্যয়-দর্শনে রাজ্ঞী ধারিণী উদ্বিগ্না হইলেন। রাজার শান্ততার জন্য বিদূষক রাজাকে অনুরোধ করিলেন। প্রকারান্তরে রাজাকে বাধা দিবার চেষ্টা হইল। কিন্তু রাজা কহিলেন,—'আমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেছি বটে; কিন্তু বাদ্যের শব্দ আমার অভিলাষ সিদ্ধির পথ-প্রদর্শনে আমাকে অগ্রসর হইবার জন্য যেন আহ্বান করিতেছে।' ইহার পর সঙ্গীত-শালায় প্রবেশ করিয়া রাজা অগ্নিমিত্র মালবিকার দর্শন লাভ করিলেন। মালবিকাকে দেখিয়াই রাজা অগ্নিমিত্রের মোহ উপস্থিত হইল। মালবিকার রূপে অগ্নিমিত্র মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। রাজা বয়স্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—'চিত্রপট দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, বুঝি বা মালবিকা এত সুন্দরী নহেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি,—মালবিকার ন্যায় অনিন্দ্যসুন্দরী সংসারে আছে কিনা; চিত্রকর মালবিকার চিত্র যথাযথ চিত্রিত করিতে পারেন নাই। চিত্রকর তাদৃশ অভিজ্ঞ হইলে চিত্র আরও কত মনোহর হইত।' মালবিকার প্রতি অঙ্গে সৌন্দর্য্য-সুষমা প্রকাশ পাইতেছিল। মালবিকা যখন রাগা-লাপে প্রবৃত্ত হইলেন, রাজা তখন একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অভিনয়ান্তে মালবিকা স্বস্থানে গমন করিলে, রাজা মালবিকার জন্য অধিকতর অধীর হইলেন। রাণী মালবিকাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। রাজা কৌশলক্রমে মালবিকার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা কর্তৃক, উদ্যানমধ্যে মালবিকার সহিত রাজার যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, দ্বিতীয়া মহিষী ইরাবতী অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহা দেখিতে পান। ক্রমে প্রধানা মহিষীর কর্ণে সে সংবাদ উপস্থিত হয়। ধারিণী ক্রোধবশে মালবিকাকে কারারুদ্ধ করেন। মালবিকার বিচ্ছেদে রাজা বিষম অধীর হইয়া পড়েন। এই সময় যবনগণের সহিত যুদ্ধে রাজকুমার বসুমিত্র জয়লাভ করেন। কুমারের বিজয়-লাভ বিঘোষিত হইলে মহিষীর অন্তরে আনন্দ হয়। তাঁহার মনে চিন্তা হয়,—এ আনন্দ-উৎসবে সকলেই যখন যোগদান করিয়া আনন্দোৎসবে মত্ত হইতেছে, তখন রাজা আর মালবিকাই বা মনঃকষ্টে কালযাপন করিবেন কেন? এই মনে করিয়া রাজ্ঞী ধারিণী রাজার সহিত মালবিকার মিলন সংঘটন করিয়া দেন। এই ঘটনার পর, মালবিকা যে রাজা মাধবসেনের ভগিনী, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। রাজ্যচ্যুত মাধবসেন মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া আপন ভগ্নী মালবিকাকে বিদিশা-নগরে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, রাজা মালবিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু পথিমধ্যে মালবিকা দস্যু কর্তৃক অপহৃতা হন। দস্যুহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মালবিকা পরিচারিকা-রূপে রাজঅন্তঃপুরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেই পরিচয় প্রকাশ পাইলে, রাজার সহিত মালবিকার পরিণয়

আর কোনই বাধা রহিল না। রাজ্ঞী রাজার করে মালবিকাকে উপঢৌকন-স্বরূপ প্রদান করিলেন। রাণীর এই উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিলেন।' মহাকবি কালিদাসের নাটকে অগ্নিমিত্রের এই পরিচয় ভিন্ন অন্য কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। অগ্নিমিত্রের রাজ্যকালের বিবরণও তাম্রপত্রে লিপিবদ্ধ দেখি না। ফলতঃ, কবির কল্পনার কথা ছাড়িয়া দিলে, অগ্নিমিত্রের রাজ্যকাল যে অতি অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল, আর তিনি যে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন নাই,—স্বল্পকালস্থায়ী তাঁহার রাজ্যকালের আলোচনায় তাহা স্বতঃই উপলব্ধি হয়।

অগ্নিমিত্রের রাজ্যাবসানে সুজ্যেষ্ঠ (বসুজ্যেষ্ঠ) মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কথিত হয়, তিনি অগ্নিমিত্রের ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকাল মাত্র সাত বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। তাঁহার পর অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্র সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইতিহাসে প্রকাশ,—এই বসুমিত্রই পিতামহ পুষ্পমিত্রের যজ্ঞাশ্ব রক্ষার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারই বাহুবলে সিন্ধু-প্রদেশের যবনরাজ পরাজিত হন। বসুমিত্রের পর আর যে চারি জন শুঙ্গবংশীয় নৃপতি মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তাঁহাদের রাজ্যকাল মাত্র সপ্তদশ বর্ষ নির্দ্দিষ্ট হয়। তাঁহাদের রাজ্যকাল এতই অল্প ছিল যে, তাহা হইতে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন,—সে সময়ে বিপ্লব-ষড়যন্ত্রের পূর্ণ অভিনয় চলিয়াছিল। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পণ্ডিতগণ বাণ-বিরচিত 'হর্ষচরিত' হইতে একটী উপাখ্যানের অবতারণা করেন। সে উপাখ্যানে দেখিতে পাই,—শুঙ্গ-বংশের অষ্টম নৃপতি সুমিত্র নাটকাভিনয়ে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। নাট্যশালায় যখন অভিনয় চলিতেছিল, সেই সময়ে মিত্রদেব নামক জনৈক অভিনেতা তরবারির আঘাতে তাঁহার মস্তক-চ্ছেদ করেন। কবি এই ঘটনার বর্ণনোপলক্ষে বলিয়াছেন,—'যেমন পদ্মের নাল হইতে পদ্মপুষ্প বিচ্ছিন্ন হয়, তেমনি সুমিত্রের দেহ হইতে তাঁহার মস্তক বিচ্যুত হইল।' শুঙ্গবংশের নবম নৃপতি—ভাগবত। তিনি প্রায় দ্বাত্রিংশ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজত্বের কোনও বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই বংশের দশম বা শেষ নৃপতি দেবভূতি বা দেবভূমি অসচ্চরিত্র ছিলেন। পদোচিত মান-সম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়া তিনি নীচ-সংসর্গে কাল কাটাইতেন। কথিত হয়, ইন্দ্রিয়-লালসা-চরিতার্থের জন্য তিনি কোনও এক হেয় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। সেই সময় গুপ্তঘাতকের অস্ত্রাঘাতে তাঁহার জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। এইরূপে মগধে শুঙ্গ বংশের অবসান হয়। অগ্নিমিত্রের পর শুঙ্গবংশীয় রাজগণের এ পরিচয় ভিন্ন অন্য কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। শুঙ্গবংশের শেষ নৃপতি দেবভূতি (দেবভূমি) অসচ্চরিত্র কদাচারী ছিলেন, আর তাঁহার মন্ত্রী বাসুদেব কর্তৃক শুঙ্গবংশের উচ্ছেদ সাধিত হয়,—সর্ব্বত্রই এই মত পরিব্যক্ত। অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড এবং গোরক্ষপুরে 'মিত্র'-নামাঙ্কিত কতকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সকল মুদ্রা শুঙ্গবংশীয় রাজগণের মুদ্রা বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কিন্তু অনেকে সে প্রমাণ গ্রহণ করেন না। মুদ্রা-সমূহের মাত্র একটীতে অগ্নিমিত্রের নাম উৎকীর্ণ আছে। অনেকে ঐ মুদ্রাটীকে পূর্ব্বোক্ত শুঙ্গবংশীয় অগ্নি-

শুঙ্গ-বংশীয় অন্যান্য নৃপতি।

মিত্রের মুদ্রা বলিয়া বিশ্বাস করেন। * কলিযুগের রাজবংশের বর্ণন ব্যপদেশে প্রত্নতত্ত্ববিৎ পার্জিটারের মন্তব্যই পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ এতৎসম্বন্ধে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পুরাণ-সমূহের আলোচনায় পার্জিটার শুঙ্গবংশীয় রাজগণের যে রাজ্যকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ঐতিহাসিকগণের মতে তাহাই সমীচীন এবং প্রামাণ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। পার্জিটারের মতে সুঙ্গবংশীয় প্রথম নৃপতি পুষ্পমিত্রের রাজ্যকাল ছত্রিশ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হয়। তাঁহার পর যথাক্রমে অগ্নিমিত্র আট বৎসর, বসুজ্যেষ্ঠ সাত বৎসর, বসুমিত্র দশ বৎসর, বসুমিত্রের পুত্র অন্ধ্রক দুই বৎসর, পুলিন্দক তিন বৎসর, তৎপুত্র ঘোষ তিন বৎসর, রাজত্ব করেন। ভোজের মৃত্যুর পর বজ্রমিত্র নয় বৎসর, ভাগবত বত্রিশ বৎসর এবং তৎপুত্র দেবভূমি বা দেবভূতি দশ বৎসর মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এইরূপে সুঙ্গবংশীয় নৃপতিগণের রাজ্যকাল এক শত বার বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। † পুরাণাদির বর্ণনার সহিতও ইহার সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন,—'পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিলে শুঙ্গ-বংশীয় রাজগণের রাজ্য-কালের এরূপ গণনা-পদ্ধতি ভ্রম-প্রমাদ পূর্ণ বলিয়া সপ্রমাণ হইতে পারে।

কাণ্ব বংশ।

বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনায় প্রকাশ,—শুঙ্গবংশের রাজ্যাবসানে কাণ্ববংশ মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। শুঙ্গ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাসুদেব কাণ্বায়ন শাখার ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাই তাঁহার বংশধরগণ কাণ্ব-বংশীয় নামে প্রসিদ্ধ। এই বংশের চারি জন নৃপতি প্রায় ৪৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ‡ তদনুসারে তাঁহাদের রাজ্যকাল নিম্নরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়; যথা,—বাসুদেব নয় বৎসর, ভূমিমিত্র চৌদ্দ বৎসর, নারায়ণ বার বৎসর এবং সুশর্ম্মা দশ বৎসর। সুশর্ম্মা হইতেই এই বংশের অবসান হয়। কাণ্ববংশের প্রতিষ্ঠাতা বাসুদেব—শুঙ্গ-বংশের শেষ নৃপতি দেবভূতির জীবিতকালেই রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। দেবভূতি—নামে রাজা হইলেও, তাঁহার

কাণ্ব বংশ।

---

* শুঙ্গবংশীয় রাজগণের প্রবর্ত্তিত মুদ্রাদির বিষয় নিম্নলিখিত গ্রন্থ-পত্রে দ্রষ্টব্য; যথা,—Cunningham, *Coins of India* এবং *Catalogue of Coins in Indian Mint*, Vol. I.

† শুঙ্গ-বংশের রাজগণের রাজ্যকালের পরিমাণ প্রত্নতত্ত্ববিৎ মিঃ পার্জিটার যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অনেকাংশে তাহা পুরাণসম্মত। *Vide*, Pargiter, *Dynasties of the Kali Age.*

‡ পুরাণাদিতে কণ্বাদি বংশ-সমূহের যে পরিচয় প্রাপ্ত হই, বিষ্ণুপুরাণ হইতে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা,—"দেবভূতিন্তু শুঙ্গরাজানং ব্যসনিনং তস্যৈবামাত্যঃ কণ্বো বসুদেবনামা নিপাত্য স্বয়মবনীং ভোক্ষ্যতি। তস্যপুত্রো ভূমিমিত্রঃ তস্যাপি নারায়ণঃ নারায়ণস্য সুশর্ম্মা. এতে কাণ্বায়নাশ্চত্বারঃ পঞ্চচত্বারিংশদ্বর্ষাণি ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি।" এ হিসাবে কাণ্ববংশের রাজ্যকাল ৪৫ বৎসর। পার্জিটারের গ্রন্থ-পত্রে প্রকাশ,—কাণ্ববংশীয় নৃপতিগণ শুঙ্গভৃত্য নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহাদের ৪৫ বৎসর রাজত্বের কথা এবং তাঁহাদের কর্তৃক পারি-পার্শ্বিক রাজ্য-সমূহ অধিকারের বিষয় সেখানে দেখিতে পাই। *Vide*, Pargiter, *Dynasties of the Kali Age.*

ক্রীড়া-পুত্তলি মধ্যে গণ্য ছিলেন। যে মিত্রদেব শুঙ্গবংশীয় সুমিত্রের প্রাণসংহার করেন, প্রত্নতত্ত্ববিদগণের বিশ্বাস, তিনিও এই কাণ্ববংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাণ্ববংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে কেহই তাদৃশ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের রাজত্ব-কালে দাবদাহী বিপ্লব-বিভীষিকার অভিনয় চলিয়াছিল,—তাঁহাদের স্বল্পকালস্থায়ী রাজ্য-কালের আলোচনায় তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। কাণ্ববংশীয় শেষ নৃপতি সুশর্ম্মাকে নিহত করিয়া অন্ধ্রবংশীয় শিপ্রক মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২৮ বা ২৭ অব্দে কাণ্ববংশের অবসানে মগধে অন্ধ্রবংশের অভ্যুদয় হয়। কাণ্ববংশের বিলোপে এবং অন্ধ্র-বংশের অভ্যুদয়ে সেই একই ক্রিয়াশক্তির ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হয়। যাহা হউক, কাণ্ব-বংশের শেষ নৃপতি কোন্ সময়ে নিহত হন এবং কোন্ সময়ে অন্ধ্রবংশের অভ্যুদয় হয়, তৎসম্বন্ধেও মতান্তর দেখিতে পাই। অন্ধ্রগণের রাজ্য তখন বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন; অন্ধ্র-রাজগণও তখন অশেষ শক্তিসম্পন্ন। তখন সমগ্র দাক্ষিণাত্য তাঁহাদের রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল। যদিও পাটলিপুত্রের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ-পরিজ্ঞাপক কোনও নিদর্শনই বর্ত্তমান নাই, কিংবা পাটলিপুত্রের সহিত সম্বন্ধ-পরিজ্ঞাপক তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত কোনও মুদ্রা ও লিপি আদি পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই; কিন্তু তাঁহাদের প্রভূত ক্ষমতার আলোচনায় অনেকে অনুমান করেন, এক সময়ে মগধ-সাম্রাজ্য তাঁহাদের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইয়াছিল। যাহা হউক, অন্ধ্রবংশের কয়েকটী মুদ্রা অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ তৎসমুদায়কে উত্তর-দেশীয় মুদ্রার প্রতিরূপ বলিয়া অনুমান করেন। মুদ্রার উপরিভাগে 'সাত' শব্দ লিখিত আছে। তাহা হইতে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, অন্ধ্রবংশের এই নৃপতি সাতকর্ণির নামে ঐ সকল মুদ্রা প্রচলিত ছিল।* ১৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ সাতকর্ণির রাজ্যকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অন্ধ্রগণের মুদ্রাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিলে প্রতিপন্ন হয়, ঐ সকল মুদ্রায় উত্তর-দেশের মুদ্রাঙ্কন-প্রভাব বিদ্যমান ছিল। পণ্ডিতগণ তাই মগধের সহিত অন্ধ্রগণের সম্বন্ধ সংস্রবের বিষয় স্বীকার করিয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার তদ্বিষয়ে সন্দেহের ভাবও প্রকাশ করেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে কণ্ব-বংশের শেষ নৃপতিকে নিহত করিয়া অন্ধ্রবংশীয় শিমুক বা শিপ্রক মগধ-সিংহাসন অধিকার করিবেন,—"সুশর্ম্মাণং কণ্বশ্চ ভৃত্যো বলাৎ শিপ্রক নামা হত্বা অন্ধ্রজাতীয়ো বসুধাং ভোক্ষ্যতি।" এ হিসাবে শিপ্রক অন্ধ্রবংশের প্রথম নৃপতি, আর তিনি কাণ্ববংশের নিধন-কর্ত্তা। তিনি কাণ্ব-রাজগণের ভৃত্য ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু প্রকৃত তথ্যের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়,—কাণ্ববংশের উচ্ছেদ-সাধনের বহু পূর্ব্ব হইতেই অন্ধ্রগণ প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। ১৪০—২৩০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহাদের সে প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। সে হিসাবে, অন্ধ্রবংশের যে রাজা সুশর্ম্মাকে নিহত করিয়াছিলেন, তিনি শিমুক নাও হইতে পারেন। সুশর্ম্মার হননকর্ত্তা কে, তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। অন্ধ্ররাজগণের রাজ্যপ্রাপ্তিকালের সম্বন্ধেও নানা মতান্তর রহিয়াছে। যাহা হউক, প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সিদ্ধান্ত করেন,—অন্ধ্রবংশের একাদশ

* 'চিলপ্পধিকারম' নামক তামিল গ্রন্থে মগধরাজ সাতকর্ণির সহিত চেরা-রাজ্যের যুবরাজের সাক্ষাতের বিষয় পরিবর্ণিত আছে। *Vide* V. K. Pillai, *The Tamils Eighteen Hundred Years Ago.*

দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ—এই নৃপতিত্রয়ের যে কেহ কাণ্ববংশের উচ্ছেদ-সাধন করিয়াছিলেন। মৌর্য্যবংশের নৃপতিগণ ১৩৭ বৎসর রাজত্ব করেন। তার পর শুঙ্গবংশীয় রাজগণের রাজ্যকাল—১১২ বৎসর; তার পর কাণ্ববংশ—৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। মৌর্য্য, শুঙ্গ ও কাণ্ব বংশত্রয়ের রাজত্বকালের মোট পরিমাণ, সে হিসাবে, ১৩৭ + ১১২ + ৪৫ = ২৯৪ বৎসর। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ৩২৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ এবং চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন-প্রাপ্তি ৩২২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ ধরিয়া লইলে, কাণ্ব-বংশের অবসান এবং অন্ধ্রবংশের সিংহাসন অধিকার—৩২২ — ২৯৪ = ২৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদগণও অন্ধ্রবংশের রাজ্যাধিকার এবং কাণ্ববংশের রাজ্যাবসান, ঐ খৃষ্টাব্দেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

অন্ধ্র-বংশ।

অন্ধ্রগণের পরিচয়

মগধে অন্ধ্রবংশীয়গণের ইতিহাস বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ। অন্ধ্রগণ দ্রাবিড় দেশের আদিম অধিবাসী বলিয়া পরিচিত। মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত যখন মগধের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তখনও অন্ধ্রগণের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল;—তখনও তাঁহারা একেবারে স্বাধীনতা হারাইয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। তখন তাঁহারা একটি শক্তিশালী জাতিরূপে দক্ষিণাত্যে বিদ্যমান ছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে এখনও তাঁহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও ভারতের দক্ষিণপূর্ব্ব উপকূলে, গোদাবরী এবং কৃষ্ণা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ব-দ্বীপে, তাঁহাদের বংশধরগণ বাস করিতেছেন বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। তাঁহারা বলেন,—সেই বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে অধুনা তেলেগু ভাষাভাষী যে জনসঙ্ঘ দৃষ্ট হয়, তাঁহাদের মধ্যেই প্রাচীন অন্ধ্রজাতির শেষ পরিচয়-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহা হউক, অন্ধ্রজাতি যে প্রাচীন জাতি, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মেগাস্থিনীস যে সময়ে ভারতে দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তখনও অন্ধ্রগণ অল্প পরাক্রমশালী ছিলেন না। তাঁহার গ্রন্থপাঠে প্রকাশ,—অন্ধ্রদিগের সামরিক শক্তি চন্দ্রগুপ্তের সামরিক শক্তি অপেক্ষা নিতান্ত হীন ছিল না। তখন অন্ধ্র-রাজ্যে—ত্রিশটী প্রাচীর-বেষ্টিত নগর বা দুর্গ ছিল। অন্ধ্ররাজের সমরবিভাগে এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য, দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য এবং এক সহস্র যুদ্ধহস্তী ছিল।* তখন কৃষ্ণানদীর তীরবর্ত্তী শ্রীকাকুলাম নগর অন্ধ্রগণের রাজধানী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।† চন্দ্রগুপ্ত বা বিন্দুসার—কাহার রাজত্বকালে অন্ধ্রগণ মগধের প্রাধান্য স্বীকার করেন, তাহার প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। চন্দ্রগুপ্ত বা বিন্দুসারের রাজত্বকালে অন্ধ্রগণ

---

* প্লিনির গ্রন্থে (Historia Naturalis) অন্ধ্রাজগণের সামরিক বলের পরিচয় আছে। মেগাস্থিনীসের গ্রন্থেও সে পরিচয় দেখিতে পাই। Vide, Vincent A Smith, *Andhra History and Coinage.*

† অন্ধ্র-রাজধানী প্রাচীন শ্রীকাকুলামের অবস্থান অধুনা নির্দ্দেশ করা দুরূহ। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন,—শ্রীকাকুলাম এক্ষণে নদীগর্ভে লুক্কায়িত। শ্রীকাকুলামের ঐতিহাসিক তথ্য নিম্নলিখিত গ্রন্থপাঠে দ্রষ্টব্য। Burgess, *Stupas of Amravati and Stupa Jaggayyapeta*; Wilson, *Mackenzie Manuscripts*; Campbell, *Telegu Grammer, Introduction*, p. H.

(বিষ্ণুপুরাণ মতে পুলোমাচি) সাত বৎসর; (৩০) চন্দশ্রী (বিষ্ণুপুরাণের মতে চন্দ্রশ্রী) দশ বৎসর। মৎস্যপুরাণের এ হিসাব অনুসারে অন্ধ্রবংশীয় এই ত্রিশ জন নৃপতি সাড়ে চারি শত বৎসর আপনাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কচিৎ কোনও শক্তির বশ্যতা স্বীকার করিলেও এ বংশ একেবারে নষ্ট-শ্রী হয় নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ২৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে শিপ্রকের মগধাধিকার গণনা করিয়া পরবর্ত্তী রাজগণের রাজ্যপ্রাপ্তিকালের এক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। নাম-সম্বন্ধে সামান্য বিভিন্নতা থাকিলেও এতৎপ্রসঙ্গে সে তালিকা প্রদানের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের প্রদত্ত সেই তালিকা; যথা,—

রাজার নাম	রাজ্যপ্রাপ্তি-কাল	রাজার নাম	রাজ্যপ্রাপ্তি-কাল।
১। শিপ্রক ...	২৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ	১৩। প্রবিল্লসেন .	২০২ খৃষ্টাব্দ।
২। কৃষ্ণ ...	৭ ”	১৪। তৃতীয় শাতকর্ণি .	২২১ ”
৩। প্রথম শাতকর্ণি ...	১২ খৃষ্টাব্দ।	১৫। চতুর্থ শাতকর্ণি •	২৪০ ”
৪। পূর্ণোৎসঙ্গ ...	৩১ ”	১৬। শিবস্বাতী ..	২৫৯ ”
৫। দ্বিতীয় শাতকর্ণি ...	৫০ ”	১৭। গৌতমীপুত্র (১ম) •	২৭৮ ”
৬। লম্বোদর ...	৬৯ ”	১৮। পুলিমায় .	২৯৭ ”
৭। ইপিলক ...	৮৮ ”	১৯। পঞ্চম শাতকর্ণি	৩১৬ ”
৮। মেঘস্বাতী ...	১০৭ ”	২০। শিবস্কন্দ .	৩৩৫ ”
৯। পটুমৎ .	১২৬ ”	২১। যজ্ঞশ্রী গৌতমীপুত্র (২য়)	৩৫৪ ”
১০। অরিষ্টকর্ম্মা ...	১৪৫ ”	২২। বিজয় ...	৩৭৩ ”
১১। হাল ...	১৬৪ ”	২৩। চন্দ্রশ্রী	৩৯২ ”
১২। পুত্তলক ...	১৮৩ ”	২৪। পুলোমাচি ...	৪১১—৪৩০ ”

প্রথম গৌতমীপুত্র হইতে দ্বিতীয় গৌতমীপুত্র পর্যান্ত পাঁচ জন নৃপতির রাজ্যকালের সহিত লিপি-সমূহে বর্ণিত কালের অসামঞ্জস্য উপলব্ধি হয়। তবে কোনও কোনও ঐতিহাসিক উক্ত পাঁচ জন নৃপতির রাজ্যকাল এক শত বৎসর স্থির করিয়া ১১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ২১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। যাহা হউক, অন্ধ্রাজগণের প্রভুত্ব-ক্ষমতা যে সময় সময় হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, কোনও কোনও রাজার শাসনকালের অল্পতা-দৃষ্টে তাহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মগধ-রাজ্য হইতে অন্ধ্র রাজগণের প্রভাব বিলুপ্ত হয়। তখন বিভিন্ন বৈদেশিক জাতির আক্রমণে ভারতভূমি প্রপীড়িত হইয়া পড়ে।

অন্ধ্রবংশের ত্রিশ জন নৃপতির নাম পুরাণাদিতে উল্লিখিত আছে। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশেরই ইতিবৃত্ত অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৮ অব্দে কাণ্বংবংশের উচ্ছেদ সাধনের সময় হইতেই অন্ধ্রগণের পরিচয় পাওয়া যায়। কাণ্ববংশীয় রাজা সুশর্ম্মাকে নিহত করিয়া অন্ধ্রগণ মগধ রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, এই মাত্র উল্লেখ আছে। অন্ধ্রগণ সাতবাহন বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিতেন। বংশমর্য্যাদার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহাদের অনেকেই আপনার নামের সহিত

অন্ধ্রবংশীয় রাজগণের বংশপরিচয়।

শাতবাহনের অপভ্রংশ 'সাতকর্ণি' সংজ্ঞা সংযোজিত করিতেন; যেমন,—চকোর শাতকর্ণি, সুন্দর শাতকর্ণি, শাতকর্ণি প্রভৃতি। কখনও তাঁহারা রাজোপাধির পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র 'শাতকর্ণি' নাম ব্যবহার করিতেন। সেই জন্য অনেক সময় তাঁহাদের নাম লইয়া গণ্ডগোল উপস্থিত হয়; পরন্তু কোন্ উপলক্ষে কোন্ রাজার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করাও অনেক সময় দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। সেই জন্য বোধ হয় কাণ্ববংশীয় শেষ নৃপতির নিধনকর্ত্তার যথার্থ পরিচয় অবগত হওয়া সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে। অন্ধ্রবংশের তৃতীয় নৃপতি শ্রীশাতকর্ণির শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবাদ এই,— পশ্চিম-ভারত তাঁহার করতলগত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে কলিঙ্গ-রাজ খারবেলের অশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। অশোকের রাজত্বকালে কলিঙ্গ-রাজ্য মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কলিঙ্গরাজ্য স্বাধীনতা অবলম্বন করে। খারবেল—সেই কলিঙ্গ-রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। শ্রীশাতকর্ণির রাজত্ব-কালে তাঁহার শক্তি-সামর্থ্য এতই বাড়িয়া গিয়াছিল যে, তিনি শ্রীশাতকর্ণির প্রভুত্ব-ক্ষমতায় একেবারে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। উদয়গিরি বা হাতিগুম্ফায় খারবেলের উৎকীর্ণ এক লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে লিপিতে তিনি জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সেই লিপির কাল ১৬৫ মৌর্য্যাব্দ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু পণ্ডিতগণের এ মত সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে পরিগৃহীত হয় নাই। সেই লিপি সম্বন্ধে অনেকেই অনেক মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু অধ্যাপক লুডার্স তৎসম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই এখন পরিগৃহীত হইতেছে। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত লিপি হইতে আমরা খারবেলের কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারি। লিপিতে প্রকাশ, খার-বেল—মহামেঘবাহন নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি 'চেত'-বংশের তৃতীয় নৃপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ২৪ বৎসর বয়সে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তদবধি তাঁহার উপাধি হয়—মহারাজ। তৎপূর্ব্বে প্রায় নয় বৎসর কাল তিনি যুবরাজ-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজ্যপ্রাপ্তির পর দ্বিতীয় বৎসরে শাতকর্ণির সহিত খারবেল বিবাদে প্রবৃত্ত হন। তদবধি তিনি বিপুল বাহিনী সহ পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। খারবেলের বহু সৎকীর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রাজত্বের পঞ্চম বৎসরে তিনি এক সুবৃহৎ দীর্ঘিকার সংস্কার-সাধন করেন। নন্দরাজের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ১০৩ বৎসর কাল ঐ দীর্ঘিকা অব্যবহার্য্য হইয়া ছিল। তদ্ভিন্ন তিনি বহু পয়ঃপ্রণালী খনন করাইয়া দেশমধ্যে জলসরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ বৎসরেই তাৎকালিক মগধরাজের সহিত খারবেলের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মগধরাজ পরাজিত হন; খারবেলের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া তিনি তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ত্রয়োদশ বর্ষ রাজত্বকালে খারবেল অসংখ্য স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। খারবেলের প্রসঙ্গে নন্দরাজের নামোল্লেখে খারবেলের বিদ্যমানকাল সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ব-বিদগণের গণনাক্রমে নন্দ-বংশের রাজ্যাবসান কাল ৩২২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। *

* *Vide*, Professer Luders in *Epigraphica Indica*. Vol. X, Appendix P. 160.

সে হিসাবে খারবেলের বিদ্যমান-কাল নিম্নরূপ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ৩২২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে নন্দবংশের শেষ নৃপতির রাজত্বাবসান হয়। তাহার ১০৩ বৎসর পরে খারবেল পয়ঃপ্রণালী খনন করেন। সুতরাং, ৩২২ − ১০৩ = ২১৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে খারবেলের রাজত্বের পঞ্চম বৎসর আরম্ভ হয়। সে হিসাবে ২১৯ + ৪ = ২২৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে অথবা ২২৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে খারবেল সিংহাসনাধিরোহণ করিয়াছিলেন, সপ্রমাণ হয়। খারবেলের প্রসঙ্গে অন্ধ্রবংশীয় তৃতীয় নৃপতি বলিয়া যে নৃপতির নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে, নানাঘাটে তাঁহার একটী প্রস্তরমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। * খারবেলের সহিত শাতকর্ণির সমসাময়িকতা বিদ্যমান দেখিয়া মনে হয়, কাণ্ববংশের শেষ নৃপতির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মগধে অন্ধ্রবংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রথম শাতকর্ণির (শ্রীশাতকর্ণির) রাজত্বকালের সহিত নানা-ঘাটের পূর্ব্বোক্ত লিপির কালের অভিন্নতা দৃষ্টে এবং অন্ধ্রবংশীয় শিমুকের ও কৃষ্ণের রাজত্বকালের বিষয় তাহাতে উল্লিখিত দেখিয়া, প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সিদ্ধান্ত করেন,—কাণ্ববংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালে অন্ধ্রবংশের প্রতিষ্ঠা ছিল, আর সিমুকের পরবর্ত্তী কোনও নৃপতি কর্ত্তৃক কাণ্ববংশের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছিল। তাঁহারা আরও বলেন,—মৌর্য্যবংশীয় যে নৃপতিকে খারবেল যুদ্ধে পরাজিত করেন, তিনি মৌর্য্যবংশের সপ্তম নৃপতি শালিশুক হওয়াই সম্ভব। রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে খারবেল মগধরাজকে পরাজিত করেন বলিয়া প্রকাশ। সে হিসাবে ২১২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সিদ্ধান্ত করেন, ঐ সময়ে শালিশুক মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। † শ্রীশাতকর্ণির পর, হাল পর্য্যন্ত অন্ধ্র-বংশীয় নৃপতিগণের কোনও বিশেষ পরিচয় গ্রন্থপত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। হাল—অন্ধ্র-বংশের নৃপতিগণের মধ্যে সপ্তদশ পর্য্যায়ে অবস্থিত। দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য তিনি সবিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। প্রবাদ এই,—তিনি প্রাচীন মহারাষ্ট্রী ভাষায় 'সপ্তশতক' নামক ঈশ্বরনীতিমূলক এক কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থ শতবাহন (নামান্তর শালিবাহন) নৃপতির নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। এই শতবাহন বা শালিবাহন কোন্ দেশে রাজত্ব করিতেন, তাহার সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে ঐ গ্রন্থ অন্ধ্র-বংশীয় হাল নৃপতির রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়; আর ঐ গ্রন্থ তাঁহারই নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল বলিয়াও তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন। ‡ হালের ন্যায় অন্ধ্র-বংশের অপরাপর নৃপতিও যে প্রাকৃত ভাষার এবং সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, গ্রন্থ-পত্রে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সিদ্ধান্ত করেন,—অন্ধ্র-বংশের রাজত্বকালে সংস্কৃত-ভাষা তাদৃশ সমাদর প্রাপ্ত হয় নাই। অন্ধ্র-বংশের ত্রয়োবিংশ নৃপতি গৌতমীপুত্র শ্রীশাতকর্ণী এবং

* বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুনা জেলার অন্তর্গত কোঙ্কণ হইতে প্রাচীন জুনার নগর পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য-পথ নানাঘাট (Nanaghat) নামে পরিচিত। Vide, *A. S. W. I*, Vol. V. P. 59.

† প্রত্নতত্ত্ববিদগণের অনেকেই এই মত পোষণ করেন। Vide, A. S. W. I., Vol V, and *Epigraphia Indica.*

‡ স্যর আর জি ভাণ্ডারকার এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাসে এতদ্বিষয় পরিবর্ণিত আছে। *Vide. Early History of Deccan.*

চতুর্ব্বিংশ নৃপতি রাজা বশিষ্ঠীপুত্র পুলোমায়ি যখন অন্ধ্রবংশের কর্ণধাররূপে বিরাজমান, সেই সময় বৈদেশিক আক্রমণকারিগণের উপদ্রবে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বৈদেশিক আক্রমণ—এই নূতন নহে। ভারতীয় রাজগণের সহিত বৈদেশিক আক্রমণকারীদিগের এরূপ সংঘর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তিকালেও যেমন চলিয়া আসিয়াছে, পরবর্ত্তিকালেও তেমনি চলিয়াছিল; কোনও কালেই তাহার বিরাম ঘটে নাই।

ক্ষত্রপ প্রাধান্য।

বৈদেশিকগণ সে সময়ে বোম্বাই অঞ্চলের কোনও কোনও স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত মুদ্রা এবং লিপির আলোচনায় সপ্রমাণ হয়,—ভারতের পশ্চিম প্রান্তে তখন ক্ষত্রপ ভূমক বৈদেশিকগণের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎকীর্ণ মুদ্রাও তখন সে অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। ভূমকের মুদ্রায় ইন্দোপার্থিয় মুদ্রার অনুকরণ লক্ষ্য করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সিদ্ধান্ত করেন,—ক্ষত্রপ ভূমক ইন্দোপার্থিয় নৃপতি গণ্ডোফারেসের অধীন ছিলেন। ভূমক কোন্ সময়ে বোম্বাই প্রদেশে প্রতিষ্ঠান্বিত হন, তাহা সবিশেষ জানা যায় না। প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে, অথবা তাহারও কিছু পূর্ব্বে, ভূমক প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন। শকগণের সহিতও তাঁহাদের সম্বন্ধ-সূত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন, তাঁহারা 'সকস্থান' বা বর্ত্তমান সিস্তান হইতে আসিয়া বোম্বাই প্রদেশে বসতিস্থাপন করিয়াছিলেন। ক্ষত্রপদিগের মধ্যে নাহাপান সবিশেষ প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। তিনি যে ভূমকের পরেই প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। ৪১ ও ৪৬ অব্দের মধ্যে নাহাপানের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। নাহাপানের পূর্ব্বে যে সকল ক্ষত্রপ নৃপতি ঐ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের প্রসঙ্গ গ্রন্থ-পত্রে কচিৎ দেখিতে পাই। সুতরাং প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ নাহাপান হইতেই সৌরাষ্ট্রের ক্ষত্রপ বা 'সা'-রাজগণের বংশ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থ পত্র হইতে এই ক্ষত্রপ বংশের বা 'সা'-রাজবংশের তালিকা উদ্ধৃত হইল; যথা,—

রাজার নাম	মুদ্রার কাল	রাজ্যকাল	রাজার নাম	মুদ্রার কাল	রাজ্যকাল।
১। নাহাপান	৪১	১১৯ খৃষ্টাব্দ।	১৫। বিজয়সেন	১৬০	২৩৮ খৃষ্টাব্দ।
২। চষ্টন	—	—	১৬ ঈশ্বরদত্ত	—	—
৩। জয়দমন	—	—	১৭। দমযদশ্রী (২য়)	১৭৬	২৫৪ ,,
৪। রুদ্রদমন	৭২	১৫০ খৃষ্টাব্দ।	১৮। রুদ্রসেন (২য়)	১৮০	২৫৮ ,,
৫। দমঘদ	—	—	১৯। বিশ্বসিংহ	১৯৭	২৭৫ ,,
৬। জীবদমন	১০০	১৭৮ ,,	২০। ভর্ত্তৃদমন	২০০	২৭৮ ,,
৭। রুদ্রসিংহ	১০৩	১৮১ ,,	২১। সিংহসেন	—	—
৮। রুদ্রসেন	১২৫	২০৩ ,,	২২। বিশ্বসেন	২১৬	২৯৪
৯। সঙ্ঘদমন	১৪৪	২২২ ,,	২৩। রুদ্রসিংহ (২য়)	২৩১	৩০৯
১০। পৃথিবীসেন	১৪৪	২২২ ,,	২৪। যশোদমন (২য়)	২৪০	৩১৮
১১। দমসেন	১৪৮	২২৬ ,,	২৫। সিংহসেন (২য়)	—	
১২। দমযদশ্রী	১৫৪	২৩২	২৬। রুদ্রসেন (৩য়)	২৭০	৩৪৮
১৩। বীরদমন	১৫৮	২৩৬	২৭। রুদ্রসিংহ (৩য়)	৩১০	৩৮৮
১৪। যশোদমন	১৬০	২৩৮			

'নাহাপান' নাম দৃষ্টে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ তাঁহাকে পারসিক বংশজাত বলিয়া অনুমান করেন। ভূমকের ন্যায় তিনিও প্রথমে ক্ষত্রপ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি 'মহাক্ষত্রপ' নামে পরিচিত হন। রাজপুতানা হইতে নাসিক এবং পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর অন্তর্গত পুণা জেলা পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। সে হিসাবে সমগ্র কাথিয়াবাড় ও সৌরাষ্ট্র, নাহাপানের রাজ্যান্তর্ভুক্ত হইত। নাহাপানের পরবর্ত্তী রাজগণের রাজত্বকালে ক্ষত্রপ-বংশ অন্ধ্র-গণের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই ক্ষত্রপ বা সা-রাজগণের বহু লিপি ও মুদ্রা পশ্চিম-ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তন্মধ্যে নাসিকে একটী গিরিগুহায় মহাক্ষত্রপ নাহাপান যে লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, সেই লিপি সবিশেষ প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। এস্থলে সেই লিপির মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল, যথা ;—সেই সিদ্ধাত্মা পরমেশ্বরের নামে এই গুহা এবং পুষ্করিণী উৎসর্গীকৃত হইল। দিনীকপুত্র নাহাপানের জামাতা প্রিয় উষভদত্ত কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধনের অন্তর্গত তিরস্মি পর্ব্বতে এই গুহা নির্ম্মিত হইয়াছে। নাহাপান তিন শত গাভী এবং প্রচুর স্বর্ণ দান করিয়াছেন। তিনি বার্ণসর নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন; ব্রাহ্মণগণকে ও দেবগণকে তিনি যোলটী গ্রাম দান করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর তিনি শত সহস্র ব্রাহ্মণকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়াছেন। বহু অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। ভারুকচ্ছে তিনি বহু বিশ্রামাগার নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।' ইত্যাদি। লিপিতে নাহাপানের সৎকার্য্যের এইরূপ অশেষ পরিচয় বিদ্যমান আছে। নাহাপানের এই লিপির ঐতিহাসিক মূল্যও যথেষ্ট। ব্রাহ্মণগণের প্রতি যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, লিপি হইতে তাহা নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ হয়। তিনি ব্রাহ্মণগণকে বহু নগর-জনপদ, স্বর্ণরৌপ্য এবং গাভী দান করিয়াছিলেন। স্নানের ঘাট প্রস্তুত, বিশ্রামাগার নির্ম্মাণ, ধর্ম্মশালা ও উদ্যান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা, কূপখনন এবং জনহিতকর বিবিধ অনুষ্ঠান, মুক্তহস্তে দান—নাহাপানের অশেষ কীর্ত্তির পরিচায়ক। তাঁহার সময়ে যে বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম সখ্যসূত্রে সংবদ্ধ ছিল, লিপি হইতে তাহা বুঝা যায়। লিপিতে সপ্রমাণ হয়,—নাহাপান মালয়-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। উত্তমভদ্র নামক ক্ষত্রিয় জাতির সাহায্যার্থ তাঁহার এই অভিযানের আয়োজন। গির্ণার পর্ব্বতেও এই সা-রাজ বা ক্ষত্রপ রাজগণের এক লিপি পরিদৃষ্ট হয়। সেই লিপি 'রুদ্রদমন লিপি' নামে প্রখ্যাত। ভাষাতত্ত্ববিৎ জেম্‌স প্রিন্সেপ সেই লিপির পাঠোদ্ধার করেন। রুদ্রদমন—এই ক্ষত্রপদিগের মধ্যে চতুর্থ পর্য্যায়ে অবস্থিত। দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার রাজ্যকাল নির্দ্দিষ্ট হয়। এই রুদ্রদমন লিপির বিশেষত্ব এই যে, লিপিতে অশোকের এবং চন্দ্রগুপ্তের নামোল্লেখ আছে। লিপিতে আছে,—পূর্ব্বোক্ত সেতু বর্ষার প্লাবনে ভগ্ন হইয়া যায়। মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রধান শিল্পী পুষ্পগুপ্ত কর্ত্তৃক ঐ সেতু পুনর্নির্ম্মিত হয়। তার পর অশোকের আদেশে যবনরাজ তুসাস্প তাহার সংস্কার-সাধন করেন। আরও পরে ১৫০ খৃষ্টাব্দে (শকাব্দ—৭২) মহাক্ষত্রপ রুদ্রদমন এই সেতুর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। রুদ্রদমনের এই লিপি হইতে সপ্রমাণ হয়, অন্ধ্রবংশের রাজগণের সহিত সঙ্ঘর্ষে কখনও ক্ষত্রপগণ, কখনও অন্ধ্রগণ, বিজয় লাভ করিয়াছিলেন।

অন্ধ্র-বংশের শেষ রাজগণ।

অন্ধ্রবংশের ত্রয়োবিংশ নৃপতি রাজা গৌতমীপুত্র শ্রীশাতকর্ণির সহিত ক্ষত্রপগণের ঘোর যুদ্ধ হয়। ১০৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসন প্রাপ্ত হন বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন। ১২৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে তিনি ক্ষত্রপদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করিয়া লন। ক্ষত্রপগণের পরাজয়ের নিদর্শন-স্বরূপ তিনি তাঁহাদের প্রচারিত সমস্ত মুদ্রা আহরণ করিয়া তদুপরি আপনার নাম মোহরাঙ্কিত করিয়া দেন। গৌতমীপুত্র হিন্দুধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া পরিচিত। বৌদ্ধ এবং হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ই তাঁহার নিকট তুল্য-সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু শক পহ্লব এবং জাতিহীন বৈদেশিকগণকে তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধ—এতদুভয় সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার সদাশয়তার অবধি ছিল না। অন্ধ্ররাজগণ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও বৌদ্ধদিগের উন্নতির এবং প্রসার-বৃদ্ধির জন্য তাঁহারা অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৩২ খৃষ্টাব্দে রাজা গৌতমীপুত্র শ্রীশাতকর্ণি পরলোকগমন করিলে তাঁহার পুত্র রাজা বসিষ্ঠীপুত্র পুলোমায়ি সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কথিত হয়, তিনি ক্ষত্রপ-বংশের চতুর্থ রাজা উজ্জয়িনীর প্রথম রুদ্রদমনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এইরূপ সম্বন্ধ সত্ত্বেও উভয় বংশের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের অবসান হয় নাই। রুদ্রদমনের লিপিতে প্রকাশ,—অন্ধ্রপতি পুলোমায়ির বিরুদ্ধে রুদ্রদমন দুই বার সমরায়োজন করেন এবং গৌতমীপুত্র শ্রীশাতকর্ণি কর্ত্তৃক অধিকৃত ক্ষত্রপগণের রাজ্যের অনেকাংশ কাড়িয়া লন। তবে বৈদেশিক আক্রমণে যেরূপ উৎপীড়নের অভিনয় হয়, এই সম্বন্ধসূত্রে অন্ধ্ররাজ্যে সেরূপ অত্যাচার-স্রোত প্রবাহিত হয় নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন, ১৫০ খৃষ্টাব্দের পরই রুদ্রদমনের রাজ্য-বিজয়াকাঙ্ক্ষার অবসান হয়। ঐ সময়ই তিনি তাঁহার বিজিত রাজ্য-সমূহের এক তালিকা প্রকাশ করেন। রুদ্রদমন একজন শিক্ষিত রাজনীতিক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বে ক্ষত্রপ (ক্ষহরত) বংশ ভারতের একটী প্রধান রাজবংশ মধ্যে পরিগণিত হয়। তিনি ক্ষত্রপ (জাম্রাপ) চষ্টনের পৌত্র ছিলেন। পিতামহের ন্যায় রুদ্রদমনের মুদ্রাও গ্রীক, ব্রাহ্মী এবং খারোষ্ঠি ভাষায় উৎকীর্ণ হইয়াছিল। চষ্টনের রাজ্যকালের কোনও বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই। তবে তাঁহার পৌত্র রুদ্রদমনের রাজ্যকাল হইতে তাঁহার বিদ্যমানকালের একটু পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। ১৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রুদ্রদমনের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। সে হিসাবে, ৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চষ্টনের বিদ্যমান-কাল নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সিদ্ধান্ত করেন,—সে হিসাবে চষ্টন কুষণরাজ কনিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন এবং তিনি কনিষ্কের প্রাধান্য মান্য করিতেন।* ১৬৩ খৃষ্টাব্দে বসিষ্ঠীপুত্র পুলোমায়ি লোকান্তর গমন করেন। গৌতমীপুত্র যজ্ঞশ্রী অন্ধ্র-সিংহাসন প্রাপ্ত হন। অন্ধ্র-রাজগণের মধ্যে তিনিই সমধিক প্রসিদ্ধি-

* প্রত্নতত্ত্ববিৎ বুলার সর্ব্বপ্রথম কুষণ-বংশের সহিত ক্ষত্রপ-বংশের এই সম্বন্ধ-সংস্রবের পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার সেই গবেষণা ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের 'ইণ্ডিয়ান এণ্টিকয়ারী' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। *Vide Indian Antiquary, 1913.* নাহাপানের উৎকীর্ণ শিলার লিপি সম্বন্ধে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, এতৎপ্রসঙ্গে তাহাও দ্রষ্টব্য।

যজ্ঞশ্রী। ১৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি প্রায় উনত্রিংশ বৎসর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি ক্ষত্রপগণের মুদ্রার অনুকরণে আপন মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অনেকে তাই মনে করেন, তাঁহার রাজত্বকালে ক্ষত্রপ-বংশের সহিত অন্ধ্র-বংশের সৌহার্দ্দ্য-সম্বন্ধ পুনরায় সংস্থাপিত হইয়াছিল। কেহ কেহ আবার বলেন,—যজ্ঞশ্রীর মুদ্রাঙ্কন-পদ্ধতির অনুশীলনে ক্ষত্রপ-বংশের পরাজয়ের কথাও মনে আসিতে পারে। পুলোমায়ির রাজত্বকালে ক্ষত্রপ (সাত্রাপ) গণের সহিত অন্ধ্র-বংশের যে যুদ্ধবিগ্রহাদি চলিতেছিল, যজ্ঞশ্রীর রাজত্বকালে পুনরায় সেই যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধের ফলে পুলোমায়ির হৃত-রাজ্যসমূহ যজ্ঞশ্রী পুনরায় উদ্ধার করিয়াছিলেন। পশ্চিম-প্রদেশে যে সকল মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা তদ্দেশ-প্রচলিত পূর্ব্ববর্ত্তী মুদ্রার অনুকরণেই নির্ম্মিত হওয়া সম্ভবপর। দস্তা ও তাম্র প্রভৃতি নির্ম্মিত অসংখ্য মুদ্রা যজ্ঞশ্রী প্রচারিত করিয়াছিলেন। সেই সকল মুদ্রায় উৎকীর্ণ লিপি হইতে যজ্ঞশ্রীর দীর্ঘকালস্থায়ী রাজ্যকালের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। * একটী মুদ্রায় একখানি জলযানের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সিদ্ধান্ত করেন,—যেমন জলপথে তেমনি স্থলপথে যজ্ঞশ্রীর প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। যজ্ঞশ্রীর পর অন্ধ্র-বংশের যাঁহারা রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নামে মাত্র রাজা ছিলেন। এই বংশের শেষ নৃপতি চতুর্থ পুলোমায়ি হইতেই অন্ধ্র-বংশের অবসান হয়। ২২৫ খৃষ্টাব্দে এই বংশের শেষ রাজা চন্দ্রশ্রীর লোকান্তরের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ্র-বংশের গৌরব-রবি চিরদিনের অস্তমিত হয়। কি কারণে অন্ধ্র-বংশের অধঃপতন হইল, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কোনও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রায় পাঁচ শতাব্দী কাল যে বংশের প্রভুত্ব-প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, সহসা সে বংশের বিলোপের কারণ কি? বিভিন্ন ঘটনাবলীর আলোচনায় বুঝা যায়, যজ্ঞশ্রীর পরবর্ত্তী রাজগণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় প্রদেশে আপনাদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন নাই। সাতবাহন-বংশের যিনিই যখন শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই তখন স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করিয়া দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন জনপদে আপন আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদগণ সিদ্ধান্ত করেন,—উত্তর-ভারতের কুশান-বংশের শেষ নৃপতি যখন পরলোকগমন করেন, সেই সময় অন্ধ্র-বংশের রাজ্যাবসান হয়। কিন্তু কেহ আবার বলেন,—এই সময়েই যে অন্ধ্র-বংশের অবসান হইয়াছিল, তাহাও বলা যায় না। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর ভারত-ইতিহাস অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সুতরাং সে সময়ে অন্ধ্র-বংশের যে সকল রাজা রাজ্যলাভ করেন, তাঁহাদের রাজ্যকালের কোনও ইতিবৃত্ত অবগত হওয়া যায় না। পুরাণাদিতে অন্ধ্রবংশের পর অন্যান্য যে সকল জাতির রাজত্বের কথা লিখিত আছে, তাঁহাদের পরিচয়ও কিছু পাওয়া যায় না। সুতরাং অন্ধ্রগণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ইতিহাসের একটী অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।

* ভাণ্ডারকার বলেন,—অন্ধ্রগণের দুইটী স্বতন্ত্র-বংশ ছিল। তাহাদের একটী পূর্ব্বদেশীয় এবং অপরটী পশ্চিম-দেশীয়। অন্ধ্রগণ এই দুইটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু ভাণ্ডারকারের এতদুক্তি অনেকে সমর্থন করেন না। অন্যান্য প্রমাণাদি হইতে বুঝা যায়, অন্ধ্রগণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় প্রদেশই শাসন করিতেন।

অন্ধ্র-বংশের এবং তাঁহাদের সমসাময়িক ভারতের অন্যান্য রাজ-বংশের যে সকল মুদ্রা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল, তৎসমুদায়ের আলোচনায় অনেক নূতন তথ্য অবগত হওয়া যায়। পুরাণে দেখিতে পাই, অন্ধ্র-বংশের প্রথম রাজা শিপ্রক কাণ্ব-বংশের শেষ নৃপতি সুশর্ম্মাকে নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিবেন। বিভিন্ন পুরাণে অন্ধ্র-বংশীয় এই রাজার বিভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়। বায়ুপুরাণে এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে তাঁহার নাম—সিন্ধুক। মৎস্যপুরাণে তাঁহার নাম—শিশুক, এবং পুরাণান্তরে তাঁহার নাম—শিপ্রক। এইরূপ, বিভিন্ন পুরাণে তাঁহার বিভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়। মহারাষ্ট্র রাজ্যের কোলাপুরে 'তীর-ধনু' চিহ্ন-সমন্বিত এক প্রকার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সিদ্ধান্ত হয়,—অন্ধ্র-রাজগণের রাজত্বকালে ঐ সকল মুদ্রা প্রচলিত ছিল। তিন জন রাজার নামে ঐ মুদ্রা প্রচলিত হয়। কিন্তু অন্ধ্র-বংশের কোন্ কোন্ রাজার রাজত্বকালে ঐ সকল মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। সংস্কৃত বর্ণমালায় মুদ্রার উপরিভাগে ত্রিবিধ নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে। প্রথম—'রাজা বাসিষ্ঠীপুত্র বিলিবায়কুর', দ্বিতীয়—'রাজা মাধরিপুত্র শিবলকুর' এবং তৃতীয়—'রাজা গৌতমীপুত্র বিলিবায়কুর (২য়)।' নৃপতিত্রয়ের নাম—পর্য্যায়ক্রমে পর পর মুদ্রায় অঙ্কিত দেখিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ তাঁহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য অবধারণেই নির্দেশ করিয়া থাকেন। এক শ্রেণীর মুদ্রা-তত্ত্ববিৎ বলেন,—ঐ সকল মুদ্রা প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণের উৎকীর্ণ মুদ্রা; উহা অন্ধ্র-রাজগণের প্রবর্ত্তিত মুদ্রা নহে। কেহ কেহ আবার তৎসমুদায় অন্ধ্রগণের উৎকীর্ণ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন। যদি শেষোক্ত মতই যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে রাজা গৌতমীপুত্র বিলিবায়কুর (২য়)—পুরাণোক্ত ত্রয়োবিংশ নৃপতি গৌতমী-পুত্র শ্রীশাতকর্ণি হওয়া অসম্ভব। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—'বিলিবায়কুর', রাজগণের নাম ছিল, কি তাঁহাদের উপাধি ছিল? সে প্রশ্নের মীমাংসা করা দুরূহ। অন্ধ্র-বংশের চতুর্বিংশ নৃপতি পুলোমায়ি 'শাতকর্ণি' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রপ-বংশীয় প্রথম রুদ্রদমনের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দুই বার তিনি রুদ্রদমনের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। পুলোমায়ি—গৌতমীপুত্রের পুত্র বলিয়া পুরাণে পরিচিত। সাধারণতঃ বিশ্বাস,—এই পুলোমায়ি ক্ষত্রপরাজ রুদ্রদমনের নিকট পরাজিত হন। এ তথ্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী রাজগণের কাল নির্দেশে বিশেষ কোনও সংশয় উপস্থিত হয় না। প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্গণ পশ্চিম ভারতের ক্ষত্রপ রাজগণের দুইটী স্বতন্ত্র বংশকে অভিন্ন মনে করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হন। মহারাষ্ট্র-দেশের ক্ষত্রপ-বংশ এবং চষ্টন-প্রতিষ্ঠিত উজ্জয়িনীর ক্ষত্রপ-বংশ—দুইটিই স্বতন্ত্র। পশ্চিম-ভারতে উভয় বংশই রাজত্ব করিতেন সত্য; কিন্তু তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কদাচ ঐক্য ছিল না। সুতরাং উভয় বংশের এক সাধারণ সংজ্ঞা নির্দেশ না করাই যুক্তিসঙ্গত। নাসিকে নহপানের, আর উজ্জয়িনীতে চষ্টনের, রাজধানী ছিল। চষ্টনের পৌত্র রুদ্রদমন প্রথম পুলোমায়িকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্বরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু অন্ধ্রবংশের গৌতমীপুত্র যে স্বয়ং নহপানের সহিত

উপসংহারে বক্তব্য।

যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। নাহাপানের মুদ্রা হইতে প্রমাণ হয়,—গৌতমীপুত্র কর্তৃক নাহাপান-বংশের উচ্ছেদ-সাধনের বহু পূর্ব্বে নাহাপান লোকান্তর গমন করিয়াছিলেন। * প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক টলেমির গ্রন্থে টিয়াষ্টানিসের রাজধানীর বর্ণনায় উজ্জয়িনীর নামোল্লেখ আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করেন,—টলেমির গ্রন্থে চষ্টই টিয়াষ্টানিস নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। † যাহা হউক, অন্ধ্র-বংশের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের আর এক অঙ্কের পরিসমাপ্তি হয়। ইহার পর প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত এক অপরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। সে ইতিহাস বড়ই বৈচিত্র্যপূর্ণ। তখন ভারতের পূর্ব্বগৌরব লুপ্তপ্রায়—ভারতের সে শক্তি ধূল্যবলুণ্ঠিত। ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট তখন আর কেহই ছিল না। যে শক্তি প্রভাবে চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, প্রভৃতি রাজচক্রবর্ত্তিগণ আদর্শ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় জগতে বরণীয় আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে শক্তি তখন সুপ্ত—নিষ্ক্রিয়। সে শক্তিকে জাগরিত করিবার সামর্থ্য তখন আর কাহারও ছিল না। তাই ভারতের সে যুগের ইতিহাস চিরঅন্ধকারাচ্ছন্ন।

---

* পূর্ব্বে নাহাপানের যে লিপির বিষয়ের মর্ম্ম প্রদত্ত হইয়াছে, নাহাপানের সেই লিপির ইংরাজী অনুবাদ এস্থলে প্রদত্ত হইল।—"To the Perfect One: This cave and these small tanks were caused to be constructed on the mounts Trirasmi in Gobardhana by the beloved Usavadata, the son-in-law of King Kshaharata Satrap Nahapana, son of Dinika, who gave three hundred thousand cows, presented gold and constructed flights of steps on the river Barnasaya; gave sixteen villages to gods and Brahmans; fed a hundred thousand Brahmans every year; provided eight wives for Brahmans at Prabhasa the holy place; constructed quadrangles, houses, and halting places at Bharukachcha, Dasapura, Govardhana, Soparaga; made gardens, tanks, and wells; charitably enabled men to cross Iba, Parada, Damana, Tapi, Karabina and Dahanuka, by placing boats on them; constructed Dharmasalas and endowed places for the distribution of water and gave capital worth a thousand for thirty two Nadhigeras, for the Charanas and Parishads in Pinditakavada, Govardhana, Suvarnamukha, Sorparaga, Ramatirtha, and in the village of Namagola. By the command of the lord, I went in the rainy season to Malaya, to release Hiradha the Uttamabhadra. The Malayas fled away at the sound (of our war music), and were all made subjects of the Khatriyas, the Uttamabhadras. Thence I went to Poksharani, and there performed ablutions and gave three thousand cows and a village."

† ১৫১ খৃষ্টাব্দের পর টলেমি পরলোকগমন করেন বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। টলেমির গ্রন্থে প্রকাশ,—তৎকালে হিপোকুরায় বেলিওকুরাস রাজত্ব করিতেছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে বেলিওকুরাস এবং অন্ধ্রবংশের অয়োবিংশ নৃপতি গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হন। ১২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ক্ষহরাত (Kshaharata) রাজ্য অধিকার করেন। পণ্ডিতগণের মতে টলেমি বর্ণিত হিপোকুরা এবং নাসিক অভিন্ন।

দেশে অরাজকতা আনয়ন করিয়াছিলেন; তখন গ্রীকগণের অবিশ্রান্ত আক্রমণের ফলে শোণিত-প্রবাহে ভারতভূমি পরিপ্লাবিত হইতেছিল; তখন বিভিন্ন রাজন্যবর্গের পরস্পর বিবাদের ফলে দেশ-মধ্যে অশান্তির অনল প্রজ্বালিত হইয়াছিল; তখন হুন্‌চি ও হুন প্রভৃতি অসভ্য জাতির পুনঃপুনঃ আক্রমণের ফলে ভারতবাসী প্রপীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল; তখন, জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মের দ্বন্দ্বে অনাচার বৃদ্ধি পাইয়াছিল; আর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অত্যাচারের ফলে যথেচ্ছাচারের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সেই ঘোর দুর্দ্দিনে যিনি ভারত-তরণীর কর্ণধাররূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেই মনীষী অল্প শক্তিসম্পন্ন ছিলেন না। বৌদ্ধধর্ম্মরূপ শাক্তের বিদ্যুৎপ্রবাহ সেই শক্তিশালী পুরুষে মণিকাঞ্চন-সংযোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মৌর্য্যসম্রাট অশোকের পোষকতায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মহীয়সী শক্তি প্রস্তুত ছিল। অশেষ ধী-শক্তিসম্পন্ন বড় পুরুষ তিনি, বৌদ্ধধর্ম্মের সেই সত্বশক্তিকে আয়ত্ত করিয়া ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপনে যে শক্তি নিয়োজিত করিলেন।

মৌর্য্য-সম্রাট অশোকের লোকান্তরের পর যিনি ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট বলিয়া পরিচিত হন, তিনি সেই কুষাণ বংশীয় অমিতবিক্রান্ত কণিষ্ক। তিনি কুষাণ বা শকবংশীয় নৃপতি দ্বিতীয় কাডফাইসেসের পুত্র। বৈদেশিক আক্রমণকারিগণের মধ্যে ভারতের অঙ্কে অঙ্ক মিশাইয়াছিলেন বলিয়া গ্রীকবীর মেনাণ্ডারের নাম যেমন উজ্জ্বল হইয়া আছে, কণিষ্কের স্মৃতি তাঁহার কর্ম্মগুণে আরও উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। যখন দেশবিজয়ে নরশোণিতপাতে পাপের আঁধারে হৃদয় সমাচ্ছন্ন, সহসা বুদ্ধদেবের দিব্যজ্যোতিঃ তাঁহার হৃদয়-মধ্যে উদ্ভাসিত হইল। অনুতাপের অশ্রুজলে হৃদয় ভাসিয়া গেল। অনুশোচনার অন্তর্দাহে অন্তর দগ্ধীভূত হইল। কণিষ্ক পবিত্রাত্মা বুদ্ধ-দেবের চরণে শরণ লইলেন। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের জীবনে যেমন অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল, কণিষ্কের জীবনেও সেইরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্মের দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণগ্রামে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণে পরিবৃত হইয়া, বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমাগান কীর্ত্তনে, শেষ জীবন তিনি সন্ন্যাসীর ন্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি লুণ্ঠনকারী অতি পাষণ্ড ছিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মের উন্মাদনা প্রকাশ পাওয়ায় ধর্ম্মপ্রাণ ভারত তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছিল। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার এতাদৃশ অনুরাগ জন্মিয়াছিল যে, ভারতে উপনিবিষ্ট শকগণ বৌদ্ধ মধ্যে পরিগণিত হইয়া আপনাদিগকে হিন্দু নামে পরিচিত করিতে গৌরব অনুভব করিতেন। কণিষ্ক শক নৃপতি বলিয়াই পরিচিত। কিন্তু কেহ কেহ তাঁহাকে 'ইয়েচি'-জাতির কুষণ শাখার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। শক, কুষণ, ইয়েচি প্রভৃতি জাতির সম্বন্ধ-সংস্রব এক সময়ে বড়ই জটিল হইয়া পড়িয়াছিল। 'ইন্দো-সিদীয়' বা ভারতের অধিবাসী শকগণ সে সময় পার্থক্য-নির্দ্দেশের জন্য 'কুষণ' সংজ্ঞা লাভ করেন।—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। 'ইয়েচি' জাতির সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ-সংস্রব হেতু কণিষ্ক এবং তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণ ও তাঁহার পরবর্ত্তী শক নৃপতিগণ ইয়েচি জাতির অন্যতম শাখার অন্তর্ভুক্ত হইতেন। যাহা হউক, শক নৃপতিগণের মধ্যে কণিষ্ক যে একজন অদ্বিতীয় বীরপুরুষ ছিলেন,

কণিষ্কের রাজ্যসীমা।

ইহাই রাজা-সীমার আলোচনায় তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারে। কথিত হয়, ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের, বারাণসী পর্য্যন্ত এক সময়ে তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল। দক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র-দেশ এবং উজ্জয়িনী প্রদেশ তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিল। উত্তর ভারত-সীমান্ত আফগানিস্থান তাঁহার রাজ্যের কেন্দ্র ছিল। পেশোয়ারে তিনি রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কাশগড়, ইয়ারকন্দ, খোটান প্রভৃতি তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তিব্বতের উত্তরস্থিত চীন-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত তুর্কিস্থান, তিনি আপন অধিকারে আনিয়াছিলেন। প্রথমে সীমান্ত রক্ষার জন্য তাঁহাকে চীনের করদরাজ মধ্যে পরিগণিত হইতে হইয়াছিল বটে; কিন্তু পরিশেষে তিনি সে সম্বন্ধ-সূত্রও ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাশ্মীরে অবস্থিতি-কালে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাং শুনিয়াছিলেন, কনিষ্ক যখন গান্ধার-রাজ্যে রাজত্ব করিতেন, তখন তাঁহার প্রভুত্ব-ক্ষমতা পার্শ্বপার্শ্বিক রাজ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। হুয়েন-সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে প্রকাশ,—পূর্ব্বে সুং-লিং পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত কনিষ্কের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সে দিকে পূর্ব্বদিকে পামির প্রদেশ হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত জনপদ কনিষ্কের রাজ্যান্তর্ভুক্ত হয়। ভারতে তাঁহার মুদ্রা-সমূহ কাডফাইসেসের মুদ্রার সহযোগে উল্লিখিত হইয়া থাকে। সেই মুদ্রাদি হইতে সপ্রমাণ হয়, কাবুল হইতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী গাজীপুর পর্য্যন্ত কনিষ্কের রাজ্য-সীমা বিস্তৃত হইয়াছিল। মুদ্রার সংখ্যা-বাহুল্য এবং প্রকারভেদ দৃষ্টে, তাঁহার দীর্ঘকাল-স্থায়ী রাজত্বের বিষয় মনে আসে। তখন সিন্ধু-প্রদেশ তাঁহার রাজ্যান্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। * গ্রীকদিগের অধিকৃত সমুদায় রাজ্য তিনি অধিকার করিয়াছিলেন। এমন কি, মেসোপোটেমিয়া পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। রোমসম্রাট ট্রেজানের রাজত্ব-কালে মেসোপোটেমিয়া একবার রোমসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু হাড্রিয়ানের রাজত্ব-কালে সে রাজ্য পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ট্রেজানের রাজত্বকালে ভারত হইতে রোমে দূত প্রেরিত হয়। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, কনিষ্ক সেই দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। † কনিষ্কের রাজত্বকালে সমগ্র কাশ্মীর তাঁহার পদানত হয়। তিনি তথায় বহু বিহার ও

---

* ভাওয়ালপুরের নিকটবর্ত্তী সু-বিহারের (Sue Vihar) লিপিতে কনিষ্ক 'দেবপুত্র' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তৎপ্রসঙ্গে লিপিতে উল্লিখিত আছে—"মহারাজা রাজাতিরাজ দেবপুত্র কণিষ্ক।" কনিষ্কের রাজত্বের একাদশ বৎসরে সেই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

† হাড্রিয়ানের রাজত্বকালে আর্মেনিয়া, মেসোপোটামিয়া এবং আসিরিয়া রোম-সাম্রাজ্যের অঙ্গ হইতে স্খলিত হয়। (Merivale, *History of the Romans*) ট্রেজানের রাজত্বকালে ভারতীয় দূতগণের উপস্থিতি উপলক্ষে রোমের ইতিহাসে বর্ণিত আছে,—"And to Trajan after he had arrived in Rome there came great many embassies from barbarian courts and especially from the Indians....He (Trajan) having reached the ocean (at the mouth of the Tigris) saw a vessel setting sail for India"—*Vide* Dionisius Cassius, *History of Rome* এবং Mr. McCrindle's *The History of Ancient India*. প্রথম শতাব্দীতে দেশান্তরের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধের বিষয় এতদুক্তি হইতে সপ্রমাণ হয়।

মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করেন; তাঁহার নামানুসারে কাশ্মীরে কনিষ্কপুর নামক একটী নগর সংস্থাপিত হইয়াছিল।* এই বিশাল সাম্রাজ্যের আধিপত্য লাভ করিয়া কনিষ্ক ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট মধ্যে পরিগণিত হন। যদিও গঙ্গানদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী ভূভাগে তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না; কিন্তু তথাপি রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের পর এবং গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে, তাঁহাকেই এক হিসাবে ভারতের 'একচ্ছত্র সম্রাট' নামে অভিহিত করিতে পারা যায়।

কনিষ্কের রাজ্যকাল লইয়া বিষম বাদ-বিতণ্ডার সূত্রপাত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ, ৫৮ খৃষ্টাব্দ কনিষ্কের রাজ্যপ্রাপ্তি কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।† কিন্তু অনেকে সে মতে আস্থাস্থাপন করেন নাই। মুদ্রাদির প্রমাণ-পরম্পরা হইতে তাঁহারা কনিষ্ককে প্রথম ও দ্বিতীয় কাডফাইসেসের পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—"বিভিন্ন প্রমাণ-পরম্পরার আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অর্থাৎ ৭৮ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ক কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। আর দ্বিতীয় কাডফাইসেসের পরবর্ত্তিকালে তাঁহার

কাল-নির্দ্দেশে মতান্তর।

* চীনের 'রাজস্থানে' কনিষ্ক কর্ত্তৃক কনিষ্কপুর প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের সিদ্ধান্ত—অধুনা কণিষ্কপুর কনিষপুর নামে প্রসিদ্ধ। ৭৮° ২৮' দ্রিমা পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় এবং ৩৪° ১৪' উত্তর অক্ষাংশে, বিতস্তা নদীর সন্নিকটে, উহার অবস্থিতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কহ্লণের 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে প্রকাশ,—কাশ্মীর-দেশে হুষ্ক জুষ্ক ও কনিষ্ক নামে তিন জন নৃপতি তিনটী সহর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হুষ্ক কর্ত্তৃক হুষ্কপুর, জুষ্ক কর্ত্তৃক জুষ্কপুর এবং কনিষ্ক কর্ত্তৃক কনিষ্কপুর নির্ম্মিত হয়। জুষ্কপুরে জুষ্ক একটি বিহার নির্ম্মাণ করেন; তিনি জয়স্বামী-পুরের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াও সেখানে উল্লেখ আছে। কহ্লণের মতে, তখন কাশ্মীরে বৌদ্ধগণের বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল।

† বার্লিনের সুপ্রসিদ্ধ ডক্টর ফ্রাঙ্ক এবং ডক্টর ফ্লিট ও কেনেডি সিদ্ধান্ত করেন,—কনিষ্ক, বাসিষ্ক, হুবিষ্ক এবং বাসুদেব সকলেই কাডফাইসেসের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারা বলেন—৫৮ বিক্রম-সংবতে কনিষ্ক সিংহাসন প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ পূর্ব্বোক্ত মতের প্রতিবাদ করেন। তাঁহারা বলেন,—কাডফাইসেস—কনিষ্কের পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতি। তাঁহাদের মতে কনিষ্কের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল ৭৮ খৃষ্টাব্দে নির্ণীত হয়। 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে' ডক্টর ফ্লিট যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, সে মতে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের ৪০০ বৎসর পরে কনিষ্ক বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া বুঝা যায়। ডক্টর ফ্রাঙ্কও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন,—গ্রন্থপত্রে উদ্ধৃত কাল-সমূহের সমালোচনায়, কনিষ্ককে বহু পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতি বলিয়া বুঝা যায়। অন্য মতে প্রকাশ,—বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের ৭০০ বৎসর পরে কনিষ্ক সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণাব্দ—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ৪৭৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ। সে হিসাবে ৭০০—৪৭৭=২২৩ খৃষ্টাব্দে কনিষ্কের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু এ মতও পণ্ডিতগণ সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করেন না। অন্যান্য মতে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের ৯৫০, ৩০০, ৫০০ বৎসর পরে কনিষ্কের রাজ্যকাল নির্ণীত হইয়া থাকে। চীনাদিগের গ্রন্থপত্রে কনিষ্কের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। চীনাদিগের গ্রন্থপত্রে কনিষ্কের নামোল্লেখ না থাকার কারণ-নির্ণয়ে তিনি বলিয়াছেন,—"With the year 124 A. D. the source was dried up from which the chronicler could draw information concerning the peoples of Turkestan." আর আর যে কারণে ডক্টর ফ্রাঙ্ক ঐ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপক্ষে অপরাপর পণ্ডিত এক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তৎপক্ষে তাঁহারা বলিয়াছেন,—চীনদেশে একটী গল্প প্রচলিত আছে যে, এক সময়ে 'উচি' জাতীয় কোনও রাজা

"অথাভবন্ স্বনামাঙ্কপুরত্রয়বিধায়িনঃ। হুষ্কজুষ্ককনিষ্কাখ্যাস্ত্রয়স্তত্রৈব পার্থিবাঃ॥
স বিহারস্য নির্মাতা জুষ্কো জুষ্কপুরস্য যঃ। জয়স্বামিপুরস্যাপি শুদ্ধধীঃ সংবিধায়কঃ॥
তে তুরুষ্কান্বয়োদ্ভূতা অপি পুণ্যাশ্রয়া নৃপাঃ। শুষ্কলেত্রাদিদেশেষু মঠচৈত্যাদি চক্রিরে।
প্রাজ্যে রাজ্যক্ষণে তেষাং প্রায়ঃ কাশ্মীরমণ্ডলম্।
ভোজ্যমাস্তে স্ম বৌদ্ধানাং প্রব্রজ্যোর্জ্জিততেজসাম্।
তদা ভগবতঃ শাক্যসিংহস্য পরনির্বৃতেঃ। অস্মিন্ মহীলোকধাতৌ সার্দ্ধং বর্ষশতং হ্যগাৎ॥"

রাজতরঙ্গিণীর এতদুক্তি হইতে বুঝা যায়,—বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের পর দেড় শত বৎসরের মধ্যে কনিষ্ক বিদ্যমান ছিলেন। বুদ্ধদেবের তিরোভাব-কাল—৪৭৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহা হইলে রাজতরঙ্গিণীর শেষোক্ত বর্ণনা অনুসারে কনিষ্ক ৩২৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। সে হিসাবে কনিষ্ক চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সমসময়ে পঞ্জাব প্রদেশে কনিষ্কের ন্যায় শক্তিশালী কোনও নৃপতির পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আলেকজাণ্ডার যখন সিন্ধুতীরে উপস্থিত হন, তখন তক্ষশিলার শাসনকর্ত্তা পোরাসের নামেরই উল্লেখ দেখিতে পাই। তদ্ভিন্ন অন্য কোনও রাজার নাম সে প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয় নাই। তখন হূন বা শক—কোনও জাতিরই অস্তিত্ব ভারতে ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাহা হউক, এইরূপে এক রাজতরঙ্গিণী হইতেই কনিষ্কের বিদ্যমানতার দ্বিবিধ কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা আবশ্যক—কোন্ সময়ে কনিষ্ক বিদ্যমান ছিলেন, আর কোন্ হিসাব ভ্রমপ্রমাদশূন্য। কনিষ্কের রাজত্বকালে কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল;—কনিষ্ক কাশ্মীর-রাজ্যে বহুসংখ্যক চৈত্য ও বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,—এতৎপক্ষে তৎপ্রমাণের অসদ্ভাব নাই। সে হিসাবে, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের এবং বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পরবর্ত্তিকালে তাঁহার বিদ্যমানতা সম্ভবপর। তাহা হইলে, গোনর্দ্দ হইতে কনিষ্কের রাজ্যকালের হিসাব মধ্যেই গণ্ডগোল রহিয়া গিয়াছে, মানিয়া লইতে হয়। যাহা হউক, 'রাজতরঙ্গিণীর' মতে বিচার করিয়া কনিষ্কের বিদ্যমান-কাল ৩২৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ নির্দ্দিষ্ট হইলেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সে মতে আস্থাস্থাপন করেন না। উইলসনের মতে, কনিষ্ক ৪২৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন; কারণ, ৪২৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে অভিমন্যু রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া উইলসন লিখিয়া গিয়াছেন। কানিংহাম ৫৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে কনিষ্কের রাজ্য-প্রাপ্তিকাল গণনা করেন। তাঁহার আর এক হিসাবে আবার ৫১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে কনিষ্কের রাজ্য-প্রাপ্তিকালের বিষয় প্রতিপন্ন হয়। যাহা হউক, কনিষ্কের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল সম্বন্ধে এইরূপ মতবিরোধ থাকিলেও খৃষ্ট জন্মের পরবর্ত্তিকালে যে কনিষ্ক ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়। কনিষ্ক—শকবংশীয় নৃপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'রাজতরঙ্গিণীর' মতে তিনি তুরুষ্ক-বংশীয় বলিয়া অভিহিত। 'ক্ষত্রপ' বা 'ক্ষত্র্র' আখ্যায় আখ্যাত হইয়া যাঁহারা উজ্জয়িনীতে এবং মহারাষ্ট্র-দেশে রাজ্যশাসন করিতেন, তাঁহারা কনিষ্ক-প্রমুখ শক নৃপতিগণেরই প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত। শক-নৃপতিগণের প্রচলিত মুদ্রায় 'দেবপুত্র' শব্দের উল্লেখ আছে। তাহাতে বুঝা যায়,

তাঁহারা আপনাদিগকে 'দেবপুত্র' নামে অভিহিত করিতেন। ১৯০ বৎসর কাল শকবংশীয় নৃপতিগণ ভারতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কনিষ্কের পর হবিষ্ক (হুষ্ক), হবিষ্কের পর বাসুদেব সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্তু কনিষ্কের পর ঐ বংশের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের গ্রন্থ-পত্রে কনিষ্ক প্রমুখ শক-বংশের নৃপতিগণের যে পরিচয় পাওয়া যায়, নিম্নে তাহার তালিকা প্রকটিত হইল; যথা,—

	রাজা।	রাজ্যকাল। খৃষ্টাব্দ।		রাজা।	রাজ্যকাল। খৃষ্টাব্দ।
১।	কনিষ্ক ...	৭৮	১৭।	নর (২য়) .	৩২৫
২।	অভিমন্যু ..	১০০	১৮।	অক্ষ ...	৩৪০
৩।	গোনন্দ ...	১১৫	১৯।	গোপাদিত্য ..	৩৫৫
৪।	বিভীষণ (১ম)	১৩০	২০।	গোকর্ণ .	৩৭০
৫।	ইন্দ্রজিৎ ...	১৪৫	২১।	নরেন্দ্রাদিত্য ...	৩৮৫
৬।	রাবণ	১৬০	২২।	যুধিষ্ঠির ..	৪০০
৭।	বিভীষণ (২য়)	১৭৫	২৩।	প্রতাপাদিত্য .	৪১৫
৮।	নর (১ম) ...	১৯০	২৪।	জলৌক ..	৪৩০
৯।	সিদ্ধ .	২০৫	২৫।	তুঞ্জীন ..	৪৪৫
১০।	উৎপলাক্ষ ..	২২০	২৬।	বিজয় ...	৪৬০
১১।	হিরণ্যাক্ষ ...	২৩৫	২৭।	জয়েন্দ্র ...	৪৭৫
১২।	মুকুল ..	২৫০	২৮।	সন্ধিমতি ..	৪৯০
১৩।	মিহিরকুল ...	২৬৫	২৯।	মেঘবাহন ...	৫০৫
১৪।	বক ...	২৮০	৩০।	শ্রেষ্ঠসেন . .	৫২০
১৫।	ক্ষিতিনন্দ . .	২৯৫	৩১।	হিরণ্য	...৫৩৫—৫৫০
১৬।	বসুনন্দ ...	৩১০			

হিরণ্যের রাজ্য সময়ে মাতৃগুপ্ত রাজ্য প্রাপ্ত হন। মাতৃগুপ্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কনিষ্ক হইতে তৎপরবর্ত্তী একত্রিংশ জন শক নৃপতির এইরূপ পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। কথিত হয়, মাতৃগুপ্ত উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক ছিলেন। কনিষ্কের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল ৭৮ খৃষ্টাব্দ ধরিলে, ৫৫০ খৃষ্টাব্দে মাতৃগুপ্তের রাজ্যারম্ভকাল নির্ণীত হইতে পারে। সে হিসাবে, কনিষ্ক-প্রমুখ শক-নৃপতিগণের রাজ্যকালের পরিমাণ সর্ব্বসাকুল্যে ৪৭২ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হয়।

অসীম শক্তি সঞ্চয় করিয়া কনিষ্কের রাজ্য-বিজয়লিপ্সা বলবতী হইয়া উঠিল। তদুদ্দেশ্য-সাধনে বিপুল বাহিনী সমভিব্যাহারে বহির্গত হইয়া তিনি প্রথমে কাশ্মীর-রাজ্য অধিকার করিলেন। কাশ্মীররাজ্য অধিকার করিয়া কনিষ্ক তথায় বহু বিহার ও মন্দির নির্ম্মাণ করেন। প্রবাদ এই,—কনিষ্ক ভারতের অভ্যন্তরে বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে পাটলিপুত্র নগর তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। সে সময় বুদ্ধঘোষ নামক জনৈক বৌদ্ধ শ্রমণ পাটলি-

কনিষ্কের রাজ্য-বিজয়।

পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ তাঁহাকে খশরু নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কনিষ্কের রাজ্য-বিজয়ের মধ্যে খাসগড়, ইয়ারখন্দ ও খোটান প্রভৃতি বিজয় সমধিক প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। তিব্বতের উত্তরে, পামিরের পূর্ব্বে, ঐ সকল রাজ্য অবস্থিত ছিল। সে সময়ে ঐ সকল রাজ্য চীন-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত তুর্কিস্থানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৯০ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ক ঐ সকল রাজ্য বিজয়ে অগ্রসর হন। প্রথমতঃ তাঁহাকে বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। তিনি চীন-সম্রাটকে রাজস্ব-প্রদানে বাধ্য হন। কিন্তু পরিশেষে ভারতের আধিপত্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তিনি ঐ সকল রাজ্য অধিকার করেন। ফলে, বহু সহস্র ব্যক্তি নিহত ও বন্দী হয়। প্রবাদ এই,—চীনসম্রাটের পুত্রও কনিষ্কের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। যাহা হউক, বন্দী ও প্রতিভূগণের বাসের জন্য কনিষ্ক বহু বিহার ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। কাবুলের পশ্চিমে কপিশার (বর্ত্তমান কাফিরিস্থান) পর্ব্বতোপরি কনিষ্ক যে বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার শিল্পসৌন্দর্য্য তৎকালে বিশেষরূপে প্রশংসিত হইত। কথিত হয়, প্রত্যাবর্ত্তনকালে চীনরাজ-প্রতিনিধি সেই বিহারে বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। ৬৩০ খৃষ্টাব্দে হুয়েন-সাং কপিশার সেই মঠে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তিতে প্রকাশ,—তখনও বিহারবাসী ভিক্ষুগণ তাঁহাদের উপকারকের স্মৃতি-রক্ষার জন্য পূজা প্রদান করিতেন। ভিক্ষুগণ সে সময়ে সেই মন্দিরে চীনবেশধারী প্রতিভূগণের চিত্র চিত্রিত করিয়াছিলেন। হুয়েন-সাঙের জীবনী-লেখক পূর্ব্বোক্ত দান সম্বন্ধে একটী উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন। বদান্যপ্রবর দানধর্ম্মশীল অতিথি যে অর্থরাশি কপিশার 'সা-লো-কা' মন্দিরে দান করিয়াছিলেন, সেই অর্থরাশি বুদ্ধদেবের মন্দিরের পূর্ব্বদ্বারে, বৈশ্রবণ বা কুবেরের প্রতিমূর্ত্তির পদতলে, প্রোথিত ছিল। জনৈক অধার্ম্মিক রাজা সেই ধনসম্পত্তি গ্রহণের চেষ্টা পান। ফলে, তিনি দেবতার নিগ্রহভাজন হন। মন্দিরের সংস্কারের জন্য একবার ভিক্ষুগণ সেই সঞ্চিত অর্থরাশি উদ্ধারের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের উদ্যোগে সেই সময়ে [illegible] ঘটিয়াছিল। তাহাতে দেবতা কুপিত হন এবং নানা অনর্থের সংঘটন হয়। হুয়েন-সাং যখন সেই মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন ভিক্ষুগণ সেই সঞ্চিত অর্থ-রাশি আহরণের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। দেবতার তুষ্টি-সম্পাদন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অর্থ-গ্রহণের জন্য তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করেন। ভিক্ষুগণের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে হুয়েন-সাং সম্মত হন। তদনুসারে তিনি দেবতার পূজার্চ্চনা করেন, অর্থের অপব্যবহার হইবে না, দেবতাকে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর, মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে সেই অর্থরাশি উত্তোলিত হয়। ভিক্ষুগণ সবিস্ময়ে দেখেন,—একটী আধারে কতকগুলি মুক্তা ও বহু স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চিত রহিয়াছে। মন্দিরের সংস্কার-সাধনের পর যে অর্থ উদ্বৃত্ত হইয়াছিল, সে অর্থ পুনরায় পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে সংরক্ষিত হয়। *

* বিলের "হুয়েন সাং" গ্রন্থে প্রকাশ,—সেই আধারে অনেক শত স্বর্ণ-নির্ম্মিত 'বাটি' এবং কতকগুলি মুক্তা ছিল। চীন দেশের ওজন-বিশেষ বাটি নামে অভিহিত হয়। উহার এক একটীর ওজন প্রায়—দেড় পাউণ্ড। প্রতিভূ-স্বরূপ যাঁহারা কনিষ্কের সহিত আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা চীনসম্রাটের আত্মীয়

কনিষ্কের রাজ্যবিজয়লিপ্সা এইবার ধর্ম্মবিজয়লিপ্সায় পরিণত হইল। তিনি ধর্ম্ম-পথের পথিক হইলেন। নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহে, অজস্র নরশোণিতপাতে, যে ভীষণ দৃশ্যের অভিনয় হইয়াছিল, তদ্দর্শনে কনিষ্ক বিশেষ সংক্ষুব্ধ হইলেন। অনুশোচনার অন্তর্দাহে হৃদয় দগ্ধীভূত হইল; মর্ম্মন্তুদ যাতনার তীব্র দাবদাহে অন্তর জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। কনিষ্ক সে জ্বালা নিবারণের উপায়-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। পাপের আঁধারে হৃদয় যখন সমাচ্ছন্ন, সে অন্ধকারজাল ভেদ করিয়া যখন তিনি আলোক-লাভের জন্য ব্যগ্র, সহসা তখন বুদ্ধদেবের দিব্য-জ্যোতিঃ কনিষ্কের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। অশ্রুজলে বক্ষ প্লাবিত হইল; কনিষ্ক পবিত্রাত্মা বুদ্ধদেবের শরণ গ্রহণ করিলেন। কলিঙ্গ-বিজয়ের পর রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের যেরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল; তুর্কিস্থান-বিজয়ের পর কনিষ্কের জীবনগতিও সেইরূপ নূতন পথে প্রধাবিত হইল। অশোক যেমন রাজ্য-বিজয় অপেক্ষা ধর্ম্মবিজয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, কনিষ্কও তেমনি ধর্ম্মবিজয়কেই শ্রেষ্ঠ বিজয় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যেমন অশোকে, তেমনি কনিষ্কে, ধর্ম্মশক্তি এক অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু অশোক যেমন লিপি-সমূহে নিজ জীবনের ঘটনাবলির কিছু কিছু আভাষ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, কনিষ্ক সেরূপ কোনও পরিচয় প্রদান করেন নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ তাই কনিষ্কের বৌদ্ধধর্ম্মমূলক উপাখ্যানে আস্থাস্থাপন করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। তাঁহারা বলেন,—'বৌদ্ধভিক্ষুগণ স্বধর্ম্মের গৌরব ঘোষণার উদ্দেশ্যে, বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণের পূর্ব্বে, অশোকের চরিত্রে যেমন অশেষ কলঙ্ক-খ্যাপন করিয়াছেন; কনিষ্কের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বেও তাঁহারা তেমনি কনিষ্কের চরিত্রে মসীমণ্ডিত করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণের পর অশোকের চরিত্রে যেমন শুভ্র রজনীর নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রিমার ন্যায় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল; কনিষ্কের চরিত্রও তেমনি বৌদ্ধধর্ম্মের নবীন আলোকে জ্যোৎস্নাস্নাত কুমুদিনীর ন্যায় শোভা পাইয়াছিল।' * অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণের মূলে যে প্রভাব বিদ্যমান ছিল, তৎপ্রবর্ত্তিত শিলালিপি এবং স্তম্ভলিপিতে তাহা সুপরিব্যক্ত রহিয়াছে। কনিষ্কের প্রবর্ত্তিত মুদ্রাদি হইতে তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণমূলক অনেক তত্ত্ব অবগত

কনিষ্কের ধর্ম্মগ্রহণ।

ইয়ারখান্দের অধিবাসী। অক্ষাস এবং সীতা নদী তাঁহাদের দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। কপিশার বৌদ্ধগণ হীনযান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে কাসগড়ের হীনযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণের সহিত সম্বন্ধ-সংশ্রবযুক্ত বলা যাইতে পারে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ মনে করেন,—অশোকের রাজত্বকালে ঐ প্রদেশে হীনযান সম্প্রদায়ের মত-পরম্পরা প্রচারিত হইয়াছিল।

* এতৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা,—"Just as the writers of edifying books sought to enhance the glory of Asoka's conversion to the creed of the mild Sakya Sage by blood-curdling tales of King's fiendish cruelty during the days of his unbelief, so Kanishka was alleged to have had no faith either in right or wrong, and to have little esteemed the law of Buddha during his earlier life."—*Vide*, V. A. Smith, *The Early History of India.*

হওয়া যাইতে পারে। মুদ্রা-সমূহে রাজা প্রজা উভয়েরই স্বভাবজঃ ধর্ম্মপ্রবণতার পরিচয় বিদ্যমান রহিয়াছে। মুদ্রার উপরিভাগে সূর্য্যের এবং চন্দ্রের প্রতিকৃতি পরিদৃষ্ট হয়। ঐ সকল মুদ্রার পর আর যে সকল মুদ্রা অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার সকলগুলিতেই হিন্দু, পারসিক এবং গ্রীকদিগের উপাস্য দেবতার মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাই। মুদ্রায় পারসিক অক্ষরে নাম পর্য্যন্ত উৎকীর্ণ দেখি। আরও পরবর্ত্তিকালে যে সকল মুদ্রা উৎকীর্ণ হয়, তাহাতে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি-সমূহ অঙ্কিত ছিল। কোন্ সময়ে কনিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে তাঁহার রাজ্য-লাভের পর কিছু দিন অতীত হইলে যে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, বিবিধ আলোচনায় তাহা সপ্রমাণ হয়।

বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে, কনিষ্কের চরিত্র এক প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। অশোকের রাজত্ব-কালে, পাটলিপুত্র নগরে, যেরূপ এক বৌদ্ধ-সম্মিলনের বা মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল, কনিষ্কের রাজত্ব-কালে, কাশ্মীর প্রদেশে, সেইরূপ এক মহাসম্মিলনে অধিবেশন হয়। সিংহল-দেশীয় বৌদ্ধগণ কনিষ্কের এই সম্মিলনের বিষয় লিপিবদ্ধ করেন নাই। তাঁহারা এই সম্মিলনীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উত্তর ভারতের বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে—চীন, তিব্বত ও মঙ্গোলীয়া প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধগণের গ্রন্থ-পত্রে—এই মহাসঙ্গীতির বিবরণ পরিবর্ণিত আছে। সেই সকল গ্রন্থ-পত্রের আলোচনায় প্রতীত হয়, কনিষ্ক (কণিষ্ক) বিশেষ মনোযোগ-সহকারে বৌদ্ধনীতি-সমূহ পাঠ করিয়াছিলেন। একজন বৌদ্ধভিক্ষু তাঁহার উপদেশক ছিলেন। তিনি প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রাসাদে আগমন করিয়া কনিষ্ককে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে উপদেশ দিতেন। তাঁহার সেই উপদেশকের নাম ছিল—পার্শ্ব। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পর-বিরোধী মত-পরম্পরার আলোচনায় কনিষ্কের মনে সন্দেহের উদয় হয়। তিনি উপদেষ্টা পার্শ্বের নিকট পরস্পর-বিরোধী ধর্ম্মমত-সমূহের সামঞ্জস্য-সাধনের বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পার্শ্ব তাঁহার সে প্রস্তাব অনুমোদন করিলে বৌদ্ধ-ভিক্ষু এবং শ্রমণগণের এক সভা আহূত হয়। সেই সভায় কেবলমাত্র হীনযান সম্প্রদায়ের 'সর্ব্বাস্তিবাদী' শাখার বৌদ্ধগণ সমবেত হইয়াছিলেন। কথিত হয়, সেই অধিবেশনে পাঁচ শত বৌদ্ধ-ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। বসুমিত্র, অশ্বঘোষ প্রভৃতির সহিত কনিষ্ক ঐ সম্মিলনে মিলিত হন। সর্ব্বপ্রথম সম্মিলনের স্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। কনিষ্ক গান্ধারের নাম করিলে, একবাক্যে সকলে তাহার প্রতিবাদ করেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলেন,—মগধের অন্তর্গত রাজগৃহে প্রথম সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল; সুতরাং রাজগৃহে সম্মিলনের অধিবেশন হওয়া বিধেয়। নানা বাদ-বিতণ্ডার পর পরিশেষে কাশ্মীরেই সঙ্গীতির অধিবেশন স্থির হইল। কাশ্মীর-রাজ্যের রাজধানীতে সে সময়ে 'কুণ্ডলবন' নামে এক সুবৃহৎ বৌদ্ধ বিহার ছিল; সেই বিহারে সম্মিলনের অধিবেশন হইল। বসুমিত্র ঐ সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। অশ্বঘোষ তাঁহার সহকারিত্ব করিতে লাগিলেন। সেই অধিবেশনে পাঁচ শত বৌদ্ধ ভিক্ষু সমবেত হইয়াছিলেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে যে সকল বৌদ্ধগ্রন্থ প্রচলিত ছিল, ঐ সম্মিলনে তৎসমুদায় আলোচিত হয়। ধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহ সম্যক পর্য্যালোচনা

চতুর্থ বৌদ্ধ-সঙ্গীতি।

করিয়া সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলী বৌদ্ধ-নীতি-সূত্র-সমূহকে দশটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত করেন। এইরূপে যে গ্রন্থ রচিত হয়, তাহার নাম হইয়াছিল—'মহাভাষা'। পণ্ডিতগণ বলেন,—'অভিধর্ম্মপিটক' ঐ সম্মিলনের ফলে বিরচিত হইয়াছিল। শকবংশীয় রাজা কনিষ্কের অধিনায়কত্বে যে সম্মিলনের অধিবেশন হয়, তাহাতে বৌদ্ধগণের আদিধর্ম্মের বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। যাহা হউক, সঙ্গীতির অধিবেশন শেষ হইলে টীকা-টিপ্পনী-সমূহ তাম্র-ফলকে উৎকীর্ণ হইয়া একটী স্তূপমধ্যে সংরক্ষিত হয়। অধিবেশনের অবসানে কনিষ্ক বহু স্বর্ণমুদ্রা দান করেন।* প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করেন,—১০০ খৃষ্টাব্দে এই চতুর্থ মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের প্রতি কনিষ্কের এতই প্রগাঢ় ভক্তি ছিল যে, তিনি তাঁহাকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিতেন। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর বিভিন্ন দেবতার মধ্যে বুদ্ধদেবের অবতারণা অশোকের নিকট বিসদৃশ বোধ হইলেও, কনিষ্কের পক্ষে তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া উপলব্ধ হয় নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ তাই সিদ্ধান্ত করেন,—কনিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্মের যে মহাযান সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সেই মহাযান সম্প্রদায়ের মত-পরম্পরা হিন্দু, খৃষ্টান, নষ্টিক, জেরোষ্টিক ও ভারতীয় প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে সমুৎপন্ন। কনিষ্কের রাজত্বকালে সেই নূতন ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তনায় বুদ্ধদেব দেবতা বলিয়া সম্পূজিত হন। ধর্ম্মবিশ্বাসিগণ তাঁহাকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। সকল সম্প্রদায়ের প্রতি কনিষ্কের সমান দৃষ্টি ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পরও তিনি তাই নূতন ও পুরাতন উভয় ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। উত্তরকালে হর্ষবর্দ্ধন যেমন শিব ও বুদ্ধ উভয়ের প্রতি সমানভাবে অনুরক্ত ছিলেন, কনিষ্কও তেমন পৈতৃক ধর্ম্ম এবং নবধর্ম্ম উভয়ের প্রতি সমভাবে অনুরাগী হইয়াছিলেন। কনিষ্কের এই বৌদ্ধ-সম্মিলনী সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে। সিংহল-দেশীয় বৌদ্ধগণ সম্মিলনের এই চতুর্থ অধিবেশনের কোনও উল্লেখ করেন নাই। মঙ্গোলিয়গণ যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও কাশ্মীরের জলন্ধরে অধিবেশনের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহাদের 'শাক্য চীনগোলা জেব্বুয়াংচে' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে,—কাশ্মীরের জলন্ধর-প্রদেশে ঐ সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। সম্মিলনে বুদ্ধদেবের উপদেশ-সমূহ সংগৃহীত হয়। সানাং সেটসেনের গ্রন্থে 'পাচিন কুলসন' রাজ্যে সম্মিলনের অধিবেশনের বিষয় উল্লিখিত আছে। তিব্বতদেশীয় 'কা-গিউর' মতে, বুদ্ধদেবের উপদেশরাজি এই সম্মিলনে তৃতীয় বার সংগৃহীত হইয়াছিল। 'ওয়াসিলজিউ' বলেন,—বাষ্টন কনিষ্কের এই সম্মিলন একেবারে অস্বীকার করেন। তিব্বতীয় 'তাঞ্জিউর'

* প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কাশ্মীরে মহাসঙ্গীতির অধিবেশনের কথা স্বীকার করেন। পরমার্থের জীবনবৃত্তে প্রকাশ,—বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের ৫০০ বৎসর পরে এই মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল। সেখানে কনিষ্কের নামোল্লেখ নাই। কাত্যায়নীপুত্র কর্ত্তৃক সম্মিলন আহূত হইয়াছিল, সেখানে এইমাত্র উল্লেখ আছে। পরমার্থের মতে প্রকাশ,—শ্রাবস্তী রাজ্যের সাকেত-নগর হইতে অশ্বঘোষ সেই অধিবেশনে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। *Vide* Takkakusu, *Journal of the Royal Asiatic Society*, 1905. প্রত্নতত্ত্ববিৎ ওয়াটার্সও এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইতে পারিবেন। সকলেই আপনার পদে অবনত হইবে,—সকলেই আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তির নিকট মস্তক অবনত করিবে।' মন্ত্রীর প্রস্তাবে কনিষ্ক সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ইহার পর মন্ত্রী প্রধান প্রধান সেনানায়ককে আহ্বান করিয়া সৈন্য সুসজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন। চতুরঙ্গ বাহিনী সজ্জিত হইল। রাজা সৈন্য-পরিদর্শনে গমন করিলেন। সৈন্যগণের সম্মুখীন হইবামাত্র তাহারা সসম্মানে রাজার প্রতি অভিবাদন জানাইল। ত্রিভুবনের অধিবাসী তাঁহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিল। রাজা যে ঘোটকে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই ঘোটকের পদতলে যাহা কিছু নিপতিত হইল, সকলই চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। অর্থাৎ রাজা যে যে দেশের মধ্য দিয়া ঘোটকারোহণে সৈন্য সহ গমন করিলেন, সে সকল দেশেই তাঁহার আধিকার বিস্তৃত হইল। মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া রাজা কহিলেন,—আমি পূর্ব-পশ্চিম দক্ষিণ ত্রিভুবন জয় করিয়াছি, ত্রিভুবন-বাসী সকলেই আমার শরণ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র উত্তর দিক এখনও অধিকার করিতে পারি নাই। যদি আমি সেই দিক অধিকার করিতে পারি, তাহা হইলে আমাকে আর কোনও রাজ্য-বিজয়ে অগ্রসর হইতে হইবে না। কিন্তু কি উপায়ে আমি কৃতকার্য্য হইব, তাহার উপায় স্থির করিতে পারিতেছি না।' রাজার এই কথা শুনিয়া প্রজাগণের এক পরামর্শ সভার অধিবেশন হইল। সকলেই বলিল,—'রাজা অর্থ-লোলুপ, নিষ্ঠুর, অপরিণামদর্শী ও অবিবেচক। তাঁহার রাজ্য-বিস্তার আশা পরিতৃপ্ত হয় না। তাঁহার সৈন্যগণ অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছে। এখন তাহারা পরিশ্রান্ত পরিক্লান্ত। কিসে তাঁহার সন্তোষ হয়, তিনি নিজেই তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না। তিনি দিক-সমূহ অধিকার করিবার অভিলাষী। দূরবর্ত্তী সীমান্ত প্রদেশে তাঁহার সৈন্যগণ অবস্থিতি করিতেছে, আমরা আত্মীয়-স্বজন-বিরহে মনঃকষ্টে কালযাপন করিতেছি। এ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি? সকলে সম্মিলিত হইয়া এই নিষ্ঠুর অত্যাচারপরায়ণ রাজার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করাই কি কর্ত্তব্য নহে? তাহা হইলে যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান হয়, আমরা সুখে নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে পারি।' এই পরামর্শই স্থির হইল। সকলেই সঙ্কল্প সাধনের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কনিষ্ক পীড়িত হইয়া পড়িলেন। রুগ্নশয্যায় শয়নকালে, জনসাধারণের অনেক প্রতিনিধি রাজার দেহ শয্যা দ্বারা আবৃত করিয়া তদুপরি উপবেশন করিলেন। সেই অবস্থায় রাজার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।* কনিষ্কের লোকান্তর-বিষয়ক এই বিবরণ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের কেহ কেহ কল্পনা-মূলক উপাখ্যান বলিয়া তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। কেহ আবার বলেন,—'উপাখ্যান হইলেও উহার মূলে কিছু-না-কিছু সত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। উহা ভারতের ইতিহাসের অন্যতম উপাদানরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে।' প্রায় ৪৫ বৎসর রাজত্বের পর ১২৩ খৃষ্টাব্দে কনিষ্কের রাজ্যকালের অবসান হয়। কনিষ্ক একজন প্রভূতবিক্রান্ত নরপতি ছিলেন। অশোকের পর ভারতে আর সেরূপ পরাক্রমশালী কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। রাজ্যাভিষেকের সময় হইতে তিনি এক অব্দ প্রচলিত করিয়াছিলেন। ঐ অব্দ—শকাব্দ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ডক্টর ওল্ডেনবর্গ-

* [illegible] গ্রন্থে এই বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়।

কর্ত্তা ছিলেন। বসিষ্কের প্রবর্ত্তিত মুদ্রাদির নিদর্শন বিদ্যমান না থাকায় প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ সিদ্ধান্ত করেন, কনিষ্কের জীবিত-কালেই বসিষ্ক লোকান্তর-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হুবিষ্কের মুদ্রাদি হইতে সপ্রমাণ হয়, কনিষ্কের মৃত্যুর পর তিনিই সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বিভিন্ন গ্রন্থে হুবিষ্কের বিভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়। কোথাও তিনি হুষ্ক, কোথাও তিনি হোভেষ্ক প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়াছেন। হুবিষ্কের প্রবর্ত্তিত বহু মুদ্রা প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ মিঃ ম্যাসন কাবুলের দক্ষিণ-পশ্চিমে ওয়ার্দাক জেলার 'খাওয়াট' স্তূপের পিত্তলফলকে উৎকীর্ণ একটী লিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই লিপি হইতে সপ্রমাণ হয়,—কাবুল, কাশ্মীর এবং কান্দাহার হুবিষ্কের রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল। কান্দাহারে তিনি একটী বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মন্দিরে হুবিষ্কের নাম এবং তাঁহার দানের বিষয় উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কনিষ্কের ন্যায় হুবিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্মে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি-কল্পে তাঁহার অশেষ দানেরও পরিচয় পাওয়া যায়। মুদ্রা-সমূহে তিনি যেমন হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের দেব-দেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, তেমনি গ্রীক ও পারসিকগণের দেবদেবীর মূর্ত্তিও তাঁহাতে অঙ্কিত হইয়াছিল। কাশ্মীরের 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে প্রকাশ, হুবিষ্ক 'হুষ্কপুর' নামে এক নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 'বারামুলা পাশ' পারাইয়া পরে সেই নগরী অবস্থিত ছিল। চীন-পরিব্রাজক হুয়েন সাং যখন কাশ্মীর পরিদর্শন করেন, সেই সময়ে হুষ্কপুরে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ মঠের ভিক্ষুগণ মহাসমারোহে তাঁহার আতিথ্য-সৎকার করিয়াছিল। কয়েক দিন সেখানে অবস্থানের পর হুয়েন-সাং বৌদ্ধ ভিক্ষু সমভিব্যাহারে রাজধানীতে আগমন করেন। এক সময়ে যে হুষ্কপুরের এতাদৃশ সমৃদ্ধি ও প্রসিদ্ধি ছিল, এখন সেই হুষ্কপুর সামান্য একটী পল্লীগ্রামে পরিণত। এখন তাহার নাম হইয়াছে—'উস্কুর'। সেই প্রসিদ্ধ মন্দির এবং স্তূপ ধ্বংসমুখে নিপতিত। তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত এখন আর সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না।* হুবিষ্কের পরবর্ত্তী রাজন্যগণের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে তাঁহার রাজত্বকালে কুশন-বংশীয় নৃপতিগণের প্রভুত্ব ক্ষমতা যে কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, মুদ্রাদির আলোচনায় তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ সিদ্ধান্ত করেন,—১৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের রাজ্যকালের অবসান হয়। হুবিষ্কের মৃত্যুর পর বাসুদেব (১ম) সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বাসুদেবের নামকরণ-দৃষ্টে মনে হয়,—শক-নৃপতিগণ অতি অল্পকালের মধ্যেই ভারতীয় প্রভাবের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাসুদেবের উৎকীর্ণ মুদ্রাদিতেও সে প্রভাবের নিদর্শন বর্ত্তমান। মুদ্রার এক দিকে শিব, নন্দী এবং বৃষের মূর্ত্তি এবং অপর দিকে শিঙ্গা, ডম্বুর এবং ত্রিশূলের মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। মুদ্রায় উৎকীর্ণ এই সকল মূর্ত্তি দৃষ্টে প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ সিদ্ধান্ত করেন, বাসুদেব শৈব-ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু ছিলেন। মথুরা-প্রদেশে বাসুদেবের উৎকীর্ণ বহু লিপি দৃষ্ট হয়। সেই সকল উৎকীর্ণ লিপির কাল-নির্দ্দেশে স্থির হইয়াছে,—৭৮ হইতে ৯৮ শকাব্দের মধ্যে বাসুদেব বিদ্যমান ছিলেন। তদনুসারে তাঁহার রাজ্যকাল ২০ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ঐতিহাসিকগণের মতে ১০০ শকাব্দে

* *Vide*, Stein's *Rajatarangini* and Beal, *Life of Hiuen Tsang*.

ও বাসুদেবের নাম তৎসহ সংযোজিত রহিয়াছে। ঐ সকল শাসনকর্তা যে কনিষ্কের এবং বাসুদেবের প্রাধান্য মান্য করিতেন, মুদ্রার লিপি হইতে তাহা বুঝা যায়।* চীনাভাষার 'ছা, গা, ভি' প্রভৃতি শব্দের ন্যায় কোনও কোনও মুদ্রায় একশব্দাত্মক শব্দ-সমূহ উৎকীর্ণ ছিল। মুদ্রার সেই উৎকীর্ণ লিপির আলোচনা করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করেন,—মধ্য-এসিয়ার বিভিন্ন জাতি কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ঐ সকল মুদ্রা প্রবর্তিত হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই কুষণ-বংশের অধীনতা স্বীকার করিতেন,—সকলেই কুষণ-বংশের প্রতিনিধি-রূপে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। এক শ্রেণীর মুদ্রায় ভারতীয় ব্রাহ্মী বর্ণমালায় 'পাসন, নৃ ও শিলাদ' প্রভৃতি নাম উৎকীর্ণ দেখা যায়। ঐ সকল নাম যে সাসানীয় প্রভাবের পরিচায়ক, ঐতিহাসিকগণের গবেষণায় তাহা প্রতিপন্ন হয়। যাহা হউক, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত এক পঞ্জাব ব্যতীত উত্তর-ভারতের অন্য কোনও স্থানের বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত পাটলিপুত্রের গৌরব বিলয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সময় পাটলিপুত্র কোন্ জাতির বা কোন্ রাজার শাসনাধীন ছিল, তাহা সবিশেষ জানা যায় না। ৩২০ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত বংশের সহিত লিচ্ছবিগণের সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকগণ তাই বলেন, সে সময়ে পাটলিপুত্রে বৈশালীর অনার্যজাতীয় লিচ্ছবিগণের প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল। তিব্বতীয়গণের সহিত লিচ্ছবিগণের সম্বন্ধ-সংস্রবের কথাও সে প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়। যাহা হউক, ঐ সময়ে পশ্চিম ভারতের শকজাতীয় সাত্রাপ ভিন্ন অন্য কোনও জাতির বিশেষ পরিচয় জানিবার উপায় নাই। অন্ধ্র ও কুশান বংশ দ্বয়ের অধঃপতনের পর, গুপ্তরাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত, ভারতেতিহাসের এই অঙ্কটী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সে অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রকৃত তথ্যাবধারণ বড়ই সুকঠিন।

কি উদ্দেশ্যে, কি সূত্রে শক জাতি ভারতে আগমন করেন এবং কি উপায়ে তাঁহারা রাজ্য-বিজয়ে সমর্থ হন, কনিষ্কের প্রসঙ্গে সে ইতিহাস আলোচনার আবশ্যকতা অনুভূত হয়। ভারতে শক জাতির মধ্যে কনিষ্ক প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছেন। ভারতের ইতিহাসের সহিত কনিষ্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। সে ক্ষেত্রে, ভারতেতিহাস বর্ণনে, কনিষ্কের প্রসঙ্গে, শকজাতির পরিচয় প্রদান না করিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আদিকালে শকগণ ভারতবর্ষেরই অধিবাসী ছিলেন। সংহিতাদি গ্রন্থে ক্রিয়াভ্রষ্ট আচারভ্রষ্ট যে সকল জাতি ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, শকগণ তাঁহাদেরই অন্যতম। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সুপ্রতিষ্ঠার দিনে ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া তাঁহারা মধ্য-এসিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। মধ্য-এসিয়ায় তাঁহাদের এক উপনিবেশ স্থাপিত হয়। শকগণের নামানুসারে সেই স্থান 'শকস্থান' (বা 'সিস্তান') নামে অভিহিত হইয়াছিল। কিন্তু কিছুকাল ঐ উপনিবেশে বসবাসের পর পারিপার্শ্বিক শক্তি-সমূহের উপদ্রবে বিব্রত হইয়া, শকগণকে আশ্রয়ান্তর গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আদি উপনিবেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া, শকগণ জাক্‌জার্টেস নদীর

শকজাতির পরিচয়।

* মুদ্রার উপরিভাগে সম্পূর্ণ নাম উৎকীর্ণ নাই। সেখানে কেবলমাত্র 'বসু' শব্দ লিখিত আছে।

উত্তর তীরে এক অনুর্ব্বর ভূমিখণ্ডে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাঁহারা ঐ নূতন উপনিবেশে গিয়া বসবাস করিতেছিলেন। মধ্য-এসিয়ার তৎকালিক অপরাপর দুর্দ্ধর্ষ জাতিদিগের ন্যায়, লুণ্ঠন ও দস্যুতা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহারা প্রধানতঃ জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। শকগণ যে প্রদেশে উপনিবিষ্ট হন, তাহার সন্নিকটে এক অতি প্রাচীন জাতি বাস করিত। সেই আদিম অধিবাসী—'ইয়ে চি' বা 'উ-চি' নামে পরিচিত। ১৭০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে চীন-সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে তাহারা বিতাড়িত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। কিছুকাল পরে, ১৬০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে শকগণের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ফলে শকগণ পুনরায় নূতন বাসস্থান অন্বেষণে বিব্রত হইয়া পড়েন। সেই আশ্রয়-স্থান অনুসন্ধানের চেষ্টার ফলে তাঁহারা ভারতে প্রবেশ করেন। শক ও ইয়ে চি জাতির আদি বাসস্থান পরিত্যাগ সম্বন্ধে গ্রন্থপাত্রে একটী আখ্যায়িকা বিবৃত আছে। তাহাতে বুঝা যায়, ইয়ে-চি জাতি সর্ব্বপ্রথম চীন-সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে 'কান্-সু' প্রদেশে বসতি করিত। 'হিউং-নু' নামধেয় তুর্কজাতীয় এক শ্রেণীর লুণ্ঠনকারী সম্প্রদায় কর্তৃক তাহারা স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হয়। ১৭৪ হইতে ১৬০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। প্রায় এক লক্ষ ইয়ে চি জাতীয় নরনারী স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া মধ্য-এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। গোবী মরুভূমির উত্তর দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে প্রথমে উ-সুং জাতির সহিত তাহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। উ-সুং-গণ ইলি নদীর উপত্যকা প্রদেশে বাস করিত। এই উ-সুং-গণের পশ্চিমাংশে শক-জাতির বসতি ছিল। প্রায় কুড়ি বৎসর কাল ইয়েচি জাতি উ-সুং জাতির রাজ্যে বাস করিতেছিল। কিন্তু পরিশেষে উ-সুং-সর্দ্দারের এক পুত্র কর্তৃক তাহারা ঐ দেশ হইতে বিতাড়িত হয়। ইয়েচিগণ উহার রাজ্য অধিকার করিয়া লইলে সর্দ্দার-পুত্র ইয়েচি-গণের পূর্ব্ব-শত্রু হিউং-নু জাতির আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহাদের সহায়তায় সর্দ্দার-পুত্র যখন পিতৃরাজ্য অধিকার করিলেন, ইয়েচি-গণ তখন শক-রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইল। শকগণ তাহাদের আক্রমণে বাধা দিতে অসমর্থ হইয়া, পার্থিয়া ও বাক্ট্রিয়ার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ অভিমুখে ধাবমান হন। অনেকে শকগণের ভারত আক্রমণের ইহাই সূত্রপাত বলিয়া মনে করেন। ইয়েচি-জাতির আদিবাসস্থান ত্যাগ এবং তাহাদের পলায়ন—১২৮ খৃষ্টাব্দের ঘটনা, ওটো ফ্রাঙ্ক প্রমুখ পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদগণের গবেষণায় তাহা প্রতিপন্ন হয়। শক-গণ বিতাড়িত হইলে ইয়েচি জাতি কিছুকাল তাহাদের রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। ১৫—২০ বৎসর এই ভাবে অতিবাহিত হয়। পরে এই জাতি পূর্ব্ব-শত্রু হিউং-নু কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া বাক্ট্রিয়ার অভিমুখে প্রধাবিত হয়। বহু দিবস পর্য্যন্ত অক্সাস নদীর উত্তরে তাহারা অবস্থিতি করিয়াছিল। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, তাহাদের স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল,—নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থানের প্রবৃত্তি আসিল। বাক্ট্রিয়া সোগ্‌দিয়ানা প্রভৃতি অধিকার করিয়া তাহারা রাজ্য-সংস্থাপন করিল। পরে তাহাদের সে রাজ্য পাঁচটী বিভাগে বিভক্ত হয়। ইহার পর প্রায় এক শতাব্দী কাল তাহাদের

সম্বন্ধে কোনও বিবরণ জানা যায় না। এক শত বৎসর পরে তাহাদের কুষাণ-অভিধেয় একটী সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। তাহাদের অধিনায়ক ইয়েচি-গণের সম্রাট পদবী প্রাপ্ত হয়। সেই অধিনায়কের সিংহাসনাধিরোহণকাল—পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মতে, ২৫ খৃষ্টাব্দ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। তিনি প্রথম কাডফাইসেস নামে পরিচিত হন। * ভারতে সেই ইয়েচি-জাতির কুষাণ শাখার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহার পর ইয়েচি ও শক জাতির ইতিহাস একসূত্রে গ্রথিত হয়। উভয় জাতি তখন এক সঙ্গে মিশিয়া যায় বলিয়া, অনেকে মনে করেন। আর সেই হইতে উভয় জাতির ইতিবৃত্ত পরস্পরের সংমিশ্রণে জটিল হইয়া আছে। যাহা হউক, আশ্রয়-অন্বেষণে বহির্গত হইয়া শকগণ প্রথমে বাক্ট্রিয়া অধিকার করে। ক্রমে পার্থিয়গণ তাঁহাদের নিকট পরাজিত হয়। পার্থিয়া-রাজ্য অধিকার করিয়া শকগণের মনে রাজ্য-বিজয়লিপ্সা বলবতী হইয়া উঠে। সেই সূত্রে তাহারা ভারত অধিকারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কি সূত্রে কোন্ পথ ধরিয়া শকগণ ভারতে প্রবেশ করেন, তদ্বিষয়ে নানা মতান্তর আছে। এক মতে প্রকাশ,—হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, এক সময়ে শকগণ কাশ্মীর অধিকার করিয়াছিল, এবং মথুরা ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি জনপদ শকগণের করতলে নিপতিত হইয়াছিল। খৃষ্ট-জন্মের চারি শত বৎসর পূর্ব্বে শকগণের একবার আক্রমণের বিষয় অবগত হওয়া যায়। আবার খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫৭ অব্দে শকগণের ভারত আক্রমণের বিষয় জানা যায়। অধুনা ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ শকগণের প্রথম ভারতাগমনের কাল খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে নির্দ্দেশ করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু শকগণ যে ভারতেরই আদিম অধিবাসী

* চীনা-ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ বলেন—১৬৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ইয়েচি জাতি তাহাদের পূর্ব্ব-বাসস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। ডক্টর ফ্রাঙ্কের মতে ইয়েচি জাতির স্বদেশ-পরিত্যাগের কাল—১৭০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ। সে হিসাবে শকদিগের দক্ষিণদেশাভিমুখে যাত্রার কাল ১৭৪-১৬০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ স্থিরীকৃত হয়। ৫০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে দারায়ুসের পুত্র হিষ্টাস্পাসের রাজত্ব-কালে, শাকাই (Sakai) এবং কাস্পিয়াই (Caspii) জাতি মিলিত হইয়া স্বতন্ত্র একটী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। জারাক্সিস যখন গ্রীসদেশ আক্রমণ করেন, দারায়ুসের পুত্র হিষ্টাস্পাসের অধিনায়কত্বে তাহাদের সেনাদল রোমের বিরুদ্ধে ধাবমান হয়। ইয়েচি এবং উ-সুং জাতির অবস্থানের বিষয় পুনরূপ নির্দিষ্ট হইলে শক জাতির অবস্থান সম্বন্ধে কোনই গণ্ডগোলের কারণ উপস্থিত হয় না। ষ্ট্রাবোর গ্রন্থে প্রকাশ,—শক এবং তাহাদের সংসৃষ্ট অপরাপর জাতি জাকজার্টেস নদীর তীর হইতে আগমন করে। কানন রলিন্সন বলেন,—দারায়ুসের সময়ে শকজাতি কাশগড় এবং ইয়ারখন্দ দেশে বসতি করিত,—এ অভিমত যুক্তিযুক্ত নহে। ডক্টর এফ, ডবলিউ টমাসের (J. R. A. S., 1906) সিদ্ধান্ত—অতি প্রাচীন কালে শকগণ সিস্তানে বাস করিত। দ্বিতীয় শতাব্দে তৎপ্রদেশে শকগণের বসতি-স্থাপনের যুক্তি ভিত্তিহীন এবং অপ্রামাণ্য। কুশন-বংশের আধিপত্য-প্রতিষ্ঠার কাল সম্বন্ধেও মতান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে কুশন-বংশের রাজ্য-প্রতিষ্ঠার কাল আরও পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করেন। চীন-ভাষায় কাডফাইসেস—কিউ-সিউ-কিও (Kieu-tsieu—kio) নামে পরিচিত। কোজোলাকোডাফিস, কোজাউলোকাডফাইসেস এবং কুজুলাকরকাডফাইসেস (K zola- kodaphes, Koz ulakadphises, Kuzulakarkadphises)—এইরূপ বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই সকল নামের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। কেহ কেহ বলেন,—কুষণগণ গ্রীক অব্দ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু অনেকে তাহা স্বীকার করেন না।

—পারদ, পহ্লব, চীন প্রভৃতির ন্যায় ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তৎপ্রান্ত তাঁহারা আদৌ লক্ষ্য করেন না। যাহা হউক, শকগণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আক্রমণ ব্যর্থ হইলেও খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে তাঁহাদের আক্রমণ অনেকাংশে সাফল্য লাভ করিয়াছিল। সেই হইতেই তাঁহারা ভারতে পরিচয়-চিহ্ন রাখিতে সমর্থ হন। তাই সেই হইতেই তাঁহাদের ভারত-আক্রমণের কাল গণনা করা হইয়া থাকে। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫৭ অব্দে বা তাহার দুই এক বৎসর পূর্ব্বে, শকগণের প্রথম ভারত-আক্রমণের কাল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সে আক্রমণ ভীষণ আক্রমণ হইলেও, তদ্দ্বারা ভারতের সহিত তাঁহাদের কোনও স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। যে সময়ে শকগণের ঐ আক্রমণ সংঘটিত হইয়াছিল, তখন রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য ভারতের সিংহাসনে সমারূঢ়। তখন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রবল প্রভাব। সুতরাং শকগণ তখন ভারতের অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ মাত্র করিয়াই পলায়নপর হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের প্রবর্ত্তিত অব্দে ভারতবর্ষ হইতে শকগণের উচ্ছেদের বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত হইতেছে।*

শক-নৃপতির আগমন।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে যে শক-নৃপতি ভারতের সীমান্ত-প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট তিনি প্রথম কাডফাইসেস নামে পরিচিত। ১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সাম্রাজ্য-স্থাপন নির্দ্দিষ্ট হয়। পূর্ব্বে যে কারণে চীনদেশ হইতে 'ইয়ুচি' জাতি হিন্দুকুশ-পর্ব্বতের উত্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, ঠিক সেই কারণেই পুনরায় তাহারা সে আশ্রয়-স্থল পরিত্যাগে বাধ্য হইল। প্রথম কাডফাইসেস তাই সর্ব্বপ্রথম হিন্দুকুশ পর্ব্বতের দক্ষিণ-দিগবর্ত্তী 'কুশ' বিভাগে অগ্রসর হইলেন। ক্রমশঃ তিনি 'কি-পিন'† (কাশ্মীর বা কাফ্রিস্তান) অধিকার করিয়া কাবুলের অভিমুখে অগ্রসর হন। কাবুল, কান্দাহার

* এতদ্বিষয়ক আলোচনা এই গ্রন্থের পরিচ্ছেদান্তরে দ্রষ্টব্য।

† 'কি-পিন' শব্দে কোন দেশ বুঝায়, তৎসম্বন্ধে নানা মতান্তর দেখিতে পাই। চীনাদিগের গ্রন্থপাঠে আলোচনায় এম সিলভান লেভি কি-পিন (Ki-pin) এবং কাবুল স্বতন্ত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন। চীনাদিগের গ্রন্থে কাবুল—কাও-ফু (Kau-fu) নামে উল্লিখিত হয়। সপ্তম শতাব্দীতে চীনের 'টাং' (Tang) বংশের রাজত্বকালে কি-পিন বলিতে সাধারণতঃ কপিশাকেই বুঝাইত। হান এবং ওয়ে বংশদ্বয়ের রাজত্বকালে এ শব্দে কাশ্মীর রাজ্য উপলব্ধি হইত। যে সময়ের কথা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, সে সময়ে চীনে 'হান' বংশের রাজত্বকাল প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছিল। সে সময়ে কি-পিন বলিতে কাশ্মীরকেই বুঝাইত। কিন্তু অনেকে কি-পিন শব্দ কপিশা-দেশের প্রাচীন সংজ্ঞা বলিয়াই নির্দ্ধারণ করেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ওয়াটার্সের মতে 'কি-পিন' বহু-অর্থদ্যোতক। উহাতে নির্দ্দিষ্ট কোনও সংজ্ঞাই বুঝাইতে পারা যায় না। 'কি-পিন' শব্দে কোনও দেশ বা নগর উপলব্ধি হয় না। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের বিভিন্ন গ্রন্থে—এই 'কি-পিন' শব্দে কপিশা, নগর, গান্ধার, উদ্যান এবং কাশ্মীর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। স্যর এম এ ষ্টিন—'কি-পিন' এর পরিবর্ত্তে 'চি-পিন' (Chi-pin) নাম ব্যবহার করিয়াছেন। চীনাদিগের নাম-সমূহ পণ্ডিতগণের বিভিন্ন গ্রন্থে এইরূপ বিভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হইয়াছে এবং তাহাতে বিভিন্ন ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন,—দ্বিতীয় কাডফাইসেস কোনও লিপি উৎকীর্ণ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার প্রবর্ত্তিত মুদ্রাদি হইতেই তাঁহার রাজ্য-পরিমাণের একটা অনুমান করিয়া লইতে হয়। ৮০ খৃষ্টাব্দে 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থ রচনার সময় সিন্ধুর ব-দ্বীপে পার্থীয় শাসনকর্ত্তা রাজশাসন করিতেছিলেন। তাঁহার মুদ্রা-সমূহ প্রায়ই ব্রোঞ্জ এবং তাম্র দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

এবং ব্যাক্ট্রিয়া প্রভৃতি রাজ্যে আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরিশেষে তিনি পার্থীয়-রাজ্য আক্রমণ করেন। এইরূপে পারস্য হইতে সিন্ধু-তীর পর্য্যন্ত তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হয়। সোগডিয়ানা, বোখারা, আফগানিস্থান প্রভৃতি তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। ইয়েচি জাতির এই আক্রমণের ফলে ইন্দোগ্রীক ও ইন্দোপার্থীয় রাজ্য তাহাদের অধিকারে আসে। অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমে প্রথম কাডফাইসেস পরলোক-গমন করেন। খৃষ্টীয় ৭৫ অব্দে তৎপুত্র দ্বিতীয় কাডফাইসেস রাজা হন। পিতার অপেক্ষা ইনি অল্প শক্তিশালী ছিলেন না। কথিত হয়, বারাণসী পর্য্যন্ত তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। দ্বিতীয় কাডফাইসেসের ভারত-সাম্রাজ্যে সৈনিক-শাসনকর্ত্তা শাসন করিতেন। কাবুল হইতে গাজীপুর ও বারাণসী পর্য্যন্ত স্থানে এবং পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে দ্বিতীয় কাডফাইসেসের উৎকীর্ণ বহু মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ঐ সকল স্থানে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, পণ্ডিতগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। ১২৫-১২২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে চীনসম্রাট অক্সাস নদীর তীরে ইয়েচি জাতির নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রায় এক শতাব্দী কাল চীনের সহিত তাহাদের সংস্রব অক্ষুণ্ণ ছিল। ২৩ খৃষ্টাব্দে হান-বংশের বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী পরে, চীনরাজের প্রভাব প্রতিপত্তি পুনরায় বৃদ্ধি হইতে থাকে। সেনাপতি পান-চাও বিপুল বাহিনী সমভিব্যাহারে দেশজয়ে প্রবৃত্ত হন। সমস্ত দেশ জয় করিয়া তাঁহার সৈন্যদল পারশ্যদেশে রোম-সাম্রাজ্যের সন্নিকটে উপস্থিত হয়। চীন-রাজের এই শক্তি-বৃদ্ধিতে কুশান-রাজের মনে ঈর্ষার সঞ্চার হয়। তখন কণিষ্ক শক-রাজ্যের অধিপতি ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। কণিষ্কও আপনাকে অল্প ক্ষমতাশালী বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহার দম্ভ তখন এতই বাড়িয়া গিয়াছিল যে, তিনি চীন-সম্রাটের দুহিতার পাণিগ্রহণের অভিলাষী হন। চীন সেনাপতি পান্-চাও কণিষ্কের এ প্রস্তাব বিশেষ অপমানজনক মনে করেন। তিনি কণিষ্কের দূতকে ধৃত করিয়া চীন-সাম্রাজ্যে পাঠাইয়া দেন। কণিষ্ক তাহাতে বিশেষ ক্রুদ্ধ হন। সেনাপতি সি-র অধিনায়কত্বে তাঁহার বিরুদ্ধে সত্তর হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। সেনাপতি সি, সুং-লিং পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া পামির-রাজ্যের 'টাগ-দুং-বাস' নামক স্থানে চীন-সৈন্য অবরোধ করেন। কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হয়। খাসগড় অথবা ইয়ারকন্দ নামক স্থানে সৈন্যগণ বিধ্বস্ত হয়। ফলে, কণিষ্ক চীনরাজের করদরাজ মধ্যে পরিগণিত হন। চীনাদিগের ইতিবৃত্তে প্রকাশ,—কণিষ্কের রাজধানী হইতে বহু বার রাজকর ও উপঢৌকনাদি লইয়া দূতগণ চীনরাজ্যে আগমন করিয়াছিল।* যাহা হউক, পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তে সপ্রমাণ হয়,—কাডফাইসেসের রাজত্ব-

সেই জন্য পার্থীয় শাসনকর্ত্তা এবং দ্বিতীয় কাডফাইসেস উভয়ই সমসাময়িক বলিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের মুদ্রার মধ্যেও অশেষ সাদৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

* প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ বলেন,—ভারত হইতে চীনে কর দেওয়ার প্রথা এই নূতন নহে। চীন-সম্রাট হাওয়ার (Hwa) রাজত্বকালে ভারতবর্ষ হইতে চীনে উপঢৌকনাদি প্রেরিত হইত। ভারত হইতে চীনে দূত গমন করিত, গ্রন্থপত্রে তাহাও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে চীনের পশ্চিম প্রদেশের অধিবাসীরা বিদ্রোহী হয়।

সময়।			ঘটনা।
১০০	পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ	...	অক্সাস নদীর দক্ষিণ দিকে ইয়েচি-জাতির আধিপত্য-বিস্তার। তাহাদের কর্তৃক তা-হিয়া রাজধানী অধিকার। নদীর দক্ষিণে লান্-সিউ রাজ্যে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার।
৯১	" "	...	ইয়েচি-জাতির পাঁচটী স্বতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপন। বামিয়ান ও কুশান প্রভৃতি রাজ্য তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।
৫৮	" "	.	বিক্রম-সংবৎ-প্রবর্ত্তন। মালব-রাজ্যের প্রাধান্য।
২৬	" "		অগাষ্টাসের নিকট ভারতীয় দূত প্রেরণ।
২	" "	...	ইয়েচি জাতীয় জনৈক রাজা কর্তৃক চীনসম্রাটের প্রতিনিধিকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে উপদেশ দান।
৮	খৃষ্টাব্দ	...	চীনের সহিত পশ্চিম প্রদেশের সাময়িক সম্বন্ধ লোপ।
১৪	"	..	রোম-সম্রাট অগাষ্টাসের মৃত্যু, টাইবেরিয়াসের রাজ্য লাভ।
১৫	"		কুশান রাজ প্রথম কাডফাইসেসের সিংহাসনাধিরোহণ। ইয়েচি জাতির যে পাঁচটী বিভিন্ন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই পাঁচটী রাজ্য এই সময় একত্রে সংগ্রথিত হইয়া 'কুশান' রাজ্য নামে অভিহিত হয়। প্রথম কাডফাইসেস তাহার প্রথম রাজা হন। প্রথম কাডফাইসেস কর্তৃক কাও-ফু (কাবুল), কি-পিন (কাশ্মীর বা কাপিশ) এবং পোটা (পার্থিয়া কিংবা আরাকোশিয়া) অধিকার। কাবুলের গ্রীকরাজ হারমেওসের সহিত তাঁহার মিত্রতা স্থাপন।
২৩	"	...	চীনে হান-বংশের উচ্ছেদ।
৩৮	"	...	রোম-সম্রাট গয়াস কালিগোলার সিংহাসনাধিরোহণ
৪১	"	...	রোম-সম্রাট ক্লডিয়াসের রাজ্যাভিষেক।
৪৫	"	...	অশীতি বর্ষ বয়সে প্রথম কাডফাইসেসের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কাডফাইসেস কুশান (ইয়েন-কাও-চিং, ওইমো কাডফাইসেস) রাজ্যপ্রাপ্ত হন। তাঁহার সমসাময়িক—সোটর মেগাস।
৪৫—৭০	"	...	ইন্দো-পার্থিয় রাজ্যের ধ্বংস-সাধন। দ্বিতীয় কাডফাইসেস কর্তৃক উত্তর-ভারত বিজয়ারম্ভ।
৫৪	"	...	রোম-সম্রাট নিরোর সিংহাসনাধিরোহণ।
৬৪	"	...	চীন-সম্রাট মিং-টি কর্তৃক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রন্থ-প্রার্থনা।

সময়।		ঘটনা।
৬৮—৬৯	খৃষ্টাব্দ।	রোম-সম্রাট গাল্‌বা, ওথো, ভিটেলিয়াস প্রভৃতি।
৭০	,,	রোম-সম্রাট ভেস্পাসিয়ান (৬৯ খৃষ্টাব্দের ২২এ ডিসেম্বর সিংহাসনাধিরোহণ করেন।)
৭৩—১০২	,,	খোটান প্রদেশে চীন-সৈন্যের অধিনায়ক পান-চাওর বিজয়-লাভ।
৭৭	,,	প্লিনির 'ন্যাচারেল হিষ্টরী' গ্রন্থ প্রকাশ।
৭৮	,,	শক বা শালিবাহন অব্দের আরম্ভ। দ্বিতীয় কাড-ফাইসেসের লোকান্তর-প্রাপ্তি। শকরাজ কনিষ্কের সিংহাসনাধিরোহণ।
৭৯	,,	রোম-সম্রাট টিটাসের সিংহাসনাধিরোহণ।
৮১	,,	রোম-সম্রাট ডোমিটিয়ানের সিংহাসন-প্রাপ্তি।
৯০	,,	চীন-সেনাপতি পান-চাওর নিকট কনিষ্কের পরাজয়।
৯৪	,,	চীনাগণ কর্তৃক কচ্ছ এবং কারাসার অধিকার।
৯৬	,,	রোম-সম্রাট নার্ভার সিংহাসনাধিরোহণ।
৯৮	,,	রোম-সম্রাট ট্রেজানের রাজ্য-প্রাপ্তি।
৯৯	,,	নানাদেশ বিজয়ের পর রোম-সম্রাট ট্রেজান রোমে প্রত্যাবর্তন করেন।
১০০	,,	ট্রেজানের নিকট ভারতীয় দূতগণের গমন। কাশ্মীরে চতুর্থ বৌদ্ধ-মহাসঙ্গীতির অধিবেশন।
১০২	,,	কনিষ্ক কর্তৃক চীন-সম্রাটের পরাজয় ও তাঁহার অধিকৃত তুর্কিস্থান অধিকার। *
১০৫	,,	রোমানগণ কর্তৃক আরবের নাবাটিয়ান রাজ্য অধিকার, পালমিরার অভ্যুত্থান।
১১৬	,,	রোম-সম্রাট ট্রেজান কর্তৃক মেসোপোটামিয়া অধিকার
১১৭	,,	রোম-সম্রাট হাড্রিয়ানের সিংহাসন-প্রাপ্তি। তৎকর্তৃক মেসোপোটামিয়ার আধিপত্য পরিহার।
১২৩	,,	কনিষ্কের লোকান্তর। কুষাণ-বংশীয় হুবিষ্ক শক-সাম্রাজ্যের সিংহাসন-লাভ করেন।
১২৩—২৬	,,	এথেন্স নগরে হাড্রিয়ানের রাজধানী প্রতিষ্ঠা।

* এতদুপলক্ষে ডক্টর ফ্রাঙ্ক বলেন,—১৫২ খৃষ্টাব্দে খোটান প্রদেশ হইতে চীনাগণের আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। সে প্রসঙ্গে চীনদেশীয় গ্রন্থাদিতে কনিষ্কের নাম দৃষ্ট হয় না। ডক্টর ফ্রাঙ্ক আরও বলেন,—পো-তা (Po-ta) ও বাক্‌ট্রিয়া অভিন্ন বলা যায় না। তাঁহার মতে পো-তা ও পার্থিয়া অভিন্ন এবং আরাকোশিয়ার উত্তরে উহা অবস্থিত ছিল।

সময়।			ঘটনা।
১৩১—৩৫	খৃষ্টাব্দ।	...	য়িহুদিগণের সহিত হাড্রিয়ানের যুদ্ধ।
১৩৮	,,	...	রোম-সম্রাট এণ্টোনিয়াস পায়াসের সিংহাসনাধিরোহণ।
১৪০	,,	...	কুষণ-রাজ বাসুদেবের রাজ্য-প্রাপ্তি।
১৫০	,,	...	পশ্চিম-দেশীয় সাত্রাপ রুদ্রদমনের লিপি উৎকীর্ণ হয়।
১৬১	,,	...	রোম-সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস এণ্টোনিয়াসের রোম-সাম্রাজ্যের সিংহাসন-লাভ।
১৬২—৬৫	,,	...	রোমানদিগের নিকট পার্থিয়ার অধিপতি তৃতীয় ভলো গেসেসের পরাজয়-স্বীকার।
১৭৫	,,	...	মার্কাস অরেলাস কর্তৃক পূর্ব-দেশীয় রাজ্য-বিজয়ের জন্য সমরায়োজন।
১৭৮	,,	...	কুষণ-রাজ বাসুদেবের পরলোকগমন।
১৭৮—২২৬	,,	...	পরবর্তী কুষণরাজ দ্বিতীয় কনিষ্ক।
১৮০	,,	...	রোম-সম্রাট কমোডাসের রাজ্যলাভ।
১৯২—১৯৩	,,	...	রোম-সম্রাট পার্টিনক্স ও জুলিয়েনাস।
১৯৩	,,	...	রোম-সম্রাট সেপ্টিমিয়াস সেভেরাসের রাজ্য-প্রাপ্তি।
২০০	,,	...	পালমিরা কর্তৃক রোমের উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠা।
২১১	,,	...	রোম-সম্রাট কারকালার সিংহাসনাধিরোহণ।
২১৬	,,	...	কারকালা কর্তৃক পার্থিয়া-রাজ্য আক্রমণ।
২১৮	,,	...	ইলাগাবেলাসের রোম-সাম্রাজ্যের আধিপত্য-লাভ।
২২২	,,	...	রোম-সম্রাট আলেকজাণ্ডার সেভেরাসের রাজ্য-প্রাপ্তি।
২২৬	,,	...	আর্দাশির কর্তৃক পারস্যে সাসানিয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। ভারতে কুষাণ-বংশের আধিপত্য লোপ। অন্ধ্রাজ-বংশের উচ্ছেদে তাঁহাদের অস্তিত্ব-লোপ
২৬০	,,	...	প্রথম সাপোরের নিকট রোম-সম্রাট ভ্যালেরিয়ানের পরাজয় ও পলায়ন।
২৭৩	,,	...	অরেলিয়ান কর্তৃক পালমিরা বিধ্বস্ত।
২৮৪—৩০৫	,,	...	রোম-সম্রাট ডাওক্লিসিয়ান।
৩৬০	,,	...	কুষাণ-সৈন্যের সহায়তায়, দ্বিতীয় সাপোর কর্তৃক আর্মেনিয়া আক্রমণ ও অধিকার।

উল্লিখিত তালিকা হইতে রোম ও চীন সাম্রাজ্য-দ্বয়ের সহিত তাৎকালিক ভারত-সাম্রাজ্যের সম্বন্ধ-সংশ্রবের বিষয় বেশ উপলব্ধি হয়। ইন্দো-পার্থিয় রাজগণ যখন বিশেষ প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন, সেই সময় হইতেই ভারতের সহিত বৈদেশিকগণের সংশ্রব অধিকতর প্রকট হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ গণ্ডোফারেস যখন পার্থীয় অধিকারে একাধিপত্য লাভ করেন, সেই সময়ে যে

সম্বন্ধ অধিকতর বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, ঐ সময় হইতেই খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রচারকগণ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ লাভ করেন; আর ঐ সময় হইতেই রোমের সহিত ভারতের —প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্যের—বাণিজ্য-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল। মালবার উপকূলে খৃষ্ট-ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের যে প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে প্রতিপন্ন হয়,—প্রচারক সেণ্ট-টমাস খৃষ্টীয় ৫২ অব্দে সকোত্রা হইতে আগমন করিয়া দাক্ষিণাত্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। সে সময়ে তৎপ্রদেশে তাঁহাদের সাতটী প্রচার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।* যাহা হউক, এই সময় হইতেই যে বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ এবং ভারতে বিভিন্ন দেশের লোকগণের গতিবিধি ঘটিয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তবে ঐ সকল বৈদেশিক জাতি প্রায়ই সীমান্ত প্রদেশে, অথবা পশ্চিম উপকূলে কিংবা দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণাংশে মাত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কেহই ভারতে সাম্রাজ্য-স্থাপনে সমর্থ হন নাই। সে হিসাবে তাঁহাদের ইতিহাস, ভারতের প্রদেশ-বিশেষের ইতিহাস বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, বৈদেশিকগণের সেই সম্বন্ধ-সূত্রে ভারতীয় আচার-

* সেণ্ট টমাসের ধর্ম্ম-প্রচার সম্বন্ধে মি. ডব্লিউ জে রিচার্ডস নিম্নরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন,—One of the seven churches founded by St. Thomas was at a place named Chayal in the eastern hills of Travancore. It has long been abandoned, owing to wild animals, but the ruins remain and would repay antiquarian research."—*The Indian Christians of St. Thomas*. মেকেঞ্জি আরও বলেন,—দাক্ষিণাত্যের দুইটী পরিবারের পৌরোহিত্য কার্য্যে সেণ্ট টমাস নিযুক্ত ছিলেন। সেই দুই পরিবারের নাম—শঙ্করপুরী এবং পাকালোমাট্টাম। উক্ত বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত বিশেষ হয় নাই। ত্রিবাঙ্কুর ষ্টেট ম্যানুয়াল (Mr. V. Nagam Aiya's *Manual, II*) এতৎসম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলে তাহাও উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়। প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত প্রবাদ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—"There is no doubt as to the tradition that St. Thomas came to Malabar and converted a few families of Nambudiris, some of whom were ordained by him as priests, such as those of Sankarapuri and Pakalomattam. For in consonance with this long-standing traditional belief in the minds of the people of the Apostle's mission and labour among high caste Hindus, we have (it) before us to-day the fact that certain Syrian Christian women, particularly of a Desom called Kunnamkolam wear clothes as Nambudiri women do, move about screening themselves with huge umbrellas from the gaze of profane eyes as those women do, and will not marry, except perhaps in exceptional cases and that only recently, but from among dignified families of similar aristocratic descent. This is a very valuable piece of evidence of the conduct of the community, corroborating the early tradition extant on the coast."

প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন,—ভারতের ও সিংহলের ইতিবৃত্ত তুলনা করিলে বুঝা যায়,—খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে মালবার উপকূলে খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল। সে সময় সেখানে খৃষ্ট-মন্দিরের অস্তিত্বও উপলব্ধি হয়। বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবংশে' দেখিতে পাই,—৩০৮ খৃষ্টাব্দে সিংহলের রাজা গোথাকাভয়ের (মেঘবর্ণাভয়) রাজত্বকালে

অনন্তর মিহিরকুল সিংহলরাজের উদ্দেশে যুদ্ধ-যাত্রায় বাহির হইলেন।" তাঁহার সমভিব্যাহারে এত সৈন্য চলিল যে, তাহার মধ্যে গজ-সৈন্যের গণ্ডদেশ হইতে অবিরত ক্ষরিত মদজলে একটী নদী বহিয়া গেল; দক্ষিণ সমুদ্র সেই কৃষ্ণবর্ণা নদীর সহিত সঙ্গত হইয়া যমুনার আলিঙ্গন সুখ পাইলেন। রাজা নিজে পত্নীকে সিংহলরাজের চরণ-চিহ্ন-স্পর্শে লাঞ্ছিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে তথায় যুদ্ধ করিয়া সেই ক্রোধকে সিংহলরাজের সহিত একযোগে উন্মূলিত করিলেন। রাজা মিহিরকুল সিংহলে অন্য এক শক্তিশালী ব্যক্তিকে আধিপত্য প্রদান করিলেন ও সূর্য্যাকার স্বর্ণপ্রতিমায় অঙ্কিত সুন্দর বস্ত্র সমূহ লুণ্ঠন করিয়া আনিলেন। সাধারণ হস্তী যেমন মদস্রাবী গজের গন্ধ পাইলেই দূরে পলাইয়া যায়, সেই মত রাজা মিহিরকুলের বিজয়যাত্রা কালে চোল, কর্ণাট, লাট ও [illegible] প্রদেশের রাজারা পলায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর সেই [illegible] প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাদিগের নগর সকল [illegible] সহিত বিশ্বস্তভাবে নিজেদের প্রভুর নিকট দেখাইয়া কাশ্মীররাজের নিকট পরাভব প্রকাশ করিয়াছিল। তাহা হইতে মিহিরকুলের মনে পরিশেষে সম্ভবতঃ বৈরাগ্য উদয় হয়। তিনি শ্রীনগরে মিহিরেশ্বর নামে শিবপ্রতিষ্ঠা ও হোলাড়া দেশে মিহিরপুর নামে একটী বড় নগর স্থাপন করেন। তিনি গান্ধার-দেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর ভূমি দান করিয়াছিলেন। সত্তর বৎসর রাজত্ব করিয়া মিহিরকুল পরলোক গমন করেন। তাঁহার দেহত্যাগ সম্বন্ধে নানা কাহিনী বিবৃত আছে। কোনও মতে প্রকাশ, তিনি পীড়ার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করেন। কোনও মতে দেখিতে পাই,—"তিনি ভগবান বিরূপাক্ষ দেবের সম্মুখে ক্ষুর ছুরী ও সেল প্রভৃতি অস্ত্রে পরিপূর্ণ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে লৌহশয্যায় নিজদেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।" কোনও কোনও সম্প্রদায়ে রাজার নৃশংসতা-সম্বন্ধে একটী জনপ্রবাদ আছে। সে প্রবাদ এই যে, "তিনি পাহাড় হইতে চন্দ্রকুল্যা নামে একটী নদী নামাইতেছিলেন। মধ্যে একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর থাকায় নদী বহিবার বিঘ্ন ঘটে। পাথরখানি কিছুতেই সরান যায় নাই। তখন রাজা আরব্ধ কার্য্যের সিদ্ধির জন্য তপস্যা করিতে একদিন দেবতারা তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ দেন যে, ঐ পাথরে এক অতি বলবান জিতেন্দ্রিয় যক্ষ অধিষ্ঠিত আছেন। যদি কোনও সতী রমণী উহাকে স্পর্শ করে, তবে পাথর সহজে নড়িবে, যক্ষ আর উহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। অনন্তর পরদিন রাজা স্বপ্নদর্শনানুসারে কুলবধূদিগকে আনাইয়া পাথরখানি ছোঁয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ কার্য্যে ক্রমে ক্রমে সকল প্রসিদ্ধ-বংশীয় কুলবধূর যত্ন বিফল হইল। শেষে চন্দ্রাবতী নাম্নী জনৈক কুম্ভকার পত্নীর স্পর্শ পাইবামাত্র ঐ প্রকাণ্ড শিলা সরিয়া যাইল। রাজা এই ব্যাপারে কুলবধূদিগের উপরে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিন কোটী কুলরমণীকে তাঁহাদের নির্দ্দোষ স্বামী পুত্র ভ্রাতাদের সহিত হত্যা করিলেন।" মিহিরকুলের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বক রাজ্য প্রাপ্ত হন। তিনি সদাচারী ছিলেন। তাঁহার গুণাবলীর তুলনায় ঐতিহাসিক বলিয়াছেন,—"যেমন [illegible] অংশুমান গ্রীষ্ম দিবসের পর মেঘাগমে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে লোকে তাহা

তাঁহাদের মতে, গড়ে ১৮ বৎসর করিয়া এক এক রাজার রাজ্যকাল ধার্য্য হইয়াছে। সেইরূপ গণনা পদ্ধতির অনুসরণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রথমোক্ত তালিকায় ৭৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ কনিষ্কের রাজ্যকাল স্থির করিয়া ৫৫০ খৃষ্টাব্দ চিরণোর রাজ্যাবসান কাল নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। যাহা হউক, ঐ সময়ে যে দেশে বিপ্লব-বিভীষিকার সূত্রপাত হইয়াছিল, আর তাহারই ফলে যে ভারতের তাৎকালিক ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন দুরূহ, তাহা স্বতঃই উপলব্ধি হয়।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে (২৩২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে) রাজচক্রবর্ত্তী অশোক লোকান্তর গমন করেন। তার পর খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত-বংশের অভ্যুদয় হয়। অশোকের মৃত্যুকাল হইতে গুপ্তবংশের প্রাদুর্ভাব পূর্ব্ব পর্যন্ত প্রায় তিন শতাব্দী কাল, ভারতের ইতিহাস, ঐতিহাসিকগণের মতে, অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সে সময়ে দেশময় উচ্ছৃঙ্খলতা ও অরাজকতার প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন স্বাধীন-রাজ্যের অভ্যুদয়ে তাঁহাদের পরস্পর বিবাদের ফলে ভারতভূমি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল; বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভারতের তাৎকালিক ইতিহাস বড়ই শোচনীয়। তখন জৈন ও বৌদ্ধগণের গ্রন্থ-পত্র লিপিবদ্ধ হয় নাই; তাৎকালিক ইতিহাসের উপাদান-রূপে কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। সে সময়ের ইতিহাস তাই পণ্ডিতগণ অন্ধকারময় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তবে সে অন্ধকারের ক্ষীণ আলোক-রেখার ন্যায় কচিৎ কখনও কোনও রাজবংশ ভারতের প্রদেশ-বিশেষে প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইলেও, আর তাহার ফলে তৎপ্রদেশের ঐতিহাসিক উপাদানের দুই একটু পরিচয় প্রাপ্ত হইলেও তাহা হইতে ভারতের সকল প্রদেশের ব সমগ্র ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাসের সূত্র নির্দ্দেশ করা বড়ই সুকঠিন। ভারতের মুদ্রা এবং উপাখ্যান সমূহ বিচ্ছিন্ন এবং সংক্ষিপ্ত ভাবে ভারতের ইতিহাসের যে উপাদান দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতের ইতিহাস এতই জটিল, উপাদান-সমূহ এতই বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন ঘটনাবলীর সময়-নির্দ্দেশে এত অধিক মতান্তর বর্ত্তমান রহিয়াছে যে, তাৎকালিক ভারতের প্রকৃত ধারাবাহিক ইতিহাস নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর নহে। ভারত-সাম্রাজ্যে পুরাণ-প্রসিদ্ধ বহু জনপদ বিদ্যমান। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ তাহার দুই একটী স্থান খনন করিয়া প্রাচীন ইতিহাসের উপাদানমূলক স্মৃতি-চিহ্নাদি আহরণের প্রয়াস পাইয়াছেন সত্য; কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহাদের সে প্রচেষ্টা তাদৃশ ফলবতী হয় নাই। ভারতেতিহাসের এই অঙ্কের অভিনয়ে বিভিন্ন সাহিত্যের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল সত্য; সে সকল সাহিত্যের গাথায় ও উপাখ্যানে তাৎকালিক বহু তথ্য অবগত হওয়া যায় বটে; কিন্তু সে সকল সাহিত্যও পূর্ণ-কলেবর লোকলোচনের গোচরীভূত হয় নাই। যাহাও পাওয়া গিয়াছে, অধুনা তাহারও অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়াছে; যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও অমূলক উপকথাপূর্ণ বলিয়া অনেক সময় প্রামাণ্য-মধ্যে গণ্য হয় না। বৈদিক সাহিত্যের অভ্যন্তরে, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের ও প্রসার-বৃদ্ধির দিনে, ভারতের অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু সে সাহিত্যের সম্পূর্ণ উদ্ধার-সাধন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অধুনা সে সাহিত্য যে আকারে বিদ্যমান, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন, তাহা পরবর্ত্তিকালের বহু

উপসংহারে বক্তব্য।

পরিবর্ত্তনের ফল। অধিকন্তু ব্রাহ্মণগণের সে সাহিত্যে অনেক ঘটনা বাদ পড়িয়া গিয়াছে। এমন কি, প্রসিদ্ধ আদর্শ ঘটনাবলি ভিন্ন অন্য কিছুই সে সাহিত্যে স্থানলাভ করে নাই। ভারতের তাৎকালিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজনৈতিক অবস্থা পরম্পরার আলোচনাও তাহাতে উপেক্ষিত হইয়াছে। সে হিসাবে, সে সাহিত্য হইতেও তাৎকালিক ভারতের প্রকৃত ইতিবৃত্ত সঙ্কলন, এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের নৃপতিগণের পরিচয়, তাঁহাদের যুদ্ধ-বিগ্রহাদি, তাঁহাদের রাজ্যাধিকার, তাঁহাদের আচার-নীতি প্রভৃতির বিবরণও সে সাহিত্যে এত অসম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান যে, তাহার প্রকৃত অর্থাবধারণ নিতান্ত কঠিন। এরূপ অনিশ্চিত ক্ষেত্রে, অশোক হইতেও প্রধান ঘটনা অবলম্বন ভিন্ন, তাৎকালিক ভারতের ইতিহাস সঙ্কলন সম্ভবপর নহে। অশোকের পর গুপ্ত বংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ের সেই ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝা যায়, তৎকালে একছত্রে সম্রাট পদবাচ্য কেহই ছিলেন না। খণ্ড খণ্ড বিভাগ-সমূহের সীমা-পরিমাণাদি সময় সময় বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল বটে; তদ্দেশীয় শাসনকর্ত্তার দুই চারি পুরুষ ধরিয়া সে সকল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন সত্য;—কেহ কেহ কোনও প্রদেশের অধিপতি অপর প্রদেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহাদের কাহারও রাজ্য মগধ-সাম্রাজ্যের এক-চতুর্থাংশেরও সমতুল্য হয় নাই। অশোকের মৃত্যুর পর প্রায় পাঁচ শতাব্দী কাল মগধ-সাম্রাজ্যের প্রসিদ্ধির বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। মগধের এইরূপ হীনপ্রভতারও কারণ আছে। পশ্চিম-ভারতের বিভিন্ন জনপদে তখন বৈদেশিকগণ প্রবল হইয়া আপন আপন নামে মুদ্রাদি প্রচলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মগধে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বিচ্ছিন্ন মগধ-রাজ্যের শক্তিহীন সামন্তগণ সময় সময় শক্তি-সঞ্চয় করিয়া অথবা কোনও সঙ্ঘশক্তির আশ্রয় লাভ করিয়া যে সকল মুদ্রা উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। তাঁহাদের সে মুদ্রা সার্ব্বজনীনরূপে অনুমোদিত হয় নাই বলিয়াই তৎকালিক মগধের ইতিহাসে তাহা স্থান লাভ করিতে পারে নাই। শ্রাবস্তী, বৈশালী, মিথিলা, রাজগৃহ প্রভৃতি মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্থান-সমূহ আজি পর্য্যন্ত প্রত্নতত্ত্ব-উদ্ধারের উদ্দেশ্যে খনিত হয় নাই। পাটলিপুত্র নগরে অধুনা যে খনন-কার্য্য সমাহিত হইতেছে, তাহাতে অনেক তত্ত্ব অবগত হওয়ার সম্ভাবনা আছে সত্য; কিন্তু তাহা প্রায়শঃই অশোকের রাজ্য-কাল সংক্রান্ত; কিন্তু তাহাতে ঐ সময়ের ধারাবাহিক ইতিহাস সংগৃহীত হইতে পারিবে কিনা, তৎসম্বন্ধেও মতান্তর আছে। মগধের তাৎকালিক জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্য এতদুদ্দেশ্যে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এখনও তাহার অধিকাংশই পাণ্ডুলিপিতে পর্য্যবসিত রহিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মতে প্রতিপন্ন হয়, এলিফাণ্টা গিরিগুহায় অঙ্কিত। লিপিতে ১৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। এলিফাণ্টার গুহাগাত্রোৎকীর্ণ লিপি হইতে বুঝা যায়, কলিঙ্গের তাৎকালিক নৃপতি খারবেল দুই বার মগধ-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বারের আক্রমণে খারবেল গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া বুঝা

যায়। খারবেলের বিবরণ হইতে প্রতিপন্ন হয়, তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহার পিতা ও পিতামহ কলিঙ্গের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। সে হিসাবে অশোকের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই যে কলিঙ্গ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, খারবেলের প্রসঙ্গে শিলালিপিটী গুহায় মগধের তাৎকালিক নৃপতির নামোল্লেখ নাই। এই সকল ঘটনার আলোচনায় প্রতীত হয়,—তখন পারিপার্শ্বিক কোনও রাজা মগধ-বিজয়ে সমর্থ হন নাই; পরন্তু অশোকের মৃত্যুর পর কলিঙ্গের সময় পর্য্যন্ত কলিঙ্গ ও মগধ পরস্পর পাশাপাশি থাকিয়া স্বাধীন রাজ্য-মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। তখন মগধের অধিকৃত অন্যান্য রাজ্য মগধের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল; তখন কেবলমাত্র কোশল, চম্পা এবং প্রাচীন মগধ লইয়া মগধ-সাম্রাজ্য সংগঠিত হইয়াছিল। দক্ষিণ-ভারতের তাৎকালিক অবস্থাদির আলোচনায় বুঝা যায়, তৎকালে কলিঙ্গের দক্ষিণে অন্ধ্ররাজগণ বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন। তখন কৃষ্ণানদীর তীরবর্ত্তী ধান্যকাটক বা অমরাবতী তাঁহাদের রাজধানী ছিল। অন্ধ্রগণের প্রাচীন (অশোকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরের) ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। যদিও তাঁহারা দাক্ষিণাত্যকে মৌর্য্যগণের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিতে সমর্থ হন নাই, কিন্তু পরবর্ত্তিকালে উত্তর দিকে তাঁহাদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। সে সময়ে দাক্ষিণাত্যের বহু জনপদ তাঁহাদের অধিকারে আসিয়াছিল। পটিঠান (প্রতিষ্ঠান) নগরে তাঁহাদের একটী রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎকালিক ইতিবৃত্তের আলোচনায় প্রতীত হয়, তাঁহারা শকজাতীয় শাসনকর্ত্তা, যবন এবং সৌরাষ্ট্রের অধিপতি-গণের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন। দক্ষিণে চোল, পাণ্ড্য এবং কেরল নামে তিনটী স্বাধীন রাজ্য ছিল। সেই সকল রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস এবং শিলালিপ্যাদি এক্ষণে বিলুপ্তপ্রায়। সিংহলদেশীয় গ্রন্থাদিতে এবং অশোকের দ্বিতীয় গিরিলিপিতে ঐ সকল রাজ্যের উল্লেখ আছে। তদ্দৃষ্টে মনে হয়, অশোকের সময়ে এবং তাঁহার রাজ্যনাশের পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত, ঐ সকল রাজ্য সভ্য-সমুন্নত ছিল। তাহাদের সে সভ্যতা আর্য্য-সভ্যতা অপেক্ষা কোনও অংশে হীন ছিল না। ইলারের অধিনায়কত্বে তামিল-বংশীয় চোলরাজ-গণের সিংহল বিজয় এবং সিংহলরাজ দুষ্টগামিনী কর্তৃক চোল-রাজের পরাজয়—সিংহল-দেশীয় ইতিবৃত্তের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মতে উহা দ্বিতীয় শতাব্দীর ঘটনা বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। এই ঘটনার পর একবার দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমভাগে অধি-নায়ক ভালুকার অধীনে এবং একবার ঐ শতাব্দীর শেষভাগে অধিনেতা বাহিয়ার অধি-নায়কত্বে চোল তামিলগণ তাঁহাদের রাজধানী মাধুরা (মাদুরা) হইতে বিপুল বাহিনী লইয়া সিংহল-রাজ্য আক্রমণ করেন। ফলে, সিংহলের উত্তরাংশ বিধ্বস্ত হয় এবং চোলগণ সিংহলের রাজধানী অনুরাধাপুর অধিকার করিয়া তথায় রাজ্য-স্থাপন করেন। যদিও চোল-গণ অধিক দিন পর্য্যন্ত সিংহলের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই, যদিও তাঁহারা প্রতি-বারই সিংহল হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন; কিন্তু অন্ধ্রগণ যে দক্ষিণ-দিকে আপনাদের আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হন নাই, এই চোলগণের প্রভুত্ব-ক্ষমতার আলোচনায় তাহা বেশ প্রতিপন্ন হয়। চোলগণের প্রভাব খর্ব্ব করিতে না পারিয়া অন্ধ্রগণ তাই উত্তরাভিমুখে

প্রধাবিত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় শতাব্দীর পর দাক্ষিণাত্যে আপনাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্ধ্রগণ এক প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হন। তখন উত্তরে ও দক্ষিণে সাত্রাপ (ক্ষত্রপ বা ক্ষহর্ত্তা) অভিধেয় বিদেশীয় শাসনকর্ত্তৃগণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের একজন শাসন-কর্ত্তা উজ্জয়িনীতে অবন্তী রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, এবং অপর একজন শাসনকর্ত্তা গিরি-নগরে অবস্থিত থাকিয়া কাথিয়াবাড় এবং কচ্ছ প্রদেশে প্রভুত্ব ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঐ সাত্রাপদ্বয় স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের প্রভুদ্বের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। তার পর ঐ উভয় দেশের ক্ষত্রপবংশ এক হইয়া যায়। তখন তাহার অসীম ক্ষমতা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। সে সময়ে তাহাদের রাজ্য পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণ চারি দিকে ছয় শত মাইল হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সাত্রাপ-বংশের রাজা সাধারণতঃ গিরি-নগরেই অবস্থান করিতেন। তিনি পরে 'মহাক্ষত্রপ' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নামে যে সকল মুদ্রা উৎকীর্ণ হইয়াছিল, সেই সকল মুদ্রায় ক্ষত্রপ রাজগণের প্রত্যেকের রাজত্বকাল এবং তাঁহাদের স্ব স্ব নামের সহিত তাঁহাদের পিতার নাম অঙ্কিত ছিল। সেই সকল মুদ্রা হইতে ক্ষত্রপ-বংশের রাজগণের এবং তাঁহাদের রাজত্বকালের একটা ধারাবাহিক পরিচয় অবগত হওয়া যাইতে পারে। অন্ধ্ররাজগণের অধিকাংশেরই পরিচয় গ্রন্থপত্রে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের রাজত্বের পর্য্যায় সম্বন্ধে মতান্তরের অবধি নাই। সুতরাং ভারতের এক প্রান্ত-দেশের ইতিহাস মাত্র এই উপায়ে আংশিকরূপে সংগৃহীত হইতে পারে। পরন্তু তাঁহাদের সংসৃষ্ট পারিপার্শ্বিক রাজ্য সমূহের ইতিবৃত্তের কতকাংশ সঙ্কলন করা সম্ভবপর। সে হিসাবে খৃষ্ট-জন্মের পরবর্ত্তি-কালের অবস্থা-বিশেষই তাহাতে জানিবার সম্ভাবনা। পাশ্চাত্য মতে অশোক হইতে খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রায় দুই শত বৎসরের ইতিবৃত্ত অন্ধকারেই রহিয়া গিয়াছে। চীনাদিগের গ্রন্থপত্রে সে সময়ের বিবরণ যৎসামান্য জানিতে পারা যায় বটে; কিন্তু সে বিবরণ শক-জাতির বর্ণনায় সীমাবদ্ধ। শকগণ কি ভাবে কোথায় বসতি করিয়াছিল, কি সূত্রে কি অবস্থায় তাহারা ভারতবর্ষে আসিল, চীনাদিগের গ্রন্থপত্রে কেবলমাত্র সেই উল্লেখই পরিদৃষ্ট হয়। চৈনিক গ্রন্থপত্রের সে বিবরণ হইতে বুঝা যায়, অশোকের মৃত্যুর পর মগধ-সাম্রাজ্যের সর্ব্ব উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের রাজ্য-সমূহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদে বিভক্ত হইয়া গ্রীক-শাসনকর্ত্তৃগণের শাসনাধীনে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল। ঐ সকল রাজ্য প্রথমে সেলিউকাস নিকাটরের রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল; চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি উহা মগধরাজকে দান করিয়াছিলেন। পরস্পরের সহিত পরস্পরের বিবাদের ফলে, ক্রমে ঐ সকল রাজ্য হীনবল হইয়া পড়ে এবং পরিশেষে, ১৬০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, শক-জাতির অধীনে ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য একত্র সম্বদ্ধ হইয়া এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। উহারই কিছুকাল পূর্ব্বে ইয়েচি-জাতি কর্ত্তৃক সোগদিয়ানা হইতে শকগণ বিতাড়িত হইয়াছিল। শকগণ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে পরিশেষে, প্রায় ১২০ খৃষ্টাব্দে, ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, সিন্ধুদেশের পথে শকগণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। যাহা হউক, তাহারা ক্রমে ভারতবর্ষে স্ব স্ব আধিপত্য-বিস্তারে সমর্থ হয়। ক্ষত্রপ অভিধানে অভিহিত হইয়া তখন তাহারা মথুরা,

ইয়েচিরা ব্যাকট্রিয়ায় প্রতিষ্ঠান্বিত হন। এই অবস্থায় সিথিয়ান বা শকস্থানের অধিপতির প্রাধান্য মান্য করিয়া ভারতের পূর্ব্বোক্ত জনপদ সমূহ তাঁহারা শাসন করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে ইয়েচি জাতি তাহাদের নূতন বাসস্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। মধ্য-এসিয়ার কতকগুলি ভ্রমণকারী জাতি এই সময় তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। ইয়েচি জাতি ইতঃপূর্ব্বে পাঁচটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল। ক্রমে তাহাদের কুশান-শাখা অন্যান্য শাখার উপর আধিপত্য-বিস্তার করে। এই সময় হইতেই ইয়েচি-জাতির শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহাদের শাখা-প্রশাখার পরস্পর সম্মিলনে তাহারা অসীম শক্তিশালী হইয়া উঠে। শকগণের সহিত ক্রমে তাহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ফলে ভারতের শকজাতীয় সাত্রাপ-গণ অধীনতা অবলম্বন করিয়া তাহাদের প্রভুত্ব-ক্ষমতার উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই কুশানগণ ভারতের দিকে অগ্রসর হন। তখন পঞ্জাব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; সেই সকল রাজ্যের স্বাধীন নৃপতিগণের ক্ষমতাও ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং সহজেই কুশানগণ পঞ্জাব অধিকার করিতে সমর্থ হন। ক্রমে তাঁহাদের নিকট মথুরার ক্ষত্রপ শাসন-কর্ত্তা পরাজয় স্বীকার করেন। বাকৃত্রিয়া হইতে সিন্ধুর মোহানা পর্য্যন্ত কুশান-বংশের রাজ্য বিস্তৃত হয়। সেই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের রাজধানী 'তক্ষশিলা' নামে অভিহিত হইয়াছিল। মথুরায়ও তাঁহাদের আর একটী রাজধানী স্থাপিত হয়। প্রাচীনকালে ঐ তক্ষশিলা—তক্ষ জাতির অধিকারে ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। তক্ষশিলার ধ্বংস-কালে কুশান-নৃপতিগণের বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাঁহাদের কতকগুলি লিপিরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেই সকল লিপি এবং মুদ্রা হইতে কুশান-বংশের একটী তালিকা এবং রাজত্ব-কাল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাদের যে রাজত্বকাল সম্বন্ধে নানা মতান্তর দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় এতদ্-বিষয়ের কতকটা মীমাংসা হইতে পারে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধে কোনও প্রমাণের পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রাচীন গ্রন্থ-পত্রের আলোচনায় সপ্রমাণ হয়, কনিষ্কের সমসময়ে বুদ্ধঘোষ জীবিত ছিলেন; প্রবাদ এই,—তিনি 'বুদ্ধচরিত' গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বুদ্ধ-দেবের চরিত্র ও জীবনী সম্বলিত ঐ গ্রন্থ সংস্কৃত-ভাষায় পদ্যে রচিত হয়। প্রকৃতি-পুঞ্জের প্রতি উপদেশ-পরম্পরা ঐ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। ঐ গ্রন্থ কোন্ সময়ে বিরচিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাই বিচার্য্য। সাহিত্যের কাল-নির্দ্দেশে তাহার ভাষা ভাব বর্ণমালা প্রভৃতির বিচার করা প্রয়োজন হয়। সে হিসাবে, দেখিতে পাই, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লিপি—স্তম্ভলিপি, গিরিলিপি প্রভৃতি—সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ঐ শতাব্দীর অতি প্রাচীন লিপির ভাষাও—সংস্কৃত-ভাষা। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' যদি সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত অতি প্রাচীন পদ্যগ্রন্থ বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে তাহার কাল-নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ-পরম্পরা অনুসারে, কুশন-বংশের প্রবর্ত্তিত অব্দও দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে বলা যায় না। তাহা হইলে ঐ শতাব্দীর লিপি-সমূহের সহিত তাহার বিশেষ অসামঞ্জস্য রহিয়া যায়। চীনা-ভাষার গ্রন্থ-পত্রের আলোচনায় প্রত্নতত্ত্ববিৎ

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, ১২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কনিষ্ক বিদ্যমান ছিলেন। সে ক্ষেত্রে পণ্ডিতগণ লৌকিক অব্দ হিসাবে কাল-গণনা করিয়াছেন বলিয়াই বুঝা যায়। অন্যপক্ষে কনিষ্ক তাহারও পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া ধরিয়া লইলে অশ্বঘোষের সহিত তাঁহার সমসাময়িকত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কেন-না, তাহা হইলে, তাঁহার রাজধানীতে 'বুদ্ধদেবচরিত' রচনার উপাখ্যান-মূলক উক্তি অমূলক বলিয়া সপ্রমাণ হয়। * এরূপ সন্দেহস্থলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কনিষ্কের রাজত্বকাল পূর্ব্বোক্তরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া তৎসমর্থনমূলক যুক্তি-পরম্পরার অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে তাই অশ্বঘোষ বিরচিত বুদ্ধচরিতের কাল দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষার্দ্ধে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন গিরি-নগরের সিদীয় ক্ষত্রপের রাজধানী হইতে যেরূপভাবে সংস্কৃত-ভাষায় ঘোষণা-বাণী প্রেরিত হইয়াছিল; কুষণ-বংশীয় নৃপতিও যে তাহার রাজধানী হইতে সে অনুরূপ ঘোষণা-বাণী সংস্কৃত-ভাষায় ঠিক ঐ সময়েই বিঘোষিত করেন নাই, তাহাও বলা যায় না। কনিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধ-মহাসম্মিলনীর অধিবেশন হইতেও এতদ্বিষয় সপ্রমাণ হইতে পারে। কনিষ্কের সেই বৌদ্ধ সম্মিলনীতে সংস্কৃত ভাষায় বুদ্ধদেবের [illegible]-ব্যাখ্যামূলক [illegible] গ্রন্থ লিখিত হয়। ঐ গ্রন্থ অধুনা বিলুপ্ত হইলেও চীন ভাষায় উহা অনূদিত হইয়া ঐতিহাসিক-গবেষণার পুষ্টি-সাধন করিতেছে। কনিষ্কের সমসাময়িক সেই সংস্কৃত-গ্রন্থ অধুনা বিলুপ্ত বটে; কিন্তু তাহা হইলেও, সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত হইবার পূর্ব্ববর্তিকালে কনিষ্কের রাজত্বকাল নির্দ্দেশ করা দুষ্কর। যখন লোকে পালিভাষায় পারদর্শী, সংস্কৃত ভাষা আপনাদের কাব্য ও লিখিত ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিল, যখন পালি অপেক্ষা [illegible] ভাষা অধিক সমাদৃত [illegible], যখন লোকে বুঝিতে পারিল পালি অপেক্ষা সংস্কৃত ভাষা ব্যবহারই গৌরবজনক, ঠিক সেই সময়েই [illegible]। কনিষ্কের প্রথম ঘোষণা ঐ সময়েই সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত হইয়াছিল। [illegible] ভাষা এবং রাজভাষা রূপে সংস্কৃত-ভাষার ব্যবহার ভারতীয় জনসাধারণের মানসিক গতি পরিবর্তনের এক অপূর্ব্ব ইতিহাস বলা যাইতে পারে। অনেকবিধ কারণ-পরম্পরা, তাহার মূলে পরিবর্তনের প্রভাব এবং সেই পরিবর্তনে এবং উন্নতিতে যে ফল লাভ হয়, তৎকালিক ইতিবৃত্তে তাহাও অল্প কৌতূহলোদ্দীপক নহে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সিদ্ধান্ত করেন,—এই পরি-বর্তনের মূলে বৈয়াকরণিক প্রভাব বিদ্যমান ছিল। সেই কারণে তৎপূর্ব্বের প্রচলিত ভাষা পরিত্যক্ত হয় এবং সংস্কৃত ভাষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণ আনুষঙ্গিক একটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সে কারণ—বৈদেশিকগণের সহিত সম্বন্ধ-সংস্রব। তখন গ্রীক, সিদীয় এবং তাতার জাতির সহিত ভারতের সম্বন্ধ-সংস্রব স্থাপিত হইয়াছিল। সংস্কৃত-ভাষা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে এবং ব্রাহ্মণদিগের প্রবর্তিত সাহিত্যের ভাষার ব্যবহারে তখন লোকে সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞগণের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনে অভ্যস্ত হয়। এ ক্ষেত্রে একটী বিষয়ের প্রতি সহজেই দৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে। কাব্য ও

---

* Vide, V. A. Smith's article in the Journal of the *Royal Asiatic Society* for 19 3. Prof. Rhys David's *Buddhist India*.

কারণের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। তাহার ফলও বৈচিত্র্যপূর্ণ। অশোকের সময় হইতে কনিষ্কের রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত যে সকল লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই বৌদ্ধ-প্রভাব-পূর্ণ; মাত্র কয়েকটীতে জৈনগণের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। ঐ সময়ের দান-পত্রাদির অধিকাংশই বৌদ্ধগণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। তার পর কনিষ্কের রাজত্বের পর হইতেই ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব বিস্তার হয়। তখন ব্রাহ্মণগণের দেবদেবী, তাঁহাদের যাগযজ্ঞ, সমাদৃত হইতে থাকে। শেষ, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে, এমন অবস্থা হয় যে, তখন প্রায় তিন-চতুর্থ অধিবাসী ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের অনুগামী হন। পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, তখন সেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম পুনরায় উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় সমারূঢ়। অশোকের সময় হইতে কনিষ্কের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধ-প্রভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে পণ্ডিতগণ ঐ সময়ে ভারতকে 'বৌদ্ধ-ভারত' নামে অভিহিত করেন। কনিষ্কের পর ভারতের সে সংজ্ঞা পরিবর্ত্তিত হয়। শেষে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের এমন পরিণতি ঘটে যে, তাহার উৎপত্তিস্থান একমাত্র মগধ-সাম্রাজ্য ব্যতীত অন্য কোথাও তাহার প্রভাব দৃষ্ট হয় না। কি ভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের এই শোচনীয় পরিণতি সঙ্ঘটিত হয়, তৎকালিক ইতিবৃত্তের আলোচনায় তাহা উপলব্ধি হইতে পারে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারত-পরিদর্শনে আগমন করেন। সেই সময় ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রেই তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের হীনাবস্থা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময় ভারতের কত অধিবাসী বৌদ্ধধর্ম্ম মান্য করিত, তাহা তিনি উল্লেখ করিয়া যান নাই। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়ান চুয়াং সে বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে প্রকাশ,—তখন ভারতের মাত্র দুই লক্ষ অধিবাসী বৌদ্ধধর্ম্ম মান্য করিতেন। তন্মধ্যে এক-চতুর্থাংশ মহাযানী ছিলেন, তদ্ভিন্ন আর সকলেই প্রাচীন মত মান্য করিতেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে কুমারিল ভট্ট কর্তৃক বৌদ্ধগণ বিশেষ-ভাবে নিগৃহীত হইয়াছিলেন। কুমারিল ভট্ট কর্তৃক বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উচ্ছেদ-মূলক এই ইতিবৃত্ত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ উইলসন্ এবং কোলব্রুক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতগণ তাহা স্বীকার করেন নাই।* বৌদ্ধ-ধর্ম্মের এই অব-

* কুমারিল ভট্ট কর্তৃক বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উচ্ছেদ-সাধনের ইতিবৃত্ত উইলসন এবং কোলব্রুকের গ্রন্থপত্রেই পরিদৃষ্ট হয়। রেভারেণ্ড ডাব্লিউ টি উইলকিন্সও তাহার সমর্থন করিয়া বলেন,—"The desciples of Buddha were so ruthlessly persecuted that all were either slain, exiled, or made to change their faith. There is scarcely a case on record where a religious persecution was so successfully carried out as that by which Buddhism was driven out of India." কিন্তু ডেভিড্‌স প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ উইলকিন্সের এতদুক্তিতে আস্থা স্থাপন করেন না। মিঃ ডেভিড্‌স বলেন,—"I do not beleive a word of it......I have come to the conclusion, entirely endorsed by the late Professor Buhler, that the misconception has arisen from an erroneous inference drawn from expressions of vague boasting of ambiguous import, and doubtful authority."—*Vide*, Rhys David's *Buddhist India* and *The Journal of the Pali Text Society* of 1896.

নতির কারণ তাঁহারা অন্যত্র অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের এবং ধর্ম্ম-বিশ্বাসের যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মতে, বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির তাহাই প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। জনসাধারণের জ্ঞানোন্নতির অভাব অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ভারতের পশ্চিম-সীমান্ত হইতে যে সকল বৈদেশিক জাতি সময় সময় ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাদের প্রভাবও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অবনতির অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। প্রতীচ্যে যেমন গথ ও ভাণ্ডালগণের আক্রমণের ফলে রোম-সাম্রাজ্য হইতে পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধিত হয় এবং রোমের অধিবাসিগণ যেমন খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করে, ভারতেও ঠিক সেই অবস্থাই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ভারতের সহিত সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠার পর কুশন, শক ও সিদীয় প্রভৃতি জাতি স্ব স্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তৎকাল-প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়। শেষে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে কলুষতা আসে। ফলে তাহার অবনতি আরম্ভ হয়। রোম-সাম্রাজ্যের ইতিহাসে ঐতিহাসিক গীবন, রোমের উত্থান এবং পতনের বিষয় উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিবৃত্তও সেইরূপভাবে বিবৃত হইতে পারে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ইতিহাসের উপাদান অদ্যাপি পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে সংগৃহীত হয় নাই। বৌদ্ধ-সাহিত্যের সকল সম্পৎ অদ্যাপিও লোকলোচনের গোচরীভূত হয় নাই। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রসিদ্ধ স্থান-সমূহ উৎখাত হইলে এবং বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থাদি সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হইলে, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উন্নতির ও অবনতির সম্পূর্ণ ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে। আর রোম-সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনের ইতিহাসের ন্যায় সে ইতিহাসও বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়।

উপসংহার।

ভারতের ইতিহাস, পূর্ব্বে বলিয়াছি—ধর্ম্মের ইতিহাস। ধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও অধঃপতন সে ইতিহাসের প্রাণস্থানীয়। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" ভারতের প্রতি অঙ্কে, প্রতি চিত্রপটে এ উক্তির সার্থকতা অনুভূত হয়। ভারতের যে যুগের যে ইতিহাসই আলোচনা করি না কেন, ধর্ম্মের এই অপূর্ব্ব লীলা সর্ব্বত্রই প্রকটিত দেখি; ভারতের যে যুগের যে স্তরের ইতিহাসের অভ্যন্তরেই প্রবেশ করি না কেন, সর্ব্বত্রই সেই একই দৃশ্যপট প্রত্যক্ষ করি। ধর্ম্ম-শক্তি—শ্রেষ্ঠ শক্তি; ধর্ম্ম-বল—শ্রেষ্ঠ বল। তাই দেখিতে পাই,—যেখানেই প্রতিষ্ঠা, সেইখানেই গৌরব,—সেইখানেই অবিরাম গতিতে সে শক্তির ক্রিয়া চলিয়াছে; তাই দেখিতে পাই,—যেখানেই অগৌরব, যেখানেই পদস্খলন, সেখানেই সে শক্তির কার্য্যকারিতার অভাব রহিয়াছে। উত্থান পতনেরও গৌরব পদস্খলনের ইতিহাসে ধর্ম্ম-শক্তির প্রভাব যেন ওতঃপ্রোতঃ বিজড়িত! সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন বিধ্বস্ত হইতে বসিয়াছিল; আর্ত্ত নরনারীর করুণ ক্রন্দনে গগন দীর্ণ-বিদীর্ণ হইতেছিল; দুঃখ-দুর্দ্দৈবের প্রগাঢ় অন্ধকারে ধরণী আচ্ছন্ন করিয়াছিল। নিশাপগমে উষার নবীন আলোক-সঞ্চারে কে সে আঁধার দূর করিল? রাজশক্তি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল; অন্তর্বিপ্লবের ফলে দারুণ সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছিল; সেই বিচ্ছিন্ন রাজশক্তি কিরূপে কেন্দ্রীভূত হইল,—শান্তির স্নিগ্ধবারি নিষেকে কে সে সন্তাপ দূর করিল?—কিরূপে, কোন্ শক্তি প্রভাবে

ভারতের ধর্ম্মশক্তিকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত-অশোকাদির ন্যায় তাঁহাতেও ধর্ম্মের উন্মাদনা ছিল,—তিনিও ধর্ম্মপথের পথিক হইয়া জনহিতসাধনে প্রাণমন নিয়োজিত করিয়াছিলেন। অশোকের ন্যায় তিনিও সর্ব্বজীবে সমদর্শন নীতির অনুসরণ করিতে পারিয়াছিলেন; তাই ভারতের ইতিহাসে তাঁহার প্রতিষ্ঠা আজিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে;—বিধর্ম্মী বিদেশী হইলেও ভারত তাই তাঁহাকে অঙ্কে স্থান দান করিয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে কত বৈদেশিক জাতি ভারতের প্রান্ত-দেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে; কিন্তু কয় জন কনিষ্কের ন্যায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? যে গুণে যে উপায়ে কনিষ্ক সেই বরণীয় আসন লাভ করিয়াছিলেন, কনিষ্কের ধর্ম্ম-প্রাণতাই কি তাহার কারণ নহে? যে দিন হইতে তাঁহার হৃদয় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিমল আলোকে আলোকিত হয়, যে দিন হইতে তাঁহার হৃদয়ে বৌদ্ধধর্ম্মের বিজলী-রশ্মি ফুটিয়া উঠে, যে দিন হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উন্মাদনায় তাঁহাকে মাতাইয়া তুলে, সেই দিন হইতেই তাঁহার প্রতিষ্ঠার অঙ্কুর উদ্গত হয়। তাই বলিতেছিলাম, ধর্ম্মের উন্মাদনা—শ্রেষ্ঠ উন্মাদনা;—ধর্ম্মের বল শ্রেষ্ঠ বল। ভারতের ইতিহাসে যিনিই যখন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাতেই তখন ধর্ম্ম-শক্তির বিচিত্র ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। আবার যখনই সে শক্তির অভাব হইয়াছে, তখনই তাহার সে ক্রিয়ার অভাব অনুভূত হইয়াছে। অশোকের পর গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্তিকালের ইতিহাস কেন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, তাহার কারণ আর কিছুই নহে; তাহার একমাত্র কারণ—ধর্ম্ম-শক্তির অভাব। চন্দ্রগুপ্ত-অশোকাদিতে ধর্ম্মের যে উন্মাদনা বিদ্যমান ছিল, তখন কাহারও প্রাণে সে উন্মাদনার সঞ্চার হয় নাই; বিচ্ছিন্ন শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া সে শক্তি পরিচালনের সামর্থ্য তখন কাহারও ছিল না। অশোকাদি যেমন ধর্ম্মবলকেই শ্রেষ্ঠবল বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাঁহারা যেমন ধর্ম্ম-শক্তির প্রতিই নির্ভরপরায়ণ হইয়াছিলেন, তৎপরবর্ত্তী রাজগণের সে নির্ভরতা ছিল না; দৈবী শক্তি অপেক্ষা আসুরী শক্তি-কেই তাঁহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন; বাহুবলের শ্রেষ্ঠত্ব-স্থাপনে তাঁহারা ধর্ম্ম-বলের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; তাই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার নিদর্শন ইতিহাসের অঙ্কে স্থান-লাভ করে নাই। তখন ভারতে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হওয়ায় অধর্ম্মের রাজত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল;—অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে ধর্ম্মের অধঃপতন ঘটিয়াছিল। তাই সে ইতিহাস অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে তাই দেখিতে পাই, ভারত যখন ধর্ম্মশক্তির আশ্রয় লাভ করিয়াছে, তখনই সে সম্মানের উচ্চ-চূড়ায় সমাসীন হইয়াছে। আবার সে যখন সে শক্তি হারাইয়াছে, তখনই অবনতির অতলতলে নিমজ্জিত হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম,—ভারতের ইতিহাস ধর্ম্মের ইতিহাস; তাই বলিতেছিলাম—ভারতের প্রতিষ্ঠা ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায়।

নির্ঘণ্ট।

——:•:——

অ।

ই।

ঈ।

উ

ঋ

এ

ও

ক

ঘ।

ছ।

জ।

থ

দ

ফ।

ব

ভ।

ল।

শ।

হ।

— ৪ • ৪ —

সমাপ্ত।